তৃতীয় খণ্ড

লণ্ডন-রহস্য

বা

বড়দলের গুপ্তলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবরাজের স্বপ্ন

প্রি [illegible] ণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। গভীর নিশী [illegible] সাদে শপন শয়নকক্ষে সুখময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া তিনি [illegible]

[illegible] পর একগুলি বাতী জলিতেছে, শয্যাপার্শ্বে একটি লণ্ঠন [illegible] রে আ জলিতেছে। সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে যে সমস্ত আলো [illegible] া নাতিপ্রখর, নাতিক্ষীণপ্রভ। গৃহমধ্যস্থ বা [illegible] তুষ [illegible] াক্ষে [illegible] বসনের যবনিকা, বাহিরের শীত সে [illegible] য়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

[illegible] আছে। ললাটের শিরা-সমূহ পরিস্ফীত, [illegible] আর [illegible] লণ্ঠনে আলোকশিখা তাঁহার প্রকম্পি [illegible] ক্রীড়া [illegible] ষ্ঠ ঈষৎ বিযুক্ত, তাহার মধ্য হইতে সং [illegible] পঙ্ক্তি [illegible] হইতেছে যেন, দন্তে দন্তে বিঘর্ষণ। নেত্রপ [illegible] নিমী [illegible] অর্দ্ধ-প্রকাশিত, দৃশ্য বিকট; বোধ হয় যেন, প্রেত-মূর্ত্তি [illegible]। আত্মা জাগরিত। হৃদয়ে নিরয়-যন্ত্রণা-ভোগ হইতে [illegible]

সেই [illegible] শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ রাজপুত্রের সেই মূর্ত্তি [illegible] হা হইলে সেই দর্শকের হৃদয় মহাতঙ্কে অবসন্ন

হইয়া যাইত, কিন্তু সে মূর্ত্তি নরলোকের চক্ষে পড়ে নাই, কেবল ঈশ্বরের চক্ষু—যে চক্ষে কিছুই এড়ায় না, সেই চক্ষুই তখন সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে।

যুবরাজ স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যেন, অল্প অল্প কুজ্ঝটিকা গৃহতল হইতে উত্থিত হইয়া অল্পে অল্পে তাঁহার পর্য্যঙ্ক পরিবেষ্টন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে সেই কুজ্ঝটিকা গাঢ়তর হইয়া সমস্ত গৃহটিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রিন্স যেন তখন গভীর জলদজালে সমাবৃত হইলেন। তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি যেন শুনিলেন, সেই নিশীথকালের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটা ভয়ানক বিলাপধ্বনি উঠিল। জননীর প্রেতাত্মা যেন পরলোক হইতে ঐ গৃহমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া, পরলোক-প্রাপ্ত, অকাল-মৃত, হিন্দোলশায়িত শিশু-সন্তানগুলিকে ঘুম পাড়াইবার স্বরে বিলাপ-গীত গাহিতেছে। যুবরাজের ইন্দ্রিয়শক্তি বিবশা, একটী নির্দ্দিষ্ট স্থলের উপর তাঁহার চক্ষুদ্বয় আকৃষ্ট, কোন ক্রমেই যেন তিনি সে স্থল হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। কুজ্ঝটিকা যেন ক্রমে ক্রমে অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিল। অবশেষে সেই জলদরাশিমধ্যে একটি নারীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল।

ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি যেন যুবরাজের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। যুবরাজের ললাটদেশ শীতল ঘর্ম্ম-বারিতে অভিষিক্ত হইল, আতঙ্কে তাঁহার হৃদয় যেন কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের তাৎকালিক ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সম্মুখে রমণীর প্রেতমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি কাহার? পাশব-প্রবৃত্তির বশে হইয়া যুবরাজ যে সকল সুন্দরী রমণীর সতীত্ব-ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, সম্ভোগাশা-পরিতৃপ্তির পর যাহাদিগকে তিনি পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, শোকে দুঃখে ভগ্ন-মনে যাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে, এ মূর্ত্তি সেই সকল রমণীর মধ্যে একটির।

যুবরাজ স্বপ্ন দেখিতেছেন, ধীরে ধীরে সেই ছায়া-মূর্ত্তি সরিয়া গেল,—তাঁহার সম্মুখ দিয়াই সরিয়া গেল। তাঁহার ললাটদেশে আবার স্বেদবিন্দু দেখা দিল। কাম-মোহিত হইয়া যে সকল রূপবতী যুবতীর সতীত্ব তিনি হরণ করিয়াছেন, এই মূর্ত্তি—সময়ে যে মূর্ত্তি জনমনোহারিণী ছিল, যখন তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তখন লোমহর্ষণ আতঙ্কে তাঁহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল! সে মূর্ত্তি যে দিকে গেল, ভয়াকুল-নয়নে প্রিন্স স্বপ্নঘোরে সেই চাহিয়া আছেন, দেখিলেন, সেই তমোরাশিমধ্যে সেই প্রকারের আর এক মূর্ত্তি,—তাহার পর আর একটি,—আবার—একটি, আবার একটি; পর পর ঐরূপ অনেক মূর্ত্তির আবিভাব ও তিরোধান। প্রলোভন দেখাইয়া, যুবরাজ যে সকল যুবতীকে কুপথে নয়ন করিয়া, [illegible]-কলঙ্ক-সাগরে

...য়াছিলেন, লজ্জা-কলঙ্কে নিমগ্ন হইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে যাহারা জীবনের ...রাইয়া সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকল প্রেতমূর্ত্তি ...গিনী রমণীর।

... সময়ে ইহ-সংসারে সেই সকল রমণী পরমা সুন্দরী ছিল, কিন্তু ... বর্ণশূন্য, সৌন্দর্য্যশূন্য, লাবণ্যশূন্য,—জীবনাবসানে শ্বেতপ্রস্তর-...কা সদৃশ, পরিধান সমাধি-বসন।

...র ন্যায় ধীরে ধীরে প্রেতমূর্ত্তিগুলি প্রিন্সের পর্য্যঙ্ক পরিবেষ্টন ...ছে, আবার আসিতেছে, আসিবার সময় ক্রমশই তাহাদের ...ছে, মূর্ত্তিও অধিকতর বিকটাকার হইয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইতেছে। ...রো ক্রোড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু; ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা অথবা ...ত্তি-চরিতার্থতার কুহকে প্রিন্স যে সকল যুবতীর গর্ভোৎপাদন ...ন ঐ সকল শিশুই সেই মহাপাতকের ফল; জননীর প্রস্তর-... শিশুগুলিও প্রস্তরবৎ। প্রসূত হইবামাত্র অথবা অল্পদিন ...য়িনী প্রসূতির অজ্ঞানাবস্থায় শিশুগুলিকে দলবদ্ধ করিয়া ...য়াছে! কোন কোন স্থলে লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং ...রা ...ঘাতিনী হইয়াছে!

...ক্রোড় প্রসূতিগণের ভয়ঙ্করী প্রেতমূর্ত্তিরা প্রিন্সের পর্য্যঙ্ক পরিবেষ্টন ...ঘুরিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের পার্থিব-মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া গে... ...পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা দর্শন করিলে হৃদয় মহাতঙ্কে পরিপ্লুত ...য়নে পার্থিব-জ্যোতি নাই, সে সকল নয়ন এখন কোটরগত, ... তুল্য। প্রসূতি ও প্রসূত উভয় প্রেতমূর্ত্তি ঐরূপ বিকট-... নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে প্রিন্সের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, কঙ্কালময় ...তোলন করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেছে।

...দিও প্রেতমূর্ত্তিদের কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দ নির্গত হয় নাই, যদিও ...রা ...কাই কহে নাই, তথাপি তাহাদের সেই নিষ্প্রভ বিকট নেত্র-... নিধিত্ব করিতেছিল। কামমদে মত্ত হইয়া প্রিন্স যে সকল ...সঙ্গে যে সকল প্রেমালাপ ও রঙ্গরস করিয়াছিলেন, ঐ ...বিষ্টচক্ষু একটি একটি করিয়া সেই সকল পূর্ব্বকথা তাঁহার ...তেছিল, প্রত্যেক দৃষ্টিপাতেই শত শত ধিক্কার দিয়া ভৎর্সনা ...তেছিল। ...বেশে প্রিন্সের মনে হইল, ঐ সকল প্রেতশিশুর জন্ম-দা... জন্মিবামাত্র সেইগুলিকে যমালয়ে পাঠাইবার কারণও ...। ...ই তিনি জানিতে পারিলেন, প্রেত-নয়নের বাক্যগুলি

প্রকৃতই সত্য। তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ মহাপাপরঞ্জিত। প্রতি প... যদিও তিনি নারীহন্তা ও শিশুহন্তা নহেন, তথাপি ধর্ম্মের চক্ষে, ... তিনি ভয়ানক নরপিশাচ ভয়ঙ্কর, হত্যাকারী মহাপাপী।

এতক্ষণের পর প্রিন্সের কণ্ঠবিবর হইতে একটা যন্ত্রণাসূচক বিলাপধ্বনি বিনির্গত হইল। হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারাবৃত অন্তস্তল ভেদ করিয়া সে বিলাপধ্বনি ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া অন্তর্নিহিত অশেষবিধ পাপ... যন্ত্রণারাশি পরিব্যক্ত করিল।

তখনও যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যদিও তাঁহার সমস্ত ... কম্পনে প্রকম্পিত, তথাপি তিনি নিদ্রাভিভূত।

প্রেতমূর্ত্তিরা দ্রুতগতিতে পর্য্যঙ্ক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, তাহাদের ... মূর্ত্তি ক্রমে বিকট হইতে বিকটতর হইয়া উঠিল, লণ্ঠনের আলোক ... মূর্ত্তিগুলি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল।

মূর্ত্তিগুলির গাত্রে যে সকল আবরণ ছিল, তাহা অদৃশ্য; এখন কেবল উলঙ্গ কঙ্কালপুঞ্জ। সেই উলঙ্গ মূর্ত্তিগুলি আবার প্রিন্সের পর্য্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সমাধির কেশালাস্বরূপ প্রসূত ও প্রসূতিপুঞ্জের অস্থিসার কঙ্কাল... ঘুরিতে ঘুরিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত প্রিন্সের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল। হৃদয়ে নরক-যন্ত্রণা, নরকাতঙ্ক, নরকাগ্নি, মর্ম্ম-বেদনা, নৈরাশ্য... সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইলে যেরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, প্রিন্স এখন স্বপ্নযোগে সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। সুকোমল পক্ষিপক্ষ রচিত সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এপাশ ওপাশ করিতেছেন, আরাম নাই। তাঁহার বোধ হইল যেন, সেই শয্যা এক প্রকাণ্ড বিষধর ভুজঙ্গ, উপাধানগুলি যেন সহস্র সহস্র বৃশ্চিকপরিপূর্ণ। যুবরাজের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মস্রোত প্রবাহিত।

স্ব স্ব কার্য্যের অভিনয় সমাপ্ত করিয়া নাট্য-মন্দিরের নটনটীরা যেমন একে একে রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করে, প্রিন্সের শয়নকক্ষরূপ রঙ্গভূমি হইতে প্রেতমূর্ত্তিরাও নির্ব্বাক্ অভিনয় করিয়া সেইরূপে একে একে প্রস্থান করিল। রঙ্গভূমি অন্ধকার, ঘোর-তমসাচ্ছন্ন।

প্রিন্স স্বপ্ন দেখিতেছেন, সমুজ্জ্বল আলোকমালা-প্রভাবিত সুরম্য শয়ন-গৃহ ঘোর অন্ধকার; গাঢ়—গাঢ়—প্রগাঢ় অন্ধকার। প্রিন্স শুনিতেছেন, অন্ধকার ভেদ করিয়া এক ভয়ঙ্কর জলদগম্ভীর স্বর সমুত্থিত হইল, ... সেতুর উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ধাতু-গোলক গড়াইয়া দিলে যেরূপ শব্দ

ইরূপ ভীষণ ভৌতিক-ধ্বনি। পার্থিব লোকের কণ্ঠ-মিশ্রিত ধ্বনি নহে, নি যেন প্রেতভূমির গহ্বর হইতে প্রেত-কণ্ঠ-নির্গত ভীষণ হুহুঙ্কার নিনাদ। নি বলিতেছে,—

"ও প্রিন্স! সংসারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তোমার কি চৈতন্য হয় নাই? র্ম্মাসক্ত পাপী অহরহঃ অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা দেখিয়াও কি তোমার চক্ষু ফোটে না? তুমি ঈশ্বরকেও মানো না, মনুষ্যকেও গ্রাহ্য কর না, ধর্ম্মেরও কোন ধার ধার না; দম্ভভরে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছ। যে ব্যক্তি যতো পরিমাণে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি তৎপরিমাণে সৎকার্য্য করিয়া সংসারের উপকারসাধন করিবে, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সংসারে তোমার মত ভাগ্যবান্ লোক অতি বিরল। জগৎপিতা তোমার মস্তকে অসীম করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, সংসারে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনায় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-ধনভাণ্ডারে তুমি এক কপর্দ্দকও প্রদান কর নাই। দেবদূতের যে পুস্তকে জগৎ-সংসারের শুভকর কার্য্য লিপিবদ্ধ থাকে, তোমার নামে সে পুস্তকে একটি আঁচোড়ও পড়ে নাই; যে পুস্তকে রক্তাক্ষরে পাপকার্য্য লিপিবদ্ধ হয়, সে পুস্তকের সমস্ত পৃষ্ঠাই পরিপূর্ণ হইয়াছে; তাহাতে আর একটিমাত্রও আঁচোড় দিবার স্থান নাই! তুমি ইহ-জগতের ধর্ম্ম-নীতির বিঘাতক। জীবনে তুমি এত পাপ-সঞ্চয় করিয়াছ যে, তাহার উপর আর কোনও নূতন পাপ সংযুক্ত না হইলেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার নাম অভিসম্পাতস্বরূপ হইয়া থাকিবে, ঈশ্বরের নিকট ও মানবের নিকট সমভাবে কলঙ্কিত হইবে, যেখানে তোমার নাম উচ্চারিত হইবে সেইখানে ঐ নামের উপর সকলে অভিসম্পাত বর্ষণ করিবে। বর্ত্তমান প্রকৃতিপুঞ্জ তোমার রাজসম্পদের চাক্‌চিক্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া আছে, তোমার তমোময় পাপ চরিত্র তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জনসাধারণের মনে উদার-ভাবের আবির্ভাব হইবে, তখন সেই ভাবে জাগরিত হইয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহারা উন্মীলিত-নেত্রে দর্শন করিবে, তুমি একটা বিকটাকার রাক্ষস, তোমার ন্যায় পাপাত্মা নরাধম পৃথিবীতে আর নাই। সেই সময় এমন একজন সাহসী বীরপুরুষের আবির্ভাব হইবে, সেই বীরপুরুষ তোমার রাজপদ, গৌরবে সমাবৃত পাপ-চরিত্র জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবে; বাহ্য আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভিতরের পাপ-কালিমা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইবে, লৌহময়ী লেখনীতে রক্তমসী-যোগে তোমার পাপ-জীবনী বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট স্পষ্ট লিখিয়া রাখিবে। ওঃ!—প্রিন্স! তোমার পাপপুঞ্জ কি ভয়ঙ্কর! অপরাপর কোন

সদ্‌গুণের দ্বারা! সেই পাপভারের গুরুত্ব-লাঘবের কোন উপায়ই নাই। তুমি রাজপুত্র, তুমি স্বার্থপর, তুমি আত্মগরিমায় অন্ধ। যখন কোন অজ্ঞাতযৌবনা সুন্দরী কুমারীর মুখকমল তোমার নয়ন-গোচর হইয়াছে, তখন তুমি কি করিয়াছ? যাহাতে সেই কমলটি বৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়া যায়, তাহারই চেষ্টা পাইয়াছ। তোমার পাপ দৃষ্টিতে সেই পবিত্র কুমারীর পবিত্র মুখ-কমল শুকাইয়া গিয়াছে, চির-জীবনের জন্য তাহার ইহ-জগতের সুখ তুমি নষ্ট করিয়াছ। যখন তোমার চক্ষু সরলা কুলবালা কুমারীর হাসিমাখা মুখে পতিত হইয়াছে, তখনই রিপুবশ পাপ-নিশ্বাসে তোমার ধর্ম্ম-সংহারক পাপ-চুম্বনে সেই মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রস্ফুটিত গোলাপে কীট প্রবেশ করিলে গোলাপ যেমন বিবর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়, কুমারীর সেই হাসিমাখা মুখখানিও তোমার চুম্বনরূপ পাপ-কীটের দংশনে সেইরূপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। কত শত কুমারী কন্যার নিষ্পাপ হৃদয় তুমি ভগ্ন করিয়াছ, কত শত কামিনীর প্রগাঢ় অনুরাগ তুমি পদতলে বিদলিত করিয়াছ, সতীত্ব-ধন অপহরণ করিয়া তুমি যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছ, সেই আনন্দের ছায়া এখনও তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু যাহাদের সতীত্ব-ধন তুমি চুরি করিয়াছ, তাহারা আপনাদের মাতা-পিতাকে কাঁদাইয়া, অকালে সমাধিগর্ভে প্রবেশ করিয়া ধূলিসার হইয়া গিয়াছে। ওঃ!—প্রিন্স! সতীনারীর চক্ষের জলে, উত্তপ্ত নিশ্বাসে, বিলাপ-ধ্বনিতে, অকাল-মৃত্যুতে তুমি পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছ। দরিদ্র বিধবার একমাত্র সুন্দরী কুমারী কন্যা, যাহাকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে, যেটি তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেটিকেও তুমি সেই দরিদ্র বিধবা জননীর ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়াছ। কেন লইয়াছ?—নিজের পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। কোন বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা, যাহাকে দেখিয়া সেই বৃদ্ধ তাহার পরলোকগতা পত্নীর বিয়োগ-শোক কিয়ৎপরিমাণে ভুলিয়া থাকিত, যে কন্যাটি সেই বৃদ্ধের এক মাত্র আশ্রয়, পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্নেহধার বৃদ্ধের ক্রোড় শূন্য করিয়া সেটিকেও তুমি কাড়িয়া লইয়াছ। তোমার সেই নৃশংস কার্য্যে এককালে দুটি জীবের প্রাণসংহার হইয়াছে!—বৃদ্ধ পিতার, আর সেই কুমারী কন্যার। ওঃ!—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! এই প্রকারে শত সহস্র পাপ-কার্য্যের তুমি অনুষ্ঠান করিয়াছ, ঐরূপ পাপকার্য্যে জগতের শত সহস্র লোককে তুমি কাঁদাইয়াছ, তন্নিমিত্ত কি তোমার হৃদয়ে একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুতাপ আসিয়াছে? না,—কিছুই না,—কণামাত্রও না। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! শোনো,—শোনো আমার কথা। ঐ সকল নৃশংস কার্য্যের ভাবী ফলাফল চিন্তা করিয়া কাঁপো,—তোমার আপাদমস্তক কম্পিত হোক্। ইহ-জীবনে চিরদিন

তুমি ঐরূপ পাপ-কার্য্য করিতে পারো। প্রকৃতি সুন্দরীর রমণীয় উপবনে পরিভ্রমণ করিয়া তুমি সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি ছিন্ন করিয়া লইয়াছ, সেই সকল কুসুমের সৌরভে ক্ষণেকের নিমিত্ত তুমি প্রমোদিত হইয়াছ, ক্ষণকাল পরে সেই ফুলগুলিকে পেষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ, ফুলগুলি অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। অভাগিনী কামিনী-কুলের বিলাপধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে যেন সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি বোধ হইয়াছে. কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্, তুমি জানিও,—নিশ্চিত জানিও, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন. ঈশ্বর সৎকার্য্যের পুরস্কার দেন, অসৎকার্য্যের দণ্ডবিধান করেন। তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করেন। আরও জানিও, ঈশ্বর দয়াময় হইলেও ন্যায়পথ পরিত্যাগ করেন না। ইহ-জীবনের কর্ম্মফল পর-জীবনে তুমি অবশ্যই ভোগ করিবে, নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। কর্ম্মফল চিরকাল অখণ্ডনীয়।"

ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী অধিকারী স্বপ্নাবেশে ঐ সকল নিদারুণ বাণী শ্রবণ করিলেন। প্রেতধ্বনি যখন নীরব হইল, সেই সময় ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির ন্যায় গৃহমধ্যে একটা ভীষণ গর্জ্জন সমুত্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যস্থ তমোরাশি ভেদ করিয়া একটা বিরাট কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল, নিবিড় অন্ধকার অপেক্ষাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মূর্ত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পরিশেষে বিরাট রাক্ষসাকারে পরিণত হইল। ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! ভয়ঙ্করী প্রেতমূর্ত্তি! মসীময় দীর্ঘ দীর্ঘ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক প্রিন্সকে সম্বোধন করিয়া ভীতিপ্রদস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিতে লাগিল :—

"ও প্রিন্স! যে মনোহর উদ্যানে সুন্দর সুন্দর গোলাপ ও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত, পৃথিবীর সেই রমণীয় উদ্যানে তুমি অদ্যাবধি বিহার করিতেছ, পৃথিবীতে যত প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ আছে, তৎসমস্ত তুমি সম্ভোগ করিতেছ। সুন্দরী রমণীকুলের শীর্ষস্থানীয়া সুন্দরী সুন্দরী রমণী,—পৃথিবীর মধ্যে যতপ্রকার ভোজ্য-পানীয় আছে, তৎ-সমস্ত ভোজ্য-পানীয়,—সুন্দর সুন্দর সজ্জা-শোভিত বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ,—সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত শকট,—নানাদেশজাত বহুমূল্য সুদুর্ল্লভ অশ্ব-সমূহ,—এই সমস্ত,—এই সমস্ত এখন তুমি উপভোগ করিতেছ। পৃথিবীর চারিখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া যেখানে যাহা কিছু সুখসেব্য মূল্যবান্ বিলাসদ্রব্য পাওয়া যায়, তোমার উপভোগের জন্য তৎসমস্তই আনয়ন করা হইতেছে। তোমার ভোগের নিমিত্ত যত প্রকার দুর্ল্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করা হইতেছে, কোন আরাধ্য দেবতার পূজা-ভোগের নিমিত্তও লোকে তত সংগ্রহ করিতে পারে না। কোটি কোটি নিরাহার প্রকৃতিপুঞ্জ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সেই অর্জ্জিত অর্থ তোমার ভোগ-বিলাসের

নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জের দুরবস্থা দেখিলে বোধ হয়, তাহারা যেন তোমার ক্রীতদাস, চির-জীবন যেন তোমারই পদে বিক্রীত; তোমার সেবার নিমিত্তই যেন ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর চারিখণ্ডের সমস্ত দুর্ল্লভ বস্তু ভোগ করিয়াও এখনও তোমার ভোগ-পিপাসার শান্তি হয় নাই। আনন্দের স্রোতেই তোমার জীবন ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আনন্দের বিরাম নাই। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত আছে, কিন্তু তোমার সুখ-বিলাসের উদয়াস্ত নাই। ইহ-জগতে তোমার লীলা-খেলা এইরূপ, জীবনান্তে তোমার কি গতি হইবে? ওঃ! ভয়ানক! ভয়ানক! এই সুখের পরিমাণে পরিণামে তোমার যে কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা কবি-কল্পনার অগোচর। তোমার পদাঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখহ্রদে ডুবিয়া রহিয়াছে। ও প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্! এখন ভাবিয়া দেখ,—পরলোকে তোমার কি দশা হইবে, ভাবিয়া দেখ।"

স্বর থামিল। স্বপ্নযোগে প্রিন্স অনুভব করিলেন, সেই বিরাট স্থূল পিশাচমূর্ত্তি তাহার মসীময় দীর্ঘ দীর্ঘ বাহুপাশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। তখন বোধ হইল যেন, প্রকাণ্ড একটা অজাগর কালভুজঙ্গ তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টন করিতেছে। সর্প-বেষ্টনে যেন অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। স্বপ্নঘোরে তাঁহার বোধ হইল, সেই বিরাট মূর্ত্তি যেন তাঁহাকে বল পূর্ব্বক শয্যা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া লইল, ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়া, বায়ুসাগর ভেদ করিয়া, বিদ্যুদ্‌গতিতে তাঁহাকে লইয়া ছুটিল। জমাট অন্ধকার। স্বপ্নেই যুবরাজের ভয়ানক আতঙ্ক। আতঙ্কে কণ্ঠ-রসনা বিশুষ্ক। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠেন, কিন্তু শুষ্ক রসনায় বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

ভয়ানক ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই বিকটাকার মূর্ত্তি যেন শূন্যপথে লইয়া চলিতেছে. প্রিন্সের এইরূপ বোধ হইল। মূর্ত্তি চলিতেছে,—চলিতেছে, অবিরত চলিতেছে। প্রিন্সের হৃদয়ে তখন যে প্রকার ভীষণ আতঙ্কের উদয়, কোন মানবী ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না, কোন মানবই সে আতঙ্ক-বর্ণনের বর্ণ অন্বেষণ করিয়া পায় না। ক্রমে ক্রমে প্রিন্সের অন্তরে অনুভূত হইল, তিনি যেন তাঁহার অপেক্ষা অধিক-পরাক্রান্ত অপর কোন রাজপুত্রের ক্রোড়গত; সেই অপর রাজপুত্র ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন প্রেতরাজ্যের রাজকুমার। সেই সময় স্বপ্নাবেশে তিনি আরও বুঝিলেন, সেই ভীষণ মূর্ত্তির দেহায়তন যেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই সময় সেই গম্ভীর

তমোরাশি যুবরাজের অনুভবে আসিল। তিনি যেন দেখিলেন, সেই বিরাট মূর্ত্তির মস্তক ঊর্দ্ধদিকে—আকাশমার্গে, পদদ্বয় রসাতলে। সে যেন প্রিন্সকে পঙ্কিল হ্রদের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রিন্স তখন স্বপ্নঘোরে স্পষ্ট দেখিলেন, সেই বিরাট মূর্ত্তির পা নাই; কটিদেশ হইতে একটা সুদীর্ঘ বৃহৎ লাঙ্গুল বহির্গত হইয়া চলিয়া গিয়াছে; কতদূর গিয়াছে, নির্ণয় হয় না। লাঙ্গুলটা সর্পাকার। প্রিন্স যেন ঝটিকাবেগে সেই মূর্ত্তির আকর্ষণে মিনিটে মিনিটে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিতেছেন; লাঙ্গুলটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ বক্র-গতিতে চলিয়াছে, লাঙ্গুলগাত্র হইতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূমপুঞ্জ স্তবকে স্তবকে বহির্গত হইতেছে।

ঘোর অন্ধকার নৈশাকাশে ভ্রমণকারী পথিক প্রথমে যেমন কেবল অন্ধকারই দর্শন করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে দূরে দূরে যেমন দুটি একটি আলো দেখিতে পায়, ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন তাহার নয়নে অসংখ্য আলোকমালা প্রতিভাত হয়, সে তখন যেমন নগরে মহোৎসব-রজনী মনে করে, প্রিন্সও সেইরূপ অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়াও অতি দূরে দূরে দুটি একটি অগ্নি-শিখা দেখিতে পাইলেন; ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই সকল অগ্নি-শিখা ততই প্রদীপ্ত হইতে লাগিল, যতই প্রেতরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই নরকাগ্নির শিখা-সমূহ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পরিশেষে ভয়াকুল রাজকুমারের স্বপ্নাকুল নয়নে দৃষ্ট হইল, এমন এক ভয়ানক প্রদেশে তিনি উপনীত হইয়াছেন, যেথানে আর কিছুই নাই, কেবল অগ্নিক্ষেত্র, কেবল অগ্নিক্ষেত্র! বর্ষাকালে নদীতে বন্যা আসিলে পার্শ্ববর্ত্তী প্লাবিত ভূভাগে যেমন কেবল জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল জল, কেবল জল, সমুদ্রের ন্যায় কেবল জলরাশি, এই অদ্ভুত প্রদেশেও সেইরূপ অনন্ত অগ্নিক্ষেত্র, কেবল অগ্নিক্ষেত্র, নরকাগ্নি-প্লাবন! ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধ রাজপুত্রের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, সেই দুর্গন্ধের সঙ্গে গন্ধকের গন্ধের সংমিশ্রণ, গন্ধকের ধূমে নেত্র-নাসিকা আবৃত, বাষ্পবেগে কণ্ঠ আবদ্ধ; দূরস্থ বহ্নির উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল; কে যেন তাঁহাকে প্রজ্জলিত বহ্নিহ্রদে অথবা ঘোর নরকাগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের উদ্দেশে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, স্বপ্নে এইরূপ অনুভূতি আসিল।

সহসা সেই মূর্ত্তির গতিরোধ। মূর্ত্তিটা তখন প্রিন্সের কণ্ঠদেশ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গারহস্ত অপসারিত করিয়া তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভশিখরে বসাইয়া দিল। সেই স্তম্ভটা নরকের অতলতল হইতে সমুত্থিত। স্তম্ভোপরি বসিয়া প্রিন্স তাঁহার অবয়ব স্থির রাখিতে পারিতেছেন না, অঙ্গের

ভার সামলাইতে অক্ষম। দেখিতেছেন চতুর্দ্দিক্;—চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার; যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই নিবিড় অন্ধকার! স্বপ্নঘোরে সত্যই তাঁহার মনে হইল, এখান হইতে পড়িলেই তৎক্ষণাৎ নিপাত!

প্রেতরাজ্যের রাজকুমার ব্রিটন-রাজ্যের রাজকুমারকে সুগভীর হুঙ্কার-গর্জ্জনে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই দেখ, এই দেখ আমার রাজ্য। স্বার্থ, বিক্রম, গরিমা ইত্যাদিতে মহদ্‌বংশ ও সামান্য বংশমধ্যে, অল্পসংখ্যক উচ্চ-পদমর্য্যাদা-বিশিষ্ট ও বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর মধ্যে পৃথিবীতে যে পার্থক্য আছে, আমার রাজ্যে সে পার্থক্য নাই; আমার রাজ্যে সকলেই সমান। এখানে কুল-মর্য্যাদা ও ধন-মর্য্যাদা স্থান পায় না. এখানে সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, ধনী ও দরিদ্রের কোন প্রভেদ নাই; এখানে পোপেরা—বিশপেরা অগ্নিকুণ্ডে চোর-জুয়াচোর আদির সঙ্গে একত্রে সমান যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; রাজারা দরিদ্রের সঙ্গে ঐ অগ্নিহ্রদে একত্রে সমান শাস্তি ভোগ করিতেছে। আমার রাজ্যে যদি শাস্তির কোন তারতম্য থাকে, শাস্তি দিবার যদি পৃথক্ পৃথক্ স্থান থাকে, পৃথিবীতে যাহারা উচ্চপদস্থ হইয়া স্বার্থবশে—অহঙ্কারবশে মত্ত হইয়াছে, আর যাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে জগতে কেবল অপকারই করিয়াছে, তাহাদের জন্যই সেই সকল শাস্তির তারতম্য ও সেই সকল শাস্তির স্থান আমি রাখিয়াছি। দেখ প্রিন্স, আমার রাজ্যের দণ্ড-ব্যবস্থা ও দণ্ডস্থান কত ভয়ঙ্কর, কতদূর বিস্ময়কর।"

এই সকল কথা বলিয়া সেই বিরাট প্রেতপুরুষ তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ বাহুদ্বয় সঞ্চালন করিল, তখনই ভীমবেগে ভয়ানক ঝটিকা উঠিল; আগ্নেয়-হ্রদের উপর যে জমাট তিমিররাশি চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ঝটিকাবেগে সেই তিমিরস্তূপ একবার কাঁপিয়া উঠিল, একটু সরিয়া গেল; স্তম্ভোপবিষ্ট যুবরাজও যেন সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিলেন। পতনোন্মুখ যুবরাজের কণ্ঠ হইতে সভয় চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হয় হয় হইয়াছিল, তিনি সামলাইয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ সম্মুখে এক ভীষণ—অতি ভীষণ দৃশ্য তাঁহার নয়ন-গোচর হইল।

ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যে দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, তাহা যেন অতিদূরে—অস্পষ্ট বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছিল, এখন সেই অগ্নিহ্রদ বিকম্পিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল; এখন যুবরাজ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই বহ্নিহ্রদের মধ্যে সহস্র সহস্র পাপ-কলুষিত জীব বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

হাঁ,—সত্যই,—সেই অসীম অগ্নিহ্রদ,—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যাহার সীমা নাই, সেই তরল অগ্নিরাশির মধ্যে কোটি কোটি প্রাণী ভীষণ

নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ;—নরলোকে তাহাদের যেরূপ আকার ছিল, যেরূপ বেশ-ভূষা ছিল, সেইরূপ আকারেই, সেইরূপ বেশ-ভূষা পরিধান করিয়াই তাহারা অসীম নরক-কুণ্ডে অশেষবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হায়! যুবরাজ যখন সহস্র সহস্র নরককুণ্ডমধ্যে মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারপরিহিত সহস্র সহস্র মুকুটধারী ও অপরাপর উচ্চ উচ্চ পদমর্য্যাদার চিহ্নধারী প্রাণী সমূহকে সন্তরণ করিতে দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে একটা ভয়ানক—অতি ভয়ানক ভাবের উদয় হইল। ক্ষুদ্র সূচিকাচ্ছিদ্রমধ্যে যদি একটা অতিস্থূল লৌহদণ্ড প্রবেশ করানো সম্ভব হয়, তথাপি ধনীলোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা একান্ত অসম্ভব, এই যে ঐশ্বরিক বাক্য, এখন যুবরাজের হৃদয়ে সেই অমোঘ বাক্যটি পরিস্ফুটরূপে সমুদিত হইল।

সেই অগ্নি-সমুদ্র,—যাহার সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই, সেই সমুদ্র দেখিয়া স্বপ্নাবেশে যুবরাজের হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হইল। সেই সময় সেই বিরাট প্রেতমূর্ত্তি তাঁহাকে শকুনি সম সুতীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করিয়া স্তম্ভ হইতে শূন্যমার্গে উত্তোলন করিল. ভীষণ ঘোর-নিনাদে বলিল, "রাজকুমার, এখন তোমাকে তোমার কৃত পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। ক্লারেণ্ডন-কুমারী অক্টেভিয়া ও অন্যান্য কুমারীর সতীত্ব হরণ করিয়া, সমাজে কলঙ্কিত করিয়া, জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া, তাহাদের হৃদয়ে তুমি যে অসীম বেদনা দিয়াছ, এখন তুমি সেই ভয়ানক গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর ;—যাও—যাও, ঐ অনন্ত নরককুণ্ড-মধ্যে পতিত হও ;—অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর!"

বজ্রনিনাদ সম এই বাক্যগুলি যখন প্রেতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, প্রেত সেই সময় রাজকুমারকে নখরাক্রমণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া নিম্নে—অনন্ত নিম্নে অন্ধকার নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। রাজকুমার মহাতঙ্কে অতি উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত।

যুবরাজ যখন স্বপ্নাবেশে এই সকল দেখিতেছিলেন, নরককুণ্ডে পতিত হইতেছিলেন, এইরূপ অনুভব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চমকিয়া চমকিয়া তিনি শয্যোপরি উপবেশন করিলেন, আতঙ্কে আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত।

যুবরাজ আবার শয়ন করিলেন, নিস্পন্দ,—চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্বপ্ন না সত্য?

উঃ—! কি ভয়ানক স্বপ্ন—! মৃত্যু-যাতনাও বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর নহে। হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, নরক-যন্ত্রণার যে ছায়া তাঁহার হৃদয়ে

পড়িয়াছে; তাহা ভুলিবার নহে; সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা ভোলা যাইবে না। সেই যন্ত্রণার হিল্লোল তখনো হৃদয়ে প্রবাহিত, ভ্রূ কুঞ্চিত, ললাট হইতে স্বেদবারি প্রবাহিত, নরকাগ্নির উত্তাপে জমাট শোণিত দ্রবীভূত হইয়া ঘর্ম্মরূপে প্রবাহিত। তখনো যুবরাজের চিত্ত অস্থির, কতই ভাবনা আসিতেছে। স্বপ্নাবেশে ইতিপূর্ব্বে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, স্থির করিতে পারিতেছেন না। হৃদয়ে ভয়ানক ভীতি,—ভয়ে চিত্ত চঞ্চল, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবরাজ পুনরায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন! সমস্তই মিথ্যা।

শয্যাপার্শ্বস্থ ত্রিপদী হইতে একটি বড় গেলাস লইয়া যুবরাজ এক গেলাস ব্রাণ্ডী ঢালিলেন, চোঁ করিয়া এক চুমুকে পান করিলেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিলেন, নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, শয্যায় আবার শয়ন করিলেন, নিদ্রাভারে অক্ষিপুট ঢাকিয়া আসিল। সেই সময়ে সেই গৃহের এক প্রান্ত হইতে একটি কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য ঘটনা

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সমভাবে শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন অথবা অঙ্গসঞ্চালন করিতেছেন না, তন্দ্রাঘোরে তিনি এতদূর অবসন্ন যে, নেত্রপল্লব উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছাই ছিল না, কোন প্রকার চেষ্টাই ছিল না; হঠাৎ তিনি শ্রবণ করিলেন, কে যেন অতি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে গুপ্তদ্বারের কপাট খুলিতেছে। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি মনে করিলেন, হয় ত কারল্‌টন-প্রাসাদে চোর প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ভাবিয়াই তিনি মশারির ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া শয্যাপার্শ্বস্থ দোদুল্যমান ঘণ্টার রেশম-রজ্জু আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দ্বারের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিয়াই তিনি মহা বিস্ময়ে চমকিত। কে সেই স্ত্রীলোক?--বিলক্ষণ পরিচিতা পরমসুন্দরী লেডী লিটিসিয়া। যুবরাজের মনে হইল, এই লেডী ইতিপূর্ব্বে প্রাসাদের স্নানাগারে তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিয়া গিয়াছিল, এবার হয় ত কোন প্রকার কুমতলবে গুপ্তভাবে আসিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়াই সক্রোধ-কৌতূহলবশে তিনি সেই অনধিকার-প্রবেশকারিণী সুন্দরীকে একদৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

যেমন ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিয়া, সুন্দরী লিটিসিয়া রাজকুমারের পর্য্যঙ্কের নিকটবর্ত্তিনী হইল; যখন দেখিল, প্রিন্স জাগিয়া আছেন, তখন মাথার টুপী খুলিয়া সুন্দর অধরে মৃদু-মধুর হাস্য আনয়ন করিল; তাহার উজ্জ্বল উজ্জ্বল চক্ষুদুটিও যেন হাসিল! বলা উচিত এ রাত্রেও লেডী লিটিসিয়া পুরুষবেশধারিণী।

সুন্দরীর সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে যুবরাজের আকস্মিক ক্রোধভাব উপশমিত হইল। শয্যার নিকটে আরও অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সুন্দরী বলিল, "যুবরাজ! আমি এই অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়া অনুচিত স্বাধীনতা লইয়াছি, অকস্মাৎ অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি; ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। কেন আমি আসিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রবণ করুন।"

কথা শুনিয়া যুবরাজ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার

চতুরতায় মিষ্টার মিগেল্‌স্ হঠাৎ অদৃশ্য, লিটিসিয়া সেরূপ কোন সন্দেহ করে নাই, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া, মিগেল্‌সের অদর্শনে তাহার হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা জানিতে সমুৎসুক হইয়া, তিনি বলিলেন, "সুন্দরি! যদি তুমি প্রেমময়ী ও আনন্দময়ী দেবীর প্রতিনিধি হইয়া আমার কাছে আসিয়া থাকো, আমি পরম সমাদরে তোমার সংবর্দ্ধনা করিতেছি; তোমার রমণীয় রূপ-লাবণ্যে আমি বিমোহিত,অভাবনীয়রূপে তোমার মত একটি প্রিয়-সঙ্গিনী আমি প্রাপ্ত হইলাম,ইহা পরম আহ্লাদের কথা। একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে এইমাত্র আমি জাগরিত হইয়াছি; সে স্বপ্নটাতে আমার চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল; সত্যই আমি চমকিত হইয়াছিলাম।"

রাজশয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া, মধুর-দৃষ্টিতে যুবরাজের মুখপানে চাহিয়া, মধুরস্বরে বিলাসিনী বলিল, "প্রিয়তম রাজকুমার! একটি বন্ধুর সম্বন্ধে আপনার সহিত আমি পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। আপনি আমার বন্ধু, বন্ধু-ভাবেই আমি আসিয়াছি। আপনি যদি অন্যপ্রকার মধুরভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন,—মনে করুন, সেই একদিন—ইতিপূর্ব্বে সেই একদিন ঐ স্নানাগারমধ্যে যে ভাবে আমাকে দেখিয়াছিলেন, আজিও আমি সেই ভাবে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী কিঙ্করী।"

সুন্দরীকে প্রেমভাবে আলিঙ্গন করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "লিটিসিয়া! আজ রাত্রে আমি তোমাকে অপরূপ রূপবতী দর্শন করিতেছি। যদি আমি সন্ন্যাসী হইতাম,—ধন্য জগদীশ! আমি সন্ন্যাসী নই,--যদি আমি সন্ন্যাসী হইতাম, তাহা হইলেও নিশ্চয় তুমি আমাকে পাপের প্রলোভনে আকর্ষণ করিতে পারিতে।"

লিটিসিয়া প্রিন্সের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইল। সহজে নয়,—মধুর বাক্যে যুবরাজ সেই সময় গাঢ় অনুরাগে তাহার সুন্দর আরক্ত ওষ্ঠপুটে কয়েকটি চুম্বন করিলেন। আলিঙ্গন ছাড়াইয়া লিটিসিয়া বলিল, "প্রিয়তম রাজকুমার! কেন আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এখন বলি।—কথা এই যে, আমাদের বন্ধু মিষ্টার মিগেল্‌স্ অতি আশ্চর্য্যরূপে অকস্মাৎ বাসাবাটী হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন! সন্ধান পাইতেছি না।"

প্রিন্সের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লিটিসিয়া সেই সময় অধোমুখী হইয়া নীচের দিকে চাহিয়াছিল, যুবরাজের সে ভাবটা দেখিতে পাইল না। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, আমিও কয়েক দিন তাঁহাকে দেখি নাই।"

লিটিসিয়া বলিল, মিষ্টার মিগেল্‌স্ বাসাবাড়ী হইতে বাহিরে গিয়াছেন,

সেই জন্য আমি প্রথমে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই, তাঁহার পর যখন দুই দিন গত হইয়া গেল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, কোন সংবাদও পাওয়া গেল না, তখন আমার ভাবনা হইল। আমি মনে করিলাম, হয় ত দেনার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়া তিনি কারাগারে গিয়াছেন। এই ভাবিয়া আদালতে সন্ধান লই-লাম, অন্যান্য স্থানে অন্বেষণ করিলাম, লণ্ডনের প্রত্যেক হাজতঘরে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও কোনও খবর পাইলাম না।"

মিগেল্‌সের অনুদ্দেশে যেন লিটিসিয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুসন্ধানে কি ফল হইল?"

লিটিসিয়া উত্তর করিল, "এ পর্য্যন্ত কিছুই ফল হয় নাই। দুর্ভাবনায় আমার মাথা ঘুরিতেছে। কি হইল, কোথায় গেল, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আজ রাত্রে হঠাৎ আমার মনে হইল, যুবরাজ হয় ত কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় গুপ্তকার্য্য-সাধনার্থ তাহাকে কোন প্রকার দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকি-বেন। যেমন মনে হওয়া, তেমনি বাহির হইলাম, প্রসাদারে গুপ্ত সিঁড়ি ও গুপ্ত-দরজা আমার জানা ছিল, উদ্বেগে উদ্বেগে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, এই রাত্রেই আমি গুপ্তদরজা দিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। আপনার ভরসাতেই আমার আসা। আশা করি, আপনি আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "প্রিয়তমে! লিটিসিয়া! মার্জ্জনা করা হইয়াছে। এই-মাত্র তুমি আমাকে যে চুম্বন করিতে দিয়াছ, তাহাতেই ক্ষমা হইয়া গিয়াছে।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাহুবিস্তার পূর্ব্বক সুন্দরীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, তিনি পুন-র্ব্বার বলিলেন,"আবার আমি তোমাকে চুম্বনালিঙ্গনে আদর করিতে প্রয়াসী।"

এই বলিয়া তিনি বিলাসিনীর কোমল অধরোষ্ঠে আপন ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তাহার কানে কানে মধুময় প্রেমবাক্য ব্যক্ত করিলেন।

মৃদু-মধুরকণ্ঠে লিটিসিয়া উত্তর করিল, "এরূপ আদর পাইবার নিমিত্ত এখন আমি আসি নাই। যদি সম্ভব হয়,—আমার অনির্দ্দিষ্ট বন্ধুর উদ্দেশ পাও-য়াই আমার উদ্দেশ্য?" এই কথা বলিয়া সে ধীরে ধীরে যুবরাজের আলিঙ্গনপাশ হইতে বিমুক্ত হইল।

যুবরাজ বলিলেন, "যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা হয় ত তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। মিগেল্‌সের অনুদ্দেশ-বৃত্তান্ত তুমি যেমন অজ্ঞাত,—আমিও সেইরূপ অজ্ঞাত; তাহার জন্য তুমিও যেমন অসুখী, আমিও সেইরূপ উদ্বিগ্ন।"

লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ। আপনি এইমাত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি; শুনিয়া আমারও ভয় হইয়াছে।"

আক্ষেপ করিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ওহো! এটা বোধ হয়, আমার বন্ধুর পক্ষে একটা প্রেমলীলা! অল্পদিনের মধ্যেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বুঝিলে প্রিয়তমে? আমার বোধ হয়, সে হয় ত আর একজনের প্রেমে মজিয়া তোমার সহিত চাতুরী খেলিতেছে!"

কথা যেন সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া, লিটিসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি যাহা অনুমান করেন, তাহাই যদি এ ক্ষেত্রে সান্ত্বনা হয়, হউক, কিন্তু আপনার অনুমান যদি সত্য হয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, মিষ্টার মিগেলস্ আমার হস্তে উচিত শিক্ষা পাইবেন। বস্তুতঃ আমি এখন দারুণ সংশয়ের অনলে দগ্ধ হইতেছি, এ যন্ত্রণা কল্পনার অতীত।"

তৃতীয়বার সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "ওহো! তোমার ঠোঁট দুখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছে! আর একবার চুম্বন করি।" চুম্বন করিয়া পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "মোহিনী শীকারিণি! ও রকম কাটা কাটা কথা ছাড়িয়া একবার তুমি আমার সঙ্গে প্রেমানন্দে মধুর আলাপ কর।"

সুন্দরীর সুন্দর আস্য সময়ে সময়ে যেমন অভ্যাসবশে আরক্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ আরক্তবদনে লিটিসিয়া বলিল, "আপনার ইচ্ছার বিরোধী হওয়া অসম্ভব। হাঁ,—আপনি বলিতেছিলেন, কি একটা কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিরূপ কুস্বপ্ন?"

বিমর্ষবদনে যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ;—আমার আলস্য আসিতেছে, মেজাজ ভাল নাই; এমন সময় তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, খানিকক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে গল্প করিলে আমি প্রফুল্ল হইতে পারিব।"

লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ,—তাহাই ত দেখিতেছি,—কিন্তু সেই স্বপ্নটা কি রকম? ওঃ! আপনি চমকিয়া উঠিতেছেন! স্বপ্নটা যদি অপ্রিয় হয়, বলিতে আপনার যদি কষ্ট হয়, তবে আজ আর আমি সে কথা তুলিব না।"

লিটিসিয়ার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া গুঞ্জনস্বরে রাজপুত্র বলিলেন, "বাহবা লিটিসিয়া! বহুৎ আচ্ছা!"

একহস্তে লিটিসিয়া যুবরাজের কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছিল; অর্দ্ধ কৌতুকে অর্দ্ধ-সান্ত্বনাসূচক ভঙ্গীতে করতল দ্বারা তাঁহার নেত্রপল্লব ধীরে ধীরে পেষণ করিতে করিতে সকৌতুকে বলিল, "বাঃ! এই ঠিক! নেত্র মুদিত কর, এই ভাবে এই খানে ঘুমাও!"

প্রিন্স ইতিপূর্ব্বে ব্রাণ্ডী খাইয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীর সেই টম্বল-গ্লাসটা শয্যা-পার্শ্বে টেবিলের উপর ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লিটিসিয়ার এক হস্ত যুবরাজের কণ্ঠে,—অপর হস্তে নিজের পায়জামার পকেট হইতে চতুরা শীকারিণী

একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিল, সেই শিশি হইতে কয়েক ফোঁটা কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ উক্ত টম্বল গ্লাসে ঢালিয়া দিল, চতুরার করতল-পেষণে যুবরাজের চক্ষু আবৃত,তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। লিটিসিয়া সেই তরল পদার্থ ব্রাণ্ডীর সঙ্গে তাঁহাকে পান করাইল।

পুনরায় গুন্ গুন্ স্বরে রাজকুমার বলিলেন, "এরূপ নিদ্রারামে পরম সুখ; এ নিদ্রা অতি মধুর!"

লিটিসিয়া বলিল, "ঘুমাও তবে! ওহো! আবার এই যে জাগিয়াছ!—আর এই সকল চুম্বন—"

বাধা দিয়া যুবরাজ বলিলেন, "ওহো! প্রেমময়ী লিটিসিয়া! তুমি ঠিক বলিয়াছ! তুমি পরম সুন্দরী!" এই বলিয়া তিনি পুনরায় লিটিসিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন।

* * * * * * * *

* * * * * * *

এক ঘণ্টা পরে লেডী লিটিসিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সুকোমল শয্যার নিকটে দণ্ডায়মান।

শয্যার উপর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। লেডী লিটিসিয়া তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "রাজকুমার! ঘুমাও! ঘুমাও! ভয়ানক বদ্‌মাস! ভারী চালাক! চতুরে চতুরে! আজ আমি কাজে কাজেই ব্রাণ্ডীর সঙ্গে মাদক আরক খাওয়াইতে বাধ্য। বেশ ঘুমাইতেছে! শীঘ্র জাগিবে না! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকিবে!"

চতুরা শীকারিণীর কুঞ্চিত ওষ্ঠপ্রান্তে বিজয়-হাস্য দেখা দিল। সে তখন রাজকুমারের বালিসের নীচে হইতে সোনার চেন বাহির করিয়া লইল; সেই চেনে দিব্য কারিকুরী-করা একটি চমৎকার চাবী আবদ্ধ ছিল, সেই চাবী দ্বারা রাজকুমারের ডেস্ক খুলিয়া তাহার মধ্যে যাহা কিছু ছিল, শীকারিণী তাহা তুলিয়া লইবার উপক্রম করিল, বাহির করিয়া লইল;—সমস্ত লইল না, কেবল যে কাগজপত্র সে অন্বেষণ করে, খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা দেখিতে পাইয়া সেই কাগজগুলিই তুলিয়া লইল।

পূর্ব্ববৎ মৃদুমধুর গুঞ্জনে লিটিসিয়া আপনা-আপনি বলিল, "যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক! বিশ্বাসঘাতক!—কপট বন্ধু!—মিসেল্‌স্! তোমার পক্ষে এই প্রতিশোধ!—তোমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাহারই এই প্রতিশোধ! যদি আমি তোমাকে এ দেশে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলেও ইহাই যথেষ্ট প্রতিশোধ!"

বিজয়ানন্দে এইরূপ উক্তি করিয়া লেডী লিটিসিয়া সেই ডেস্কের চাবী বন্ধ করিল, চাবীশুদ্ধ চেনছড়াটা যুবরাজের বালিসের নীচে রাখিল, তাহার পর সেই গুপ্তদ্বার খুলিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে গুপ্ত-সিঁড়ি বাহিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিল।

পরদিন অনেক বেলায় যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথমেই প্রধান অসুখ তিনি অনুভব করিলেন,—মাথা ধরা—মাথা ব্যথা। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে গত রজনীর সমস্ত ঘটনা একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, স্বপ্নে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হইল, শেষকালে স্পষ্ট মনে আসিল, লেডী লিটিসিয়ার প্রবেশ ও আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী। হাঁ, হাঁ, লিটিসিয়া আসিয়াছিল, তাঁহার কাছে বসিয়াছিল, কিন্তু কতক্ষণ? তাহা মনে হইল না; লিটিসিয়া তাঁহাকে ব্রাণ্ডী খাইতে বলিয়াছিল, আমোদ করিয়া তিনি সে প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন, প্রথমেই তিনি খাইয়া, গ্লাসটা লিটিসিয়ার হস্তে দিয়াছিলেন, লিটিসিয়া খায় নাই, এইটুকু মনে আছে, তাহার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

লিটিসিয়া চলিয়া গিয়াছে,—সুন্দরী শীকারিণী অন্তর্ধান। ভাবিতে ভাবিতে যুবরাজের মনে একটা সংশয় আসিল। কি একটা মন্দ ঘটনা হইয়াছে, এইরূপ সংশয়। কিন্তু কি যে কি, তাহা ঠিক হইল না। লিটিসিয়া আসিল, মিগেল্‌সের সম্বন্ধে কথোপকথন করিল, তাঁহাকে ব্রাণ্ডী খাওয়াইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, জাগিবার পূর্ব্বেই লিটিসিয়ার প্রস্থান।

এই সকল ঘটনা একত্র হইয়া তাঁহার মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল। কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহা কিন্তু তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:•:—

কুসংবাদ

যুবরাজ যখন আপন মনে ঐ প্রকার এলোমেলো চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সর্দ্দার খান্‌সামা চুপি চুপি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; প্রভু জাগিয়া আছেন কি নিদ্রা যাইতেছেন, নিশ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে পা টিপিয়া টিপিয়া খট্টার নিকটবর্ত্তী হইল; যখন দেখিল, রাজকুমার জাগিয়া রহিয়াছেন, তখন সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বিনীতভাবে সম্মুখে দাঁড়াইল; এমন ভাবে দাঁড়াইল যে, যেন কিছু কথা কহিবার ইচ্ছা কিংবা হুকুম শুনিবার ইচ্ছা।

যুবরাজের মেজাজ ভাল ছিল না, সর্দ্দার খান্‌সামাকে সম্মুখে দেখিয়া ব্যগ্র-ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ জার্ম্মেন্?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "বিবি ব্রেস্ আসিয়াছেন, শীঘ্র একবার সাক্ষাৎ করিতে চান; তিনি বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজন। আপনি এখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন কি না, কিংবা কিয়ৎক্ষণ তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, ইহাই অবগত হওয়া তাঁহার অভিলাষ।"

সবিস্ময়ে যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "কাজটা তবে বড়ই গুরুতর বটে! অ্যাঁ? আচ্ছা, গুপ্তসিঁড়ি দিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে এইখানে আসিতে বল, এখনই আমি উঠিতেছি।"

অভিবাদন করিয়া জার্ম্মেন্ চলিয়া গেল, বিবি ব্রেস্‌কে রাজকুমারের অভি-প্রায় জানাইয়া প্রভুকে পোষাক পরাইবার নিমিত্ত তখনই আবার যুবরাজের শয়নকক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিল। যুবরাজ ইতিমধ্যে আপনা-আপনি বিনা সাহায্যে পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় বিবি ব্রেস্ উপস্থিত হইল। জার্ম্মেন্ বিদায় হইয়া গেল। গৃহমধ্যে রহিলেন যুবরাজ আর পোষাক-ওয়ালী ব্রেস্।

কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে মানুষের মুখে যেরূপ ভাব হয়, সেইরূপ মুখ-ভঙ্গী করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্রেস্ বলিল, "ওঃ! কি ভয়ানক বিপদ!"

অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! শীঘ্র বল, ব্যাপারটা কি?"

পোষাকওয়ালী বলিল, "সেই দুঃখিনী মেয়েটি—রোজ্ ফষ্টার।"—

উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি হইয়াছে ?"

ব্রেস্।—রোজ্ ফষ্টার কারাগারে !

প্রিন্স।—(তাড়িতবেগে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) কারাগারে !

ব্রেস্।—(আপাদমস্তক কম্পিত করিয়া) হাঁ, কারাগারে ! সেই অভাগিনী খুন-দায়ে ধরা পড়িয়াছে !

প্রিন্স।—(ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে) ওঃ ! ইহা কি সম্ভব ? রোজের সেই সুন্দর নামটি ভয়ঙ্কর কু-শব্দে কলঙ্কিত ? না না, কখনই তাহা হইতে পারে না।

পোষাকওয়ালী বলিল, "আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভয়ানক কথা বলিতেছি, তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মুখে ঐ ভয়ানক কথা শুনিতেছ, ইহা যেমন সত্য, রোজ্ ফষ্টার খুন-দায়ে কারাগারে, তাহাও তেমনি সত্য।"

বিবি ব্রেস্ যে ভাবে এই কয়েকটি কথা বলিল, তাহাতে সংবাদের সত্যতাবিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

প্রিন্স।—(হতবুদ্ধি হইয়া) রোজ্ ফষ্টার খুন করিয়াছে, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তাদৃশ অপরাধ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

ব্রেস্।—আমিও তাহা বেশ জানি ; কিন্তু অবস্থাঘটিত প্রমাণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড়াইতেছে। আজ বেলা দুপ্রহরের সময় বিচারালয়ে তাহার জবাব লওয়া হইবে। মোকদ্দমাটা ফিরিয়া দাঁড়াইবে কি না, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা যায় না। কুমারী যদি আপন মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমাকে ও আমাকে জড়াইতে পারে।

প্রিন্স।—কিন্তু রোজ্ ফষ্টারের মন বড় ভাল, স্বভাব অতি সৎ।

ব্রেস্।—তথাপি সত্যকথা বলিতে সে কখনই সঙ্কুচিত হইবে না, সমস্ত সত্যই প্রকাশ করিবে। গত রাত্রে যখন খুন হয়, তখন সে নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছিল, সে কথা সে অবশ্যই বলিবে।

প্রিন্স।—ঘটনাটা কিরূপ, তাহা আমাকে খুলিয়া বল। এখন আমি অন্ধকারে রহিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কে খুন হইয়াছে, কোথায় খুন হইয়াছে, সেই অনাথিনী বালিকার নামেই বা কি প্রকারে অভিযোগ উপস্থাপিত হইল ?

ব্রেস্।—আমি যত দূর জানি, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্লার্কেণ ওয়েল কারাগারের ধাত্রী আজ প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল, সে বলিল, লর্ড মার্চ্চমণ্টের একমাত্র পুত্র অনারেবল আর্থর ইটনের সর্দ্দার

র উইলিয়ম ডড্লিকে খুন করা অপরাধে একটি যুবতী কুমারী গত রাত্রে ধরা পড়িয়াছে। প্রকাশ এইরূপ যে, লণ্ডনের উত্তরাংশে একটা অসমাপ্ত অট্টালিকার মধ্যে খুন হইয়াছে, সেই সময় রোজ্ ফষ্টার সেই বাড়ীর ভিতর হইতে পলায়ন করিতেছিল, লোকেরা সেইখানে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রিন্স।—কিন্তু রোজ্ ফষ্টার অপরাধিনী, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

ব্রেস্।—আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি,আমারও বিশ্বাস হয় না। হাঁ, বলিতেছিলাম, সেই ধাত্রী আমাকে আরও বলিল, আসামী বলিয়া যে মেয়েটিকে ধরা হইয়াছে, সে বলিয়াছে, তাহার নাম রোজ্ ফষ্টার। সে আরও বলিয়াছে, 'বিবি ব্রেসের পোষাকের দোকানে আমি চাকরী করিতাম, সে চাকরী ত্যাগ করিয়াছি,কেন ত্যাগ করিয়াছি, যদি আবশ্যক হয়, পরে বলিব।' রোজ্ ফষ্টারের এই সকল কথা সত্য কি না, তাহাই জানিবার জন্য ঐ ধাত্রী আমার কাছে আসিয়াছিল। আমি বলিয়াছি, সমস্তই সত্য, রোজ্ ফষ্টার সচ্চরিত্রা, তাহার স্বভাবে কোন দোষ নাই, এ কথাও আমি ধাত্রীকে বলিয়াছি, সমবেদনা জানাইয়া রোজ্‌কেও একখানি পত্র লিখিয়াছি। এখন যুবরাজ! আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? রোজ্ যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার বাটী হইতে তাহার পলায়নের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করে, তবেই ত আমি গিয়াছি! তবেই ত আমার সর্ব্বনাশ!

প্রিন্স।—(অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া) ঈশ্বরের নামে সত্য করিয়া বল, তোমার কি পরামর্শ? আমি তো কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না, আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিতেছে, আমি যেন চতুর্দ্দিকে কুজ্ঝটিকা দর্শন করিতেছি।

ব্রেস্।—হাঁ, সে কুজ্ঝটিকার মধ্যে যেন ঘোর অন্ধকার গহ্বর!

যেরূপ সভয় গম্ভীর-স্বরে বিবি ব্রেস্ এই মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় গৃহদ্বারে কে একজন করাঘাত করিল, বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া যুবরাজ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "প্রবেশ কর।"

জার্ম্মেন্ প্রবেশ করিয়া,—সেলাম করিয়া বলিল, "একটি স্ত্রীলোক অতি গুরুতর বিষয়ের কথোপকথনের নিমিত্ত বিবি ব্রেসের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "সে বলে, তাহার নাম ফরেষ্টার, বয়সে যুবতী।"

নাম শুনিয়াই বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! আমার দোকানের একটি পরিচারিকা।"

যুবরাজ বলিলেন; "তবে তুমি যাও, তাহার সহিত দেখা কর, সে কি বলে, কি চায়, শুনিয়া আবার আমার কাছে ফিরিয়া আইস।"

বিবি ব্রেস্ বাহির হইয়া গেল, যুবরাজ অতিশয় অস্থির হইয়া গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভয়ঙ্কর কুসংবাদ-শ্রবণে তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, এই সময় পূর্ব্বরজনীর ঘটনাবলী আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই বিবি ব্রেস্ ফিরিয়া আসিল,—আসিল যেন মাতালের মত টলিতে টলিতে;—দৃষ্টি কট্‌মটে, ফ্যাল্‌ফেলে,—মুখখানা যেন শবের ন্যায় রক্ত-শূন্য, পাণ্ডুবর্ণ,—সর্ব্বশরীর ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর ন্যায় বিকম্পিত।

ছুটিয়া গিয়া দুই হস্তে সেই অবশাঙ্গী রমণীকে ধারণ করিয়া, শশব্যস্তে প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বল, বল, হইয়াছে কি?"

জিজ্ঞাসা করিতে করিতে প্রিন্স তাহাকে লইয়া একখানা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছাড়া ছাড়া কথায় কম্পিতকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি দুর্দ্দৈব! হা পরমেশ্বর!"

ব্যস্ত হইয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "বল, বল, ডিয়ার ফেনি! বল, ব্যাপার কি? কি আবার নূতন বিপত্তি উপস্থিত?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবরুদ্ধ-শ্বাসে বিবি ব্রেস্ বলিতে লাগিল, "আর—একটা খুন—আবার একটা ভয়ঙ্কর খুন!—সেই খুনের দায়ে আমার দোকানের একটি পরিচারিকা হাজতে গিয়াছে! সর্ব্বনাশ! চতুর্দ্দিকেই আমি আমার সর্ব্বনাশ দেখিতেছি!—আর—উপায় নাই! এইবার আমার দফা রফা!"

পোষাকওয়ালীর বাক্যে প্রিন্সের অন্তরে যে আঘাত লাগিয়াছিল, কতকটা সামলাইয়া অতি চঞ্চলস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "থামো, থামো, শান্ত হও, আর ও রকম বিলাপ করিও না। আমি বুঝিতেছি, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তুমি প্রলাপ বকিতেছ, বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারিতেছ না। মিথ্যা ভ্রমে তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে!"

কম্পিত ললাটদেশে করতল পেষণ করিতে করিতে বিবি ব্রেস্ বলিতে লাগিল, "ঈশ্বর তাহা করিলেই ভাল হইত! আমি পাগল হইলেই ঠিক হইত। রোজ্ ফষ্টার ক্লার্কেণওয়েল জেলখানায়, কারোলাইন ওয়াল্‌টার কষ্টমঙ্গার লাইনে জেলখানায় বন্দিনী, উভয়েই তাহারা ভয়ানক খুনদায়ে ধরা পড়িয়াছে! এই দুই ঘটনাতেই আমার সর্ব্বনাশ! সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ! হা পরমেশ্বর! আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না!"

এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া সেই অভাগিনী ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে

লাগিল, চক্ষের জলে তাহার যন্ত্রণার কতকটা উপশম হইয়া আসিল। সে তখন কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইল; ক্ষণপরেই নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিয়া বলিল, "বিপদ্ কখনও একাকী আইসে না—নিশ্চয়ই ইহা ভয়াবহ—অমঙ্গলসূচক!"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিতীয় বিপদ? সেটা আবার কি?"

ব্রেস্ বলিল, "ফোর ষ্ট্রীটের সেই ধাত্রী, তোমার কাছে যাহার নাম আমি অনেকবার করিয়াছি, সেই ধাত্রী গতরাত্রে খুন হইয়াছে! আমার প্রিয় পরিচারিকা কারোলাইন ওয়াণ্টার তাহাকে খুন করিয়াছে, এইরূপ সন্দেহে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের লোকেরা তাহাকে হাজতে দিয়াছে!"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্দেহটা ঠিক, এমন কি তুমি বোধ কর?"

সকাতরে বিবি ব্রেস্ উত্তর করিল, "হায় হায়! রোজ্ ফষ্টার যেমন অপরাধিনী, রোজ্ ফষ্টার যেমন খুন করিতে অক্ষম, নিরপরাধিনী কারোলাইনও খুনের দায়ে সেইরূপ অপরাধিনী!"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন বিপদের কথাটা তুমি কোন্ সূত্রে অবগত হইয়াছ? মিস্ ফরেষ্টারকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিল কে?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "ফোর ষ্ট্রীটের পুলিসের একজন অফিসার এইমাত্র আমার বাড়ীতে আসিয়াছে। আমি যদি তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্য সে এখনও সেখানে অপেক্ষা করিতেছে, ধাত্রী যদিও ল্যাম্বেথে খুন হইয়াছে, সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে অভাগিনী কারোলাইনের জবাব গ্রহণ করিবেন, তথাপি এই এলাকার অফিসার কারোলাইন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার পাইয়াছেন, তিনি ঐ উভয় খুনের তদন্ত করিবেন, আমি এখন কি করি? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তুমি কি আমাকে পরামর্শ দেও?"

প্রিন্স বলিলেন, "আমি নিজে সেই অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিব, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। ফোর ষ্ট্রীটের পেয়াদারা টাকা পাইলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে; যে পক্ষ হইতে মনোমত সাক্ষী সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা করে, সেই পক্ষ হইতেই তাহা যোগাড় করিতে পারে; তাহারা কালোকে শাদা করিতে পারে, শাদাকে কালো করিতে পারে।"

রাজপুত্রের পদতলে পতিত হইয়া যুগল হস্তে তাঁহার যুগল হস্ত ধারণপূর্ব্বক রুদ্ধশ্বাসে বিবি ব্রেস্ বলিতে লাগিল, "প্রিয়তম রাজকুমার! রোজ্ ফষ্টারকে আর কারোলাইন ওয়াণ্টারকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার কি কোন আশা আছে? তাহারা মুক্তি পাইবে, তুমি কি এমন বিবেচনা কর? রাজকুমার! আমি মিনতি করিতেছি, সবিনয়ে অনুনয় করিতেছি, তুমি একবার ফোর ষ্ট্রীটের সেই লোকটার সহিত দেখা কর।"

পোষাকওয়ালীকে ধরিয়া তুলিয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, সেই লোকটার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু তুমি কারোলাইনকে দোষী স্থির করিতেছ, রোজ্ ফষ্টারকে আমরা উভয়েই নির্দ্দোষী মনে করিতেছি, এখন কি তুমি উভয়কেই রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "উভয়কেই রক্ষা করিতে আমাদের যত্ন করা উচিত। আমার সম্বন্ধে কারোলাইন ওয়াণ্টার যে সকল কথা প্রকাশ করিবে—"

যাহা করিতে হইবে, মনে মনে তাহা স্থির করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। তুমি এক কর্ম্ম কর। যাও, গুপ্ত-সিঁড়ি দিয়া সেই পুলিস-অফিসারকে এইখানে লইয়া আইস।"

বিবি ব্রেসের বদনে আশাদীপ্তি বিভাসিত হইল, সে বলিল, "পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহাকে এখানে আনিব।"

দ্রুতগতিতে বিবি ব্রেস্ প্রস্থান করিল, যুবরাজ পূর্ব্ববৎ গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মনে যতটা দুর্ভাবনা আসিয়াছিল, এখন আর ততটা রহিল না। তিনি ভাবিলেন, ফোর ষ্ট্রীট অফিসার এখন যেরূপ ভয় দেখাইতেছে, সে ভাবটা সহজেই দূর হইয়া যাইবে, তিনি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই গুপ্ত-সিঁড়ির বদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, বিবি ব্রেস্ পুনঃ প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে সেই পুলিস-অফিসার। লোকটা দীর্ঘকায়, খুব মোটা, বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর, আদময়লা পোষাক পরা, হস্তে একগাছা মোটা লাঠি। প্রবেশ করিয়াই সেই লোকটা রাজকুমারকে সেলাম করিল, অল্প নত-মস্তকে অতি অসভ্য রীতিতে অভিবাদন; হস্তীকে প্রথমে প্রথমে বশ করিবার সময় সে যেমন শুঁড় তুলিয়া মাথা নাড়া দেয়, ঠিক সেই রকম সেলাম। বিবি ব্রেসের ইঙ্গিতে লোকটা ধীরে ধীরে রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া পুনরায় এক সেলাম ঠুকিল, রাজপুত্র কি বলেন, তাহা শুনিবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বেশ নম্রস্বরে যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে লোকটি! তোমার নাম কি?"

ভাঙ্গা শানাই যেমন বাজে, সেইরূপ ঝন্‌ঝন্ কর্কশ আওয়াজে লোকটা উত্তর করিল, "আমার নাম পিটার গ্রম্‌লি।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, মিঃ পিটার গ্রমলি! এখনই আমাদের পরস্পর ভাল রকম জানা-শুনা হইবে, তুমি কি ফোর ষ্ট্রীট পুলিসের একজন অফিসার?"

লোক উত্তর করিল, "হাঁ রাজকুমার, আমি একজন প্রধান অফিসার।"—এইটুকু বলিয়া বিবি ব্রেসের দিকে মুখ ফিরাইয়া আবার বলিল, "এই সুন্দরী লেডী

আমাকে এইখানে আনিয়াছেন, যে কাজের জন্য আহ্বান, তাহার পুরস্কার শুনিতে চাই। আপনি আমাকে যেরূপে সাবধান করিবেন, তাহাই আমি মান্য করিব, সকল কথাই গোপন রাখিব। যে কাজে আমি নিযুক্ত, তৎসম্বন্ধে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমি করিব।"

রাজপুত্র বলিলেন, "তোমার সহিত আমার পরামর্শ আছে।"

তৃতীয়বার সেলাম করিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "মহিমান্বিত রাজকুমার! আপনার আদেশবাক্যের একটি বর্ণও আমার মুখ হইতে বাহির হইবার অগ্রে আমি আমার কণ্ঠের শ্বাসনালী ছিঁড়িয়া ফেলিব, ভবিষ্যতে আপনি এই রাজ্যের রাজা হইবেন, আপনার আজ্ঞা পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

যুবরাজ বলিলেন, "সময় অতি মূল্যবান্, শীঘ্র কাজের কথা আরম্ভ করা যাউক।"

গ্রম্‌লি আর কথা কহিল না, যুবরাজের কথা শুনিবার জন্য মনস্থির করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রে এই সহরে যে দুইটা ভয়ঙ্কর খুন হইয়াছে, তুমি তাহার বিশেষ তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছ?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "হাঁ, সেই কার্য্যেই আমি নিযুক্ত।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই দুই ঘটনা সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কিরূপ?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "বরণবেরী ময়দানের নিকটস্থ অট্টালিকার মধ্যে যে খুনটা হইয়াছে, সেটা এখন যে ভাবে দাঁড়াইতেছে, আমার বোধ হয়, শেষে সে ভাবটা উল্টাইয়া যাইবে। কেন না, তেমন একটি কোমলাঙ্গী যোড়শী যুবতী একজন আধবয়সী ভ্যালেকে খুন করিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাহাকে খুন করা অপরাধে অভিযোগ, তাহার সহিত সেই যুবতীর কোন প্রকার সম্বন্ধই ছিল না।

দ্বিতীয় খুন ল্যাম্বেথের নিকটে। সেখানে আমি আমার অধীনস্থ লেপ্টেনাণ্ট মবকে পাঠাইয়াছিলাম। মব বড় ধূর্ত্ত। বোধ হয়, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সে তাহার সন্তানের মাথা কাটিয়াছিল—"

শুনিতে শুনিতে কম্পিত হইয়া প্রিন্স বলিলেন, "সে কথাটা আমি ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"—তাহার মনে ত্রাস হইয়াছিল, কৌশলক্রমে গ্রম্‌লির প্রতি তুষ্টি জানাইয়া তিনি তখন বিনম্র-স্বরে বলিলেন, "ফোর ষ্ট্রীটে যে ভয়ানক খুন হইয়াছে, সেই ভীষণ ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহাই বলিয়া যাও।"

গ্রম্‌লি।—হাঁ, তাহাই আমি বলিতেছিলাম। আমার লেপ্টেনাণ্ট মব ল্যাম্বে-

থেল্‌ফোর ষ্ট্রীটের তদারক করিতে গিয়াছিল, সেখানে সে যাহা দেখিয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আসামী কারোলাইন ওয়াল্টার সেই বৃদ্ধা ধাত্রীকে খুন করিয়াছে। ইহাতেই আমি বুঝিয়াছি, প্রথম খুনের অভিযোগে রোজ্‌ ফষ্টার নির্দ্দোষী,—তাহাকে গ্রেপ্তার করা ভুল হইয়াছে, দ্বিতীয় খুনের আসামী কারোলাইন ওয়াল্টার নিশ্চয় দোষী; তাহার গ্রেপ্তারটা ঠিক; প্রমাণতঃ ঠিক।

প্রিন্স।—তবে তুমি রোজ্‌ ফষ্টারকে খালাস করিবার ভার লইতে পার?

গ্রম্‌লি।—তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, পারি।

প্রিন্স।—(একটু ইতস্ততঃ করিয়া) তবে কি কারোলাইনের খালাসের উপায় করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব?

গ্রম্‌লি।—কিছুই অসম্ভব নয়, তবে কি না, এক একটা ব্যাপারের সিদ্ধান্ত করা কিছু কঠিন;—এইমাত্র কথা।

প্রিন্স।—কোন কঠিন ব্যাপারে ভয় পাইবার লোক তুমি নও।

গ্রম্‌লি।—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি হতাশ হইয়া কোন কার্য্য পরিত্যাগ করে, সে অতি অপদার্থ। আমি আর মব, আমরা উভয়েই ইংলণ্ডের মধ্যে মোরিয়া লোক, কোন বিষয় আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া না গেলে আমরা তাহা অবশ্যই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি।

প্রিন্স।—মিঃ গ্রম্‌লি! তুমি ত খুব কাজের লোক দেখিতেছি। বেশ! দেখ, যে দুইটি যুবতী হাজতে আছে, তাহারা বিবি ব্রেসের পোষাকের কারখানায় চাকরী করিত, যাহাতে বিবি ব্রেসের উপকার হয়, সে পক্ষে আমি বিশেষ নজর রাখি; যে বিষয়ে বিবি ব্রেসের সংস্রব, সে বিষয়ে সহায়তা করা আমার ইচ্ছা।

গ্রম্‌লি।—(প্রিন্সের মনোভাব বুঝিয়া) যদি আপনি সেই দুই জন আসামীকে খালাস করাইবার ইচ্ছা করেন, সে পক্ষে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব, মবও সাধ্যমত চেষ্টা করিবে, কিন্তু কিছু বেশী—

প্রিন্স।—(শেষ কথা না শুনিয়াই) সে বিষয়ে তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। বিবি ব্রেস্‌ তোমাদের দুই জনকেই খুসী করিবেন। আপাততঃ অগ্রিম ৫০০ গিনি বায়না দিবেন, ইহার পর কাজটা সিদ্ধ হইলে তোমরা আরও ৫০০ শত গিনি পুরস্কার পাইবে।

"বড়ই বাধিত হইলাম, "এই কথা বলিয়া, নতশিরে সেলাম করিয়া, পিটার গ্রম্‌লি বিবি ব্রেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

——:*:——

আসামীর পরীক্ষা

বেলা দুই প্রহর। ফোর ষ্ট্রীটের পুলিস-কোর্ট লোকারণ্য। একটি সুন্দরী যুবতী খুনের অভিযোগে ধরা পড়িয়াছে, আজ তাহার জবাব লওয়া হইবে, এই সংবাদ যেন দাবানলের ন্যায় সমস্ত রাজধানীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রভাতের সংবাদপত্রসমূহে এ সংবাদের একটি ছত্রও প্রকাশিত হয় নাই। এখন যেমন শীঘ্র শীঘ্র ছোট বঁড় ঘটনা সমূহ খবরের কাগজে ছাপা হয়, যে সময়ের কথা, সে সময়ে এমন বন্দোবস্ত ছিল না। যদিও খবরের কাগজে ছাপা হয় নাই, তথাপি এই খুনের ব্যাপারটা মুখে মুখে নগরের সমস্ত লোকের কর্ণগোচর হইয়াছে, কাহারো জানিতে বাকী নাই। দলে দলে লোক আসিয়া আদালত পরিপূর্ণ করিতেছে, বেজায় জনতা, আদালত পরিপূর্ণ; যাহারা প্রবেশ করিতে পাইতেছে না, তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া সম্মুখের রাস্তায় ভিড় করিতেছে।

সেই ভিড়ের ভিতর দিয়া একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী আসিয়া পুলিসের দরজায় দাঁড়াইল, গাড়ী হইতে রোজ্ ফষ্টার নামিল, দুই পার্শ্বে গ্রম্‌লি ও মব। জনতার লোকেরা সেই অভাগিনী কুমারীকে সেলাম করিল না, তাদৃশ ঘটনায়, তাদৃশ ভিড়ের মধ্যে সচরাচর সেরূপ হয়ও না, কিন্তু সকলের মুখ হইতেই সহানুভূতিসূচক গুঞ্জন-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল, সেই সকল অস্পষ্ট গুঞ্জন অনাথিনীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। লোকেরা বলাবলি করিতেছে, 'আহা! এমন সুন্দরী যুবতী ভয়ঙ্কর খুন-দায়ে ধরা পড়িয়াছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা, এমন সুন্দর চেহারা যাহার, সে যে খুন করিয়াছে, এমন ত কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।' সেই সকল কথা শুনিয়া অনাথিনীর মনে সাহসের উদয় হইল, সে জানিত, আমি নির্দ্দোষী, পথের লোকেও সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে, এই বিশ্বাসেই সাহস।

অভাগিনী কুমারী;—লজ্জামাধুরীজড়িতা, সরলতামাখা, কুমারীসুলভ পবিত্রহৃদয়া কুমারী ফষ্টার নীরবে মাথা হেঁট করিয়া আদালতের দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল; আদালতের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সমাগত সমস্ত লোকের চক্ষু তাহার মুখের দিকে বিনিক্ষিপ্ত হইল। ক্ষণেকের জন্য কুমারী যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, চক্ষু যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, অবশাঙ্গে চলিতে চলিতে

দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইল। কঠিন কর্কশ হস্তে গ্রম্‌লি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; কুমারীর চৈতন্যপ্রাপ্তি; সে তখন সুস্থির-মন্থর-গতিতে আসামীমঞ্চে গিয়া উঠিল।

আদালতের বাহিরে যেরূপ সহানুভূতিসূচক বাক্য শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, আদালতের ভিতরেও সেইরূপ শ্রুত হইতে লাগিল। এমন সুন্দরী কুমারীর নামে খুনের অভিযোগ, ইহা মনে করিয়া অনেকের চক্ষে জল আসিল; তাহারা ভাবিল, এই কুমারী কদাচ খুনী আসামী হইতে পারে না; আকৃতি-প্রকৃতিতে নির্ম্মল ও নির্দ্দোষী বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে অনারেবল আর্থর ইটন বসিয়াছিলেন, তাঁহার বদন বিষণ্ণ, কপোলে ও ললাটে ঘোর অন্ধকার চিন্তা-রেখাসমন্বিত, কুমারী ফষ্টার যখন আদালতে প্রবেশ করে, সেই সময় তিনি তাহার দিকে অনিমেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টি যেন কুমারীর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। কি করিয়াই বা এই সুন্দরীকে দোষী স্থির করিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন, নির্দ্দোষী স্থির করিতেও সাহসী হইলেন না, বড়ই গোলমাল, দুই দিকেই অনিশ্চিত। ভাবিতে ভাবিতে তিনি কুমারীর পাণ্ডু গণ্ডস্থল হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন, কুমারীটি পবিত্রতার আধার, অন্তর-সাগরে এই ধারণা তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের দক্ষিণ-হস্তের দিকে একখানি ক্ষুদ্রাসনে একজন ব্যারিষ্টার বসিয়াছিলেন;—খর্ব্বাকার, কৃশ, ম্লান বদন, নেত্র চঞ্চল, দস্তুরমত পরচুল ও গাউন পরিধান। চঞ্চল-নয়নে তিনি এক একবার একে একে আদালতস্থ সমস্ত লোকের মুখপানে চাহিতেছেন। তাঁহার নাম সার্পলী, তিনি লড্‌বেলী কোর্টের প্রাচীন ব্যারিষ্টার। ৫০০ শত গিনি বায়না পাইয়াই মিঃ গ্রম্‌লি ইঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। সার্পলীকে ব্যারিষ্টার দিতে মিঃ গ্রম্‌লি কাহারো দ্বারা বিশেষ আদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু ব্যারিষ্টারকে সেই ইঙ্গিতে বলিয়াছিল,—"আপনি এই মোকদ্দমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিবেন।' এই অভিযোগের প্রতি যাহাতে সম্ভবমত অপ্রত্যয় জন্মে, তাহার বিধান করাই ঐ ইঙ্গিতের মর্ম্ম।

আসামীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

ব্যারিষ্টার সার্পলী এই সময় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিনম্রভাবে বিচারাসনকে অভিবাদন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বলিলেন, "ঐ যে কুমারী রোজ্ ফষ্টার দুর্ভাগ্য ক্রমে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মানা, আমি তাহারই পক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামীর নাম রোজ্ ফষ্টার?"

ব্যারিষ্টার উত্তর করিলেন, "হাঁ, ইহার নাম রোজ্ ফষ্টার। এই কুমারী কিছু দিন বিবি ব্রেসের পোষাকের দোকানে চাকরী করিয়াছিল। বিবি ব্রেস্ সর্ব্বজনপরিচিত সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, সহরের বড় বড় লোকেরা তাহার দোকান হইতে পোষাকাদি লইয়া থাকেন, পেলমেলপল্লীতে তাহার দোকান। কুমারী ফষ্টারের পক্ষে সাফাই দিবার নিমিত্ত বিবি ব্রেস্ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, কুমারী ফষ্টারের গ্রেপ্তারে ভয়ানক ভুল হইয়াছে, অতএব কুমারীকে হাজত হইতে খালাস দেওয়া হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

কোন্ সময়ে কিরূপ ভাব দেখাইতে হয়, এই বহুদর্শী ব্যারিষ্টার তাহা বিলক্ষণরূপ জানেন, কথাগুলি বলিবার সময় তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে, আপাততঃ অবস্থাটা কিরূপ, দেখা যাউক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিয়া পুলিস-অফিসার গ্রম্‌লি বলিল, "হুজুর! কৌন্সলী সার্পলী যাহা বলিলেন, তাহাই প্রকৃত। আমি পেলমেলের কারখানায় তদন্ত করিতে গিয়াছিলাম, বিবি ব্রেস্ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, কুমারী রোজ্ ফষ্টার কখন কোন কুকার্য্য করে নাই। বিবি ব্রেস্ একজন সম্ভ্রান্ত লেডী। আপনি যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, আসামীর চরিত্রের প্রমাণ লইলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।"

"বেশ কথা মিঃ গ্রম্‌লি!"—এইরূপ উক্তি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে বলিলেন, "এখনই আমরা সে সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিব, এখন অভিযোগ-বৃত্তান্তটা শ্রবণ করা যাউক।"

সেরেস্তাদারের আহ্বান অনুসারে অনারেবেল আর্থর ইটন দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপ এজাহার দিলেন, নিম্নভাগে তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে—

"লণ্ডন-সহরের উত্তরাংশে বরণবেরী ময়দানের নিকটে একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, গত কল্য সন্ধ্যার পর ৮টার সময় আমি সেই অট্টালিকা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। কার্য্য কতদূর হইয়াছে, তাহাই দর্শন করা আমার মতলব। আমার সর্দ্দার খান্‌সামা উইলিয়ম ডড্‌লি আমার সঙ্গে ছিল। আমি আর ডড্‌লি ব্যতীত সে বাটীতে তখন আর কেহ ছিল না, আমরা ভাবিয়াছিলাম, কেবল আমরা দুই জনেই আছি। ডড্‌লির হস্তে একটা লণ্ঠন ছিল, সেই লণ্ঠনের আলোকে আমি অসম্পূর্ণ ইমারতের নানা স্থান দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম। বাটীর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, তাহার চারিদিকে চারিটা পথ; ডড্‌লির হস্ত হইতে লণ্ঠনটা লইয়া আমি এ দিক্ ও দিক্ দেখিতেছিলাম

ডড্‌লি আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। একটা দেয়ালের গাঁথুনী খারাপ দেখিয়া ক্ষণকাল আমি সেইখানে দাঁড়াইলাম, ডড্‌লি চলিতে চলিতে ঐ চারিটা পথের একটা পথ দিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, প্রবেশ-মাত্রেই বিকট চীৎকার করিয়া ঢিপ করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি ছুটিয়া সেই পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটি কৃষ্ণবসনা স্ত্রীলোক সম্মুখের অপর পথ দিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। ভয়ে বিস্ময়ে আমি তখন গতিশক্তি হারাইয়াছিলাম, সে স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারি নাই, সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; আমার পদতলে উইলিয়ম ডড্‌লির রক্ত মাখা মৃতদেহ! আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ গতি-শূন্য, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ। কতক্ষণ সে ভাব ছিল, বলিতে পারি না, বোধ করি,—বেশী ক্ষণ নয়, পরিশেষে আমার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, গতিশক্তি ফিরিয়া আসিল, বুদ্ধিও একটু স্থির হইল; সেই রক্তাক্ত-কলেবরের নিকটে জানু পাতিয়া বসিয়া আমি মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—'খুন! খুন! খুন!' ঠিক সেই সময় জনকতক কৃষক কৃষ্ণবসনপরিহিতা একটি স্ত্রীলোককে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল; আমার মনে হইতেছে, সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলাম, "এই স্ত্রীলোকটাই খুনী'।"

ইটনের এজাহার শ্রবণ করিয়া কৌন্সলী সার্পলী বলিয়া উঠিলেন, "খুনের স্থান হইতে সেই স্ত্রীলোক যখন ছুটিয়া পলায়, তখন তুমি তাহার মুখ দেখিতে পাও নাই?"

ইটন উত্তর করিলেন, "না, তখন আমি তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই।"

ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এই আসামীমঞ্চে যে স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে, প্রথমে খুনের স্থানে যাহাকে দেখিয়াছিলে, এই সেই স্ত্রীলোক, এ কথা কি তুমি শপথ করিয়া বলিতে পার?"

ইটন উত্তর করিলেন, "প্রথমে যখন আমি মুখ দেখিতে পাই নাই, তখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে আমার সাহস হয় না, ঠিক আমি চিনি, এ কথা আমি বলিতে পারিব না। আপনি জানিয়া রাখুন, বিশ্বাস করুন, আমি সরল অন্তরে, একান্তমনে, অকপটে আশা করি, এই স্ত্রীলোকটির নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত হউক।"

সার্পলী বলিলেন, "নিশ্চয়ই নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত হইবে; কেমন করিয়া হইবে, তাহা এখন ঠিক বলিতে পারা যায় না, কেন না, অবস্থাগত প্রমাণ বড়ই বিরুদ্ধ দাঁড়াইতেছে।

ব্যারিষ্টার সার্পলী জেরা আরম্ভ করিলেন। জেরাতে প্রকাশ পাইল,রোজ্ ফষ্টার অনারেবল ইটনের খানসামা ডড্‌লিকে খুন করিয়াছে, এমন কোন কারণ ইটন জানেন না, চুরি করিবার মত্‌লবেও নয়, ডড্‌লিকে আঘাত করিবার সময় ফষ্টার অবশ্যই দেখিয়াছিল, লণ্ঠন হাতে করিয়া ইটন সেই দিকে আসিতেছেন। চুরি করিবার মত্‌লব থাকিলে সেইখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিত, ছুটিয়া পলাইত না। জেরার জবাবে ইটন আরো বলিলেন, রোজ্ ফষ্টারকে তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই, ডড্‌লিও তাঁহার কাছে কখনও ফষ্টারের নাম করে নাই, ডড্‌লি আর ফষ্টার একসঙ্গে রহিয়াছে, এমনও তিনি কখনও দেখেন নাই।

যে কয়েক জন কৃষক রোজ্ ফষ্টারকে ধরিয়াছিল, তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, যে অবস্থায় সে এবং তাহার সঙ্গিগণ রোজ্ ফষ্টারকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সে অবস্থায় ঐ বাটীর ভিতর হইতে ফষ্টারের পলায়নের উপক্রম। কৌন্সলী সার্পলী অতঃপর বিশেষ প্রয়োজনীয় তর্ক উত্থাপন করিলেন। ইমারতের প্রাঙ্গণের উত্তরদিক্ হইতে ইটন দেখিয়াছিলেন, দক্ষিণের পথ দিয়া এক নারীমূর্ত্তি পলায়ন করিতেছে, সেই পথের ধারেই কৃষকেরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।

যে ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। তিনি বলিলেন, যে আঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, সে আঘাতের লক্ষণ এই প্রকার। যে অস্ত্রের দ্বারা খুন হইয়াছে,সে অস্ত্রখানিও তিনি আদালতে উপস্থিত করিলেন;—বলিলেন, "অবশ্যই কোন বলবান্ লোকের হস্ত দ্বারা কিংবা ঈর্ষা-কলুষিত ক্রোধাবিষ্ট লোকের হস্ত দ্বারা আঘাত হওয়া সম্ভব।"

ডাক্তারের উক্তি শ্রবণ করিয়া আদালতের সমস্ত লোক রোজ্ ফষ্টারের দিকে চক্ষু ফিরাইল, সকলেই বলাবলি করিল, "এই সুন্দরী কুমারী দ্বারা খুন হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না; ডাক্তার বলিতেছেন, বলবান্ হস্তের আঘাত, এই কুমারীর সুকোমল হস্তের সবল আঘাত কিরূপে সম্ভবে?"

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ব্যারিষ্টার বলিলেন, "যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে ঐ অস্ত্রখানি আপনি আমার হস্তে প্রদান করুন।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সেই অস্ত্রখানা ব্যারিষ্টারের হস্তে অর্পণ করিলেন। দেখিয়া দেখিয়া ব্যারিষ্টার বলিলেন, "প্রকাণ্ড ছোরা, ইহার দুখানা ফলা ছিল, একখানা ফলার গোড়া পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেখানা আছে, যেখানার আঘাতে খুন হইয়াছে, সেখানা ছয় ইঞ্চি লম্বা, খুরের মত ধারালো।" খানিকক্ষণ সেই ছোরাখানা হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্যারিষ্টার সাহেব

বারংবার এধার ওধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যেন কতই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে, এইরূপ ভাব দেখাইলেন, বাস্তবিক সেটা কেবল চালাকী মাত্র। ফল কথা এই যে, ইহার পর কি প্রশ্ন করিবেন, ঐরূপে সময় লইয়া মনে মনে তাহাই স্থির করিতেছিলেন। খানিকক্ষণ এইরূপে ছোরা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাঁটের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "একখানা তোয়ালে আর একটু জল আমাকে আনাইয়া দাও।"

তৎক্ষণাৎ একপাত্র জল ও তোয়ালে আনাইয়া দেওয়া হইল। আদালতের সমস্ত লোক নিস্তব্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যায় না, ছোরাখানার বাঁট মৃগশৃঙ্গে নির্ম্মিত, বাঁটের গায়ে যে রক্ত লাগিয়াছিল, ব্যারিষ্টার সার্পলী নিজ হস্তে সে রক্ত ধুইয়া ফেলিলেন, তাহার পর বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেই মৃগশৃঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন; পিটার গ্রম্‌লির কানে কানে কি কথা বলিলেন, গ্রম্‌লিও সেই ছোরাখানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, তাহার পর গ্রম্‌লির সহকারী মবের সহিত চুপি চুপি পরামর্শ। যদিও প্রকাশ্য আদালতের মধ্যে এ সকল কথা হইল, কিন্তু ঐ তিন জন ভিন্ন আর কেহই কিছু জানিতে অথবা বুঝিতে পারিল না।

মব একবার মস্তকসঞ্চালন করিল, গ্রম্‌লি তখন ব্যারিষ্টারের কানে কানে আরও কি কথা বলিল, ব্যারিষ্টার আপনার গাউনটা স্কন্ধের উপর টানিয়া দিয়া গম্ভীরভাব ধারণ পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিতে লাগিলেন;—"অবস্থাগতিকে একটা বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, এ সময়ে এ অবস্থায় তাহা প্রকাশ করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না, অতএব আমার অনুরোধ এই যে, দুই ঘণ্টার জন্য এখনকার কার্য্য বন্ধ থাকে। এখন বেলা ২টা বাজিয়াছে, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে চারিটার সময় পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টারের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

কৌশলী সার্পলী এই সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গ্রম্‌লি ও মবের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ পুলিস-আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যারিষ্টার তখন একখণ্ড ব্রিফের কাগজে সেই ছোরাখানা জড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার শুনানী পুনর্ব্বার আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি এ অস্ত্রখানি আপনার ডেস্কের মধ্যে চাবী বন্ধ করিয়া রাখুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাই করিলেন, ব্যারিষ্টার অতঃপর একখানি কাগজে গুটিকতক

কথা লিখিয়া, সাবধানে সেই কাগজখানি মোড়ক করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মোড়ক খুলিয়া লেখাটুকু পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কি করিবেন, ক্ষণকাল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

এই সময় রোজ্ ফষ্টার এবং দর্শকবৃন্দ প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অনিমেষ-নয়নে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। দর্শকেরা স্থির করিল, নিশ্চয়ই এই সুন্দরী যুবতী আসামীর অনুকূলে কোন গুরুতর বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে প্রশান্তস্বরে ব্যারিষ্টার বলিলেন, "আপনার মনে যদি কোন প্রকার সংশয় আসিয়া থাকে, আমি তবে আমার বক্তব্য কেবল মুক্তকণ্ঠে নহে, আইনসঙ্গত ন্যায় অনুসারেই ব্যক্ত করিব।"

সেই কাগজখানির প্রতি ভালরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "মিষ্টার সার্পলী! এই মোকদ্দমার পক্ষে বিশেষ সুবিধা বোধ হইতেছে, আপনার ইচ্ছাঅনুসারে কার্য্য করিতে আমি সম্মত আছি।"—ব্যারিষ্টারকে এই কথা বলিয়া, তিনি সেই কাগজখানি অনারেবল আর্থর ইটনের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আর্থর ইটন এককালে মহা আশ্চর্য্যান্বিত। তাঁহার মুখমণ্ডল একবার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, আবার তথনই তথনই রক্তবর্ণ ধারণ করিল; যখন তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার রসনা যেন তালুদেশে উত্থিত হইল, পরক্ষণে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি সঞ্চারিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিরাগের সহিত আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি।"

উচ্চকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন, "চুপ করুন মহাশয়, চুপ করুন, মোকদ্দমা এখন মূলতুবী; আদালতের লোক বাহির করিয়া দেও।"

সর্দ্দার চাপরাসী ঐ হুকুম পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ভিড় তফাৎ কর।"

ছয় জন কনষ্টেবল ও পেয়াদা চারিদিকে ঘুরিতেছিল, হুকুম শুনিয়া তাহারা ঠেলিয়া ঠেলিয়া দর্শকগণকে বাহির করিয়া দিতে আরম্ভ করিল, বহু লোকের কণ্ঠে মহা কলরব; আর্থর ইটন তথনও আরো অনেক কথা বলিতেছিলেন, সেই গোলমালে তাঁহার কথাগুলি ঢাকা পড়িয়া গেল।

রোজ্ ফষ্টারকে ডক হইতে নামাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হইল, রোজ্ সেখানে গিয়া দেখিল, বিবি ব্রেস্ সেই ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

ব্রেস্কে চিনিতে পারিয়া কুমারী প্রথমে ভয়ে চমকিয়া দুই পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মিঃ গ্রম্লির মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা স্মরণ

হওয়াতে ধীরে ধীরে বিবি ব্রেসের নিকটে অগ্রসর হইল। এই বিবি ব্রেস্,—এই স্ত্রীলোকের দ্বারা অনাথিনী বহু উপদ্রব ও বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, তথাপি তাহার নিকটে গেল; বিবি ব্রেস্ তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া সস্নেহে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক জড়িতস্বরে বলিল, "রোজ্! স্নেহবতী রোজ্! যাহা আমি করিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া অনাথা কুমারী বলিল, "মা! আমাকে তুমি যত যন্ত্রণা দিয়াছ, তজ্জন্য যদি তোমার অনুতাপ আসিয়া থাকে, তবে আমি সমস্তই ভুলিব, প্রতিশোধ লওয়া আমার অভ্যাস নয়।"

পোষাকওয়ালী বলিল, "অনুতাপ আসিয়াছে, অনুতাপ আসিয়াছে, ঈশ্বরের নামে আমি বলিতেছি, সত্যই আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে।"—এই বলিয়া চক্ষের জলে কুমারীর গাত্র সিক্ত করিতে লাগিল। সরলা কুমারী সেই ধূর্ত্ত স্ত্রীলোকের কপট বাক্যকে সত্য মনে করিয়া একটু যেন আশ্বস্ত হইল, মৃদুস্বরে বলিল, "তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আরো, তুমি আমার অনুকূলে আজ যে প্রকার সততা দেখাইয়াছ এবং কন্ষ্টেবলের দ্বারা আমাকে যে আশ্বাস-বাক্য জানাইয়াছ, তাহার নিমিত্ত আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

ব্রেস্ বলিল, "প্রাণাধিকে! কন্ষ্টেবল তোমাকে কি কি কথা বলিয়াছে? যাহা যাহা বলিয়াছে, সমস্তই আমাকে বল। আমি তাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলি তোমাকে বলিয়াছে কি না, তোমার মুখে শুনিয়া তাহা আমি বুঝিব।"

রোজ্ বলিল, "সেই দীর্ঘকায় কন্ষ্টেবল আমাকে বলিয়াছে, আমার মোকদ্দমায় সহায়তা করিয়া আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তুমি এবং রাজকুমার তাহাকে অনেক টাকা দিয়াছ। আমি যে নির্দ্দোষী, তুমি এবং রাজকুমার তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছ। অধিকন্তু তোমরা আমাকে অনুরোধ করিয়াছ, কি কারণে আমি গত রাত্রে নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, ইহা বলিব; আদালতে জবাব দিবার সময় যে যে কথা আমাকে বলিতে হইবে, তন্মধ্যে তোমার অথবা রাজকুমারের নামের ছন্দাংশও আমি প্রকাশ করিব না। আমার পক্ষে সওয়াল-জবাব করিবার জন্য তোমরা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছ, সেই ব্যারিষ্টারের নিকটে অভিযোগের ঘটনার কথা অবিকল প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছ; আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে, ইহাও তুমি বলিয়াছ। আমি খালাস পাইলে আমার পক্ষ হইতে তুমি তাহাকে ১০০ শত গিনী প্রদান করিবে, ইহাও সে বলিয়াছে। আরও, খালাস পাইবার পর আমাকে সহরের কোন ভদ্র-পরিবারের বাড়ীতে তুমি আমাকে

একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সুপারিস দিবে অথবা আমি যদি সহরের বাহিরে কোন দূর-প্রদেশে গিয়া কাজকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিবে, ইহাও বলিয়াছ। সেই কনষ্টেবলের মুখের বাক্যের স্থূল মর্ম্ম এই ; এই পর্য্যন্তই আমি শুনিয়াছি।"

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ, ঐ সকল কথাই ঠিক। ইহার দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিতেছ, যত বিপদ্ ও যত যন্ত্রণা তুমি সহ্য করিয়াছ, তন্নিমিত্ত রাজকুমার আর আমি, আমরা উভয়েই আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়াছি। তুমি অতঃপর আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিবে, এমন আশা আমি রাখি না, অথবা সেইরূপ অনুরোধ করিতেও আমার সাহস হয় না, তথাপি আমি বরাবর তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিব, যাঁহাতে তোমার উপকার হয়, তাহারই চেষ্টা করিব ; এই আমার প্রতিজ্ঞা। জগদীশ্বর করুন, অদ্যই তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হউক।"

পোষাকওয়ালীর কথায় হঠাৎ ভয় পাইয়া অনাথিনী বলিয়া উঠিল, "ওঃ! তাহাতে কোন সন্দেহ আছে? এই মোকদ্দমায় কি কোন অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে? মোকদ্দমা শুনিতে শুনিতে স্থগিত থাকিল, ইহার মানে কি? ছোরাখানার সম্বন্ধে রহস্যই বা কি? ব্যারিষ্টারের কাগজ পড়িয়া আর্থর ইটন তত উগ্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারই বা কারণ কি?"

ব্রেস্ বলিল, "তোমার ভুল হইতেছে। মোকদ্দমা শুনানীর সময় আমি আদালতে উপস্থিত ছিলাম না, দারুণ সংশয়ে আকুলিত হইয়া এই ঘরেই বসিয়াছিলাম, তুমি দেখিয়াছ, বসিয়া বসিয়া আমি কাঁদিতেছিলাম। কেবল এইটুকুমাত্র আমি শুনিয়াছি যে, তোমার অনুকূলে একটা বিশেষ প্রমাণ বাহির হইয়াছে। শেষ-বেলায় যখন নূতন শুনানী আরম্ভ হইবে, তখন তোমার পক্ষে স্পষ্টই মঙ্গলফল দাঁড়াইবে, এইরূপ আমার বিশ্বাস।"

পাছে সেই ভয়ঙ্কর নিউগেট কারাগারে প্রবেশ করিয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেই ভয়ে ব্যাকুলিনী হইয়া হস্তে হস্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক অনাথিনী রোজ্ মর্ম্মঘাতনায় বলিয়া উঠিল, "হায় হায় হায়! অবস্থাঘটিত প্রমাণ যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ায়?"

মাতার ন্যায় স্নেহ জানাইয়া, কুমারীকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়া, সান্ত্বনাসূচক স্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "বৎসে! হতাশ হইও না, হতাশ হইও না! কুচিন্তা মনে আনিও না!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

বীরাঙ্গনা

বোষ্টীট্-পুলিস-কোর্টে যে দিন রোজ্ কষ্টারের মোকদ্দমা হইতেছিল, সেই দিন কারল্‌টন-প্রাসাদে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়; সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমার বিবরণ ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইল।

সেই দিন বেলা দুই প্রহরের কিছু পরে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আপন গৃহে পোষাক পরিতেছিলেন, তাঁহার সর্দ্দার খান্‌সামা জার্ম্মেন্ তাঁহাকে পোষাক পরাইতেছিল, এমন সময় গুপ্ত-সিঁড়ির দিকের দরজায় কে একজন করাঘাত করিল। প্রিন্স চম্‌কিয়া উঠিলেন, জার্ম্মেন্‌কে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। প্রবেশ করিল লেডী লিটিসিয়া।

তাহাকে দেখিয়াই প্রিন্স সকৌতুকে বলিতেছিলেন, "বাঃ! এই যে আমাদের নিশা-বিহারিণী মধুমতী শীকারিণী!"—বলিতে বলিতে লেডীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, সেই সুন্দর মুখ তৎকালে ক্রোধারক্ত ও উগ্রভাবপূর্ণ; দেখিয়াই রাজপুত্র হঠাৎ থামিয়া গেলেন। লেডী সেই সময় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল, তাহার মেজাজ ভাল নাই, এখন ঠাট্টা-তামাসার সময় নয়।

যুবরাজ তখনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সগর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, নম্রস্বরে বলিলেন, "অল্পক্ষণের মধ্যে লেডী লেডকে তিনি দ্বিতীয়বার কোন্ ভাগ্যফলে দেখিতে পাইলেন? তাঁহার মুখখানিই বা এমন বিমর্ষ কেন?"

দুইটি বড় বড় কৃষ্ণ-নেত্র বিকাশ করিয়া, যুবরাজের দিকে চাহিয়া লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাহাতে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এমন কিছু কি আপনার মনে হইতেছে না?"

বিদ্রূপস্বরে রাজকুমার বলিলেন, "আমি কিছু কিছু পাপ করিয়াছি, এমন যদি স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে তুমিও সেই পাপের অংশভাগিনী। সেই একদিন ঐ স্নানাগারে, আবার গত রাত্রে—"

ক্রোধে লিটিসিয়ার বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা করিয়া যদি আপনার মনে সন্তোষ জন্মে, তাহা আপনি করিতে পারেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার কোন চাপল্য প্রকাশ পাইয়াছে কি না? গতরাত্রে এই ঘরে আমি আসিয়াছিলাম, তাহাতে আপনার মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে কি না?"

লিটিসিয়ার উগ্রভাব-দর্শনে পূর্ব্ববৎ বিদ্রূপস্বরে রাজকুমার বলিলেন, "হাঁ, একটু সন্দেহ আমার মনে আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা অন্য কারণে নহে; প্রমোদে, প্রেম বিলাইতে তুমি আসিয়াছিলে, তাহাতে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না, তবে কি না তুমি যে আমার অজ্ঞাতে চুপি চুপি এই গৃহ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলে, তাহাতেই একটু সন্দেহ।"

এইবার হাসিয়া চতুরা শীকারিণী তৎক্ষণাৎ বলিল, "আর সেই যে, সেই ব্রাণ্ডী আমরা দুই জনে খাইয়াছিলাম?"

যেন কিছু উন্মনা হইয়া শিহরিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! ঠিক! ঠিক! সে কথা আমার মনে আছে।"—এই কটি কথা বলিয়া, বেশ নম্রভাব ধারণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে তিনি আবার বলিলেন, "বল লিটিসিয়া, আমার উপর তুমি এমন চটিয়াছ কেন? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি? ইহাতে যেন কিছু কু-ভাব—"

রাজকুমারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লিটিসিয়া বলিল, "আপনি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন, এ রকমে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা, এখন আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, কোন একটি বিশেষ কুটিল মতলবে গতরজনীতে আমি এই ঘরে আসিয়াছিলাম, সে মতলবটাও আমি হাঁসিল করিয়াছি।"

রহস্য চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, বটে বটে, তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছিলে!"

লিটিসিয়া বলিল, "ওটা ত তুচ্ছ কথা। এখনকার কথাটা বড় গুরুতর। যে রমণীকে আপনি সম্মুখে দেখিতেছেন, এ রমণী প্রেমদানে যেমন পরিপক্ক, কোন সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেও সেইরূপ মজবুত। এখন আমি চাই, মিষ্টার মিগেল্সের মুক্তি, একান্ত যদি তাহাকে না পাই, তবে তাহার প্রতিশোধ।"

ঈর্ষাক্রোধে যেন দৈত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "ওঃ! আমিও ঐরূপ ভাবিয়াছিলাম। দেখ লিটিসিয়া! সাবধান! তুমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে উদ্যত। ফের যদি অমন কথা বল, আমি তোমাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় দলন করিয়া ফেলিব।"

মহাক্রোধে লিটিসিয়ার মুখ-চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হইল, উন্নত বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল, আঁটা আঁটা জামা ফাটিয়া যায় যায়, এইরূপ লক্ষণ। আরক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া সে বলিতে লাগিল, "আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না,—দোহাই ঈশ্বরের, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না! ও কি!—তুমি আমার দিকে অমন করিয়া চক্ষু রাঙ্গাইও না, মানুষকে পুড়াইয়া মারিতে পারে, তোমার

চক্ষে তেমন বিদ্যুদগ্নি নাই। আমি স্ত্রীলোক, তুমি যে কোন অস্ত্রের নাম করিতে ইচ্ছা কর, সেই অস্ত্র লইয়া আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি; তলোয়ারেও পারি, পিস্তলেও পারি। ওহো! না না, তোমার তত দূর সাহস হইবে না; নিমক-হারামীতে আর কুমন্ত্রণা আঁটিতে তুমি পাকা। সর্প যেমন ঝোপের ভিতর হইতে অলক্ষিতে ফণা তুলিয়া লক্ষ্য শীকারকে দংশন করে, তুমিও সেইরূপ; তোমার সাহসও সেই রকম!"

আরক্ত-বদনে গর্জ্জন করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! এত অপমান কখনই আমি সহ্য করিব না! দূর হ মাগী, দূর হ! এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা! নতুবা এখনই আমি আমার দরোয়ানগণকে ডাকিব, গলাধাক্কা দিয়া তাহারা তোকে বাহির করিয়া দিবে!"

নির্ভয়ে স্থিরগম্ভীরস্বরে লিটিসিয়া বলিল, "যদি সাহস হয়, ডাকো তোমার দরোয়ানকে! যে কেহ আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার পৃষ্ঠে আমি সপাসপ্ ঘোড়ার চাবুক কসাইব? তুমি যদি পুনর্ব্বার দরোয়ান ডাকিবার ভয় দেখাও তবে তোমাকেও আমি চাবুক-পেটা করিব!"—এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া, সাহসী বীরাঙ্গনা একটু থামিয়া কট্‌মট্‌চক্ষে প্রিন্সের মুখপানে চাহিল, ত্বরিত-স্বরে আবার বলিল, "দেখ প্রিন্স, তুমি আমার হাতের ভিতর আছ, সম্পূর্ণরূপে আমার হাতের ভিতর!"

ক্রোধে লম্পট রাজকুমারের আপাদমস্তক কাঁপিল, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। কেন না, দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া শীকারিণী যে কথা বলিয়া ভয় দেখাইল, নিশ্চয়ই সে ক্ষমতা তাহার আছে, সত্যই এ অঙ্গনা বীরাঙ্গনার কাজ করিতে পারে, ইহা তিনি বেশ বুঝিলেন।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া লিটিসিয়া পুনরায় বলিল, "এখন আমি যাহা বলি, মনোযোগ দিয়া শোনো। আমি বৃথা বড়াই করিতেছি কি না, শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। গতরাত্রে একটা বিশেষ মত্‌লবে তোমার ঘরে আমি আসিয়াছিলাম, সেই মত্‌লব হাঁসিল করিবার জন্য অনিচ্ছায় ঘৃণা পূর্ব্বক তোমার সহিত ব্যভিচার করিতে আমি রাজী হইয়াছিলাম। তোমাকে অঘোরে ঘুম-পাড়ানো আমার উদ্দেশ্য ছিল, সেই কারণে তোমার শয্যায় তোমার ক্রোড়ে আমি শয়ন করিয়াছিলাম; আদর করিয়া তোমাকে মদ খাইতে দিয়াছিলাম; পূর্ব্বেই আমি সেই মদের গ্লাসে ঘুমের আরোক মিশাইয়া রাখিয়াছিলাম।"

অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে লিটিসিয়ার দিকে চাহিয়া যুবরাজ বলিলেন, "ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! স্ত্রীলোক এতদূর বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারে, এমন আমি কখনও শুনি নাই।"

পীকারিণীর প্রবাললোহিত ওষ্ঠপুট হইতে যেন তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হইল, সে বলিল, "বিশ্বাসঘাতকতা বটে, কিন্তু তুমি তোমার অকপট বন্ধুর প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতকতা নহে। গত রজনীতে যে মতলবে আমি এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা এখন শ্রবণ কর। শোনো প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্, সেই কথা শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কিসে তুমি আমার হাতের ভিতর আসিয়াছ, কিসে তুমি আমার ক্ষমতার আয়ত্ত হইয়াছ। তোমার অতিগুহ্য অমূল্য দলীলপত্র এখন আমার অধিকারে!"

অকস্মাৎ মাথার উপর বৃহৎ হাতুড়ী প্রহার করিলে মানুষ যেমন যন্ত্রণায় বিষন্ন হইয়া পড়ে, লিটিসিয়ার কথা শুনিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সেইরূপে মর্ম্মাহত হইলেন। যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সত্যতা বুঝিতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিলেন, যথার্থই ঐ রমণীর কায়দায় পড়িয়াছেন; আরও বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটা যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে সে কিছুতেই সেই সকল দলীল প্রত্যর্পণ করিবে না।

অল্পক্ষণ থামিয়া লিটিসিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তোমারই ষড়যন্ত্রে অভাগা মিগেল্‌স্ এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কি সূত্রে এই সংবাদ আমি পাইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তাহার বাড়ীওয়ালী সে দিন প্রাতঃকালে একখানা চিঠি পাইয়াছেন, মিগেল্‌স্ তাহাতে লিখিয়াছে, 'রাজবিদ্রোহ অপরাধে আমি ধরা পড়িয়াছি, গুরুতর দণ্ডবিধান না করিয়া আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি এইরূপ হুকুম দিয়াছেন যে, তুমি অবিলম্বে উত্তর আমেরিকায় রওনা হইয়া যাও, ইহ-জন্মে আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিও না।' বাড়ীওয়ালী সেই চিঠিখানি আমাকে দেখাইয়াছেন, দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কোন জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতামূলক কুচক্রের সৃষ্টি। তুমিই যে সেই বিশ্বাসঘাতক, প্রথমে আমার মনে এমন সন্দেহ স্থান পায় নাই, বরং আমি ভাবিয়াছিলাম, মিঃ মিগেল্‌স্ তোমার অজ্ঞানুবর্ত্তী উপকারী লোক, তোমার নিকট হইতে তাহাকে তফাৎ করিবার মতলবে তোমার স্বেচ্ছাচার পিতা—আমাদের রাজা এই কুচক্র উদ্‌ভাবন করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার পর আমি শুনিলাম, যে দিন মিঃ মিগেল্‌স্ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়, সেই দিন তোমার সর্দ্দার খান্‌সামা জার্ম্মেন্ ঐ বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে গিয়াছিল, সেইখানে খানিকক্ষণ ছিল, শেষে একটা ছল করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ঐ সংবাদ শুনিয়াই আমি স্থির করিয়াছি, গতিকটা ভাল নয়। মিগেল্‌সের লিখিবার ডেস্ক দর্শন করিয়া আমি বুঝিলাম, নিশ্চয়ই ইতিপূর্ব্বে কোন লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই

সময়েই প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত ব্যক্তির উপর আমার সন্দেহ দাঁড়াইল। দুই আর দুই ঠিক দিলে চারি হয়, তাহা ঠিক করা বড় কঠিন হইল না। সেই অবধি আমার বন্ধুর উদ্ধারের উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত আমি সবিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছি; বিপদ্‌টা যদি আমার নিজের হইত, সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি যত ব্যগ্রতা দেখাইতাম, মিগেল্‌সের উদ্ধারসাধনে আমি তদপেক্ষা অধিক ব্যগ্র। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে,—গত রাত্রে আরম্ভ হইয়াছে,—আজ আমি আমার পণের কথা তোমাকে শুনাইতে আসিয়াছি। তোমার সেই সকল মহামূল্য—বিশেষ প্রয়োজনীয় দলীলপত্র এখন আমার অধিকারে। তোমাকে আমি এখন বিদলিত, অপমানিত ও পরাজিত বৈরী জ্ঞান করিতেছি।”

ম্রিয়মাণ হইয়া অর্দ্ধজড়িত-স্বরে যুবরাজ বলিলেন, “মিগেল্‌সের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঘটাই উচিত। কেন না, প্রথমে সে আমার ঘর হইতে ঐ সকল দলীল চুরি করিয়া লইয়াছিল; তুমি আর মিগেল্‌স্, তোমরা দুই জনেই ঐ সকল দলীলের জোরে আমার পিতাকে ভয় দেখাইয়াছিলে।”

প্রশান্ত-স্বরে লিটিসিয়া বলিল, “সে কথা লইয়া এখন আমাদের বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। ফল কথা, আমার মত লর্ড হাঁসিলের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট;—তুমি জানিয়া রাখো, সেই সকল দলীল এখন আমার হস্তে। হানা-লাইটফুটের সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেট তোমার পিতাকে মিথ্যাবাদী, দুষ্কি্রয়ান্বিত এবং একটি সুশীলা সরলা যুবতীর প্রতি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক সপ্রমাণ করিতেছে; নিঃসন্দেহ সেই যুবতীর হৃদয় তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—”

মহা ক্রোধে বিকম্পিত হইয়া উগ্রস্বরে যুবরাজ বলিলেন, “তোমাদের রাজার নামে গ্লানি করিও না।”

যুবরাজের প্রতিবন্ধকতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লিটিসিয়া বলিতে লাগিল, “তাহার পর বিবি ফিজ্‌ হারবার্টের সহিত তোমার নিজের বিবাহের দলীল. সেই বিবাহ যদি সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া প্রকাশ্যরূপে বিঘোষিত হয়, তাহা হইলে তুমি যে রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবার আশা রাখো, সে আশার জলাঞ্জলি—”

সক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন, “ওঃ! আমাকে তুমি ভয় দেখাও,—এত সাহস তোমার?”

কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া লিটিসিয়া বলিল, “তাহার পর তোমার নিজের বিবাহিতা পত্নী ফিজ্‌ হারবার্টের পত্রাবলী; তাহাতে প্রমাণ আছে, তোমার ঐ পত্নী বিবি হারবার্ট ফরাসী রাজ্যের মার্কুইস্ বিলয়ের উপপত্নী হইয়াছিল, মার্কুইসের ঔরসে তাহার গর্ভে একটা সন্তান জন্মিয়াছিল—”

"রাক্ষসি! দানবী! পিশাচী!"—ক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করতে করিতে এইরূপ গালাগালি দিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বাহু বিস্তার করিয়া লেডী লিটিসিয়াকে আক্রমণ করবার উদ্যম করিলেন।

হাসিতে হাসিতে লিটিসিয়া বলিল, "রাগ কর—রাগ কর! আমি তোমাকে তৃণ জ্ঞান করি!"—এই সময় তাহার সুস্বর হাস্যধ্বনি সেই গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

গভীর কর্কশস্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "সেই সকল দলীল—সেই সকল দলীল ত তোর সঙ্গেই আছে, হাঁ, গায়ের কাপড়ের ভিতর তুই চোরা জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছিস্, অনন্ত বিশ্বকর্ত্তার নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোর পোষাক ছিঁড়িয়া সেই সকল দলীল আমি কাড়িয়া লইব, আমি তোকে খুন করিব, এখান হইতে পলায়নের অগ্রেই আমি তোকে মারিয়া ফেলিব!"

ক্রোধের সময় ব্যাঘ্র যেমন গর্জ্জন করে, সেই প্রকার বিকট গর্জ্জন করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ লম্ফে লম্ফে লিটিসিয়ার দিকে ধাবিত হইলেন।

বনমধ্যে ক্রীড়াশীল লম্ফপটু মৃগশাবক যেমন লাফায়, সেইরূপ লাফাইয়া, এক পাশে সরিয়া গিয়া, সাহসী বীরাঙ্গনা আপন বুকপকেট হইতে একখানা সুশাণিত ছোরা বাহির করিয়া রাজকুমারের চক্ষের সম্মুখে ধরিল, ক্রোধে আরক্ত বদনে উগ্রস্বরে বলিল, "আমার অঙ্গস্পর্শ করিলেই তখনি আমি এই ছোরা চালাইব!"

প্রায় এক মিনিট কাল যুবরাজ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে বীরাঙ্গনার তেজস্বী বদন নিরীক্ষণ করিলেন, কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না, অধরোষ্ঠ রক্তশূন্য হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। লিটিসিয়া যদি অকস্মাৎ সেই ছোরাখানা বাহির না করিত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানেই তাহাকে খুন করিয়া ফেলিতেন, তাঁহার তখনকার মনের ভাব এইরূপ। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি বললেন, "দেখ লিটিসিয়া! এ প্রকারে কলহ করা বিফল, আইস, আমরা আপোসে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হই।"

লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ, সন্ধি করাই ভাল; কি রকমে সন্ধি হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

রাজকুমার বলিলেন, "অস্ত্র সংবরণ কর, অস্ত্র পরিত্যাগ কর, আইস, আমরা শান্ত হইয়া স্থিরভাবে সে বিষয়ের পরামর্শ করি।"

ছোরাখানা কোষবদ্ধ করিয়া, বক্ষোবসনের মধ্যে রাখিয়া সতেজ-কণ্ঠে লিটিসিয়া বলিল, "আমাকে নিরস্ত্র করিয়া অসাবধানে তুমি আমাকে আক্রমণ

করিবে কিংবা আক্রমণ করিবার অবসর পাইবে, তাহাতেও আমি ভয় রাখি না।”

তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি আমাকে গুপ্ত-হন্তা বিবেচনা কর?”

লিটিসিয়া উত্তর করিল, “যখন তুমি আমাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি, তুমি যাহা সাধন করিতে অক্ষম, তেমন কোন পাপকর্ম্ম পৃথিবীতে নাই!”

প্রিন্স তখন এত জোরে ওষ্ঠ দংশন করিলেন যে, দন্তমূলে রক্ত দেখা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া, লোক ডাকাইয়া ঐ স্ত্রীলোককে পুলিসে দিতে পারিতেন, মিগেল্‌স্ যে পথে গিয়াছে, তাহাকেও সেই পথে সমুদ্রপারে পাঠাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে কার্য্যে সাহস করিলেন না; কারণ, যে সকল গুহ্য দলীল ঐ স্ত্রীলোকের হস্তে আছে, তাহা বাহির করিয়া লইতে না পারিলে তাঁহার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে এবং ভবিষ্যতে রাজমুকুট-ধারণেরও আশা ফুরাইবে। এই সকল ভাবিয়া তিনি সাবধান হইলেন; যে কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, ক্রোধ সংবরণ করিয়া সে কথা চাপিয়া রাখিলেন, দায়ে পড়িয়া ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান মর্য্যদাবান্ পদস্থ পুরুষ অগত্যা এই অবমাননা সহ্য করিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “এখনই আমাদের কাজের বিষয়টা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলো। আমি যে করারে সম্মত হইলে তুমি ঐ কাগজগুলি, সমস্ত দলীলগুলি আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবে, একখানিও তোমার কাছে রাখিবে না, সেই করারটা শীঘ্র প্রকাশ কর।”

লিটিসিয়া বলিল, “দুই কথায় তাহা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মিঃ মিগেল্‌সকে তাহার স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটে ফিরাইয়া আনিয়া দিতে হইবে।”

প্রিন্স বলিলেন, “আচ্ছা, রাজমন্ত্রীর নিকট হইতে আমি সেই মর্ম্মের হুকুম-নামা বাহির করাইয়া দিব।”

লিটিসিয়া বলিল, “তোমাকে আমি যতদূর বিশ্বাস করি, গবর্ণমেণ্টকেও তদপেক্ষা একবিন্দু বেশী বিশ্বাস করি না। রাজারা আর রাজপুত্রেরা মন্দ হইলে মন্ত্রীরা মন্দ হয়, এই হতভাগা দেশের দশাও এখন সেইরূপ।”

রাজপুত্রের বুকের ভিতর রোষাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, জ্বলিয়া না উঠে, সেইরূপে সেই ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় ওষ্ঠ দংশন করিয়া তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, মিগেল্‌সকে ফিরাইয়া আনা হইবে।”

লিটিসিয়া বলিল, “তুমি বলিতেছ, মিগেল্‌সকে ফিরাইয়া আনা হইবে, বেশ

কথা, এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের সহিত যে দিন তোমার বিবাহ হইবে, সেই দিন মিগেল্‌সকে পীয়ারের পদে উন্নত করা চাই, সেই সঙ্গে তাহার বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।"

যতটা ক্রোধ, তদপেক্ষা অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "লিটিসিয়া, তুমি পাগল!"

প্রশান্ত বদনে লিটিসিয়া বলিল, "এই উপকারসাধনের নিমিত্ত যদি তুমি তোমার পিতাকে অনুরোধ করিতে ভয় পাও, তবে আমি নিজেই উইণ্ডসর-প্রাসাদে যাইব। ইতিপূর্ব্বে একবার আমি গিয়াছিলাম, একজনের অনুকূলে ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। এবারেও আমি রাজার কাছে গিয়া তোমার পক্ষ হইতে একজনের পীয়ারপদ ও পেন্‌সন প্রার্থনা করিব. ঐ সকল দরকারী দলীলের খাতিরে রাজা কখনই আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিবেন না।"

প্রিন্স বলিলেন, "না-না, দ্বিতীয়বার তোমার আর উইণ্ডসরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি স্বীকার করিতেছি, আমার বিবাহের দিন মিগেল্‌সের পীয়ারপদ ও পেন্‌সনের ব্যবস্থা করা হইবে। বোধ করি, এই পর্য্যন্তই তোমার প্রার্থনা?"

লিটিসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ,—আর আমার কোন প্রত্যাশা নাই, উহা হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, সে সকল দলীল এখন আমার সঙ্গে নাই, কোথায় আছে, তাহাও তুমি খুঁজিয়া পাইবে না; সেগুলি আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি, আর তুমি যে অঙ্গীকার করিলে, যদবধি এই অঙ্গীকারানুসারে কার্য্য না হইবে, তদবধি সেগুলি সেই গুপ্ত স্থানেই লুকানো থাকিবে, তোমাকে আমি দিব না। এই পনর মিনিটের মধ্যে কয়েকবার তুমি আমাকে খুন করিবার উদ্যম করিয়াছিলে, মনে মনে এখনও সেই দুষ্ট সঙ্কল্প আছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। যদি তুমি অতঃপর গুণ্ডা ভেজাইয়া অন্ধকারে পথিমধ্যে আমাকে খুন কর, তাহাতেও তোমার কোন উপকার হইবে না; আমি মরিলেও সে দলীলগুলি তুমি পাইবে না। যাহার হস্তে সে সকল দলীল পড়িবে, সে লোক আমার অপেক্ষাও বেশী ধড়ীবাজ। আমাকে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত করিলে তোমারই সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করা হইবে। অগ্রেই আমি তোমাকে সাবধান করিয়া রাখিলাম। তুমি যদি আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিতে চাও, বিপদকে সম্মুখে রাখিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও।"

এই সকল কথা বলিয়া, মুখ ফিরাইয়া লেডী লিটিসিয়া সেই গুপ্ত দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবরাজ হতভম্ব। তাঁহার মনের ভাব ঐ স্ত্রীলোক ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে, এইটি স্থির করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; অস্পন্দ—অচল !

যাইতে যাইতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া, প্রিন্সের দিকে চাহিয়া লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ, ভাল কথা। তোমার অঙ্গীকারপালনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত, চিরদিন মেয়াদ থাকা ভাল হয় না, বুঝিলে কি না? মিঃ মিগেল্‌স্‌কে তাড়াতাড়ি রণতরীতে তুলিয়া আমেরিকায় চালান করা হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহা জানিয়াও নাবিকদিগের সহায়তা করিয়াছে, পাছে তাহাদের উপর দৌরাত্ম্য হয়, এই ভয়ে তাহারা প্রতিবন্ধকতা করে নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত !—যাহা হউক, সে কথা এখন হইতেছে না, মিগেল্‌সের কথাই বলিতেছি। অবিলম্বে একখানা জাহাজ পাল তুলিয়া আমেরিকায় চলিয়া যাউক, ছয় সপ্তাহ সময় থাকিল, মিগেল্‌সের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে যদি ঐ ছয় সপ্তাহ কাটিয়া যায়, ইহার মধ্যে যদি আমি মিগেল্‌স্‌কে এখানে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে সেই সকল দলীলপত্র ছাপাইয়া সাধারণকে আমি জানাইয়া দিব। এখন বিদায় হইলাম !"

এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া বীরাঙ্গনা শীকারিণী সেই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিলেন ; এত নৈরাশ্য ইহজীবনে তিনি আর কখনও অনুভব করেন নাই। পৃথিবী ভাল লাগিল না। তখন তাঁহার মনে এরূপ বিরাগের উদয় হইল যে, এক পাত্র বিস্মৃতি-কুম্ভের জল পাইলে তাহা পান করিয়া সয়তানের নিকটে আত্মবিক্রয় করিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রমজীবীর স্ত্রী-পুত্রগণ

উপরি-উক্ত দুই পরিচ্ছেদে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার সমসাময়িক আর একটি ঘটনা এই স্থলে বিবৃত হইতেছে। সেই বিবরণটি সমাপ্ত করিয়া আবার রোজ্ ফষ্টারের মোকদ্দমার কথা আলোচনা করা যাইবে।

সেই স্মরণীয় দিবসে বেলা দুই প্রহরের পর রোজ্ ফষ্টার যখন পুলিস-কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, লেডী লিটিসিয়া যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সম্মুখে আপন বীরত্বের অভিনয় করিতেছিল, তৎকালে সেই দরিদ্র শ্রমজীবী মেল্মথের ক্ষুদ্র কুটীরে এক শোকাবহ দৃশ্য উপস্থিত।

মেল্মথ ঘরে ছিল না, সে যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, মিঃ মিগেল্স্ সেইরূপ মর্ম্মে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, মেল্মথের দুঃখিনী স্ত্রী সেই দুই পত্র প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল। অভাগিনী তখন ভাবিল, আমি বিধবা হইলাম, আমার পুত্রকন্যাগুলি পিতৃহীন হইল! সেই সতী সাধ্বী আপন পতিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত, সেই পতির মহাবিপদের সংবাদে সে এককালে গভীর নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিল। সে তখন ছোট ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হতাশ-নয়নে অপর তিনটি শিশুর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল, সেই তিনটি শিশু জননীর নিকটে বসিয়া কাতর-নয়নে তাহার বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিতেছিল, জননী ভিন্ন তাহারা আর কিছুই জানিত না, তাহারা ভাবিতেছিল, আমাদের মুখ দেখিয়া জননী হয় ত শান্ত হইবেন, কিন্তু তাহাদের সে আশা ভাসিয়া গেল, জননীর তাপিত অন্তরে একটুও সান্ত্বনা আসিল না; চক্ষে জল নাই, বিশুষ্ক নির্জ্জল নেত্রে উদাসভাবে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন তাহার হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল, সে যেন দুর্ভাগ্যের অতলতলে নিমগ্ন হইল।

অনাহারক্লিষ্টা মৃতপ্রায় বনিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রাণপতি চলিয়া গিয়াছে! উপবাসী শিশুগুলিকে ফেলিয়া তাহাদের অন্নদাতা পিতা চলিয়া গিয়াছে! জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অপূর্ণ-বয়স্ক বালক, কনিষ্ঠটি দুগ্ধপোষ্য;—হায় হায়! তাহাদের মুখপানে চাহিয়া দুঃখিনী জননী মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছে। ওঃ! অসহ্য—অসহ্য!

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, মেল্‌মথ এক রাত্রে মিগেল্‌সের মোহর চুরি করিয়াছিল. মিগেল্‌স্ পরিশেষে সেই মোহরগুলি তাহাকে গ্রহণ করিতে বলেন। দুঃখের সংসারে কিঞ্চিৎ সুখের আশা। টাকা পাইল, কিন্তু যদি কাজকর্ম্ম না পায়, নগদ টাকা শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে, তাহার পর কিরূপে চলিবে বুদ্ধিমান্ মেল্‌মথ এই ভাবিয়া আপনাদের কুটীর ছাড়িয়া অন্য কোন ভাল বাড়ী ভাড়া লয় নই। তাহার পরেই এই বিপদ্। হোম আফিসে যখন বিচারের নামে তামাসা হয়, তখন সেই টাকাগুলি মেল্‌মথের সঙ্গেই ছিল; উল-উইচে যাত্রা, ঘোর অন্ধকার রজনীতে টেম্‌স্ নদীবক্ষে নৌকায় আরোহণ, সেই সময় মেল্‌মথ একখানি চিঠি লিখিয়া সেই টাকাগুলি তাহার স্ত্রীকে দিবার জন্য এক জন শান্তিরক্ষকের হস্তে দেয়; দুষ্ট শান্তিরক্ষক সেই চিঠিখানি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, একটি ফার্দ্দিঙও দুঃখিনীকে দেয় নাই! এইরূপে সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোক পতিহীনা এবং তাহার সন্তানগুলি পিতৃহীন হইয়াছে!

মিগেল্‌সের দত্ত অর্থে দিনকতক সেই ক্ষুদ্র কুটীরে একটু শান্তির ছায়া দেখা দিয়াছিল, আবার অন্ধকার! ইতিপূর্ব্বে যে সকল জিনিসপত্র পোদ্দারের দোকানে বন্ধক পড়িয়াছিল,সেগুলি খালাস হইয়া আসিয়াছিল আবার একে একে পোদ্দারের দোকানে চলিল! হায় হায়! অনাথার আর কিছুমাত্র সম্বল নাই, এককালে নিরুপায়! সন্তানগুলি ক্ষুধায় কাতর, বস্ত্র বিহনে কম্পিত-কলেবর! এই দারুণ দুঃসময়ে অভাগিনী নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত, কেবল সন্তানগুলির মুখ দেখিয়া অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া আছে! হপ্তায় হপ্তায় ঘরভাড়া বাকী পড়িতেছে, বাড়ীওয়ালী দিন দিন সন্দেহ করিয়া ঘন ঘন তাগাদা লাগাইতেছে। বিপদের সীমা নাই!

রজনী প্রভাত হইল। দুঃখিনীর ঘরভাড়া প্রদান করিবার করাড় এই দিন। ক্রমে ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, রাজধানীর সমস্ত গীর্জ্জার বড় বড় ঘড়ীর লৌহময়ী রসনারা ঘোষণা করিল, বেলা দুই প্রহর। ঠিক সেই সময় কুটীরের দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত হইল, দ্বার খুলিয়া গেল, প্রবেশ করিল বিবি টমাস্। এই স্ত্রালোকটি এখানকার বাড়ীওয়ালী।

অভাগিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি ঘরের অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলি বন্ধক দিতে বাজারে লইয়া গিয়াছে. বাড়ীওয়ালী তাহা দেখিয়াছিল, তথাপি কপট স্নেহ জানাইয়া একটু নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মিসেস্ মেল্‌মথ! আজ তুমি কেমন আছ?"—চক্ষের জলে ভাসিয়া অভাগিনী উত্তর করিল, "বিবি টমাস্! আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; দুঃখের জ্বালায় ও মর্ম্মান্তিক যাতনায় আমি দগ্ধ

হইতেছি। তোমার যে যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া পাওনা হইয়াছে, তাহা শোধ করিবার, আমার ক্ষমতা নাই।”

ঘরে টেবিল ছিল না, টেবিলের পরিবর্ত্তে দেয়ালে করাঘাত করিয়া বাড়ী-ওয়ালী বলিল, “তাহা আমি জানি; পথে রাহাজানী হইলে পথিকের যেমন সর্ব্বস্ব যায়, ডাকাতে মারিয়া লয়, আমার পাওনা টাকাগুলিও সেইরূপে চুরি হইয়া গেল!”

কাতরে গোঁ গোঁ করিয়া দুঃখিনী বলিল, “চুরি হইয়া গেল? আমরা তোমাকে ঠকাইলাম? ওহো! না—না, যদিও আমি অত্যন্ত দরিদ্র, যদিও আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তথাপি আমি অধর্ম্ম করিব না, অধর্ম্ম আমি জানি না, কাহাকেও ঠকাইতে আমি শিখি নাই।”

কর্কশ-স্বরে বাড়ীওয়ালী বলিল, “গরীব লোকের ভিতর ধর্ম্মশীল সাধু লোক নাই! তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়াছ, তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি! যে সকল জিনিস আমার জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত ছিল, সে সকল জিনিস ঘর হইতে বাহির করিয়া তুমি কি পোদ্দারের দোকানে পাঠাও নাই?”

বাড়ীওয়ালীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছেলেগুলি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেগুলিকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া, দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বক্ষে পেষণ করিয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে দুঃখিনী মেল্‌মথপত্নী বলিল, “হাঁ, সেগুলি আমি পোদ্দারের দোকানে পাঠাইয়াছি বটে, কিন্তু পেটের দায়ে সে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। জিনিসগুলি বন্ধক না দিলে ছেলেগুলিকে কি খাওয়াইয়া বাঁচাই?”

বাড়ীওয়ালী বলিল, “ভাড়ার টাকা আগে দিতে হয়। আমি এ বাড়ীর মালিক নই, এ বাড়ী আমার ভাড়া করা, বাড়ীওয়ালা আজ সন্ধ্যাকালে ভাড়ার টাকা চাহিতে আসিবেন, তাঁহাকে আমি কি বলিব? এখনও আমার আড়াই শিলিং অপ্রতুল।”

কাতরা হইয়া মেল্‌মথ-পত্নী বলিল, “সে কথা ঠিক; দেখ বিবি টমাস্! আমাকে বিশ্বাস কর, দয়া করিয়া দিনকতক সময় দেও, একটু সুবিধা হইলেই নিশ্চয়ই আমি তোমার পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিব।”

নির্দ্দয় নীচাশয় বাড়ীওয়ালী গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তোমার আর সুবিধা হইবে না। ওদিকে গবর্ণমেণ্ট তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, ধরিলেই কুকুরের মুখে ফেলিয়া দিবেন। ট্যাক্সের সরকার এই কতক্ষণ আমার কাছে আসিয়াছিল, বলিয়া গেল, অমন দুষ্টমতি রাজদ্রোহী লোকগুলাকে কেন তুমি বাড়ীতে জায়গা দিয়াছ? বাস্তবিক শান্তিরক্ষকেরা তোমাকে গ্রেপ্তার

করিবেই করিবে; কিন্তু আমার বাড়ীর ভিতর সে রকম ধর-পাকড় হইতে পাইবে না।”

বিবি টমাসের দিকে যন্ত্রণা-জড়িত সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিবি মেল্মথ বলিয়া উঠিল, “তবে কি তুমি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে চাও?”

নীরস-কণ্ঠে বাড়ীওয়ালী উত্তর করিল, “হাঁ হাঁ, কাজে কাজে তাহাই আমাকে করিতে হইবে। তোমরা দূর হও!”

স্পষ্ট কথা বাহির হইল না, জড়িত-স্বরে দুঃখিনী জননী সকাতরে বলিতে লাগিল, “দয়া কর,—দয়া কর, দোহাই পরমেশ্বর! আমার প্রতি দয়া না হউক, এই নির্দ্দোষ দুগ্ধপোষ্য শিশুটির প্রতি আর ঐ নিরীহ অভাগা বালকগুলির প্রতি দয়া কর,—দয়া কর!”

ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ-গর্জ্জনে বাড়ীওয়ালী বলিল, “দয়া নাই! দূর হ! এখনই তোরা বাহির হইয়া যা! যদি সহজে না যাস্, এখনই আমি কন্‌ষ্টেবল ডাকিয়া—”

শিশুগুলির দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে গদগদস্বরে অভাগিনী বলিতে লাগিল, “শান্ত হও বাছারা! সাহস অবলম্বন কর! চল—চল, আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া যাই,—পথের ভিখারী হই!”

এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিয়া অভাগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারে চৌকাঠের গায়ে হেলিয়া পড়িল, কোলের ছেলেটি কোল হইতে পড়িয়া যায় যায়, এইরূপ উপক্রম হইল। এই দীনহীনা রমণী ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বদাই মনে করিত, আমাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইবে; গত মাসাবধিকাল দিবাভাগে চিন্তা করিত, নিশাকালে স্বপ্নে দেখিত, সে যেন তাহার সন্তানগুলি লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, অন্ন বিনা অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, দুর্ভাগ্য-পিশাচ যেন শুষ্ক হস্ত বিস্তার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে! অভাগিনী তখনও সেই ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া;—যে ঘরে এত দিন সুখে-দুঃখে বাস করিয়াছে, সেই ঘর এখন ছাড়িয়া যাইতে হইল! স্বপ্নে যাহা দেখিত, কল্পনায় যাহা আনিত, সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন এখন সমাগত! এই সকল চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল, শরীরের শিরায় শিরায় তরল শোণিত যেন জমাট বাঁধিয়া আসিল!

আহা! সেই ভাগ্যহীন দরিদ্র পরিবার কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তায় বাহির হইতে চলিল—পাষাণহৃদয়া বাড়ীওয়ালী তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া অজস্র গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল। কি জন্য গালাগালি?—কেন না, তাহারা গরীব! গরীব হইলেই গালাগালি খাইতে হয়!

আহা! এই সভ্যতার রাজ্যে, এই বাইবেল সোসাইটীর দেশে দরিদ্রতাই মহাপাপ, দরিদ্রতার মহা অপরাধ! এ দেশে ধর্ম্মের আঁটাআঁটী এতদূর যে, যাহারা গীর্জ্জায় না যায়, তাহাদের ঘানিটানা দণ্ডবিধানের আইন আছে। বর্ত্তমান সময়ে জগদীশ্বরের কৃপায় এই রাজ্যে একটি যুবতী কামিনী রাজত্ব করিতেছেন।

এই পুস্তকে যে সময়ের আখ্যান বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে ভয়ঙ্কর রাক্ষস সদৃশ তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা; যে যুবতী কামিনীর কথা আমরা উপরে বলিলাম, সেই দুরন্ত শঠ-শিরোমণি ঐ কামিনীর পিতামহ। ইতিহাসে সেই নররাক্ষসের উচ্চপ্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হয়, বাস্তবিক সেই ব্যক্তি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, প্রকাণ্ড ধড়ীবাজ, নরকুলগ্লানি, নরকুলকলঙ্ক। সেই নৃশংস রাজার রাজত্বসময়ে ঐ দরিদ্র শ্রমজীবীর পরিবারগুলি তাহাদের কুটীরাশ্রম হইতে তাড়িত হইয়া নিরাশ্রয়ে নিঃসম্বলে প্রকাশ্য রাস্তায় বাহির হইল!

সেই দরিদ্র পরিবারের যে এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে, অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতে পারা গিয়াছিল। সেই ভয়ানক দুর্দ্দিন এখন উপস্থিত। ছেলে-গুলি কাঁদিতেছে, দীর্ঘকাল উপবাসে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে, বস্ত্র বিহনে দারুণ শীতে কাঁপিতেছে। তাহাদের দুঃখিনী জননী এখন করিতেছে কি? হায় হায়! কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয়, অভাগিনী তাহার উপবাসী শিশুসন্তান-গুলিকে তাহাই শিক্ষা দিতেছে!

সেই দিন অপরাহ্ণে সেই দরিদ্র পরিবার হোয়াইট হলে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি-শিক্ষার উমেদারী করিল, সেখানে শুনিল, এক্ষণে সে শিক্ষার অবসর নাই। ছেলেগুলির স্বভাব পবিত্র, কোন প্রকার মালিন্য জন্মে নাই, তাহারা সতৃষ্ণ-নয়নে পরিতাপিনী জননীর বিষণ্ণ বদন অবলোকন করিতে লাগিল। ওঃ! এই শোকাবহ দৃশ্য নিশ্চয়ই স্বভাবসিদ্ধ।

হায়! হোয়াইট হলের বড় রাস্তায় ভিখারিণী বিবি মেল্‌মথ গিয়া দাঁড়াইল; দুগ্ধপোষ্য শিশুটি তাহার কোলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যাটি তাহার দক্ষিণদিকে, কনিষ্ঠ পুত্রটি বামদিকে। ইতিপূর্ব্বে একজন রাজা আপন প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ন্যায়ধর্ম্মানুসারে প্রজারা তাঁহাকে খুন করিয়া-ছিল; মিথ্যা কিংবদন্তী এইরূপ যে, সেই রাজা স্বেচ্ছায় আত্মবলি প্রদান করিয়া-ছিলেন। দরিদ্র মেল্‌মথ-পত্নী আজ সেইখানে দাঁড়াইয়া পথিক জনগণের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছে!

ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ! ওঃ! তোমরা শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী প্রতি-দিন অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মজুরী করিতে বাহির হও, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর, তাহাতে ফল কি হয়?—অর্দ্ধাশন, অর্দ্ধ-উপবাস!

যৎকিঞ্চিৎ আহার কর, একটু একটু জঘন্য মদ্য পান কর, অধিক রাত্রে শয়ন কর, আবার ভোরে উঠিয়া নিয়মবাঁধা কাজ করিতে চলিয়া যাও, আবার সমস্ত দিন সমভাবে গাধা-খাটুনী খাটো, রাত্রিকালে সেই রকম আধপেটা খাও, আবার ভোরে উঠিয়া ভাগ্যদেবতার সেবা করিতে যাও। নিত্য নিত্য এই রকম। এই-রূপে দিন শেষ করিয়া মরিয়া যাও। কোথায় মরো? হয় গোবরের গাদার উপর, না হয় ত বাক্সে লোকের সহিত একসঙ্গে এক সিন্দুকে জড়াজড়ি করিয়া অক্ষম গরীব লোকের কবরে গিয়া মাটীতে মিশাও! ও হতভাগা শ্রমজীবিগণ! এই তোমাদের কার্য্যফল, এই তোমাদের ভাগ্যফল, এই তোমাদের রক্তশোষক শ্রমের ফল! বড় বড় লোকের জন্য তোমরা রেশমী পোষাক বানাইয়া দেও, কিন্তু আপনারা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া শীতে কাঁপিয়া মরো। উচ্চ উচ্চ-পদস্থ ঐশ্বর্য্যশালী প্রভুগণের নিমিত্ত তোমরা জগৎ-সংসারের দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া দেও, আপনারা একটু কদর্য্য রুটীর অভাবে উপবাস করিয়া থাকো! হায়, এইরূপে জীবন শেষ করিয়া তোমরা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের পুত্র-পৌত্রেরা তোমাদের স্থান অধিকার করে, তাহারাও তোমাদের ন্যায় পুরুষানুক্রমে দুর্ভাগ্যের দাসত্ব করিয়া তোমাদের ন্যায় দরিদ্র কবরে মাটী হইয়া যায়!

জগদীশ্বর সাক্ষী, জগতের এ সকল অবিচার, এ প্রকার দুর্দ্দশা একেবারেই অসহ্য! যাহারা নাস্তিক, যাহারা অবিশ্বাসী, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে না, তাহারাও এ প্রকার অবিচারকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে; ঈশ্বরের সৃষ্টিতে গরীব লোকের প্রতি এরূপ নির্দ্দয়তা, ইহা শুনিলেও পাপ হয়!

দরিদ্র শ্রমজীবিগণের শোচনীয় দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ আবশ্যক করে না। কার্য্যক্ষেত্রেই কারণ বিদ্যমান, কার্য্যেই ফলাফল প্রকাশ। আমরা সহস্রবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, যত দিন এই সকল রাজ্যে কণামাত্র দারিদ্র্য থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত গরীবের দুর্দ্দশা, গবর্ণমেণ্টের অবিচার, সুখবিলাসী লম্পট বড় বড় ধনবান্ লোকের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান থাকিবে; ধনীলোকের উৎপীড়নাদি বর্ত্তমান দুর-বস্থার প্রধান কারণরূপে গণ্য হইবে। যত দিন এই সকল কারণ দূরীভূত না হইবে, দরিদ্রেরা তত দিন সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না, তত দিন সর্ব্বময় ঈশ্বরের প্রীতিও এ রাজ্যে বর্ষিত হইবে না।

যে দরিদ্র পরিবার তাহাদের আশ্রম হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, ভিক্ষা অথবা উপবাস ভিন্ন যাহাদের আর গতি নাই, বলিতে বলিতে তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

রাস্তা দিয়া বড় বড় জুড়ী-গাড়ী গড় গড় শব্দে চলিয়া যাইতেছে, একখানা গাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী একটি সুন্দরী রমণী, সেই গাড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখিনী ভিখারিণী বিবি মেল্‌মথ আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "এই রমণীর পুত্র-কন্যারা এমন কি পুণ্য করিয়াছিল যে, সেই পুণ্যফলে উহারা এমন সুন্দর গাড়ী চড়িয়া যাইতেছে ? আমার পুত্র-কন্যাগুলি এইখানে অনাহারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বস্ত্রাভাবে শীতে কাঁপিতেছে !"

অভাগিনী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কানে কানে কি কথা বলিল। ছোট মেয়েটি সে সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও পথভ্রমণে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া শীতল পাথুরে রাস্তার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভ্রাতা তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া জননীকে দেখাইল।

মর্ম্মান্তিক দুঃখে ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে বিবি মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর ! আমাদের ভাগ্যে কি এই ছিল ?"—অতি কষ্টে এই কথা বলিয়া, কোলের ছেলেটিকে বড় ছেলের কোলে দিয়া, ভূপতিতা মেয়েটিকে সযত্নে কোলে তুলিয়া লইল, তাহার শীতল ক্ষীণ বদনে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

ওহো ! যথার্থই মহাকষ্টের, মহাদুঃখের, মহাযন্ত্রণার শোচনীয় দৃশ্য ! এই অভাগিনী রমণী আপনার উপবাসী পুত্রকন্যাগণকে লইয়া এইখানে—এই প্রকাশ্য রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া থাকুক,—গৃহশূন্য, সম্বলশূন্য, নিরাহার ! ব্রিটিশ রাজধানীর সহস্র সহস্র শ্রমজীবী লোকের পরিবারেরা এইরূপে সর্ব্বদাই রাজপথে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকে,—নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, নিরাহার !

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপরাধী কে ?

সেই দিন—নানা প্রকার অদ্ভুত 'অদ্ভুত ঘটনা-সঙ্ঘটনের দিন বেলা ঠিক চতুর্থ ঘটিকার সময় বোষ্ট্রীটের পুলিস-কোর্টে পুনর্ব্বার রোজ্ ফষ্টারের মোকদ্দমার ডাক হইল; রোজ্ ফষ্টার আবার আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল; মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু সে মুখে তখন ততটা বিষাদের ছায়া ছিল না। অকস্মাৎ সেই পাণ্ডু-বদনে একটু একটু গোলাপী আভা দেখা দিল। অমল কমলে রক্তিম আভা যেরূপ সুন্দর দেখায়. সেই অনাথা কুমারীর মুখপদ্ম ক্ষণকাল সেইরূপ সুন্দর দেখাইল। কি কারণে তত দুঃখের সময় এই ভাব,—এই নূতন ভাব, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের দক্ষিণদিকের ক্ষুদ্র আসন হইতে ব্যারিষ্টার সার্পলী সেই সময় কুমারীর মুখের প্রতি উৎসাহসূচক কটাক্ষপাত করিলেন, অপর কেহ তাহা দেখিল না, অপর কেহ তাহা বুঝিল না, কিন্তু কুমারী বুঝিল, মোকদ্দমায় সুরাহা হইয়াছে। একে ত তাহার পবিত্র অন্তরে কোন প্রকার দোষের লেশ ছিল না, অন্তরে অন্তরে সে বেশ জানিত, আমি নির্দ্দোষী, সেই বিশ্বাসের উপর ব্যারিষ্টারের অনুকূল কটাক্ষপাতে তাহার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইল।

প্রথম শুনানীর সময় পূর্ব্বাহ্নকালে আদালত যেমন জনপূর্ণ হইয়াছিল, এখন আবার সেইরূপ হইয়াছে। রোজ্ ফষ্টার একবার বিভ্রান্ত-নয়নে দর্শকমণ্ডলীর দিকে চকিতমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতেই সে বুঝিতে পারিল, দর্শকেরা সকলেই তাহার প্রতি সমবেদনা দেখাইতেছেন। অনারেবল আর্থর ইটন ইতিপূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে বসিয়াছিলেন, এখন আর সেই গৌরবের আসনে না থাকিয়া তথা হইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক নামিয়া আসিলেন, একদিকে বিচারাসন, একদিকে কাঠগড়া, তাহার মধ্যস্থলে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। শুনানী আরম্ভ হইলে পিটার গ্রমলি অথবা তাহার সহকারী মব্ সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিল না।

কার্য্য আরম্ভ করিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ সার্পলী! আপনি এখন কি বলিতে ইচ্ছা করেন?"

দণ্ডায়মান হইয়া, স্কন্ধের উপর গাউন বিন্যস্ত করিয়া, সার্পলী বলিলেন, "অনারেবল আর্থর ইটনকে আমি গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

ইটনের সর্ব্বশরীরে চাঞ্চল্য দেখা দিল, ওষ্ঠপুট কাঁপিল, নয়ন-যুগলে এক প্রকার জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইল, কেমন এক প্রকার ভঙ্গীতে ব্যারিষ্টারের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে সাক্ষিমঞ্চে দাঁড় করাইতে চান?"—উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, প্রথমে মোকদ্দমা যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, আশ্চর্য্য প্রকারে সে ভাবটা উল্টাইয়া গিয়াছে, ইহা স্থির করিয়া সকলেই পূর্ণ-সংশয়ে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সকলের নয়নেই বিস্ময়চিহ্ন বিভাসিত।

অবস্থাবিশেষে শ্লেষোক্তি করা ব্যারিষ্টারদিগের অভ্যাস, সেইরূপ ভাবে ইটনের প্রশ্নে সার্পলী উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আপনাকে এখন সাক্ষিমঞ্চে দাঁড়াইতে হইবে না, যেখানে আপনি বসিয়া আছেন, আপাততঃ ঐখানেই থাকুন।"—ইটনকে এই কথা বলিয়া তিনি আর একবার রোজ্ ফষ্টারের দিকে উৎসাহপ্রদ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

ব্যারিষ্টারের দৃষ্টিপাতের মর্ম্ম বুঝিয়াও রোজ্ ফষ্টারের মনে ভীতিসঞ্চার হইল। সে বুঝিল, আর্থর ইটন এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী, তিনি উচ্চপদস্থ মাননীয় ব্যক্তি, তাঁহার মুখ দিয়া কি কথা বাহির হইবে, তাঁহার সাক্ষ্যবাক্যের উপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর করিবে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন। আর্থর যদি নিজের ধারণামত সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলেই ত বিভ্রাট; আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিলেও উহা ভাবিয়াই অনাথিনীর ভয়। পরক্ষণে আবার ভাবিল, এমন সুন্দর চেহারা, এমন তেজোময় চক্ষু, এমন সমুন্নত ললাট, ইহাঁর বুকের ভিতর যে ভণ্ডামী স্থান পাইবে, ইহা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিয়া সরলা কুমারীর অন্তরে অল্প অল্প আশ্বাস।

কুমারীর মনের ভিতর ক্ষণকাল ঐরূপ দুই প্রকার ভাব খেলা করিল, শেষে আবার তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় ব্যারিষ্টার সার্পলী অনারেবেল আর্থর ইটনকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল।

প্রশ্ন।—আজ পূর্ব্বাহ্নে আপনি বলিয়াছিলেন, সেই অট্টালিকার প্রাঙ্গণে খুন হইয়াছে; প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটা পথ: দক্ষিণদিকের পথের ধার হইতে আপনি দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণবসনা এক নারীমূর্ত্তি উত্তরের পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। কেমন, এই কথা নয়?

উত্তর।—(অধীরস্বরে) হাঁ, ঐ কথাই বটে।

প্রশ্ন।—আর একজন সাক্ষীর মুখে আপনি শুনিয়াছিলেন, সে বলিয়াছিল অট্টালিকার দক্ষিণদিকের পথে এই আসামীকে তাহারা ধরিয়া আটক করিয়াছিল। কেমন, এই কথা নয়?

উত্তর।—হাঁ, একজনের মুখে ঐরূপ কথা আমি শুনিয়াছিলাম বটে। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি, ঐ কাঠগড়ায় উপস্থিত স্ত্রীলোকটির নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে আমি পরম সুখী হইব।

প্রশ্ন।—হয় ত আপনি চরিতার্থ হইতে পারেন; কিন্তু একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি; আপনার সর্দ্দার খানসামা উইলিয়ম ডড্‌লির সহিত আপনার কি সর্ব্বদা সদ্ভাব ছিল?

উত্তর।—(সক্রোধে উচ্চকণ্ঠে) মরা মানুষের নামে কোন কথা বলিতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে সে কথা আমি বলিব না; সেই কথা প্রকাশ করিবার অগ্রে আমার মরণ হওয়াই ভাল!

ইটনের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া আদালতস্থ সমস্ত লোক মহা বিস্ময়ে রুদ্ধ-শ্বাস। এমন কি, ব্যারিষ্টার সার্পলী নিজেও বিস্ময়াপন্ন। বস্তুতঃ ব্যারিষ্টারেরা সচারচর কোন সন্তোষকর উত্তর প্রাপ্ত হইবার আশা না থাকিলেও এক একটা এলোমেলো প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আর্থর ইটনকে তিনি সেইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া সার্পলীর বিস্ময়।

মোকদ্দমার অবস্থা ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে বুঝিতে পারিয়া আর্থর ইটন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিলেন, অন্তরে অতিশয় বেদনা লাগিয়াছিল, তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যারিষ্টার বলিলেন, "হাঁ, মরা মানুষের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে দোষ আছে, তাহা তুমি জানো, কিন্তু মৃত উইলিয়ম ডড্‌লির সম্বন্ধে যাহা তোমার বলিবার আছে, তাহা তুমি বলিতে পার। কেন না, সরল, অকপট, ঠিক্ ঠিক্ উত্তর আমি প্রত্যাশা করি।"

ব্যারিষ্টার বুঝিয়াছিলেন, দর্শকমণ্ডলী অনুমান করিতেছেন, প্রস্তাবিত বিষয়টা বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত সাধারণ নিয়ম অমান্য করিয়া তিনি ঐরূপ গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আর্থর ইটনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আইনানুসারে আপনার নিকটেই আমি আশ্রয় করিতেছি।"

ইটনের প্রতি প্রতিকূল ধারণা হৃদয়ে আনিয়া গম্ভীরস্বরে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ক্ষণমধ্যে যথাসম্ভব আত্মসংযম করিয়া দৃঢ়সংকল্পে আর্থর ইটন বলিয়া উঠিলেন, "এখন আমি মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিতেছি, নিহত ডড্‌লির সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলিব না।"—মোকদ্দমার খাতিরে এই সঙ্কল্প কিংবা তাঁহার

স্বভাবসিদ্ধ সাধুতার উপদেশে এই সঙ্কল্প, সেটি কেহই জানিতে পারিল না। অনেক স্থানে বড় বড় অপরাধীরা বিচারাসনের সম্মুখে যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে দাম্ভিকতা দেখায়, আর্থর ইটন সেইরূপ দাম্ভিকতা, দুঃসাহসিকতা ও অবাধ্যতা দেখাইলেন, ইহা দেখিয়া দর্শকেরা মহা বিস্ময়ে চমৎকৃত।

টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া, মৃদুকণ্ঠে, মৃদু অথচ উগ্রকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "মনে কর মিষ্টার ইটন, মনে কর, যে অবস্থায় এখন তুমি দাঁড়াইয়াছ, এমন অবস্থায় যাহারা যাহারা দাঁড়ায়, তাহারা যেমন সম্পূর্ণ সত্যকথা বলিতে বাধ্য, তুমিও সেইরূপ সম্পূর্ণ সন্তোষকর উত্তরপ্রদানে বাধ্য।"

ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে আর্থর ইটন বলিলেন, "কোন্ কোন্ হেতুতে মিষ্টার সার্পলী আমার প্রতি সন্দেহ করিতে সাহস রাখেন, তাহা তিনি একে একে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করুন, তাহার পর আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দান করিব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "দেখ মিষ্টার ইটন, মোকদ্দমায় যাহা যাহা আবশ্যক, সে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ব্যারিষ্টারের পূর্ণ অধিকার।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে আর্থর ইটন কহিলেন, "উইলিয়ম ডড্‌লির সম্বন্ধে আমি কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, অল্পদিন হইল, কোন বিশেষ কারণে তাহার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, শেষে আবার তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। সেই ক্ষমার নিদর্শনস্বরূপ আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, তাহাকে আমি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিব, আর যে বাড়ীর মধ্যে সে খুন হইয়াছে, একটি সাধু উদ্দেশে এই বাড়ীখানি আমি নির্ম্মাণ করাইতেছিলাম : ইচ্ছা ছিল, তাহাকেই ঐ বাড়ীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিব।"

পিটার গ্রম্‌লি আর তাহার [illegible] কি কারণে আদালতে উপস্থিত হইল না, তাহা স্থির করিতে না [illegible], ব্যারিষ্টার সার্পলী অতঃপর আর্থর ইটনকে বলিলেন, "আমি তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আজ পূর্ব্বাহ্নে তুমি বলিয়াছিলে, ডড্‌লির সহিত রোজ্ ফষ্টারের কোন সংস্রব ছিল না, রোজ্ ফষ্টারকে তুমি কখনও দেখ নাই; ডড্‌লিকে খুন করিবার মত্‌লব থাকিতে পারে, রোজ্ ফষ্টারের ব্যবহারে এমন কোন ঘটনাও ছিল না। এখন তুমি আমাকে বল দেখি, গুপ্তপ্রণয় অথবা প্রতিহিংসার বাসনা জন্মিতে পারে, কোন স্ত্রীলোকের সহিত উইলিয়ম ডড্‌লির এমন কোন সম্বন্ধ ছিল কি না?"

অন্ধকার গৃহমধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিলে যেমন জ্যোতি বিকাশ পায়, আর্থর ইটনের অন্তরাকাশে অকস্মাৎ সেইরূপ আলোক বিকাশ পাইল,

ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সবিস্ময়ে তিনি বলিলেন, "ওঃ! এইবার আপনি নিগূঢ় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। ইহাই সম্ভব!"

সহসা ইটনের মনে একটা নূতন সংশয় সমুদিত। ফারণাণ্ডা—সেই প্রতি-হিংসা-পিপাসিনী, দয়া-মায়া-বৰ্জ্জিতা, ক্ষমা-লজ্জা-বিবৰ্জ্জিতা ফারণাণ্ডা;—সেই ফারণাণ্ডাই হয় ত ডড্‌লিকে খুন করিয়া থাকিবে! আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অবস্থাঘটিত প্রমাণ-দর্শনে আর্থর ইটন অনিচ্ছায় কুমারী ফষ্টারকে দোষী অবধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ব্যারিষ্টারের প্যাঁচাও প্যাঁচাও সোয়ালের কৌশল অতিক্রম করিয়াও তখনও তিনি অগত্যা রোজ্ ফষ্টারকে অপরাধিনী মনে করিতেছিলেন; ব্যারিষ্টারের শেষ প্রশ্ন শুনিয়া এখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে আন্দোলন করিলেন, অপর কোন স্ত্রীলোক। হাঁ, কে সেই অপর স্ত্রীলোক? রোজ্ ফষ্টার যদি না হয়, তবে কে সেই অপর স্ত্রীলোক? নিশ্চয়ই ফারণাণ্ডা।

আকাশপথে পক্ষী যেমন অধিক দ্রুত উড়িয়া যায়, আর্থরের মনে সেইরূপ দ্রুতগতিতে নানা চিন্তার ক্রীড়া হইতে লাগিল। ললাটে হস্তপেষণ করিতে করিতে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

মিঃ সার্পলীর অধৈর্য্য ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে লাগিল, অধীর হইয়া তিনি ইটনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শেষ প্রশ্ন তুমি শুনিয়াছ? ঠিক উত্তর দেও। যদি মনে না থাকে, তবে কি আমি সেই প্রশ্ন পুনরুক্তি করিব?"

ইটন উত্তর করিলেন, "হাঁ, আপনার প্রশ্ন আমি শুনিয়াছি। যে স্ত্রীলোক হিংসাবশে প্রাণনাশ করিতে পারে, এমন কোন স্ত্রীলোকের সহিত মৃত উইলিয়ম ডড্‌লির কোন সংস্রব ছিল কি না, তাহা আমার জানা আছে কি না, ইহাই ত আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

প্রশ্নচ্ছলে ব্যারিষ্টারের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়া, আর্থর ইটন আনুপূর্ব্বিক সকল কথা খুলিয়া বলিবেন মনে করিতেছিলেন, হঠাৎ হৃদয়ে একটা নূতন ভাব জাগিল। তিনি ভাবিলেন, যে সকল অতীত বৃত্তান্ত যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, যবনিকা ছিঁড়িয়া ফেলিলে সেই সকল বৃত্তান্ত বাহির হইবে, ডড্‌লির নামে মহা কলঙ্ক পড়িবে, ফারণাণ্ডা অবিলম্বে গ্রেপ্তার হইবে, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে, অবশ্যই ফারণাণ্ডার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে, নিশ্চয় ফারণাণ্ডা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ডড্‌লিকে হত্যা করা অপরাধ যদিও সপ্রমাণ না হয়, তথাপি পূর্ব্বের গুরুতর অপরাধে তাহার ফাঁসী হওয়া অনিবার্য্য। না না, জগতের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও ইটন তাহা দেখিতে পারিবেন না! কেন না,

তিনিই কুপ্রবৃত্তি দিয়া ফারণাণ্ডাকে পাপের পথে আনিয়াছিলেন, তাহার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভ উৎপাদন করিয়াছিলেন, শেষকালে তাহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া অকূলে ভাসাইয়াছিলেন, এখন সেই ফারণাণ্ডা একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিবাহ করিয়া সমাজমধ্যে মান-সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে। ডড্‌লিকে খুন করা অপরাধে ফারণাণ্ডা যদি যথার্থই অপরাধিনী হয়, তথাপি তাহাকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্য তিনি কদাচ অভিযোগ-পক্ষে দাঁড়াইবেন না। ফারণাণ্ডার পূর্ব্ব-অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, নূতন অপরাধ সত্য হইলে তাহাও তিনি চাপিয়া রাখিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প। ফারণাণ্ডার পূর্ব্ব অপরাধ কি, পাঠক মহাশয়েরা তাহা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। অনারেবল্ আর্থর ইটন মনোমধ্যে নানা তর্ক, নানা যুক্তি আনয়ন করিয়া অবনতমস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন; যে সকল কথা তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল, তাহার একটিও প্রকাশ করিলেন না।

তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে পূর্ব্ব-সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল, আদালতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সকলে ইটনকে প্রতিকূল-চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন।

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "আর্থর ইটনের মুখ হইতে কোনরূপ সন্তোষকর উত্তর প্রাপ্ত হইবার আশা নাই দেখিতেছি; তথাপি আমি ইহাঁকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সে প্রশ্ন এই যে, উইলিয়ম ডড্‌লি তাহার নিজের ছুরীর আঘাতে নিহত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল?"

জ্ঞানকৃত অপরাধের প্রমাণস্বরূপ একটা ঘটনা উত্থিত হইল, ইহাতে আকস্মিক আতঙ্কের উদয়, চকিত-নেত্রে চাহিয়া আর্থর ইটন প্রতিধ্বনি করিলেন, "নিজের ছুরীর আঘাতে?"

ব্যারিষ্টার সার্পলী তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার বলিলেন, "হাঁ, নিজের ছুরীর আঘাতে!" এই উক্তি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে তিনি বলিলেন, "অস্ত্রখানা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ব্যারিষ্টারের ঐ অনুরোধে সম্মত হইয়া ছুরীখানা বাহির করিতেছিলেন, আদালতের সমস্ত লোক তখন এককালে স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ,—সকলেরই প্রায় নিশ্বাস বন্ধ; এত নিস্তব্ধ যে, সে সময় সেখানে একটি ক্ষুদ্র সূচিকা পতিত হইলেও তাহার শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইত। রোজ্ ফষ্টার এতক্ষণ দারুণ সংশয়ে নিশ্চলা হইয়া ছিল, এই সময় তাহার বক্ষঃস্থল দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সেই কম্পনশব্দ সে নিজেই স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অবশেষে বলিলেন, "এই ছুরীখানার বাঁটের গায়ে আমি দেখিতেছি, অধিকারীর নামের সংক্ষিপ্ত আদ্যাক্ষর—(ডবলিউ, ডি, W. D.)"

বিচারালয়ের মধ্যে সেই সময় শত শত রসনায় বিস্ময়সূচক গুঞ্জনধ্বনি সমুত্থিত হইল; প্রায় সকলেরই চক্ষু রোজ্ ফষ্টারের মুখের দিকে বিনিক্ষিপ্ত; সেই দৃষ্টিপাত যেন অনাথিনীকে বুঝাইয়া দিল, শীঘ্রই তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। অতঃপর সেই সকল চক্ষু আর্থর ইটনের দিকে ফিরিল; তিনি তখন মহাবিস্ময়ে মনে করিতে লাগিলেন, স্বপ্নঘোরে যেন একটা গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিতেছেন, তাঁহার চক্ষে হঠাৎ যেন ঝাপ্সা আসিল; তিনি তখন চতুর্দ্দিক্ ধোঁয়াকার দেখিতে লাগিলেন।

ছুরীখানা সম্বন্ধে যে নিদর্শন প্রকাশ পাইল, তাহাতে আর কোন সংশয় রহিল না, আদালতের সমস্ত লোক এবং আর্থর ইটন স্বয়ং সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিতে পারিলেন না। মৃতদেহ-পরীক্ষার সময় ডাক্তার বলিয়াছিলেন খুন, আত্মহত্যা নহে; এখন বোধ হইতেছে, মৃত ডড্লির সহিত সেই হত্যাকারিণীর কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারা একত্রে এক বাড়ীতেই বাস করিত।

ব্যারিষ্টার সার্পলী তখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, মোকদ্দমার প্রথম শুনানীর সময় আজ পূর্ব্বাহ্ণে আমি ঐ ছুরীর বাঁটে নামের আদ্যক্ষর দেখিয়া একখানি চিরকুট লিখিয়া আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, কয়েক ঘণ্টা মোকদ্দমা মূলতুবী রাখিয়া, আর্থর ইটনকে শেষ-বেলা পর্য্যন্ত হাজির রাখিবার প্রার্থনা ছিল; আপনি যদি আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিতেন, তাহা হইলে খোলা এজলাসে ইটনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা-জারীর প্রার্থনা করিতাম।"

ক্রোধে ইটনের বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, উচ্চকণ্ঠে তিনি ব্যারিষ্টারকে বলিলেন, "সাবধান! আমার নামে দোষ দিবেন না; আমি নির্দ্দোষী, অত বড় গুরুতর অপরাধ করিতে আমি অক্ষম,—সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।"

মোকদ্দমার গতিটা শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল বুঝিয়া কুমারী রোজ্ ফষ্টার করযোড়ে সজললোচনে বলিয়া উঠিল, "আমিও নির্দ্দোষী।"—এই সময় তাহার মনে দুই প্রকার ভাব। নিজে খালাস পাইবে, সেই ভরসায় আহ্লাদ, আর্থর ইটন বিপদে পড়িতেছেন, সেই জন্য বিষাদ; নির্দ্দোষী কুমারী দুই দিকে দুই ভাবের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইল; স্বর বলিল,"শান্ত হও বাছা, শান্ত হও।"—রোজ্ ফষ্টার নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল,

মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কাঠগড়ার ভিতর বিবি ব্রেস্ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

ঠিক এই সময় পিটার গ্রম্লি আর তাহার সহকারী মব্ আদালতে প্রবেশ করিয়া, সরাসর ব্যারিষ্টারের কাছে চলিয়া গিয়া, ক্ষণকাল তাঁহার কানে কানে কি কি কথা বলিল।

স্নেহভাব জানাইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কুমারীর কর্ণে বিবি ব্রেস্ বলিল, "অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, তোমাকে আর বেশীক্ষণ এখানে থাকিতে হইবে না।"

ঐ কথা শুনিয়া রোজ্ ফষ্টার একবার সেই পোষাকওয়ালীর দিকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক কটাক্ষপাত করিল, পোষাকওয়ালী যদিও অব্যবস্থিতচিত্ত ও নষ্ট-স্বভাব, তথাপি তাহার হৃদয়ে বিষাক্ত যন্ত্রণার সঞ্চার হইল, তখন তাহার মনে হইল, এই পিতৃমাতৃহীনা অনাথা সরলা কুমারীটি যত কষ্ট, যত দুঃখ ও যত যন্ত্রণা সহ্য করিল, তাহার মূল কারণ সে নিজেই ;—তাহার কুচক্রেই অনাথিনীর এত বিপদ্!

দুই জন পুলিস-কন্ষ্টেবলের পরামর্শ শ্রবণ করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি কিছু নূতন তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে?"

ব্যারিষ্টার উত্তর করিলেন, "হাঁ, বিশেষ গুরুতর তত্ত্ব।"

আদালত পুনরায় নিস্তব্ধ, সকলেই সংশয়াকুল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "মিষ্টার সার্পলী! যাহা আপনার বলিবার আছে, বলুন।"

ব্যারিষ্টারের মুখের ভাব তখন কেমন এক প্রকার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিল, তিনি বলিলেন, "পিটার গ্রম্লিকে সাক্ষিমঞ্চে দাঁড় করানো আবশ্যক।"

পিটার গ্রম্লি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিল, "পরমেশ্বর আমার সহায় হউন, আমি যেরূপ সাক্ষ্য দিব, তাহাতে সমস্ত সত্য প্রকাশ পাইবে, সত্য ভিন্ন একটিও মিথ্যা হইবে না।"

সাক্ষীর শপথপাঠ শেষ হইলে ব্যারিষ্টার সাহেব এক মিনিট কাল চুপ করিয়া রহিলেন, ভীষণ বজ্রনিনাদের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে, বিচারালয় সেইরূপ প্রশান্ত। এক মিনিট পরে ব্যারিষ্টার সাহেব গ্রম্লিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বোধ হয়, এই মোকদ্দমা যতক্ষণ মুলতুবী ছিল, ততক্ষণ তুমি অন্য কোন স্থানে গিয়াছিলে?"

গ্রম্লি উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, আমি আর মব্ ইতিমধ্যে এক জায়গায় গিয়াছিলাম।"

প্রশ্ন।—কোথায় গিয়াছিলে?

উত্তর।—হানোভার স্কোয়ারে লর্ড মার্চ্চমণ্টের বাড়ীতে

প্রশ্ন।—সেখানে গিয়া কি করিয়াছিলে?

উত্তর।—উইলিয়ম ডড্‌লি যে ঘরে থাকিত, আর অনারেবল আর্থর ইটন যে ঘরে থাকেন, সেই দুটি ঘর তল্লাস করিয়াছি।

প্রশ্ন।- প্রথম ঘরটা তল্লাস করিয়া বিশেষ কোন দরকারী জিনিস পাও নাই বোধ হয়?

উত্তর।- না মহাশয়, কিছুই পাই নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ঘরে—যে ঘরে অনারেবল আর্থর ইটন শয়ন করেন, সেই ঘরের ড্রাজের মধ্যে কিছু দেখিতে পাইয়াছি।

প্রশ্ন।—কি জিনিস দেখিতে পাইয়াছ?

উত্তর। (বস্ত্রমধ্য হইতে একটা জিনিস বাহির করিয়া) একখানা ছুরীর ফলাভাঙা অর্দ্ধাংশ।

চাপরাসী সেই ফলাখানা গ্রম্‌লির হস্ত হইতে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রদান করিল। যে ছুরীতে খুন হইয়াছিল, সেই ছুরীখানা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে টেবলের উপরেই ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট এই দ্বিতীয় ফলা সেই ছুরীর ভগ্নস্থলে যোড়া লাগাইলেন, ঠিক মিলন। ঐ ছুরীর যে ফলাখানা পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই ফলাই এই।

সকলের মুখেই মহা বিস্ময়ের অস্পষ্ট ধ্বনি, সকলের মনেই মহা আতঙ্ক। অবস্থাগতিকে এই সন্দেহ দাঁড়াইল যে, আর্থর ইটন নিজেই উইলিয়ম ডড্‌লিকে খুন করিয়াছেন। তেমন সুচেহারার যুবাপুরুষ এত বড় গুরুতর পাপে পাপী, ইহা ভাবিয়া তাঁহার উপর সমস্ত লোকের ঘৃণা জন্মিল। কেবল সেই জন্যই ঘৃণা, তাহা নহে, নিজে পাপ করিয়া সেই পাপের বোঝাটা তিনি একটি নির্দ্দোষী বালিকার মস্তকে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই কারণেই আরো অধিক ঘৃণা।

বিজয়-গৌরবে আহ্লাদিনী হইয়া রোজ্‌ ফষ্টারের কানে কানে বিবি ব্রেস্‌ চুপি চুপি বলিল, "বৎসে! তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ!"

চিত্তের আবেগে করমর্দ্দন করিয়া অস্ফুটস্বরে রোজ্‌ ফষ্টার বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! ঐ ভদ্রলোকটির এই কর্ম্ম? ওহো! মানব-হৃদয়ে এত দূর পাপ-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য!"

আবার চুপি চুপি বিবি ব্রেস্‌ বলিল, "চুপ কর, চুপ কর! আর্থর ইটন কি কথা বলিবেন, তাহার উপক্রম করিতেছেন। কি বলেন, শোনো!"

অবস্থাঘটিত প্রমাণটা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, ইহা বুঝিয়া আর্থর ইটন ক্ষণকাল বাক্‌শক্তি হারাইয়াছিলেন, ক্ষণপরে সেই শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া

ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া আমার কয়েকটি বাক্য শ্রবণ করুন।"

কুটিল-দৃষ্টিতে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "মিষ্টার ইটন! তুমি এখন তোমার সাফাই-বাক্য চাপিয়া রাখো।"

সরোষে গর্ব্বিতভাবে আর্থর ইটন বলিলেন, "আমার সাফাই? এ কথার অর্থ আমি কি বুঝিব?"

উগ্রস্বরে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিব। ঐ বালিকাটির নামে অভিযোগ আদৌ দাঁড়াইল না, কেবল ইহাই নয়, যেরূপ অপমান, কলঙ্ক ও যন্ত্রণা উহার সহ্য করা উচিত ছিল না, অকারণে বালিকা তাহা সহ্য করিয়াছে, তজ্জন্য উহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

দর্শকমণ্ডলী উচ্চ প্রশংসাধ্বনিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ বাক্য অনুমোদন করিলেন। রোজ্ ফষ্টার হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিবি ব্রেসের বুকের উপর হেলিয়া পড়িল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আবার বলিলেন, "মিস্ রোজ্ ফষ্টার বেকসুর খালাস; কুমারী এখন কাঠগড়া হইতে নামিয়া যাইতে পারে; উহার প্রতি আমার কিছুমাত্র সন্দেহের ছায়াও নাই।"

সরল সাধুভাব জানাইয়া আর্থর ইটন বলিলেন, "ঐ যুবতীর বেকসুর খালাসে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইলাম।"—দর্শকেরা তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, অতি জঘন্য ভণ্ডামী! ওষ্ঠ বক্র করিয়া তাঁহারা তাহার পিছনের দিকে ঘৃণার ভাব দেখাইলেন, ইটন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "এই মোকদ্দমার চক্রমধ্যে কোন না কোন প্রকারে আমি লিপ্ত ছিলাম, সেই সূত্রে কুমারী ফষ্টারকে অনেক কষ্ট ও অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, অতএব তাহার নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

রোজ্ ফষ্টার আপনার নির্দ্দোষিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে খালাসের হুকুম শুনিয়া, আনন্দে এত দূর বিহ্বলা হইয়াছিল যে, ইটনের কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিবি ব্রেস্ তাহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে কাঠগড়া হইতে নামাইল, মোকদ্দমা মুলতুবীকালে যে ঘরে বসিয়া তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিয়াছিল, সেই ঘরে লইয়া গেল।

আদালতে একটা গোলমাল উঠিল। যে দ্বার দিয়া বিবি ব্রেস্ ও রোজ্ ফষ্টার চলিয়া গেল, সেই দ্বার বন্ধ হইবামাত্র এজলাসের আৰ্দ্দালী হুকুমের স্বরে চুপ চুপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

আর্থর ইটন্ ম্যাজিষ্ট্রেটকে কিছু বলিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন

সময় তাঁহার ডাক হইল; তিনি তখন বদ্ধপরিকর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—নীরব।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, এই মোকদ্দমায় যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দুটি বিষয় এখন আমি পুনরালোচনা করিব। প্রথমতঃ, ডডলি যখন অস্ত্রাঘাতে পতিত হয়, মিঃ ইটন তখন ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণবসন পরিহিতা একটি স্ত্রীলোক সম্মুখের পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে, সেই সম্মুখের পথটা উত্তরদিকে; কিন্তু তাহার পরক্ষণেই দক্ষিণের পথে রোজ ফষ্টার ধৃত হয়; এগুলি ইটনের নিজের মুখের কথা। দ্বিতীয়তঃ, ছুরীর আঘাতে খুন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়; সেই ছুরীখানা মৃত ব্যক্তির নিজের, ইহাও প্রকাশ পাইল; ইহা অপেক্ষা আরো গুরুতর একটা প্রমাণ এই যে, ছুরীর একখানা ফলা পূর্ব্বে ভগ্ন হইয়াছিল, ইটনের শয়নগৃহে সেই ভগ্ন ফলাখানা বাহির হইয়াছে। যে ছুরী দ্বারা খুন, কোন অপরিচিত লোকের সে ছুরী পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"—এইরূপ মন্তব্য দিয়া ইটনকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "এ অবস্থায় আমি এখন একটি মীমাংসা করিতেছি। তুমি, আর্থর ইটন, আপাততঃ নিউগেট কারাগারে হাজতে থাকিবে, ওল্ডবেলী বিচারালয়ের নরহত্যা অপরাধে আগামী সেসনে তোমার বিচার হইবে।"

স্থির, গম্ভীর, সংকল্পিত স্বরে আর্থর ইটন বলিলেন, "আমি এখন কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি নির্দ্দোষী, সন্দেহক্রমে যে মেয়েটির নামে অভিযোগ উঠিয়াছিল, সে মেয়েটিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, তদ্বিষয়ে এখন আমার পূর্ণ-বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। অবস্থাঘটিত প্রমাণে আমার উপর এখন দোষ পড়িতেছে। বস্তুতঃ এই রহস্যভেদের একটি চাবী আছে; সে চাবীটি আমার নিজের কোন গুহ্যকথায় জড়িত; এখন এ অবস্থায় সে রহস্যভেদের কোন কথা আমি বলিতে চাহি না, আপনি যখন আমাকে দায়রা-সোপর্দ্দ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন কাজে কাজেই আমাকে এই নিষ্পত্তি শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইল। উচ্চ-আদালতে উপযুক্ত বিচারপতির সম্মুখে যখন আমি গুহ্য সত্য ব্যক্ত করিব, তখন আমার নির্দ্দোষিতা নিঃসন্দেহে পরিব্যক্ত হইবে, পৃথিবী শুদ্ধ লোক চমকিয়া যাইবে।"

পুলিসের কনষ্টেবলেরা আর্থর ইটনকে বিচারালয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সেইখানেই প্রস্তুত ছিল, প্রকৃত পুরুষের ন্যায় গম্ভীরভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটকে শেষ কথাগুলি বলিয়া আর্থর ইটন সেই কনষ্টেবলদের হস্তে ধরা দিলেন। পুলিস-কোর্টের তখন ভারী জনতা; প্রহরিবেষ্টিত লর্ড-কুমারকে পথ দিবার জন্য জনতার লোকেরা দুই ধারে সরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

চলিয়া যাইবার সময় ইটন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সকল লোক তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিল, এখন সেই সকল লোকের মুখ বিষাদে ম্রিয়মাণ।

লোকগুলির মুখে বিষাদের চিহ্ন দর্শন করিয়া আর্থর ইটন মনে মনে ভাবিলেন, এই সকল লোক এখন নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি নির্দ্দোষী। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; সজল-নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতে জানাইতে চলিলেন।

দর্শকদলের মধ্যে একজন অপর জনের কানে কানে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "আহা! বেচারার দোষ নাই! নির্দ্দোষ বেচারা!"

যাহার কানে কানে কথা, সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "ঠিক ঠিক! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল,—গুমো পাগল;—উহার মনোবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!"

ক্রমে ক্রমে বিদ্যুদ্‌গতিতে ঐ সকল কথা সকলের ওষ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কথাগুলি অতি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত; আর্থর ইটন শুনিতে পান, বক্তাদের তেমন ইচ্ছা ছিল না; তথাপি কিন্তু 'গুমো পাগল', 'বেচারা,' এই দুটি কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে এতই আঘাত লাগিল যে, তিনি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যান যান, এইরূপ লক্ষণ। বলবান্ কন্‌ষ্টেবলেরা তাঁহাকে সবলে ধারণ পূর্ব্বক পুলিস-কোর্ট হইতে দ্রুতগতি বাহির করিয়া হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুলিস-আফিসের নিভৃত কক্ষ

মোকদ্দমার সুফল-দর্শনে আহ্লাদে রোজ্ ফষ্টার যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল, সেই অবস্থায় বিবি ব্রেস্ তাহাকে আফিসের নিভৃত কক্ষে লইয়া আইসে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনন্তর মানুষীশক্তি ফিরিয়া আসিলে অনাথিনী কুমারী আপন মনে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখন আমি কি করিব?"—হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এইরূপ উক্তি করিয়াই কুমারী চাহিয়া দেখিল, বিবি ব্রেস্ তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। বদন প্রসন্ন।

বিচারালয়ের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, একে একে তৎসমস্ত বৃত্তান্ত কুমারীর মনে পড়িল; সে ভাবিল, এত শীঘ্র যে আমি খালাস পাইয়াছি, এই উপকারের জন্য বিবি ব্রেসের কাছে আমি ঋণী। ইহা সে ভাবিল; কিন্তু পরক্ষণেই শরীরে কম্প আসিল। কি জন্য কম্প?—তাহার ভাবনা হইল, ইতিপূর্ব্বে এই ঘরে বিবি ব্রেস্ যে সকল আশাবাক্য বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, পাছে সে সকল কথা ভুলিয়া আবার তাহাকে পেলমেলের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চায়, সেই ভয়।

কুমারী ফষ্টার যে ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিবি ব্রেস্ বুঝিয়াছিল, কতকটা আতঙ্ক, কতকটা মিনতিপূর্ণ। সেই কটাক্ষের উত্তরে মুখে কিছু না বলিয়া বিবি ব্রেস্ সেইরূপ কটাক্ষপাতে আপন মনোভাব বুঝাইয়া দিল। এইরূপ কটাক্ষ-বিনিময়ের অবসরে গৃহদ্বার হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হইল। পিটার গ্রম্‌লি প্রবেশ করিল।

সেলাম করিয়া, ব্রেসের দিকে চাহিয়া, গ্রম্‌লি বলিল, "দেখুন মেম্‌সাব, এই যুবতীটি খালাস পাইল।"—কুমারী ফষ্টারের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, "কুমারি! তোমার খালাসে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্বরে রোজ্ ফষ্টার বলিল, "আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আগাগোড়া তুমি আমার প্রতি সমবেদনা দেখাইয়াছ, আমার পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছ; কিন্তু মিষ্টার ইটনের কি হইল?"

কঠোরকণ্ঠে গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে।"

একটু উচ্চকণ্ঠে কুমারী বলিয়া উঠিল, "তিনি অপরাধী হইবেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?"

কনৃষ্টেবল উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না। মোকদ্দমাটা ভারী গোলমেলে, ঠিক ঠিক অভিপ্রায়টা দেওয়া যায় না। তুমি যে খালাস পাইয়াছ, ইহাই মঙ্গল।"

কুমারী রোজ্ আরো কিছু বলিবে মনে করিতেছিল, এমন সময় আর এক জন কে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল, নিজের লোক মনে করিয়া গ্রম্‌লি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিতে গেল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় কনৃষ্টেবল মব্ নম্রস্বরে বলিল, "একটি ভদ্রলোক কুমারী ফষ্টারের সহিত কথা কহিতে চাহিতেছেন।"

"এক জন ভদ্রলোক?—আমার সঙ্গে কথা কহিতে চান?"—বিস্ময়ে এই কথা বলিয়া কুমারী রোজ্ মনে মনে ভাবিল, হয় ত মিগেল্‌স্ আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বিচারে তাঁহার কি হইয়াছে, কুমারী তাহা জানিত না; ইহা ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব,—তাঁহার সহিত কথা কহিব,—এইখানেই,—ইহাঁদের সম্মুখেই"—বলিতে বলিতে কুমারী একটু থামিয়া গেল, বক্রদৃষ্টিতে ব্রেসের দিকে একবার চাহিল; মনে পড়িল, এই ব্রেসের বাড়ীতেই মিগেল্‌স্ আমাকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, এই ব্রেস্ আমার উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, এই ব্রেস্ আজ এখানে, আমি ইহার কাছে বসিয়া আছি, ইহা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইবেন। কুমারীর মনে ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা; কিন্তু সে বিষয়ে তাহার চাঞ্চল্য অধিকক্ষণ রহিল না, মুহূর্ত্তমধ্যেই দূর হইয়া গেল; কেন না, সে ভাবিয়াছিল মিগেল্‌স্, এখন দেখিল, মিগেল্‌স নয়, আর একটি লোক প্রবেশ করিল। দীর্ঘকায়, কৃশ, বিবর্ণ-বদন, পরম সুন্দর যুবা পুরুষ; এই পুরুষের সহিত পূর্ব্বে একদিন ডেস্‌বরা-প্রাসাদের অভ্যর্থনা-গৃহে কিছুক্ষণ তাহার বাক্যালাপ হইয়াছিল।

ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে রোজ্ ফষ্টারের নিকটে অগ্রসর হইয়া সেই ভদ্রলোকটি টুপী খুলিয়া সগৌরবে অভিবাদন করিলেন, সসম্ভ্রমে বলিলেন, "কুমারী ফষ্টার! নিঃসন্দেহ তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ; পূর্ব্বে কখন আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয়, তোমার মনেও নাই।"

নূতন লোকের প্রবেশে আসল কথায় বাধা পড়িল, গ্রম্‌লির সেটা ভাল লাগিল না; সে তখন একটা গবাক্ষের নিকটে সরিয়া গিয়া একটা গীতের সুরে শীস দিতে আরম্ভ করিল। গীতটা মাতালী গীত; গত রাত্রে অনেকক্ষণ সে ঐ গীতটা প্রেমানন্দে গাহিয়াছিল।

সেই যুবা পুরুষের বাক্যে কুমারী ফষ্টার উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনাকে

আমি চিনিতে পারিতেছি না, যদি এমন কথা বলি, তাহা হইলে অতি হাস্যকর কপটতা প্রকাশ পাইবে।”

সেই যুবা পুরুষের পাণ্ডু-বদনে সুরাগ-রঞ্জিত সন্তোষের আভা বিকাশ পাইল; সানন্দে তিনি বলিলেন, “পূর্ব্বে আমাদের দেখা-শুনা হইয়াছিল, সে কথা তবে তোমার মনে আছে?”

রোজ্‌ উত্তর করিল, “হাঁ, বেশ মনে আছে। আরল্‌ অব ডেস্‌বরার বাড়ীতে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।”

বিবি ব্রেস্‌ ঐ সকল কথা শুনিতে পাইল, বুঝিল, ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য।

ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন, “অল্পক্ষণ হইল, আমি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, পুলিস-কোর্টের দরজার বাহিরে জনকতক লোক মোকদ্দমার কথা বলাবলি করিতেছিল, তাহা শুনিয়া কৌতূহলবশে আমি আদালতের মধ্যে প্রবেশ করি; কাহার মোকদ্দমা, তাহাকে আমি দেখিব, চিনিতে পারিব কি না, আদৌ তাহা ভাবি নাই; জনতা ভেদ করিয়া যখন আমি এজলাসের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম তুমি;”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বিবি ব্রেসের দিকে একবার চাহিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “যখন দেখিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত তুমি কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিতেছ; দেখিবামাত্র তোমাকে আমি চিনিতে পারিলাম! আরল্‌ অব্‌ ডেস্‌বরার বাড়ীতে তোমাকে আমি দেখিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহা মনে পড়িল। ওঃ! যে দিন তোমাকে সেই বাড়ীতে আমি প্রথম দেখি, সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদা তোমার কথা আমি ভাবি, সর্ব্বক্ষণ তোমার রূপমাধুরী আমার চক্ষের সম্মুখে খেলা করে।”

যুবাপুরুষের ঐ প্রকার প্রেমভাবপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া লজ্জাশীলা কুমারীর সলজ্জ মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত-রাগে রঞ্জিত হইল; সেই সকল প্রণয়-সূচক বাক্য বিবি ব্রেসের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না, সেইটি বুঝিবার অভিপ্রায়ে সে একবার ঈষৎ কটাক্ষে পোষাকওয়ালীর মুখের দিকে চাহিল। বাস্তবিক সেই যুবাপুরুষটি প্রকৃত সম্ভ্রমগৌরবে পবিত্র প্রণয়ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। পবিত্রহৃদয়া সরলা কুমারী রোজ্‌ সে সকল কথায় কিছুমাত্র দোষ বিবেচনা করে নাই।

কুমারী রোজ্‌ যখন বিবি ব্রেসের দিকে ঘন ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল, পিটার গ্রম্‌লি সেই সময় গবাক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ধীরে ধীরে বিবি ব্রেসের নিকটে গিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, “মেম সাহেব! আপনার

সহিত আমার কিছু কথা আছে, একটু তফাতে আসিলে তাহা আমি বলিতে পারি, সেই কথাগুলি বলিয়াই আমি চলিয়া যাইব। বোধ করি, কথাগুলি শুনিতে আপনার অমত হইবে না।"

বিবি ব্রেস্ অগ্নিকুণ্ডসমীপে বসিয়া ছিল, আসন হইতে উঠিয়া গ্রম্লির সহিত সেই বাতায়নের পর্দ্দার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

উহারা সরিয়া গেল, সেই সময় কুমারীর আসনের কাছে নিজের আসনখানি সরাইয়া লইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুকণ্ঠে যুবাপুরুষ বলিলেন, "কুমারী ফষ্টার! সেই কুৎসিত মোকদ্দমায় তোমাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি যে কতদূর চমৎকৃত, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। তোমাকে আমি বীরাঙ্গনা জ্ঞান করি। কয়েক মুহূর্ত্ত কাল তোমাকে সেইরূপ বিপন্না দেখিয়া আমার প্রাণে অতিশয় বেদনা লাগিয়াছিল। আমার মনের ভাব কিরূপ, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। না, কিছুই বুঝিতে পার নাই। সেই ডেস্‌বরা প্রাসাদে অতি অল্পক্ষণ তোমার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়, তাহাতেই তুমি আমার মনে কিরূপ অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছ, তাহা তুমি জানো না।"

রোজ্ ফষ্টার চমকিতা। বিস্মিত-নয়নে ক্ষণকাল সেই যুবাপুরুষের বদন নিরীক্ষণ করিয়া সুশীলা কুমারীসুলভ লজ্জায় কুমারী নতমুখী হইল।

যুবাপুরুষ বলিলেন, "তোমার মনে কষ্ট দিবার নিমিত্ত একটি কথাও আমি বলি নাই; তোমার কষ্টের হেতু হওয়ার অপেক্ষা শীঘ্রই আমার মরণ হওয়া ভাল। বর্কলী স্কোয়ারে ডেস্‌বরা-প্রাসাদে যে দিন তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি তোমার প্রতিমা আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। তুমি একটা খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছ, তাহা শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর যখন তুমি বেকসুর খালাস পাইলে, তখন আমার মনে যে কতখানি আনন্দ, মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। রোজ্ ফষ্টার! আরো শোনো, পুলিসকোর্টে কতকগুলি লোক বলাবলি করিতেছিল, রোজ্ ফষ্টার কেবল পিতা-মাতা-বিহীনা, এমন নয়, সংসারে তাহার ভাই-ভগ্নী আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই নাই। সেই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আরো অধিক সমবেদনা আসিল। আমিও মাতৃ পিতৃহীন, এই বিশাল বিশ্ব-সংসারে আমারও আপনার বলিবার কেহই নাই। আমি ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান কর, আমি তোমাকে স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ-যত্ন করিব।"

যুবার শেষ কথাগুলি যুবতীর হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিল, উদাসভাব ঘুচিয়া আত্মীয়ভাবের উদয় হইল। চক্ষু তুলিয়া যুবকের পাণ্ডুবর্ণ বদন অবলোকন

পূর্ব্বক কুমারী ফষ্টার প্রসন্ন-বদনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। জগৎসংসারে উভয়েই নির্ব্বান্ধব, উভয়েরই মাতা-পিতা নাই, এই যে নির্ঘাত বাক্য, সেই বাক্যবাণ কুমারীর হৃদয়ে বাজিল। যুবাও তখন মনে মনে ভাবিলেন, এই সুন্দরী যেন ভাগ্যবতী ডচেসের ন্যায় তাঁহার চক্ষের কাছে মূর্ত্তিমতী। পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উভয়েই ক্ষণকালের জন্য এক প্রকার পবিত্রভাব উপভোগ করিতে লাগিলেন। উভয়ের মনেই দয়া, স্নেহ ও ভক্তির সঞ্চার।

কুমারী ফষ্টারের সানুরাগ-দৃষ্টিপাতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া যুবাপুরুষ বলিলেন, "তোমাকে ভগ্নী বলিয়া আদর করিতে পারিলে আমি পরম সুখী হইব। পুলিস কোর্টের মধ্যে আমি আরো একটা শোচনীয় বার্ত্তা অবগত হইয়াছি। দুটি লোক বলাবলি করিতেছিল, একজনের দারুণ নিষ্ঠুরতায় তোমার মাতা-পিতার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের অদূরেই একটা দ্বারের অন্তরালে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন সেই অকালমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ বর্ণনা করিল; সেই কথাগুলি আমি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার অন্তরে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। মিথ্যা অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া এই ঘরে তুমি আসিয়াছ, তজ্জন্য আনন্দের সহিত তোমাকে অভিনন্দন করিতে আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় তোমাতে আমাতে অদ্য অকপট বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।"

কুমারীটি দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাহার অন্তরও সেইরূপ সুন্দর,—নির্ম্মল, ইহা বুঝিয়া যুবাপুরুষ অতি সাবধানে মৃদু কম্পিত-কণ্ঠে ঐ শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কম্পিত-কণ্ঠে রোজ্ ফষ্টার বলিল, "আপনি আমার অনুকূলে যেরূপ মমতা দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত আমি আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এখন আমার একটি কথা, আপনি আমার নাম জানেন, যিনি আমার পক্ষে এত অনুকূল, যিনি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, যিনি আমার ভ্রাতা হইবার অঙ্গীকার করিতেছেন, আমার প্রতি যাঁহার এত দয়া, তাঁহার নামটি শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; সেই নামটি আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে পোষণ করিব, সেই নামটি আমার আরাধ্য হইবে, সেই নামটি আমি নিত্য নিত্য স্মরণ করিব।"

"আমার নাম জর্জ্জ উড্ফল, আমি এক জন চিত্রকর।"—এই উত্তর দিয়া যুবাপুরুষ সস্নেহে পুনর্ব্বার বলিলেন, "এখন তোমার নিজের কথাই আমাদের আলোচ্য। মানব-স্বভাবে বন্ধুত্ব অতি বিরল; মানব-সমাজে হিতব্রত অতি অল্প; কেবল মুখের কথা আর শূন্যগর্ভ তোষামোদ সার, অতএব আমি জিজ্ঞাসা

করিতেছি, তোমাকে স্নেহ-যত্ন করিবার কোন প্রকৃত বন্ধু আছেন কি না, তোমাকে সুখে রাখিতে পারেন, গৃহে স্থান দিতে পারেন, এমন কোন উপকারী বন্ধুলোক আছেন কি না? বল, কুমারী ফষ্টার, বল, তোমার মুখে এখন আমি সেই কথাটি শুনিতে চাই।"

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে অনাথিনী বলিল, "গৃহ?—পিতৃমাতৃহীনা অনাথার গৃহ?"

চঞ্চল হইয়া চঞ্চল-স্বরে জর্জ্জ উড্‌ফল বলিলেন, "ওঃ! তবে আমি তোমার উপকারে আসিতে পারিব; অঙ্গীকার করিতেছি, আমি তোমার বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিব; তোমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট পাইতে দিব না; তোমাকে সুখে রাখিবার জন্য আমার জীবন পণ।"

'গৃহ' শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় অনাথিনীর নেত্রপুট অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, দীর্ঘ দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুধারে সিক্ত হইয়াছিল, ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু-মার্জ্জন করিয়া কুমারী বলিল, "মিষ্টার উড্‌ফল! কি বলিয়া যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা আমি জানি না।"—বলিতে বলিতে কুমারীর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া আসিল, মৃদুস্বরে বলিল, "মিষ্টার উড্‌ফল! তুমি যেমন সরলভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তেমনি সরলভাবে আমি উত্তর দিতেছি, আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই, মমতা দেখাইবার লোক নাই, থাকিবার স্থান পাইতে পারি, এমন কোন গৃহও নাই।"

এই কথাগুলি বলিবার সময় অনাথিনী যেরূপ সকাতর মধুর-দৃষ্টিতে উড্‌ফলের মুখের দিকে চাহিল, তাহা দেখিয়া উড্‌ফল ভাবিলেন, যেন নিতান্ত শিশুকাল হইতে ঐ কুমারীর সহিত তাঁহার জানা-শুনা, শিশুকাল হইতেই ভালবাসার সঞ্চার।

বিবি ব্রেস্ তখন দূরস্থ গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া অনন্যমনে পিটার গ্রম্লির সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল, জর্জ্জ উড্‌ফল তাহার দিকে চাহিয়া কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটি কে?"

চক্ষের জল মার্জ্জন করিয়া কুমারী উত্তর করিল, "উহার নাম বিবি ব্রেস্, এই সহরে উহার পোষাকের কারখানা আছে, আমি উহার কাছে চাকরী করিতাম, সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি; কেন ছাড়িয়াছি, সে গুহ্যকথা এখন আমি প্রকাশ করিতে পারিব না। ফল কথা, আমি আর উহার দোকানে চাকরী করিতে যাইব না।"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অনাথিনী একবার কাঁপিয়া উঠিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া আড়নয়নে বিবি ব্রেসের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। যদিও

অতীত অপরাধের জন্য পোষাকওয়ালী এখন সন্তপ্ত হইয়াছে, যদিও কুমারী তাহার পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে, যদিও উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ পোষাকওয়ালী তাহার পক্ষে অনেক সাহায্য করিয়াছে, তথাপি কুমারীর মনের ভাব এইরূপ যে, যে বাড়ীতে ততদূর উপদ্রব সহ্য করিয়াছে, যে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে আর তাহার সাহস হয় না।

জর্জ্জ উড্‌ফল ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন, বিস্ফারিত নেত্রে কুমারীর মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, মৌনভঙ্গ করিয়া, এই অবসরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী ফষ্টার! এই পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান, এখানকার মানুষেরা অতি ভয়ঙ্কর, মানুষকে চিনিতে পারা বড়ই কঠিন ব্যাপার, নানা পরীক্ষায় এই অল্পবয়সে তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, এখন কি আমার মত এক জন অপরিচিত লোককে তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে?—বিশ্বাস করিতে কি তোমার সাহস হইবে?"

অকপট করুণ-কণ্ঠে কুমারী উত্তর করিল, "মিষ্টার উড্‌ফল। আপনি যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইলেন, যেরূপ সাধুতার সহিত কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আপনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে; আপনার সততার প্রতিদান করিতে আমার সাধ্য নাই, তিলেকের জন্যও আপনার কাছে আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না। বিশেষতঃ, আমরা উভয়েই মাতা-পিতা-হারা, অনাথ অবস্থায় যে কি নিদারুণ কষ্ট, তাহা আমরা বিলক্ষণরূপে ভুক্তভোগী হইয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।"

উড্‌ফল বলিলেন, "কোন প্রকারে অধর্ম্ম করিতে হয়, ঈশ্বর যেন আমাকে তেমন মতি না দেন। মিস্ ফষ্টার! তুমি বলিলে, আমার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধন্যবাদ। আমি যদিও এক জন গরীব চিত্রকর, কিন্তু এই ব্যবসায়ে বড় বড় দলে ও সৌখীন দলে আমি অনেকগুলি বন্ধু লাভ করিয়াছি। আরল্ অব্ ডেস্‌বরা ও কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা আমার প্রধান মুরুব্বী, তাঁহাদের সুপারিসে অনেক বড় বড় ঘরে আমার পসার হইয়াছে, বিশেষতঃ, বেলেগুনের মার্কুইসের বনিতা মার্শনেস্ বেলেগুনের সহিত পরিচিত হইয়া আমি মহা সন্তোষ ও মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে উড্‌ফলের কপোলযুগলে উচ্চ আশার—আনন্দের রক্তিম আভা দেখা দিল, নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবার বলিলেন, "প্রিয়তমে, রোজ্ ফষ্টার! বড় বড় লোকের সহায়তায় ক্রমশঃ আমি আরো অধিকতর উন্নতি-লাভ করিতে পারিব, আমার মনে এমন আশা জন্মিয়াছে। হাঁ,—মার্শনেস্ বেলেগুন;—তুমি কি দয়াময়ী মার্শনেস্ বেলেগুনের নাম শুনিয়াছ?"

রোজ্ ফষ্টার উত্তর করিল, "হাঁ, আমি জানি, এজওয়ার' রোডে তাঁহার প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের নাম প্রাইয়রি। এক সময়ে ঐ এজওয়ার রোডে আমাদের বাড়ী ছিল, সেই বাড়ী হইতে ঐ প্রাসাদ অধিক দূর নয়।"

উড ফল বলিলেন, "তবে তুমি মার্শনেস্ বেলেগুনের নাম শুনিয়াছ, তাঁহার সুনামের কথাও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে।"

রোজ্ বলিল, "আমার মাতা-পিতা সর্ব্বদাই সেই মহিমান্বিতা মার্শনেসের নাম করিতেন; তাঁহারা বলিতেন, ঐ মাননীয়া মহিলা নগরের সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ।"

উড ফল বলিলেন, "হাঁ, তোমার মাতা-পিতা প্রকৃত পক্ষেই সেই মহিলার মহিমা বুঝিয়াছিলেন। তুমি কি সেই বেলেগুন প্রাইয়রির মধ্যে বাসস্থান প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ রাখো?"

রোজ্ ফষ্টার হঠাৎ কোন উত্তর দিল না; স্থির-দৃষ্টিতে সেই নবীন চিত্রকরের মুখপানে তাকাইয়া রহিল; সেই দৃষ্টিতে তিরস্কার ও সংশয় একত্র। আরো যেন বুঝাইল, উহা তামাসা, কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়।

ত্বরিতস্বরে উড্ফল বলিলেন, "আমি সত্যকথাই বলিয়াছি, বিদ্রূপ ভাবিয়া আমার কথায় তুমি সন্দেহ করিও না।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়া রোজ্ বলিল, "ক্ষমা কর মিষ্টার উড্ফল, ক্ষমা কর। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার উপকার করিতে তুমি বড়ই ব্যগ্র, অথবা হয় ত তুমি মনে কর, তোমার নিজের অন্তঃকরণ যেমন সরল, অপরেরও সেইরূপ; গরীবের প্রতি সকলেরই সমান দয়া; অন্ততঃ এই গরীব অনাথাকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত তোমার মত সকলেই উৎসুক।"

যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক, এই ভাব বুঝাইবার জন্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া উড্ফল বলিলেন, "মার্শনেস্ বেলেগুন সাদরে তোমাকে কোলে করিয়া লইবেন, তাঁহার আশ্রয়ে তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না। অধিকন্তু, পূর্ব্বে আমি তোমার নাম জানিতাম না, আজ কিছু পূর্ব্বে নামটি আমি জানিতে পারিয়াছি; নাম না জানা থাকিলেও তোমার কথা আমি সেই দয়াবতী লেডীকে বলিয়াছিলাম।"

"আমার কথা বলিয়াছিলে?"—সংক্ষেপে এই প্রশ্ন করিয়া অনাথিনী আর একবার সবিস্ময়ে চিত্রকরের মুখপানে চাহিল। সে চাহনিতে স্পষ্ট সন্দেহ বুঝাইল না, অথচ যাহাতে মনে কষ্ট হয়, এইরূপ কতকটা অবিশ্বাস প্রকাশ পাইল। দৃষ্টি বাস্তবিক সংশয়ব্যঞ্জক।

ক্ষুণ্ণ হইয়া মৃদুগুঞ্জনে উড্ফল বলিলেন, "আবার তুমি আমার উপর সন্দেহ

করিতেছ। ওঃ! হইতে পারে, হইতে পারে; ইহা স্বাভাবিক,—ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। কেন না, আমি তোমার কাছে অপরিচিত।"

সুবুদ্ধিপ্রভাবে কুমারী তখনই বুঝিল, অন্যায় হইয়াছে, প্রশান্ত-স্বরে উত্তর করিল, "আবার আমি অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সন্দেহ করা ভাল হয় নাই; বাস্তবিক সেটা সন্দেহ নয়,—অসম্ভববোধক বিস্ময়। তুমি আমার প্রতি নিঃস্বার্থ দয়া দেখাইতেছ,তোমার প্রতি সন্দেহ করা ভুল।"—এই বলিয়া সরলা কুমারী সেই চিত্রকরের দিকে একখানি হাত বাড়াইয়া দিল।

সুন্দরীর সুন্দর হাতখানি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পেষণ করিতে করিতে উড্‌ফল বলিলেন, "মার্শনেসের নিকটে তোমার কথা বলা অবশ্যই আমার উচিত। কারণ, প্রথমেই আমি তোমাকে বলিয়াছি, ডেস্‌বরা-প্রাসাদে প্রথম দর্শনাবধি তোমার প্রতিমাখানি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এরূপ স্থলে মার্শনেসের নিকটে তোমার কথা বলা কি আশ্চর্য্য কথা? আমি বলিয়াছিলাম; তিনি আমার মঙ্গলাভিলাষিণী,আমার প্রার্থনায় তিনি সম্মতি দান করিয়াছেন।"

উড্‌ফলের হস্ত হইতে নিজের হস্তখানি ছাড়াইয়া লইয়া অবনত-বদনে কুমারী ধীরে ধীরে বলিল, "মিষ্টার উড্‌ফল! তুমি যেরূপ সততা দেখাইতেছ, কিসে আমি তাহার অধিকারিণী হইলাম, বলিতে পারি না।"

লর্ড ডেস্‌বরার নিকট হইতে চিত্রকর উড্‌ফল সে ঘড়ীটি বক্‌সীস পাইয়াছিলেন, সেইটি বাহির করিয়া দেখিয়া বিনম্রস্বরে তিনি বলিলেন, "সে সব কথা বলিবার এখন সময় নয়, বেলা ছটা বাজিয়া গিয়াছে, তুমি অবশ্যই এখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত আছ; কেন না, খোসগল্প করিবার উপযুক্ত স্থান এটা নহে।"

রোজ্ কোন উত্তর করিল না, ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় যাইব? ব্রেসের দোকানে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাটা আদৌ মনে স্থান পাইল না, প্রথমে না বুঝিয়া কাহারও পরামর্শ না লইয়া সেই দোকানে চাকরী করিতে গিয়াছিল, সেখানে সর্ব্বনাশ হইতে হইতে রক্ষা হইয়াছে; আর সেখানে যাইতে নাই। ব্রেস কিছু টাকা দিয়া তাহার উপকার করিবে বলিয়াছে, অন্য কোথাও বাসা লইলে সেইখানে গিয়া দেখা করিবে। সেটাও ভাল কথা নয়। এই ভাবিয়া সে সঙ্কল্পটাও মন হইতে দূর করিয়া দিল। অনাথিনী এখন যায় কোথায়, সেই ভাবনা আসিল। মিগেল্‌সকে আর মেল্‌মথকে সে কি ভুলিয়া গিয়াছে? না, ভুলিয়া যায় নাই, কিন্তু সে ভাবিল, মিগেল্‌স্ অবিবাহিত পুরুষ, তাহার আশ্রয়ে বাস করা অপরামর্শ। মেল্‌মথ নিতান্ত দরিদ্র, দায়ে পড়িয়া দিনকতক তাহার কুটীরে বাস করিয়াছিল বটে, এখন আবার

তাহার গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা হইল না। বস্তুতঃ মিগেল্‌সের ও মেলমথের ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছে, সে তাহা কিছুই জানিত না। যেটা ভাবিল, সেইটাই উড়াইয়া দিল; এখন তবে হয় কি? ইহাই তাহার চিন্তা।

কুমারী শেষে ভাবিল, ব্রেসের বাড়ীতে যাইব না, তাহার নিকট টাকা অথবা অন্য কোন সাহায্য লইব না, মিগল্‌সের আশ্রয়েও থাকিব না, মেস্‌মথেরও গলগ্রহ হইব না, এই দুঃসময়ে পরমেশ্বর দয়া করিয়া এই যে নূতন বন্ধুটি মিলাইয়া দিয়াছেন, ইনি অনুগ্রহ করিয়া যে কোন আশ্রয় দেখাইয়া দিবেন, তাহাই গ্রহণ করা সুপরামর্শ।

বিমর্ষ-বদনে উড্‌ফল বলিলেন, "মিস্ ফষ্টার! দেখিতেছি, তুমি কি ভাবিতেছ, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না, এখনও যেন তুমি আমার প্রতি সন্দেহ করিতেছ। হা পরমেশ্বর! আমি যাহার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছি, সে আমাকে অবিশ্বাস করিতেছে। মিস্ ফষ্টার! আমার উপর যদি তোমার সন্দেহ হয়, তবে আমি থাকিয়া কি করিব? বড়ই দুঃখিত হইলাম, আমাকে বিদায় দাও, আমি চলিয়া যাই।"

এতক্ষণের পর কুমারী উত্তর করিল, "মিষ্টার উড্‌ফল! দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ব্যবহারে বার বার তুমি সন্দেহের ছায়া দেখিতেছ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ব্যবহারে বার বার তোমার সাধু অন্তঃকরণে আঘাত লাগিতেছে!"—এই বলিয়া কুমারী পুনর্ব্বার একখানি হাত বাড়াইয়া দিল, পরমানন্দে সরল অন্তরে উড্‌ফল বিশেষ সমাদরে সেই হাতখানি ধরিলেন; সগৌরবে বলিলেন, "মিস্ ফষ্টার! তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ?"

সজল-লোচনে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কুমারী উত্তর করিল, "হায় হায়! আমার মাতা-পিতা নাই! ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন আমি আর অন্য উপায় দেখিতেছি না।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উড্‌ফল বলিলেন, "বেলেগুনের মার্শনেস্ তোমাকে আদরিণী কন্যা অথবা স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় সযত্নে অভ্যর্থনা করিবেন। এখন তুমি তবে বিবি ব্রেসের নিকটে বিদায় লও।"

বিবি ব্রেস্ তখনও সেই গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া গ্রম্‌লির সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সভয়নেত্রে তাহার দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোজ্ ফষ্টার চুপি চুপি বলিল, "একটি কথা,—কোথায় আমি যাইতেছি, বিবি ব্রেস্‌কে তাহা জানাইতে আমার ইচ্ছা নাই। এ কথা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন আমাদের পরস্পর ভালরকম ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, তখন তোমাকে আমি ইহার কারণ বুঝাইয়া দিব।"

উড্‌ফল বলিলেন, "যাহা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর, তাহার অধিক জানিতে কখনই আমি চাহিব না। ভাই-ভগ্নীতে যেরূপ বন্ধুত্ব হয়, তোমার সহিত আমার সেইরূপ বন্ধুত্ব হইল, এ বন্ধুত্বে তোমার কোন গুহ্যকথা জানিবার আমার অধিকার নাই।"

উড্‌ফলের বাক্‌চাতুর্য্যে বিশেষ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া গম্ভীরবদনে কুমারী বলিল, "এই বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব আমাদের উভয়ের পক্ষেই সমান!"

———

নবম পরিচ্ছেদ

---*---

বিবি ব্রেস্ ও পিটার গ্রম্লি

যে গৃহে কুমারী ফষ্টারের সহিত জর্জ্জ উড্ফলের ঐরূপ কথোপকথন হইল, সে গৃহটি অতি প্রশস্ত; তাহারা ছিল অগ্নিকটাহের নিকটে, বিবি ব্রেস্ ও গ্রম্লি ছিল দূরস্থ গবাক্ষের নিকটে, সুতরাং রোজের ও উড্ফলের একটি কথাও তাহারা শুনিতে পাইল না।

গ্রম্লিতে আর পোষাকওয়ালীতে কি বিষয় লইয়া কথোপকথন হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক।

ব্রেস্কে গবাক্ষসমীপে সরাইয়া লইয়া গিয়াই গ্রম্লি প্রথমে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন মেম সাহেব, উপস্থিত মোকদ্দমাটা যেরূপে নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তাহাতে আপনি বড় দুঃখিত হন নাই বোধ হয়?"

ব্রেস।—দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, আমি সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অতি উত্তম যোগাড় করিয়াছিলে।

পিটার।—হাঁ মা, আমি তদ্বির করিয়াছি। বিশেষ কোন যোগাড়-যন্ত্র করিতে হয় নাই। মোকদ্দমাটা যথাযোগ্য প্রণালীক্রমেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে; আমাকে কোন প্রকার ফন্দী-ফিকির বাহির করিতে হয় নাই, চাতুরীও খাটাইতে হয় নাই।

ব্রেস্।—(বিস্মিত-নেত্রে কন্ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিয়া) ও কথার মানে কি? আর্থর ইটনের নামে অপরাধ—

পিটার।—ঘটনাসূত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। আদালতকে কেহই কোন প্রকার সাহায্য করে নাই। প্রমাণাদি সমস্তই পরিষ্কার, কোন অংশে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটে নাই।

ব্রেস্।—তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি তুমি কোন ফিকির কর নাই, তবে আর্থর ইটনের পিতার বাড়ীতে গিয়া ইটনের নিজের শয়নঘর হইতে সেই ছুরীর ফলাখানা কিরূপে বাহির করিয়াছিলে? রোজ্ ফষ্টারকে শীঘ্র শীঘ্র খালাস দেওয়াইবার মতলবে তুমি কি সেই ফিকির খাটাও নাই?

পিটার।—না না, তেমন কর্ম্ম আমি কখনই করি না; যে ছুরীখানা

আদালতে দাখিল হইয়াছিল, আমার আনীত ভাঙ্গা ফলাটা যে সেই ছুরীতে ঠিক যোড়া লাগিবে, অগ্রে আমি তাহা ভাবি নাই।

ব্রেস।—(সুন্দর দন্ত বিকাশ করিয়া মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা, বুঝিলাম, তুমি বেশী কথা কহিতে ভালবাস না। আচ্ছা, তোমার কার্য্য তোমাতেই থাকুক, আমি তোমার গুহ্যকথা বাহির করিতে চাহি না। যাহারা তোমাকে নিযুক্ত করে, তাহারা তোমার কার্য্যের ফলাফল দেখিয়াই তুষ্ট হয়, কি উপায়ে তুমি কার্য্য সিদ্ধ কর, তাহা আমি জানিতে চাহি না। যাহা তুমি বলিয়াছ, তাহা আমি ভুলি নাই। যে সকল প্রমাণ সোজাপথে বাহির না হয়, কেবল তাহাই তুমি ফন্দী খাটাইয়া বাহির করিয়া থাকো।

পিটার।—(গ্রীষ্ম প্রযুক্ত বিবি ব্রেসের বক্ষঃস্থলের বসন শিথিল হইয়াছিল, উচ্চ উচ্চ স্তনযুগল অর্দ্ধমুক্ত হইয়াছিল, সেই দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়া, যেন কিছু গুহ্যকথা বলিবার ছলে খুব গা ঘেঁষিয়া মুখের কাছে হেঁট হইয়া) হাঁ মা, যাহারা কিছু বেশী বুদ্ধি ধরে, তাহারা প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে কিছু না কিছু ফিকির খাটায়। আমি জানিতাম, রোজ্ ফষ্টার নির্দ্দোষী, ব্যারিষ্টার সার্পলী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন নাই। আর্থর ইটন একটি কৃষ্ণবসনা রমণীকে এক দিকের পথ দিয়া পলাইতে দেখিয়াছিলেন, অন্য দিকের পথে রোজ্ ফষ্টার ধরা পরিয়াছিল, এই এক কথা ;—মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় রোজ্ ফষ্টারের বিপক্ষেই প্রমাণ হইয়া আসিতেছিল, তাহার পর ছুরীখানা বাহির করা হইল। ছুরীর বাঁটে একটা নামের আদ্যক্ষর দেখিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব খানিক ক্ষণের জন্য মোকদ্দমা মূলতুবী রাখাইলেন। আমি আর মব্ সেই অবসরে হানোভার স্কোয়ারে লর্ড মার্চ্চমণ্টের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিতে যাই। সেখানে যে কোন দরকারী জিনিস পাইব, তেমন আশা করিয়া যাই নাই, কিন্তু ঘটনাগতিকে এক এক সময়ে এক এক স্থলে অভাবনীয় ফল হয়, আজ অপরাহ্লেও সেইরূপ হইয়াছিল। তল্লাস করিতে করিতে আমরা আর্থর ইটনের শয়নঘরে একটা ড্রাজের মধ্যে একটা ধোপদস্ত কাগিজের নীচে একখানা ছুরীর ফলা দেখিতে পাই, সেই ফলাখানা কোর্টে আনিয়া দাখিল করি।

ব্রেস্।—(তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কন্ষ্টেবলের মুখপানে চাহিয়া) মিষ্টার ইটন খুনী আসামী, সত্য কি তোমার এমন বিশ্বাস হয় ?

পিটার।—তড়াতাড়ি কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা আমার অভ্যাস নয়। নিশ্চয় না বুঝিয়া হঠাৎ যদি কোন কথা বলি, তাহা হইলে আমাদের প্রতি যে গুরুভার অর্পিত আছে, সে বিষয়ের অপব্যবহার করা হইবে, উপর-

ওয়ালাদের কাছে বিশ্বাস হারাইব। আপনি বুদ্ধিমতী, ভদ্রকুলের মহিলা, এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে এখন আমার মতামত জানিতে আপনি জিদ করিবেন না।

ব্রেস্।—(নিজের প্রশংসা শুনিয়া হাস্য করিয়া) তোমার কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু যাহা তুমি বলিবে, তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না, এমন হইলে তুমি তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পার কি না ?

পিটার।—(গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া) তাহা যদি হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আর্থর ইটন নির্দ্দোষী, জুরীর মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে। তবে কি না, তাঁহার ফাঁসী হইবে না। (মাতাল যেমন ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় আপনাকে প্রকৃতিস্থ বুঝাইবার চেষ্টা পায়, সেই ভাবে কপালে করাঘাত করিয়া) তিনি খালাস পাইবেন কি না,—সেটা অনিশ্চিত।

ব্রেস্।—(আদালতে ইটনকে পরম সুন্দর দেখিয়াছিলেন, এখন ঐ কথায় একটু কৌতুকী হইয়া) ওঃ ! তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ;—কিন্তু নিজের কাজের জন্য ইটনকে কি নিকাশ দিতে হইবে না ?

পিটার।—তাহা অবশ্য হইবে।

ব্রেস্।—আর্থর ইটন অস্থিরচিত্ততা অথবা বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে খুন করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাই তোমার অভিপ্রায়—

পিটার।—হাঁ, আমার বোধ হয়, উহাই প্রকৃত অবস্থা। এখন আপনি বুঝিয়াছেন, আমি আর মব্ দৈবঘটনায় সেই ছুরীর ফলাখানা বাহির করিয়াছিলাম। মিস্ ফষ্টারের মস্তকে দোষ চাপাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, অবস্থাঘটিত প্রমাণে যদি বেগতিক দাঁড়াইত, তখন আমি তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় অন্বেষণ করিতাম ; কিন্তু তাহা আমাকে করিতে হয় নাই, সরাসরিমতেই কুমারী খালাস পাইয়াছে। দোষী কি নির্দ্দোষী, তাহা না জানিয়াই তাহাকে ধরিতে হইয়াছিল, শেষকালে কুমারীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইয়াছে। মিস্ ফষ্টারের পক্ষে এই পর্য্যন্ত কথা, এখন অপর পক্ষে—

ব্রেস্।—(অকস্মাৎ চমকিয়া বিষণ্ণবদনে) কারোলাইন ওয়াল্টারের কথা তুমি বলিতেছ ? ওঃ ! ঠিক ঠিক ! কেমন করিয়া সেই অভাগিনীকে রক্ষা করিবার আশা তুমি রাখো, কিসে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে, কিছুতেই তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পিটার।—(মতলব হাঁসিল করিতে পারিবে, এইরূপ স্থিরবিশ্বাসে লোকে যেমন গম্ভীরভাবে কথা কয়, সেইরূপ ভাবে ও সেইরূপ স্বরে) সেই

স্ত্রীলোকটিকে আমি রক্ষা করিতে পারিব, এমন অঙ্গীকার কি আমি করি নাই?

ব্রেস্।—অঙ্গীকার করিয়াছ সত্য, কিন্তু—

পিটার।—যদি আমি কারোলাইনকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আরও ৫০০শত গিনী আমি পুরস্কার পাইব, ইহাও কি সত্য নহে?

ব্রেস্।—হাঁ, সে অঙ্গীকার আমি করিয়াছি। সেই ৫০০ শত গিনী অবিলম্বে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিব।

পিটার।—তবে আর আপনি কোন সন্দেহ রাখিবেন না, যে কার্য্যের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি, অবশ্য তাহা সিদ্ধ করিবই করিব, আগামী কল্য রাত্রে আপনি আমাকে ৫০০ শত চক্‌চকে গিনী প্রদান করিবেন, এই কথাই স্থির; কিন্তু আপনাকে আমি জানাইয়া রাখিতেছি, কারোলাইনের বিপক্ষে যে প্রকার প্রবল প্রমাণ, তাহাতে সহজ উপায়ে উহাকে বাঁচানো অসম্ভব।

ব্রেস্।—যে কোন উপায়েই হউক,—সহজে অথবা ছলে কৌশলেই হউক, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না, মেয়েটিকে খালাস করা চাই-ই চাই; কিন্তু আজ কেন ল্যাম্বেথের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাসে সেই মোকদ্দমাটা উঠিল না?

পিটার।—কারণ,—আমার উপর তদারকের ভার অর্পিত আছে, প্রাতঃকালে কারল্টন-প্রাসাদে তদন্ত আরম্ভ, তৎক্ষণাৎ আমি ল্যাম্বেথের আদালতে আমার এক জন অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে পাঠাই, ফরিয়াদীপক্ষকে জানাই, আগামী কল্য আমার তদন্ত শেষ হইবে, অতএব অদ্য কারোলাইনকে হাজির করা হইবে না, কল্য হাজির করা যাইবে।

ব্রেস্।—তবে তুমি কারোলাইনের প্রতি একপ্রকার কঠিন ভাব দেখাইয়াছ।

পিটার।—তাহা না করিয়া কি করি? আমি বো ষ্ট্রীটের প্রধান আফিসার, আদালতের লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য এক প্রকার ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিতে হয়; কিন্তু আপনি ভয় পাইবেন না; এ ক্ষেত্রে যেমন যেমন হওয়া উচিত, ঠিক ঠিক তাহাই হইবে; আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে কারোলাইন ঠিক পলাইবে। আপনার সম্মুখে আমি দাঁড়াইয়া আছি, ইহা যেমন সত্য, যে কথা বলিলাম, তাহাও তেমনি সত্য জানিবেন।

ব্রেস্।—তবে তুমি কারোলাইনের হস্তে ৫০টি গিনী দিয়া, তাহাকে বলিয়া দিও, অবিলম্বে সে যেন এ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে চলিয়া যায়।

পিটার।—আমি কেবল তাহাকে টাকা দিয়াই বিদায় করিব না, দিব্য ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিব। আধা আধা কাজ করা আমার অভ্যাস নয়। (মুখ

ফিরাইয়া রোজ্ ফষ্টারের দিকে চাহিয়া) ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে লইয়া আপনি কি করিবেন ?

ব্রেস্।—(সেই অনাথা কুমারী আবার প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের উপদ্রবে জড়িতা হয়, সেরূপ ইচ্ছা না রাখিয়া) আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিব ; কুমারী ফষ্টার যেখানে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেইখানেই যাইতে দিব।

পিটার।—(জর্জ্জ উড্ফল যখন প্রেমভাব জানাইয়া কুমারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিনতি করিতেছিলেন, পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিয়া) ঐ যুবা ছোকরা ঐ সুন্দরী কুমারীকে যে ভাবে অবলোকন করিতেছে, যে ভাবে মধুর কথা বলিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য উহার ইচ্ছা হইয়াছে।

ব্রেস্।—আহা ! ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক। ঐ যুবাপুরুষ যদি উহাকে বিবাহ করিতে চায়, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক আমার শ্রমার্জ্জিত স্বর্ণমুদ্রার অংশ ঐ সুশীলা কুমারীকে দান করিব, অনাথা যাহাতে জগৎসংসারে সুখী থাকিতে পারে, সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

পিটার।—তবে আমি এখন বিদায় হইলাম। আগামী কল্য সংবাদ লইয়া আমি আপনার নিকট যাইব ; সেই সময় আপনি বাড়ীতে থাকিবেন, একাকিনী থাকিবেন, নির্জ্জনে আমি দেখা করিব।

ঈষৎ হাস্য করিয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "আচ্ছা, কল্য তুমি যাইও, তোমার প্রাপ্য বাকী ৫০০ শত গিনী সেইখানে পাইবে, তাহার অন্যথা হইবে না।"

কুটিল-দৃষ্টিতে পিটার গ্রম্লি ঐ স্ত্রীলোকের মুখপানে চাহিল, তাহাতে বুঝাইল, তাহার চক্ষু যেন বলিতেছে, তুমি আমার মনোমত রমণী।

বিবি ব্রেস্ তাহার মনের ভাব বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া মনে মনে ভাবিল, এইবার এই কদাকার প্রকাণ্ড লোকটা আমার মোহন ফাঁদে পড়িয়াছে।

আরও ১৫ মিনিট কাল সেই গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া উভয়ে গল্প করিল। গ্রম্লি যদি উচ্চ উপাধিধারী রূপবান্ যুবাপুরুষ হইত, তাহার হস্তে যদি সুবাসিত কেমব্রীকের রুমাল থাকিত, বিলাসিনী বিবি ব্রেস্ তাহা হইলে তাহার সেই প্রণয়-দৃষ্টিপাতে হাবভাব দেখাইয়া উৎসাহ দিতে পারিত ; কিন্তু লোকটা অতি কুৎসিত, এই কারণে তাহার ভাবভঙ্গীতে মনে মনে উপহাস করিল মাত্র।

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অল্প নতমস্তকে বিবিকে সেলাম করিয়া পিটার গ্রম্লি সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, বাহির হইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জর্জ্জ উড্ফল একমনে রোজ্ ফষ্টারের সহিত আলাপ

করিতেছিলেন, দরজা-বন্ধের শব্দে তাঁহাদের চমক হইল; তখন তাঁহারা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদবর্ণিত পরামর্শমত কার্য্য করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

গবাক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মাতৃবৎ স্নেহ-মমতা জানাইয়া, কুমারী রোজ্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয় বৎসে! এখন তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ? তোমার মনোরথসিদ্ধিকল্পে আমি এখন তোমার কি কি উপকার করিতে পারি?"

যে ভাবের কথা, যে ভাবের দয়া-প্রদর্শন, তাহা অনুভব করিয়া জর্জ্জ উড্‌-ফলের চিন্তা আসিল। তিনি ভাবিলেন, তবে বুঝি আমার আশা ব্যর্থ হয়। এত দয়া যাহার, তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে কুমারী হয় ত রাজি হইবে না, আবার হয় ত এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে উহারই আবাসে চলিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া উহাঁর বদন বিষণ্ণ হইল।

উড্‌ফলের দিকে কটাক্ষ-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিবি ব্রেসের প্রশ্নে রোজ্‌ উত্তর করিল, "এই ভদ্রলোকটি ইহাঁর নাম জর্জ্জ উড্‌ফল,—এই ভদ্রলোকটি সদয় হইয়া আমার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; ইনি বলেন, ইহাঁর পরি-চিতা একটি সম্ভ্রান্তমহিলার নিকেতনে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।"

কুমারীসুলভ লজ্জা-বিনম্র-বদনে, লজ্জা-বিনম্র-স্বরে কুমারী রোজের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইহা শ্রবণ করিয়া বিবি ব্রেস্ তৎক্ষণাৎ বুঝিল, তবে ইতি-মধ্যে ইহারা একটা মনোমত পরামর্শ স্থির করিয়াছে। সে আরো বুঝিতে পারিল, কুমারী কোথায় কাহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার আশ্বাস পাইয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই সেই সম্ভ্রান্ত-মহিলার নাম ও ঠিকানা অপ্রকাশ রাখিতেছে। বুঝিয়াই বুদ্ধিমতী পোষাকওয়ালী প্রসন্ন-বদনে বলিল, "তোমার উপর অথবা তোমার কার্য্যের উপর কোন কথা কহিবার আমার কোন অধিকার নাই, তাহা আমি বেশ জানি; তোমার কথা শুনিয়া আমার পরমানন্দ হইল; যেখানে গিয়া তুমি সুখে থাকিতে পার, যেখানে গিয়া তুমি সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে পার, সেইখানে যাইতেই তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

পোষাকওয়ালীর দিকে একখানি হাত বাড়াইয়া দিয়া করুণ-বচনে কুমারী বলিল, "বিবি ব্রেস্! উপস্থিত বিষয়ে তুমি আমার উপর যেরূপ দয়া প্রকাশ করিলে, তজ্জন্য আমি আবার তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এখন তবে আমি বিদায় হইলাম।"

কুমারীর মুখের কাছে হেঁট হইয়া, অধরে চুম্বন করিয়া, বিবি ব্রেস্ চুপি চুপি বলিল, বৎসে রোজ! অতীত অপ্রিয় ঘটনাগুলি তুমি ভুলিয়া যাইও।"

অনাথিনী বলিল, "ভুলিব অঙ্গীকার করিয়াছি, সে অঙ্গীকার আমি অবশ্যই পালন করিব।"

প্রিয়-সম্ভাষণ করিয়া বিবি ব্রেস্ বিদায় গ্রহণ করিল। ইত্যগ্রে একখানা ঠিকা-গাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছিল, কুমারী রোজ্‌কে লইয়া জর্জ্জ উড্‌ফল সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

কুমারী যখন পুলিস-কোর্টের নিভৃত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া শকটারোহণ করে, সেই সময় তাহার মধুর মূর্ত্তি-দর্শন-করণাশয়ে রাস্তায় মহা জনতা হইয়াছিল, জনতার লোকেরা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসার ধ্বনি করিতে লাগিল।

গাড়ী গড় গড় শব্দে ছুটিয়া চলিল, রাস্তার ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কুমারী রোজ্‌ যে সময় মার্শনেস্ বেলেগুনের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করে, অনারেবল আর্থর ইটন সেই সময় নিউগেট-কারাগারের একটা অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কারোলাইন ওয়াল্টার

পরদিন বেলা ১টা বাজিবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে হর্স-মঙ্গার লেনের জেলখানার ফটকের সম্মুখে একখানি ঠিকা-গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, দুই জন লোক সেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহারা কে?—পিটার গ্রম্‌লি ও তাহার সহকারী মব্। জেলখানার দেউড়ীর ঘরে তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র সেখানকার পাহারার দ্বারপাল তাহাদিগকে সেলাম করিল।

অতি অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বুঝি সেই ছুঁড়ীটার জন্য আসিয়াছ?—অ্যাঁ?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "হাঁ, সে এখানে কিরূপ ব্যবহার দেখাইতেছে?"

উত্তর।—চুপ করিয়া আছে, কোন কথার উত্তর দেয় না, অবাধ্য। ছুঁড়ী এ দিকে দেখিতে বেশ সুন্দরী, খুব ফুটফুটে, কিন্তু সে যখন কট্‌মট্-চক্ষে চায়, তখন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকা যায় না, গত রাত্রে হাজত-গারদে পাহারা দিবার সময় তাহাকে আমি দেখিয়াছি।

প্রশ্ন।—সে কি তবে একটাও কথা কয় নাই?

উত্তর।—একটাও না;—ভালও না, মন্দও না, কিছুই না। ধাত্রী কন্যা তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে কিন্তু উত্তরও করে না, নড়েও না, তাহার চাউনি দেখিয়া বোধ হয়, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়, তাহা না জানিয়া সে দুই ঠোঁট এক করিবে না, ইহাই তাহার মত্‌লব।

গ্রম্‌লি বলিল, "তাহার কৌতূহল-তৃপ্তির শুভ অবসর শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, সে অদ্যই একটা নিশ্চিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। ফলতঃ তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ,—ইহা আমি তোমাকে ঠিক বলিতে পারি।"

সেই ঘরের ভিতরদিকের একটা দরজা খুলিয়া দ্বারপাল বলিল, "মোকদ্দমা বড় শক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"—এই বলিয়া একজন তাঁবেদারকে ডাকিয়া সে হুকুম দিল, "কারোলাইনকে তাহার কারাকূপ হইতে এখানে লইয়া আইস।"

যাহার প্রতি হুকুম, সে অবিলম্বে কারোলাইনকে সেইখানে লইয়া আসিল,

দ্বারপাল তাহাকে গ্রম্‌লি ও মবের জিম্মা করিয়া দিল। ঠিকা গাড়ীখানা বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, গ্রম্‌লি ও মব্‌ তৎক্ষণাৎ কারোলাইনকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আপনারাও তাহার সম্মুখে বসিল, হুকুম পাইবামাত্র কোচ্‌ম্যান সত্বর হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

কুমারী কারোলাইন ভয়ানক পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তাহার সুন্দর মুখখানি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল, সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণ-নেত্র দুটি যেন অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে নক্ষত্রের ন্যায় ঘুরিতেছিল, আবৃত ওষ্ঠপুটের মধ্যে দন্তে দন্তে বিঘর্ষণ; তাহাতে বুঝাইতেছিল যেন, আত্মপ্রকৃতিতে গৌরব, অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি দুর্জ্জয় কোপ।

হর্শ-মঙ্গার লেনের কারাগারের নিকট হইতে গাড়ী ছুটিবার সময় মিষ্টার গ্রম্‌লি তাহার পাশের দিকের খড়খড়ি খুলিয়া দিল, মব্‌ও নিজের পার্শ্বের খড়খড়ি খুলিল; এই সময় কারোলাইনকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীরস্বরে গ্রম্‌লি বলিতে লাগিল, "মিস্‌ ওয়াণ্টার! এখানে আমাদের বেশীক্ষণ কথা কহিবার সময় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু বলা সম্ভব, তাহাই আমরা বলাবলি করিব।"

কন্‌ষ্টেবলেরা গাড়ীর সম্মুখের আসনে কারোলাইনের সম্মুখে বসিয়াছিল, সংশয়ে সংশয়ে কারোলাইন একবার গ্রম্‌লির মুখের দিকে, একবার মবের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া গ্রম্‌লিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কি বলিতে চাও?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "মিস্‌ ওয়াণ্টার! শোনো আমার কথা,—শুনিতে শুনিতে বাধা দিও না। তোমার মোকদ্দমা বড় শক্ত, নিশ্চয়ই তুমি দায়রা-সোপর্দ্দ হইবে, যদি সোপর্দ্দ হও, নিশ্চয়ই তোমার দোষ সাব্যস্ত হইবে,—তোমার ফাঁসী হইবে।"

কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে—কম্পিত অথচ মৃদুস্বরে কারোলাইন বলিল, "তাহা আমি বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি;—আমার বিপক্ষে অবস্থাঘটিত প্রমাণ যেরূপ দাঁড়াইবে, তাহাতে আমার দোষ সাব্যস্ত হইবে, সাজা লইতেও আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু ভিতরের আসল কথাগুলা আমি প্রকাশ করিতে ছাড়িব না। মস্ত একটা বেশ্যা-নিবাস; ধূর্ত্ত কুট্টনী বিবি ব্রেস্‌ সেই নিবাসের প্রধানা নায়িকা, তাহারই মুরুব্বীগিরীতে ফোর ষ্ট্রীটের ধাত্রী-নিবাসে কারবার চলিত।"

অন্তর্ব্বেদনায় পরিতপ্ত হইয়া কুমারী কারোলাইন ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিল। যদি মরিতে হয়, প্রতিশোধ না লইয়া মরিবে না, ইহাই তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া—একটু থামিয়া কুমারী আবার বলিল,

"অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আমাকে কুপথে আনিয়া, ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে, বিচারালয়ের সমস্ত লোকের সম্মুখে সেই পাপিষ্ঠের নামটা আমি প্রকাশ করিয়া দিব। আমাকে কলঙ্কিনী করিবার ফাঁদে যাহারা যাহারা লিপ্ত, জনসমাজে তাহাদের নামগুলাও সেই কলঙ্কে, সেই নিন্দায়, সেই লজ্জাপঙ্কে আকর্ষণ না করিয়া কদাচ আমি ওল্ডবেলী আদালতের অপমান সহ্য করিয়া জল্লাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব না।"

কুমারীর নয়নে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল; সেই অগ্নি-শলাকা ঐ কন্‌ষ্টেবলদ্বয়ের হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত ভেদ করিল। ত্বরিতস্বরে গ্রম্‌লি বলিল, "কুমারী ওয়াণ্টার! যে সঙ্কল্প তুমি করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর।"

সবিস্ময়ে গ্রম্‌লির বদন নিরীক্ষণ করিয়া কুমারী বলিল, "কি বলিতেছ তুমি? তোমার ও কথার মানে কি?"

পুনর্ব্বার ত্বরিতস্বরে গ্রম্‌লি বলিল, "আমার কথার মানে এই যে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।"

অন্তরে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া, আকস্মিক আশার সঞ্চারে অন্তরানন্দে কারোলাইন প্রতিধ্বনি করিল, "আমাকে রক্ষা করিবে?"

প্রশান্তবদনে গ্রম্‌লি বলিল, "হাঁ, ফাঁসীর দাগ হইতে আমি তোমাকে বাঁচাইব। তুমি দোষীই হও, নির্দ্দোষীই হও, প্রমাণ তোমার বিপক্ষে যতই বলবৎ হউক, আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই, তোমার রক্ষার উপায় আমি অবশ্যই করিতে পারিব।"

তীব্রস্বরে কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার বন্ধু, কি ভাবে এই কথাগুলি তুমি বলিতে পারিতেছ?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "সাধারণের চক্ষে আমি পুলিস-আফিসার, আমার কর্ত্তব্যপালনে আমি বাধ্য, কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে গোপনে ব্যক্তিবিশেষের বন্ধু হইয়া উপকার করিতে পারি।"

বিশ্বস্তভাবে কারোলাইন বলিল, "বুঝিলাম; কিন্তু তোমার কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমার উপকার করিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে কেন?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "তুমি আমার অপরিচিতা সত্য, কিন্তু যথাসাধ্য তোমার উপকার করিতে বিবি ব্রেস্ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন।"

ঘৃণার ভঙ্গীতে কারোলাইন প্রতিধ্বনি করিল, "বিবি ব্রেস্? ওঃ! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি! কেলেঙ্কার প্রকাশ পাইবার ভয়ে বিবি ব্রেস্ আমাকে তুষ্ট করিতে চায়! কেমন, এই কথা নয়?"

গ্রম্‌লি বলিল, "কারণ তুমি জানিতে চাহিও না, বিবি ব্রেসের মনের ভাব

কি,সে তর্কও তুলিও না ; জানিয়া রাখো, বিবি ব্রেস্ সদয় হইয়া তোমার মোকদ্দমা চালাইবার ভার লইয়াছেন; ব্যারিষ্টার সার্পলীকে তোমার অনুকূলে তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন। সার্পলী তোমার জন্য যথাশক্তি সোয়াল-জবাব করিবেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাহা ঘটে ঘটিবে, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এখন তুমি অঙ্গীকার কর, যাহা যাহা আমি বলিয়া দিব, ঠিক ঠিক তাহাই তুমি করিবে।"

পুনরায় কারোলাইনের অন্তরে আশার সঞ্চার হইল ; ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথায় সম্মত হইলে তুমি আমাকে নিরাপদে রক্ষা করিবে, ইহা তোমার মনোগত অভিপ্রায় ?"—প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল প্রাণের মায়ায় বাঁচিয়া থাকিতে কুমারীর সাধ নয়, যে প্রতিশোধ-পিপাসা তাহার অন্তরে অন্তরে বলবতী, সেই পিপাসা-শান্তির নিমিত্তই বাঁচিয়া থাকিবার একান্ত বাসনা।

সঙ্কল্পিত-স্বরে গ্রম্‌লি বলিল, "যে পথ আমি নির্দ্দেশ করিব, ঠিক সেই পথে চলিও, তাহা হইলেই তোমার নিরাপদের জন্য আমি দায়ী থাকিব, তাহা না হইলে তোমাকে আমি রক্ষা করিতে পারিব না।"

কারোলাইন বলিল, "আমাকে কি কি করিতে হইবে, বল, আমি তোমার বশীভূত হইয়া তোমার উপদেশমত কার্য্য করিব।"

গ্রম্‌লি বলিল,"প্রথম কথা এই যে, আমার সহকারী এই মব্ যদি আদালতে সাক্ষিমঞ্চে দাঁড়ায়, তাহা দেখিয়া তুমি চমকিয়া যাইও না, মব্ যদি সম্ভবতঃ তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহাতেও তুমি ভয় পাইও না। কেন না, আমাদের কার্য্যই ঐ রকম ; সাক্ষ্য দিবার সময় সাপক্ষে না বলিয়া আমরা বিপক্ষেই বলি। তাহা না বলিলে ভবিষ্যতে আমাদের উপর সন্দেহ দাঁড়ায়, মোকদ্দমা খারাপ হইয়া যায়। তোমার সম্বন্ধে যদি সেইরূপ হয়, আমরা তজ্জন্য দোষভাগী হইব না।"

কারোলাইন বলিল, "আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

গ্রম্‌লি বলিল, "শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। ঘটনাসূত্রে আমার মতন একজন সরলচিত্ত লোক তোমার সহায় হইয়াছে, সে জন্য তোমার গ্রহদেবতাগণকে তুমি ধন্যবাদ দেও। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আজ রাত্রি ৯টার পূর্ব্বে তুমি নিরাপদে মুক্তিলাভ করিবে। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, অভিযোগপক্ষের সাক্ষিগণের জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তোমার জবাব চাহিবেন, তখন তুমি খুব সাহসে জোর করিয়া বলিও, তুমি নির্দ্দোষী।"

সক্রোধে সগৌরবে কারোলাইন বলিয়া উঠিল, "যথার্থই আমি নির্দ্দোষী।"

নাট্যাভিনয়ের রঙ্গভূমিতে যে ভাবের তালিম দেওয়া হয়, সেইরূপ ধীর-ভাবে গ্রম্‌লি বলিল, "ঐরূপ হওয়াই চাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ঠিক ঐরূপেই কথা কহিও। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ তুমি কি দিতে পার, তখন তুমি সাফাই দিও না; ব্যারিষ্টার সার্পলীও বোধ হয়, তোমাকে সাফাই দিতে নিষেধ করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে তখন তুমি বলিও, যেখানে খুন হইয়াছে, ফোর ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীতে তিনি যদি তোমাকে যাইতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে পুলিসের যে কনষ্টেবল তোমার সঙ্গে যাইবে, তাহাকে তুমি সেইখানে তোমার নির্দ্দোষিতার আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখাইতে পারিবে। কেমন, আমার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারিবে কি না? পূর্ণ-সাহসে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কথা কহিতে পারিবে কি না? এখন তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যেমন নির্দ্দোষী বুঝাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখাইতে পারিবে কি না?"

কারোলাইন উত্তর করিল, "বেশ পারিব। বেশী কথা কি, পরমেশ্বর সাক্ষী, প্রকৃত পক্ষে যদি আমি নির্দ্দোষী না হই, তবে এখনই আমার মরণ হওয়া মঙ্গল। এখন বল দেখি, শেষকালে আমাকে আর কি করিতে হইবে?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "তাহার পর যাহা করিতে হইবে, সে ভার আমার। যাহা যাহা আমি বলিলাম, তাহাই তুমি করিও, তাহাই তুমি বলিও। হাঁ, আর একটা কথা বলিয়া রাখি। বিবি ব্রেস্‌ তোমার হিতৈষিণী, তোমাকে ৫০টি গিনী দিতে তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন; তাহা আমি তোমাকে দিব। মনে রাখিও, তোমার সতীত্বনাশকের প্রতি, বিবি ব্রেসের প্রতি, অথবা মৃত ধাত্রী লিন্‌লের প্রতি তোমার প্রতিহিংসাসাধনের বাসনা, আদালতে সে সব কথার ছন্দাংশও প্রকাশ করিও না; যদি কর, তাহাতে কোন শুভফল হইবে না, বরং বিপরীত হইবে। ফোর ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য তুমি যে প্রার্থনা করিবে, প্রতিহিংসার আভাস পাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কদাচ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না। বাস্‌, বাস্‌, আর না;—ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর নিকটে আমরা উপস্থিত হইয়াছি।"

পিটার গ্রম্‌লির শেষ কথাগুলি শেষ হইবামাত্র গাড়ীখানা সেইখানে থামিল। সম্মুখেই ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী।

যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, সে সময় ইংলণ্ডের রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে দস্তুরমত স্বতন্ত্র পুলিস-কোর্ট ছিল না, প্রত্যেক এলাকার জষ্টিস্‌ অব্‌ দি পিসের নিজ নিজ বাড়ীতেই আসামীগণকে হাজির করা হইত,

সেইখানেই জবাবাদি গ্রহণ করা হইত। বাড়ীর মধ্যে একটা প্রশস্ত গৃহে এজ্‌লাস বসিত, সেই গৃহেই জনতা হইত, বো-ষ্ট্রীট্-পুলিসে যেমন আসবাব ও ছবি ইত্যাদি থাকে, সেই গৃহেও সেইরূপ থাকিত। সেই এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিজ বাড়ীতে কারোলাইনের মোকদ্দমা। ঘড়ীতে ঠিক একটা বাজিল, সেই সময় কারোলাইনকে সেই গৃহে হাজির করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ছোট ছোট মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল।

বিচারগৃহে বহু লোক একত্র। পিটার গ্রম্‌লি যে সময় কারোলাইনের হাত ধরিয়া কাঠগড়ার উপর তুলিতেছিল, কারোলাইন যখন ধীরপদবিক্ষেপে কাঠগড়ার সোপান অতিক্রম করিতেছিল, সে সময় দর্শকগণের সকলেরই চক্ষু তাহাদের দিকে বিনিক্ষিপ্ত। ব্যারিষ্টার সার্পলী ম্যাজিষ্ট্রেটের পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, গ্রম্‌লিকে দেখিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া তিনি একবার ধীরে ধীরে মস্তক-সঞ্চালন করিলেন। যে সকল লোক ফৌজদারী মোকদ্দমা দেখিতে যায়, তাহাদের অধিকাংশই মানুষের মন্দপ্রকৃতি আলোচনা করে; ঐ দিন ঐ স্থানে সেইরূপ দলের যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা কারোলাইনকে দোষী স্থির করিয়া লইল; অতি অল্প লোক মানবপ্রকৃতির গুণের পক্ষপাতী, তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, 'এই মেয়েটি কোন কুচক্রের আসামী, যথার্থ অপরাধিনী নহে।'

কারোলাইন একবার চকিতনেত্রে বিচারালয়ের চতুর্দ্দিকে কটাক্ষনিক্ষেপ করিল, তাহার কোন পরিচিত লোক কিংবা চেনা লোক সেখানে আছে কি না, তাহাই জানা তাহার উদ্দেশ্য। দেখিল, মৃত ধাত্রী লিন্‌লের দুই জন দাসী একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, খুনের রাত্রে যে কন্‌ষ্টেবলেরা তাহাকে হেঁপাজাতে লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন কন্‌ষ্টেবল ঐ দাসীদের কাছে উপবিষ্ট। চতুর পাহারাওয়ালাদের ঐরূপ অভ্যাস।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার মোকদ্দমা তুলিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? বয়স কত? পেশা কি?" কারোলাইন ধীর-বিনম্র-স্বরে ঐ তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর ব্যারিষ্টার সার্পলী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি ঐ আসামীর পক্ষে সওয়াল-জবাব করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি।"

পিটার গ্রম্‌লির ইঙ্গিতে মৃত ধাত্রীর এক জন দাসী সাক্ষিমঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দস্তুরমত হলফ করিয়া বলিতে লাগিল, "দ্বাদশ বৎসর যাবৎ মৃত মিসেস্ লিন্‌লের কাছে আমি চাকরী করি, তিনি ধাত্রী ছিলেন, যে সকল স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়া নির্জ্জনে গুপ্তভাবে প্রসব করিতে অভিলাষিণী হইত তাহারা

ঐ ধাত্রী-নিবাসে আসিয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিত; এই মোকদ্দমার আসামী মিস্ কারোলাইন সেই ভাবে সেইখানে আসিয়া কিছু দিন ছিল। কয়েক সপ্তাহ হইল, আমরা সকলে বুঝিতে পারিলাম, ঐ কারোলাইনের প্রকৃতি বড় উগ্র; বিশেষ লিন্‌লের প্রতি ঐ কারোলাইন অতিশয় বিদ্বেষভাব দেখাইত;—প্রসবকালে যে ডাক্তার উহাকে প্রসব করাইতে আসিয়াছিলেন, তিনিও উহার তাদৃশ বিদ্বেষভাব দেখিয়া বিস্তর ভৎসনা করিয়া গিয়াছেন।"

কারোলাইন এতক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়াছিল, সাক্ষীর ঐ সকল কথা শুনিয়া, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিতেছিল, "সেই লিন্‌লের প্রতি কেন আমার ঘৃণা, তাহা যদি আপনি আমার মুখে—"

বাধা দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এখন তুমি চুপ কর, একটু পরেই আমি তোমার কথা শুনিব।"

কারোলাইন থামিয়া গেল; পুনর্ব্বার নতমুখী হইবার অগ্রে ক্রুতকটাক্ষে সে দেখিতে পাইল, ব্যারিষ্টারের চক্ষু যেন তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। সত্যই তিরস্কার। কেন না, কুমারী আপন মুখে মৃত ধাত্রীর প্রতি ঘৃণার ভাব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ব্যারিষ্টারের মনে ভয় হইয়াছিল; তিনি ভাবিয়াছিলেন, বুদ্ধির দোষে এই কুমারী নিজেই নিজের মোকদ্দমা মাটী করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারোলাইন সেই ভাব বুঝিয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া অধোমুখী হইল।

সাক্ষী আবার বলিতে লাগিল, "যে রাত্রে খুন হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রে মৃত ধাত্রীর সহিত কুমারী ওয়াল্টারের কোন প্রকার কলহ হইয়াছিল, এইরূপ আমার বিশ্বাস। কেন না, সেই রাত্রে মিসেস্ লিন্‌লে ঐ কারোলাইনকে উহার নিজের শয়নঘরে চাবীবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পরদিনও কারোলাইন সেই ঘরে সেই ভাবে কয়েদ ছিল। দিবা-রাত্রে দুইবার আমি উহার ঘরে খাবার দিতে যাইতাম, যখনই গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, কুমারী ওয়াল্টারের মেজাজ ভারী গরম, জোরে-জোরে কপালে করাঘাত করিয়া ধাত্রী লিন্‌লেকে আর নিজের সতীত্বনাশককে গালাগালি দিতেছে, বিড় বিড় করিয়া উহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য শাসাইতেছে। কিন্তু কে উহার সতীত্বনাশক, তাহার নাম বলে নাই, একদিনও আমি সে নামটা শুনি নাই। যে রাত্রে খুন হয়, সেই রাত্রে ৯টার পূর্ব্বে আমি উহার ঘরে খাবার সামগ্রী লইয়া যাই, টেবিলের উপর খুঞ্চেখানি রাখিয়া, উহাকে সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসি, ধাত্রীর আদেশে বাহির হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করি। রাত্রি এগারটা বাজিবা

১৫ মিনিট থাকিতে আমি ও আর একজন দাসী একসঙ্গে ধাত্রীর ঘরে ছিলাম। তিনি আমাদের উভয়কে বলেন, তোমরা শয়ন কর গিয়া, আমি আরো খানিকক্ষণ এইখানে বসিয়া থাকিব। আমরা তাঁহাকে সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আমরা উভয়েই এক ঘরে শয়ন করি, উভয়েই ঘুমাইয়া ছিলাম, রাত্রি প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটের সময় একটা শব্দ শুনিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠি; শব্দটা কি, ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কে একজন যেন নীচে হইতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে ছুটিয়া যাইতেছে, এইরূপ অনুমান। আমরা দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম, শুনিলাম, ম্যাও ম্যাও করিয়া বিড়াল ডাকিতেছে, যেন কি ভয় পাইয়া কাঁদিতেছে; শুনিয়াই আমি ভাবিলাম, কি একটা অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমরা উভয়েই শীঘ্র শীঘ্র সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম, যখন আমরা কারোলাইনের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাই, তখন দেখিলাম, সেই ঘরের দরজা খোলা। চাবী দেওয়া দরজা কিরূপে খোলা হইল, তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমরা সরাসর নিম্নতলে ছুটিয়া চলিলাম; গিয়াই সম্মুখে দেখিলাম, কারোলাইন ওয়াণ্টার বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া যেন পাগলের মত ছুটিয়া যাইতেছে। উপরদিকে চাহিয়া দেখিয়াই কারোলাইন ভয়ানক চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আমার সঙ্গিনী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি ছুটিয়া ধাত্রীর ঘরে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, ধাত্রীকে কে খুন করিয়াছে,—রক্তে মাখামাখি! দেখিয়াই আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলাম, বার বার উচ্চকণ্ঠে কহিলাম, 'খুন! খুন! খুন!'—তাহার পর কন্‌ষ্টেবলেরা আসিল, মূর্চ্ছিতা কারোলাইনকে আপনাদের হেপাজাতে লইল।"

দ্বিতীয় দাসীও ঠিক ঠিক ঐরূপ বয়ানে জবানবন্দী দিল। যে ডাক্তার সাহেব কারোলাইনকে প্রসব করাইয়াছিলেন, তিনিও শপথ করিয়া বলিলেন, "কারোলাইন অত্যন্ত উগ্র-প্রকৃতি, ধাত্রী লিন্‌লের প্রতি তাহার হিংসা ও ঘৃণা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।" সেই ডাক্তার সাহেব ধাত্রীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "তীক্ষ্ণধার ছোরার আঘাতে খুন; ছোরাখানা সজোরে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু।"

জেরার সওয়ালে সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন বলিয়া মিঃ সার্পলীর সর্ব্বত্র সুনাম; প্রত্যেক সাক্ষীকে তিনি রীতিমত জেরা করিলেন, কিন্তু প্রথমে তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তাহার একটি কথারও খেলাপ করাইতে পারিলেন না।

পিটার গ্রম্‌লি অতঃপর তাহার সহকারী মব্‌কে সাক্ষিমঞ্চে দাঁড় করাইল, মব্ হলফ করিয়া বলিল, "আমার উপরওয়ালার আদেশ অনুসারে গত কল্য

প্রাতঃকালে আমি ফোর ষ্ট্রীটে মৃত ধাত্রীর বাড়ীতে তদন্ত করিতে গিয়াছিলাম, এই আসামী মিস্ কারোলাইন যে ঘরে থাকিত, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, দরজার চাবী-তালা কৌশলে ভিতর হইতে একটা প্যাচকল ঘুরাইয়া খোলা হইয়াছে।"

সাক্ষিমঞ্চ হইতে মব্ নামিয়া আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এই মোকদ্দমা কল্য উঠিয়াছিল, পুলিসের লোকেরা অন্য কোন নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, এইরূপ অবসর দিয়া অদ্য আবার দিনস্থির করা হইয়াছিল।"

গ্রম্‌লি বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি যতদূর শ্রবণ করিলেন, তাহাই যথেষ্ট, এখন আপনি আসামীকে দায়রা-সোপর্দ্দ করিতে ইচ্ছা করেন কি না, এ মোকদ্দমা জজের বিচারের যোগ্য কি না, বিবেচনা করুন।"

মিষ্টার সার্পলীকে সম্বোধন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন আপনার মক্কেলের অনুকূলে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন কি না?"

সার্পলী উত্তর করিলেন, "ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে আমি আসামীর পক্ষে সাফাই দিব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন আপনি কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করুন, কি কারণে তাহাকে খুনের অপরাধে বিচারার্থ দায়রা-সোপর্দ্দ করা হইবে না?"

কারোলাইন এই সময় দ্রুতকটাক্ষে গ্রম্‌লির মুখপানে চাহিল, তাহার বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার মনে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, গ্রম্‌লির নয়নের সরলতা-পূর্ণ-উৎসাহ-সূচক ভঙ্গী দর্শনে সে সন্দেহ দূর হইয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া ধীরগম্ভীর-স্বরে কারোলাইন বলিল, "আপনি যদি শ্রবণ করেন, আমি কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

আবার যেন কি ভয় পাইয়া মিঃ সার্পলী গুন্ গুন্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা আবার বুঝি নিজের বিপদ্ ডাকিয়া আনিতেছে!"

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কুমারী দৃঢ়সঙ্কল্পে—উচ্চকণ্ঠে নারীসুলভ সম্ভ্রমে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার সম্মুখে এবং এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অবিচারে আমার নামে যে কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে আমি নির্দ্দোষী,—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী!"

বিচারক অবধি বিচারালয়ের লোকেরা পর্য্যন্ত সকলেই নিস্তব্ধ। কুমারী আবার বলিতে লাগিল, "আর আমার একটিমাত্র কথা,—কেবল একটিমাত্র কথা আমি বলিতে চাই। গুহ্য ব্যাপারের আবরণে আর আমি সংশয়ে সংশয়ে

এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আপনি শুনিয়াছেন, ধাত্রী লিন্‌লে তাহার বাড়ীতে একটা ঘরে আমাকে চাবী' বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার সহিত আমার কোন প্রকার কলহ হয় নাই। কথা এই যে, তাহার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে আমার সঙ্কল্প হইয়াছিল; আমাকে যাইতে দিবে না বলিয়া মিসেস্ লিন্‌লে আমার বস্ত্রাদি ও টাকাগুলি আপন বৈঠকখানায় লুকাইয়া রাখিয়া প্রকৃতপক্ষে আমাকে কয়েদ করিয়াছিল। আমি তখন কি করি? চুপি চুপি পলায়ন করিবার ইচ্ছা হয়, ঘরের ভিতর হইতে চাবী-তালা খুলিয়া ধাত্রীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করি; যে আলমারীতে ধাত্রী আমার বস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিল,—সেই আলমারীটা ভাঙ্গিয়া, আমার জিনিসগুলি বাহির করিয়া লওয়া আমার মত্‌লব ছিল; কিন্তু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই দেখি, ধাত্রী খুন! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে মানসিক যন্ত্রণায় আমি অধীর হইয়া পড়ি; দ্রুত ছুটিয়া পলাইতেছিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুমারী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, বিচারগৃহের পূর্ব্ব-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল না।

কুমারী হঠাৎ চঞ্চলস্বরে আবার বলিয়া উঠিল, "আমি নির্দ্দোষী, স্পষ্টাক্ষরে তাহা আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব।"—তাহার এই কথায় দর্শকেরা সবিস্ময়ে মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কুমারী আবার বলিল, "অবসর পাইলে এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া দিব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কিরূপ অবসর তুমি চাও?"

কুমারী উত্তর করিল, "যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, আর একবার আমি সেই বাড়ীতে যাইবার অনুমতি চাই। যে কন্‌ষ্টেবল আমার সঙ্গে সেখানে যাইবে, অভ্রান্তরূপে তাহাকে আমি বিশেষ প্রমাণে বুঝাইয়া দিব, অপর লোকে খুন করিয়াছে। সেইরূপ প্রমাণ পাইলেই আপনি আমাকে নির্দ্দোষী স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে প্রমাণের কথা তুমি বলিতেছ, তাহা সংগ্রহের নিমিত্ত উপযুক্ত উপদেশ দিয়া এক জন কন্‌ষ্টেবলকে সেইখানে পাঠাইতে পার না কি?"

কুমারী উত্তর করিল, "না,—তাহা হইতে পারে না। সেখানে আমার নিজের যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

কি করিবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সহসা তাহা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; সেরেস্তাদারের সহিত চুপি চুপি ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া, অবশেষে হেডকন্‌ষ্টে-

বক্সের দিকে চাহিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার গ্রম্‌লি! আসামী যে প্রার্থনা করিতেছে, সে বিষয়ে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "হুজুরের সাক্ষাতে সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করা উচিত হয় না। তবে কি না, হুজুর যদি আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত এ মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অর্দ্ধ-প্রশ্ন ও অর্দ্ধ-হুকুমের স্বরে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তুমি কি ইতিমধ্যে আসামীকে লইয়া ফোর ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীতে যাইতে পার?"

বিচারকের উপরেই যেন সমস্ত দায়িত্ব থাকে, এইরূপ ভাব জানাইয়া গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "হুজুরের হুকুম তামিল করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তবে আগামী কল্য বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা মুলতুবী রহিল।"

"ভিড় ভাঙো, ভিড় ভাঙো।" বলিয়া চাপরাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, এক দরজা দিয়া কারোলাইনকে লইয়া গ্রম্‌লি ও মব্‌ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিল। সেইখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কারোলাইন একটু সুস্থ হইবে, এই জন্য তাহার সম্মুখে খাদ্য-পানীয় ধরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় গ্রম্‌লি বলিল, "বাহবা মিস্‌, বাহবা! অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছ। আমি যেরূপ শিখাইয়া দিয়াছিলাম, যদিও তাহা অপেক্ষা তুমি কিছু বেশী বলিয়াছ, তাহা হউক, আমাদের মত্‌লব হাঁসিল হইয়াছে, সেই কথাই আসল কথা।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া, মুখ বাঁকাইয়া সে বলিল, "আদালতের সময়টা খুব শীঘ্র শীঘ্র ছুটিয়া যায়। এখন ৬টা বাজিয়াছে, সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত আমরা এইখানে থাকিব, রাস্তার ভিড় কমিয়া যাউক, সেই সময় আমরা তিন জনে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া ফোর ষ্ট্রীটে যাইব।"—কুমারীকে এই সকল কথা বলিয়া, সহকারীর দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে মব্‌। সে দিকের খবর কি? কয়টার সময় নৌকা প্রস্তুত থাকিবে?"

মব্‌ উত্তর করিল, "ঠিক ৯টা বাজিবার এক কোয়াটার পূর্ব্বে।"

নৌকার নাম শুনিয়া কারোলাইনের মনে কেমন এক প্রকার আতঙ্ক আসিল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা কেন? আমার পলায়নের জন্য তোমরা কি নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছ? ওঃ! তাহাই যদি হয়, তবে তোমরা আমাকে কোথায় পাঠাইয়া দিবে?"

আশ্বাস দিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "ভয় পাইও না, নৌকা আমাদের দরকার আছে, ইহা সত্য, তোমাকে সেই নৌকায় উঠিতে হইবে, তাহাও সত্য, তোমার

যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই তুমি নামিয়া যাইতে পারিবে, কেহই নিষেধ করিবে না, কেহই বাধা দিবে না। এখন আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"—কুমারীকে গ্রম্‌লি এই বলিয়া শান্ত করিয়া, মব্‌কে বলিল, "চুরুট ধরাও, ধোঁয়া উড়াইয়া আরাম করা যাউক, আর ঐ ডিকাণ্টারে মেজেষ্টার সাহেবের এল সরাপ আছে, আইস, উহা একটু লইয়া ঠোঁট ভিজাই; সময়টা কাটাইতে হইবে।"

গৃহমধ্যে অগ্নিকটাহে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কন্‌ষ্টেবলেরা সেই অগ্নির উত্তাপে বসিয়া চুরুট খাইতে আরম্ভ করিল, কারোলাইন এ দিকে গভীর চিন্তায় নিমগ্না; যাহা হইয়া গেল, সেই চিন্তা, ভবিষ্যতে আজ আবার কি হইবে, সেই চিন্তা তখন তাহার অন্তরে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুনর্ব্বার ধাত্রীর বাড়ী

ল্যাম্বেথের আর্চ্চবিশপের বাড়ীর ঘড়ীতে ৮৷৷০টা বাজিল, গ্রম্‌লি ও মব্‌ ঠিক সেই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর পশ্চাদ্দ্বার দিয়া কারোলাইনকে বাহির করিয়া আনিল।

খুনের রাত্রে কন্‌ষ্টেবলেরা এত তাড়াতাড়ি কারোলাইনকে ধরিয়া আনিয়াছিল যে তাহার পরিহিত সামান্য পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছু অঙ্গাবরণ লইবার অবসর দেয় নাই; সুতরাং তাহার টুপী ও শাল সঙ্গে ছিল না। গ্রম্‌লি অথবা মব্‌ এতক্ষণ তাহা দেখে নাই; ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী হইতে খানিক দূর আসিয়া কুমারী রাত্রিকালীন শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতে লাগিল, তদ্দর্শনে গ্রম্‌লি বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! এ কি বিপদ্‌! কুমারী একে অনাহার, তাহার উপর এই অবস্থা, মারা যাইবে না কি?"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মব্‌ বলিল, "অনাহার?—কেন?—উহার খাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রুটী ও চা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কি খায় নাই?"

বস্তুতঃ কুমারীর তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে সকল খাদ্যসামগ্রী স্পর্শ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই, মব্‌ তাহা জানিত না।

গ্রম্‌লি বলিল, "একেবারে অনাহারের কথা আমি বলি নাই, আমি বলিতেছিলাম, শীতের প্রতাপে দাঁতকপাটি লাগিয়া মারা যাইতে পারে।"

দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া কুমারী বলিল, "না না, ভয় পাইও না, ভয় নাই। শীঘ্রই আমরা ঠিকানায় পৌঁছিব, সেখান হইতে গরম কাপড় ও খাবার সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিব।"

কুমারীর হাত ধরিয়া, গতিবেগ বাড়াইয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তবে এসো!"

দ্রুত চালতে চলিতে কুমারীর শীত একটু কমিয়া আসিল, সরলভাবে শরীরে রক্ত-চলাচল হইতে লাগিল।

দশ মিনিটের মধ্যে তাহারা তিন জনে ফোর ষ্ট্রীটে ধাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যে দুই জন দাসী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে কারোলাইনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

কারোলাইনকে দেখিয়াই দাসীটা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো! যে বাড়ীর সকলকে তুমি কাঁদাইয়া গিয়াছ, সেই বাড়ীতে আবার আসিয়াছ?"

দাসীর হস্তে একটা জ্বলন্ত বাতী ছিল, সে যখন কারোলাইনকে ঐ কথা বলে, তখন সেই সময় বাতীর আলোটা কারোলাইনের মুখের উপর পতিত হইল।

দাসীর দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে—তীব্র অথচ গম্ভীর-স্বরে কারোলাইন বলিল, "চুপ করিয়া থাকো. ওরূপ কথা কহিও না, আমি নির্দ্দোষী।"

মুখের ভাব দেখিয়া ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাসী মনে মনে ভাবিল, সত্যই নির্দ্দোষী হইতে পারে।"

গ্রম্‌লি বলিল, "হাঁ, চুপ করিয়া থাকো ; যে কাজ করিতে আমরা আসিয়াছি, তাহাতে বাধা দিও না, সাবধান, কটুকথা বলিও না, সদর দরজা বন্ধ কর " দাসীকে এই কথা বলিয়া কারোলাইনকে গ্রম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ঘরে তুমি যাইতে চাও ?"

মব্ সেই সময় কারোলাইনের কাণে চুপি চুপি বলিয়া দিল, "যে ঘরে তুমি থাকিতে, সেই ঘরেই যাইতে চাও, এই কথা বল।"

এত শীঘ্র শীঘ্র এত চুপি চুপি ঐরূপ উপদেশ যে, দাসী তাহার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ইঙ্গিত-অনুসারে কারোলাইন তৎক্ষণাৎ গ্রম্‌লির প্রশ্নে উত্তর করিল, "যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘরেই যাইব। আর একটি কথা,—আমি আর এই কন্‌ষ্টেবলেরা ভিন্ন আর কেহ সেই ঘরে থাকিতে পাইবে না, যাইতেও পাইবে না।"

এই শেষ কথাটি মব্ শিখাইয়া দেয় নাই, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কুমারী ঐ কথা বলিয়া রাখিল।

মব্ চুপি চুপি বলিল, 'বেশ !'

গ্রম্‌লি বলিল, "তবে চল।"—সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই গ্রম্‌লি সেই দাসীকে বলিল,"তোমার বাতীটা আমাকে দেও।"—বলিয়াই দাসীর হস্ত হইতে বাতীটা আপন হস্তে লইল, লইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বৃদ্ধা ধাত্রী যে বৈঠকখানায় খুন হইয়াছে, সে বৈঠকখানা কোন্ দিকে ?"

দাসী উত্তর করিল, "ঐ সেই বৈঠকখানা ; কিন্তু তুমি সেই মৃতদেহ এখন দেখিতে চাও না বোধ হয় ?"

গ্রম্‌লি বলিল, "না,—সে দেহ আমি দেখিতে চাই না। চল মিস্, পথ দেখাও, যে ঘরে তুমি থাকিতে, সেই ঘরে চল, আমি আর মব্ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।"

কারোলাইন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, পশ্চাতে দুই জন পুলিস

কন্‌ষ্টেবল। যে বাড়ীতে মৃতদেহ থাকে, সে বাড়ীতে নানা প্রকার বিভীষিকা দৃষ্ট হয়, বাড়ীর বাতাস দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ; তিন জনের পদভরে সোপানগুলা যেন ফাটিয়া যাইতেছে, এইরূপ কুলক্ষণ বোধ হইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তাহারা উপরের চাতালে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী নিস্তব্ধ; ঐ তিন জনের পদশব্দ ভিন্ন কোন দিকে আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। যে সকল স্ত্রীলোক পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে বাসা লইয়া বাস করিত, খুনের পরদিন প্রাতঃকালেই তাহারা বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

কারোলাইন পূর্ব্বে যে ঘরে থাকিত, অল্পক্ষণের মধ্যেই কন্‌ষ্টেবলদ্বয়ের সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিল; মব্ তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিবে, কারোলাইন এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিল, ফল কিরূপ হইবে, সেই সংশয়ে অধীরা হইয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "ভয় পাইও না, মুহূর্ত্তমধ্যেই সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবে।"—কুমারীকে এইরূপ অভয় দিয়া মব্‌কে বলিল, "বাহিরে কি আছে, দেখো।"

নিঃশব্দে একটা জানালা খুলিয়া মব্ তৎক্ষণাৎ বাহিরদিকে মুখ বাড়াইয়া ও দিক ও দিক্ চাহিয়া দেখিল।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার; জানালার নীচেই টেমস্ নদী বহমানা। নদীতে তখন পূর্ণ জোয়ার, জলরাশি বায়ু-হিল্লোলে প্রবল-বেগে তরঙ্গিত হইতেছে।

বাতী হস্তে ধরিয়া পিটার গ্রম্‌লি ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল, মব্ তখনও সমভাবে গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া নদীবেগ দর্শন করিতেছিল। কারোলাইনের হৃদয় এই সময় কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিল, সভয়-নয়নে একবার মবের দিকে, তৎক্ষণাৎ আবার মুখ ফিরাইয়া গ্রম্‌লির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া মব্ বলিল, "সব ঠিক। নৌকাখানা ১০।১২ গজ দূরে রহিয়াছে।"

গবাক্ষের দ্বার তখনও উন্মুক্ত; সেই দিকে সাতঙ্ক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সভয় কণ্ঠে কারোলাইন বলিয়া উঠিল, "আবার নৌকা?"

স্থিরসঙ্কল্পে ত্বরিত-স্বরে গ্রম্‌লি বলিল, "এইবার,—এইবার! কুমারি! এইবার তোমার পলায়নের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। মনে করিয়া দেখ, বিচারালয়ে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ; তোমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহের

ছল করিয়া আমাকে ও আমার এই সঙ্গীকে এইখানে আনিয়াছ। আমরা এখন তোমার নিরাপদের জন্ম পন্থা দেখিতেছি।" এই বলিয়া আর একটা গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গ্রম্‌লি আবার বলিল, "এখন তোমাকে কি করিতে হইবে, বলি, শোনো। শীঘ্র শীঘ্র ঐ গরাদে-শূন্য গবাক্ষটা খুলিয়া ফেলো, দেখিও, যেন শব্দ হয় না,—আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলো;—খুলিয়াই গবাক্ষপথ হইতে লম্ফ দিয়া টেমস্ নদীর জলে ঝাঁপ দেও।"

হস্তে হস্ত পেষণ করিয়া, কাতরবচনে মিনতি করিয়া কারোলাইন বলিয়া উঠিল, "ওঃ! কি ভয়ানক কথা! তোমরা কি আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে?"

পুনর্ব্বার সাহস দিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "অবোধের মত কথা কহিও না। আমি তোমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে বলিতেছি। কেন জানো,—রাত্রি-প্রভাত হইলে কল্য আর আমরা তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না; যাহা করিতে হয়, এই রাত্রের মধ্যেই করিতে হইবে। নদীর জলে ঝাঁপ দেও। লণ্ডনের সমস্ত লোক মনে করিবে, ফাঁসী এড়াইবার মতলবে তুমি জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছ। ঝাঁপ দেও,—ঐ গবাক্ষের নীচেই নদী দেখিতেছ,—অতি নিকটে নৌকা;—তুমি ঝাঁপ দিয়া পড়িবামাত্র নৌকার লোকেরা তোমাকে তুলিয়া লইয়া নৌকায় বসাইবে, শীঘ্র শীঘ্র দাঁড় টানিয়া বহুদূরে লইয়া যাইবে। তুমি ডুবিয়া মরো নাই, অতি অল্প লোকেই তাহা জানিবে। কাহারা সেই অল্প লোক, তাহাও জানিয়া রাখো। আমি জানিলাম, মব্ জানিল, আর নৌকায় যাহারা আছে, তাহারা জানিবে। বুঝিয়াছ?—নৌকায় যাহারা আছে, তাহাদিগকে তুমি চিনিতে পারিবে না, কেহই পারিবে না। তাহারা সকলেই ছদ্মবেশী। কেবল পরিচ্ছদে ছদ্মবেশ নহে, গোঁফ-দাড়ীতে ছদ্মবেশ নহে, সকলের মুখেই রং মাখা। ঝাঁপ দেও, ঝাঁপ দেও, আর বিলম্ব করিও না।"

এই সকল কথায় কারোলাইনের পূর্ব্বভয় দূর হইল, সহজ বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। কারোলাইন তখন সাহসে ভর করিল; গ্রম্‌লিকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া, শত শত সাধুবাদ দিয়া ভক্তিভাবে তাহার করমর্দ্দন করিল।

গ্রম্‌লি বলিল, "তুমি সুখী হইবে, কিন্তু সাবধান, আবার যেন ধরা না পড়ো। হাঁ, ভাল কথা,—বিবি ব্রেস্ তোমাকে ৫০টি গিনী দিতে বলিয়াছেন, এই লও সেই ৫০ গিনী।"—এই বলিয়া কুমারীর হস্তে টাকাগুলি দিবার উপক্রম করিতেছিল, হাত গুটাইয়া লইয়া কুমারী বলিল, "না না, আমি উহা লইব না, তুমিই লও, তুমিই রাখিয়া দেও।"

গ্রম্‌লি বলিল, "না,—আমি লইব না;—তোমাকে ধন্যবাদ, তুমিই লও, এ

কাজের জন্ত আমি যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছি। আমি ভদ্রলোক, সোজা পথ ভালবাসি, আমার অভ্যাসই এই রকম।"

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কারোলাইন বলিল, "বিবি ব্রেসের টাকা কখনই আমি লইব না। এখন বিদায় লইলাম।"

সেলাম করিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তোমার মঙ্গল হউক।" সেলাম করিয়া মব্‌ও ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিল।

ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকটে গমন করিয়া, লঘু-হস্তে শাসী-খড়খড়ী খুলিয়া, কুমারী একবার চকিতনয়নে নদীর দিকে চাহিল;—দেখিল, নিবিড় অন্ধকার; নদীর জল যেন কোয়াসায় ঢাকা; নৌকাখানিও অল্প অল্প নেত্র-গোচর হইল। সে আরো দেখিল, একটি লোক নৌকার ভিতর হইতে মুখ উঁচু করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া, গ্রম্‌লির সকল কথা সত্য বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল; সাহসে বুক বাঁধিয়া, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গবাক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িল।

কুমারী যেমন জলে পড়িল, তৎক্ষণাৎ ঝুপ করিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়টানা শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গ্রম্‌লি ও মব্‌ আর সেখানে দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল;—যেন কতই ভয় পাইয়াছে, সেইরূপ ভাব জানাইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায় হায়! জলে ডুবিয়া মরিল! জলে ডুবিয়া মরিল!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

বেলেগুন প্রাইয়রি

যে প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া জর্জ্জ উড্‌কল কুমারী রোজ্‌ ফষ্টারকে লইয়া আসিয়াছেন, বাস্তবিক দুঃখিনী কুমারী সেই প্রাসাদে সমাদরে গৃহীত হইয়া সুখময় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

যে সময়ের কথা আমরা বর্ণনা করিতেছি, সে সময় ব্রিটিস্‌ রাজধানীর পশ্চিমাংশে বেলেগুন-প্রাসাদ অতি মনোহারিণী শোভায় শোভমান ছিল। অনেক দিনের প্রাচীন অট্টালিকা; স্থপতিকার্য্যগুলি অতি সুন্দর। এজ্‌-ওয়ার রোডের পশ্চিমদিকে রমণীয় উদ্যান-শোভিত প্রাসাদ; উদ্যানের মধ্যস্থলে নানাবিধ প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি। উদ্যানের চারিদিক্‌ উচ্চ উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত; সম্মুখভাগে সুবৃহৎ গাড়ীবারাণ্ডা; গাড়ী-বারাণ্ডার বড় বড় স্তম্ভগাত্রে বড় বড় লৌহপ্রেক আবদ্ধ; তাহার সম্মুখে বৃহৎ ফটক; এক পার্শ্বে সুদীর্ঘ স্থূল লৌহ-তারে বৃহৎ এক ঘণ্টা ঝুলানো; সেই তারের মূলভাগ মৃগ-খুরে নির্ম্মিত। প্রবেশদ্বার সুপ্রশস্ত।

উদ্যানের মধ্যে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর তরুলতা; মধ্যস্থলে ইমারত; চারি ধারে ঝিল, তৎসংলগ্ন দুটি প্রশস্ত জলাশয়; নানা দেশজাত সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গকুল সেই জলে সাঁতার দিয়া কেলি করিতেছে।

অট্টালিকাও অতি বৃহৎ; ত্রিতল উচ্চ; চারিধারে ভিন্ন ভিন্ন মহলে সুচিত্র গৃহাবলী। ইমারতে প্রাচীন ধরণে কারুকার্য্য,—ইদানীং বর্ত্তমান প্রণালীতে কতক কতক নূতন কারিগুরি সংযুক্ত হইয়াছে। মাঝখানে মার্ব্বেল-প্রস্তরের প্রশস্ত দালান, ধারে ধারে প্রস্তরপ্রতিমা ও নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত। বড় বড় বাতায়ন,—আয়তনে দীর্ঘ, কিন্তু অপ্রশস্ত। সম্মুখের বারাণ্ডায় রেল দেওয়া, চির-নবীন অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা-পরিপূর্ণ।

বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে এজ্‌ওয়ার রোড দেখা যায়। ইমারতের দক্ষিণাংশ সম্পূর্ণরূপে সেকালের ধরণের সন্ন্যাসীর মঠের ন্যায় আকৃতি, দ্বার গবাক্ষ ছোট ছোট, খুব চওড়া প্রাচীর, উচ্চভাগ তীক্ষ্ণাগ্র। উত্তরাংশ দোতালা; রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইমারতে রাজমিস্ত্রীর কার্য্য যে পদ্ধতিতে হইত, কতকটা

সেই রকম। পশ্চিমাংশে বড় বড় গম্বুজ, বাহিরের ঘরগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত, নীচের তালায় সুপ্রশস্ত আস্তাবল।

বলা হইয়াছে, বৃহৎ অট্টালিকা, সুতরাং নানা দিকে প্রবেশদ্বার ও নানা দিকে প্রবেশের পথ। ভিতরের ঘরগুলি পছন্দমত সজ্জিত; সম্মুখের ঘরগুলি এখনকার রুচিমত আস্‌বাবপত্রে সুশোভিত, স্থপতিকার্য্যেও নূতনত্ব লক্ষিত হয়। এই অট্টালিকা-দর্শনে নয়নের প্রীতি জন্মে।

বেলেগুন-প্রাসাদের বর্ণনা এই প্রকার। কথিত আছে, রাজা প্রথম রিচার্ডের রাজত্বকালে এই প্রাসাদ-নির্ম্মাণের প্রস্তরপত্তন হয়। সেই অস্থির-চিত্ত রাজা প্যালেষ্টাইনক্ষেত্রে কোটি কোটি লোকের প্রাণ-বিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। এই বেলেগুন-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া অবধি উহা বেলেগুন-পরিবারের অধিকারেই আছে; তৎপূর্ব্বকাল হইতেও ঐ স্থান ঐ বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। কারণ, বংশাবলি-বৃক্ষদর্শনে পরিচয় পাওয়া যায় যে, একজন নর্ম্যান দস্যু ঐ বংশের আদিপুরুষ, সেই ব্যক্তি দিগ্‌বিজয়ী উইলিয়মের সহিত ইংলণ্ডে আসিয়াছিল। যদিও বহু শতাব্দী হইতে এই বেলেগুন-প্রাসাদ বেলেগুন-পরিবারের দখলে ছিল, কিন্তু কোন না কোন প্রকারে তত্তুল্য প্রাচীন মণ্টগোমারী-বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হয়, ঐ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি-সম্পত্তির অধিকার লইয়া অনেক মোকদ্দমা চলিয়াছিল, আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল। অধিকন্তু ওয়ার উইক্‌সারের অধিকার সম্বন্ধেও আরো অধিক গোলযোগ,ঐ স্থান পুরুষানুক্রমে বেলেগুন-বংশের দখলে থাকিলেও মণ্টগোমারী-বংশের বিরোধে বেলেগুন-প্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকতর জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব, এখন বেলেগুন-প্রাসাদের বর্ত্তমান অধিকারিণী মার্শনেস্ বেলেগুনের কথা বলা যাইতেছে।

মার্শনেসের বয়ঃক্রম এখন ৩৭ বৎসর, রূপ, গুণ এবং বদান্যতার নিমিত্ত ইনি অতি প্রসিদ্ধ; আমাদের আখ্যায়িকার সমন্বয় রাখিবার জন্যই ইঁহার প্রথমাবস্থার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। মণ্টগোমারী-বংশে ইঁহার জন্ম, ইঁহার যখন বয়স অল্প, সেই সময় ইঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়, ইঁহার এক বিধবা খুড়ী ইঁহাকে প্রতিপালন করেন; সেই খুড়ী অতি চতুরা ও ফন্দীবাজ রমণী ছিলেন, একটা বড় ঘরে বিবাহ দিয়া ঐ কন্যার পদমার্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া তাঁহার সংকল্প হয়। কন্যাটির নাম লরা। যখন ইঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সংসারের কুটিলতা বুঝিবার শক্তি হয় নাই, সেই সময় ইঁহার সেই খুড়ী ইঁহাকে বেলেগুনের মার্কুইসের সহিত পরিণয়-প্রস্তাবে সম্মত হইবার উপদেশ দেন। মার্কুইসের বয়স তখন

৬২ বৎসর। সেই সময় এক ভয়ানক শোচনীয় দৃশ্য উপস্থিত হয়। লরার খুড়ী মণ্টগোমারী-কুলের বিধবা কাউণ্টেস্, তাঁহাতে আর লরাতে মতভেদ ঘটে;—লরা তাঁহার পদতলে পড়িয়া স্বীকার করেন, 'আমি আর একজনকে ভালবাসি, তাঁহাকেই বিবাহ করিবার বাগ্‌দান করিয়াছি।'

লরা যখন ঐ কথা বলেন, তখন সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিল না, কেহই সে কথা স্বকর্ণে শুনে নাই, তথাপি সেই সময় জনরবে ঐ কথাটা দশমুখে প্রচার হইয়াছিল। লরা কি কারণে খুড়ীর প্রস্তাবিত বিবাহে অসম্মত, তাহা প্রকাশ না থাকিলেও ইহা নিশ্চয় যে, বিধবা কাউণ্টেস্ ঐ অসম্মতি সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি লরাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'পারিবারিক মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি বৃদ্ধ মার্কুইস্‌কে বিবাহ করিতে রাজী হও; যেহেতু, বেলেণ্ডন ও মণ্ট-গোমারী-বংশে দশ বৎসর ধরিয়া যে ভয়ানক মোকদ্দমা চলিতেছে, যে মোক-দ্দমায় সংসার উচ্ছন্ন যাইবার আশঙ্কা, বেলেণ্ডনের মার্কুইস্‌কে তুমি বিবাহ করিলে নির্বিরোধে সে মোকদ্দমা মিটিয়া যাইবে।'

স্থূল কথা এই যে, কুমারী লরাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া গীর্জ্জা-মন্দিরে বেদীর সম্মুখে দাঁড় করানো হইল; সেইখানে সেই ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ বরের সহিত সপ্তদশবর্ষীয়া নবীনা কুমারীর বিবাহ হইয়া গেল!

মধু-বাসর (বিবাহ হইলেই মধু-বাসর করিতে হয়!) কোথায় হইয়াছিল? ওয়ার-উইকসারের বেলেণ্ডন-জমীদারীর মধ্যে মধু-বাসরের কয়েক যামিনী যাপিত হয়, তাহার পর বৃদ্ধ মার্কুইস্ আপনার নব-পরিণীতা বনিতাকে বেলেণ্ডন-প্রাসাদে লইয়া আইসেন। নবীনা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া তিনি অধিক দিন বাঁচিয়া ছিলেন না, নব-যুবতীকে স্নেহ-যত্ন করিবার অগ্রেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, আকস্মিক মৃগীরোগ তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। ওয়ার-উইকসারের পুরাতন গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে—যেখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গোরস্থান, সেইখানে বেলেণ্ডনের ঐ শেষ অধিপতির সমাধি মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ঐ বৃদ্ধ মার্কুইসের পুত্র-সন্তান জন্মে নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর বিক্রয়াধিকারের মোকদ্দমাটা আবার জাগিয়া উঠে; মোকদ্দমা চলিতে থাকিলেও এই নূতন মার্শনেস্ সেই সকল সম্পত্তি দখল করিতে থাকেন, যে বংশে তাঁহার জন্ম, সেই মণ্টগোমারী-বংশের উত্তরাধিকারী পুরুষেরা তাঁহার বিপক্ষ। পূর্ব্বকথিত বিধবা কাউণ্টেস্ ঐ মোকদ্দমা আপোসে রফা করিবার নিমিত্ত লরাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধে কোন ফল হয় নাই। লরা বলিয়াছিলেন, 'যাহারা নিজ নিজ স্বার্থের অনুরোধে কুমন্ত্রণা করিয়া

আমাকে অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহাদের প্রতি দয়া করিতে নাই।

ক্রমশই সময় অতীত হইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, যে ভয়ঙ্কর বিচারালয়ের নূতন নাম চ্যান্সারি কোর্ট, তখনকার সেই ভয়ঙ্কর আদালতে অভ্যাসমত ঢিমাচালে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। লরার খুড়ী কোন ক্রমে লরাকে রাজী করিতে পারিলেন না, মোকদ্দমাও রফা হইল না। যে সময়ে আমরা মার্শনেস্ বেলেণ্ডনকে পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছি, বলিয়াছি, সে সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৭ বৎসর। এই হিসাবে বিংশতি বৎসর তিনি বিধবা হইয়া আছেন, এই বিংশতি বৎসরকাল তিনি বেলেণ্ডন প্রাইয়রি এবং ওয়ার-উইক্‌সার জমীদারী সমভাবে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার খুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছেন, মোকদ্দমাগুলিও সমভাবে চলিতেছে, রফা হয় নাই।'

মার্শনেস্ বেলেণ্ডন বিধবা হইয়াছেন বিংশতি বৎসর, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একদিনও শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। শোকবস্ত্রের উপর তাঁহার এত টান, ইহা বড় আশ্চর্য্য, উল্লেখের যোগ্য। কি কারণে এত ঝোঁক, তাহাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বিবাহের পর কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বিধবা, কিন্তু একদিনও কাহারো কাছে বলেন নাই যে, পতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল না, পতির আত্মার শান্তির নিমিত্ত তিনি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করেন, অথচ পতির বিয়োগে ঐ শোকবস্ত্র-পরিধান ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে শোক প্রকাশ করেন না অথবা স্বামীর কোন প্রকার স্মরণচিহ্ন রাখিতেও যত্ন করেন না। ফলে কিন্তু বিধবার নিয়মপালনে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ। ইহাতে কি যে রহস্য, কি যে তাঁহার মনের নিগূঢ় ভাব, তাহা তিনিই জানেন;—কেবল তিনি ভিন্ন অপর কেহই তাহা অবগত নহে।

ধনবতী, অসামান্য রূপবতী, উচ্চ উচ্চ গুণবতী এই মার্কুইস-পত্নী চিরদিন সমভাবে অকলঙ্কে সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে অনেক ধনবান্ ও রূপবান্ যুবাপুরুষ তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, দৃঢ়-সঙ্কল্পে তিনি তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প জানিবার জন্য কিছু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে সরল কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া তিনি উত্তর দিয়াছেন, "যতদিন আমি ইহ-সংসারে দেহ ধারণ করিব, যতদিন আমি সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশে উপনীত না হইব, ততদিন...এইরূপ বিধবা-চিহ্ন ধারণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমার ব্রত।"

যাঁহারা নারী-জাতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, মার্শনেস্ বেলেণ্ডনের রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহারা কেহই অন্তরের সহিত তারিফ না করিয়া থাকিতে পারেন না; রূপবতীর রূপে কোন না কোন প্রকারে মোহিত হইয়া থাকেন। শোকসূচক কৃষ্ণবসনে সেই মধুর মূর্ত্তি আরো অধিক মোহনীয় হইয়াছে; নিতান্ত দুশ্চরিত্র লম্পট পুরুষেরা ভিন্ন অপর কেহ দূষিত কামভাবে সেই অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শন করিতে সাহস করেন না।

জর্জ্জ উড্‌ফল এই মার্শনেসের নিকটে কুমারী রোজ্ ফষ্টারকে আনিয়া দিয়াছেন। উড্‌ফল ইতিপূর্ব্বে কুমারীকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, মার্শনেস্ তদপেক্ষা অধিক আদরে কুমারীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনাথা কুমারী বহু যন্ত্রণা—বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, এই দয়াবতী মহিলার স্নেহ-যত্নে সে সমস্ত ভুলিয়া গেল; বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া রাত্রিকালে সুখে ঘুমাইল। প্রাসাদের দক্ষিণাংশে একটি সুসজ্জিত কক্ষে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি নূতন পোষাক লইয়া একজন পোষাক-ওয়ালী সেই বাড়ীতে আসিল; মার্শনেস তাহাকে সঙ্গে করিয়া কুমারীর গৃহে আসিলেন; আপাততঃ পরিধানের জন্য কয়েকখানি ভাল ভাল বস্ত্র বাছিয়া দিলেন; পোষাকওয়ালীর প্রতি হুকুম হইল, এই কুমারীটি যে যে রকমের যে যে পোষাক চায়, অগৌণে তাহা যেন প্রস্তুত হইয়া আইসে।

সেই দিন বৈকালে জর্জ্জ উড্‌ফল মার্শনেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুমারী ফষ্টার কেমন আছে?' সমুচিত উত্তর দান করিয়া মার্শনেস তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

যে দিন অপরাহ্ণে কারোলাইন ওয়াল্টার ল্যাম্বেথের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে আসামীর কাঠগড়ায় প্রকম্পিতা, সেই দিন সেই সময় বেলেণ্ডন-প্রাসাদের একটি পরম সুন্দর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া কুমারী ফষ্টার প্রফুল্লবদনে মার্শনেস বেলেণ্ডন ও যুবা চিত্রকর উড্‌ফলের সহিত কথোপকথন করিতেছে।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

কামুক কনষ্টেবল

সহরের ওয়েষ্ট-এণ্ডের সমস্ত গীর্জ্জার ঘড়ীতে রাত্রি যখন এগারটা বাজিতেছিল, সেই সময় পিটার গ্রম্‌লি ও তাহার সহকারী মব্‌ উভয়ে পেলমেল রাস্তায় বিবি ব্রেসের পোষাকের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মব্‌কে সম্বোধন করিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তবে তুমি এখন বিদায় হইতে পার, কেন না, বিবি ব্রেসের সহিত আমি একাকী দেখা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছি। হাঁ,—সেই যুবতী কারোলাইন এতক্ষণে নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার চুপি চুপি বলিল, "এই বিবি ব্রেস্‌টা খাসা মেয়েমানুষ, আমি তাহার সহিত আধঘণ্টা কাল নির্জ্জনে আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।"

মব্‌ বলিল, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক, আমি চলিলাম, কল্য প্রাতঃকালে আফিসে দেখা করিব। সেলাম।"

মব্‌কে সেলাম করিয়া গ্রম্‌লি ধীরে ধীরে বিবি ব্রেসের দোকানের দরজায় করাঘাত করিল, মব্‌ আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

ব্রেসের প্রধান কিঙ্করী হ্যারিয়েট্‌ অবিলম্বে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, গ্রম্‌লি তাহার সঙ্গে ব্রেসের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। গ্রম্‌লি আসিবে, সেই প্রত্যাশায় বিবি ব্রেস্‌ উদ্বিগ্ন চিত্তে সেই বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল।"

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হ্যারিয়েট বিদায় হইবামাত্র বিবি ব্রেস্‌ ত্বরিতস্বরে গ্রম্‌লিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে?"

ব্রেস্‌কে মহা সংশয়া-কুলা দেখিয়া গ্রম্‌লি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "সমস্তই ঠিক; খুব গোপন।"

চঞ্চলস্বরে ব্রেস্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "কারোলাইন তবে এখন স্বাধীন?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "তুমি আমি যেমন স্বাধীন, তেমনি স্বাধীন। ছদ্মবেশধারণের যে সমস্ত উপকরণ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, সে যদি ঠিক ঠিক তাহা পরিধান করিতে পারে, তাহা হইলে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিবে না। সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌।"

এই শুভসংবাদে ব্রেসের মন হইতে যেন মস্ত একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল; সে তখন একখানা চেয়ার আর একটা টেবিল দেখাইয়া বলিল, "বোসো মিষ্টার গ্রম্‌লি! ঐ টেবিলের উপর যাহা আছে, ইচ্ছামত খাও।"—টেবিলের উপর সরাপের ডিক্যাণ্টার ও তেজস্কর ব্রাণ্ডীর বোতল সাজানো ছিল।

ধন্যবাদ দিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তোমার অনুমতি আমি পালন করি; এক গ্লাস ব্রাণ্ডীপানি উদরস্থ করিয়া পাকস্থলী ঠাণ্ডা করি।"

ব্রেস্ বলিল,"আচ্ছা, তাহাই কর; ঠাণ্ডা হইয়া আজিকার সমস্ত ঘটনা বিশেষ করিয়া খুলিয়া বল।"

চেয়ারে বসিয়া, গ্লাসে মদ ঢালিয়া, জল মিশাইয়া, দুই তিন চুমুক পান করিয়া, মদের তারিফ করিতে করিতে গ্রম্‌লি বলিতে লাগিল, "আগাগোড়া আমি বুঝিয়া আসিতেছিলাম, কুমারীর বিপক্ষে যেরূপ বলবান্ প্রমাণ, তাহাতে সহজ উপায়ে তাহাকে খালাস করা দুঃসাধ্য,—সেই তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, ছল-কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া তাহাকে একবার ফোর ষ্ট্রীটে ধাত্রীর বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে ফিকির খাটানো যাইবে। অনুমতি পাওয়া হইয়াছিল, কুমারীকে আমরা ফোরষ্ট্রীটে লইয়া গিয়াছিলাম। মনে ছিল, সে যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গবাক্ষ দিয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিতে না চায়, আমি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিব।"

নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! তুমি ত তাহাকে খুন করিবার মত্‌লব কর নাই?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল,"না না, সে রকম মত্‌লব ছিল না, তুমি জানো, যে ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়াছিলাম, সেই ঘর হইতে টেম্‌স্ নদী দেখা যায়, জানালার ঠিক নীচেই নদী, পূর্ব্বাহ্ণে আমি সেইখানে নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কুমারী ঝাঁপ দিয়া পড়িবামাত্র নৌকার লোকেরা তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইবে, এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল;—আরো, কুমারীর জন্য সেই নৌকায় একটা ছদ্মবেশ রাখিয়া দিয়াছিলাম।"

কারোলাইন যেন বেগবতী নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কল্পনায় এইরূপ আতঙ্কের দৃশ্য আনিয়া, ভয়ে কাঁপিয়া বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেই অদ্ভুত ফিকির সুসিদ্ধ হইয়াছে?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইয়াছে। কারোলাইন বেশ সাহসে বিড়ালীর মত লম্ফ দিয়া ডুবুরীর মত ডুব দিল, মুহূর্ত্তমধ্যে নাবিকেরা তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল, ঝপাঝপ্ দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা সে ঘর

হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া কপটভয়ে চীৎকার করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম ; কেহই কিছু জানিতে পারে নাই।"

বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারী কারোলাইন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, ইহাই ত সকলের ধারণা হইবে ?"

ব্রাণ্ডীপানি খাইতে খাইতে পোষাকওয়ালীর দিকে প্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "সেই ধারণাই ঠিক হইবে। খবরের কাগজওয়ালারা শোক প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবে ; স্বভাবতঃ সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তাহার আর এদিক্ ওদিক্ হইবে না। সকলেরই বিশ্বাস হইবে, যুবতী কারোলাইন নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, তাহার মোকদ্দমা দায়রায় যাইবে, যদি যায়, অবশ্যই সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে, যদি হয়, নিশ্চয়ই তাহার ফাঁসী হইবে ; সেই সকল উপদ্রব এড়াইবার মতলবে বুদ্ধিবলে চাতুরী খেলাইয়া ফোর ষ্ট্রীটে যাইবার অনুমতি চাহিয়াছিল ; সে জানিত, সেখান হইতে গবাক্ষ দিয়া টেম্‌স্ নদীর জলে পড়িলে আত্মহত্যা করিবার উপায় সহজ হইবে, তাহাই সে করিয়াছে, ইহাই সকল লোকে স্থির করিয়া লইবে। অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিবে।"

ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার উপর ত কোন সন্দেহ আসিবে না ?"

ধূর্ত্ততার হাসি হাসিয়া গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "এক বিন্দুও না। আমার উপর সন্দেহ না আসিবার সকল পথ আমি খোলসা করিয়াছি। আজ বেলা ১টার সময় যখন আমি কারাগার হইতে কারোলাইনকে আনিতে যাই, তখন সেখানকার প্রহরীকে আভাস দিয়াছিলাম যে, "ভারী সঙ্গীন মোকদ্দমা, আসামীর বিপক্ষে শক্ত শক্ত প্রমাণ, প্রমাণের যোগাড় আমিই করিয়াছি, এই মোকদ্দমা অবশ্যই দায়রায় যাইবে।' আসামীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব আছে, ঐরূপ কথা শুনিয়া প্রহরী কদাচ সেরূপ অনুমান করিতে পারিল না। অধিকন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা তাঁহার সেরেস্তাদার কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবার অগ্রে আমি প্রথমে অভিপ্রায় দিয়াছিলাম, এ মোকদ্দমা দায়রায় যাওয়া উচিত। আরো, কারোলাইন যখন ফোর ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানায়, তখন আমি ভাল মন্দ কোন কথাই বলি নাই, বরং জাষ্টিস্ অব্ দি পিসের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব নির্ভর রাখিয়াছিলাম। স্থূল কথা—যেরূপ সুন্দর কৌশলে আমি তাস খেলিয়াছি,তাহাতে আমার উপর কিছুমাত্র দোষ পড়িবার সম্ভাবনা নাই।"

ব্রেস্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জিম্মা হইতে আসামী পলাইয়াছে, তাহাতেও ত তোমার উপর দোষ পড়িবে না ?"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "আসামী যদি রাস্তা হইতে ছুটিয়া পলাইত, তাহা হইলে আমাদের গাফিলি অপরাধ আসিতে পারিত, কিন্তু এ ঘটনা সেরূপ

নহে। আমরা তাহাকে খুব সাবধানে ধাত্রীর বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছিলাম, সেখানকার একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আসামী হঠাৎ একটা গবাক্ষ খুলিয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, তাহাতে আমাদের অপরাধ কি? ইহাও কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?"—এই শেষ প্রশ্ন করিয়াই ধূর্ত্ত কন্‌ষ্টেবল ঘন ঘন চক্ষের পলক ফেলিল।

ব্রেস্‌ বলিল, "এখন আমি তোমার কথার মানে বুঝিলাম, তোমার সতর্কতার খুব জোর। আচ্ছা, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জবাব দিবার সময় কাহারও নামে দোষ পড়ে, এমন কোন কথা—"

প্রশ্ন সমাপ্ত করিতে বিবি ব্রেস্‌ ইতস্ততঃ করিতেছে বুঝিয়া গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "তোমার নামে কিংবা তোমার দোকানের কাহারো নামে দোষ আসিতে পারে, এমন একটি বর্ণও উচ্চারিত হয় নাই। এমন কি, আমরা যখন কুমারীকে কারাগার হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে লইয়া যাই, সে তখনও তৎ-সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে বলে নাই। বস্তুতঃ সে জন্য তুমি ভয় করিও না।"

সহসা আসন হইতে উঠিয়া বিবি ব্রেস্‌ বলিল, "ওঃ! কিছুই ভয় রাখি না। এখন তোমার পুরস্কারের বাকী অর্দ্ধেক আমি প্রদান করিব।"

এই কথা বলিয়া ব্রেস্‌ যখন পাশের ঘরে টাকা আনিতে যায়, বাতীর আলোতে গ্রম্‌লি সেই সময় তাহার পোষাকের পারিপাট্য, সুন্দর গঠন, স্থূল গ্রীবা, স্থূল বাহু, সুন্দর ফরাসী টুপী ইত্যাদি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, হৃদয়ে কামাগ্নি জ্বলিল, শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত বহিতে লাগিল। হৃদয়ের উল্লম্ফন দেখা দিল।

ডেস্ক হইতে খানকতক ব্যাঙ্কনোট বাহির করিয়া আনিয়া বিবি ব্রেস্‌ যখন পুনর্ব্বার আপন আসনে উপবেশন করিল, তখন গ্রম্‌লির মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও আতঙ্কের উদয় হইল। দুর্জ্জয় রিপুর তাড়নে মানুষের প্রকৃতি কিরূপ হয়, যদিও সেটা তাহার বিলক্ষণ জানা ছিল, তাহার প্রতি গ্রম্‌লির প্রেমানুরাগের লক্ষণ, যদিও সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তথাপি একটা ছোটলোক—ময়লা কাপড়পরা একটা পুলিস-কন্‌ষ্টেবল তাহাকে কাম-ভাবে দেখে, ইহা তাহার সহ্য হইল না, কাজে কাজেই বিতৃষ্ণা।

একজন ভাড়া করা মজুরকে মজুরী দিতেছে, এই ভাব মনে রাখিয়া, কপট হাস্য করিয়া বিবি ব্রেস্‌ বলিল, "এই লও তোমার টাকা। তুমি খুব বাহাদুর, কাজটা তুমি বেশ চালাকী করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছ; আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি; এ কাজের জন্য তোমার অপেক্ষা যোগ্য লোক আমি পাইতাম না।"

নোটগুলি গ্রহণের সময় কামদৃষ্টিতে চাহিয়া, একটু জোরে পোষাকওয়ালীর হাত মুচড়াইয়া ধরিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "মোহিনী সুন্দরি! তুমি আমার উপর খুসী হইয়াছ, ইহাতেই আমার পরমানন্দ।"

বিবি ব্রেস্ তাড়াতাড়ি হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া এরূপ কঠোর দৃষ্টিতে কন্‌ষ্টেবলের মুখপানে চাহিল যে, গ্রম্‌লি তাহার ভাব বুঝিতে পারিল; মনে ভাবিল, মাগীটা অপরাধ লইয়াছে। মুখে সে কিছু বলিল না, বিষয়ী লোকের মত গম্ভীরভাবে নোটগুলি গণিতে আরম্ভ করিল।

গণনা সমাপ্ত করিয়া, 'ঠিক হইয়াছে' বলিয়া, নোটগুলি পকেটে রাখিয়া, একদৃষ্টে ব্যগ্রভাবে পোষাকওয়ালীর মুখের দিকে চাহিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তুমি ভারী সুন্দরী মেয়েমানুষ,—ভারী সুন্দরী! সত্য বলিতেছি, তোমার মত সুন্দরী স্ত্রীলোক ইহজীবনে আমি আর কোথাও দেখি নাই।"

ব্রেসের বদন রক্তবর্ণ হইয়া আসিল, চমকিত-স্বরে বলিল, "মিষ্টার গ্রম্‌লি! তোমার কথায় আমি চমৎকৃত হইতেছি!"—একটু পরেই তাহার উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, জোর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "বোধ হয়, তুমি পরিহাস করিতেছ।"

সমভাবে চাহিয়া গ্রম্‌লি বলিল, না-না-না, পরিহাস নয়, পরিহাস নয়, এ জন্মে কখনও আমি পরিহাস করি নাই, পরিহাস কাহাকে বলে, জানিও না। আমার বুকের ভিতর সয়তান, আমার বুকের ভিতর রক্তের নরকাগ্নি, সয়তান আমাকে শিখাইয়া দিতেছে, মোরিয়া হইয়া আমি—"

কন্‌ষ্টেবলের চক্ষু দেখিয়া পোষাকওয়ালীর বোধ হইল যেন, সেই চক্ষের কামাগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে; ভয়ে চমকিয়া সে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে লাফাইয়া উঠিল, চমকিতস্বরে বলিল, "কি বলিতেছ গ্রম্‌লি?"

গ্রম্‌লিও আসন হইতে উঠিয়া ব্রেসের দিকে বাহু-বিস্তার করিয়া চঞ্চল-স্বরে বলিল, "আমি বলিতেছি—সত্য বলিতেছি, একটি চুম্বন;—তোমার মুখে একটি চুম্বন করিব,—একটি চুম্বনের জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল,—প্রাণ যেন যায়!"

বিবি ব্রেস্ বাধা দিবার অগ্রেই পিটার গ্রম্‌লি কঠোর-হস্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিল, তাহার কুৎসিত মুখ ব্রেসের সরস ওষ্ঠপুটে সংলগ্ন হইল।

"ছাড়ো আমাকে! ছাড়ো আমাকে!"—সচঞ্চল উত্তেজিত-কণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বার বার ঐ কথা বলিতে লাগিল, ভয় পাইয়া গ্রম্‌লি তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ব্রেসের সর্ব্বশরীর থর-হরি কম্পিত, তাহার মুখের গোলাপী আভা লুকাইল, মুখ তখন যেন শ্বেত-প্রস্তরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ—রক্তশূন্য। কাঁপুনি এত অধিক হইল

যে, একটা দেয়াল ঠেস দিয়া না দাঁড়াইলে সে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পড়িয়া যাইত।

রমণীর অধরচুম্বনে,—বিধুমুখের মধুপানে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গ্রম্‌লি বলিতে লাগিল, "তোমাকে ছাড়িয়া যাইব?—তোমাকে ছাড়িয়া যাইব?—না, ঈশ্বরের দোহাই, রজনী প্রভাত হইবার অগ্রে কখনই তোমাকে ছাড়িব না!"

কামপাগ্‌লা কন্‌ষ্টেবল যখন এই কথা বলে, তখন তাহার মনে মনে বাসনা—আর একবার ঐ প্রেমনায়িকার উন্নত বক্ষঃস্থলে আপন বক্ষ পেষণ করিয়া আর একবার সেই মধুর অধরের সুগন্ধি মধু পান করে। কন্‌ষ্টেবলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ভয়াতুরা ব্রেস্ বুঝিতে পারিল, তখনও তাহার চক্ষে অন্তরের কামাগ্নি জ্বলিতেছে; রমণীর আরো ভয় হইল; কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "অসহ্য—অসহ্য! ভারী দৌরাত্ম্য! ভারী অপমান!" বলিতে বলিতে সে পাগলিনীর মতন ঘণ্টার রজ্জু টানিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিল।

লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া গ্রম্‌লি তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে জোরে টানিয়া লইয়া গণ্ডে ও ওষ্ঠে বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল। ক্রোধের আগুনে ব্রেসের ওষ্ঠ তখন বিশুষ্ক, সেই আগুনে গণ্ডস্থল উত্তপ্ত। পাছে বাড়ীর লোকেরা আসিয়া এই কাণ্ড দেখে, সেই ভয়ে সে তখন চীৎকার করিতে পারিল না।

নররাক্ষসের তাদৃশ চুম্বনে ও আলিঙ্গনে দারুণ ঘৃণায় হতবুদ্ধি হইয়া, বিবি ব্রেস্ সজোরে আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল।

নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শুষ্ক রসনায় পিটার গ্রম্‌লি পাশব রিপুর উত্তেজনায় বলিতে লাগিল, "শোনো আমার কথা;—তোমার রূপে আমার মন মজিয়াছে, খেয়ালমত কার্য্য করিতে আমি মনস্থ করিয়াছি। জানি আমি, এ প্রকার কার্য্যে তুমি অনভ্যস্ত নও; জানি আমি, এক জন নূতন পুরুষের সহিত এক শয্যায় শয়ন করা তোমার পক্ষে নূতন কথা নয়; অতএব ঠিক হও, আর গোলমাল করিও না।"

ঐ কথা শুনিয়া বিজড়িত-স্বরে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! আমি দেখিতেছি, নিমকহারাম কারোলাইন আমার ও আমার কারখানার বিষম দুর্নাম রটাইয়া দিয়াছে!"

গ্রম্‌লি বলিল, "হাঁ, কারোলাইন আমাকে গোটাকতক সত্যকথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বেশী বলে নাই। কেন না, যে দিন তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজের বাড়ীতে যাও, সে দিন আমি দেখিয়াছি, তোমার উপর প্রিন্সের খুব নেক্-

নজর ; বেশ মাথামাখি ভাব। সেই যুবতীকে খালাস করিবার জন্য তোমরা উভয়েই খুব ব্যগ্র ছিলে। প্রতিক দেখিয়া শুনিয়া সব আমি বুঝিয়া লইয়াছি।"

এই সময় মিনতি-বচনে বিবি ব্রেস্ বলিল, "ঢের হইয়াছে—ঢের হইয়াছে! আর না! সমস্তই আমি বুঝিয়াছি!.এখনকার কথা এই যে, কত টাকা পাইলে তুমি এখনই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পার, শীঘ্র আমাকে খোলসা করিয়া বল।"

মতলব বুঝিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "সুমুখী সুন্দরি! তোমার অন্তঃকরণ খুব উচ্চ ; পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমার প্রতি তোমার ভারী দয়া,—তোমার টাকাও অনেক ; কিন্তু আমি বলিতেছি, আর আমি তোমার কাছে একটি টাকাও লইব না,—আমার অভিলাষ এই যে, তোমার মুখচুম্বনে আমার যেন বিরাম না ঘটে, চুম্বন যেন শেষ না হয়!"

দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ করিয়া গভীর কর্কশ-কণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বলিল, "খবরদার! নিকটে আসিও না! আসিলে এখনই আমি ঘণ্টা বাজাইয়া বাড়ীর লোকজনকে এইখানে জড়ো করিব!" এইরূপ ভাবে মুষ্টিবদ্ধ যে, তাহার অঙ্গুলীর নখাগ্র যেন শ্বেত পাণিতল ভেদ করিতে লাগিল।

গ্রম্‌লি বলিল, "প্রিয়তমে! তোমার মত সুন্দরী নারীর ও রকম রাগ শোভা পায় না। বাজে কথা ছেড়ে দেও ; উহাতে কেবল আমাদের বিলম্ব হইতেছে। আমার সঙ্কল্প স্থির ; তোমার সঙ্গে আজ আমি নিশাযাপন করিব।"

চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ স্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "ও পরমেশ্বর! ইহা কি সম্ভব?"

আর কোন কথা হইতে না হইতেই সহসা গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, প্রধান পরিচারিকা হ্যারিয়েট্ প্রবেশ করিল।

অকস্মাৎ প্রিয়সখীর প্রবেশে সাহস প্রাপ্ত হইয়া বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর হ্যারিয়েট্?"

হ্যারিয়েট্ উত্তর করিল, "একটি স্ত্রীলোক দেখা করিতে আসিয়াছে। সে এখনই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। দেখা হইবে না বলিলে শুনিবে না।"

খবরটা শুনিয়াই প্রথমে ব্রেসের ভয় হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, হয় ত তাহার স্বামী আসিয়াছে। স্বামী নয়, একটি স্ত্রীলোক, ইহা শুনিয়া সে ভয়টা দূর হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে স্ত্রীলোক?"

গ্রম্‌লি সেই ঘরে আছে, সেই জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া হ্যারিয়েট্ উত্তর করিল, "সেই স্ত্রীলোক, যে একদিন প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল,

একখানা পত্র পাঠাইয়াছিল, তোমার স্মরণ হইতে পারিবে; লর্ড ক্লোরিমেল তখন তোমার ঘরে ছিলেন—"

দ্বারের বাহির হইতে একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ডাকিয়া বলিল, "আমি নিজেই আমার পরিচয় দিব।"—একটু পরেই পরিষ্কার-পরিচ্ছদধারিণী একটি যুবতী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই যুবতীর দিকে ছুটিয়া গিয়া গ্রম্‌লি বলিয়া উঠিল, "এ কি?—ফাঁসী-রাঁড়ী!"—বলিয়াই তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

ভয়ে বিস্ময়ে এলিজাবেথ মার্ক কি দুই একটা কথা বলিয়া গ্রম্‌লির হাত ছাড়াইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। সত্যই এ যুবতী সেই এলিজাবেথ মার্ক। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারিবে, ফাঁসীরাঁড়ীর প্রকৃত নাম এলিজাবেথ মার্ক।

ফাঁসীরাঁড়ীর হাত ধরিয়া গ্রম্‌লি একটা হেঁচ্‌কা টান মারিল, ফাঁসীরাঁড়ী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। কর্কশস্বরে গ্রম্‌লি বলিল, "চুপ করিয়া থাক্, কথা কহিলে তোর পক্ষে ভাল হইবে না!"

ফাঁসীরাঁড়ী কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রম্‌লির হাত ছাড়াইতে পারিল না, দ্বিতীয় কথাও কহিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'আপোস

এলিজাবেথ মার্ককে দেখিবামাত্র বিবি ব্রেস্ চিনিতে পারিয়াছিল। সে জানিত, ঐ স্ত্রীলোকটা তাহার স্বামীর উপপত্নী ফাঁসীরাঁড়ী এখন আর শোকবস্ত্র পরিধান করে না, যদবধি নিউগেট-কারাগার হইতে জো ওয়ারেণের পলায়নে সহায়তা করার দরুণ তাহার নাম বাজিয়াছে, তদবধি সে কৃষ্ণবসন পরিত্যাগ করিয়া সদাসিদা পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। শোকবস্ত্র না থাকিলেও তাহাকে চিনিবার কোন ব্যাঘাত ছিল না। তাহার মুখে কৃষ্ণবসনের অবগুণ্ঠন ছিল, সেই অবগুণ্ঠন খুলিবামাত্র তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ বাহির হইয়া পড়িল। পিটার গ্রম্‌লি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দিনী করিল, ইহা দেখিয়া বিবি ব্রেস্ অত্যন্ত ভয় পাইল।

যথার্থই গ্রম্‌লির হস্তে ফাঁসীরাঁড়ী গ্রেপ্তার হইল। উপর্য্যুপরি নানা ঘটনা দেখিয়া ও বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া বিবি ব্রেসের বুদ্ধিলোপ হইল। ফাঁসীরাঁড়ী জানিত, বিবি ব্রেস্ সেই দুরন্ত ডাকাইত ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের স্ত্রী,ব্রেস্ নামটা জাল। সে আরো জানিত, নিউগেট হইতে ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের পলায়নে বিবি ব্রেস্ বিশেষ বাহাদুরী দেখাইয়াছে, গ্রম্‌লির সাক্ষাতে সে সব কথা প্রকাশ করিলে পোষাক-ওয়ালীর পসার-প্রতিপত্তি এককালে মাটী হইয়া যাইবে; আরো, পুলিসের লোকে যাহা চায়, সুযোগ পাইয়া গ্রম্‌লি হয় ত তাহাই চাহিয়া বসিবে, পীড়াপীড়ি করিয়া বেশী টাকা দাবী করিবে।

ফাঁসীরাঁড়ীর মুখের দিকে বিবি ব্রেস্ যখন সভয়নয়নে চাহিল, ব্যাপার কি, পিটার গ্রম্‌লি তখনি তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, ব্রেসের চাউনির দিকে লক্ষ্য না রাখিলেও সে তাহা বুঝিতে পারিত। ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের উপপত্নী যখন ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের পত্নীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার গুপ্তচরিত্রের প্রসঙ্গ তুলিবার মতলব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চক্ষু মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে কতকটা কাতরভাবে,কতকটা ঈর্ষাভাবে ব্রেসের মুখের দিকে চহিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "তোমাতে আমাতে যে দুই একটা আমোদের কথা হইতেছিল, অকস্মাৎ তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।"

বুদ্ধি স্থির করিয়া মানসিক সাহসে বিবি ব্রেস্ চকিতস্বরে গ্রম্‌লিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই স্ত্রীলোকের নামে কি অপরাধের অভিযোগ আছে?"

ফাঁসীর্‌াঁড়ীকে ধরিয়া রাখিয়া গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "অনেক দিন হইতে এই স্ত্রীলোকটা একদল দুরন্ত ডাকাতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমি জানি, কিন্তু সে অপরাধে আমি ইহাকে এখন ধরিতেছি না, জো ওয়ারেণ নামক একজন সর্দ্দার ডাকাতকে নিউগেট হইতে পলাইতে দিবার সহায়তা করা অপরাধে ইহাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।"

কন্‌ষ্টেবলের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্রেস্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "এ অপরাধটা এই ব্যক্তি বানাইয়া বলিতেছে। জোসেফ ওয়ারেণ একরাত্রে বৃদ্ধ সরাবসোল নামক এক ছবিওয়ালার বাড়ীতে জ্যাক সেফার্ড নাম লইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়াছিল, একটা স্ত্রীলোক সেই সময় চীৎকার করিয়া বাড়ীর সকলকে ভয় দেখাইয়াছিল, সেই স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৫০ গিনী পুরস্কারের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করা আছে, এই কন্‌ষ্টেবল এখন আমার নামে দোষ দিতেছে।"

গ্রম্‌লি বলিল, "ও এলিজাবেথ মার্ক! সেই স্ত্রীলোকই তুমি, ইহা এখন অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাইও না।"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "অস্বীকার করিব কেন, সেটা বরং আমার গৌরব। দেখ মিষ্টার গ্রম্‌লি, তুমি নিজে সাবধান থাকিও; যে দলে আমি থাকি, সেই দুঃসাহসী দলের লোকের সঙ্গে শীঘ্রই তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করিতে হইবে।"

আত্মগৌরবে পরিস্ফীত হইয়া গ্রম্‌লি বলিল, "আচ্ছা—আচ্ছা, যাহা করিতে হয়, দেখা যাইবে। এখন চল আমরা বিদায় হই।"

বিবি ব্রেসের দিকে চাহিয়া ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "মিসেস্ ব্রেস্! এ লোক-টিকে তুমি পঞ্চাশটি গিনী দেও, তাহা হইলেই আমাকে ছাড়িয়া দিবে।"

গ্রম্‌লি বলিল, "না,—আমি ছাড়িব না।"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "হাঁ, ছাড়িতেই হইবে।"—এই বলিয়া ব্রেসের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে বলিল, "তুমি জানো, ইচ্ছা করিলে আমি এমন কতকগুলি কথা বলিতে—"

হুকুমের স্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "থামো এলিজাবেথ! থামো।"—কন্‌ষ্টেবলের দিকে ফিরিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "দেখ মিষ্টার গ্রম্‌লি! আমি এ সকল ভাল-বাসি না, আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এই স্ত্রীলোক তোমার হাতে গ্রেপ্তার হইল, এ কথা প্রকাশ পাইলে আমার কারখানার নামে কলঙ্ক হইবে, সে কেলেঙ্কার আমি সহ্য করিব না, ইহার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই।"

ফাঁসীরঁাড়ীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। সেই হাসি দেখিয়া বিজয়-গৌরবে সকৌতুকে গ্রম্‌লি বলিল, "বটে, বটে! বুঝিয়াছি! সেটা অবশ্যই নিন্দার কথা বটে! সকলেই জানে, পেল্‌মেলের বিবি ব্রেস্ একজন সৌখীন পোষাকওয়ালী, যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি বড়লোকের বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে পারেন, এলিজাবেথ মার্ক ওরফে ফাঁসীরঁাড়ীর সহিত সেই বিবি ব্রেসের এতদূর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, লোকে যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে বড়ই বিভ্রাটের কথা বটে!"

কনষ্টেবলের শ্লেষোক্তি শুনিয়া বিবি ব্রেস্ বড় গোলে পড়িল; সে বুঝিল, এই সৌখীন পোষাকওয়ালী এখন পিটার গ্রম্‌লির কায়দার ভিতর; ইহা বুঝিয়া সে কোন কথা কহিতে পারিল না। এলিজাবেথ মার্ক স্বভাবতঃ তীক্ষ্নবুদ্ধি ধরে, ভাবগতিক দেখিয়া সে তখনই বুঝিয়া লইল, এই পুলিস-আফিসার এখনই এই বিবি ব্রেসের পক্ষে একটা আপোসের প্রস্তাব করিবে। তাহার অন্তরে হাসি আসিল, মুখেও অল্প অল্প অট্ট-হাস্য; সে হাস্যের শব্দ যাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহারাই বুঝিবে, অমঙ্গলের লক্ষণ।

গ্রম্‌লি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার কথাগুলি শুনিয়া ব্রেসের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া তাহা বুঝিল; সন্তোষ জন্মিল; তাহার পর বলিল, "হাঁ, পেলমেলের পোষাকওয়ালীর সহিত এলিজাবেথ মার্কের এত আত্মীয়তা, দেশের লোকে যদি তাহা জানে, তবে একটা অনর্থ বাধিবে; এমন কি, এ কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে তিনি হয় ত বিবি ব্রেসকে তলব করিয়া কৈফিয়ৎ লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "যথেষ্ট,—যথেষ্ট! আর না মিষ্টার গ্রম্‌লি, আর না! এখন কি হইলে তুমি এই স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিতে পার, এখনই আমাকে তাহা বল।"

গ্রম্‌লি উত্তর করিল, "আমার কথায় তুমি রাজী হইবে ত?"

ধীরস্বরে ফাঁসীরঁাড়ী বলিল, "অস্বীকার করিতে ইহার সাহস হইবে না।"—উত্তেজিত-কণ্ঠে সংক্ষেপে ঐ কথা উচ্চারিত হইলে যত ভার পড়িত, ধীরস্বরে উচ্চারিত হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক ভার দাঁড়াইল।

গ্রম্‌লি যেরূপ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ব্রেসের মুখের দিকে চাহিল, ফাঁসীরঁাড়ী যে ভাবে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিল, তাহাদের উভয়ের মুখ হইতে যে ভাবের বাক্য নির্গত হইল, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বিবি ব্রেসের সর্ব্বশরীর কাঁপিল, মুখ শুকাইল, অতি কম্পিত চঞ্চলকণ্ঠে গ্রম্‌লিকে বলিল, "বল বল, কি তোমার কথা, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল! আর আমি সংশয়ের আগুনে দগ্ধ হইতে পারি না।"—

হতভাগিনী তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, সে এখন ঐ উভয়েরই কায়দায় পড়িয়াছে!

পুনরায় ধীরস্বরে ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "মিসেস্ ব্রেস্! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আপোসে মিটমাট করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে মিষ্টার গ্রম্‌লি রাজী আছে। এখন যদি এ কার্য্যে বিলম্ব হয়, সেটা কেবল তোমারই সম্মতির অপেক্ষা।"

গ্রম্‌লি বলিল, "ঐ কথাই ঠিক। রফাই আমি চাই। এখন আমার প্রস্তাব মনোযোগ দিয়া শোনো।"

মনের ভিতর কি ভাব আনিয়া অধীরস্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "বল, তোমার কি প্রস্তাব? কি হইলে তুমি তুষ্ট হও?"

গ্রম্‌লি বলিল, "এই স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিলে আমার যে ৫০ গিনী লোকসান হইবে, সেই ৫০টি গিনী তুমি আমাকে দেও। এই আমার প্রথম কথা।"

ব্রেস্ বলিল, "আচ্ছা, তাহাই আমি দিব। তাহার পর?"

সটান মুখপানে চাহিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, ফাঁসীর্‌াঁড়ীর আগমনসংবাদ দিবার জন্য তোমার পরিচারিকা এই ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি যে সামান্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছিলাম, তাহাতে রাজী হও।"

কনষ্টেবলের নেত্রপল্লবের ঘন ঘন স্পন্দন আর বিবি ব্রেসের মুখে ক্রোধ ও লজ্জার চিহ্ন দর্শনে বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ তখনই বুঝিল, মিষ্টার গ্রম্‌লি কিরূপ অনুগ্রহ চায়; বুঝিবামাত্র তাহার পাণ্ডুবদন শ্লেষব্যঞ্জক আনন্দে আরক্ত হইল। বিবি ব্রেস্ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। সে তখন বেশ বুঝিল, গ্রম্‌লির অভিপ্রায়টা ফাঁসীর্‌াঁড়ী বুঝিয়া লইয়াছে।

মর্ম্মে দারুণ ব্যথা পাইয়া বিবি ব্রেস্ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর! আমি কেন মরিলাম না,—কেন মরিলাম না!"

দিব্য শান্তস্বরে এলিজাবেথ বলিল, "ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর! উতলা হইও না। কথাটা যদিও অপ্রীতিকর, কিন্তু তজ্জন্য তুমি মিষ্টার গ্রম্‌লিকে দোষ দিতে পার না।"

নাচারে পড়িয়া, স্থিরপ্রতিজ্ঞ গম্ভীরস্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "মিষ্টার গ্রম্‌লি! আর কেন,—সে বিষয়টা এখনই এখানে শেষ করা ভাল। যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাতে আমি রাজী আছি।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া গ্রম্‌লি তখন ফাঁসীর্‌াঁড়ীকে ছাড়িয়া দিল।

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ব্রেসের দিকে চাহিয়া এলিজাবেথ বলিল, "তুমি আমাকে পুলিসের হস্ত হইতে খালাস করিয়া দিলে,

অতএব তোমাকে ধন্যবাদ! আজ রাত্রে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তোমার কাছে আমি আসি নাই, কিছু টাকা দরকার ছিল; কিন্তু ৫০ গিনী দিয়া তুমি যখন আমার স্বাধীনতা কিনিয়া লইলে, তখন আমি তোমার কাছে আর টাকা চাহিব না। এই কন্‌ষ্টেবলের দ্বিতীয় প্রস্তাবে তুমি রাজী হইয়াছ, সেটাও মন্দ নয়। এখন আমি বিদায় হইলাম, তুমি সুখে রাত্রিযাপন কর।"

এই সকল কথা বলিয়া ফাঁসীরাঁড়ী তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মুখে অট্ট অট্ট হাস্য। বিবি ব্রেস্ ইত্যগ্রেই তাহার শ্লেষবাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এখন ঐ হাস্যধ্বনি তাহার কর্ণে যেন গোরস্থানের অমঙ্গল ধ্বনির ন্যায় বোধ হইল; হতভাগিনী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা হইয়া একখানা আসনের উপরে হেলিয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—*—

মদের গ্লাস

ফাঁসীরাঁড়ীর প্রস্থানের পর ১০ মিনিট অতীত ; পেলমেলের পোষাকের কারখানা ভয়ানক নিস্তব্ধ।

অতি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বৈঠকখানার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, একটা জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বিবি ব্রেস্ বাহির হইয়া আসিল, পশ্চাতে পিটার গ্রম্‌লি।

বিবি ব্রেসের গণ্ডস্থল ইত্যগ্রে গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত ছিল, সেই গণ্ড এখন বিষম পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষিত, ভ্রূযুগল বিকুঞ্চিত, নেত্রপুট নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল, চিত্তের আবেগে মুখখানা অত্যন্ত ভার ভার। সহজ অবস্থায় শাদাচক্ষে সে মুখ দেখিলে নিশ্চয়ই গ্রম্‌লির মনে ভয় হইত ; কিন্তু তাহার চক্ষু তখন ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া আসিতেছিল, সে ভাবটা দেখিতে পাইল না। ফাঁসীরাঁড়ী বাহির হইবামাত্র পিটার গ্রম্‌লি মনের সাধে ব্রাণ্ডী খাইয়াছিল, নেশার ঝোঁকে মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়াছিল, নিশার আমোদে মাতালেরা যেমন হাসে, গ্রম্‌লিও তখন সেই রকমের একটু একটু হাসিতেছিল, বুকের ভিতর আরো একটা নূতন আমোদ খেলা করিতেছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবি ব্রেস্ সেই মাতাল কন্‌ষ্টেবলটাকে সঙ্গে লইয়া, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া নিজের শয়নকক্ষে চলিল।

গ্রম্‌লি মাতাল, তাহার পা টলিতেছিল। সিঁড়ি কার্পেট-মোড়া, মোটা কন্‌ষ্টেবলের পদভরে সিঁড়িগুলা কাঁপিতেছিল, ক্যাঁচকোঁচ্ শব্দ হইতেছিল, এক একবার তাহার সমস্ত দেহের ভারটা কাষ্ঠের রেলের গায়ে পতিত হওয়াতে ঠকাঠক শব্দ হইতেছিল। বিবি ব্রেস্ তাহাকে চুপি চুপি বলিল, "সাবধানে চল, সাবধানে চল, ও রকম শব্দ হইলে বাড়ীর লোকেরা জাগিয়া উঠিবে।"

তাহারা উভয়ে ক্রমে ক্রমে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বিলাসহর্ম্মে প্রবেশ করিল। বিবি ব্রেস্ সেই সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে আপনার মনোমত নায়কগণকে লইয়া আমোদ অহ্লাদ করে।

পিটার গ্রম্‌লি একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল ; বেশী মদ খাইলে মাতালেরা যেমন উদাস-নয়নে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চারিদিকে

চায়, সেই রকমে এক একবার গৃহের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল; পরিশেষে সুকোমল শয্যার দিকে তাহার নেত্র নিপতিত; তুষার-ধবল পরিষ্কার আস্তরণ, নরম নরম সুন্দর সুন্দর বালিস, সুরঞ্জিত সূক্ষ্মবসনের মশারি, বিছানার উপর সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাহার হৃদয়ের কামানল আরো দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল।

আসন হইতে উঠিয়া কামুক কনষ্টেবল যুগল হস্তে বিবি ব্রেস্‌কে জড়াইয়া ধরিল, বুকের উপর টানিয়া লইয়া ঘন ঘন তাহার উত্তপ্ত ওষ্ঠাধারে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর আবার আসনগ্রহণ করিয়া বিবিকে জোরে টানিয়া আপনার কোলে বসাইল; গভীর কর্কশ-স্বরে বলিল, "প্রিয়তমে! তুমি অসাধারণ সুন্দরী! তোমাতে আমাতে যখন বাঞ্ছামত মিলন হইবে, যখন তুমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিবে, তখন আর আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবে না।"

যেন কতই বশীভূত হইয়াছে, উপস্থিতবুদ্ধি খাটাইয়া এইরূপ শান্তভাবে মৃদুস্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "দেখিতেছি, পিপাসায় তুমি বড় ব্যাকুল, তোমার ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, তোমার জিহ্বা যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!"

শুষ্ক ওষ্ঠে শুষ্ক রসনা ঘর্ষণ করিয়া গ্রম্‌লি বলিল, "আমার বড় পিপাসা!"

কনষ্টেবলের আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, যথাস্থানে বক্ষোবস্ত্র বিন্যস্ত করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু মিষ্টস্বরে পোষাকওয়ালী বলিল, "আমার আলমারীতে নরম গরম অনেক রকম ভাল মদ আছে।"

কামমদে মত্ত হইয়া, বিবির মুখের দিকে স্থিরনেত্র নিক্ষেপ করিয়া আকুল-কণ্ঠে গ্রম্‌লি বলিল, "তোমার বড় দয়া, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো। আচ্ছা, আগে এক গ্লাস সরাপ আর একটু জল দেও, পিপাসাটা একটু শান্তি করি, তাহার পর তুমি যে সুস্বাদু মদিরার নাম করিয়াছ, তাহাও আস্বাদন করিব।"

ব্রেসের হৃদয়ে কামস্পৃহা ছিল না, বাক্যেরও কোন অর্থ ছিল না, চতুরতা করিয়া, নানা রকম মদের নাম করিয়া মাতালকে তুষ্ট করিল, নরম গরম নমুনার মদ বাহির করিল।

গ্রম্‌লি বলিল, "সুন্দরি! ও সকল মদ আমি কখনও খাই নাই, আগে এক গ্লাস সেরী ও আর একটু জল দেও, তাহার পর যে সকল নাম তুমি করিলে, তাহার মধ্যে যেটা খুব ভাল, তাহাই এক গ্লাস দিও; ভরপুর আমোদে পরিপক্ক হইয়া দুজনে আমরা ঐ বিছানায় শয়ন করিব।

বিবি ব্রেস্ একটা গ্লাসে সেরী ঢালিয়া জল মিশাইয়া কনষ্টেবলের হাতে দিল, তাহার পর আবার আলমারীর কাছে গিয়া এক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল,

আলমারীর ভিতর হই ত কি বস্তু লইল, শেষে একটা ছোট গ্লাস পূর্ণ করিয়া কনষ্টেবলের কাছে ফিরিয়া আসিল। সেই ছোট গ্লাসের মদিরায় বাদামের সুবাস, সেই সুবাসে সমস্ত গৃহটা আমোদিত।

সেরীর গ্লাসটা উজাড় করিয়া, ছোট গ্লাসটা হাতে লইয়া আহ্লাদে আহ্লাদে গ্রম্‌লি বলিয়া উঠিল, "বাঃ! বাঃ! কি সুমিষ্ট গন্ধ! কি সুন্দর! কি সুগন্ধ!"

ব্রেসের ওষ্ঠ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই ওষ্ঠ একটু কম্পিত করিয়া সে মন্তব্য দিল, "হাঁ, ঐ সরাপে সর্ব্বদাই বাদামের সুগন্ধ পাওয়া যায়।"

ছোট গ্লাস মুখের কাছে তুলিয়া, বিবির দিকে চক্ষু ফিরাইরা, সকৌতুকে গ্রম্‌লি বলিল, "প্রেয়সি! এই আমি তোমার স্বাস্থ্য পান করি। তবে আর বিলম্ব কেন, এই বেলা তুমি কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ কর।"

ফরাসী টুপীটা খুলিয়া ফেলিয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "আজ রাত্রের মতন আমি তোমার দাসী।"

নূতন মদ্য পান করিরা গ্রম্‌লি আবার বলিল, "প্রাণাধিকে! এখন আমি তোমাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখিতেছি।"

গ্লাস মুখে তুলিয়া মুখ উঁচু করিয়া গ্রম্‌লি চমকিয়া উঠিল। সে তখন দেখিল, বিবি ব্রেসের মুখে দানবী হিংসা ও আনন্দবিজয় এক সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।

ক্ষণেকের মধ্যে এই ভাবটা গ্রম্‌লির মনে আসিল, তাহার মাথার ভিতর দিয়া অতি দ্রুতগতিতে যেন চপলা চমকিয়া গেল!

মদিরা কণ্ঠস্থ হইবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীরে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় টান ধরিল, অল্পক্ষণ চেয়ারের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভুম করিয়া গালিচার উপর পড়িয়া গেল, জীবন-বায়ু বহির্গত।

প্রায় এক মিনিট কাল বিবি ব্রেস্ সেই মৃতদেহের নিকটে দাঁড়াইয়া ঘৃণাকর দেহটা নিরীক্ষণ করিল; ইতিপূর্ব্বে গ্রম্‌লি তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়াছিল, এই তাহার প্রতিশোধ! পাছে সেই লোকটা তাহাকে বলাৎকার করে, সেই ভয়েই সে তাহাকে ঐরূপে খুন করিল! খুনের দায়ে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, সেই একটু ভয়, কিন্তু সে ভয়টা সে তত গুরুতর মনে করিল না।

কিছু পূর্ব্বে যে লোকটার সবল দেহ ছিল, এখন তাহার সেই স্থূলদেহটা আর কিছুই নয়, কেবল একটা কাপড়ের বস্তার মত বিবি ব্রেসের পদতলে নিপতিত। মরা মানুষের বিকট মুখ দেখিলে যেরূপ আতঙ্ক হয়, সেই আতঙ্ক ভিন্ন হত্যাকারিণীর মনে অন্য কোন বিশেষ আতঙ্ক আসিল না; এক মিনিটকাল কেবল সেই শবদেহটা নিরীক্ষণ করিল।

একটু পরেই হত্যাকারিণীর অন্তরে ভীষণ আশঙ্কার সঞ্চার হইল। এই

সময় সেণ্টজেমস্ গীর্জ্জার ঘড়ীতে ঢং করিয়া একটা বাজার শব্দ হইল; সেই গভীর নিশীথকালে সেই গভীর আওয়াজ শ্রবণে তাহার ভয় আরো বাড়িল। নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে একটি নিস্তব্ধ গৃহে বিবি ব্রেস্ একাকিনী,—সম্মুখে একটা মৃত-দেহ!

এতক্ষণের পর পাপীয়সীর মনে অনুতাপ আসিল। সে এখন ভাবিল, 'ওঃ! কি কাজ করিলাম! এ কাজ না করিয়া এই দুষ্ট লোকের দুষ্ট বাসনা পূর্ণ করিলেই ভাল হইত। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবার নয়, নিরুপায়!' এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগিনী যেন সম্মুখে দেখিল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ফাঁসীকাষ্ঠ!

এইরূপ হাজার হাজার চিন্তা তখন সেই নরঘাতিনীর অন্তরে যাওয়া-আসা করিল; কিন্তু এখন আর সে চিন্তায় কি ফল? যাহাকে সে নিজে খুন করিয়াছে, তাহার মৃতদেহ সেই শয়নকক্ষমধ্যে পড়িয়া আছে, কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থির করা উচিত। একবার তাহার মনে হইল, আত্মহত্যা করিবে, আত্ম-বিনাশের উপায়ও তাহার হাতে;—কেন না, মদের সহিত প্রসিক্ এসিড্ মিশাইয়া গ্রম্লিকে খুন করা হইয়াছে; যে শিশি হইতে কয়েক ফোঁটা প্রসিক্ এসিড্ ঢালা হয়, সে শিশিতে আরো অনেকটা ছিল, তাহা খাইয়া সহজেই মরিতে পারিত; কিন্তু কল্পনা আসিবামাত্র তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিল; আত্ম-হত্যা করিতে সাহস হইল না।

এখন হয় কি? মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, সরাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য;—কিন্তু কোথায় লুকাইয়া রাখা হয়, কোথায় পুতিয়া ফেলা যায়? পাপীয়সী এইরূপ ভাবিল; আরো ভাবিল, সে একাকিনী সে কার্য্য করিতে পারিবে কি না? ভাবিতে ভাবিতে একখানা চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরব হইয়া রহিল,—অন্তর-সাগরে নানা চিন্তার তরঙ্গ। একটা মৃতদেহের নিকটে একাকিনী, এই চিন্তাটাই প্রধান। হঠাৎ তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল; সে ভাবিল, যেন একটা ভয়ানক ভূত নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; আতঙ্কে মুখ হইতে হাত নামাইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্-চক্ষে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; কোথাও কিছুই নাই; সেই দেহটা কার্পেটের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে।

হত্যাকারিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিল, সম্মুখে বিকট বিভীষিকা! সত্য কি স্বপ্ন, তাহা অবধারণ করিবার জন্য পাপীয়সী আপন মস্তকে হস্তার্পণ করিল; এবারে আর মুখ ঢাকিল না, বুদ্ধি স্থির করিবার নিমিত্ত কম্পিত ভ্রূযুগলে অঙ্গুলী পেষণ করিতে লাগিল। ওহো! সে বুদ্ধি কি আর

স্থির হয়?—বুদ্ধি টলিতেছে!—বুদ্ধি ঘুরিতেছে! সে যেন দেখিতেছে, তাহার মাথার খুলীটা ফাটিয়া গিয়াছে, কে যেন খুলিয়া ফেলিয়াছে, একটা বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তি যেন তাহার ভিতর তপ্ত তরল সীসা ঢালিয়া দিতেছে! ওঃ! পৃথিবীতেই এই নরকভোগ আরম্ভ! সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর যেন স্বর্গ হইতে হস্ত বিস্তার করিয়া নিদারুণ হত্যার প্রতিফল প্রদান করিতেছেন!

ওঃ! মৃতদেহের নিকটে একটা স্ত্রীলোক' একাকিনী! পাপীয়সী যাহাকে খুন করিয়াছে, তাহারই মৃতদেহ! সে যেন দেখিতেছে, তাহার গৃহে মোটা মোটা দেয়াল ভেদ করিয়া শত শত প্রেতমূর্ত্তি দলে দলে আসিয়া চতুর্দ্দিকে নাচিতেছে,হাঁ করিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে! ওঃ! ওটা আবার কি শব্দ? কেহ কি পরিহাস করিতেছে?—কেহ কি সমবেদনা জানাইতেছে? না, তাহা ত নয়, মরামানুষের মুখ হইতে যেন গোঁ গোঁ শব্দ নির্গত হইতেছে! তবে কি উহার আত্মা এখনও উহাকে ছাড়িয়া যায় নাই? অথবা হত্যাকারিণীর মনস্তাপে কোন অপার্থিব জীব ঐরূপে প্রতিধ্বনি করিতেছে? বিবি ব্রেস্ কান পাতিয়া শুনিল। সমস্তই স্থির; কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ নাই; সমস্ত বাড়ীখানা নিস্তব্ধ, যে ঘরে শব, সে ঘরখানাও নিস্তব্ধ! মরামানুষ যে বাড়ীতে থাকে, সে বাঁড়ী যেমন স্তম্ভিত ভাব ধারণ করে, সেইরূপ নিস্তব্ধ!

বিবি ব্রেস্ বুঝিল, তাহার পূর্ব্ব-কল্পনা অমূলক, বাস্তবিক কোন শব্দই তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার বুক যেন অত্যন্ত ভারী; কেন যে ঐ ভার, কি যে তাহার কারণ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ঘরে বাতী জ্বলিতেছিল, আলোটা পীতবর্ণ, হতভাগিনী সেই আলোতে গৃহমধ্যে যাহা কিছু দেখিল, সমস্তই যেন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বস্তু—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইল। অতঃপর শয্যার দিকে তাহার চক্ষু পড়িল, বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চাদর যেন কৃষ্ণবর্ণ, তাহা দেখিয়া তাহার যন্ত্রণা বাড়িল, তাহার পর গবাক্ষের দিকে চক্ষু ফিরাইল, গবাক্ষের পর্দ্দাগুলি যেন শবাচ্ছাদন-বস্ত্রের ন্যায় কালো অন্ধকার! তাহার পর একটা সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত মেহগ্নি-কাষ্ঠের আধারের দিকে চহিল, দেখিল, যেন তাহার উপর অনেকগুলা নরকঙ্কাল রহিয়াছে! অভাগিনী আবার গবাক্ষের দিকে চাহিল, শীঘ্র সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরিল না; তাহার যেন বোধ হইতে লাগিল, গবাক্ষের পর্দ্দার মধ্য-স্থল দিয়া একটা মরামানুষের শ্বেতবর্ণ মুখ বাহির হইতেছে, সেই মুখখানা যেন কট্‌মট্‌ চক্ষে তাহার দিকে তাকাইতেছে! ব্রেসের আতঙ্কের ইয়ত্তা রহিল না; রসনা বাক্‌শূন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল, অটল,—সে যেন তখন প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় গতিশূন্য, কিন্তু একটু একটু বোধশক্তি আছে; ক্রমে ভয়টা

এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, চীৎকার করিবার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিতে না পারিলে সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইবে, এইরূপ আকিঞ্চন। তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া লইল, একটু শান্তি পাইবে, এইরূপ আশা, কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! কল্পনাপথে মরামুখ দেখিতে হইল না বটে, কিন্তু কার্পেটের উপর সত্য সত্য যে মরামানুষটা পড়িয়া ছিল, তাহার মুখে চক্ষু পড়িল, সেই মরামানুষের চক্ষু যেন অনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এইরূপ তাহার বোধ হইল।

পাপীয়সীর কণ্ঠ হইতে অকস্মাৎ গোঁ গোঁ শব্দ নির্গত হইল, সে আবার ভয় পাইয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিল। শবদেহ দেখিতে হইল না বটে, কিন্তু সহস্র সহস্র বিভীষিকা তাহার কল্পনাপথে উদয় হইতে লাগিল; দলে দলে ভীষণাকার ভৌতিক মূর্ত্তি যেন সেই গৃহমধ্যে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবৃত-নয়নে দশ-সহস্রবার সেই সকল প্রেতমূর্ত্তি সে যেন দর্শন করিল, এইরূপ তাহার অনুমান। ছায়াবাজীর পুতুল যেমন নাচিয়া নাচিয়া যায়, হত্যাকারিণীর কল্পিত ভূতেরা যেন সেই রকমে নাচিতে আরম্ভ করিল। চক্ষু ঢাকা, অথচ যেন ঐ সকল ভীষণ মূর্ত্তি সে দেখিতেছে, এই ভাবিয়া মহা ভয়ে আড়ষ্ট। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া পাপীয়সী একবার চক্ষু হইতে হস্ত খুলিল;— দেখিল, সেই মৃতদেহ নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে, তাহার কাছে সে একাকিনী।

হতভাগিনী যেন পাগলিনী হইয়া উঠিল, আবার আত্মহত্যা করিবার বাসনা হইল, আলমারীর কাছে ছুটিয়া গেল, আলমারী খুলিল, সেই প্রসিক্ এসিডের শিশিটা হাতে করিয়া লইল, গালে ঢালিতে সাহস হইল না, পক্ষাঘাত-রোগীর ন্যায় অবশাঙ্গে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, সেখান হইতে নড়িতে কিংবা চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে পারিল না, বামে দক্ষিণে চক্ষু ঘুরাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! গবাক্ষপথে সেই মরামানুষের মুখখানা! ভৌতিক চক্ষু যেন ভয় দেখাইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে,—কল্পনার দৃষ্টিতে তাহাই সে দেখিল!

নড়িবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, পলাইবার চেষ্টা নাই, পাগলিনী যেন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া কল্পনাপথে সেই মরামুখ দেখিতেছে। মুখখানা শ্বেতবর্ণ, একটু একটু পীতবর্ণের আভা, ঠোঁট দুখানা শুষ্ক, ঈষৎ নীলবর্ণ; চক্ষু কোটরগত, চক্ষের তারা সেই কোটরের ভিতর হইতে যেন তাহার দিকে চাহিতেছে; চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, নিমেষ নাই, নিশ্চল। এই সকল দেখিতে দেখিতে পাগলিনী একবার কপালে হাত ঘসিল, কোন বুদ্ধি যোগাইল না, সে গবাক্ষের দিকে আর চাহিয়া থাকিতেও পারিল না; গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া কার্পেটের উপরে বসিয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রজনী—মৃতদেহ-সঙ্গিনী

টেবিলের উপরে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, আলোটা ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল; চারিদিকে কুজ্ঝটিকা হইলে তাহার মধ্যে আলো যেমন দেখায়, আকাশে দূরস্থ নক্ষত্র যেমন মিট্ মিট্ করে, লণ্ঠনের আলোটা ক্রমশঃ সেই-রূপ মিট্‌মিটে হইয়া আসিল; দেখিতে দেখিতে এককালে নির্ব্বাপিত! গৃহ ঘোর অন্ধকারে আবৃত।

বিবি ব্রেস্ কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল, শুইয়া পড়িল;—মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল, নির্ব্বাক্। দাঁতকপাটী লাগিলে লোকে যেমন অত্যল্প ওষ্ঠ বিকাশ করে, সেই প্রকার অর্দ্ধমুক্ত ওষ্ঠপুট। বাস্তবিক সেই স্ত্রীলোক্ তখন যেন একটু চৈতন্যবিশিষ্ট পুত্তলিকামাত্র।

হাঁ, সচেতন পুত্তলিকামাত্র। একটু একটু জ্ঞান ছিল, কিন্তু সে জ্ঞানের কোন কার্য্য ছিল না। শারীরিক অবস্থাও যেরূপ, মানসিক অবস্থাও সেইরূপ। একটু পরে অভাগিনী বুঝিতে পারিল, ঘরখানা যেন নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহ যেন ঘোর কুজ্ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন।

রজনীর প্রথম ভাগে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই বিবি ব্রেসের বিল-ক্ষণ স্মরণ আছে; কত প্রকার ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা একে একে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সকলগুলি সে গণনা করিয়া মনে করিল; শেষে বুঝিল, যে লোকটাকে সে খুন করিয়াছে, সেই মরালোকের সহিত এই ঘরে একাকিনী রহিয়াছে। ঠিক তাহাই স্মরণ হইল; সে আপন মনে আপনা-আপনি বলিল, 'যেখানে আমি শুইয়া আছি, ইহার এক হস্ত দূরে সেই মৃতদেহ পড়িয়া আছে; এখান হইতে যদি আমি হাত বাড়াই, তাহা হইলে সে দেহটা স্পর্শ করিতে পারি; কিন্তু—ওঃ!—না না,—ও দেহ আমি ছুঁইব না!—ওঃ!—কি ভয়ানক!—ঐ শব-দেহটা যদি হাত বাড়াইয়া—আর ভাবিতে পারিল না,—তাহার পদাঙ্গুলী হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; কালসর্প স্পর্শ করিলে সজীব দেহে যেরূপ কম্প আইসে, সেই প্রকার কম্প।

সেই নিবিড় অন্ধকারমধ্যে কার্পেটের উপর বিবি ব্রেস্ শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতেছে, তাহার মনে কতই যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তাহার ভাগ্যে কি আছে, এ পরীক্ষায় কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে, উপায় কি হইবে, নারীবুদ্ধিতে শীঘ্র তাহা যোগাইতেছে না।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় পড়িয়া আছে, অভাগিনী তাহা জানে না; রাত্রি কত, তাহাও অনুমান করিতে পারিল না; কেন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ, কেন তাহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত, সেটাও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; রজ্জু নাই, শৃঙ্খল নাই, কেহ তাহাকে বন্ধন করে নাই, বন্ধন করিলে বন্ধন-দশার যাতনা হইত, সে যাতনাও নাই, তবে কেন এমন? ভয়বিহ্বলা পোষাক-ওয়ালী কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে তখন জাগরিতা,—সটান চাহিয়া রহিয়াছে,—চক্ষের পলক পড়িতেছে না!

সম্পূর্ণ বাক্‌রোধ, সম্পূর্ণ গতিরোধ, অন্ধকারে সম্পূর্ণ দৃষ্টিরোধ, পাপীয়সী সমভাবে শয়ন করিয়া আছে; বামে দক্ষিণে এক চুলমাত্রও সরিবার শক্তি নাই; বার বার ভাবিল,—মরা-মানুষের সঙ্গে একাকিনী এক ঘরে শুইয়া আছে, বার বার ভাবিল, যে অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তাহার এই ভয়ানক অবস্থা, সেই অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ঐ মরা-মানুষটা যদি গতিশক্তি পায়, উঠিয়া আসিয়া যদি মারিবার চেষ্টা পায়, বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া যদি বিকট বিকট ভয় দেখায়, তাহা হইলেও ঐ ভাবে শুইয়া থাকিবে, নড়িতেও পারিবে না, চেঁচাই-তেও পারিবে না!

হত্যাকারিণী পঞ্চাশবার ভাবিল, কে যেন তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত সুদীর্ঘ লৌহ-শলাকা দ্বারা তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিতেছে। হাঁ, পঞ্চাশবার ঐরূপ শেল-বিদ্ধ যন্ত্রণা তাহার কল্পনাপথে উদিত হইতেছে, এমন সময় একটা গীর্জ্জার ঘড়ীতে রাত্রি তিনটা বাজিল।

ঘটিকা-যন্ত্রের লৌহ-রসনা তিনবার কথা কহিল,—পাপীয়সীর হৃদয়ে সেই তিনটি শব্দ যেন সমাধিঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় অমঙ্গল-শব্দ তুল্য শক্ত বাজিল। কেন বাজিল, হতভাগিনী তাহা বুঝিল না। ঘণ্টাধ্বনি থামিল, পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ;—সমাধিস্তম্ভ যেমন নিস্তব্ধ, সেইরূপ ভয়ানক নিস্তব্ধ।

ভয়ানক! ভয়ানক! অভাগিনী আবার কি শব্দ শুনিল! বরফের গোলার ন্যায় তাহার বক্ষে যেন সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইল। মানুষের পোষাকের ঘর্ষণ-শব্দ! মৃতদেহটা যেখানে পড়িয়া আছে, তাহারই দুই তিন হস্ত দূরে কে যেন ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ অস্পষ্ট মৃদু শব্দ!

ক্রমে ক্রমে সেই বস্ত্রঘর্ষণ-শব্দ তিনবার অভাগিনীর শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল, তাহার শিরাবাহী শোণিত যেন বরফ হইয়া গেল।

পাঠক মহাশয় মনে করুন,—সেই শব্দ শুনিয়া পাপীয়সীর অন্তরে কিরূপ

আতঙ্কের সঞ্চার। মরা-মানুষ নড়িতেছে, কেবল এইমাত্র ভয় নয়, সে ভাবিল, মৃতদেহটা যেন হামাগুড়ি দিয়া তাহার দিকে চলিয়া আসিতেছে!

গোরস্থানের ভূতের গল্প, আত্মঘাতী লোকের কবরের ভূতের গল্প, ফাঁসী-কাষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূতের নৃত্য, প্রেতভূমির প্রেতাত্মাগণের বীভৎস ক্রীড়া, এই সকল একত্র হইয়া মানুষের মনে যে ভয় উৎপাদন করে, ঐ পাপিনী হত্যা-কারিণীর অন্তরে অন্তরে সেইরূপ আতঙ্কের আবির্ভাব!

মানুষটা মরে নাই, কেবল মূর্চ্ছা গিয়াছিল, আবার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হই-য়াছে, ইহাই কি সম্ভব? না,—কখনই সম্ভব নয়। হত্যাকারিণী যতটুকু বিষ তাহাকে খাইতে দিয়াছিল, ততটুকু বিষ খাইলে খুব বলবান্, খুব মোটা-সোটা, খুব সুস্থকায় পোনর জন লোক মরিয়া যায়! বিশেষতঃ মদ খাইবামাত্র সেই লোক যেন বজ্রাহত লোকের ন্যায় চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়াছে, মরা-মানুষের মুখ, মরা-মানুষের চক্ষু যেমন বিশ্রী হয়, দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বে হত্যাকারিণী তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

মরা-মানুষ চলিয়া আসিতেছে, এই ভয়টা পাপীয়সীর মনে পাঁচ মিনিট জাগিয়া রহিল; এই পাঁচ মিনিট তাহার পক্ষে যেন শতবর্ষ বোধ হইতে লাগিল। অবস্থা সমভাব; এক চুলও নড়িতে পারিল না।

কল্পনায় বোধ হইল, শবের একখানা হাত তাহার হস্ত স্পর্শ করিল। আতঙ্কে কম্প;—হস্ত-পদ কাঁপিল না, কোন অঙ্গ কাঁপিল না, বুকের ভিতর কম্প অনুভব।

ওঃ! ইহাই কি পৃথিবীর নরক নয়? পৃথিবীতেই কি ঐ পাপিনীর পাপের দণ্ড আরম্ভ নয়? ইহাই কি সয়তানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নরক-যন্ত্রণা-ভোগের পূর্ব্বলক্ষণ নয়?

পূর্ব্বে যেটা কল্পনা বোধ হইয়াছিল, বাস্তবিক সেটা কল্পনা নয়, যথার্থই সেই মরা-মানুষের একখানা হাত তাহার হাতের উপর পড়িয়াছিল; এখন আবার সেই প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা হাতখানা তাহার বুকের উপরেই রহিল; যে বুকে তাহার প্রিয়তম নায়কেরা সর্ব্বদাই মাথা রাখিয়া শয়ন করিত, সেই সমুন্নত বক্ষঃস্থলে এখন মরা-মানুষের হাত! কিন্তু সে বুকে এখন আর সাড় নাই; ঠিক যেন পাথরের পুতুলের বুকে পাথরের স্তন। পাপীয়সী এই সময় বুঝিতে পারিল, মৃত-দেহটা ক্রমশই তাহার কাছে সরিয়া সরিয়া আসিতেছে!

পাগলিনীর বোধ হইল, প্রকৃতই একটা হস্ত স্পর্শ; চীৎকার করিবার জন্য চেষ্টা করিল, রসনাগ্রে—রসনাগ্রে বাক্য আসিল, কিন্তু ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপা থাকাতে সে বাক্যের স্ফুরণ হইল না, ভিতরে ভিতরে আরও যন্ত্রণা বাড়িল।

শবের হাতখানা অভাগিনীর বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠদেশে উঠিল, সেখান হইতে থুঁতী স্পর্শ করিল, থুঁতী হইতে ক্রমে ক্রমে গণ্ডদেশে—বামগণ্ডে স্পর্শ হইল, আবার সেখান হইতে নামিয়া সেই অবলা নারীমূর্ত্তির বাহু ধারণ করিল, খুব ঘেঁসাঘেঁসি,—অঙ্গে অঙ্গ ঠেকিল।

সর্পগাত্র যেমন পিচ্ছিল ও শীতল, শবের হাতখানা ঠিক সেই রকম, পাগলিনী এইরূপ অনুভব করিল। অঙ্গে অঙ্গ-স্পর্শ। আবার এ কি! শব-দেহটা ধীরে ধীরে একটু উঁচু হইয়া উঠিল, পতিতা পোষাকওয়ালীর মুখের কাছে হেঁট হইল, ওষ্ঠে ও কপোলে চুম্বন করিল। ও পরমেশ্বর! এই অনৈসর্গিক ভয়ঙ্কর নাট্যাভিনয় বর্ণনা করা কাহার সাধ্য! মানব-কল্পনা যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, তাহাতেও এ ভয়ানক দৃশ্যের সীমা পাওয়া যায় না!

এই ভয়ানক অবসরে বিবি ব্রেসের অচল অঙ্গ একবার কাঁপিয়া উঠিল, অঙ্গচালনার-শক্তি আসিল, দাঁতকপাটি ছাড়িয়া গেল, ভয়ে চমকিয়া সে তখন কাঁপিয়া কাঁপিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল।

তখন ভোর হইয়াছে, গবাক্ষের পর্দ্দার ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর অল্প অল্প আলো আসিতেছে, উদাস-নয়নে বিবি ব্রেস্ চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইল,—দেখিল, পিটার গ্রম্লি যেখানে চেয়ার হইতে পড়িয়াছিল, তাহার মৃতদেহটা ঠিক সেই-খানে সেই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। পাপিনী মনে করিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ প্রকার ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছে, পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই স্মরণ হইতেছে, সমস্তই স্বপ্নের খেলা।

ফল কথা এই যে, গবাক্ষপথে মরা-মানুষের মুখ দেখিয়া বিবি ব্রেস্ যখন মূহাতঙ্কে কার্পেটের উপর পড়িয়া যায়, তাহার অব্যবহিত পরেই তাহার নিদ্রা আসিয়াছিল, নিদ্রিত অবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছিল; স্বপ্নঘোরে অস্বাভাবিক ঘটনা-সমূহ প্রকৃত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অভাগিনী যখন বুঝিল, সমস্তই স্বপ্ন,—স্বপ্নঘোর যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ঘড়ী খুলিয়া দেখিল বেলা ৬৷৷০টা। রাত্রিকালে আলো নিবিয়া গিয়াছিল, সেই জন্য মৃত-দেহের কিনারা করা হয় নাই। এখন কি হয়?—একাকিনী এ দেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, বাড়ীর দুই এক জন চাকরের সহায়তা লইতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের কায়দায় পড়িতে হইবে; উপায় কি? পাপীয়সী তখন মনে করিল, হায় হায়! পিটার গ্রম্লির দুর্ব্বাসনা পূর্ণ করাই ভাল ছিল, তাহা করিলে খুন করিতেও হইত না, এই ভয়ঙ্কর বিপদও ঘটিত না।

পাপীয়সী ভাবিল, এখন হয় কি? করা যায় কি? গত বিষয়ের জন্য আর

অনুশোচনা বৃথা; যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। এই ভাবিয়া সে কিয়ৎক্ষণ মৃতদেহের নিকটে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, মনে কত রকম সন্দেহ আসিল, শেষে স্থির করিল, ভবিষ্যতে যাহাতে নিরাপদ্ হওয়া যায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তখন আর তাহার মনে কোন প্রকার ভয় হইল না, দিনের বেলা খুনে লোকেরা ভয় পায় না!

হত্যাকারিণী আবার ভাবিল, এখন করি কি? নিমিষের মধ্যে শত শত-বার আপন মনে ঐ প্রশ্ন, কিন্তু সন্তোষকর উত্তর যোগাইল না; শেষে অব-ধারণ করিল, দিনমানের মধ্যে কোন কাজ করা হইবে না, রাত্রি না হইলে সে কার্য্যের সুবিধা পাওয়া যাইবে না; এই সময়ের মধ্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা স্থির করিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যাইবে।

মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া নরঘাতিনী আপনার গৃহদ্বারে চাবী বন্ধ করিল, রাত্রিকালে যে পোষাক পরিয়াছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিল, দর্পণের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই ভয়ে কাঁপিল, মনে ভাবিল, "ঐ কি আমার মুখ, না ভূতের মুখ?" চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, রঙ্গ মাখা ছিল, রঙ্গ উঠিয়া গিয়াছে, মুখ দেখিয়া সে আপনাকে চিনিতে পারিল না।

ওঃ! পাপীলোকের চেহারার কি পরিবর্ত্তন! এক রাত্রের মধ্যে তাহার দেহের লাবণ্য কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, এক রাত্রের মধ্যে ভূতের আকার ধারণ করিয়াছে! দর্পণের নিকট হইতে সরিয়া আসিল, মৃত-দেহের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। অত বড় প্রকাণ্ড দেহটা একাকিনী কেমন করিয়াই বা টানিয়া লইয়া যাইবে, সেই ভাবনা;—ভাবিলেই বা কি হইবে, স্নানাগারে লুকাইয়া না রাখিলেই নয়,—ভয় ভুলিল, ভাবনা ভুলিল, সাহসে বুক বাঁধিল, পাপিনী সেই প্রকাণ্ড দেহটা টানিয়া টানিয়া পার্শ্বস্থ স্নানাগারের মধ্যে লইয়া গেল, শবের মুখে একখানা কাপড় ঢাকা দিল; এই কার্য্য করিয়া নিজে সেইখানে শীতল জলে স্নান করিল।

স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, সেই ঘরের দ্বারে চাবী দিয়া, কাপড় ছাড়িয়া বিবি ব্রেস্ আবার সেই দর্পণের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। এবার দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার আহ্লাদ জন্মিল, এখন আর পূর্ব্বের মত কদা-কার মূর্ত্তি নাই, দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তখন সে ভাবিল, আর আমাকে কে পায়! রাত্রিকালে যে ভয়ঙ্কর কার্য্য আমি করিয়াছি, এখনকার চেহারা দেখিয়া জগৎ-সংসারের জনপ্রাণীও তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাইবে না!

আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে! আমি এখন বেপরোয়া সকলের সম্মুখে মুখ দেখাইতে পারিব।

দিনমান দিব্য পরিষ্কার, গৃহমধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতেছে, পরিষ্কার পোষাক পরিধান করিয়া, আধঘণ্টা পরে দ্বার খুলিয়া, বিবি ব্রেস্ ধীরে ধীরে উপর হইতে নামিয়া আসিল; যে ঘরে তাহার যুবতী কিঙ্করীগণ একত্র হইয়া হাজিরা খাইতে বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

গত রজনীর আট ঘণ্টা কাল বিবি ব্রেস্ আপন শয়নকক্ষমধ্যে কি কার্য্য করিয়াছে, মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কিঙ্করীগণ কেহই কিছু অনুমান করিতে পারিল না; সে-যে কেবল খুন করিয়াছে, তাহা নহে, সমস্ত রজনী একাকিনী সেই শব-গৃহে কত সৃষ্টি করিয়াছে, কত যন্ত্রণা ভুগিয়াছে, মুখ দেখিয়া কিঙ্করীরা সে সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিতেও পারিল না। অধিক কি, হত্যাকারিণী যদি নিজ মুখে সেই সকল ভয়ঙ্কর নৈশ ব্যাপার তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিত, তাহা হইলেও তাহারা বিশ্বাস করিত না।

প্রভাতে নিত্য নিত্য সেই কারখানা-বাড়ীতে যেরূপ কারবারের আয়োজন হয়, ঠিক সেইরূপ; গবাক্ষে গবাক্ষে নূতন নূতন বিবিয়ানা টুপী শোভা পাইতেছে, চমৎকার চমৎকার গোটাদার পোষাক ও গলাবন্ধ ঝুলিতেছে, দোকানের পরিচারিকারা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিয়া প্রফুল্ল-বদনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, প্রভাতে যাহারা সেই দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, ঐ সকল জাঁকজমক দেখিয়া তাহারা কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারিতেছে না; রাত্রিকালে সেই বাড়ীতে খুন হইয়াছে, ঐরূপ জাঁকজমক দেখিয়া তাহা অনুমান করা কাহার সাধ্য!

লণ্ডন-রহস্য

বা

বড়দলের গুপ্তলীলা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ব্যারোনেট ও রাজকুমারী

বিবি ব্রেস্‌সে লাশটা গোপন করিয়া দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করুক, ইহার পর উপযুক্ত অবসরে পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

এখনকার দৃশ্য হইতেছে উইণ্ডসর সহরের একটি নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে একখানি বাড়ী। এক বৃদ্ধ দপ্তরী সেই বাড়ীর অধিকারী; তাহারা স্ত্রী-পুরুষে অপর কোন লোকের কোন প্রকার সংস্রবে থাকে না; সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড সেই বাড়ীর একটি সুসজ্জিত কক্ষে নির্জ্জনবাস করিতেছেন। বাড়ীতে আর অন্য কোন ভাড়াটীয়া নাই। সার রিচার্ড অকারণে অনেক কষ্টভোগ করিয়া এই নির্জ্জন বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রাদেশিক নগরে প্রকাশ্যরূপে কেহ বাস করিলে নানা শ্রেণীর বাজে লোকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, এ বাড়ীতে সেরূপ উপদ্রব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়াই তিনি ঐ স্থানটি মনোনীত করিয়াছেন।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত ভয়াবহ ঘটনাবলী যে রাত্রে সংঘটিত হয়, তাহার পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড আপন বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া একমনে কতকগুলি পত্র পাঠ করিতেছেন, পত্রগুলি তাঁহার আলিস্‌বরিস্থ উকীলের নিকট হইতে সমাগত হইয়াছে। বৃহৎ একখানা বাকিজায় কাগজ—পূর্ণ দুই স্তম্ভ অঙ্কপাত করা, সেই কাগজখানা তাঁহার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে, এক একবার তিনি সেই দিকে চাহিতেছেন, তাঁহার বদনে সগৌরব আনন্দচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।

সার রিচার্ড সেই পত্রখানি দেখিতেছেন, এমন সময় কে একজন আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহদ্বারে করাঘাত করিল, তিনি শীঘ্র শীঘ্র আসন হইতে উঠিয়া আগন্তুককে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। যিনি প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সার রিচার্ডের মনে সবিস্ময় আনন্দের উদয় হইল। প্রবেশ করিলেন কে?—রাজকুমারী এমিলিয়া।

রাজকুমারীর পরিচ্ছদ মূল্যবান্ ছিল না, কিন্তু দেখিতে অতি পরিপাটী; হীরা-জহরাতমণ্ডিত পোষাক অপেক্ষা সেই পোষাকে তাঁহাকে অধিক মানাইয়াছে; মুখখানি হাসি হাসি, লাবণ্য পরিস্ফুট।



সার রিচার্ড ও রাজকুমারী এমিলিয়া।

রাজকন্যার অধরে মৃদু হাসি; অধরোষ্ঠের অল্পবিচ্ছেদে অতি সুন্দর শুভ্র দন্তপংক্তির অল্প-বিকাশ;—পথভ্রমণে কপোলযুগল আলোহিত; উদ্যান হইতে অতিক্রান্ত পদব্রজে তিনি আগমন করিয়াছেন, এই কারণে—সেই শ্রমে সুন্দর বদনে ঐরূপ আরক্ত-রাগ।

রাজকন্যার পদতলে জানু পাতিয়া, বসিয়া, তাঁহার সুকোমল হস্ত চুম্বন করিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "রাজকুমারি! তোমার এই অনুগ্রহ আজ আমার অভাবনীয় আনন্দ উৎপাদন করিল। আমি যে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা জানি না।"

রাজকুমারী বলিলেন, "আমি আসিয়াছি, এটি যদি তুমি অনুগ্রহ বিবেচনা কর, তাহা হইলে ঐরূপ শিষ্টাচার সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা নহে, তোমাকে বন্ধু জানিয়া বন্ধুভাবে আমি দেখা করিতে আসিয়াছি,—তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

পুনরায় রাজকুমারীর পাণি-চুম্বন করিয়া, পদতল হইতে উঠিয়া, কুমারীকে একখানি আসনে বসাইয়া, স্বয়ং স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম! তুমি আমার রক্ষাবিধায়িনী দৈবশক্তিরূপিণী দেবী। বহুদিন—বহুদিন আমি এমন সুবিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিব, এমন আশাও আমার নাই।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইল।"—বলিতে বলিতে তাঁহার বদনে লজ্জারেখা দেখা দিল। সার রিচার্ড সে দিকে চাহিতে না চাহিতেই কুমারী আবার শীঘ্র শীঘ্র বলিতে লাগিলেন, "আমাদের পরস্পর যে বন্ধুত্ব হইয়াছে, অবশ্যই ইহা চিরস্থায়ী হইবে, এ বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ হইবে না, সেই বিশ্বাসেই আমি এখানে দেখা করিতে আসিয়াছি। এখন বল দেখি, তোমার নির্জ্জন গৃহে হঠাৎ আমি অনধিকার প্রবেশ করিলাম, ইহাতে কি তুমি কোনরূপ দোষ ভাবিয়াছ?"

সগৌরবে সার রিচার্ড উত্তর করিলেন, "রাজকুমারি! তুমি আমাকে বন্ধু বলিতেছ, দয়া করিয়া দেখা করিতে আসিয়াছ, আমিও তোমাকে প্রিয়বন্ধু জ্ঞান করিতেছি, ইহাতে দোষ ভাবিবার বিষয় কি? মনে কর, সে দিন যখন আমরা উভয়ে উদ্যান-ভ্রমণ করি, তখন সেখানকার শীতল বাতাসে তোমার অসুখ হইতেছিল, এই বাড়ীতে আনয়ন করিয়া তোমাকে একটু বিরাম দান করি, এইরূপ আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি রাজী হও নাই। ও! তোমাকে বিদায় দিয়া ঘরে আসিয়া তোমার জন্য যে আমি কত ভাবিয়াছিলাম, সে দিন তুমি এখানে আসিলে আমি যে কত সুখী হইতাম, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই।"

বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "আজ তবে এখানে আসিয়া আমি ভালই করিয়াছি। নিত্য আমি যে সময়ে বেড়াইতে আসি, আজ তদপেক্ষা একটু সকাল সকাল আসিয়াছিলাম, উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি

ভাবিতেছিলাম, তুমি হয় ত সাড়ে বারোটার সময় আমার সহিত সেইখানে দেখা করিবে, বিলম্ব করিতে না পারিয়া তোমার বিস্ময়-উৎপাদনের ইচ্ছাতে অগ্রেই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"—এই কথা বলিতে বলিতে এমিলিয়ার সুন্দর মুখখানি আকস্মিক লজ্জায় আবার লোহিতরাগে রঞ্জিত হইল।

রাজকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সার রিচার্ড বলিলেন, "তোমার আগমনে আমার হৃদয়ে শান্তির ছায়া পড়িল। আমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি; যন্ত্রণায় আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত; তুমি সেই ক্ষতস্থানে ঔষধের সহিত শান্তি-জল প্রক্ষেপ করিলে। ইহা যদি না হইত, তাহা হইলে আমি নিরাশাসাগরে ডুবিতাম, কিংবা তাহা অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর—সংসারে আশা-ভরসাহীন লোকেরা শেষকালে যে পথ অবলম্বন করে, আমাকেও সেই ভয়ঙ্কর পথের পথিক হইতে হইত! রাজকুমারি! আমার এই ঘরখানি অন্ধকার ছিল, একাকী এই ঘরে বসিয়া যখন আমি তোমার অর্চ্চনীয় প্রতিমাখানি ধ্যান করিতাম, তখনও চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার বোধ হইত, আজ তোমার উদয়ে এই অন্ধকার ঘর আলো হইল।"

রাজকুমারী বলিলেন, "যে সকল কথা তুমি বলিলে, বুঝিলাম, তাহা তোমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, উহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা পুলকিত হইল; বুঝিলাম, তোমার তপ্ত-হৃদয়ে আমি কিঞ্চিৎ শীতল জল প্রদান করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তোমাকে সুখী করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার আনন্দ।"

প্রফুল্ল-নয়নে চাহিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "রাজকুমারি! এখন আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে আমার ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এখন যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, স্মৃতিপটে যেন ক্ষুদ্র একটি কৃষ্ণ-বর্ণ রেখা।"

মধুর-স্বরে রাজকুমারী বলিলেন, "আমি যখন তোমার নিকটে না থাকি, তখন তোমার হৃদয় ঘোর অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন হয়, নানা কুচিন্তার উদয় হইয়া থাকে।"—কুমারীর এই মধুরধ্বনি সার রিচার্ডের কর্ণে যেন মধুর সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইল, ধ্বনি যেন তাঁহার হৃদয়ের অতলতল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, শেষে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "হায়! যখন আমি একাকী থাকি, তখনকার একমাত্র সান্ত্বনা কেবল তোমার ঐ মধুর রূপের প্রতিমা-খানি! তোমার মুখে যে সকল কথা শুনি, সহস্রবার আপন মনে সেই সকল কথা তোলাপাড়া করিয়া হৃদয়কে শান্ত রাখি! বিদায়কালে তুমি বলিয়া যাও, 'কল্য আবার দেখা হইবে;' আশ্বাসে আশ্বাসে সেই কথাই মনে রাখি; প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয়, প্রতিদিন

আমি চরিতার্থ হই; জ্ঞান হয় যেন আমি এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি, আমার প্রকৃতির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; জীবনের প্রথম অবস্থায় যে সকল সুখ আমি ভোগ করিয়াছি, তাহার জন্য আর আক্ষেপ থাকে না।"

বদনের সলজ্জভাব গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অধোমুখী হইয়া রাজকুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার মনের ঐরূপ শান্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তবে তোমার কাছে সর্ব্বক্ষণ আমার থাকা উচিত।"

হৃদয়মাঝে কি ভাবের উদয় হইল, হৃদয় যেন আলো হইয়া উঠিল, যুগপৎ বিস্ময়াতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "ধন্য জগদীশ! মধুমুখী রাজনন্দিনি! তোমার মুখে কি মধুর কথা আমি শুনিলাম!"

মহা আগ্রহে সার রিচার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারণে এ বিস্ময়?"

সার রিচার্ড উত্তর করিলেন, "কারণ এই যে, এইমাত্র তুমি যে কথা বলিলে, তাহাতে আমার মানসিক চক্ষু ফুটিল, সত্য, নিঃসন্দেহ সত্য, এখনও পর্য্যন্ত আমি তাহাতে সংশয় আনিতে অক্ষম। সেই কথা শুনিয়াই আমার অন্তরে ভয়ের সহিত বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে!"

সুকোমল নীলনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সত্য সার রিচার্ড?—কোন্ কথাটা?"

গোলমালে পড়িয়া সার রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর করিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

রাজকুমারী বলিলেন, "রিচার্ড! তোমাতে আমাতে যদি পূর্ণ-বিশ্বাস না দাঁড়ায়, উভয়ের গোপনীয় বিষয় যদি উভয়ে জানিতে না পারি, তবে এখন যে বন্ধুত্ব হইল, সে বন্ধুত্বে কি ফল?"

সার রিচার্ডের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল;—আনন্দের কম্প! রাজকুমারী তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, এই জন্যই আনন্দ। কুমারীর করমর্দ্দন করিয়া, সলজ্জ মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! বলি কি? করি কি?"

রাজকুমারীরও আনন্দের সীমা রহিল না! তিনি যেন সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। সার রিচার্ডের মুখপানে চাহিয়া তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন, "কি তুমি বলিবে?—কেন,—আমার কথার উত্তর দাও,—সরল অন্তরে উত্তর দাও, আমার কোন্ কথাটা তুমি সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছ?"

সার রিচার্ড যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; কি করিবেন, কি বলিবেন, শীঘ্র

স্থির করিতে পারিলেন না; কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,"রাজকুমারি! পাছে তোমার অমর্য্যাদা হয়, পাছে আমাদের এই নূতন বন্ধুত্বের,অমর্য্যাদা হয়, সেই ভয়ে—"

আলোহিত-গণ্ডে সুমধুরস্বরে এমিলিয়া বলিলেন, "রিচার্ড! যাহা তুমি ভাবিতেছ, তাহা অকারণ; তোমার কোন কথায় আমার অমর্য্যাদা হইবে না।"

সার রিচার্ড বলিলেন, "তবে তুমি আমাকে সরলভাবে কথা কহিতে অনুজ্ঞা করিতেছ?"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "না,—অনুজ্ঞা নয়, আমি মিনতি করিতেছি, সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।"

পুনর্ব্বার রাজকুমারীর পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া, তাঁহার সলজ্জ বদনে চঞ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, সানুরাগে সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড বলিলেন, "আদরিণী এমিলিয়া! তবে সেই সত্যকথাটি শ্রবণ কর। আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি,—অন্তরের সহিত পূজা করি।"

অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া রাজকুমারী এমিলিয়া পদতলস্থ রূপবান্ পুরুষের কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক গদগদস্বরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাসো? তুমি আমাকে ভালবাসো?"

সেই সময় সার রিচার্ড সুন্দরীর সুন্দর ওষ্ঠে, কপোলে ও ললাটে প্রেম-চুম্বন করিলেন; প্রসন্নবদনে বলিলেন, "ভালবাসি।—হাঁ,—ওহো!—হাঁ, এত ভালবাসি যে, মুখে বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না।"

প্রণয়ীর মুখে প্রণয়ের অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া মধুরগুঞ্জনে রাজকুমারী আপন মনে বলিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর! ইনি আমাকে ভালবাসেন! ইনি আমাকে ভালবাসেন!" এই আনন্দধ্বনির মহিমায় কুমারী মনে করিলেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র হইল,—জীবন পবিত্র হইল, দেহ পবিত্র হইল! আনন্দ-বারি-বর্ষণে তাঁহার অন্তরে তখন অতুল প্রেমানন্দ!

পদতল হইতে উঠিয়া, কুমারীর পার্শ্বাসনে বসিয়া সানন্দে সার রিচার্ড প্রশ্ন করিলেন, "এমিলিয়া! আমার কথা তো শুনিলে,—এখন বল দেখি, তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে পার?"

রাজকুমারী বলিলেন, "জগদীশ্বর সাক্ষী, তোমার হস্তে আমি আমার দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিলাম!"—সংক্ষেপে এইরূপ উক্তি করিয়াই পবিত্র অনুরাগে ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ কুমারী বারংবার সেই প্রেমাধারের অধর চুম্বন করিতে লাগিলেন। আরো বলিলেন, "যত দিন বাঁচিব, সমান অনুরাগে আমি তোমার সেবা করিব।"

প্রতিচুম্বন করিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "মনে কর এমিলিয়া! তোমার এই প্রেমানুরাগ আমার কতদূর ভাগ্যের ফল! আমি তোমার প্রেমলাভের প্রত্যাশা করি নাই, এত সুখ আমি লাভ করিব, মনেও তাহা ভাবি নাই; ইহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তুমি—"

নায়কের স্কন্ধের উপরে মাথা রাখিয়া গুঞ্জনস্বরে রাজকুমারী বলিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাসিলে, আমি তোমার ভালবাসা পাইলাম, আমি তোমাকে ভালবাসিলাম, ইহা আমারও ভাগ্যফল। বলিব কি রিচার্ড, এক-দিন পরে, একমাস পরে, কিংবা এক বৎসর পরে যদি তুমি তোমার মনোগত ভাব আমার কাছে প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে সেই ব্যবধানকালে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত।"

এই কথা বলিয়া রাজকুমারী কিয়ৎক্ষণ নয়ন মুদিয়া রহিলেন। বাহিরের বস্তু দেখিতে না হয়, অন্তরে কেবল প্রেমানন্দ ক্রীড়া করে, নয়ন মুদিবার ইহাই তাৎপর্য্য। তাহার পর যখন তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন, সেই সময় সার রিচার্ড একটু হেঁট হইয়া তাঁহার সেই নীলোৎপল তুল্য সুন্দর নেত্রযুগল অবলোকন করিতে করিতে হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিলেন, "এমিলিয়া! ওঃ! একবার আমি এক রমণীকে ভালবাসিয়াছিলাম,সে রমণী বিশ্বাসঘাতিনী; সে রমণী কাল-সাপিনী; তাহার দংশনে আমার হৃদয় যেন শ্মশানভূমি হইয়াছিল; সংসারে আবার আমি সুখী হইব, এমন আশা ছিল না,সমস্ত সুখের আশা-ভরসায় আমি জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম; আজ তুমি আমার প্রাণে স্বর্গের সুধা ঢালিয়া দিলে, আমি যেন পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়া অন্ধকার কবর হইতে উঠিলাম। এমিলিয়া! তুমি যদি আমাকে অভাবনীয়রূপে এই আনন্দ বিতরণ না করিতে, তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে আমি এককালে অপদার্থ হইয়া যাইতাম, সংসারে আমার মত দুর্ভাগ্য পুরুষ আর দ্বিতীয় থাকিত না!"

সার রিচার্ডের বক্ষে মস্তক রাখিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "তোমার কোন কথায় আমার অবিশ্বাস হয় না; আমি যে তোমাকে পুনরায় সুখের পথে আনিতে পারিয়াছি, ইহাতে আমি কৃতার্থ বোধ করি।"

সচকিতে সার রিচার্ড বলিলেন, "এ পৃথিবী যেন এখন আমার চক্ষে স্বর্গধাম বোধ হইতেছে, কিন্তু অকস্মাৎ একটা ভয়ের কারণ উত্থিত হইতে—"

সহসা মস্তক উত্তোলন করিয়া, সংশয়-বিস্ময়ে প্রণয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রাজকুমারী প্রতিধ্বনি করিলেন, "ভয়?"

ত্বরিতস্বরে সার রিচার্ড উত্তর করিলেন, "হাঁ, ভয়,—তোমার প্রতি আমার

যে ভালবাসা জন্মিয়াছে, এই ভালবাসা হইতেই ভয় উৎপন্ন হইতে পারে; কারণ, এরূপ অনুরাগের পরিণাম সেইরূপ হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না; দয়া করিয়া বুঝাইয়া বল।"

সানুরাগ-দৃষ্টিতে এমিলিয়ার মুখপানে চাহিয়া সার রিচার্ড বলিলেন,"আমার কথার মানে এই যে, যাঁহাকে আমি ভালবাসিতেছি, তিনি সামান্য ঘরের কন্যা নন, বড়ঘরের উচ্চবংশীয়া সম্ভ্রান্তকুমারী; তাঁহার পাণিগ্রহণে আমার অধিকার নাই, বিবাহ হইলেও তাহা আইনসিদ্ধ হইবে না।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া এমিলিয়া বলিলেন, "যে প্রেমে আমরা বাঁধা, সে প্রেমে অধিকার-অনধিকার বিচার নাই, পরস্পরের আত্মায় আত্মায় বন্ধন; মনুষ্য-কৃত আইন অথবা সামাজিক শাসন এ পবিত্র প্রেমে বাধা জন্মাইতে পারিবে না।"

রাজকুমারীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "ওঃ! আত্মায় আত্মায় সম্মিলন, ইহাতে তুমি আর সন্দেহ করিতে পার? ওঃ! আজ আমার কি শুভ দিন!"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া টেবিলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "আজ প্রাতঃকালে আমি ঐ সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার উকীল আলিসবরী হইতে ঐ সকল কাগজপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম, এতাদৃশী অবস্থায় কোন কোন স্থলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, আমার ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিতে পারে;—আমার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে। আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, মূল্যও আদায় হইয়াছে। আরল্ অব্ ডেস্‌বরা আমার রমণীয় প্রাসাদ প্রচুর মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছেন। ঐ যে বাকী-জায়ের ফর্দ্দ আমি দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, এখন আমি সেই বিলুপ্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণ এবং অপরাপর মহাজনগণের সমস্ত প্রাপ্য টাকা অক্লেশে পরিশোধ করিতে পারিব; দেনা পরিশোধ করিয়াও অনেক টাকা আমার হস্তে থাকিবে। অতঃপর আমি পুনর্ব্বার মাথা উঁচু করিয়া জগতের লোকের কাছে সগৌরবে মুখ দেখাইতে পারিব।"

রাজকুমারী বলিলেন, "ওঃ! অকপট-হৃদয়ে—সরল অন্তরে আমি তোমার সুখে অভিনন্দন করিতেছি! প্রিয়তম রিচার্ড! জগদীশ্বর জানেন, আমি অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এইবার সুখী হইলাম; তোমার ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া আসিল।"

আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া সার রিচার্ড বলিলেন,"হাঁ, আমার ভাগ্যচক্র ঘুরিয়াছে, আবার আমি সৌভাগ্যের মুখ দেখিলাম, আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াছে,

বহুকষ্ট ও বহু যন্ত্রণাভোগের পর মনুষ্য যেমন সৌভাগ্যক্রমে পুনরায় ইহ-সংসারে সুখী হইয়া থাকে, আমি এখন সেইরূপ সুখী হইয়াছি। আমার চরিত্রে যে কলঙ্ক-রেখা পড়িয়াছিল, তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে, লোকে আবার আমাকে সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান দান করিবে। তাহার উপর—ওঃ!—তাহার উপর স্বর্গীয় সুন্দরি! তোমার পবিত্র প্রেমলাভ! তোমার প্রেমে আমি কৃতার্থ হইলাম, চিরজীবনে এ প্রেমে—এ জীবনে বিচ্ছেদ হইবে না।"

রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমি আমার নিজের কথা বলি, ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া ধর্ম্মতঃ আমি শপথ করিতেছি, তোমাকে ভিন্ন এ জীবনে আর কাহাকেও অমি বিবাহ করিব না। আমি—"

বাধা দিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "ওঃ! না বুঝিয়া অকস্মাৎ অমন প্রতিজ্ঞা করিও না।"

রাজকন্যার বদনমণ্ডল আরক্ত আভায় সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সঙ্কল্পিত-স্বরে তিনি বলিলেন, "না না, আমার বাক্যে বাধা দিও না; স্থির হইয়া, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। তুমি আমার স্বামী, তোমাকে ভিন্ন ইহ-জীবনে আর কাহাকেও আমি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিব না। যাহারা যাহারা আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া উপসনা করিবে, তাহাদের সকলকেই আমি প্রত্যাখ্যান করিব; তোমার ধর্ম্মপত্নী হইয়াই জগতে আমি বাঁচিয়া থাকিব, তোমার ধর্ম্মপত্নী হইয়াই ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিব, জীবনে মরণে আমি তোমারই,—তোমারই ধর্ম্মপত্নী।"

এক জানু ভূমিতে পতিত করিয়া, সস্নেহে রাজকুমারীর করকমল ধারণ পূর্ব্বক সার রিচার্ড বলিলেন, "মানব রসনা কোন ভাষায় এই নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতিদানে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমর্থ নয়। ধর্ম্মতঃ শপথ করিয়া তুমি আমাকে পবিত্র প্রেম দান করিলে, ধর্ম্মতঃ শপথ করিয়া আমিও তোমাকে আমার হৃদয়ের পূর্ণ-প্রেম প্রদান করিলাম, বাক্য দ্বারা অথবা কার্য্য দ্বারা তোমার প্রাণে বেদনা দিবার পূর্ব্বেই যেন আমার মরণ হয়!"

হস্তধারণ পূর্ব্বক সার রিচার্ডকে উত্তোলন করিয়া কুমারী এমিলিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন; গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রিচার্ড! তোমার বাক্য আর আমার বাক্য এক সুরে আর এক সূত্রে গাঁথা, আমি তোমার স্ত্রী, জগদীশ্বরের চক্ষে তুমি আমার স্বামী, জগদীশ্বরের চক্ষে আমি তোমার স্ত্রী, ইহসংসারে তুমিই আমার স্বামী।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাপের বিভীষিকা

এখন আবার বিবি ব্রেসের ভাগ্যসূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যদিও দোকানের কিঙ্করীগণের সম্মুখে বিবি ব্রেসের মুখে মৃদু মৃদু হাস্য, যদিও খরিদ্দারগণের সম্মুখে বিবি ব্রেসের সবিশেষ ক্ষিপ্রকারিতা, যদিও খরিদ্দারেরা তাহাকে জগতের নারীজাতির মধ্যে মানসিক সুখে পরম সুখী মনে করিতেছে, তথাপি যতক্ষণ দিনপতি অস্তগত না হইলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরে অন্তরে তাহার নরকযন্ত্রণাভোগ! অনুক্ষণ তাহার মনে প্রশ্ন—কিরূপে মৃত-দেহের কিনারা করা হইবে? সে পক্ষে তাহার কি করা কর্ত্তব্য? যতবার মনে মনে ঐ প্রশ্ন, ততবারই হত্যাকারিণী ক্রমশঃ হতবুদ্ধি! সে অবস্থায় মুখে হাস্য আনয়ন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; বাহ্য-লক্ষণে প্রফুল্লভাব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে গৃধ্র-সংগ্রাম;—গৃধ্রপক্ষী যেন তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে! তাহার মনের যখন এইরূপ ভাব, সেই সময় সহচরী হ্যারিয়েট্ নিকটে আসিয়া স্নানাগারের চাবী চাহিল;—বলিল,'দাসী আসিয়াছে, স্নানাগার পরিষ্কার করিবে। বেলা দুই প্রহর।'

সামান্য একটা মিথ্যা ওজর করিয়া ব্রেস্ বলিল, "দরকার নাই।"—ওজরটা করিবার সময় তাহার ললাটের অগ্রভাগ হইতে সমস্ত মুখখানা সহসা লোহিত-বর্ণ হইয়া গেল, হ্যারিয়েট্ সে দিকে লক্ষ্য রাখিল না; রক্তমুখী তখনই আবার শুভ্রমুখী, চকিতমাত্রেই বর্ণ-পরিবর্ত্তন, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর মরণাধিক যন্ত্রণা।

অপরাহ্নে একটা কদাকার লোক সেই দোকানে আসিয়া নির্জ্জনে বিবি ব্রেসের সহিত দেখা করিতে চায়, কি দরকার, তাহা সে বলে নাই, নামও বলে নাই। সংবাদটা শুনিবামাত্র বিবি ব্রেসের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইল; সে ভাবিল, হয় ত পুলিসের লোক খানাতল্লাসী করিতে আসিয়াছে। পরক্ষণেই সে ভয়টা দূর হইল, উপস্থিত বুদ্ধি আসিল, যাহার মুখে সংবাদ পাইল, তাহাকে বলিয়া দিল, 'আচ্ছা, লোকটাকে আসিতে বল।'

বিবি ব্রেস্ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, অল্পক্ষণ পরেই সেই লোকটা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া হতভাগিনী চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। লোকটা তাহার চেনা, পিটার গ্রম্‌লির সহিত তাহাকে দেখিয়াছিল, সেই কথা তাহার মনে হইল; আস্তেব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া সাতঙ্ক কণ্ঠে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কাছে তোমার কি দরকার?'

লোকটা কে? পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, গ্রম্‌লির সহকারী সেই মব্। তাহাকে দেখিয়া বিবি ব্রেস্ ভয় পাইয়াছে, মবের তীক্ষ্ণ চক্ষু সেটা বেশ বুঝিল; আপন মনে বলিল, 'ঠিক কথা! গ্রম্‌লি ঠিক বলিয়াছিল, খাসা মেয়েমানুষ!' সম্মুখের টেবিলে মদের ডিক্যাণ্টার, বিবি ব্রেস্ মদ খাইতেছিল, পেট ভরিয়া খাইয়াছে, মাতাল হইয়াছে। মব্ তাহা দেখিয়া আবার মনে মনে বলিল, খাসা মেয়েমানুষ, কিন্তু ভারী মাতাল, খুব বেশী মদ খায়।'

ব্রেসের মব্ প্রশ্নে উত্তর করিল, "আমি বো-ষ্ট্রীট্-পুলিসের লোক, যাহার কাছে দরকার, তাহার কাছে উপস্থিত না হইলে নাম বলা, পেশা বলা, কার্য্য বলা আমাদের অভ্যাস নয়, এই জন্য তোমার চাকরের কাছে আমি পরিচয় দিই নাই।"

বিবি ব্রেস্ ভাবিল, তাহার ভয়ের কারণটা হয় ত এই ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই, ইহা ভাবিয়াই একটু ছল করিয়া বলিল, "আমার বড় অসুখ, মাথাটা ভারী ধরিয়াছে; তাহা হউক, কেন তুমি আসিয়াছ, বল।"

মব্ বলিতে লাগিল, "আমার উপরওয়ালা হেড্ আফিসার পিটার গ্রম্‌লি আমাকে সঙ্গে লইয়া কল্য রাত্রে এখানে আসিয়াছিল, আমাকে বিদায় করিয়া দিয়া পিটার গ্রম্‌লি তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছিল, আজ প্রাতঃকালে আফিসে ফিরিয়া যায় নাই, এখনও পর্য্যন্ত তাহার দেখা নাই, তাহার বাসাতেও কোন সংবাদ পাইলাম না; মনে ভাবিলাম, তুমি বুঝি তাহাকে অন্য কোন বিশেষ কার্য্যে আর কোথাও পাঠাইয়া থাকিবে, সেই কারণে এখানে সংবাদ লইতে আসিয়াছি।"

আত্মসংযম করিয়া উপস্থিত বুদ্ধিবলে ব্রেস্ বলিল, "পিটার গ্রম্‌লি গতরাত্রে এখানে আসিয়াছিল, এ কথা সত্য, কিন্তু এখানে ছিল বড় জোর ১০ মিনিট কি পনর মিনিট, তাহার পরেই চলিয়া গিয়াছে।"

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মৃদুস্বরে মব্ বলিল, "ভারী আশ্চর্য্য কথা!"—আবার কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তাহাকে টাকা দিয়াছ?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্রেস উত্তর করিল, "গ্রম্‌লির প্রতি যেরূপ বিশ্বাস, তোমার প্রতিও সেইরূপ; আমি সত্য বলিতেছি, পূর্ব্বের বন্দোবস্তমত তাহাকে আমি পাঁচশত গিনী দিয়াছি।"

কথাপ্রসঙ্গে মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া গুঞ্জনস্বরে মব্ বলিল, "টাকা তুমি দিয়াছ ; কিন্তু সেই টাকা লইয়া রাস্তায় বাহির হইলে দুষ্টলোকের চক্রে পড়িতে পারে, তাহারা তাহাকে খুন করিয়া সেই সকল টাকা কাড়িয়া লইতে পারে, গ্রম্‌লি তাহা জানিত, সদর রাস্তার উপর কেহ যে তাহাকে খুন করিয়া টাকা লইয়াছে, কিছুতেই আমি এরূপ বিবেচনা করিতে পারি না,—সম্ভবও নয়।"

ব্রেস্ বলিল, "আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বুঝিতেছি, তোমার বন্ধুটি এখান হইতে বাহির হইয়া, বখার ছোঁড়াদের দলে মিশিয়া কিছু বেশী মাত্রায় মদ খাইয়াছিল, খোঁয়ারী ধরিয়াছে, মাথাব্যথা করিতেছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, খোঁয়ারী ভাঙ্গিলেই আদালতে হাজির হইবে।"

অমঙ্গলসূচক মস্তকসঞ্চালন করিয়া মব্ বলিল, "না না, গ্রম্‌লির মত লোকে তেমন কাজ কখনই করিবে না। যদি কেহ তাহাকে খুন করিয়া না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পলায়ন করিয়াছে,—পলায়নের কারণ আমার অনুমান হয়, সেই যে ছুঁড়ীটাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছে, ছুঁড়ীটা পলাইয়া গিয়াছে, পাছে তাহার ঘাড়ে দোষ পড়ে, সেই ভয়ে যে পাঁচ শত গিনী তুমি তাহাকে দিয়াছ, সেই পাঁচ শত গিনীর বখ্‌রা আমাকে না দিবার মত্‌লবেই গা ঢাকা হইয়াছে।"

পুলিসের এই লোকটা আপন মনে একটা মিথ্যা সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে, ইহাতে বিবি ব্রেসের বড় আনন্দ হইল, সে আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "বিচিত্র নয়,—তোমার মাথায় যে সিদ্ধান্তটা আসিয়াছে, তাহা সত্য হইতে পারে ; কেন না, গত রাত্রে গ্রম্‌লি এই ভাবে আমাকে একটু আভাস দিয়াছিল যে, জীবনকালের মধ্যে এক সঙ্গে পাঁচ শত গিনী সে কখনও পায় নাই, কিরূপে এত টাকা পাইল, কি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবে, তাহার মনে সেইরূপ একটা ভয় হইয়াছিল।"

মব্ বলিল, "অমন কথা সে যদি তোমাকে বলিয়া থাকে, তবে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না,—লোকটা নিশ্চয়ই চম্পট দিয়াছে, আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইয়াছে!"

ব্রেস্ বলিল, "যে কাজের জন্য ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে, সে কাজে তুমিও সাহায্য করিয়াছ, আমার তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ; এরূপ স্থলে তুমি একেবারে অপুরস্কৃত থাকো, সেটা ভাল নয়, আমার ইচ্ছাও সেরূপ নয়, অতএব তুমি এই ৫০টি গিনী গ্রহণ কর।"

টেবিলের উপরে ব্রেস্ যখন গিনীগুলি গণনা করিয়া রাখিল, সেই দিকে

চাহিয়া আহ্লাদে মবের চক্ষু তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; গিনীগুলি হস্তগত করিয়া পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

সেলাম করিয়া মব্ যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই সময় বিবি ব্রেস্ বলিয়া দিল, "সাবধান, কোন গতিকে আমার নামটা যেন প্রকাশ না হয়; আর যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।"

"আমার দ্বারা কদাচ তাহা প্রকাশ হইবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।" এই বলিয়া মব্ বিদায় হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবি ব্রেস্ ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে নাই, এতক্ষণের পর সচ্ছলে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বহিল। একটা আসামী পলাইয়া গিয়াছে, সেই আসামী গ্রম্‌লির জিম্মায় ছিল, কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ে গ্রম্‌লি অদৃশ্য হইয়াছে, স্বভাবতঃ সকলেই এইরূপ অবধারণ করিয়া লইবে, এই বিশ্বাসে হত্যাকারিণীর অস্থির চিত্ত একটু শান্ত হইল,—সে এখন মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার পন্থা আবিষ্কারের অবসর পাইল। সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, কার্য্যটা ততই অধিক গুরুতর বলিয়া বোধ হইল।

সন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি আসিতেছে, রাত্রিকালেই কার্য্যটা সমাধা করা পরামর্শসিদ্ধ; কিন্তু একাকিনী পারিবে না, একজনের সাহায্য লইতে হইবে। কে সেই একজন? ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তাকারিণী স্থির করিল, তাহার বিশ্বাসী সহচরী হ্যারিয়েট। স্থির হইল বটে, কিন্তু সময় চাই। রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে হ্যারিয়েটকে ডাকা হইবে না। মনে মনে ইহা অবধারণ করিয়া বিবি ব্রেস্ উদ্ধারের উপায়কল্পনায় ব্যাপৃতা হইয়া আপন গৃহমধ্যে বসিয়া রহিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত ক্রমশঃ আরো চঞ্চল হইল, যে সকল কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহা গোলমাল হইয়া গেল;—ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। হ্যারিয়েট আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে সম্বোধন করিয়া চঞ্চলস্বরে চঞ্চলা বলিল, আমার সঙ্গে তুমি আমার উপরের শয়নঘরে চল।"

একটা বাতী হস্তে লইয়া হ্যারিয়েটের সঙ্গে হত্যাকারিণী আপন শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাতীটা টেবিলের উপরে রাখিয়া গৃহদ্বারে চাবী দিল; ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে সহচরীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "হ্যারিয়েট! একটা ভয়ানক গুহ্যকথা তোমাকে আমি বলিব।"

পাপীয়সীর কুচরিত্রের বিষয় হ্যারিয়েটের বেশ জানা ছিল, কথাটা শুনিবামাত্র তাহার মনে একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "ওঃ! সন্তান প্রসব করিবে না কি?"

আকুলকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ উত্তর করিল, "ওঃ! ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইলে বড়

মন্দ হইত না, কিন্তু তাহা নহে; হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, যতদূর সম্ভব স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যাহা আমি বলিব, তাহা শুনিয়া ভয়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিবে।"

পোষাকওয়ালীর সাতঙ্ক মনোভাব অনুভব করিয়া হ্যারিয়েট বলিয়া উঠিল, "দয়াময় পরমেশ্বর! ও মা! কি কথা তুমি বলিতেছ?"

আতঙ্কে ও মানসিক যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া মৃদুকণ্ঠে গদগদস্বরে হত্যাকারিণী বলিল, "ঐ স্নানাগারের মধ্যে একটা মৃতদেহ রহিয়াছে!"

অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইয়া সভয়-নেত্রে পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বারের দিকে চাহিয়া মহাতঙ্কে হ্যারিয়েট বলিয়া উঠিল, "কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

ব্যগ্রভাবে বিবি ব্রেস্ বলিল, "চুপ কর, চুপ কর! মিনতি করি, সাহস অবলম্বন কর! যদি চীৎকার করিয়া বাড়ীর সকলকে জাগাও, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে; যদি তুমি আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমায় ভালবাসিব"

কথাটা শুনিয়া সহসা যে ভয় হইয়াছিল, সাধ্যমত প্রয়াসে সে ভয়টা একটু কমাইয়া হ্যারিয়েট বলিল, "বল বল, কি বলিবার ইচ্ছা, বল। আমাকে কি করিতে হইবে?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া আমার কথা শোনো। বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের সেই লোকটা কল্য রাত্রে আমার কাছে আসিয়াছিল, তাহা তুমি জানো, লোকটা মাতাল হইয়া পড়ে, আমার সহিত রাত্রিযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ ... আমি তখন কি করি, বাধ্য হইয়া তাহার কথায় সম্মত হই, তাহাকে উপ... ঘরে লইয়া আসি; এই ঘরে আসিয়াই লোকটা চেয়ারের উপর হইতে আমা... পদতলে ঘুরিয়া পড়িল;—পড়িল আর মরিল! বজ্রাঘাতে মানুষ যেমন নিমেষ-মধ্যে মরিয়া যায়, অতিরিক্ত মদ্যপানে ও কামরিপুর তাড়নে আকস্মিক বাতব্যাধি আক্রমণে লোকটা সেইরূপে মারা পড়িল!"

দারুণ ভয়ে কম্পিত হইয়া, পোষাকওয়ালীর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া হ্যারিয়েট বলিল, "তোমার পদতলে পড়িয়া মরিল?"

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ, যেমন পড়িল, অমনি মরিল! সমস্ত রাত্রি আমি ভয়ে ভয়ে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, মড়া চৌকী দিয়া এই ঘরে একাকিনী ছিলাম। এখন তুমি এই ভয়ানক গুহ্যকথা অবগত হইলে—"

সেই বিকট দৃশ্যটা দেখিতে না হয়, সেই ভয়েই যেন দুই হস্তে মুখচন্দ্র ঢাকিয়া সভয়ে হ্যারিয়েট বলিয়া উঠিল, "ওঃ! এ গুহ্যকথাটা না শোনাই আমার পক্ষে ভাল ছিল!"

পাপীয়সী অস্ফুটস্বরে গোঁ গোঁ করিয়া বলিল, "হ্যারিয়েট! হায় হায়! তুমি আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবাইলে! হা পরমেশ্বর! এখন আমি করি কি!"

চক্ষু হইতে হস্ত নামাইয়া, পাগলিনীর মত চক্ষু ঘুরাইয়া হ্যারিয়েট বলিল, "কি করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না, আমার যেন বোধ হইতেছে, একটা খুন হইয়াছে, আমি যেন সেই খুনের সহকারিণী!"

চমকিয়া চমকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে পাপীয়সী প্রতিধ্বনি করিল, "খুন? ওঃ!—হ্যারিয়েট! আমি—আমি সেই লোকটার মৃত্যুর কারণ, এমন তো তুমি অনুমান কর না,—এমন তো তুমি বিবেচনা কর না?"

আতঙ্ককে একটু দূরে রাখিয়া সাধ্যমত শান্তস্বরে হ্যারিয়েট উত্তর করিল, "না না, তেমন বিবেচনা করিতে আমার ভয় হয়, আমি কেবল আমার নিজের উদ্‌বেগেই ঐরূপ সন্দেহ করিতেছিলাম। এখন আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, বিপদের সহিত মুখামুখী সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য।"

ভরসা পাইয়া হত্যাকারিণী বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! হ্যারিয়েট, প্রিয়সখী হ্যারিয়েট! তোমার ব্যবহারে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। এই উপকারটি তুমি কর, আমার নিকট আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে।"

সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতি আনয়ন করিয়া, প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া দিয়া হ্যারিয়েট বলিল, "আমরা উভয়েই স্ত্রীলোক, আমরা দুজনে সেই দেহটা স্থানান্তর করিতে পারিব, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, একজন পুরুষের সহায়তা পাওয়া আবশ্যক।"

একেবারে চাকরের কায়দায় আটক পড়িতে হইবে, এই ভয়ে শিহরিয়া পাপীয়সী প্রথমে বলিল, "ওঃ! হ্যারিয়েট! কি কথা তুমি বলিতেছ?"—পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া সাহস পাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ, আমার যদি ভুল না হয়, ঠিক যদি বুঝিয়া থাকি, তবে বলিতে পারি, ফ্রেডারিকের সঙ্গে তোমার বেশ সদ্‌ভাব আছে।"

ফ্রেডারিক একজন আর্দ্দালী, বিবি ব্রেসের চাকর, পোষাকের দোকানের যে মহল হইতে সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ার দেখা যায়, খবরদারি রাখিবার জন্য ফ্রেডারিক সেই মহলে থাকে।

বুদ্ধি স্থির করিয়া—হ্যারিয়েট ও ফ্রেডারিকের মুখ বন্ধ করিবার উপায় অবধারণ করিয়া বিবি ব্রেস্ বলিল,—শোনো হ্যারিয়েট, সেই মৃত-দেহের পকেটে ৫৫০টি গিনী আছে, আমি তাহাকে উহা দিয়াছিলাম।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারিবে, কারোলাইনের মোকদ্দমায় সাহায্য

করিবার জন্য পিটার গ্রেম্‌লিকে যত টাকা দিবার কথা, তাহার মধ্যে বাকী ছিল ৫০০ গিনী; গত রাত্রে বিবি ব্রেস্ সেই ৫০০ গিনী তাহাকে দেয়, তাহার পর ফাঁসীর'াড়ীকে ছাড়িয়া দিবার পুরস্কার ৫০ গিনী, তাহাও দেওয়া হইয়াছিল, ঐ উভয় অঙ্কের সমষ্টি ৫৫০ গিনী।

সলোভ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে হ্যারিয়েট জিজ্ঞাসা করিল, "যে টাকার কথা তুমি বলিলে, তাহা কি করিবে?"

বিবি ব্রেস্ উত্তর করিল, "ঐ টাকাগুলি আমি তোমার বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ দিব; তদতিরিক্ত ফ্রেডারিককে আরো ১০০ গিনী দান করিব। কেমন, এইরূপ হইলে ফ্রেডারিক কি খুসী হইয়া তোমাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে না?"

আহ্লাদে হ্যারিয়েটের সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "তাহাকে রাজী করা আমার ভার। এখন এই রাত্রের মধ্যেই শবদেহটা স্থানান্তর করিতে হইবে, হু হু করিয়া সময় যাইতেছে।"—বলিতে বলিতে একটু থামিয়া সখী একটু চঞ্চলস্বরে বলিল, "এখনি আমি ফ্রেডারিককে এখানে ডাকিয়া আনিতেছি।"

গত রজনীর বিভীষণ ব্যাপার স্মরণ হওয়াতে ভয়ে কম্পিত হইয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "যাও যাও, শীঘ্র যাও, আমি আর অধিকক্ষণ এখানে একাকিনী থাকিতে পারিব না।"—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফ্রেডারিককে লইয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়াই হ্যারিয়েট দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিবি ব্রেস্ আবার একাকিনী। গৃহ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সে যেন বিকট বিকট প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছে, প্রেতের মৃদু কণ্ঠধ্বনি শুনিতেছে, প্রেতেরা যেন নিশীথকালের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার কর্ণে ঘোষণা করিতেছে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মানব-রুধিরের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ ভীষণ বিভীষিকা! ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিবি ব্রেস্ চঞ্চলপদে সিঁড়ির পথের দরজার কাছে গেল, দরজা খুলিয়া ফেলিল, চৌকাঠের বাহিরে পদার্পণ করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। হ্যারিয়েট ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার ভালবাসা-নায়ক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, সিঁড়িতে তাহাদের পদশব্দ হইতেছে, ইহাই শুনিবার আকিঞ্চন, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। এই সময় তাহার মনে হইল যেন, একটা বিকটাকার ভূত তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার আতঙ্ক বাড়িল; গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল, আলমারীর কাছে ছুটিয়া গেল, আলমারী খুলিয়া একটা গ্লাসে খানিকটা

ব্রাণ্ডী ঢালিল। ব্রাণ্ডী খাইলে ভয় কমিবে, সেই জন্যই খাইবার চেষ্টা। পথের দরজাটা বন্ধ করিতে ভুলিয়াছিল, আপনা-আপনি কল-কব্জা ঘুরিয়া ঘর্ঘর্ শব্দ হইল; ভূতে শব্দ করিতেছে, এই ভয়ে পাপীয়সীর হাত কাঁপিল, বুক কাঁপিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল। গ্লাস হইতে খানিকটা মদ কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল, যতটা ছিল, তাহার অর্দ্ধেকটা খাইয়া ফেলিল, স্পিরিটের গরমে তাহার সাহস একটু ফিরিয়া আসিল। আবার একমাত্রা; ফের একমাত্রা; খুব গরম; গ্লাস উজাড়। স্পিরিটের জোরে এত গরম বোধ হইল যে, গায়ের শাল ও গাউন অসহ্য হইতে লাগিল।

বড় গরম। বিবি ব্রেস্ সে গরম সহ্য করিতে না পারিয়া গাউনটা খুলিয়া ফেলিল, বুকের উপর একখানা র‍্যাপার ঝুলাইয়া দিল, দর্পণের নিকটে গিয়া চেহারা দেখিল, মুখে মৃদু মৃদু হাস্য আসিল। মদের নেশা ধরিল,নেশার ঝোঁকে মনের উদ্বেগ বাড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, হ্যারিয়েটের এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

*—

লাশ গোপন

হ্যারিয়েট্ ওদিকে দ্রুতগতি ফ্রেডারিকের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। বিবি ব্রেসের দুই জন আর্দ্দালী, তন্মধ্যে এই ব্যক্তি দ্বিতীয়।

ফ্রেডারিকের গঠন সুন্দর, নাক, মুখ, চক্ষু, চুল, দন্ত সমস্তই সুন্দর। তাহাকে একজন সুন্দর পুরুষ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর ;—লম্পট, মাতাল, কু-চক্রী, ভণ্ড, অপব্যয়ী ও বিশ্বাসঘাতক। সে আপনাকে আপনি রূপবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে, কিন্তু বিবি ব্রেসের বাড়ীতে চালাকী খাটাইবার কোন অবসর পায় নাই। হ্যারিয়েটের সহিত তাহার গুপ্ত-প্রণয় হইয়াছে, হ্যারিয়েট্ তাহার প্রকৃত চরিত্র জানে, ফ্রেডারিক কিন্তু নিজের মতলব হাঁসিল করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। মোটের উপর সে একটা ভয়ানক লোক।

হ্যারিয়েট্ যখন উপস্থিত হইল, ফ্রেডারিক তখন শয়ন করে নাই। হ্যারিয়েটকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জন্মিল না ; কারণ, ঐ বিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী প্রায়ই মধ্যে মধ্যে রাত্রে তাহার শয়নঘরে প্রবেশ করে।

আদর করিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "সুন্দরি! আমাকে না দেখিয়া তুমি থাকিতে পার না, আমার কোলে না আসিলে তুমি সুখী হও না, আসিতেই চাও, আমার নিকট হইতে দূরে থাকিলে তোমার কষ্ট হয়।"

ফ্রেডারিক আপনার শয্যার উপর বসিয়া ছিল, তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া, গলা জড়াইয়া ধরিয়া হ্যারিয়েট্ বলিল, "ফ্রেড! তুমি জানো, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি!"

হ্যারিয়েটের চক্ষে ও ভঙ্গীতে নূতন প্রকার ভাব দেখিয়া ফ্রেডারিক সহসা বলিল, "হাঁ হাঁ, তুমি আমাকে একটু একটু ভালবাস, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি পাগল নই, নির্ব্বোধ নই, মূর্খ নই, কেন তুমি আমাকে ভালবাস, তাহাও আমি জানি, জগৎসংসারে আমি নিতান্ত কুৎসিত পুরুষ নই। ওঃ! তুমি এমন করিতেছ কেন? হইয়াছে কি?"

প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া হ্যারিয়েট্ বলিল, "আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাহা তুমি বেশ জানো, বেশী দিন আর আমি এ অবস্থা গোপন রাখিতে

পারিব না। এখন তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন কর,—আর বিলম্ব না করিয়া তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

ফ্রেডারিক বলিল, "বিবাহের কথাটা মুখে বলা খুব সহজ বটে, কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসিবে? সত্য বটে, আমি বেশী টাকা বেতন পাই, মাঝে মাঝে মোটা মোটা বকশীসও পাই, কিন্তু কোথা দিয়া যে সে সকল টাকা উড়িয়া যায়, কে জানে? বাতাসে উড়িয়া যায়, ভূতে উড়ায়!"

হ্যারিয়েট বলিল, "আমিও জানি, তোমার বাজে খরচ অনেক, কিন্তু সে জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করি না। তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ প্রয়োজনমত টাকা পাইলেই তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, এইরূপ আমার ধারণা। প্রাণ আমার তোমার হাতে।"

ফ্রেডারিক বলিল, "টাকা আমি কোথায় পাইব, তাহা জানি না, বাস্তবিক অতি শীঘ্রই তুমি যে সন্তানটি প্রসব করিবে, সেটি আমার নিজের, ইহা আমি নিশ্চয় জানি।"

লজ্জা পাইয়া মৃদুস্বরে হ্যারিয়েট বলিল, "ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া আমি বলিতেছি, তোমার ও কথাটি সত্য।"

গর্ব্বিতভাবে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "প্রিয়ে! তুমি রাগ করিও না। তুমি বেশ জানো, সে পক্ষে আমি প্রথমও নই, দ্বিতীয়ও নই।

হ্যারিয়েটের চক্ষে জল আসিল; কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলিল, "ফ্রেডারিক! আর আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, যদবধি এইরূপ আভাস দিয়া রাখিয়াছ, তদবধি তোমার কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হই নাই। পূর্ব্বেই আমি স্বীকার করিয়াছি, লর্ড মণ্টগোমারী প্রথমে আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহার পর লর্ড ফ্লোরিমেলের সঙ্গে আমার মিলন হইয়াছিল, তাহা ছাড়া তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি জানি না।"

কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "বেশ বেশ, সে কথা লইয়া আর বাদ-বিসংবাদে প্রয়োজন নাই।"

চঞ্চলস্বরে হ্যারিয়েট বলিল, "কৈ, তুমি ত আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দিলে না? বল, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না? টাকার কথা বলিতেছ, টাকার অভাব হইবে না; যাহাতে সুখে সংসারধর্ম্ম চলিতে পারে, তাহার উপযুক্ত টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

ফ্রেডারিক বলিল, "তুমি আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছ। আমার বোধ হয়,

তুমি হয় ত কোথাও টাকার থলি কুড়াইয়া পাইয়াছ কিংবা হয় ত কোন গুপ্ত-স্থানে গুপ্তধন দেখিতে পাইয়াছ কিংবা হয় ত তোমার পূর্ব্বনায়কদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে যৌতুকস্বরূপ বেশী টাকা উপহার দিয়া থাকিবে। ব্যাপারখানা কি, কোন্‌টা সত্য, ভাঙ্গিয়া বল।"

ঈষৎ দন্তবিকাশ করিয়া, বক্র ওষ্ঠে মৃদু হাসিয়া, বড় বড় চক্ষু ঘুরাইয়া হ্যারিয়েট বলিল, "মনে কর, ঐ রকমের একটা কিছু যদি সত্যই হয়—"

গোঁপে চাড়া দিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "প্রকৃত কথা এই যে, আমি তোমার সমস্ত সংশয় ঘুচাইয়া দিতেছি। মনে মনে আমার সংকল্প, যদি কোন যুবতী আমাকে ৫০০ গিনী যৌতুক দেখাইতে না পারে, তাহা হইলে কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না, তোমাতে আমাতেও বিচ্ছেদ ঘটিবে না।"

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হ্যা'রয়েট বলিল, "কদাচ বিচ্ছেদ ঘটিবে না, এখন কাজের কথা ধর। ৫০০ গিনী যৌতুক পাওয়া যাইবে; তাহা ছাড়া—তুমি যদি আমাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার পালন কর, মিসেস্ ব্রেস্ তোমাকে আর একশত গিনী দান করিবেন।"

সুন্দরী উপপত্নীর দিকে সন্দিগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া, তাহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "মিসেস্ ব্রেস্? বল কি?—আমাদের বিবাহের সঙ্গে মিসেস্ ব্রেসের কি সম্বন্ধ?"

হ্যারিয়েট উত্তর করিল, "অগ্রে অঙ্গীকার কর, তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে সকল আমি বুঝাইয়া দিব।"

ফ্রেডারিক বলিল, "যে কথা আমি বলিয়াছি, তাহা ঠিক হইলে আমার এই শপথ, তোমাকে আমি বিবাহ করিব। কিরূপে আমি ৫০০ গিনী উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারিব, মিসেস্ ব্রেসের সহিত এ বিষয়ের কি সংশ্রব, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

বদন গম্ভীর করিয়া যথাসম্ভব মৃদুকণ্ঠে হ্যারিয়েট বলিল, "বিস্ময়ে চমকিও না, চীৎকার করিয়া কথা কহিও না, আমার ভয় হইতেছে, পাছে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠে। আসল কথা শোনো। মিসেস্ ব্রেসের শয়নঘরে একটা লোক মাতাল হইয়া হঠাৎ বাতব্যাধিতে মারা পড়িয়াছে, এই রাত্রের মধ্যেই সেই দেহটা স্থানান্তর করিতে হইবে।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ফ্রেডারিক প্রথমে বলিয়া উঠিল, "না হ্যারিয়েট, বিশ্বাস হয় না, কথাটা বড় অসম্ভব।"—পরক্ষণেই কি ভাবিয়া আপন মনে চিন্তা করিল, মিসেস্ ব্রেস্ এত বড় গুহ্যকথাটা আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে অবশ্যই কিছু নিগূঢ় রহস্য আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পুনর্ব্বার

বলিল, "শোনো হ্যারিয়েট! আমাদের মিসেস্ যখন ৫০০ গিনী দিতে রাজী, তখন আমি অবশ্যই প্রাণপণে তাঁহার কার্য্যসাধন করিব।"

হ্যারিয়েট বলিল,"এখানে বসিয়া গল্প করিলে চলিবে না,পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ফিরিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি, পনর মিনিট হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করা হয় না; চল আমার সঙ্গে,—মুখ বুজিয়া চল, কথা কহিও না।"

ফ্রেডারিক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, উভয়েই বাহির হইয়া চলিল। অগ্রে অগ্রে হ্যারিয়েট, পশ্চাতে ফ্রেডারিক। উভয়ে বিবি ব্রেসের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, হ্যারিয়েট খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ব্রাণ্ডীর নেশায় চুর হইয়াও সহচরীর বিলম্বে বিবি ব্রেসের মানসিক চাঞ্চল্য কমে নাই, ফ্রেডারিকের সঙ্গে হ্যারিয়েট এখন ফিরিয়া আসিল দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল। হ্যারিয়েট দেখিল, বোতলের মুখ খোলা; ফ্রেডারিক দেখিল, ব্রেসের মুখ বেশ প্রফুল্ল; তাদৃশ ভয়ের অবস্থায় তাদৃশ ভয়ঙ্কর সময়ে সেরূপ প্রফুল্লভাব দেখিয়া তাহার আশ্চার্য্যজ্ঞান হইল।

চক্ষে চক্ষে ভিন্ন বাক্য দ্বারা কোন কথা বলিবার অবসর হইল না। ব্রেসের নিকটে গিয়া হ্যারিয়েট চুপি চুপি বলিল, "ফ্রেডারিককে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে সম্মত আছে।"

মিসেস্ ব্রেস্ ঐ কথা শুনিয়া স্নানাগারের দ্বারের চাবী খুলিল, যেখানে পিটার গ্রম্‌লির মৃতদেহ পতিত, বাতী হস্তে লইয়া সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল।

শবের মুখে কাপড় ঢাকা ছিল, ফ্রেডারিক যখন সেই কাপড়খানা সরাইয়া ফেলিল, হ্যারিয়েট তখন ভয়ে কাঁপিয়া অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইল।

হত ব্যক্তির মুখখানা দেখিয়াই ফ্রেডারিক বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে দেখি বো-ষ্ট্রীট পুলিসের লোক!"—বলিয়াই কতক বিস্ময়ে, কতক অবিশ্বাসে বিবি ব্রেসের মুখের দিকে চাহিল; সেই দৃষ্টিপাতে বিলক্ষণ সন্দেহ বুঝাইল; দৃষ্টি যেন বলিল, হ্যারিয়েটের মুখে ফ্রেডারিক যাহা শুনিয়াছে, ব্যাপারটা তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর!

বিবি ব্রেস্ ব্রাণ্ডীর নেশায় বিভোর থাকিলেও ফ্রেডারিকের সে দৃষ্টিপাত সহ্য করিতে পারিল না, সে বেশ বুঝিল, ফ্রেডারিক নিশ্চয়ই গুপ্ত খুনের বিষয় বুঝিয়া লইয়াছে। ভাবটা গোপন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকণ্ঠে সে শীঘ্র শীঘ্র বলিল, "আর সময় নাই; যে টাকার কথা আমি বলিয়াছি, শবের পরিচ্ছদমধ্যে তাহা আছে, এখনই বাহির করিয়া লও।"

শবের গাত্রবস্ত্র অন্বেষণ করিয়া, নোটগুলা পাইয়া ফ্রেডারিক বলিয়া উঠিল,

"পাইয়াছি—পাইয়াছি!" নোটগুলা আপন পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া বিবি ব্রেস্‌কে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মৃতদেহ কোথায় লইয়া পুতিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা কি আগে স্থির করিয়াছেন?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "রন্ধনশালার পশ্চাতের পাথরের চাতালের নীচে গোর দেওয়া আমার মত্‌লব।"

ফ্রেডারিক বলিল, "বেশ কথা! সেইখানেই গোর দেওয়া ভাল। দুই জনে দুই দিক্ ধরিতে হইবে, শীঘ্র শীঘ্র শবটা নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"—এই কথা বলিতে বলিতে আর একটা কথা তাহার মনে পড়িল। কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন মজুর তাহার শাবলখানা এই বাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছে, তদবধি আর লইতে আইসে নাই, এই সময় সেইখানা দরকারে লাগিবে।

এই ফুট-ম্যানের পূর্ণনাম ফ্রেডারিক ড্রে; এককালে অত টাকা পাইয়া তাহার বড়ই স্ফূর্ত্তি, শীঘ্র শীঘ্র লাশটা নামাইয়া লইয়া যাইতে তাহার বড়ই আগ্রহ। দেহটা দুই হাতে ধরিয়া সে একটু নীচু করিয়া বসাইল।

ফ্রেডারিক ধরিল মাথার দিকে, হ্যারিয়েট ধরিল পায়ের দিকে, উভয়ে ধরাধরি করিয়া সেই ভারী দেহটা শূন্যে শূন্যে তুলিল; বিবি ব্রেস্ সেই সময় আবার শবের মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া বাতী লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। বাহক-বাহিকা ধীরে ধীরে দেহটা স্নানাগার হইতে বাহির করিল। শয়নকক্ষ পার হইয়া নিঃশব্দে তাহারা সিঁড়িতে নামিল। ফ্রেডারিক ড্রে বলবান্ যুবাপুরুষ; দেহটা ফুলিয়া অত্যন্ত ভারী হইয়াছিল, প্রায় সমস্ত ভারটাই ফ্রেডারিকের উপর; হ্যারিয়েট কেবল পা দুটা ধরিল মাত্র।

তাহারা নামিতেছে; এক একবার চলিতেছে, এক একবার থামিতেছে; তাহারা ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ তখন চলাফেরা করিতেছে কি না, কান পাতিয়া শুনিতেছে। তাহাদের পদভরে কাঁষ্ঠের সিঁড়িতে মাঝে মাঝের ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ হইতেছে, তাল সামলাইতে না পারিয়া ড্রে এক একবার সিঁড়ির রেলের গায়ে হেলিয়া হেলিয়া পড়িতেছে, তাহাতেও খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে; ব্রেস্ ও হ্যারিয়েট সেই শব্দে অত্যন্ত ভয় পাইতেছে; বাড়ীর লোকেরা পাছে জাগিয়া উঠে, ইহাই তাহাদের ভয়ের কারণ। ফ্রেডারিক কিন্তু ভয় পাইতেছে না।

যতদূর যাইতেছে, ফ্রেডারিক ততদূর সমান নির্ভয়, সমান ঠাণ্ডা; কাজের লোকেরা যেমন দস্তরমত কাজ বাজায়, ফ্রেডারিক সর্ব্বাংশেই সেইরূপ। এমন কি, মরা-মানুষটা যদি হঠাৎ বাঁচিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিত, তাহা হইলেও সে ভয় পাইত না।

বিবি ব্রেস্ বাতী ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, মরা যদি বাঁচিয়া উঠে, সেই ভয়ে তাহার মাথা ঘুরিতেছে।

সিঁড়ির সোপানগুলা অতিক্রম করা হইল, তাহার পরেই রন্ধনশালায় যাইবার সোপনাবলী; সে পথে যাওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার; ধাপগুলা সঙ্কীর্ণ,—ছোট ছোট। যাহা হউক, কষ্টে-সৃষ্টে সে সকল ধাপও তাহারা পার হইল, রন্ধনশালার পশ্চাতে চাতালের উপর দেহটা নামাইয়া রাখিল।



গ্রমূলির লাশ গোপন।

বিবি ব্রেস্ তাহার মদ্যভাণ্ডার হইতে এক বোতল মদ্য আনিয়াছিল, ফ্রেডারিক তাহার কতকটা গলায় ঢালিয়া দিয়া নূতন বল পাইল। যে শাবলের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই শাবলটা ও আর একখানা কোদাল সংগ্রহ করিয়া আনিল; শাবলের চাড় দিয়া দিয়া চাতালের উপরের প্রকাণ্ড পাথরখানা তুলিয়া ফেলিল; পাথরের নীচেই মাটী; ফ্রেডারিক শাবল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিতে আরম্ভ করিল; খানিক খানিক শাবল চালায়,

খানিক খানিক দাঁড়ায়, সর্ব্বশরীরে ঘাম ঝরে, গ্লাস গ্লাস মদ খায়, অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে, আবার কাজে লাগে।

এই রাত্রে এই কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থলাভ হইল, সেই উৎসাহে ফ্রেডারিকের শরীরে অধিক বলের সঞ্চার, অতিরিক্ত পরিশ্রমেও অকাতর। বিবি ব্রেস্ জানিতে পারিয়াছিল, ফ্রেডারিক ড্রে তাহার গুপ্ত-পাপের রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তরে অন্তরে অধিক ভয়, সেই ভয়টা কমাইবার মতলবেই অত টাকা প্রদান করিয়াছে। ফ্রেডারিক ভাবিল, যাহা বুঝিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহাতে আমারই বা ভয় কি? যাহার পাপ, সে নিজেই তাহার ফল ভোগ করিবে।

এই সকল চিন্তা করিয়া, যতদূর শক্তি, ফ্রেডারিক ততদূর শক্তি-প্রয়োগে মাটী খুঁড়িতে লাগিল; কাজটা বড় সহজ নয়, বড় শক্ত, অনেক কালের আকাট মাটী, অথচ গর্ত্তটা খুব গভীর করা চাই। অত বড় একটা মাংসপিণ্ড তাহার মধ্যে থাকিবে, মাটী ফুঁড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির না হয়, তদুপযুক্ত মাটীও চাপা দিতে হইবে, বহু শ্রমের কার্য্য।

গর্ত্ত খুঁড়িতে ঝাড়া তিন ঘণ্টা লাগিল। বিবি ব্রেস্ ও হ্যারিয়েটের অন্তরে অন্তরে নানা সংশয়, নানা দুশ্চিন্তা, নানা প্রকার আতঙ্ক; নয়নে নানা প্রকার বিভীষিকা, ললাটে দরদর ঘর্ম্মধারা। তাহারা যেন চতুর্দ্দিকে কত কি দেখিতেছে, কত কি শুনিতেছে, সিঁড়িতে যেন মানুষের পদশব্দ হইতেছে, রন্ধনগৃহের দালানে যেন কাহারা চুপি চুপি কথা কহিতেছে, রন্ধনগৃহের মধ্যে যেন মানুষের নিশ্বাস পড়িতেছে, উপরের গবাক্ষে গবাক্ষে কাহারা যেন মুখ বাড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, এইরূপ তাহাদের কল্পনা। জাগিয়া জাগিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিবি ব্রেস্ যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, সে যেন নর-হত্যাপরাধে ফৌজদারী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। কল্পনাপথে হ্যারিয়েট ভাবিতেছে, সে যেন খুনের সহকারিণী বলিয়া ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইয়াছে। কল্পনা অবসানে হ্যারিয়েটের ভাবনা—রজনী প্রভাত হইবার অগ্রে ফ্রেডারিক হয় ত এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে না; যদিও পারে, তথাপি এইখানে এমন কোন চিহ্ন পড়িয়া থাকিবে, যাহা দেখিয়া প্রভাতে অন্য লোকের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইবে; গোর খুঁড়িয়া যদি কেহ মৃতদেহ বাহির করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ খুন খুন বলিয়া চেঁচাইয়া মহা হুলস্থূল বাধাইবে।

হাঁ, ঝাড়া তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টাকাল ঐ দুই জন স্ত্রীলোকের মনে ঐরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা, কিন্তু কেহই কাহাকে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে

পারিতেছে না, বলিতে সাহস হইতেছে না ; আড়ে আড়ে কেবল উভয়ে উভয়ের মুখপানে এক একবার চাহিতেছে ; যন্ত্রণার কথা ফ্রেডারিককেও জানাইতে পারিতেছে না, জানাইলে তাহার হস্ত অবশ হইয়া যাইবে, আর রক্ষা থাকিবে না, সেই ভয় বড়।

গোর খোঁড়া শেষ হইল ; ব্রেস্ ও হ্যারিয়েট তখন ফ্রেডারিকের হাত ধরিয়া সেই গভীর গর্ত্ত হইতে উপরে তুলিল ; অনন্তর সেই প্রকাণ্ড লাশটা গড়াইয়া গড়াইয়া গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল ; ফ্রেডারিক আবার লম্ফ দিয়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িল ; মাটী খুঁড়িবার সময় যে রাশীকৃত মাটী গোরের দুই ধারে জমা করিয়া রাখিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেইগুলা আবার মৃত দেহের উপর ফেলিয়া গর্ত্তটা ভরাট করিল ; তাহার পর কোদাল দিয়া সেই জায়গাটা চৌরস করিয়া দিল। ব্রেস্ ও হ্যারিয়েট তখন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কবর ভরা হইবামাত্র গীর্জ্জার ঘড়ীতে চারিটা বাজিল। পাড়ের উপর যত মাটী বাহির করা হইয়াছিল, ভরাটের সময় সমস্ত মাটী লাগিল না, কতক কতক উদ্বৃত্ত রহিল। সেগুলা লইয়া কি হয় ? ফ্রেডারিক একটা বুদ্ধি খাটাইল ; বড় একখানা চাদর পাতিয়া সেই সকল মাটী তাহার উপর ঢালিল ; চাদরের চারি খুঁট বান্ধিয়া একটা বস্তা প্রস্তুত করিল, সেই বস্তাটা কান্ধে করিয়া পশ্চাতের প্রাঙ্গণে পাইখানার ধারের গর্ত্তের ভিতরে ফেলিয়া দিল, এইরূপ তিন ক্ষেপে তিন বস্তা। সমস্তই পরিষ্কার।

এই সকল কার্য্য করিতে ফ্রেডারিকের যার পর নাই ক্লান্তিবোধ হইয়াছিল। কার্য্য করিবার সময় পুনঃ পুনঃ মদ্য পান করিয়াছে, এখন খোঁয়ারী ধরিয়াছে, অতএব এইবার খুব বেশী মাত্রায় মদ খাইয়া লইল, শরীরে আবার নূতন শক্তি ; মদ্যপানে সবল হইয়া সে তখন সেই প্রকাণ্ড পাথরখানা গোরের উপর চাপাইয়া দিল। বুদ্ধিমতী হ্যারিয়েট সেই সময় সীসার গুঁড়া ও মাটীতে তৈল মিশাইয়া পুটিং প্রস্তুত করিল, পাথরের জোড়ের মুখে মুখে সেই পুটিং লাগাইয়া বেমালুম করিয়া দিল।

অতঃপর কার্পেটের ঝাড়ু দিয়া সেই স্থানটা পরিষ্কার করা হইল। ফ্রেডারিক বার কতক খুব জোরে জোরে সেই পাথরের উপর বেড়াইয়া আসিল, পাথর নড়িল না, কাঁপিল না, বেশ জমাট। নরহত্যা-পাপের সমস্ত নিদর্শন এখন অদৃশ্য।

কার্য্য সমাধা হইয়া গেল, সেণ্ট জেমস্ গীর্জ্জার ঘড়ীতে ৫টা বাজিল। বিবি ব্রেস্, সখি হ্যারিয়েট ও ফ্রেডারিক ড্রে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল। অতিরিক্ত ক্লান্তি, স্ব স্ব শয্যায় করিল, শয়নমাত্রেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দুই জন লর্ড

যে সকল ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হইল, তাহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। বেলা ১১টা। লর্ড ফ্লোরিমেল আপনার পিকাডিলিস্থ মনোহর প্রাসাদের হাজিরাখানার ঘরে উপবিষ্ট।

কেম্‌ব্রিক বসনের ঢিলা পোসাক, পায়ে চটী জুতা। ফ্লোরিমেল একখানি পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। কুমারী পলিন্ সেই পত্রিকা লিখিয়া পাঠাইয়াছে। পলিন্ এখন কোথায়?—আলিসবরির নিকটস্থ ডক্টর্ ডেল্‌নসারের উদ্যান-বাটিকায় বাস করিতেছে। পত্রিকায় অভাগিনী অক্টেভিয়ার কথা লেখা আছে; আরো আছে, লর্ড ফ্লোরিমেলের প্রতি কুমারী পলিনের প্রেমানুরাগ অপরিবর্ত্তিত।

লর্ড ফ্লোরিমেল দ্বিতীয়বার সেই পত্রখানি পাঠ করিতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল,—অচঞ্চল-পদে একজন কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকর প্রবেশ করিল।

ছোকরার গঠন খর্ব্ব, কিছু কাহিল, কিন্তু বেশ মানানসই। চক্ষু বড় বড়, দিব্য উজ্জ্বল; দাঁতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায়; ওষ্ঠ পূরন্ত, কিঞ্চিৎ রক্তিম আভাযুক্ত; মুখখানি সুন্দর, হস্ত ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায়, অঙ্গুলীগুলি বাদামী আকারের, কিছু দীর্ঘ দীর্ঘ; পদতল আলোহিত। অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কাফ্রীর মতন নহে; অধিকন্তু মাথার চুলগুলি রেশমের ন্যায়, স্তরে স্তরে কুঞ্চিত হইয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে; বয়স অনুমান ১৪।১৫ বৎসর। বালক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন, শূন্যপথ হইতে নামিল। তাহার চক্ষু দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্ব-ভারতে তাহার জন্ম, কিন্তু পরিষ্কার ইংরাজী ভাষা বলিতে পারে। অল্পক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহার অন্তরে কোন প্রকার দুঃসহ দুঃখ জাগিতেছে, সেই কারণে বদন বিষণ্ণ। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি অল্প কথায় উত্তর দেয়, একাক্ষর-বাক্যই অধিক। অঙ্গে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই; কিন্তু বিলক্ষণ চালাক ও কার্য্যতৎপর।

বালক নিঃশব্দপদসঞ্চারে লর্ড ফ্লোরিমেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল;

কিন্তু লর্ড যতক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া না দেখিলেন, ততক্ষণ সে একটিও কথা কহিল না।

দ্বার উদ্ঘাটনের মৃদুশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল সম্মুখে দেখিলেন ঐ বালক; সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ রাও?"

কিঞ্চিৎ নত হইয়া মৃদু-মধুর-কণ্ঠে বালক উত্তর করিল, "লর্ড মণ্টগোমারী—"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "কেন তুমি তাঁহাকে বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছ? শীঘ্র এখানে আসিতে বল।"

বালকটির নাম রাও;—প্রভুর মিষ্ট ভর্ৎসনায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ মৃদু-মধুর-স্বরে সসম্ভ্রমে বলিল, "আমার দোষ হইয়াছে, এমন কর্ম্ম আর হইবে না।"

হাস্য করিয়া লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "রাও! তুমি বেশ ছোকরা! আচ্ছা যাও, তাঁহাকে লইয়া আইস।"

'বেশ ছোকরা' এই প্রশংসা পাইয়া, বিনম্রভাবে প্রভুকে অভিবাদন করিয়া রাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই আরল্ মণ্টগোমারীকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল।

এই আখ্যায়িকামধ্যে অনেকবার লর্ড মণ্টগোমারীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, দেখিতে পরম রূপবান্, অবয়বের কোন কোন অংশে গ্রীস্‌দেশীয় যুবাপুরুষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

লর্ড মণ্টগোমারী একদিকে বেশ গুণবান্ লোক; কাব্য-সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ; ইনি উত্তম উত্তম কবিতা লিখিতে পারেন। তাহা ছাড়া বেশ নাচিতে পারেন, গাইতে পারেন, বাজাইতে পারেন, সকল দিকেই পরিপক্ক; অশ্বারোহণে ইঁহার সবিশেষ পটুতা। এইগুলি গেল গুণের দিকে, অন্য পক্ষে তিনি খুব মাতাল ও লম্পট, সেই কারণে বড় বড় দরের সৌখীন সৌখীন স্ত্রীপুরুষগণের সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা,—বিশেষ সদ্ভাব।

এই লর্ড বাহাদুর একজন ব্রিটিস্ পীয়ার; উপযুক্ত সম্ভ্রম ও উপযুক্ত সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু অনেক সম্পত্তি বন্ধক পড়িয়াছে; সহরের সমস্ত দালাল ও বিষয়ী লোকেরা ইঁহার দস্তখত বিলক্ষণ চিনেন। বিশেষতঃ বেলেণ্ডন-পরিবারের সহিত মণ্টগোমারী পরিবারের যে মোকদ্দমা চলিতেছে, বহুদিন ধরিয়া চ্যান্সারী আদালতে যে বিষয়টির মোকদ্দমা ঝুলিতেছে, সেই মোকদ্দমার সহিত ইঁহার বিশেষ সংস্রব।

লর্ড মণ্টোগোমারীকে আপন প্রভুর নিকটে রাখিয়া ছোকরা চাকর বাহির হইয়া গেল। উভয় লর্ডে যেরূপ প্রিয়সম্ভাষণ হইল, তাহাতে বুঝা গেল, উভয়ের সহিত উভয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

আসনগ্রহণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী প্রিয়-সম্বোধনে লর্ড ফ্লোরিমেলকে বলিলেন, "প্রিয় গেব্রিল! অনেক দিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নাই সেই কারণে আজ আমি এই পূর্ব্বাহ্নকালে তোমার সহিত দেখা করিয়া বন্ধুত্ব-জ্ঞাপক কথোপকথন করিতে আসিয়াছি।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আমার এখানে সর্ব্বদাই তোমার সমান সমাদর। মোকদ্দমার সমাচার কি ?"

মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "আমি তো বুঝিতেছি, একপক্ষে ভাল। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিতেছে ; বোধ হয়, অল্পদিনমধ্যে যে রকমেই হউক, একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।"

ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "অল্প দিনে নিষ্পত্তি হইবে, কিরূপে তোমার যুক্তিপথে এ সিদ্ধান্ত আসিল ?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "প্রথম কথা এই যে, সকলেই জানে, চ্যান্সারী কোর্টে প্রবেশ করা সহজ, সেখান হইত বাহির হওয়া কঠিন। ন্যায়পরতার পক্ষে, সভ্যতার পক্ষে এমন অপমান আর নাই। চ্যান্সারী কোর্টের বিচারে অসঙ্গত বিলম্ব হয়, ইহাই নির্ঘাত অপবাদ, সেই বিলম্বই আমাদের দুর্জ্জয় বৈরি, সেই বৈরির সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, আগা-গোড়া অসীম কষ্ট ও অনন্ত বিঘ্ন। অসংখ্য পুরাতন উইল দর্শন করিতে হয় ;—বিবাহের রেজিষ্টারী, জন্মের সার্টিফিকেট, মৃত্যুর রেজিষ্টারী খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, এত সৃষ্টি করিলে তবে কে যে প্রকৃত দাবীদার, কে যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আর তোমার ভ্রাতা রেমণ্ড যখন বালক ছিলে, সেই সময় তোমাদের অনুকূলে তোমাদের জননীর প্রার্থনামতে মোকদ্দমাগুলি কিছু দিন মুলতুবী ছিল, তাহার পর আবার নূতন হইয়া দায়ের হইয়াছে।"

মণ্ট।—হাঁ, তোমার অনুমান যথার্থ। আমার পিতা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমতঃ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন, সেই বৎসর আমার জন্ম হয়, ৮ বৎসর পরে আমার সহোদর রেমণ্ড জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ফ্লোরি।—কি! রেমণ্ডের বয়ঃক্রম তবে ২২ বৎসর মাত্র ? আমি ভাবিয়াছিলাম ২৪ বৎসর। তাহার সহিত আমার অল্প অল্প আলাপ আছে।

মণ্ট।—(ফ্লোরিমেলের বাক্যে মনোযোগ না দিয়া পূর্ব্বসূত্র ধরিয়া) হাঁ, বলিতেছিলাম, আমার জন্মের ৮ বৎসর পরে রেমণ্ডের জন্ম, রেমণ্ডের যখন অত্যল্প বয়স, সেই সময় আমাদের পিতার মৃত্যু হয় ; আমি যদিও জ্যেষ্ঠপুত্র,

তথাপি প্রাইয়রী ও তৎসংক্রান্ত ভূমি-সম্পত্তি আমার অংশে পড়ে, ওয়ার-উইকসারের জমীদারী রেমণ্ডের নামে প্রদত্ত হয়, পুরাতন দলীল ও পোকাকাটা পত্রিকা অন্বেষণ করিয়া উকীলেরা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন নাই—অধিকন্তু এলমার-বংশের উত্তরাধিকারীরা উক্ত ওয়ার-উইকসার জমীদারীর কতক অংশ দাবী করে; এই প্রকারে মোকদ্দমাটা অতি আশ্চর্য্য প্রকারে গোলমাল হইয়া যায়, ঠিক বুঝিবার উপায় থাকে না।

ফ্লোরি।—আচ্ছা, এত দিন পর্য্যন্ত বেলেণ্ডনের মার্কুইশ ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া আসিয়াছিলেন? কেমন, তিনি কি দখলিকার ছিলেন না?

মণ্ট।—ঠিক তাহাই। সমস্ত সম্পত্তিই বেলেণ্ডনের মার্কুইশের দখলে ছিল। আমার মাতা আপোসে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোকদ্দমা মিটাইবার মত্‌লবে এক ফন্দী করেন। আমার পিতার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, তাহার নাম লরা; বেলেণ্ডনের বৃদ্ধ মার্কুইশের সহিত সেই লরার বিবাহ দিতে আমার মাতার সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পসিদ্ধ হইয়াও যায়। মার্কুইশের বয়স তখন ৬২ বৎসর, লরার বয়স সপ্তদশ। মোকদ্দমা রফার বন্দোবস্তে একখানা দলীল লেখাপড়া হয়। সর্ত্ত এইরূপ যে, লরার গর্ভে মার্কুইশের ঔরসে পুত্রসন্তান না জন্মিলে সমস্ত সম্পত্তি আমাদের অধিকারে আসিবে। এলমার-বংশের দাবীদারগণকে নগদ টাকা দিয়া তাহাদের দাবী ত্যাগ করাইতে রাজী করা হয়; মোকদ্দমা মুলতুবী থাকে। ঘটনা শোনো,—ঐ রফার দলীলে দস্তখত হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ বৃদ্ধ মার্কুইশ প্রাণত্যাগ করেন,—লরা বিধবা হয়। আমার মাতা অনেক বুঝাইয়াও রফা সম্বন্ধে লরাকে রাজী করিতে পারেন নাই, কাজে কাজেই মোকদ্দমা আবার নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্লোরি।—নূতন হইয়াছে, সেটাও বিশ বৎসরের কথা। কেমন, ইহাই নয়?

মণ্ট।—হাঁ, ঠিক বিংশতি বৎসর। আমার বয়স তখন ১০ বৎসর, রেমণ্ডের বয়স দুই বৎসর। সেই সময় আমাদের জননী আমাদের পক্ষ হইতে ঐ মোকদ্দমা নূতন করিয়া তুলিয়াছেন, উক্ত বিধবা মার্কুইশ তদবধি আজি পর্য্যন্ত পদে পদে আমাদের সঙ্গে লড়িতেছেন।

ফ্লোরি।—এলমার-বংশের উত্তরাধিকারীরা ওয়ার-উইকসারের সম্পত্তির যে অংশ দাবী করিতেছিল, তাহা কি পরিত্যাগ করিয়াছে?

মণ্ট।—এলমার-বংশের আর কেহই নাই; মহামারীতে সকলেই মরিয়া গিয়াছে, শেষে যে একজন ছিল, তাহার একটি অল্পবয়স্কা বালিকা কন্যা, সেই কন্যার পিতার মৃত্যুর পর আরল্ ডেস্‌বরা তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন, কন্যাটি এখন বড় হইয়াছে।

ফ্লোরি।—ওঃ! তোমার সম্পর্কীয়া ভগ্নী ফারণাণ্ডা এলমা?

মণ্ট।—হাঁ, সেই ফারণাণ্ডা এলমা এখন লেডী হোল্‌ডারনেস্ হইয়াছে। ওয়ার-উইকসার সম্পত্তিতে তাহার পিতৃবংশের যে স্বত্ব, সে এখন সেই স্বত্ব দাবী করিতেছে। মণ্টগোমারী-পরিবার ও লেডী ফারণাণ্ডা এখন এক সঙ্গে বেলেণ্ডনের মার্শনেসের সহিত মোকদ্দমা করিতেছে। এখন তুমি এই বিজটিল মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে?

ফ্লোরি।—ঠিক বুঝিলাম। আগে তুমি এত কথা আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল নাই। আচ্ছা, তুমি, তোমার ভ্রাতা রেমণ্ড আর লেডী হোল্‌ডারনেস্ যদি এ মোকদ্দমায় জয় লাভ কর, বেলেণ্ডনের মার্শনেস্ তবে এককালে সর্ব্বাধিকারে বঞ্চিতা হইবেন?

মণ্ট।—সমস্তই যাইবে, কেবল একটা ফণ্ড হইতে বৎসরে বৎসরে যে দুই হাজার পাউণ্ড আয় হয়, তাহাই তাঁহার থাকিবে।

ফ্লোরি।—তোমরা তিন জনে মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারিবে, এমন কি তোমার বিশ্বাস হয়?

মণ্ট।—সম্পূর্ণ আশা। ওয়ার-উইকসার সম্পত্তিতে আমার ভ্রাতা রেমণ্ডের যে স্বত্ব,তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে; ফারণাণ্ডার দাবী সপ্রমাণ করিতেও বিশেষ কষ্ট হইবে না; তবে প্রাইয়রী সম্বন্ধে আমার নিজের যে দাবী, তাহাতে একটু গোল আছে। যাহাই হউক, লর্ড চ্যান্সেলার শীঘ্রই নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তাঁহার বিচারে সর্ব্ব-সংশয় দূর হইয়া আমার পরম সন্তোষ জন্মিবে।

ফ্লোরি।—প্রিয় ইউজিন! তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম, সকল কথাতেই আমার বিশ্বাস হইল। আমার নিজের কথা আমি বলি,জগতের আধিপত্যলাভের নিমিত্ত আমাকে যেন কোন প্রকার মোকদ্দমায় জড়িত হইতে না হয়।

মণ্ট।—কথা সত্য, কিন্তু যাহাদের কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের দলীল-দস্তাবেজ থাকে কিংবা না থাকে,সম্পত্তির অনুরোধে তাহাদিগকে বিবাদ-বিসংবাদে আইনের আশ্রয় লইতে হয়ই হয়। এমন অনেক বড় বড় জমীদার আছেন, তাঁহাদের স্বত্বাধিকারের দলীল কোন না কোন প্রকারে নষ্ট হইয়াছে অথবা খোয়া গিয়াছে, তাঁহারা উকীলের পরামর্শ না লইয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না।

ফ্লোরি।—তাহা বটে,কিন্তু কেহ কেহ আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক মোকদ্দমা করিতে চায়। আমি আমার সমস্ত দলীলপত্র একটা টিনের বাক্সমধ্যে বন্ধ করিয়া শয্যাতলে রাখিয়া দিই—

কথা বলিতে বলিতে লর্ড বাহাদুর হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে এক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার সেই ছোকরা চাকরটি অভ্যাসমত নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ রাও ?"

মুখে কোন কথা না বলিয়া রাও একখানি রূপার রেকাব টেবিলের উপর রাখিল, রেকাবে একখানি চিঠি। রেকাবখানি রাখিয়াই সেলাম করিয়া পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ছোকরাটিকে তুমি কত দিন পাইয়াছ ?"

ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "এক সপ্তাহ মাত্র।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "আমার বোধ হয়, ছোকরাটি কোন বড় লোকের পরিচিত। উহার কোন ভাল সুপারিস আছে।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কথা বলিবার কারণ কি ?"

মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "উহাকে দেখিয়া আমার মনে একটা ভাবোদয় হইয়াছিল। ফল কথা এই যে, ও রকম চুপি চুপি যাওয়া আসাটা আমি ভালবাসি না, ভাবগতিক দেখিয়া ভয়ে আমি কাঁপিয়াছিলাম, বোধ হইয়াছিল যেন একটা কৃষ্ণসর্প।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ঐ গরীব বেচারার উপর তোমার ঐরূপ কুসংস্কার বড়ই হাস্যকর। তোমাতে আমাতে যদি বিশেষ বন্ধুত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ঐ অন্যায় কথা শুনিয়া আমার নিশ্চয় রাগ হইত।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "থাক্ থাক্, সে কথায় আর দরকার নাই। ছোকরাটা দিয়া গেল কি ?"

লর্ড ফ্লোরিমেল সেই রেকাবের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া খাম খুলিলেন, উত্তর করিলেন, "কভেণ্টগার্ডেন থিয়েটারে সংযাত্রা হইবে, তাহারই কার্ড।"—এই বলিয়া কার্ডখানার এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া তিনি, আপন মনে বলিলেন "এ কার্ডখানা আমাকে কে পাঠাইয়াছে ?"

মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খামের ভিতরে কি কিছু লেখা নাই ?"

ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "কিছুই না।"—বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শিরোনামের অক্ষরগুলি দেখিয়া দেখিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "বিশ্রী করিয়া লিখিয়াছে। কাহার হস্তের লেখা, চিনিতে পারা যায় না, অনুমানেও কিছু আসিতেছে না।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "দেখা যাইতেছে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর; কার লেখা, পাছে ধরা পড়ে, সেই ভয়ে স্ত্রীলোকটা আঁকা-বাঁকা করিয়া লিখিয়াছে, ইহাই তো আমার অনুমান হয়; তাহা না হইলে অমন লুকোচুরী কেন খেলিবে?

খামের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া গুঞ্জনস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আশ্চর্য্য!—ভারী আশ্চর্য্য! নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের লেখা, কিন্তু তাহার হস্তের অক্ষরগুলি যে রকম, সে রকমে না লিখিয়া কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া আঁচড়াইয়া গিয়াছে।"

মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "তুমি হয় ত কোন সুন্দরী রমণীর মন চুরী করিয়াছ, সেই রমণী তোমার প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছে, এই উপলক্ষে তোমার সহিত দেখা করিয়া প্রেমের কথা বলিবে, ইহাই আমি বুঝিতেছি। সে মজ্‌লীসে তোমার যাওয়াই উচিত—এ কি!—সেই ছোকরা আবার!"

সত্যই সেই ছোকরা।—কালো ভূতের মত চুপি চুপি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, মণ্টগোমারী কাঁপিয়া উঠিলেন।

মণ্টগোমারীর বিস্ময়োক্তি শ্রবণ করিয়া বালক একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণনেত্র বিকাশ করিয়া মণ্টগোমারীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেই চক্ষু ঘুরাইয়া মনিবের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল;—তাহার মনে যে একটা সংশয় আসিয়াছিল, মনিবের প্রসন্নবদন-দর্শনে সে সংশয় দূর হইল; তাহার পর আবার ধীরে ধীরে মনিবের নিকটবর্ত্তী হইয়া টেবিলের উপর একটা বৃহৎ পুলিন্দা রাখিয়া দিল।

লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাও! এটা কি?"—প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালকের কিছু বলিবার আছে, জিজ্ঞাসা না করিলে কথা কহিবে না, ইহাই তাহার অভ্যাস।

স্বভাবসিদ্ধ মধুরস্বরে রাও উত্তর করিল, "মি লর্ড! ইতিপূর্ব্বে আমি যে চিঠিখানা দিয়া গিয়াছি, সেই সঙ্গেই এই পুলিন্দা আসিয়াছিল, দরোয়ান তখন এটা দেয় নাই, দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই চিঠি আর এই পুলিন্দা কে আনিয়াছিল?"

বালক উত্তর করিল, "একজন টিকিট-রক্ষক দ্বারপাল। ঐ দুইটা জিনিস দিয়াই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছে।"

মনিবের প্রশ্নের উত্তর দিয়াই রাও চলিয়া গেল। স্থিরনেত্রে লর্ড মণ্টগোমারী তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালকের চলনে যেমন পদশব্দ হয় না, দরজা বন্ধ করিতেও সেইরূপ একটুও শব্দ হইল না।

লর্ড ফ্লোরিমেল ঐ পুলিন্দাটা খুলিতেছেন, সেই সময় মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাতে কি আছে?"

পুলিন্দাটা বৃহৎ একখানা পিঙ্গলবর্ণ কাগজে জড়ানো ছিল, তাহা খুলিয়া দেখিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "একটা নীলবর্ণ পরিচ্ছদ। কি এ?—ধারে ধারে এক নূতন ধরণের পাড় বাঁধা, উপরদিকে সেই রঙের একটা নক্ষত্রচিহ্ন। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ।"

মণ্টগোমারী বলিলেন,"সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ঐরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করে। তুমি যে রমণীর মন চুরী করিয়াছ, সে রমণীর মতলব এই যে, ঐ পোষাক পরিয়া তুমি মজ্‌লীসে যাইবে,তাহা হইলে সে ঠিক তোমাকে চিনিবে, বারোটা নীল পোষাক সে মজ্‌লীসে থাকিলেও তোমাকে ঠিক চিনিয়া লইবে। বুদ্ধিটা খুব ভাল। আমি যেন বুঝিতেছি, সেই রমণী কোন সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা, এ পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শে নাই।"

কেমন এক রকম কুণ্ঠিত হইয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "যেখানে এত গোপন, সেখানে আমি কখনই যাইব না, আমোদের আমন্ত্রণও গ্রহণ করিব না।"

সবিস্ময়ে মণ্টগোমারী প্রতিধ্বনি করিলেন,"মজ্‌লীসে যাইবে না? আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না? বল কি? ঠিক বলিতেছ? অথবা পাছে আমি সুন্দরী পলিন্‌কে এই কথা বলিয়া দিই,সেই ভয়ে আমার কাছে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতেছ? আমি তোমার অকপট বন্ধু, আমার প্রতি তোমার এত অবিশ্বাস?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "যাহা তুমি ভাবিতেছ, তাহা নয়। সে মজ্‌লীসে আমি যাইব না,ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। কুমারী পলিন্ আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, এ কথা তাহার কর্ণগোচর না হইলেও তাহার কাছে আমি অবিশ্বাসী হইব না, তাহার অজ্ঞাতেও তাহার প্রাণে আমি বেদনা দিব না। একে ত তাহার পিতা বৃদ্ধবয়সে এক অনর্থকর বিবাহ করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত করিয়াছেন, তাহা ছাড়া পারিবারিক অপরাপর অসুখেও তাহার অন্তরে যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার উপর আমি আবার অজ্ঞানের মত একটা কলঙ্ককুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া তাহার যন্ত্রণা বাড়াইব না। মজ্‌লীসের নিমন্ত্রণে যাইব না, ইহাই আমার সংকল্প, তুমি যদি আমার প্রকৃত বন্ধু হও, এ সঙ্কল্পে বাধা দিবার প্রয়াস পাইও না।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "যাহা যাহা তুমি বলিলে, তাহার উপর আর আমার কথা নাই; কিন্তু বলিতে কি, প্রিয় গ্রেব্রিল! আমার ভাগ্যে যদি ঐরূপ আমোদ ঘটে, তাহা হইলে আমি বড় সুখী হই। তোমার যদি মত হয়, আমি ঐ নীল পোষাক পরিয়া তোমার বদলে সেই মজ্‌লীসে গিয়া হাজির হই।"

গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে ফ্লোরিমেল বলিলেন, "প্রিয় ইউজিন! ঐরূপ প্রস্তাব করা তোমার মত লোকের উচিত নয়। সেই স্ত্রীলোক যে কেহ হউক না,—তুমি ঐরূপে সাজিয়া সেখানে গেলে তাহার পক্ষে কি গৌরবের বিষয় হইবে?"

বিরক্তভাবে ওষ্ঠ দংশন করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, ভাব গোপন করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "না, না, আমি ওটা পরিহাস করিতেছিলাম। তুমি উহা কি সত্য ভাবিয়াছিলে? তোমার মুখ অমন হইতেছে কেন? তুমি কি আর কিছু ভাবিতেছ?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ভাবিতেছি বটে। যে সময় আমার সহোদরের হঠাৎ মৃত্যু হয়, আমি আমাদের বংশের উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারী হই, সেটা আজ পনর বৎসরের কথা,—সেই সময় ঠিক এই রকম একটা অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। এই রকমের একজন স্ত্রীলোক সেই ঘটনার নায়িকা। আমার যেন মনে হইতেছে, যে রমণী এই থিয়েটারের টিকিট ও নীল পোষাক পাঠাইয়াছে, এই রমণীই সেই রমণী।"

লর্ড মণ্টগোমারীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল; তিনি বলিলেন, "পূর্ব্বের যে ঘটনাটার কথা তুমি বলিতেছ, সেটা যদি নিতান্ত গুহ্যকথা না হয়, তাহা হইলে আমার অনুরোধে তুমি সেটা ব্যক্ত কর; শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "বলিতে কোন আপত্তি নাই। সে স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ হয় নাই, পরিচয় পাওয়া যায় নাই, সেই অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করিলে তাহার সম্ভ্রমেরও হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি শুনিতে তোমার নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, শোনো।"

বন্ধুর চেয়ারের নিকটে চেয়ার সরাইয়া লইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "বলিয়া যাও, মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি।"

ফ্লোরিমেল আরম্ভ করিলেন, "তুমি জানো, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ছিল, অল্প গোলমালে তাঁহার অসুখ হইত। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর এই বাড়ীতেই তাঁহার সহিত আমি বাস করিতাম। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই আমার চালচলনের উপর নজর রাখিতেন, আমি তাহাতে কোনরূপ দোষ ভাবিতাম না, তাঁহার প্রতি আমার সবিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। একদিন ডেভনসায়ের ডিউকের নিকেতনে আমাদের ভোজের নিমন্ত্রণ হয়; মহা সমারোহব্যাপার। নৃত্য, গীত, মহাভোজ ইত্যাদি মহোৎসব। আমার সহোদর তাদৃশ উৎসব, জাঁকজমক ও গণ্ডগোল

ভালবাসিতেন না, বড় বড় ভোজের নিমন্ত্রণে যাইতেন না, কিন্তু ডেভনসারের ডিউকের পত্নী আমাদের অতি নিকট-আত্মীয়, এই কারণে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়, তিনিও যাইতে রাজী হন। আমরা উভয় সহোদরে সন্ধ্যার পর গাড়ী করিয়া ডেভনসারে যাই; সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত গৃহ সুন্দর সুন্দর আলোকমালায় সুশোভিত, বিবিধ কুসুম-সৌরভে আমোদিত; বহুতর সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত মহিলা সমবেত। উপরে উঠিবার সিঁড়িতে ও বারাণ্ডাতে নানাবিধ পুষ্পতরু শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত, বৃক্ষে বৃক্ষে মনোহর সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভোজ। সভাস্থলে বহুতর লোকের বহুবিধ বাক্যালাপ, চারিদিকে নানা প্রকার শব্দ, তাহার উপর অসংখ্য আলোকের উত্তাপ; শীতকাল, তথাপি আমার দাদার অতিশয় গরম বোধ হইল, অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি আর সে মজ্‌লীসে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, আমাকে বলিলেন,'তুমি থাকো,আমি চলিয়া যাই, বাড়ীতে পৌঁছিয়া তোমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিব।' আমাকে এই কথা বলিয়া, গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া সভা হইতে তিনি বাহির হইলেন; আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া গিয়া নাচঘরে প্রবেশ করিলাম। উৎসব-ভঙ্গ হইতে, ভোজ সমাধা হইতে রাত্রি ২টা বাজিল। নিমন্ত্রিত লোকগণের বিদায়,সভাগৃহে, বারাণ্ডায়, সিঁড়িতে, ফটকে ও সম্মুখ-রাস্তায় মহা জনতা। শত শত গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, আর্দ্দালীর আহ্বানে, কোচ-ম্যানের উত্তরে, ফুটম্যানের চীৎকারে মহা গোলমাল। কে কাহার কথা শোনে,কে কাহার গাড়ী চিনাইয়া দেয়, কে কাহার গাড়ীতে আরোহণ করে,কিছুই ঠিক থাকিল না। ক্রমে ক্রমে কতক গুলা শকটচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, অনেক গাড়ী চলিয়া গেল, রাস্তা একটু ফাঁক হইল। লেডী বনি ক্যামেন ও তাঁহার কন্যা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম, তাহার পরেই আর একখানা গাড়ী আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। ফটকের দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কাহার গাড়ী?'—গাড়ীর পশ্চাদ্দিক্ হইতে কৃষ্ণবর্ণ উর্দ্দীপরা একজন দীর্ঘাকার আর্দ্দালী লাফাইয়া পড়িয়া সম্মুখে আসিয়া উত্তর করিল, 'লর্ড ফ্লোরিমেলের।'—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ভুল হইয়াছে, ইহা আমার সহোদরের গাড়ী নহে।'—সেলাম করিয়া আর্দ্দালী বলিল, 'অনারেবল মিষ্টার ফ্লোরিমেলের।'—আমি দ্বিরুক্তি করিবার অগ্রেই আর্দ্দালী আমাকে কোলে করিয়া তুলিয়া গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ করিল। ভিতরে ঘোর অন্ধকার, সেই

অন্ধকারে আমি ঢাকা পড়িয়া রহিলাম, কাহাকেও কোন কথা বলিব, এমন সুবিধা পাইলাম না, সম্মুখে ও পশ্চাতে শকটচক্রাবলীর ঘূর্ণনশব্দ, দ্রুতগামী অশ্বগণের খুরের টপাটপ্ শব্দ, কথা বলিলেই বা কে শুনিতে পাইবে? অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম,—বসিয়া আছি, হঠাৎ যেন কোন স্ত্রীলোকের রেশমী পোষাকের অঞ্চলে আমার করস্পর্শ হইল, চমকিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি, নিমেষমধ্যে স্ত্রীলোকের সুকোমল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলাম। তাহার ওষ্ঠ আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, তাহার উন্নত স্তনযুগল আমার বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল; কম্পিতকণ্ঠে—কম্পিত অথচ সুমধুর মৃদুকণ্ঠে সেই রমণী বলিল, 'ভয় করিও না;আমি তোমাকে ভালবাসি!'—রমণীর মধুর স্বর শুনিয়া আমিও তাহাকে বারংবার চুম্বন করিলাম, রমণীও প্রতিচুম্বনে সে চুম্বনের পরিশোধ দিল। ইহার পর খানিকক্ষণ গাড়ীর ভিতর আর একটিও কথা হইল না।"

হাস্য করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "সে হয় ত একটা বুড়ী; ছল করিয়া তোমার সঙ্গে সেই রকমে তামাসা করিয়াছিল।"

পুলকে শিহরিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "না না, বুড়ী নয়, নবীনা যুবতী। যদিও গাড়ীর ভিতর অন্ধকার, তথাপি আলিঙ্গনে আমি বুঝিয়াছি, সমুন্নত পয়োধর, সুললিত বাহুযুগল; চুম্বনে আমি বুঝিয়াছি, তাহার সরল ওষ্ঠপুট যেন সুধাসিক্ত, কোমল কপোলে পদ্মগন্ধ;—পূর্ণ-যুবতী।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "এমন অদ্ভুত ঘটনা জন্মেও আমি কখন শুনি নাই! যদি আমি তোমাকে অকপট বন্ধু বলিয়া না জানিতাম, তাহা হইলে বিশ্বাস হইত না: আমার মনে হইত, তুমি আমার কাছে উপন্যাস বর্ণনা করিতেছ।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সরলভাবে প্রকৃত সত্যকথাই আমি বলিতেছি।"

মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

ফ্লোরি।—ক্ষণকাল আমি প্রেমানন্দে বিলাস উপভোগ করিলাম। বোধ হইল যেন স্বর্গধামে পশিয়াছি। মানুষ যেমন স্বপ্নযোগে সুখানুভব করে, আমিও যেন সেইরূপ স্বপ্নসুখ সম্ভোগ করিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার কথা ফুটিল; চুপি চুপি আমি বলিলাম, "সুন্দরি! কে তুমি, তাহা আমি জানি না, কিন্তু প্রেমে মুগ্ধ করিয়া তুমি আমাকে সুখময় স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছ!'

মণ্ট।—সুন্দরী তাহাতে কি উত্তর করিল?

ফ্লোরি।—সে আমাকে আবার পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া আমার বক্ষের উপর বক্ষ রাখিল, আমি যেন আনন্দসলিলে অভিষিক্ত হইলাম; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিন আমি এই সুখসঙ্গ লাভ করিব, তত দিন এই রমণী আমাকে যাহা বলিবে, তাহাই আমি পালন করিব। চুম্বন চলিতেছে, আলিঙ্গন চলিতেছে, গাড়ীখানা থামিল। রমণী আমার চক্ষে একখানা রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দিল, তাহার পর একজন ফুটম্যান নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল, হাত ধরিয়া রমণী আমাকে নামাইল, হাত ধরিয়াই লইয়া চলিল। অনুমানে বুঝিলাম, একটা ফটক পার হইয়া আমরা একটা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। খানিক দূর গিয়া রমণী একবার আমার হাতখানি ছাড়িয়া দিল, কট-কট শব্দে একটা দ্বারের চাবী খুলিল, আমরা একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া রমণী আবার আমার হাত ধরিল, ভালবাসা বুঝাইবার জন্য কয়েকবার আমার হাতখানি একটু একটু টিপিয়া দিল, হাত ধরিয়াই লইয়া চলিল। উপরে উঠিবার সিঁড়ি; খুব পুরু কার্পেট দিয়া সেই সিঁড়ির ধাপগুলা মোড়া; তাহার উপর দিয়া উঠিলে ভারী ভারী পদশব্দ, বড় বড় জুতার শব্দ কিছুই শুনা যায় না। রমণী আমাকে উপরে তুলিল, একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল; ঘরখানা বেশ উত্তপ্ত, সুগন্ধে আমোদিত।

মণ্ট।—ঘরের ভিতর গিয়াই সে সুন্দরী বুঝি তোমার চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিল? তখন বুঝি তুমি তোমার অজ্ঞাত মনোমোহিনীর মুখখানি দেখিতে পাইলে?

ফ্লোরি।—একটা ঠিক, একটা ভুল। রমণী আমার নেত্রাবরণ খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যে চতুরা রমণী অন্ধকার গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছলে কৌশলে আমাকে সেই গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়াছিল, নামিবার অগ্রে যে আমার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে সহজে শীঘ্র আমাকে মুখ দেখিতে দিবে, এমন কি তুমি মনে কর? কখনই না—কখনই না। ঘরটা গরম, কিন্তু ঘোর অন্ধকার; অগ্নিও ছিল না, বাতী অথবা লণ্ঠনের আলোও ছিল না, একটাও গবাক্ষ খোলা ছিল না; সমস্ত গবাক্ষই অর্গলবদ্ধ, মোটা মোটা কাপড়ের পর্দ্দা ফেলা; এই রকম ঘর। তাহার উপর সেই রমণীর বদনে স্থূলবসনের অবগুণ্ঠন ঢাকা; কিরূপে আমি তাহার মুখ দেখিব? রমণী আমাকে একখানা সোফার উপরে বসাইল, নিজেও আমার পার্শ্বে বসিল। সম্মুখের টেবিলের উপর মদের বোতল-গ্লাস ছিল, একটা গ্লাসে মদ ঢালিয়া রমণী নিজ হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিল, তাহার পর শয়ন; একখানি সুন্দর কৌচের উপর সুখশয্যায় আমরা উভয়ে শয়ন করিলাম; গলাগলি—জড়াজড়ি।

মণ্ট—সে বাড়ীখানা কি তার নিজের? অথবা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য ভাড়া লইয়াছিল? কি তোমার বোধ হয়?

ফ্লোরি।—সে কথা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। ঘটনা যেমন যেমন হইয়াছিল, তাহাই আমি তোমাকে বলিয়া যাইতেছি। অপরাপর অংশে তোমারও যেমন অনুমান, আমারও তেমনি অনুমান। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বাড়ীখানা যদিও তাহার নিজের না হয়, সর্ব্বদা সে বাড়ীতে তাহার গতিবিধি ছিল, ইহা নিশ্চয়; কেন না, যে ঘরে সে আমাকে লইয়া গিয়াছিল, সে ঘরের রন্ধ্র, ছিদ্র, অন্ধিসন্ধি সমস্তই তাহার জানা। বাস্তবিক কে সেই রমণী, কেন সে বাড়ীতে আমাকে লইয়া গিয়াছিল, কোন্ দিকে সেই বাড়ী, এ পর্য্যন্ত তাহা কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। কেবল এইটুকুমাত্র বুঝিয়া লইয়াছি যে, আমার প্রতি তাহার আসক্তি জন্মিয়াছিল, খুব সাবধানে খুব গোপনে সকল কাজ করিয়াছিল। আরো বুঝিয়াছি যে, সে রমণী যে সে ঘরের রমণী নয়, বড়ঘরানা; তাহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট।

মণ্ট।—তুমি জানিতে পার নাই, কিন্তু আর কেহ কেহ তাহা অবশ্যই জানে: সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যান ও ফুটম্যান তাহার আদেশ পালন করিয়াছে, গুহ্যবিষয় তাহাদের অজ্ঞাত নাই; রমণীর কোন বিশ্বাসী সহচরীও অবশ্যই তাহার অভিসন্ধি জ্ঞাত আছে।

ফ্লোরি।—আমিও ঐ সকল কথা অনেকবার ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু ঘটনার জটিলতার গোলমালে কিছুই অবধারণ করিতে পারি নাই। যে রমণী ততদূর সাবধান, সে যে দাসী-চাকরের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। আমার প্রতি তাহার পূর্ণ-বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু দাসী-চাকরের কায়দার ভিতরে যাইতে হইবে, সেটা সে বিলক্ষণ জানিত।

মণ্ট।—আশ্চর্য্য অসঙ্গতি বটে। সেই রমণীর চাকরেরা যে রকম উর্দ্দী পরিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? সেই ঘটনার পর সে গাড়ীখানা কি আর কখনও তোমার চক্ষে পড়ে নাই? কাহার গাড়ী, ডেভনসার-নিকেতনে তত্ত্ব লইয়া তাহা জ্ঞাত হইবার কি কোন সুবিধা হয় নাই?

ফ্লোরি।—মনে কর প্রিয় ইউজিন! আমার কাহিনী এখনও শেষ হয় নাই। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, রাত্রি দুইটার পর নাচের মজ্‌লীস ভঙ্গ হয়, বাড়ীতে ও পথে মহাজনতা, রাত্রি ২॥টার সময় সেই রমণীর গাড়ীতে আমি উঠি, তাহার পর সেই অজ্ঞাত বাড়ীতে যাই, সমস্ত রাত্রি সেইখানে থাকি, ৪ ঘণ্টাকাল প্রেমময়ী রমণীর সঙ্গে স্বর্গসুখ উপভোগ করি, অন্য কোন কথা তখন মনে ছিল না। কতবার আমি আপন মনে প্রশ্ন করিয়াছি, ঘটনাটা সত্য কি স্বপ্ন?

সিদ্ধান্ত হইয়াছে সত্য, মনুষ্য-জীবনে একবারমাত্র ঐরূপ স্বর্গসুখ সজ্ঘটিত হওয়া সম্ভব, এইরূপ আমার ধারণা। যে সকল কথা তুমি বলিলে, তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

মণ্ট।—(বন্ধুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া) আমার ইচ্ছা, তুমি যেমন একরাত্রে সেই অদ্ভুত ঘটনার নায়ক হইয়াছিলে, জীবনের দশ বৎসর কাল আমি যেন সেইরূপ সুখসম্ভোগের নায়ক হইতে পারি। যাহা হউক, আমি বুঝিতেছি, তোমার আরও কিছু বলিবার আছে।

ফ্লোরি।—ঠিক বলিয়াছ। আমার কাহিনীটা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চারি ঘণ্টাকাল আমি প্রেমানন্দ উপভোগ করিলাম; সেই চারি ঘণ্টা যেন চারি মিনিটের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

মণ্ট।—সময়টা তুমি কিরূপে নিরূপণ করিয়াছিলে?

ফ্লোরি।—সেই বাড়ীর নিকটে একটা গীর্জ্জা ছিল, সেই গীর্জ্জার ঘড়ীতে যখন আধ ঘণ্টা বাজিল, রমণী তখন চঞ্চলস্বরে আমাকে বলিল, "আর না, ভোর হইয়াছে; সাড়ে ছটা।"—আমি শশব্যস্তে তখন সেই রমণীর আলিঙ্গন ছাড়াইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। শয়নের পূর্ব্বে আমরা উভয়েই পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নিশাবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলাম, শীঘ্র শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। রমণী আবার আমার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া দিল, হাত ধরিয়া উপর হইতে নামাইয়া আনিল, আমরা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যুগল হস্তে রমণী আমার যুগল হস্ত ধারণ করিয়া বার কতক টিপিয়া টিপিয়া দিল;—তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিলাম; চক্ষের রুমালখানা আমি না সরাইয়া ফেলি, সেইরূপ নিষেধের সঙ্কেত। কেন না, তখনও অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, শীতকালের প্রভাতে ৭টা পর্য্যন্ত অল্প অল্প অন্ধকার থাকে; চক্ষু খুলিলে পাছে আমি চারি দিকের বস্তু দেখিয়া লই, সেই ভয়েই ঐরূপ সঙ্কেত। বাস্তবিক আমি চক্ষু খুলিবার কোন চেষ্টা করি নাই। এমন কি, রমণী যদি আমার হাত ধরিয়া না থাকিত, তাহা হইলেও সে রুমালখানা একচুলও আমি সরাইতাম না। রমণীটি কে, কোথায় আমি আসিয়াছি, তাহা জানিবার ইচ্ছাই ছিল না। মৃদুকণ্ঠে মিনতি করিয়া চুপি চুপি আমি বলিলাম, "শীঘ্র আবার আমার ভাগ্যে এইরূপ আনন্দ ঘটে, ইহাই আমার অভিলাষ।" মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে রমণী বলিল, "প্রিয় ফ্লোরিমেল! শীঘ্র শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে, শীঘ্র শীঘ্রই তোমাকে আলিঙ্গন করিবার উপায় আমি অবধারণ করিব।" এইরূপ কথোপকথনের পর আমরা উভয়েই নীরব। ফটকের কাছে আমরা উপস্থিত হইলাম। সম্মুখের রাস্তায় ঘোড়ারা পা ঠুকিতেছে; সেই শব্দ শুনিয়া আমি স্থির করিলাম, রাস্তায় একখান গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ফটক পার

হইয়া আমরা রাস্তায় বাহির হইলাম। ডেভনসায়-প্রাসাদের সম্মুখে যে বলবান্ হস্ত আমাকে কোলে করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল, এখন আবার সেই দুই হস্ত আমাকে এই গাড়ীতে তুলিল, গাড়ীর দরজা ও খড়খড়ীর পাখী বন্ধ করিয়া দিল, গাড়ী আমাকে লইয়া গড় গড় শব্দে ছুটিল; আমি স্বর্গ-নিবাস হইতে দূরে আসিয়া পড়িলাম।

মণ্ট।—তাহার পর তুমি চক্ষের আবরণ খুলিয়া, গাড়ীর খড়খড়ী খুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে?

ক্লোরি।—না,—তৎক্ষণাৎ আমি চক্ষের আবরণও খুলি নাই, কোন দিকে চাহিয়াও দেখি নাই। লোকটা আমাকে গাড়ীর ভিতরে তুলিয়া দিবামাত্র আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলাম, কি অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গেল, যেন মোহ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মোহ যখন ঘুচিল, ঘটনাটা যখন সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তখন ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষের রুমালখানা খুলিয়া ফেলিলাম। তখনও গাড়ীর ভিতর নিবিড় অন্ধকার। খড়খড়ীর পাখী-গুলা পর্য্যন্ত বন্ধ, যে খড়খড়ীটা আমার নিকটে ছিল, সেইটা খুলিবার চেষ্টা করিলাম, খুলিতে পারিলাম না, জোড়ের মুখে মুখে শিকল বাঁধা। আর একটা খড়খড়ী টানাটানি করিলাম, সেটাও ঐ রকমে বাঁধা। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ, চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া আমি কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম।

মণ্ট।—তোমার কাহিনীটা আগাগোড়া ঠিক একটা অদ্ভুত উপাখ্যান; উহা শুনিয়া আমার ভারী আমোদ হইল।

ক্লোরি।—হাঁ, উপাখ্যানের মত বটে; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা। শেষে যাহা হইল, দুই কথায় তাহা বলিয়া ফেলি। একটা দীর্ঘাকার লোক গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, গাড়ীখানা থামিল। লোকটার উর্দ্দী পরা ছিল না, সাদাসিদা পরিচ্ছদ; কিন্তু তাহার মাথার টুপীটা দীর্ঘ-কিনারা-দার, এত প্রশস্ত যে, তাহা দ্বারা লোকটার মুখের আধখানা ঢাকা পড়িয়াছিল; বিশেষতঃ শীতকালের প্রভাব, চতুর্দ্দিকে কোয়াসা, তাহার মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইলাম না। আর একটা ভাব মনে আসিল, যে রুমালখানাতে আমার চক্ষু বাঁধা ছিল, সেখানা আমি সঙ্গে রাখি কিংবা গাড়ীতেই ফেলিয়া যাই? সঙ্গে রাখিলে সে রমণীকে চিনিবার একটা সূত্র পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রমণীর মনে সন্দেহ জন্মিবে। রুমালখানা গাড়ীতে থাকিলে রমণী নিশ্চয় বুঝিবে, আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। এইরূপ নানাখান ভাবিয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়াই বাহিরের দিকে চাহিলাম; গাড়ী-খানা যেখানে থামিয়াছিল, তাহার ঠিক পার্শ্বে একখানা বাড়ী; আমাদের

নিজের গাড়ী, গাড়ী হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলাম; গাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইলাম, চেষ্টা বৃথা হইল; আমি নামিবামাত্র কোচ্‌ম্যান দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া প্রস্থান করিল, দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা কোয়াসার ধূমে ঢাকা পড়িয়া গেল।

মণ্ট।—গাড়ীখানার কি রকম রঙ, তাহা বোধ হয় তুমি দেখিয়াছিলে? গাড়ীর গায়ে কোন রকম চিহ্ন আছে কি না, তাহাও বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে?

ফ্লোরি।—ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমার মনের তখন যেরূপ অবস্থা, গাড়ীতে উঠানামা যেরূপ তাড়াতাড়ি, তাহাতে কোন বিশেষ চিহ্নই দেখিবার অবসর ছিল না। তোমার নিজের যদি সেইরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতে। তবে আমি কেবল এই-টুকু বলিতে পারি, ডেভনসার-প্রাসাদের ফটকের সম্মুখে চকিতমাত্র আমার বোধ হইয়াছিল, গাড়ীখানা কৃষ্ণবর্ণ। লোক যখন আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেয়, তখন আমি বিভ্রান্ত, পরদিন প্রাতে আমাদের নিজের বাড়ীর কাছে আমি যখন নামি, চলন্তি গাড়ীখানা তখন কোয়াসায় ঢাকা; এরূপ অবস্থায় তাহার একঘণ্টা পরে সেই গাড়ী যদি আমি আবার দেখিতাম, তাহা হইলেও কদাচ চিনিতে পারিতাম না।

মণ্ট।—তুমি গাড়ী হইতে নামিলে, গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার পর কি হইল?

ফ্লোরি।—(হাস্য করিয়া) আর বড় বিশেষ কথা নাই। আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, উপরে গিয়া উঠিলাম, শয্যায় শয়ন করিলাম, অনেক-ক্ষণ ঘুমাইলাম; বেলা দুপ্রহরের পর উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসি-লাম, হাজিরাখানায় প্রবেশ করিলাম। আমার সহোদর সেই ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, সন্দিগ্ধ-নেত্রে তীব্র-দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিয়া একটু রাগতস্বরে তিনি বলিলেন, "খুব আমোদ করিয়া আসিয়াছ!" তাঁহার অন্তরে কি ভাবের উদয়, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আমি উত্তর করিলাম, "যথেষ্ট আমোদ।" আমার ভ্রাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আনিবার জন্য আমি গাড়ী পাঠাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম, পত্র লিখিয়া গাড়ী পাঠাইতে তুমি নিষেধ করিয়াছিলে কি জন্য?" মহা বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক্ হইলাম। তখনি মনে হইল, সেই রমণী—সেই রমণীই চাতুরী করিয়া ঐরূপ সংবাদ পাঠাইয়াছিল। আমাদের গাড়ীর বদলে তাহার নিজের গাড়ী করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, এই মতলব তাহার ছিল। আমি পত্রও লিখি নাই, গাড়ী পাঠাইতে নিষেধ করিয়াও পাঠাই নাই, সাহস করিয়া ভ্রাতাকে আমি সে কথা বলিতে পারিলাম না; কিন্তু আমার মুখ শুকাইয়া

গেল। আমার বদন বিবর্ণ দেখিয়া তিরস্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া প্রাতঃকালে বাড়ীতে ফিরিয়া আসা ভারী অন্যায়।" এইরূপ তিরস্কার করিয়া, এক দীর্ঘবক্তৃতা করিয়া তিনি আমাকে বিস্তর সদুপদেশ দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে আমি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ডেভনসার-নিকেতনে চলিয়া যাইলাম। সেখানকার ফটকের প্রহরী, দ্বারের দ্বারপাল ও অপরাপর লোককে গোটা কতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম; মজ্‌লীস-ভঙ্গের পর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের গাড়ী-ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একটা লোক আমাকে যে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল, সে গাড়ীখানা কাহার?' সে ব্যক্তি উত্তর করিল, 'তত গোলমালের সময় সকল গাড়ীর কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারা যায় না।' বাস্তবিক আমার অনুসন্ধান বিফল হইল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। সেই ঘটনার পর পঞ্চদশ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, এই পর্য্যন্ত কোন সন্ধান আমি প্রাপ্ত হই নাই।

মণ্ট।—সেই অজ্ঞাত রমণী তোমার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিবার নূতন উপায় স্থির করিবে বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তদবধি আজ পর্য্যন্ত সে অঙ্গীকার পালন করে নাই?

ফ্লোরি।—না।

মণ্ট।—আশ্চর্য্য উপাখ্যান বটে! তত দিনের কথা তুমি ঠিক ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছ, আজ ঐ থিয়েটারের টিকিট আর নীল-পোষাক পাইয়া সেই সব পূর্ব্বকথা তোমার ঠিক স্মরণ হইল, ইহাও আশ্চর্য্য। মনে কর, সেই অজ্ঞাতসুন্দরী আবার যদি তোমার সহিত প্রেমালাপ করিতে উপস্থিত হয়, সে আনন্দ উপভোগ তুমি—

ফ্লোরি।—দেখ প্রিয় ইউজিন! পূর্ব্বেই তোমাকে আমি অনুনয় করিয়া বলিয়াছি; প্রিয়তমা কুমারী পলিনের প্রতি আমার যে বদ্ধমূল অনুরাগ, সে অনুরাগ হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে তুমি প্রয়াস পাইও না।

মণ্ট।—(সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া) তবে তুমি থিয়েটারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না? তামাসা দেখিতে যাইবে না?

ফ্লোরি।—না,—দশ হাজারবার না। জীবনে আমি অনেক প্রকার পাগ্‌লামী করিয়াছি, এইবার একটা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিব; জীবনে আমি অনেক ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি, এইবার অন্ততঃ একটি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। যে অজ্ঞাতসুন্দরী পনর মাস পূর্ব্বে আমাকে অদ্ভুত কৌশলে প্রেমের পথে লইয়া গিয়াছিল, থিয়েটারের এই টিকিট আর এই নীল-পোষাক সত্যই যদি

সেই সুন্দরীর প্রেরিত হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাতে ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করাতে অবশ্যই আমার মনে কিঞ্চিৎ বেদনা লাগিবে বটে, কিন্তু পরিণামে আমি সুখী হইব।

এই সকল কথা বলিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল তৎক্ষণাৎ সেই থিয়েটারের টিকেটখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন, পরক্ষণেই ব্যগ্রহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

সেই কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকর অবিলম্বে নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালকের হস্তে সেই নীল-পোষাকটা অর্পণ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "রাও! এই পোষাকটা এখনই আগুনে জ্বালাইয়া দাও; বিশেষ কারণ আছে; এই মুহূর্ত্তে উহা দগ্ধ করাই আমার ইচ্ছা।"

লর্ড ফ্লোরিমেলের রসনা হইতে ঐরূপ আদেশবাক্য নির্গত হইবামাত্র লর্ড মণ্টগোমারীর মনে এক প্রকার নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, পোষাকটা দগ্ধ করা না হয়, সেই ইচ্ছায় বালকের হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইবার মত্‌লবে হস্ত বিস্তার করিলেন, তীব্র-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বালক ভৃত্য খুব জোর করিয়া পোষাকটা আঁটিয়া ধরিল; বালকের সেই তীব্রকটাক্ষ মণ্টগোমারীর চক্ষে পড়িল।

মণ্টগোমারীকে সম্বোধন করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ইউজিন! তুমি উহা লইও না, আমার সঙ্কল্পে বাধা দিও না, বালক উহা লইয়া যাউক; এখনই ঐ বস্তুটা ভস্মসাৎ না হইলে আমার মত্‌লব বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। মানবস্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল, কি জানি, ঐ পোষাকটা দেখিলে যদি আমার সঙ্কল্প উল্টাইয়া যায়, সেটী ভাল হইবে না।"

বিরাগ-দমনে অসমর্থ হইয়াও লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"—এই সময়ে তিনি আবার সেই বালকের তীক্ষ্ণ-কটাক্ষ দর্শন করিলেন। কেন যে সেইরূপ কটাক্ষ, তাহার ভাব কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

পোষাকটা লইয়া বালক ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল; বিদায় হইবার উপক্রমে লর্ড মণ্টগোমারী আসন হইতে উঠিলেন।

এই সময় লর্ড ফ্লোরিমেল সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ,- ভাল কথা,—ইতিমধ্যে তুমি কি আমাদের পরমোপকারিণী বিবি ব্রেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে?"

মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "বেশী দিনের কথা নয়, ইতিমধ্যে এক রাত্রি আমি তাহার বাড়ীতে যাপন করিয়াছিলাম।"

হাস্য করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "তাহার বাড়ীতে, না তাহার কোলে ?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "সে কথা অস্বীকার করিব না, তাহার সঙ্গেই আমি নিশাযাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু বোধ হয়, আমার সঙ্গে তাহার সেরূপ শুভ-সঙ্ঘটন ভবিষ্যতে আর হইবে না।"

লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হইবে না ? তুমি কি তাহার রঙ্গ-রসে পরিশ্রান্ত হইয়াছ ? ভোগবিলাস ও সুখবিলাস আর কি ভাললাগে না ?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "ঠিক শ্রান্তি-ক্লান্তি নয়, আরো কিছু। এবার আমি যে রাত্রে গিয়াছিলাম, সেই রাত্রে সামান্য একটা অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছিল, সেরূপ ঘটনা আমি ভালবাসি না। থাক্ সে-কথা,—একজন মানিনী কামিনীর গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া চঞ্চল-স্বরে তখন তিনি বলিলেন, "তবে এখন আমি বিদায় হইলাম।"

লর্ড ফ্লোরিমেল অভিবাদন করিলেন।

লর্ড মণ্টগোমারী বিদায় হইলেন। প্রাসাদের প্রশস্ত গৃহের মধ্য দিয়া যখন তিনি চলিয়া যান, তখন দেখিলেন, একধারে একটা গবাক্ষের নিকটে সেই ছোকরা চাকর দাঁড়াইয়া আছে, ঘন ঘন কটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহি-তেছে। উর্দ্দী-পরা আরো ২।৩ জন আর্দ্দালী সেই গৃহের মধ্যে একটু দূরে দূরে পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের দ্বারপাল দ্বার খুলিয়া দিল, একজন ফুটম্যান আসিয়া সেলাম করিয়া বিদায়ী লর্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল। লর্ড তখন সেই বালকের দিকে চাহিতেছেন, বালকও তাঁহার দিকে চাহিতেছে। লর্ডের ইচ্ছা হইল, বালকটিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন ; বাহির হইতেছিলেন, হঠাৎ ফিরিয়া ধীরে ধীরে বালকের কাছে সরিয়া গিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাও ! নীল-পোষাকটা কি জ্বালাইয়া দিয়াছ ?"

দীর্ঘ দীর্ঘ নেত্র বিকাশ করিয়া গৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বালক ভাবিতেছিল, কথা কহিলে ঘরের অপরাপর চাকরেরা শুনিতে পাইবে কি না, তাহারা দূরে আছে দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিল, কাহারো শুনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন চক্ষু ঘুরাইয়া চুপি চুপি উত্তর করিল, "পোষাকটা আমি সত্য সত্য পোড়াইয়া ফেলিব, আপনি কি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?"

লর্ড মণ্টগোমারী চমকিয়া ভাবিলেন, নাচঘরের তামাসা সম্বন্ধে আমার মনের ভিতরে যে ভাব জাগিয়াছিল, ছোঁড়াটা হয় ত তাহা বুঝিয়াছে। আবার ভাবিলেন, ঠিক বুঝিয়াছে, ইহা অসম্ভব ; চালাক ছোকরারা যেমন একটু একটু উড়াভাসা ভাব লয়, সেইরূপ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া মৃদুস্বরে তিনি

বলিলেন, "মনিবের হুকুম নিঃসন্দেহে তুমি পালন করিবে, এইরূপ আমার বিশ্বাস; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়।"

চক্ষু ঘুরাইয়া বালক প্রতিধ্বনি করিল, "দুঃখের বিষয়? আপনার অভিপ্রায় কি? আমি যদি আমার মনিবের হুকুম অমান্য করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে মন্দ বলিয়াই জানিবেন।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "তোমার কথার ভাবে আর নয়নভঙ্গীতে আমি বুঝিতেছি, ভিতরে কিছু মানে আছে। আচ্ছা, সে কথা এখানে হইতে পারে না, আজ সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে তুমি যাইও; গ্র্যাফটন্ ষ্ট্রীটে—"

শেষ কথা না শুনিয়াই বালক বলিল, "ঠিক যাইব, ঠিক নয়টার সময়।" এই বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ সেই গবাক্ষের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

লর্ড মণ্টগোমারী সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গ্র্যাফটন্ ষ্ট্রীটে আপন বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেই বাড়ীতে তিনি তাঁহার জননীর সহিত একত্রে বাস করেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—-:*:—

আবার সেই বেগার ষ্টাফ্

পাঠক মহাশয় হর্সলিডাউনের সেই ডাকাতের আড্ডার বিবরণ অবগত আছেন, যে আড্ডার নাম বেগার ষ্টাফ, যে আড্ডায় ছোট বড় বহু ডাকাত একত্র, সেই আড্ডার নূতন বিবরণ দর্শন করুন।

সন্ধ্যাকাল,—৭টা বাজিয়াছে, সেই সুদীর্ঘ নিম্নতল কদর্য্য গৃহ, মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে, সর্ব্বদা যে সকল লোক সেই আড্ডায় গতিবিধি করে, সেই সময় তাহারা একত্রীভূত। স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক এই দলে আছে, বয়সের ভেদাভেদ নাই; দলের ভিতর বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী, প্রৌঢ়া অনেক। নানা বর্ণের নানা চেহারার লোক।

যাঁহারা মানব-প্রকৃতি পরিজ্ঞাত আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মনীতির আলোচনা করেন, তাঁহারা এই জঘন্য স্থানে কি দেখিতে পান?—ছোটলোকের দল,—মাতলামী, ব্যভিচার, লম্পটতা, নিষ্ঠুরতা আর মূর্ত্তিমান্ অরাজকতা। কি শুনিতে পান?—কুৎসিত কুৎসিত খেউড় সঙ্গীত, কুৎসিত কুৎসিত গালাগালি আর ভয়ানক ভয়ানক লুটপাঠের গল্প। ঐ স্থানে যাহারা ঐরূপে জমায়েত, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহারা ঐ পেশা শিক্ষা করিয়াছে, এমন বিবেচনা করিতে হইবে না; বয়োবৃদ্ধির সহিত কুসঙ্গে মিশিয়া, ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা ইহাদের অস্তিত্ব অবগত আছেন কি না, ঈশ্বর জানেন।

হায় হায়! ইংলণ্ডের লোকেরা স্বাধীন, ইংলণ্ডের লোকেরা মহা সুখী, গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া এইরূপ কথা বলা হয়! ওঃ! কি অপূর্ব্ব স্বাধীনতা! কি অনির্ব্বচনীয় সুখ! কনকতক বড়লোক সুখবিলাসে পরিবেষ্টিত হইয়া মনোহর অট্টালিকায় বাস কারেন, রাজভোগ সেবা করেন, গরীবেরা দেবতার ন্যায় তাঁহাদিগের পূজা করে। যাহারা পূজা করে, তাহাদের উদরে অন্ন নাই! কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে রোদন করিয়া বেড়ায়, কেহই তাহাদের মুখপানে চায় না!

কারিকর, শ্রমজীবী, কৃষক, মিস্ত্রী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে বসিয়া, শস্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না; দিবারাত্রি অশ্রু-বিসর্জ্জন করে! সেই সকল লোকের মধ্যে অনেকেই আবার

কার্য্য অন্বেষণ করিয়া পায় না! তাহাদের আকার জীর্ণশীর্ণ, মুখমণ্ডল সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ন, পরিতাপে দীর্ঘনিশ্বাস সম্বল! ওঃ! স্বাধীনতার কি পরিণাম! রুসিয়ার দাসেরা মনিবের মন জোগায়, আমেরিকার দক্ষিণাংশের কৃষ্ণ-দাসেরা মনিবের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, আর কাফ্রী জাতিরা অপরের নিকটে বিক্রীত হইয়া কৃতদাস হয়, কিন্তু তাহাদিগকে জঠরানলের তাড়না সহ্য করিতে হয় না, ইংলণ্ডের শ্বেত-দাসেরা সপরিবারে ক্ষুধার জ্বালায় আধ-মরা! রাণী রাজতক্তে শোভা পান; প্রজার অসীম যন্ত্রণার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। গরীবের কষ্টে বড় বড় দলের দয়া হয় না! গীর্জ্জা আছে, হপ্তায় হপ্তায় লোক জমে, ওদিকে ফৌজদারী কারাগারেও কঠিন শ্রমের কারখানা-বাড়ীতে অসংখ্য হতভাগ্য লোক যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা সহ্য করে। নগরের অধিবাসিবর্গের এই দশা, ইহা ভিন্ন এদেশবাসী কৃষকেরা ধনশালী লোকের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, আপনারা ভগ্ন কুটীরে বাস করিয়া অর্দ্ধাশনে বা অনশনে প্রাণ ধারণ করে! ইহার নাম স্বাধীনতা! ইহার নাম সুখ! স্বাধীন ইংলণ্ডক্ষেত্রে যাহাদের জন্ম, বক্তাদের মুখে তাঁহারা স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করেন! ধন্য বক্তৃতার মহিমা! ধন্য স্বাধীনতার মহিমা! পেটের দায়ে স্বাধীনতা-ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ স্বাধীন দরিদ্র-সন্তান নানা পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া কারাগার পরিপূর্ণ করে! মৃত্যুই তাহাদের সহচর!

না,—গ্রেটব্রিটেন স্বাধীন নয়, এখানকার ধর্ম্মশালা ও কর্ম্মশালা ভাল নয়, শিক্ষাগার ভাল নয় রাজাও ন্যায়পরায়ণ নহেন, সমাজের লোকেরাও দয়ালু নহেন; কোটি কোটি প্রজা অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা, শিক্ষাস্থান অসম্পূর্ণ, গবর্ণমেণ্ট স্বার্থপর ও নিন্দাভাজন, সামাজিক রীতিনীতি আগা-গোড়া নিকৃষ্ট। আমাদের দেশে ধনসম্পত্তি প্রচুর, এ কথা সত্য; কিন্তু যাহারা উহা উৎপাদন করে, তাহারা অনাহারে মরে!

রোম রাজ্যের পতনের অগ্রে সেখানে যেরূপ সুখসৌভাগ্য ছিল, বাহ্য দর্শনে আমাদেরও এখন সেইরূপ আছে, এ কথাও সত্য; কিন্তু গ্রিনেভার নগর-দ্বারে যখন বিপক্ষপক্ষ দর্শন দেয় মূরেরা তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, দরিদ্রতার বক্ষের উপর আমাদের ঐশ্বর্য্য সংস্থাপিত, এ কথা সত্য; ইংলণ্ডের সুখ-সৌভাগ্য কেবল জনকতক বড়লোকের ভোগবিলাসের নিমিত্ত; দরিদ্রের জীবনে সুখের লেশমাত্র নাই, কর্ম্ম পাইলে তাহারা কোন ক্রমে দেহ-প্রাণ একত্র রাখিতে পারে, এই পর্য্যন্ত, কর্ম্ম না পাইলে তাহাদের যে কি দশা হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, শ্রমের পরিবর্ত্তে শ্রমজীবীর যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ, বস্তুতঃ যদিচ প্রকৃত সুখ-স্বাধীনতা তাহাদের কুটীরের সীমা স্পর্শ করে

না, যাহারা পরের হাততোলা অথবা মাসহারা পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, স্বাধীনতা তাহাদের নিকটে চির-বিদেশী!

এতৎসম্বন্ধে আর একটি কথা। আমাদের দেশে উচ্চ উচ্চ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। সেই সকল অট্টালিকার উপর দাঁড়াইলে স্বর্গ মনে হয়, তথা হইতে নিম্নদিকে নরক সদৃশ দরিদ্রকুটীর নয়নগোচর হইয়া থাকে। আমাদের রাজপরিবারের বড় বড় অশ্ব ও ভাল ভাল কুকুর আছে, উত্তম উত্তম খাদ্য-সামগ্রী তাহারা প্রাপ্ত হয়, দরিদ্র-সন্তানেরা ছল-ছল-চক্ষে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। নাচের মজ্‌লীসে ও ভোজের মজ্‌লীসে বড় বড় লোকের আমদানী হয়, মহিলারা মনোহর বেশভূষা করিয়া সেই সকল মজ্‌লীস আলো করেন, আকাশের বড় বড় নক্ষত্রের ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী হীরকখণ্ড-সমূহ সাধারণ দর্শক-মণ্ডলীর চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়, বড় দরের উপভোগ্য রাজভোগ মহামূল্য, দরিদ্রের সন্তানেরা ক্ষুদ্র এক টুক্‌রা রুটীও খাইতে পায় না!

বিজ্ঞ পাঠক! সাধু পাঠক! এক্ষণে আপনারা বলুন, সত্যই কি গ্রেট্‌ ব্রিটেন স্বাধীন? সত্যই কি ব্রিটেনবাসীরা সুখী ও সৌভাগ্যশালী? না,—মিথ্যাকথা। ব্রিটেনের প্রজালোকের স্বাধীনতার নাম প্রহসন; সুখের নাম নিখাদ মস্করা।

এইবার আমাদের গল্প আরম্ভ করি। বলা হইয়াছে সন্ধ্যাকাল—৭টা, প্রকাশ্য গৃহে মজ্‌লীস, মিট্‌ মিট্‌ করিয়া বাতী জ্বলিতেছে, কিছু দূরে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে, চিম্‌নীর মুখটা খুব চওড়া, তাহা হইতে স্তূপীকৃত ধূম নির্গত হইতেছে, তাহার উত্তাপে সমস্ত গৃহ উত্তপ্ত। পঞ্চাশটা নলে ধূঁয়া উড়িতেছে, সেই ধূঁয়ার সঙ্গে তামাকের দুর্গন্ধে গৃহের বাতাস পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ-পূর্ণ; যেখানে মদ বিক্রী হয়, তাহার নিকটে কারোটিপোল দাঁড়াইয়া খরিদ্দার বিদায় করিতেছে আর মাঝে মাঝে বৈঠকখানার দ্বারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সঙ্কেত বুঝাইয়া দিতেছে। সে দিন তাহার চেহারা আরো কদাকার; মস্তকের রক্তবর্ণ কেশগুলা বিশৃঙ্খল, উস্ক-খুস্ক; ঘাগ্‌রার সম্মুখদিক্‌টা খোলা; ময়লা চর্ব্বির মত কণ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থল বাহির হইয়া রহিয়াছে।

একজন খানসামা চটীজুতা পায়ে দিয়া কারোটিপোলের কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। সেই খানসামার কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। খরিদ্দারের ভিড় যখন একটু একটু কমিয়া যাইতেছে, অবসর পাইয়া কারোটিপোল তখন বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা লোকের সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিতেছে, গল্প করিতেছে, হাস্য করিতেছে। যখন সে ঐ প্রকার গল্পে মত্ত, সেই সময় দোকানে নূতন খরিদ্দার আসিল, কারোটিপোল আবার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল।

এ আড্ডায় সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ চলিতেছে। খেউড় গীত, খেউড় গালাগালি, কুৎসিত গল্প, ঘন ঘন মদ্যপান, ঝুটাপুটি ঝগড়া, এই প্রকার সকল রঙ্গই পরিপুষ্ট। পুরুষেরা অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী বেশ্যাগণকে কোলে বসাইয়া রঙ্গরস করিতেছে, কেহ কেহ গণিকাগণের উলঙ্গ বাহু আকর্ষণ করিয়া ঝুলিতেছে, দুলিতেছে; এক স্থানে গোটাকতক অল্পবয়স্কা ছুঁড়ী দল বাঁধিয়া বসিয়া অভ্যাস-মত জঘন্য জঘন্য গল্প করিতেছে।

গৃহমধ্যে এইরূপ গণ্ডগোল চলিতেছে, এমন সময় সেইখানে একটা লোক প্রবেশ করিল। তাহার গায়ে খুব মোটা একটা লম্বা কোর্ত্তা, গলায় একটা পশমী গলাবন্ধ জড়ানো, মাথায় একটা বৃহৎ টুপী, তাহার কিনারার ঝালরে চক্ষু পর্য্যন্ত প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে, হাতে একগাছা মোটা লাঠি, সঙ্গে একটা কদাকার কুকুর। লোকটাকে দেখিয়া দলের লোকেরা চমকাইয়া গেল, যাহা যাহা করিতেছিল, তাহা বন্ধ হইল; কেহ কেহ মনে করিল পুলিসের লোক। সত্যই তাহাই। লোকটা যখন মদের দোকানের কাছে গিয়া টুপীটা একটু খুলিল, তখন প্রকাশ পাইল, বো-ষ্ট্রীট-আফিসের কন্‌ষ্টেবল মব্। কেবল কারোটিপোল চিনিল, এমন নয়, অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিল।

পরিচয় দেওয়া আছে, এই কারোটিপোল এখানকার দ্বিতীয় সর্দ্দার বিগ-বেগারম্যানের কন্যা। তাহার দিকে চাহিয়া কন্‌ষ্টেবল হঠাৎ বলিল, "দেখ, পুলিসের ক্ষমতায় আমি এখানে আসি নাই।"

কন্‌ষ্টেবলের ঐ কথায় দলের লোকের ভয় ঘুচিল; যাহাদের বুদ্ধি কম, তাহারা অগ্রে ভাবিয়াছিল, পুলিসের লোক হয় ত আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তাহারাও ঐ কথায় শান্তি লাভ করিল।

স্বভাবসিদ্ধ ঝন্‌ঝনে আওয়াজে সম্ভবমত ভদ্রতা জানাইয়া কারোটিপোল বলিল, "মিষ্টার মব্! সর্ব্বদা আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে দেখিতেই ভালবাসি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া যখন বুঝিল, বৈঠকখানার সেই লোকটা লুকাইয়া পড়িয়াছে, তখন আবার বলিল, "তুমি বোধ হয় একটু ঘুরিয়া এই দিকে আসিবে?"

মব্ বলিল, "ধন্যবাদ কুমারী প্রাইস্! গোপনে তোমার সহিত আমার দুটি একটি কথা আছে।"—এই বলিয়াই পাটাতনের পার্শ্ব ঘুরিয়া কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল।

কারোটি বলিল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর,তোমার কথা আমি শুনিতেছি। হাঁ, কোন্ রকম মদ তুমি পছন্দ কর? হাঁ, রম।" এই বলিয়া তাকের উপর হইতে একটা বোতল পাড়িয়া, একটা গ্লাসে রম ঢালিয়া, সেই গ্লাস আর এক

পাত্র গরম জল ও একটু চিনি লইয়া মব্‌কে সেই ক্ষুদ্র বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মব্ বলিল, "দরজা বন্ধ করিয়া দেও।" গৃহমধ্যে একটা চর্ব্বির বাতী জলিতেছিল, আলো অনুজ্জল. সেই আলোতে রক্তকেশীর মুখপানে চাহিয়া সে আবার বলিল, "সম্প্রতি তুমি তোমার পিতার খবর পাইয়াছ কি?"

রক্তকেশীর মনে একটা সন্দেহ আসিল, সে ভাবিল, হয় ত তাহার পিতা পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছে, এ ব্যক্তি সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছে। এই ভাবিয়া দরজা বন্ধ করিয়া, একটু ঠাট্টার হাসি হাসিয়া উত্তর করিল "বাঃ! বোষ্ট্রীট আফিসারের মুখে এরূপ প্রশ্ন বড় কৌতুকাবহ বটে।"

মব্ বলিল, "শিষ্টাচারের অনুরোধে আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছি। আর আমার অন্য মত্‌লব নাই। , তোমার পিতার সন্ধান হইতেছে না, ইচ্ছা করিলে কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তোমাকে ধরিতে পারি; বস্তুতঃ তাহার প্রতি সম্মান দেখানো আমার পক্ষে উচিত। কেন না, আমরা উভয়ে একসঙ্গে অনেকবার অনেক মদ খাইয়াছি।"

রমের গ্লাসে জল-চিনি মিশাইয়া, মবের সম্মুখে ধরিয়া কারোটিপোল বলিল, "তোমার কথায় আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমার পিতা এখন কোথায়, সেটা তুমি যেমন জানো,আমিও তেমনি জানি, তাহার অধিক আমি কিছু জানি না।

ভারী বুদ্ধি খেলিলাম, এইরূপ মনে ভাবিয়া, মাথার টুপী খুলিয়া, গলার কম্ফর্টার খুলিয়া, কোটের বোতাম খুলিয়া, মব্ বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুলিসের ক্ষমতায় আমি এখানে আসি নাই, বন্ধুভাবেই দেখা করিতে আসিয়াছি;—কতকটা কর্ত্তব্যপালনে, আর কতকটা বন্ধুত্বের অনুরোধে।"

আবার অন্তরে কি সংশয় আনিয়া চঞ্চলস্বরে কারোটি বলিল, "তোমার শেষ কথার অর্থ আমি বুঝিলাম না।"

মব্ বলিল, "বুঝাইয়া বলিতেছি। এখানে আমি এখন পুলিসের কন্‌ষ্টেবল নই; একটা অপ্রকাশ্য বিষয়ের কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়, তাহাই জানিবার জন্য আমার আসা। সেইটি জানিতে পারিলেই আবার আমি কর্ম্ম পাইব।"

কারোটি বলিল, "তবে কি তুমি এখন তোমার কার্য্য হইতে বরখাস্ত আছ?"

মব্ বলিল, "তাহাই বটে, সেই জন্যই আমি অর্দ্ধবাহালী কর্ম্মচারিরূপে বাহির হইয়াছি।"

এই লোকের দ্বারা এখন কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া রক্তকেশী যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বিশেষ কার্য্যটা কি ?"

মব্ বলিল, "তুমি অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে, কারোলাইন ওয়াণ্টার নামে এক আসামী আমার আর গ্রম্লির হস্ত হইতে পলাইয়া গিয়াছে—"

বাধা দিয়া কারোটি বলিল, "হাঁ, এই হস্লীডাউনে জনরবে আমরা শুনিয়াছি, সেই স্ত্রীলোকটা গবাক্ষ হইতে লাফাইয়া জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।"

মব্ বলিল,"জনরবটা সত্য, কিন্তু যে রাত্রে ঐ ঘটনা হয়, সেই রাত্রে পিটার গ্রম্লি অতি আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্দেহ করেন, আসামী পলায়নের জবাবদিহীর ভয়ে গ্রম্লি পলাইয়া গিয়াছে।"

কারোটিপোল বলিল,"সেই স্ত্রীলোক যে আত্মহত্যা করিবার মত্লবে গবাক্ষ হইতে জলে ঝাঁপ দিয়াছে,ম্যাজিষ্ট্রেট তবে সে কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না ?"

মব্ বলিল, "ঠিক অনুমান করিয়াছ। ম্যাজিষ্ট্রেটের ধারণা, আমি আর গ্রম্লি ঘুস খাইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছি। যদবধি সত্যঘটনা সন্তোষ-কররূপে সাব্যস্ত না হয়, তদবধি আমি কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত থাকিব, বেতন পাইব না।"

এক প্রকার অন্যমনস্ক হইয়া কারোটি জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রম্লির কার্য্যের জবাবদিহী করিতে কিরূপে তুমি আশা কর, মিষ্টার মব্! মনে করিয়া দেখ, আমার পিতাকে তোমরা ধর নাই, তজ্জন্য তোমার কাছে কিংবা গ্রম্লির কাছে কৃতজ্ঞ হইবার কোন্ কারণ আমি দেখিতেছি না।"

মব্ বলিল, "কার্য্যের গতিই এইরূপ। এখন আমি আপাততঃ সাস্পেণ্ড আছি, শীঘ্রই আমি আবার কর্ম্ম পাইব ; মেঘাচ্ছন্ন আছি, শীঘ্রই আবার মেঘ হইতে মুক্ত হইব।"

কারোটি বলিল, "তোমার সহিত আমি অসদ্ব্যবহার করিব না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে উপরওয়ালাগণকে কি বলিয়া তুমি প্রবোধ দিতে চাও ?"

খানিকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া মব্ উত্তর করিল, "কেন,—সত্যকথাই বলিব। যতবার আমি গ্রম্লির নিরুদ্দেশের কথাটা ভাবি, ততবারই মনে হয়, অন্য কোন গুপ্ত কারণে গ্রম্লি লুকাইয়া আছে।"

চতুরা কারোটিপোল কূটবুদ্ধিপ্রভাবে মবের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সহসা বলিল, "ওঃ! বুঝিয়াছি। কোন একটা ব্যাপারে যাহা লাভ হইয়াছিল,

তোমাকে তাহার বখ্‌রা দিবার ভয়েই গ্রম্‌লি এখন গা-ঢাকা।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া নয়নভঙ্গী করিয়া আবার বলিল, “কারোলাইন ওয়াণ্টারের আত্মহত্যার ব্যাপারেই হয় ত—”

হাস্য করিয়া মব্‌ বলিল, “ঠিক ঠিক! তোমার অনুমানটা কোন অংশে অ-যথার্থ নয়।”

গুন্‌গুন্‌ করিয়া কারোটি বলিল, “সত্যই তবে গ্রম্‌লি তোমার প্রাপ্য অংশ ঠকাইয়া লইয়াছে! সে যে এমন করিয়া ফাঁকি দিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না।”

মব্‌ বলিল, “গ্রম্‌লি আমাকে এ রকমে ফাঁকি দিবে, সেটা আমি ভাবি নাই। মানুষের স্বভাব কখন্‌ কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে? এ সংসারে কখন্‌ কি ঘটে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সংসারে কি না হয়, মানুষে কি না করিতে পারে? যাক্‌, ও সকল বাজে কথায় সময় নষ্ট করা বিফল; যে জন্য আজ রাত্রে আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলি, শোনো। গ্রম্‌লিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাতে তোমার সাহায্য চাই। আমার স্থিরবিশ্বাস, গ্রম্‌লি লণ্ডন ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই। তাহার হস্তে এখন অনেক টাকা, কেবল আমাকে ফাঁকি দিবার মত্‌লব, সেই মত্‌লবে সহরের ভিতর কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আছে; কারোলাইনের পলায়নের মামলাটা চুকিয়া গেলে বাহির হইবে; হয় ত হাকিমদের খোসামোদ করিয়া আবার পুলিসের কার্য্যে ভর্ত্তি হইবে; না হয় ত নিজেই চোরধরা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সরকার হইতে রাশি রাশি বক্‌শীস মারিবে; আমার সঙ্গে আর মিশিবে না। যাহা হউক, তাহাকে ধরা চাই। তুমি আমার সাহায্য করিলে তোমাকে আমি ৫০ গিনী পুরস্কার দিব, ইহার পর তোমার কোনরূপ আবশ্যক হইলে আমাকে জানাইও, আমি তোমার সহায়তা করিব, বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা হইতে উদ্ধার করিব। বুঝিয়াছ আমার কথা?”

কারোটি বলিল, “বোধ হয় আমরা পারিব। এই লণ্ডন সহরের মধ্যে যদি কেহ গ্রম্‌লির গুপ্ত-নিবাস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, সে লোক কেবল আমি। কেন না, যে সকল লোক এখানে গতিবিধি করে, আমার কথা পাইলে তাহাদের মধ্যে একজনও আমার কার্য্যে অবহেলা করিবে না।”

তুষ্ট হইয়া মব্‌ বলিল, “ঠিক, আমিও উহাই ভাবিয়াছিলাম। আর এক কথা,—এই আড্ডার সমস্ত লোক গ্রম্‌লির উপর চটা, তাহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইবে।”

কারোটি বলিল, “সে কথা সত্য; কিন্তু মনে কর, সে যদি আবার হাকিম-

দিগের অনুগ্রহে পুলিসের কার্য্যে ফিরিয়া আইসে, আমি যে তাহার মন্দ চেষ্টা পাইতেছি, তাহা কি তখন তাহার মনে থাকিবে না?”

মব্ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি যে তাহার মন্দ চেষ্টা করিয়াছ, তাহা সে কিরূপে জানিবে? কোন ভয় নাই; কিছুই জানিতে পারিবে না।”

চিন্তা করিয়া কারোটিপোল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “ইহার ভিতর তোমার যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই, তাহাই বা আমি কিরূপে বুঝিব?”

কদর্য্য আকৃতিটা যত দূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া নম্রস্বরে মব্ বলিল, “যে কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা সিদ্ধ করা ভিন্ন আমার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? একটা সত্যকথা তোমার কাছে প্রকাশ করি, তাহাতে আমি তোমার কায়দার ভিতর আসিব, ইহা জানিয়াও কথাটা তোমার কাছে গোপন রাখিব না। কারোলাইনের জলে ঝাঁপ দেওয়া গল্পটা সাজানো কথা,আমি আর গ্রম্‌লি সাজাইয়া বলিয়াছি,ক্যারোলাইন গবাক্ষ হইতে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। ৫০০ গিনী পুরস্কার লইয়া ছুঁড়ীটাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ওয়েষ্ট-এণ্ডের একজন নামজাদা পোষাকওয়ালী আমাদিগকে ঐরূপ মন্ত্রণা দিয়াছিল। এখন সেই পোষকওয়ালীর নাম করিব না। যে রাত্রে ছুঁড়ীটা পলায়, সেই রাত্রে আমি আর গ্রম্‌লি সেই পোষাকওয়ালীর সহিত দেখা করিতে যাই। পোষাকওয়ালী খুব সুন্দরী। গ্রম্‌লি তাহার প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছিল। দোকানের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সে আমাকে বিদায় করিয়া দিয়া একাকী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তদবধি আর তাহার দেখা নাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমি সেই পোষাকওয়ালীর বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রম্‌লির খবর জিজ্ঞাসা করি, পোষাকওয়ালী বলে, রাত্রে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ১০।১৫ মিনিট থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। সে আরো বলে, সে তাহাকে ৫০ গিনী দিয়াছে, আমাকেও ৫০ গিনী দিয়াছে, এই সমস্তই সত্যকথা, ইহার মধ্যে লুকা-চুরী নাই।”

কারোটি বলিল, “হাঁ, এখন তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে। প্রথমে তোমার উপর আমার যে একটু সন্দেহ হইতেছিল, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।”

মব্ বলিল, “না না, ক্ষমা চাহিতে হইবে না, তোমাতে আমাতে এখন বেশ বিশ্বস্তভাব জন্মিল।”

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় সেই ছোট ঘরের নিম্ন-দরজা হঠাৎ উন্মুক্ত হইল, ফাঁসীর ষাঁড়ী প্রবেশ করিল।

মবের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ত্বরিতস্বরে ফাঁসীর ষাঁড়ী বলিল,

"তোমরা যে সব কথা বলাবলি করিলে, আড়ালে থাকিয়া সব কথাই আমি শুনিয়াছি। আমি আরও কিছু বেশী জানি,গ্রম্‌লির সম্বন্ধে তুমি যতদূর জানিয়াছ, তদপেক্ষা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আমার জানা আছে।"

ফাঁসীর্‌াঁড়ীর দিকে চাহিয়া কারোটিপোল বলিল, "সত্য না কি? তাহা যদি হয়, তবে তুমি আমার পুরস্কার ৫০ গিনীর অংশলাভে অধিকারিণী হইবে।"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "আমার সঙ্গিনীগণের প্রতি সর্ব্বদাই আমি সরল ব্যবহার করি।"

ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া মব্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "মিসেস্‌ মার্ক! গ্রম্‌লির সম্বন্ধে তুমি কি জানো?"

টেবিলের সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "উপযুক্ত সময়ে সব কথাই আমি বলিব। যতক্ষণ তোমরা কথোপকথন করিয়াছ, দরজার অপর দিকে থাকিয়া সব কথাই আমি শুনিয়াছি। যে পোষাকওয়ালীর কথার উল্লেখ হইয়াছে, সে যে কে, তাহাও আমি বলি;—মেল-মেলের বিবি ব্রেস্‌।"

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া মব্‌ বলিল, "আঃ! সত্যই তুমি আড়ি পাড়িয়াছিলে! সব শুনিয়াছ! আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "যে রাত্রে গ্রম্‌লি মিসেস্‌ ব্রেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, আমিও সেই রাত্রে সেইখানে গিয়াছিলাম; উভয়কে একত্র বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

কারোটি জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য না কি? এ কথা তুমি আমাকে বল নাই কেন?"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "তাহার পর কেবল দুইবারমাত্র তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ;—গত বুধবার আর এই আজ রাত্রে। অন্য প্রসঙ্গে কথা কহিবার অবসর ঘটে নাই।"

মব্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রম্‌লি কি তোমাকে গ্রেপ্তার করে নাই?"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "নিশ্চয়,—গ্রম্‌লি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, কিন্তু মিসেস্‌ ব্রেস্‌ আমাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল। কি সর্ত্তে রফা, গ্রম্‌লি তাহা বলিয়াছিল, মিসেস্‌ ব্রেস্‌ তাহাতে সম্মত হইয়াছিল।"

মব্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "সর্ত্ত টা কিরূপ?"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "৫০টি গিনী আর রাত্রিকালে উভয়ে এক শয্যায় শয়ন।"

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মব্‌ বলিল, "ওঃ! ঠিক বটে! এখন আমার মনে

হইতেছে, পরদিন প্রাতঃকালে যখন আমি বিবি ব্রেসের সঙ্গে দেখা করি, তখন তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও হতবুদ্ধি দেখিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, মদ খাইতেছে।"

কতকটা লজ্জায়, কতকটা সংশয়ে কেমন এক প্রকার ভাব ধারণ করিয়া ফাঁসীর্‌ঁাড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার উত্তেজিতভাব দেখিয়া তুমি কি কিছু অবধারণ করিতে পারিয়াছিলে? কি ধরণের বৈলক্ষণ্য,তাহা কি কিছু বুঝিয়াছিলে? তুমি হইতেছ পুলিসের লোক, বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্যই তোমার উচিত।"

চিন্তাযুক্ত হইয়া মব্‌ বলিল, "তোমার কথায় আমার মনে একটা আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হইল। বিবি ব্রেসের মুখ দেখিলে অসাধারণ সংশয়ের উদয় হয়, সেইরূপ ভাবে যতবার আমি মনে মনে সেই ভাবের আন্দোলন করিয়াছি, ততবারই আরার মনে হইয়াছে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পতিহত্যাপরাধের সন্দেহে যখন আমি একজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিতে যাই, সেই সময় সেই স্ত্রীলোক যেরূপ ভঙ্গীতে আমার দিকে চাহিয়া যে ভাবে কথা কহিয়াছিল, বিবি ব্রেসের ভাবভঙ্গী যেন ঠিক সেই রকম।"

ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ফাঁসীর্‌ঁাড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ভঙ্গীতে ও বাক্যকৌশলে তবে কি মিসেস্ ব্রেস্‌কে খুনী আসামীর মত বোধ হইয়াছিল?"

চমকিত হইয়া মব্‌ বলিল,"মিসেস মার্ক! আমি যেন বুঝিতেছি, যে সব কথা তুমি বলিতেছ, তাহা অপেক্ষা তুমি আরো কিছু বেশী জানো। সত্যই কি তেমন ঘটনা কিছু হইয়াছে?"

ফাঁসীর্‌ঁাড়ী উত্তর করিল, "কেমন ঘটনা?"

মব্‌ উত্তর করিল, "গ্রম্‌লি কি খুন হইয়াছে? তোমার সঙ্কেতবাক্য শুনিয়া আমার অন্তরে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল।"

ফাঁসীর্‌ঁাড়ী বলিল,"যাহা আমি বলিব মনে করিয়াছিলাম, সেই সূত্রটা তুমি ঠিক ধরিয়া লইয়াছ। মনে কর, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ব্রেসের ঘরে গ্রম্‌লি ছিল, তাহার পর আর তাহাকে কেহ দেখে নাই; কোথায় গিয়াছে,তাহাও কেহ শোনে নাই; কেবল এইটুকুমাত্র আমরা জানিতে পারিতেছি। আমি যখন সেখানে উপস্থিত হই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই মিষ্টার গ্রম্‌লি বিবি ব্রেস্‌কে প্রেমের কথা বলিতেছিল;—সেই রাত্রে সে পলায়ন করিবে, কিছুতেই ইহা সম্ভব নহে। পলায়নের মত্‌লব থাকিলে সে কখনই আমাকে গ্রেপ্তার করিত না। আমাকে ছাড়িয়া দিবার প্রসঙ্গে যে সর্ত্তে রফা বন্দোবস্ত হয়, যে বন্দোবস্তের প্রসাদে আমি অবাধে মুক্ত হইয়া চলিয়া আসি, সে বন্দোবস্ত কিরূপ, তাহা তোমাকে

বলিয়াছি। সেই সময় আমি দেখিয়াছিলাম, গ্রম্‌লিকে প্রেমালিঙ্গন দিবার কথায় বিবি ব্রেসের মুখে আতঙ্ক ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আরো, সেই রাত্রে বিবি তাহাকে ৫৫০ গিনী দিয়াছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লও, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ানো সম্ভব।"

মব্‌ বলিল, "বুঝা যাইতেছে, গ্রম্‌লিকে পৃথিবী হইতে তফাৎ করা বিবি ব্রেসের মত্‌লব ছিল। কেবল টাকাগুলা কাড়িয়া লইবার জন্য নয়, তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে না হয়, সেই জন্য।"

জয়লাভের আনন্দে ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিল, "আমারও ঐরূপ ধারণা।"—এইটুকু বলিয়াই দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে অস্পষ্টবাক্যে আপনা আপনি বলিল, "এইবার! এইবার! বিবি ব্রেস্‌! একরাত্রে আমার উপর তুমি যে ঘৃণা-ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছিলে, এইবার আমি তাহার প্রতি-শোধ লইব!"

বেগারষ্টাফের ক্ষুদ্র বৈঠকখানামধ্যে মিষ্টার মব্‌ অনেকক্ষণ ধরিয়া ফাঁসী-রাঁড়ী ও কারোটিপোলের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

লর্ড মণ্টগোমারী এবং রাও

রাত্রি ঠিক ৯টার সময় লর্ড ফ্লোরিমেলের ছোকরা চাকর রাও আসিয়া মণ্টগোমারী-নিকেতনের বহির্দ্বারে ঘণ্টা বাজাইল। এক জন উর্দ্দীপরা আর্দ্দালী আসিয়া দরজা খুলিয়া সেই বালককে লর্ড মণ্টগোমারীর নিকটে লইয়া গেল।

একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লর্ড মণ্টগোমারী উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; মাঝে মাঝে চুমুকে চুমুকে ক্লারেট সুরা পান করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ বালক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পুস্তকখানি মুড়িয়া পার্শ্বে রাখিয়া, অগ্নিকুণ্ডের দিকে পা ছড়াইয়া আলস্যের ভঙ্গীতে বালককে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "কি হে বালক! আমাকে তুমি কি কথা বলিবে বলিয়াছিলে?"

মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া রাও উত্তর করিল, "আমার এখানে আসা যদি এমন তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হইয়া থাকে, তবে আমি চলিলাম, সেলাম মি লর্ড!"—এই বলিয়া বালক ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "দাঁড়াও, পালাও কেন? দেখিতেছি, তুচ্ছকথায় তোমার অভিমান!"

মুখ ফিরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বালক বলিল, "আমা দ্বারা যদি আপনার কছু উপকার হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "আশ্চর্য্য বালক! দেখিতেছি, কোন ইংরাজ বড়লোকের চাকর হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই, তেমন তরিবতও পাও নাই। তোমাকে যেমন দেখায়, তাহা অপেক্ষা তোমার প্রকৃতি উচ্চ। কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তুমি ঠিক ভদ্রসন্তানের মত।"

তীব্রস্বরে রাও বলিল, "খুব খোসনামী দিয়াছেন! মি লর্ড! যথেষ্ট হইয়াছে! বস্তুতঃ কে আমি, কি আমি, তাহা জানিবার কোন দরকার নাই; আমাকে দেখিলে যাহা মনে হয়, তাহা আমি নই, আপনার যদি এমন সন্দেহ হইয়া থাকে, সে সন্দেহ মনে মনেই রাখুন; এখন কথা এই যে, আমি যদি আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতে যদি আপনি বাধিত হন, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।"

লর্ড বাহাদুর বুঝিলেন, এ বালক যথার্থই উচ্চকুলের বংশধর। ইহার উর্দ্দী যদিও বহুমূল্য ও জমকালো, তথাপি এ অঙ্গে চাকরের উর্দ্দী মানায় নাই। ইহা বুঝিয়া মিষ্টবচনে তিনি বলিলেন, "বোসো রাও, বোসো; একটু মদ খাবে?"

বালক বলিল, "আপনাকে ধন্যবাদ, আমি মদ খাই না, বিশুদ্ধ জল পান করাই আমার অভ্যাস। এখন কাজের কথা আরম্ভ করুন; কি জন্য আমাকে আসিতে বলা হইয়াছিল, তাহাই আমি শুনিব। এখানে আমি অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিব না।"

লর্ড।—তুমি কি বলিতে চাও, বল।

রাও।—(লর্ডের বদনে কৃষ্ণনেত্র নিক্ষেপ করিয়া) আগামী কল্য রজনীতে কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারে যে তামাসা হইবে, তাহা দেখিতে যাওয়া আপনার ইচ্ছা?

লর্ড।—হাঁ, এইরূপ আমার ইচ্ছা।

রাও।—আমার প্রভু লর্ড ফ্লোরিমেলের বেশ ধারণ করা আপনার অভিপ্রায়?

লর্ড।—তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা আমি অস্বীকার করিব না।

রাও।—(তীব্রস্বরে) অনুমান?—বলেন কি?—আপনার মনের ভিতর যাহা উদয় হইয়াছিল, তাহা কি আমি পাঠ করিতে পারি নাই? মুদ্রিত পুস্তকের পত্র-পৃষ্ঠা যেমন স্পষ্ট স্পষ্ট পাঠ করা যায়, আপনার তখনকার মনোভাব আমি সেইরূপে পাঠ করিয়াছি। তাহা ছাড়া আমার প্রভু পূর্ব্বের যে অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি; সেই কাহিনী শুনিয়া আপনার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ সুখসম্ভোগে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

লর্ড।—তবে তুমি গুপ্ত শ্রোতার অভিনয় করিয়াছিলে?

রাও।—(কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) হাঁ মি লর্ড! আপনার মনোগত ভাব সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি, যাহা আপনার বাসনা, তাহাও বুঝিয়াছি।

এই সময় গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র ছোকরা চাকর চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন উর্দ্দীপরা চাকরের সহিত একত্র বসিয়া অত বড় লর্ড ঘনিষ্ঠভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ভৃত্য পাছে মনিবের উপর কোনরূপ সন্দেহ করে, চতুর বালক সেই জন্যই সাবধান। লর্ড বাহাদুরও সন্তুষ্ট-নয়নে বালকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তাহার বুদ্ধির প্রশংসা জানাইলেন।

যে ভৃত্য প্রবেশ করিল, সমম্ভ্রমে সে নিবেদন করিল, "মি লর্ড! মিষ্টার রিগ-

ভেন আসিয়াছেন, শীঘ্র একবার সাক্ষাৎ করিতে চান, তিনি বলিলেন, তাঁহার কেবল একটিমাত্র কথা বলিবার আছে, এক মিনিটের অধিক বিলম্ব হইবে না।"

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন."আচ্ছা,তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস।" রাও সেখানে আছে, সেটা তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; চাহিয়া দেখিয়া একটু সতর্ক হইলেন। বৈঠকখানার উভয় পার্শ্বে গুটিকতক ছোট ছোট কামরা, তন্মধ্যে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া রাওকে তিনি বলিলেন, "বালক! ক্ষণকাল তুমি ঐ ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমার উকীল আসিয়াছেন,তাঁহার সহিত ২।১টা কথা কহিয়া আবার তোমাকে আমি ডাকিব।"

বালককে সরাইয়া দিবার আর একটা কারণ। লর্ড বাহাদুর বুঝিয়াছিলেন, এ বালক প্রকৃত পক্ষে চাকরের মতন নয়, ইহার সাক্ষাতে বিষয়কর্ম্মের কথা বলা অপরামর্শ।

বালক মৃদুপদসঞ্চারে পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিল; তথা হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রফুল্ল-নয়নে একবার লর্ডের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মিষ্টার রিগভেন বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর। বদন পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কটা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, প্রকৃতি গম্ভীর, পরিধান কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ; দেখিতে মন্দ না; সর্ব্বদা বেশী কথা কহেন না, নূতন লোক দেখিলে সহসা তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়, শীঘ্র বিশ্বাস করিতে পারেন না; ভাল করিয়া আকৃতি-প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার অগ্রে তাদৃশ লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে সঙ্কুচিত হন। নস্য গ্রহণ করা তাঁহার অভ্যাস, কিন্তু দিব্য পরিষ্কার;—আসনে বসনে বিন্দুমাত্র ক্লেদের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

উকীলকে রাখিয়া চাকর চলিয়া গেল। লর্ড বাহাদুর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উকীলের হস্তমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ মিষ্টার রিগভেন? কিছু কি অপ্রিয়ঘটনা হইয়াছে?"

উকীল উত্তর করিলেন, "না মি লর্ড, কিছুই অপ্রিয়ঘটনা নয়। আজ সন্ধ্যাকালে যখন আমি আফিস হইতে বাহির হইয়া আসি, সেই সময় আদালতের একখানা নোটিশ পাই, তদুপলক্ষে এই পাড়ায় আসা আমার প্রয়োজন হয়, ৯টা বাজিবার এক কোয়ার্টার থাকিতে আসিয়াছি, আপনাকে সেই সমাচারটা দেওয়া আবশ্যক বুঝিলাম।"

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া কম্পিত-কণ্ঠে লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের নোটিশ?"

পকেট হইতে স্বর্ণ-কৌটা বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া মিষ্টার রিগভেন

উত্তর করিলেন, চ্যান্সারী আদালতের নোটিশ। মণ্টগোমারী বাদী ও বেলেগুন প্রতিবাদী, রেমণ্ড মণ্টগোমারী বাদী ও বেলেগুন প্রতিবাদী এবং এলমার বাদিনী ও বেলেগুন প্রতিবাদী, এই তিন মোকদ্দমার বিশেষ বিশেষ তর্ক সম্বন্ধে কোর্টের মাষ্টার সাহেব আগামী শনিবার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিবেন।"

মহা উদ্বিগ্ন হইয়া লর্ড বাহাদুর পুনরুক্তি করিলেন, "আগামী শনিবার?"

রিগ্‌ভেন উত্তর করিলেন, "হাঁ, আগামী শনিবার।"

আরো উদ্‌বিগ্ন হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি সমস্ত নূতন প্রমাণ দাখিল করা হইয়াছে? গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রদেশ হইতে যে সকল বিশেষ বিশেষ অকাট্য প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি, সে সমস্ত কি পেশ হইয়াছিল?"

রিগ্‌ভেন উত্তর করিলেন, "সমস্ত দলীলপত্র কোর্টের মাষ্টারের নিকট আছে।"

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "ও সকল পেশাদারী কথা রাখিয়া দাও, মিত্রভাবে উত্তর কর, আমাদের অনুকূলে ডিক্রী হইবার আশা আছে কি না?"

পুনর্ব্বার আর এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া উকীল সাহেব এরূপভাবে সম্মুখদিকে ঝুঁকিলেন যে, এক বিন্দু নস্যও তাঁহার ধোপদস্ত কামিজের উপর পড়িতে পাইল না। তিনি বলিলেন, "এ জগতে নিশ্চয় করিয়া বলিবার কিছুই নাই; চ্যান্সারী কোর্টের নিশ্চিত অনিশ্চিত মীমাংসার কথা ঠিক করিয়া বলা যায় না।"

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "সে দিন আমি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে অবশ্যই আমাদের স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে।"

উকীল বলিলেন, "তাহা হইতে পারিবে। হাঁ,— ভাল কথা;—এই সপ্তাহের মধ্যে আপনার ভ্রাতা রেমণ্ডের লণ্ডনে উপস্থিত হওয়া চাই-ই চাই। কেন না, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের উইলের যে প্রকরণে ওয়ার-উইকসার জমীদারীতে রেমণ্ডের স্বত্ব বর্ত্তিবার কথা লেখা আছে, সে প্রকরণ অবশ্যই আপনি মনে করিয়া রাখিয়াছেন; উইল তজদিকের সময় রেমণ্ডের আদালতে হাজির হওয়া একান্ত আবশ্যক হইবে।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "উইলের সে অংশটা আমার বেশ মনে আছে, কথাগুলি আমাদের পরিবারের পক্ষে নিতান্ত শুভসূচক। কল্যই আমি রেমণ্ডকে পত্র লিখিব, অনেক দিন তাঁহার পত্রাদি পাই নাই। এই পত্রে আমি লিখিয়া দিব, অবিলম্বে তিনি যেন রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন।"

উকীল বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারি, মনোমালিন্য হেতু আপনার ভ্রাতা গ্রাম্য নিকেতনে নির্জ্জনে বাস করিতে ভালবাসেন। বিশেষতঃ কুমারী এল্-মারের উপরে তিনি যে প্রেমের আশা পোষণ করিতেছিলেন, কুমারী এক্ষণে মিষ্টার ক্লারেণ্ডনকে (বর্ত্তমান লর্ড হোল্ডারনেস্কে) বিবাহ করাতে তাঁহার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার পূর্ব্ব-আশা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

ও কথাটা তুলিতে লর্ড মণ্টগোমারীর ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তিনি চঞ্চল-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, কুমারী এলমারকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, তাহা আমি জানি। যাহা হউক, কোর্টের মাষ্টার সাহেব বড় শীঘ্র শীঘ্র আমাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে রায় দিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

উকীল বলিলেন, "হাঁ, শীঘ্রই তিনি রায় দিবেন, আমাদেরও এইরূপ আশা। আপনি কিন্তু কল্যই লর্ড রেমণ্ডকে পত্র লিখিবেন, ভুলিবেন না, আমিও লিখিব। মালডেন কাছারীর ঠিকানায় লিখিলেই তিনি প্রাপ্ত হইবেন বোধ হয় ?"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে আমি যে তাঁহার পত্র পাইয়াছি, তাহাতে ঐ ঠিকানাই লেখা ছিল, আপনি ঐ ঠিকানাতেই লিখিবেন।"

উকীল বলিলেন, "সেই ঠিকানাতেই আমি লিখিব। হাঁ, আপনার একজন মাননীয় বন্ধুর সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "যাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, স্বচ্ছন্দে বলুন, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক উত্তর দিব।"

উকীল বলিলেন, "যাঁহার কথা আমি বলিতেছি, তিনি লর্ড ফ্লোরিমেল। আজ প্রাতঃকালে একজন সম্ভ্রান্ত মক্কেল একটি যুবাপুরুষকে আমার নিকটে লইয়া যান, সেই যুবাপুরুষ অকস্মাৎ আশ্চর্য্য ঘটনায় একটা বিশেষ গুহ্য সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিলে লর্ড ফ্লোরিমেলের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে। চ্যান্সারী কোর্টে মোকদ্দমা উঠিবার সম্ভাবনা, আমি সেই যুবাপুরুষকে আপোসে রফা করিবার পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, লর্ড ফ্লোরিমেলের প্রকৃতি কিরূপ ? তিনি কি রফা করিতে রাজী হইবেন কিংবা জেদ করিয়া আদালতে যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন ?"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া বলিলে লর্ড ফ্লোরিমেল নিশ্চয়ই তাহা শুনিবেন; কিন্তু তাঁহাকে মোকদ্দমার ভয় দেখানো হইয়াছে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। আজ বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম, তিনি আমার পরম বন্ধু, দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত আমার

অনেক কথা হইয়াছে; অধিকাংশই গোপনীয় কথা; বিষয়-কর্ম্মের কোন বিশেষ কথা হয় নাই। যাহা আপনি বলিতেছেন, তাহাও শুনি নাই।”

রিগভেন বলিলেন, “ভিতরে ভিতরে যাহা হইতেছে, লর্ড ফ্লোরিমেল তাহার কিছুই অবগত নহেন। আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি, তিনি নিজ মুখে আপনার কাছে কোন কথা না ভাঙ্গিলে আপনি এ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাকে বলিবেন না। বস্তুতঃ মোকদ্দমা না হইয়া যাহাতে পরস্পর সদ্ভাবে রফা হইয়া যায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।”

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “কোন্ ব্যক্তি দাবীদার, কি তাহার দাবী, আমি তাহা জানিতে পারিলেও লর্ড ফ্লোরিমেল আমার মুখে সে বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও শুনিতে পাইবেন না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

উকীল সাহেব বলিলেন, “দাবীদারের নাম আমি এখন প্রকাশ করিতে পারিব না। কারণ, বিষয়টা এখন কেবল সূত্রপাত মাত্র; কিন্তু বিষয়টা যে নিতান্ত জটিল ও নিতান্ত অদ্ভুত, এ কথা বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই। সেটা ব্যক্ত হইলে লর্ড ফ্লোরিমেলের সম্পদ্ নষ্ট হইবে, কেবল তাহাই নহে, তাঁহার লর্ড উপাধি পর্য্যন্ত রক্ষা হওয়া ভার হইবে।”

মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “ও পরমেশ্বর! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনি আমাকে চমৎকৃত করিলেন! কিন্তু লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে আজ আমি জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার ষ্টেটের পাকা পাকা দলীল-দস্তাবেজ তাঁহার অধিকারে আছে।”

রিগভেন বলিলেন, “ও! তবে তিনি আপনাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন? যিনি এখন দাবীদার হইতে চাহিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, লর্ড ফ্লোরিমেলের ষ্টেট যে সকল দলীলের উপর নির্ভর করিতেছে, স্বত্ব নিরাপদ, এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তদ্দারা অটল স্বত্ব দাঁড়াইতে পারে, এমন কোন দলীলের অস্তিত্বই নাই।”

লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “আপনি যে আমাকে এই সব কথা বলিলেন, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। বিষয়ের দলীল-দস্তাবেজ আছে, লর্ড ফ্লোরিমেল আমাকে কেবল তাহাই বলিয়া নিরস্ত হন নাই, সেই সকল দলীল-দস্তাবেজ তিনি কোথায় রাখিয়াছেন, তাহাও আমাকে বলিয়াছেন।”

উকীল বলিলেন, “তাহা যদি হয়, তবে বিষয়টা নিরাপদ্ হইতে পারে; কিন্তু লর্ডের উপাধিধারণটা বড় গোলের কথা। সম্বলশূন্য লোকের ফাঁকা উপাধি যেরূপ, উহাও সেইরূপ। যাহা হউক, যে সকল বিষয় আপনি আমাকে জানাইয়া দিলেন, তজ্জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ। এখন আমি বিদায় হই মিষ্টার লর্ড!”

লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চ্যান্সারী কোর্টের নোটিস পাইয়াছেন, উপরের ঘরে গিয়া আমার জননীকে এ সংবাদটা কি আপনি জানাইবেন না? তিনি সেখানে একাকিনী আছেন।"

"অবশ্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া, সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া মিষ্টার রিগভেন সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"

গৃহের দরজা বন্ধ হইবামাত্র লর্ড বাহাদুরের স্মরণ হইল, লর্ড ফ্লোরিমেলের ছোকরা চাকর পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছে। স্মরণ হওয়াতেই তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "কি আপদ্! লুকাইয়া পরের কথা শোনা ঐ ছোকরার বড়ই অভ্যাস।" আবার একটু চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, আমাদের পারিবারিক মোকদ্দমার কথা শুনিয়া ধূর্ত্ত বালক কি বুঝিবে? লর্ড ফ্লোরিমেলের সম্বন্ধে যাহা কিছু কথা হইল, তাহাও ততটা প্রকাশ্য নয়, তুচ্ছ কথা, তাহা শুনিয়াই বা কি বুঝিবে?

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া, রাওর নাম ধরিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, রাও একখানা বড় চেয়ারের উপর ঠেস দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। ঘরে একটা বাতী জ্বলিতেছিল, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লর্ড বাহাদুর সেই বালকের হাত ধরিয়া জোরে জোরে নাড়া দিলেন। বালক চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, নয়ন মার্জ্জন করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

ক্ষমা চাহিয়া, একটু থতমত খাইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রি কি অধিক হইয়াছে? হঠাৎ আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, সময়টা বুঝিতে পারি নাই। রাত্রি কত মিষ্টার লর্ড?"

ঘড়ী দেখিয়া লর্ড উত্তর করিলেন, "সওয়া দশটা। আমার উকীল এক মিনিটে কথা সারিবেন বলিয়াছিলেন, আধ ঘণ্টা লাগিয়াছে।"

বালক বলিল, "আমার বেশী কথা বলিবার নাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিব। আপনার মনের বাসনা আমি বুঝিয়াছি। কল্য রজনীতে আপনি থিয়েটারে তামাসা দেখিতে যাইবেন, ঐ রাত্রের জন্য সেই নীল পোষাকটা আমি আপনাকে দিব, আগামী কল্য আপনার সর্দ্দার খানসামার কাছে রাখিয়া যাইব।"

লর্ড বলিলেন, "পোষাকটা তবে তুমি জ্বালাইয়া দেও নাই? মনিবের হুকুম অমান্য করিয়াছ?"

বালক মৃদু হাস্য করিল, কোন উত্তর করিল না। লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাসনা বুঝিয়া আমাকে থিয়েটারে পাঠাইবার তোমার এত আগ্রহ কেন?"

বালক উত্তর করিল, "এক একটা আমোদ আমি ভালবাসি, আমোদের নামে আমার বড় কৌতুক জন্মে। আমরা যাহাকে আমোদ বলি, আপনাদের দেশে ইংরাজেরা তাহাকে অপকার বলেন।"

হাস্য করিয়া লর্ড বলিলেন, "তোমাদের ভারতবাসীরা বানরের ন্যায় অপকারী, ইহা আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, নীল পোষাক পরিয়া কল্য আমি থিয়েটারে যাইব। সাবধান, তুমি আমি ভিন্ন আর কেহ যেন এই গুপ্তকথা জানিতে না পারে।"

বালক বলিল, "না মিষ্টার লর্ড! আমি ইহা প্রকাশ করিব না।"

লর্ড বলিলেন, "আমিও বাক্যবদ্ধ হইতেছি, তুমি এই কার্য্য করিয়াছ, আমিও ইহা প্রকাশ করিব না।"—অতঃপর কি একটু চিন্তা করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "দয়া করিয়া তুমি আমার যে উপকার করিলে, ইহার জন্য কি পুরস্কার তুমি চাও?"

বালক উত্তর করিল, "এখন আমি কিছুই চাহি না, ভবিষ্যতে যদি কখনও কিছু আবশ্যক হয়, আপনার কাছে আসিয়া প্রার্থনা জানাইব।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "আমার সাধ্যাতীত না হইলে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন জানাইয়া ঈষৎ নতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক ছোকরা চাকর বিদায় গ্রহণ করিল, যেন ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সম্মুখস্থ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী আপন মনে তর্ক করিলেন; এই বালকের সমস্ত কার্য্যই রহস্যপূর্ণ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:*:০:—

নাট্য-রঙ্গ—প্রথম দৃশ্য

গত রাত্রের অঙ্গীকার অনুসারে লর্ড ফ্লোরিমেলের ছোকরা চাকর ঠিক প্রাতঃ-কালেই লর্ড মণ্টগোমারীর বাড়ীতে সেই নীল পোষাকটা দিয়া গেল। রাত্রি ১০টার সময় লর্ড মণ্টগোমারী কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারের প্রবেশদ্বারে এক-খানা গাড়ী হইতে নামিলেন।

লর্ড বাহাদুরের আপাদমস্তক সেই পোষাকে ঢাকা, তাহার উপর মুখে একটা মুখোস পরা; সেই আবরণে তাঁহার বদনমণ্ডলের সর্ব্বাংশ সমাচ্ছাদিত; মুখ দেখিবার কোন উপায় নাই; মুখোসের দুটি চক্ষে দুটি ছিদ্র; যেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন, ঐ দুই ছিদ্রপথ দিয়া সেখানকার জমকালো দৃশ্য অতি পরিস্ফুটরূপে দেখিতে লাগিলেন।

দিব্য ছদ্মবেশ; তথাপি একটু সন্দেহ। বেশধারী ভাবিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া বুঝা যাইবে কি না? স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাতুরী ধরা পড়িবে কি না? যদিও তাঁহার শরীরের উচ্চতা মধ্যবিধ, লর্ড ফ্লোরিমেল কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও খর্ব্বাকার, এই একটু তফাৎ রহিয়াছে, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া ছদ্মবেশী লর্ড শেষকালে স্থির করিলেন, খুব সাবধান হইয়া অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিতে হইবে; সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মনে হইল, একটি ছদ্মবেশধারিণী সুন্দরী রমণী নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

থিয়েটারের একধারে সুপ্রশস্ত রঙ্গভূমি। তাহার একধারে সুনিপুণ শিক্ষকের অধীনে বাদ্যকরদলের বসিবার স্থান; পার্শ্বে ও সম্মুখে দর্শকদলের আসন। সর্ব্বোচ্চ আসনে (বক্সে) মানী লোকদিগের সুন্দর আসন। যে সকল নরনারী সেই স্থানে সমবেত, তাঁহাদের সকলেরই নানা প্রকার বিচিত্র বিচিত্র ছদ্মবেশ; রঙ্গ-ভূমির ছাদের শিকে শিকে স্ফটিকের ঝাড়, ঝাড়ে ঝাড়ে প্রজ্বলিত বাতী, সমস্ত নাট্যশালা সমুজ্জ্বল আলোকমালায় সুশোভিত; সে আলোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থও পরিষ্কার দৃষ্ট হইতেছে; ছদ্মবেশ অতি চমৎকার; বসন-ভূষণের বিচিত্র বর্ণ—বিচিত্র চাকচিক্য। কাহারো কাহারো যোদ্ধাবেশ, কাহারো কাহারো চিকণ বেশ, কাহারো কাহারো শীকারীবেশ, কাহারো কাহারো নাচের মজ্‌লীসের বেশ;

কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বেশ, তাহার পরিচয় দেওয়া কঠিন। আমোদে মত্ত হইয়া যাহারা সেইখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে তাহা-দিগকে যেন প্রজাপতি বলিয়া মনে হইতেছে; দিবা দ্বিপ্রহরে যে সকল ক্ষুদ্র পতঙ্গ উড়িয়া উড়িয়া সূর্য্যকিরণে চক্‌মক্‌ করে, ছদ্মবেশধারী তাদৃশ নর-পতঙ্গও এখানে কম নয়।

বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। মনোহর সুস্বর মধুর সঙ্গীত একত্র মিশ্রিত হইয়া নাট্যশালামধ্যে যেন মধু বৃষ্টি করিতে লাগিল; স্বরলহরী শূন্যপথে উত্থিত হইয়া বাতাসে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল; বাতাস উত্তপ্ত—সুবাসিত; তাহার সহিত মধুর গুঞ্জন; অতি চকৎকার আনন্দ,—সকলেই আমোদিত।

লর্ড মণ্টগোমারী মন্থরগমনে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতেছেন, চারিদিকে চাহিতেছেন। দলে দলে নর-নারী বেড়াইতেছে; কেহ কেহ চুপি চুপি কথা কহিতেছে, কেহ কেহ রসিকতা ছড়াইতেছে, কেহ কেহ নীরবে পরিভ্রমণ করি-তেছে; সেই সকল দলের মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। অবশেষে ভিড়ের ভিতর হইতে সরিয়া আসিয়া বাদ্যকরদলের নিকটে দাঁড়াইয়া লর্ড মণ্টগোমারী সমস্ত ছদ্মবেশধারিণী রমণীর দিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে যে রমণী অধিক কৌতুকদায়িনী, তাহাদের দিকেই ঘন ঘন দৃষ্টি।

সেইখানেই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি সুসজ্জিতা কামিনী তাঁহার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল;—দূরে গেল না, নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল; সেই কামিনীর মুখে কৃষ্ণবর্ণ সাটিনের মুখোস, সেই মুখোসের অক্ষিচ্ছিদ্র দিয়া রমণী মণ্টগোমারীর মুখপানে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল; মুখ যদিও দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, তথাপি বোধ হইল যেন, কামিনীকটাক্ষ সেই আবরণ ভেদ করিয়া ফেলিতেছে।

রমণী দীর্ঘাকার, গঠন অতি সুন্দর। যদিও ছদ্ম আবরণে ঢাকা, সূক্ষ্ম বসনে পেটিকোট আচ্ছাদিত, তথাপি মণ্টগোমারী বুঝিলেন, কামিনীর চরণ, বাহু, বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম, মস্তকের কেশ দীর্ঘ দীর্ঘ, ঘোর পিঙ্গল-বর্ণ, গ্রীবা সুঠাম; সর্ব্ব-অবয়বের সুগঠনে বেশ বুঝা যায়, এ কামিনী পূর্ণ-যুবতী। তাহার হস্তে কৃত্রিম কুসুমের একটি সাজি, সাজিয়াছে যেন মালিনী কন্যা। দেখিতে দেখিতে সেই কামিনী নিকটস্থ ভিড়ের ভিতর মিশিয়া গেল। লর্ড মণ্টগোমারী একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বসনাবৃত সুঠাম গঠন-দর্শনে মণ্টগোমারী চমৎকৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, অপরাপর অঙ্গ যখন এমন সুন্দর, তখন উত্তমাঙ্গ মুখখানি অবশ্য পরম সুন্দর

হইবেই হইবে; সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু দেরী হইয়া গেল, কামিনী অপরাপর লোকের ভিতর মিশিইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, সঙ্গে যাওয়া হইল না। তিনি ভাবিলেন, যে কামিনী গত কল্য লর্ড ফ্লোরিমেলকে নিমন্ত্রণ করিয়া পোষাক পাঠাইয়াছিল, এই কামিনীই সেই কামিনী। দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, আমার অবয়ব দেখিয়া সন্দেহ করিতেছে, ফ্লোরিমেল অপেক্ষা আমি মাথায় উঁচু, ইহা দেখিয়াই ফ্লোরিমেল নয় ভাবিয়া প্রস্থান করিয়াছে। হায় হায়! আমার আশা বিফল হইয়া গেল!

মণ্টগোমারী যখন এই সকল চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা তাঁহার রসনা হইতে আনন্দ-ধ্বনি নির্গত হইল। হঠাৎ এই আনন্দের কারণ কি? দলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সেই মালিনী কন্যা আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিতেছে। এবার কামিনীর গতি মৃদু; কিন্তু মুখোসের ভিতর হইতে কটাক্ষবাণ পূর্ব্বরূপ সুতীক্ষ্ণ। ছদ্মবেশী লর্ড মনে মনে স্থির করিলেন, সেই ঘোর রহস্য যামিনীতে লর্ড ফ্লোরিমেল যে অজ্ঞাত-সুন্দরীর চুম্বন-আলিঙ্গনে স্বর্গসুখভোগ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় এই কামিনী যদি সেই কামিনী হয়, তাহা হইলে ইহাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। অন্ততঃ একটিবার আলিঙ্গন, একবার-মাত্র চুম্বন।

লর্ড মণ্টগোমারী চিন্তা করিতেছেন, পুষ্প-কুমারী তাঁহার দিকে আসিতেছে, মুখোসের ভিতর দিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, লর্ড বাহাদুর যেন পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল। সুন্দরী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাছে আসিতেছে কি না, প্রকৃত পক্ষে কি তাহার লক্ষ্য, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না।

যেখানে লর্ড, তাহার ছয় হাত তফাতে পুষ্পকুমারী। ক্রমে ক্রমে অতি ধীরপদে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কুমারী একটু পাশ কাটাইয়া চলিল; মতলবটা এই যে, ভাল করিয়া ঐ মূর্ত্তিকে পরীক্ষা করা। মুখোসের ভিতর সুন্দরীর দুটি চক্ষু যেন দুই খণ্ড হীরকের ন্যায় ঝকিতে লাগিল।

মণ্টগোমারী স্থির করিলেন, এই বটে সেই সুন্দরী! নীল-পোষাকটা চিনিতে পারিয়াছে; কিন্তু আমি ফ্লোরিমেল কি না, সেই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছে। আমার আকৃতি কিছু দীর্ঘ, ফ্লোরিমেলের মত একটু খর্ব্ব হইলেই ভাল হইত।

পুষ্প-কুমারী পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল; রঙ্গভূমির অপর প্রান্তে যেখানে বাদ্যযন্ত্রাদি ছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল; তথা হইতে মুখ ফিরাইয়া মণ্টগোমারীর দিকে একবার চাহিল।

মণ্টগোমারী ভাবিলেন, এ সুন্দরী নিশ্চয়ই অবসর ও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। সুন্দরী আবার ফিরিল, হেলিতে দুলিতে মন্থরগতিতে মণ্ট-গোমারীর নিকটে আসিল। মণ্টগোমারী মনে করিলেন, এইবার ইহার সহিত কথা কহিব, কিন্তু কথা কহিতে সাহস হইল না; ভাবিলেন, লর্ড ফ্লোরিমেলের কণ্ঠস্বর ঠিক যদি অনুকরণ করিতে না পারি,তবেই ত ধরা পড়িব, ত তবেই বিভ্রাট ঘটিবে। লর্ডের মনে এই ভয়!

কুমারী আবার লর্ড বাহাদুরের খুব গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। লর্ড এই-বার একটা চাপা চাপা দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। কুমারীর মর্ম্মে যেন কতই যাতনা হইতেছে, যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, এইরূপ দীর্ঘশ্বাস।

মণ্টগোমারীর মনে নূতন ভাবের উদয়। অঙ্গ নিশ্চল ছিল, সচল হইল; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুষ্প-কুমারীর নিকটে গেলেন, তাঁহার হস্তধারণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! কেন তুমি এমন অসুখী?"

লর্ড মণ্টগোমারী সেই কামিনীর হস্ত ধারণ করিবামাত্র হাতখানি একটু কাঁপিল যদিও শ্বেতবর্ণ ছাগচর্ম্মের দস্তানায় হাতখানা ঢাকা ছিল, তথাপি লর্ড বাহাদুর; সে কম্প অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই কামিনী ব্যস্তসমস্ত হইয়া হাতখানি ছাড়াইয়া লইল,—মৃদু-মধুর অথচ কৃত্রিমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

মৃদু-কোমল-কণ্ঠে মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "মধুময়ি! জগতের কাছে আমি লর্ড ফ্লোরিমেল, তোমার কাছে আমি গেব্রিল।"—এমনি ভাবে কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, তাহাতে কামিনীর সংশয় দৃঢ়ীভূত কিংবা দূরীভূত হইবে, তাহা স্থির হইল না।

পুষ্পকুমারী চঞ্চল-স্বরে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "লর্ড ফ্লোরিমেল তুমি?—" এই প্রশ্ন করিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর এত কাঁপিল যে, কথাগুলি বুঝিতেই পারা গেল না।

মণ্টগোমারী অনুভব করিলেন, কেবল কণ্ঠস্বর নহে, অকস্মাৎ কম্পনে সুন্দরীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আনন্দে কি মানসিক যন্ত্রণায় ঐরূপ কম্প, অত্যানন্দমোহে লর্ড মণ্টগোমারী তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

পূর্ব্ববৎ কৃত্রিম-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "হাঁ, "আমি লর্ড ফ্লোরিমেল। আর তুমি?—মনোমোহিনী সুন্দরি! তুমি?"

অবরুদ্ধস্বরে অজ্ঞাত-সুন্দরী বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী!—" এই সময় সেই সুন্দরী এত কাঁপিয়া উঠিল যে, পড়িয়া যায় যায়, এইরূপ লক্ষণ।

কথা শুনিয়া যদিও মণ্টগোমারীর মুণ্ড ঘুরিয়াছিল, তথাপি কামিনীর পতন-নিবারণের অভিপ্রায়ে তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি হস্ত বিস্তার করিলেন; কামিনীও ক্ষণেক যেন জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল, এই সময় চৈতন্য পাইয়া ঘৃণা পূর্ব্বক সেই হাতখানা ঠেলিয়া দ্রুতবেগে নিকটস্থ হলের ভিতর প্রবেশ করিল, ঠিক যেন পাখী উড়িয়া গেল, মণ্টগোমারী আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

বড় আশায় হতাশ হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী নিশ্বাস ফেলিয়া আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন, "কি দুর্দ্দৈব! ফিকির ভাসিয়া গেল! আশালতা শুকাইল! খেলাটা নষ্ট হইল! চতুরা কামিনী বুঝিতে পারিয়াছে, আমি লর্ড ফ্লোরিমেল নই। লর্ড ফ্লোরিমেল—লর্ড ফ্লোরিমেল—কেবল লর্ড ফ্লোরিমেলকেই সে চায়, লর্ড ফ্লোরিমেলের বদলে আর একজনকে চায় না। কথা যথার্থ; কিন্তু ঐ সুন্দরীকে পাইতেই হইবে, আশা আমি ছাড়িব না, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব, আমার আশা-তরুতে কি ফল ফলে। আহা! কি সুন্দর রূপ! যদিও সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, যদিও মুখে মুখোস পরা, তথাপি মোহিনী প্রতিমা! আহা! কি সুন্দর সুগোল বাহু! কি সুন্দর কেশকলাপ! ওঃ! লর্ড ফ্লোরিমেলের মুখে যে গল্প শুনিয়াছি, তাহাতে আমার প্রেমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঐ সুন্দরীর সঙ্গলাভে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এখনও সময় আছে, আবার আমি দেখা করিব, রিপুর তাড়না সহ্য করিব না। ওঃ! কামিনী আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গেল। হইতে পারে, আমি প্রতারক, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কিসে? তবে বোধ হয়, ফ্লোরিমেলকেই বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়া থাকিবে। তাহাই বা কি জন্য? ফ্লোরিমেলের সঙ্গে উহার কোনরূপ ধর্ম্ম-শপথে বাঁধাবাঁধি হয় নাই, তবে কিসে বিশ্বাসঘাতক? কামিনী আমাকে মিথ্যাবাদী বলিল।—মিথ্যাবাদী আমি কিসে?—ফ্লোরিমেলের বেশ ধরিয়া আমি আসিয়াছি, ফ্লোরিমেল বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, ইহাতেই কি আমি মিথ্যাবাদী?-না, কখনই নয়। আবার দেখা করিব, সমস্ত সত্যকথা বলিব, প্রেমের প্রসঙ্গে একজনের হইয়া অপর লোকে একটি প্রেমিকার সঙ্গে কৌতুক আলাপ করে, এটা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু ছদ্মবেশে রহস্যমঞ্চে অন্যায় হয় না। কামিনীর সঙ্গে এইবার সাক্ষাৎ হইলে কোন কথাই আমি গোপন রাখিব না। ফ্লোরিমেলের নিমন্ত্রণপত্র গিয়াছিল, পোষাক গিয়াছিল, আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলাম, ফ্লোরিমেল আসিবেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; ফ্লোরিমেল তাঁহার পলিনের প্রেমে পাগল, তিনি অন্য কামিনীর প্রেমের আশা রাখেন না, স্পষ্ট করিয়া আমি এ কথাও বলিব; ফ্লোরিমেলের একরাত্রি সুখভোগের কাহিনী শুনিয়া আমি প্রেমের পাগল হইয়াছি, ফ্লোরিমেলের অজ্ঞাতে ফ্লোরি-

মেগ সাজিয়া তোমার আশায় থিয়েটারে আসিয়াছি, হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া এই কথা বলিব, তোমাকে না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইব, প্রাণ খুলিয়া এ কথাও বলিব; দেখি দেখি, আমার ভাগ্যে কি ফললাভ হয়, বস্তুতঃ ঐ কামিনীকে আলিঙ্গন করা আমার দৃঢ়সঙ্কল্প।”

মনে মনে এই সকল আলোচনা করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী দ্রুতপদে তাঁহার মনোহারিণীর অন্বেষণে চলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্য-রঙ্গ—দ্বিতীয় দৃশ্য

এইখানে আমরা একটি আনুসঙ্গিক বিবরণ প্রকাশ করিব। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে প্রকাশ করা উচিত ছিল, রসভঙ্গ হইবে বলিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছে। লর্ড মণ্টগোমারী যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুষ্পকুমারী বার বার যখন সেইস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছদ্মবেশধারী আর দুটি লোক সেই সময় তাহার চাল-চলনের প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়াছিল। সেই দুই জনের মধ্যে একজন স্থূলাঙ্গ দীর্ঘাকার পুরুষ; তাহার পরিধান তুর্কদেশীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ, সেই পরিচ্ছদে কারচুবী কাজ করা মণিরত্নখচিত, মুখে কৃষ্ণবর্ণ সাটিনের মুখোস। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছু খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরা, মুখে মুখোস।

যে সময়ে পুষ্পকুমারী থিয়েটারে প্রবেশ করে, ঐ দুটি লোকও ঠিক সেই সময়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পুষ্পকুমারীর গঠনের মোলায়েম ভঙ্গী দর্শনে বিমোহিত হইয়া ঐ তুর্ক-পুরুষ তাহার সঙ্গ লয়; পুষ্পকুমারী জনতামধ্যে প্রবেশ করিলে সে ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে চলে;—খুব নিকটে নিকটে যায় না, একটু তফাতে তফাতে থাকে। কৃষ্ণ-পোষাক-পরা তাহার সঙ্গী লোকটি কয়েক পদ পশ্চাতে অনুগমন করে। তুর্ক-পুরুষ এক একবার সেই সঙ্গীর সহিত যে ভাবে কথা কয়, তাহাতে বুঝা যায়, পশ্চাতের লোকটি তাহার অনুচর—চাকর।

বলা হইয়াছে, ঐ দুইটি লোক প্রথমাবধি পুষ্পকুমারীর চাল-চলনের উপর নজর রাখিয়াছিল। কুমারী একাকিনী কি না, আর কেহ আসিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে কি না, প্রথমে তাহারা সেটা বুঝিতে পারে নাই, শেষে বুঝিয়াছিল, কুমারী যেন কোন ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছে। কুমারী প্রথমে যখন লর্ড মণ্টগোমারীর নিকটবর্ত্তিনী হয়, মুখোসের ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে, পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে ভিড়ের ভিতর মিশাইয়া যায়, তাহা তাহারা দেখিয়াছিল। কুমারী যখন ভিড়ের ভিতর দিয়া ছুটিয়া যায়, হয় ত থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া সানুচর তুর্কপুরুষ একটু দূরে দূরে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। তাহার মতলব এই যে, নিকটে গিয়া কুমারীর নজরে পড়ে। কুমারী হঠাৎ এক জায়গায় থামিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া মণ্টগোমারীর

দিকে আসিতে লাগিল। তুর্ক-পুরুষও অনুচরের সঙ্গে সেই দিকে ফিরিল; স্থির করিল, অবশ্যই এ সুন্দরীর মুখখানি দেহানুরূপ পরম সুন্দর।

দ্বিতীয়বার পুষ্পকুমারী মণ্টগোমারীর নিকটে গিয়া যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, অনুবর্ত্তীরা অন্যদিকে দাঁড়াইয়া তাহাও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। হঠাৎ অনুচরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তুর্ক পুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বরের নাম করিয়া আমি বলিতেছি, জার্ম্মেন্! স্ত্রীলোকের এমন সুন্দর গঠন আমি আর কখনও দেখি নাই। উহার মুখখানি দেবকন্যার মুখের ন্যায় হইবে, এইরূপ আমার বিশ্বাস।"

অনুচর মৃদুস্বরে বলিল, "যুবরাজ! উহার অঙ্গের বর্ণও অবশ্য অতি মনোহর।

প্রকাশ কুক, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স এই রাত্রে তুর্কবেশ পরিধান করিয়া নিজের সর্দ্দার চাকর জার্ম্মেন্‌কে ছদ্মবেশে সাজাইয়া থিয়েটারে আসিয়াছেন। অনুচরের উক্তি শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "জার্ম্মেন্! কামিনীর গঠন দেখিয়া তুমি উহার গাত্রবর্ণ স্থির করিয়া লইয়াছ। আমি দেখিতেছি, উহার আকৃতি ও গতিভঙ্গী ঠিক সেই অভাগিনী অক্টেভিয়ার ন্যায়। জার্ম্মেন্! আমি ঐ সুন্দরী কামিনীর প্রেমরস আস্বাদন করিতে চাই, যেরূপে পার, তুমি উহাকে মিলাইয়া দাও।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "যুবরাজ! যদি সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।"

যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "জার্ম্মেন্! আচ্ছা, ঐ নীল-পোষাক-পরা লোকটার কাছে সুন্দরী অমন করিয়া ঘুরিতেছে, নয়নভঙ্গী করিতেছে, হাবভাব দেখাইতেছে, ব্যাপারটা কি? লোকটা কিন্তু নড়িতেছে না, যেন পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে। অমন স্বর্গ-বিদ্যাধরী উহার সম্মুখে গিয়া বিলাসিতা দেখাইতেছে, তথাচ লোকটার সাড় নাই, ঠিক যেন মরা মানুষ; রক্তমাংসের শরীরে কেহ কি অমন করিয়া থাকিতে পারে?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "যুবরাজ! আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার যেন বোধ হয়, এইখানে দেখা-শুনা করিবার জন্য উহাদের পরস্পর বন্দোবস্ত ছিল, ঐ ব্যক্তি আসিবে, কামিনী তাহা মনে মনে জানিয়া ঠিক চিনিবার জন্য ঐরূপে কটাক্ষ-সন্ধান করিতেছে, নীল-পোষাকী লোকটাও সরস চঞ্চলদৃষ্টিতে উহার মুখোসের দিকে চাহিতেছে, তাহা আমি বেশ দেখিয়াছি।"

প্রিন্স বলিলেন, "সেই রকমের একটা কিছু হইবে, আমিও তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু নিশ্চয় হইতেছে না। অমন সুন্দরী স্ত্রীলোক বার বার গা ঘেঁষিয়া যাই-

তেছে, লোকটা সমভাবে কাঠ হইয়া আছে, কেহই কথা কহিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, আমি ঐ সুন্দরীর নিকটে গিয়া নিজেই উহার সঙ্গলাভের প্রস্তাব করিব।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "যুবরাজ! এখনই এত তাড়াতাড়ি? আপনি ঐরূপ কার্য্য করিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই আশ্চর্য্য নির্ব্বাক্ অভিনয় কিরূপ চলে, শেষকালে ক্রীড়াফল কিরূপ দাঁড়ায়, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সুন্দরী মোহিনী যদি ঐ নীল-পোষাকী অথবা ঐরূপ ছদ্মবেশী অপর ব্যক্তিকে পাইয়া আপন প্রিয় নায়ক বলিয়া চিনিয়া লয়, তাহা হইলে কি হইবে?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "তাহা হইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া কিছু কঠিন হইবে, কিন্তু আমার বুদ্ধিতে একটা ভাবের উদয় হইতেছে।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবটা কিরূপ?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "ঐ কামিনীর সহিত কোন লোকের কোন বন্দোবস্ত নাই। আমার বোধ হয়, ঐ কামিনী কোন লোকের স্ত্রী অথবা উপপত্নী; মনে মনে ঈর্ষা-ঘৃণার উদয় হওয়াতে অবিশ্বাসী স্বামী অথবা বিশ্বাসঘাতক উপপতির চাল-চলন বুঝিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে।"

প্রিন্স বলিলেন, "তোমার এই অনুমানটা নিতান্ত মন্দ নয়। সেই কামিনী এখন কি করিতেছে? বাদ্যকর-সম্প্রদায় যেখানে বসে, সেই দিকে গিয়াছিল, আবার ফিরিয়া আসিতেছে, ফিরিয়া আসিল, সেই নীল-পরিচ্ছদধারীর নিকটে গেল, এইবার দুজনে কথা কহিতেছে।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "কথা কহিতেছে বটে, কিন্তু ও কথায় মিষ্টালাপের কোন রস নাই।"

প্রিন্স বলিলেন, "আমি কিছু ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, লোকটা ঐ কামিনীর পাণিমর্দ্দন করিতেছে।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "পাণিমর্দ্দন নয়, ঐ দেখুন, কামিনী উহার হাতখানা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। বোধ হয়, কোনরূপ বিরোধ-ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে।"

প্রিন্স বলিলেন, "অথবা কোনরূপ বিরক্তিকর ভুল হইয়াছে। কামিনী চলিয়া যাইতেছে;—থিয়েটার হইতে যদি বাহির হইয়া যায়, আমরা উহার পাছু লইব, কিন্তু কামিনী যদি একখানা ঠিকা-গাড়ী—"

প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে জার্ম্মেন্ বলিল, "কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিয়াছি।"—উভয়ে পুষ্পকুমারীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

আপাততঃ আমরা প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের খবর লইব না। লর্ড মণ্টগো-

মারী কি করিতেছেন, তাহাই দেখিব।, পুষ্পকুমারী দ্রুতবেগে চলিল, মণ্টগোমারীও দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

কামিনীর অনুসরণে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া লর্ড মণ্টগোমারী অতি দ্রুতপদে জনতা ভেদ করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে এক জন আসিয়া তাঁহার পোষাকের অঞ্চল ধরিয়া মৃদুকম্পিত কোমল-কণ্ঠে বলিল, "লর্ড ফ্লোরিমেল!"

মণ্টগোমারী হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তখন তিনি এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, তাহা বচনাতীত। যাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন, সে এক জন স্ত্রীলোক, ছদ্মবেশধারিণী, মুখোস পরা। সার্কেসীয়াবাসিণী দাসীগণের যে প্রকার পরিচ্ছদ, তাহারও সেইরূপ বেশ।

এক ক্ষেত্রে এক রকমের দুটি নায়িকা, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? প্রেমানুরাগে যে কামিনী লর্ড ফ্লোরিমেলকে থিয়েটারের টিকিট ও পোষাক পাঠাইয়াছিল, বাস্তবিক সেটি কে? নিশ্চয়ই দুটীর মধ্যে একটি ভুল, প্রকৃত নায়িকা কোন্‌টি?—পুষ্পকুমারী অথবা এই সার্কেশীয় দাসী?

গগনমণ্ডলের মধ্যস্থল হইতে সূর্য্য যখন প্রখর কিরণজাল বর্ষণ করেন, সেই সময় আকাশপথ দিয়া যে সকল পক্ষীর ঝাঁক উড়িয়া যায়, পৃথিবীতে সেই সকল পক্ষীর ছায়া যেমন অতি দ্রুত চলে, সেইরূপ দ্রুতগতিতে মণ্টগোমারীর মস্তিষ্কে নানা তর্কের আবির্ভাব, সেইরূপ দ্রুতগতিতে তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; যে রমণী সহসা এখন তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে, বিশেষরূপে তাহার আকৃতি নিরীক্ষণ করিলেন।

এই নূতন কামিনী সেই পুষ্পকুমারীর ন্যায় দীর্ঘাকৃতি, বিশেষের মধ্যে তাহার অপেক্ষা কিছু মোটা; গঠনে ও ভাবভঙ্গীতে বুঝা যায়, শরীরে নব-যৌবনের সঞ্চার,—পূর্ণ-যুবতী—অপরূপ সুন্দরী।

নব-কামিনীর আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল পরে লর্ড মণ্টগোমারী কথা কহিলেন; ইতিপূর্ব্বে পুষ্পকুমারীর সহিত কথা কহিবার সময় যেরূপ কৃত্রিম স্বর আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমিই লর্ড ফ্লোরিমেল, আর তুমি সেই আদরিণী রহস্য-নায়িকা, পঞ্চদশ মাস পূর্ব্বে—"

যদিও লর্ড মণ্টগোমারী অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলেন, তথাপি ছদ্মবেশধারিণী কামিনী চঞ্চলকণ্ঠে বলিল, "আস্তে মি লর্ড, আস্তে। সেই সময়ে আপনার কাছে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করুন।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "হাঁ, সে অঙ্গীকার আমার স্মরণ আছে। তুমি বলিয়াছিলে" শীঘ্রই আবার আমাদের পরস্পর দেখা-শুনা হইবে। কিন্তু সুন্দরি!

তাহার পর এক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে,তোমারা আর কোন সংবাদ পাই নাই আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহ-জীবনে তুমি আর সে অঙ্গীকার পালন করিবে না।”

অনুরাগ জানাইয়া কম্পিত কণ্ঠে কামিনী বলিল, “গেব্রিল! তবে কি তুমি আমাকে দেখিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলে?”—এই বলিয়া লর্ড মণ্টগোমারীকে জনান্তিকে লইয়া গেল।

লর্ড ফ্লোরিমেল যে গল্প করিয়াছিলেন, এই সময় মণ্টগোমারীর মনে সেই গল্পের ছায়া পড়িল। যে নায়িকার সহিত লর্ড ফ্লোরিমেলের চারি ঘণ্টাকাল স্বর্গসুখভোগ, সেই নায়িকা এখন তাঁহার নিজের পার্শ্বে;—তিনি নিজেই এখন সেই সুখভোগের অধিকারী হইবেন, এই ভাব তাঁহার কল্পনাপথে আসিল। কামিনীর প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! স্বর্গসুন্দরি! তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা আমার আছে কি না, ছিল কি না, কেমন করিয়া তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?”

কামিনী উত্তর করিল, “দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে কি না, সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। প্রেমানুরাগের এক কথাও বারংবার বলিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। আমি জানিতে চাই, সেই রাত্রে যেমন তুমি আমার বশীভূত হইয়া ভালমানুষের মত আমার সকল কথায় বাধ্য হইয়াছিলে, এখন সেইরূপ অনুরাগে আমি যাহা বলিব, আমি যাহা করিব, সেইরূপে তুমি আমার সেই সকল বাক্যের ও কার্য্যের বশীভূত থাকিবে কি না?”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “তোমার সঙ্গলাভে আমি যে আনন্দ আশা করি, বাক্য দ্বারা অথবা কার্য্য দ্বারা তোমার অবাধ্য হইয়া সেই আনন্দের আশায় আমি জলাঞ্জলি দিব, এমন কি তুমি অনুমান করিতে পার?”

উভয়ের মুখোসের নয়নের ছিদ্রমধ্য দিয়া সানুরাগ প্রেম-কটাক্ষ বর্ষিত হইতে লাগিল। লর্ড মণ্টগোমারী সেই কটাক্ষে সুন্দরীর সর্ব্বাবয়ব দেখিয়া লইলেন, স্বচ্ছ পোষাকের ভিতর দিয়া যেন সর্ব্বাঙ্গ দেখা গেল, এরূপ তাঁহার কল্পনা। সেই কল্পনায় তিনি অনুভব করিলেন, সুন্দরীকে যেন প্রেমালিঙ্গন দান করিতেছেন, প্রেমমদে মত্ত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “প্রেমময়ি! আর কেন এখানে? চল, আমরা তোমার সেই প্রেম-নিকেতনে—রহস্য-নিকেতনে—আনন্দ-নিকেতনে প্রস্থান করি।”

প্রেমানন্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুন্দরী বলিল, “হাঁ শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করা ভাল; তোমাকে দেখিয়া অবধি এখানকার কোন দৃশ্যই আর আমার ভাল লাগিতেছে না।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মণ্টগোমারী দেখিতে পাইলেন, সেই পুষ্পকুমারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের উভয়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দৃষ্টির ভাব দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যদিও সে দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট কুভাব না থাকুক, বাস্তবিক সদয়-দৃষ্টি নহে। কে ঐ পুষ্পকুমারী? উহার মত্‌লব কি? অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি তাহা অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, নব-সঙ্গিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই জনকোলাহলপূর্ণ রঙ্গস্থল হইতে দ্রুতবেগে অন্য দিকে চলিলেন।"

দ্রুত চলিতে চলিতে চঞ্চলা হইয়া নব-সঙ্গিনী চঞ্চলস্বরে মণ্টগোমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে ছদ্মবেশধারিণী রমণী ঘন ঘন আমাদের দিকে চাহিতে-ছিল, কে ও, উহাকে কি তুমি চেনো?"

কামিনীকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থানদ্বারের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে লর্ড মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "কে ঐ ফুলকুমারী, আমি জানি না; ঐ স্ত্রীলোক যে আমাদের দিকেই চাহিয়া ছিল, তাহাও আমার বোধ হয় না।"

বাধা দিয়া সার্কেসী দাসী বলিল, "হাঁ, আমাদের দিকেই চাহিয়া ছিল, তাহা আমি ঠিক দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, ঐ স্ত্রীলোক তোমাকে ভালবাসে, তুমি এইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছ, তাহাও জানে; রাগে রাগে ঈর্ষার দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতেছিল। এখানে যদি কোনরূপ কেলেঙ্কার কিংবা গণ্ডগোল—"

কথা বলিতে বলিতে কামিনী আর বলিতে পারিল না। লর্ড মণ্টগো-মারী বেশ অনুভব করিলেন, ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। পশ্চাতে দ্রুত-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, অভয় দিয়া তিনি বলিলেন, "কোন ভয় নাই; কেহই আমাদের দিকে চাহিতেছে না, কেহই আমাদের পাছু লয় নাই।"

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া সার্কেসী কুমারী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ! আমার হৃদয়ের উপর হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল!"—এই সময় সে দেখিল, বেদেনী-বেশধারিণী একটি স্ত্রীলোকের সহিত পুষ্পকুমারী তখন নিবিষ্ট-চিত্তে কথোপকথন করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভয়াতুরার সাহস হইল, আবার সে বলিল, "গেব্রিল! উঃ! যে ভয় আমি পাইয়াছিলাম, মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, এখনও সুস্থ হই নাই।"

ভয় পাইয়া লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! যেখানে তোমার গাড়ী আছে, সে পর্য্যন্তও কি তুমি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না?"

বক্ষে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া, মণ্টগোমারীর স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া, দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া কম্পিতা কামিনী কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, না,—"পারিব না ;—আবার আমার মূর্চ্ছা আসিতেছে ;—এক গ্লাস জল!"

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা ধীরে ধীরে ভিড়ের ভিতর হইতে সরিয়া গিয়া অন্য দিকের গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইলেন। সেখানে অধিক লোক ছিল না, কেহ তাঁহাদিগকে দেখিবে, তেমন সম্ভাবনাও ছিল না, সেখানকার বাতাস অনেকাংশে নির্ম্মল। সার্কেসীয় দাসীবেশধারিণী কামিনী সেইখানে একটা দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, শীতল বাতাসে শরীর অনেকটা সুস্থ হইল, মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রমেও ধরা পড়িবার ভয়ে তাহার যে অবসাদ আসিয়াছিল, খানিকক্ষণ সেইখানে থাকিয়া সে অবস্থাটা সামলাইয়া লইল।

লর্ড মণ্টগোমারী এবং তাঁহার অজ্ঞাত-সঙ্গিনী এখন কিয়ৎক্ষণ এইখানে থাকুন, পুষ্পকুমারী এখন কি করিতেছে, যাহারা তাহার চালচলনের উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল, তাহারাই বা কি করিতেছে, দেখা যাউক।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্য-রঙ্গ-তৃতীয় দৃশ্য

পাঠকগণের স্মরণ আছে, পুষ্পকুমারী সক্রোধে মণ্টগোমারীকে বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে চলিয়া যাইতেছিল, থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া যাইবে, এইরূপ মতলব ; পক্ষান্তরে, সানুচর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সেই জনতামধ্যে ঐ সুন্দরীর সঙ্গ লইয়াছিলেন ; জনতামধ্যে মুখোসপরা নরনারীগণ গোলমাল করিতেছিল, ছুটাছুটি করিতেছিল, হাস্য করিতেছিল, গল্প করিতেছিল, সকলেই নূতন নূতন আমোদে উন্মত্ত।

পুষ্পকুমারী দ্রুত চলিতেছে। হঠাৎ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, প্রথমে একটু ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, তাহার পর এক জায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, মণ্টগোমারীকে যেখানে ছাড়িয়া আসিয়াছিল, আবার সেই দিকে ফিরিয়া চলিল। নিশ্চয়ই তাহার মনের ভিতর কোনরূপ অনিশ্চয়তার যন্ত্রণানল জ্বলিতেছিল ; কেন না, তাহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। নিকটের লোকেরা তাহার দিকে চাহিয়া নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল, কেহ কেহ মালিনী বলিয়া রঙ্গরস করিতেছিল ; সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না, আপন মনেই চলিয়া যাইতেছিল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল !

জার্ম্মেন্‌কে সম্বোধন করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ বলিলেন, "সত্য বলিতেছি, ঐ সুন্দরীকে আমি চিনিতে পারিতেছি না ; ভাবে বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই উহার মনে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা আছে, কোন কারণে নিশ্চয়ই অসুখী—"

জার্ম্মেন্ বলিল, "আপনি নিশ্চয় জানিয়া রাখুন, ঐরূপ ভাবের প্রকৃত কারণ অন্তরস্থ ঈর্ষা। দেখুন, উহার হস্তে দস্তানা নাই, অঙ্গুলী দেখিয়া আমরা কি নিশ্চয় করিতে পারিব না যে, ঐ কামিনী সধবা কি না ?"

প্রিন্স বলিলেন, "জার্ম্মেন্! তোমার দৃষ্টি ঠিক আমার দৃষ্টির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ আহা ! কি সুন্দর হাতখানি ! কি সুন্দর অঙ্গুলীগুলি ! না,—উহার অঙ্গুলিতে বিবাহের অঙ্গুরী নাই।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "তবে হয় ত কোন লোকের রক্ষিতা উপপত্নী।"

বিরক্ত হইয়া প্রিন্স বলিলেন, "না, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ঐ কামিনী কদাচ কাহারো উপপত্নী নহে। সংসারে নারীজাতির প্রকৃতি

আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি। মুখোসে মুখ ঢাকা থাকিলেও উহার আকৃতি, গতিভঙ্গী ও চালচলন দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, উহার স্বভাবে কোন প্রকার দোষ স্পর্শে নাই। থিয়েটারে আসিয়াছে, আমোদ করিতে আইসে নাই; কোন পুরুষকে যৌবন সমর্পণ করিয়াছে, থিয়েটারে তাহারই অন্বেষণ করিতে আসিয়াছে, ইহাও নহে; ভদ্রকুলের নব-যুবতী—অনাঘ্রাত কুসুম। এই জনপূর্ণ স্থানে একাকিনী, অরক্ষিতা, কোন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নাই, সেই জন্যই চিন্তাযুক্ত। মনে মনে ভয় আছে, লজ্জা আছে, কার্য্যকলাপে তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। আমি উহার নিকটে যাইব।"

সহসা প্রভুর জামার আস্তীন ধরিয়া জার্ম্মেন্ বলিল, "যুবরাজ! ঐ দেখুন, কামিনী আবার সেই নীল-পোষাকীর নিকটে চলিয়া গিয়াছে।"

সেই দিকে চাহিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! একটি সার্কেসীয়া দাসী; ওটিও দিব্য সুন্দরী; কিন্তু পুষ্পকুমারীকেই আমি অধিক সুন্দরী বিবেচন করি, পুষ্পকুমারী কৈ?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "ঐ যে!—সে এখন এমন জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে যে, সার্কেসীয়া দাসীর সহিত নীল-পোষাকীর কি রঙ্গ হইতেছে, সেই স্থান হইতে ঠিক তাহা দেখিতে পাইতেছে।"

সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়া, পুষ্পকুমারীকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক - ঠিক!—নিশ্চয়ই প্রেম, নিশ্চয়ই ঈর্ষা!—ওঃ! প্রেম—আর—"

যুবরাজের মনোগত ভাব ঠিক বুঝিয়া জার্ম্মেন্ বলিল, "অভাগিনী পুষ্পকুমারীর উপর আপনি কোনরূপ উপদ্রব করিবেন না; দেখা যাইতেছে, অভাগিনী বড় দুঃখে দুঃখিনী।"

লম্পট নিষ্ঠুর রাজকুমার বলিলেন, "জার্ম্মেন্! তুমি পাগল! যে সঙ্কল্প আমি করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিব না, বরং ঐ পুষ্পকুমারীকে আপন করিয়া লইয়া জয়লাভের নিমিত্ত সংকল্প আরো দৃঢ়তর করিব, নীলপোষাকী যদি যথার্থই উহার প্রেমের পাত্র হয়, সে যদি তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, বিশ্বাস নষ্ট করিয়া থাকে, আমি উহাকে সান্ত্বনা দান করিব। আমি উহাকে স্বর্গের পথে বিচরণ করিতে শিখাইব, তাহা হইলে আমার এই নূতন জয়লাভে এক আশ্চর্য্য নব-রস বিভাসিত হইবে।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "আপনি দেখিতেছেন না, নীল-পোষাকীর সহিত ঐ সার্কেসীয়া রমণী প্রেমভাবে কথা কহিতেছে, পুষ্পকুমারী যেরূপ বক্র-দৃষ্টিতে উহাদিগকে দেখিতেছে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি, একটা ঢলাঢলি করা উহার মনোগত অভিপ্রায়।"

প্রিন্স বলিলেন, "না,—পুষ্পকুমারীকে যেরূপ লজ্জাশীলা ও মহিমান্বিতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে সে যে এখানে প্রকাশ্যরূপে গোলমাল বাধাইবে, কিছুতেই এমন সম্ভব বোধ হয় না, যাহা কিছু উহার মতলব, মুখ বুজিয়াই স্থির-ভাবে তাহা সিদ্ধ করিবে।"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া চঞ্চলস্বরে জার্ম্মেন্ বলিল, "দেখুন যুবরাজ! ঐ সার্কেসী রমণীর সহিত নীলপোষাকী লোকটা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে, আর—"

ব্যস্ত হইয়া যুবরাজ একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওঃ! বেচারা পুষ্পকুমারী যেন অবসন্ন হইয়া একটা দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, এই সময় উহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উত্তম অবসর।"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ছুটিয়া গিয়া পুষ্পকুমারীকে কোলে করিয়া লইবেন, ভূতলে পড়িতে দিবেন না, এইরূপ ইচ্ছা করিতেছিলেন, এমন সময় বেদেনী—বেশধারিণী একটি মুখোস-পরা স্ত্রীলোক তাঁহার গা ঘেঁযিয়া দ্রুত-গতিতে পুষ্পকুমারীর দিকে ছুটিয়া গেল।

প্রিন্স চলিতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া বেদেনীকে গালাগালি দিতে দিতে জার্ম্মেনের কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

জার্ম্মেন্ বলিল, "ঐ সুন্দর পোষাক-পরা বেদেনী আপনার সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিল।"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেদেনীটা অধঃপাতে যাক্! যে রকমে সে ঐ পুষ্পকুমারীর কাছে ছুটিয়া গেল, তাহাতে বোধ হইতেছে, আজকার রাত্রির রঙ্গটা নূতন আকার ধারণ করিল। বেশ,—কি রঙ্গ হয়, তাহাও আমরা দেখিব।"

জার্ম্মেন্ বলিল, "আমাদের যাহা মতলব, তাহা সিদ্ধ করিবার পক্ষে কিরূপ সুবিধা ঘটে, তাহাও জানা যাইবে।"

নীল-পোষাকীর সহিত সার্কেসী রমণীর তাদৃশ ঘনিষ্ঠভাব দেখিয়া পুষ্প-কুমারীর মনে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার মাথা ঘুরিল, চক্ষে ধাঁধা লাগিল, হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, মর্ম্মান্তিক যাতনায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া সে বাস্তবিক পড়িয়া যাইবার ভয়ে দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সার্কেসী রমণী ও নীলপোষাকী একত্রে চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া তাহার কাতরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

সহসা তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া মৃদুস্বরে কে এক জন প্রবোধবাক্যে বলিল, "সুস্থ হও, চিত্তবেগ সংবরণ কর; মনে কর, কোথায় তুমি রহিয়াছ, মিনতি করি, অতটা উতলা হইও না।"

বহু চেষ্টায় চিত্ত-সংযম করিয়া পুষ্পকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "দয়াবতি! তুমি কে?"

রমণী-হস্তে স্কন্ধ-স্পর্শ হইয়াছিল! রমণী উত্তর করিল, "যে তোমাকে খুব ভাল রকমে জানে, সেই আমি!"

পুষ্পকুমারী তখন ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিল। রমণী খর্ব্বাকার, গঠন মাফিকসই, মুখোসের ছিদ্র দিয়া তাহার কৃষ্ণ নেত্রযুগল দৃষ্ট হইতেছে, টুপীর নীচে কৃষ্ণ কুন্তল কবরীবদ্ধ; ভাবভঙ্গীতে বুঝা যায় যুবতী—মুখখানি মুখোসে ঢাকা।

গঠন দেখিয়া, ভঙ্গী দেখিয়া, পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোককে যদি চিনিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই পুষ্পকুমারী ততটা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু চিনিতে পারিল না। যে সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘ্যয়া আলাপ, তাহাদের ভিতর ঐ বেদেনীর মত কেহ আছে, ইহা স্মরণ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে চেনো, কিন্তু আমি তোমাই ভালরূপ চিনি কি না, তাহা বলিতে পার?"

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বেদেনী বলিল, "না,—তুমি আমাকে চেনো না, কেবল নামটি মাত্র শুনিয়াছ; সে নাম ইংলণ্ডের সমস্ত লোকেই জানে।"

পুষ্পকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে যত্ন করিবার তোমার অভিপ্রায় কি? আশ্চর্য্য! তুমি কি সেই লেখা—"

অসমাপ্ত বাক্যের ধুয়া ধরিয়া বেদেনী বলিল, "সেই বেনামী চিঠিখানা?—যে চিঠি দেখিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ, সেই চিঠিখানা? অ্যাঁ?"—এই সময় তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হিংসা প্রকাশ পাইল, পুষ্পকুমারী পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাশ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। বেদেনী আবার বলিল, "সে চিঠিতে সকল কথাই ভুলিয়া লিখিয়াছিলাম, সেই লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি ভাল কর্ম্ম কর নাই; সাক্ষাৎ করিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম।"

যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পকুমারী বলিল, "সাক্ষাৎ করিবার অগ্রে আমি মনোবেগ দমন করিতে পারি নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ করিতে তুমি নিষেধ করিয়াছিলে কি জন্য? কেনই বা তুমি আমাদের কার্য্যকলাপে মধ্যবর্ত্তিনী হইয়াছিলে?"

বেদেনী উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিব না, সেটা আমার গুহ্যকথা। এখন তোমাকে একটি পরামর্শ বলি।"

একটু কম্পিতকণ্ঠে পুষ্পকুমারী বলিল, "বল কি তোমার পরামর্শ।"

বেদেনী বলিল, "অবিশ্বাসী নায়কের দ্বারা যখন কোন সতী নারীর মর্য্যাদা

ক্ষুণ্ণ হয়, সে নারী তখন সে নায়ককে দীর্ঘপত্র লেখে না, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভর্ৎসনাও করে না; সংক্ষেপে কেবল গুটিকতক কথা লিখিয়া ভবিষ্যতে তাহার সহিত দেখা করিতে নিবারণ করিয়া দেয়।"

পুষ্পকুমারী বলিল, "আমার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, কেহ আমার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, আমি মনে মনে বিদগ্ধ হইয়াছি, তেমন কথা তুমি কিছুই বল নাই। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার আর কিছু বলিবার আছে কি না? তুমি কে? তোমার অভিপ্রায়ই বা কি?"

বেদেনী বলিল, "সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে।"--বলিয়াই দ্রুতপদে জনতা-মধ্যে মিশাইয়া গেল, পুষ্পকুমারী আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

গ, একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আর তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য জার্ম্মেন্
এই ণ ঐ সকল রঙ্গ দেখিতেছিলেন, বেদেনী প্রস্থান করিবার পর জার্ম্মেন্‌কে
লইবেন, ভু ন করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "সুন্দরী পুষ্পকুমারী আবার একাকিনী
বেদেনী—।"

গতিতে জার্ম্মেন্ বলিল, "আপনার আশা ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন হইয়া
প্রি দাড়াইল।"

বদেনী হঠাৎ চলিয়া গেল, গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইয়া পুষ্পকুমারী অচলা প্রতিমার ন্যায় এক মিনিট কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া জনতাপূর্ণ উৎসবস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র অন্যদিকে চলিল। গতি দ্রুত, মনে উদ্বিগ্ন। থিয়েটার হইতে পলায়ন করাই সঙ্কল্প। একমনে সম্মুখদিকে অগ্রবর্ত্তিনী, বামে দক্ষিণে দৃষ্টি নাই। পশ্চাদ্দিকে একবারও কটাক্ষপাত নাই; সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ পোষাকপড়া একটি ছদ্মবেশী লোক অতি নিকটে নিকটে তাহার অনুসরণ করিতেছে, সে তাহা দেখিতে পাইল না।

সিঁড়ির পথে এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, পুষ্পকুমারী তাহার নিকটে আপন অঙ্গের লবেদা রাখিয়া গিয়াছিল, লবেদাটা চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপাদ মস্তক ঢাকিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল, থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও কিন্তু মুখে মুখোস রহিল।

অসংখ্য গাড়োয়ান রাস্তার ধারে বেড়াইতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "গাড়ী মেম সাহেব—গাড়ী চাই মেম সাহেব—ঠিকা-গাড়ী মেম সাহেব—এক ঘোড়ার গাড়ী মেম সাহেব!"

পুষ্পকুমারী হুকুম দিল, "একখানা ঠিকা-গাড়ী লইয়া আইস!"

গাড়োয়ান একখানা ঠিকা-গাড়ী লইয়া আসিল, পুষ্পকুমারী তাহাতে আরোহণ করিল, গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া পুষ্পকুমারী উত্তর দিল, "একটা ভাল হোটেলে।"

গাড়ী ছুটিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, পুষ্পকুমারী যখন থিয়েটার হইতে বাহির হয়, কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী একটা লোক তখন তাহার পাছু লইয়াছিল। লোকটা অপর আর কেহই নহে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভ্যালেট জার্ম্মেন্। মুখোস ও উপরের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া জার্ম্মেন্ লম্ফ দিয়া সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যানের পার্শ্বে বসিল, খানিকক্ষণ চুপি চুপি কি কি কথা কহিল, তাহার পর গাড়োয়ানকে ৫টি গিনী বক্‌শীস দিল। সামান্য কার্য্যের জন্য পাঁচ গিনী পুরস্কার, গাড়োয়ানের মহা আনন্দ।

দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ীখানা এক জায়গায় গিয়া থামিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়াছিল, জার্ম্মেন্ লম্ফ দিয়া পড়িয়া দরজা খুলিতে গেল, দরজা খুলিল। সম্মুখের বাড়ীর দিকে চাহিয়া, দুই ধারে খানকতক অন্য লোকের বাড়ী দেখিয়া পুষ্পকুমারী জিজ্ঞসা করিল, "এটা কোন্ হোটেল?"

জার্ম্মেন্ উত্তর করিল, "সেণ্ট জেম্‌স ফ্যামিলী হোটেল।"—এই উত্তর দিয়াই হাত ধরিয়া পুষ্পকুমারীকে গাড়ী হইতে নামাইল।

কোচ্‌ম্যান এই সময় সম্মুখের বাড়ীর দ্বারে ঘণ্টা বাজাইল, বাতী-হস্তে এক জন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, জার্ম্মেন্ দিব্য বিনীত-ভাবে হস্ত ধারণ করিয়া পুষ্পকুমারীকে সেই বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। দাসীর হস্তস্থিত বাতীর আলোতে জার্ম্মেনের মুখ দেখিয়া পুষ্পকুমারী ভাবিল এই শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোকটি কে? তাহার মুখখানি নিতান্ত অচেনা বোধ হইল না, কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে পারিল না, চিন্তা করিবারও অবসর হইল না, আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া শীঘ্র শীঘ্র দাসী তাহাকে উপরে লইয়া চলিল, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষদ্বারে লইয়া গেল।

পুষ্পকুমারী যেন কলে চলিতেছে, আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, মনে মনে ভাবিতেছে, কোথায় আসিলাম, এখানে আমার প্রতি এত যত্ন কেন? আমি অপরিচিতা, রাত্রি এগারটা, কোথা হইতে আসিলাম, কে আমি, জিজ্ঞাসা করে না, অথচ আদর খুব। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে একটু সন্দেহের ছায়া পড়িল। দাসী এই সময় দরজা খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিল।

পুষ্পকুমারী ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, গৃহপ্রবেশে ইতস্ততঃ করা হাস্যকর হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া লবেদাটা খুলিয় রাখিয়া সাহসে ভর করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

পুষ্পকুমারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, প্রবেশমাত্র গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। গৃহটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত, বিচিত্র আলোকমালায় আলোকিত। পুষ্পকুমারী দেখিল, তুরস্ক-দেশীয় পোষাকপরা এক জন দীর্ঘাকার ছদ্মবেশী লোক মুখে মুখোস দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছে।

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই ভয়ানক ভুল হইয়াছে!"—বলিয়াই পাছু হাটিয়া দ্বারের দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

তুর্কবেশী বলিলেন, "না সুন্দরি! ভুল হয় নাই, সামান্য একটু কৌশল করা হইয়াছে, ইহা সত্য, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ছদ্মবেশী প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মুখের মুখোস খুলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমার নাম মিষ্টার হার্লী।"

পুষ্পকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহার মহা বিস্ময় জন্মিল; পরক্ষণেই মনের স্বাভাবিক শক্তি আনয়ন করিয়া, প্রিন্সের বাক্য শেষ হইবার অগ্রেই আপন মুখের মুখোস খুলিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, "আপনি হইতেছেন মিষ্টার হার্লী, আর আমি?—আমি হইতেছি কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডন।"

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

—-:*:-

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এবং তাঁহার উপপত্নীর ভগিনী

কুমারী পলিনের প্রশান্ত মধুরস্বর শ্রবণে ও তাহার আবৃত মুখকমল অনাবৃত দর্শনে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। প্রথমে একটু লজ্জা আসিল, তাহার পর যখন সে ভাবটা দূর হইয়া গেল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই পলিন্ অপরূপ সুন্দরী, ইহার কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করিতে কোন প্রয়াস পাওয়া যাইবে না।'

সহোদরার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, তাহাকে দুঃখভাগিনী করিয়াছেন বলিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপর কুমারী পলিনের মর্ম্মান্তিক ঘৃণা; নিজে এখন যে অবস্থায় পতিতা, তাহা ভাবিয়া একটুও ভয় পাইল না, বরং কোন নিগূঢ় বিষয়ের মর্ম্মভেদ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল।

প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "ভাগ্যক্রমে কি শুভ অবসর উপস্থিত! পলিন্! থিয়েটারে তুমি কি আমাকে দেখিতে পাও নাই?"

ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্তমুখী হইয়া পলিন্ উত্তর করিল, "তুমি নিতান্ত নীচপ্রকৃতি, তোমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। যাহার ভগিনীর ইহকালের সুখ নষ্ট করিয়া তুমি আত্ম-স্বভাবের পরিচয় দিয়াছ, এরূপ গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত সম্ভাষণ কর, এত সাহস তোমার?"

প্রিন্স বলিলেন, "যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত আছি, তাহা তুমি জানো, এখন আর আমি তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি না; প্রেম সংঘটনে সচরাচর ঐরূপই ঘটিয়া থাকে; অবশেষে যে তত দূর দুর্ঘটনা হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই।"

তীব্রস্বরে পলিন্ বলিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! যে কথা তুমি এখন বলিলে, তাহাতেই আমার বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে; তোমার অন্তঃকরণ অতি নীচ!"

প্রিন্স বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমাকে বড়ই রূঢ়-কথা বলিতেছ, কদাচ আমি উহা সহ্য করিতাম না। নিশ্চয়ই আমার ক্রোধোদয় হইত, এখন আমি সহ্য করিলাম; তুমি আমাকে যতই গালাগালি দিতে পার, দাও, যতই নিন্দা করিতে পার, কর, কিন্তু একটু পরে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তাহাতে তোমাতে আমাতে বিলক্ষণ সখ্যভাব জন্মিবে।"

সরোষে পলিন্ বলিল, "তোমার উক্তির শেষ-কথাগুলি বড়ই দুর্ব্বোধ্য, উহার অর্থ বুঝা গেল না।"—এইটুকু বলিয়া, শ্লেষোক্তি করিয়া, কুমারী আবার বলিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! মনে করিয়া দেখ, আমার ভগিনী অক্টেভিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছিল, প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিল;—ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী তুমি, তাহা বলিয়া ভালবাসে নাই, সে তখন তাহা জানিতও না;—উপাধিশূন্য, মান-সম্ভ্রমশূন্য, সামান্য এক জন গৃহস্থ-সন্তান বলিয়াই তোমার হস্তে যৌবন সমর্পণ করিয়াছিল,—তুমি তোমার নাম বলিয়াছিলে, মিষ্টার হার্লী;—হার্লীকেই সে ভালবাসিয়াছিল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! পূর্ব্বকথা স্মরণ কর। যে রাত্রে সর্ব্বপ্রথম তুমি আমাদের বাড়ীতে যাও, এক রজনীর জন্য আশ্রয় চাও, সেই রাত্রে তুমি বলিয়াছিলে, দেনার দায়ে আদালতের পেয়াদারা তোমাকে ধরিতে আসিতেছে, পাছু লইয়াছে, তুমি পলাইয়া আসিয়াছ, লুকাইয়া থাকিবার স্থান প্রয়োজন। আমরা যত্ন পূর্ব্বক তোমাকে অতিথি ভাবিয়া সেবা করিয়াছিলাম, আশ্রয় দিয়াছিলাম। আমার ভগিনী তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিল; তাহার বিনিময়ে তুমি কি করিয়াছ?—তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! যে পবিত্র সংসার-মন্দিরে ধর্ম্মের আসন পাতা ছিল, পূজ্য দেবতার অধিষ্ঠান ছিল, যে মন্দিরে নিত্য নিত্য পবিত্র সুখ-শান্তি বিরাজ করিত, সেই সংসার-মন্দিরে তুমি আগুন জ্বালিয়া দিয়াছ!"

পলিন্‌কে মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে একটু নম্রভাব ধারণ করিয়া বিনম্র-স্বরে যুবরাজ বলিলেন, "পলিন্! তোমার ভগিনীর যে অপকার আমি করিয়াছি, তাহাকে বিবাহ করিয়া সে অপকারের ক্ষতিপূরণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য, ইহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। কেন আমি তাহার প্রেমে লুব্ধ হইয়াছিলাম, এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার; নিদারুণ রিপুর উত্তেজনায় আমি তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম; রিপুবেগ সংবরণ করিতে পারি নাই। অক্টেভিয়ার প্রতি যে ব্যবহার আমি করিয়াছি, তাহা মন্দ—অতি মন্দ, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার নিন্দা করিতেছ, যথার্থই আমি নিন্দাভাজন, কিন্তু এখন আর চারা নাই!"

মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া মর্য্যাদা-গৌরবে অনারেবল মিস্ পলিন্ সতেজে বলিল, "ওঃ! প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! চোট্‌পাট্ কথা কহিতে তোমার রসনা খুব পটু! তুমি এখন ক্ষমা-প্রার্থনার সূত্র ধরিতেছ! কিন্তু আমি বলিতেছি, তুমি হৃদয়শূন্য, আমার ভগিনীর প্রতি তুমি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা দেখাইয়াছ! এই বিশ্বাসঘাতকতা তোমার জীবনী-পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে!"

ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন, "পলিন্! আর আমি বেশী কথা শুনিব না।"

সুন্দরীর সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল, পূর্ণ-গৌরবে সে বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার মনের সমস্ত কথা শুনিবে।"

অধৈর্য্যকে যথাসম্ভব দমন করিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "তবে বলিয়া যাও—বলিয়া যাও।"—কুমারীকে এই কথা বলিয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, ওঃ! ঐ সুন্দর পোষাকে এই সুন্দরীকে আরো সুন্দরী দেখাইতেছে! ক্রোধারক্ত-বদনে আরো লাবণ্য বাড়িয়াছে! যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী মর্ত্তে নামিয়া আসিয়াছে! আমি ঐ অপরূপ লাবণ্যের অধিকরী হইব! আমাকে বিস্তর গালাগালি দিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইবই লইব।

যুবরাজের স্বগত গুঞ্জনের ভাবে পলিন্ বুঝিল, তাহার উপরেও লোভ-দৃষ্টি; চকিতস্বরে বলিল, "আমার আর বেশী কথা বলিবার নাই, আমাদের উপর যে দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাহার চূড়ান্ত প্রতিবাদ না করিয়া আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব না, চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টাও করিব না। হায় হায়! আমার পিতা অকস্মাৎ লর্ড হইয়াছেন!, কেন হইয়াছেন? তাঁহার কন্যার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন অপহৃত হইয়াছে, তাহার বদলে রাজ-দরবার হইতে তিনি এক শূন্য উপাধি লাভ করিয়াছেন! প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! তুমি কি মনে করিতেছ, আমার পিতার উচ্চ-পদবীলাভে আমার আহ্লাদ হইয়াছে? না—না—না,—সে উপাধিকে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করি, উহা আমাদের বংশের পক্ষে লজ্জা-কর উচ্চ গৌরবের কলঙ্ক—দুর্মোচনীয় কলঙ্ক! রাজাকেও ধিক্কার দিতে হয়; সতীকন্যার ধর্ম্মের বিনিময়ে উচ্চ উপাধিদান! ইহাও অপরিহরণীয় লজ্জার কথা!"

কামাতুর লম্পটেরা অন্যের হিত কথা শুনিবার সময় যেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যমনস্ক হইয়া লম্পট রাজকুমার চঞ্চলস্বরে বলিলেন, "কেমন পলিন্, যাহা তোমার বলিবার ছিল, তাহা তো বলা হইয়া গেল, এখন আমার কথা শোনো।"

উভয়ে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ঐরূপ কথা-কাটাকাটি করিতেছিলেন, এই সময় যুবরাজ বলিলেন, "পলিন্! আমারা কি বসিব না?"

পলিন্ উত্তর করিল, "না,—বসিব না;—বসিবার আবশ্যক নাই, আমাদের কথোপকথন অতি অল্পক্ষণমধ্যে সমাপ্ত হইবে। তুমি যাহা বলিবে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে পারিব না, আমি এখনও ততদূর ক্লান্ত হই নাই।"

কুমারীর ধর্ম্মবলের প্রাবল্য-দর্শনে যুবরাজ ক্ষণেক লজ্জিত, সঙ্কুচিত ও ভীত হইলেন; পরক্ষণেই বলিলেন, "আচ্ছা, যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাই হউক,

বসিবার আবশ্যক নাই। অক্টেভিয়ার প্রতি আমি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, যেরূপ নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছি, তাহা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, পুনরায় তাহা স্বীকার করিতেছি, তোমার পিতার পীয়ার উপাধিতে তুমি তুষ্ট হও নাই, আচ্ছা, কি হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও বল? আমি রাজপুত্র, ব্রিটিস রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, তোমাকে তুষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত নহে। আরো এক কথা,—লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তোমার পিতা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অক্টেভিয়া তাঁহার কন্যা, পিতার সহিত কন্যার নিকট সম্বন্ধ, তোমার সহিত তত নয়, তুমি কেবল ভগ্নী মাত্র।"

ঘৃণায় কুমারী পলিনের গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, কণ্ঠ-গ্রীবাও লাল হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ বক্র করিয়া বলিল, "বিলক্ষণ প্রহেলিকা!"

কুমারীর প্রাণে আঘাত লাগিবে, ইহা ভাবিয়াই লম্পট রাজকুমার নিজের অনুকূলে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন, এখন সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, তোমার কর্ণে প্রহেলিকা বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমাজের চক্ষে ও আইনের চক্ষে সেরূপ বোধ হইবে না। কন্যার ভাল-মন্দের জন্য পিতাই মধ্যস্থ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যাহা হউক, ও সব কথা এখন ছাড়িয়া দেও, নূতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। একটা ছল করিয়া তোমাকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

কথা শুনিয়া কুমারীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, এত অধিক রাত্রে একটা অপরিচিত স্থানে এক জন লম্পটের হাতে পড়িয়াছে, ব্যাপার বড় সহজ নহে। ক্ষণেকের মধ্যে একটু ঠাণ্ডা হইয়া, সাহস অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্! আমি জানি, সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতেই তুমি পটু, কিন্তু তাহা বলিয়া এই কুলকন্যার প্রতি কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টা যদি তুমি কর, নিশ্চয়ই সে চেষ্টা বিফল হইবে।"

দুর্জ্জয় রিপু-প্রভাবে প্রিন্স যেন পাগল হইয়া উঠিলেন, উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে পলিন্! সত্যকথা বলিতে কি, থিয়েটারে তোমার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার প্রেমে আমি মাতোয়ারা হইয়াছি, মুখখানি তখন ঢাকা ছিল, বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই তোমাতে আমার মন মজিয়াছে; এখন তুমি মুখোস খুলিয়াছ, তোমার মুখের লাবণ্য-জ্যোতি আমার নয়ন-মন উজ্জ্বল করিতেছে, এখন আমি চিনিয়াছি, তুমি সেই অক্টেভিয়ার প্রিয় ভগিনী পলিন্ ক্লারেণ্ডন। অবশ্যই আমি তোমার প্রেমরস আস্বাদন করিব!"

মহা রোষে কুমারীর বদনমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল, কুমারী সক্রোধে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার ঐরূপ সম্ভাষণ?"

সপ্রেম-দৃষ্টিতে কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কামাতুর প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ পলিন্! তোমারই সহিত আমার ঐরূপ সম্ভাষণ। কোন কথা গোপন না করিয়া প্রকৃত মনের কথা বলিতেছি, তোমার রূপমাধুরী আমাকে পাগল করিয়াছে ; আমি তোমাকে প্রেমালিঙ্গন করিব, শেষে যাহা ঘটে ঘটিবে, এখন আমি তোমাকে ছাড়িব না।".

এইবার পলিনের যথার্থ ভীতিসঞ্চার হইল, গর্জ্জন করিয়া সে বলিল, "নরাধম! এতদূর আস্পর্দ্ধা!—তুমি—" এই কথা বলিয়া কুমারী দ্বারের দিকে ছুটিল।

"পাখী উড়িয়া যাইবে! আমার সম্মুখ হইতে সহজে পলাইতে পারিবে না!" উন্মত্তপ্রায় লম্পট রাজকুমার বিজয়ব্যঞ্জক-স্বরে এইরূপ উক্তি করিলেন। কুমারী পলিন্ দ্বার খুলিবার জন্য বিস্তর টানাটানি করিল, বিফল চেষ্টা, খুলিতে পারিল না ; বাহির দিকে চাবী বন্ধ। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সগৌরবে ডাকিলেন, "পলিন্! পলিন্! কাছে আইস, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার বিবেচনাশক্তি বেশ, যাহা আমি বলি, ক্ষণেক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহা শ্রবণ কর।"

জয়লাভে কৃতনিশ্চয় পুরুষ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া থাকে খেলায় বাজীমাত নিশ্চয় জানিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সেইরূপ গম্ভীরভাবে ঘরের চিম্‌নী ঠেস দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সে বিপদে যেরূপ সাহস অবলম্বন করা উচিত, সেইরূপ সাহসে বুক বাঁধিয়া কুমারী পলিন্ দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া ধীরে ধীরে প্রিন্সের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী। মনে বিশ্বাস নাই, কিন্তু বাহিরে দেখাইল যেন পূর্ণ-বিশ্বাস। অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কুমারী ধীরে ধীরে বলিল, "শুনিব তোমার কথা? আচ্ছা, শুনিব, কিন্তু কি তুমি বলিবে, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

প্রিন্স বলিলেন, "শোনো তবে। যতক্ষণ তুমি থিয়েটারের মধ্যে ছিলে, সেখানে যাহা যাহা করিয়াছ দূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই আমি দেখিয়াছি, সেই নীল-পোষাকী লোকটিকে তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, তাহাও আমি বুঝিয়াছি; তুমি পুষ্প-কুমারী সাজিয়াছিলে, বাস্তবিক তুমি কে, তাহা তখন আমি জানিতে পারি নাই ; এখন দেখিতেছি, তুমি কুমারী পলিন্। থিয়েটারে তোমার চাল-চলন দেখিয়া আমি আরো বুঝিয়াছিলাম, তুমি কোন অবিশ্বাসী নায়কের অনুসন্ধানে আছ। তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রত্যয় হইতেছে, আমার অনুমানটা ঠিক। আমার ধারণা হইয়াছিল, তোমার সেই অবিশ্বাসী নায়ক নীলপোষাকধারী অবশ্যই আমাদের যুবা লর্ড ফ্লোরিমেল।"

পলিনের চক্ষে জল আসিল, উন্নত স্তনদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "ও কথা তুলিয়া কেন তুমি আমার যন্ত্রণা বাড়াইতেছ?"

প্রিন্স বলিলেন, "প্রিয়তমে! পলিন্! আমি বলিতে ছিলাম যে—"

বাধা দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-স্বরে পলিন্ বলিল, "যুবরাজ! তুমি আমাকে এই অবস্থায় পাইয়া ওরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভাষণ করিও না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া প্রিন্স বলিলেন, "তোমার পিতা এখন পীয়ার হইয়াছেন, আমি তোমাকে অনারেবল মিস্ পলিন্ ক্লারেণ্ডন বলিয়া সম্বোধন করিব।"

অধীরা হইয়া পলিন্ বলিল, "বল বল, শীঘ্র বল, আর তোমার কি বলিবার আছে, শীঘ্র বল! তুমি আমাকে যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইবে বলিয়াছিলে, সে যুক্তির কোন কথাই ত এখনও বল নাই। শীঘ্র বল, আমি এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছি।"

প্রিন্স বলিলেন, "তাই তো আমি বলিতেছিলাম, আরম্ভেই তুমি বাধা দিয়াছিলে। আমি বলিতেছিলাম, লর্ড ফ্লোরিমেল তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইয়াছে, তোমার উপর অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, অধিকন্তু তোমার চক্ষের সম্মুখে অপর একটা স্ত্রীলোককে লইয়া গেল। তোমার তুল্য তেজস্বিনী সুন্দরী যুবতী তেমন বিশ্বাসঘাতকের বশীভূতা হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। তুমি এখন কিরূপে সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ দিতে চাও?—বুঝিয়াছ? না যদি বুঝিয়া থাকো, আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। তুমি আমার উপপত্নী হও, আমার আশ্রয়ে বাস কর, আমি তোমার অভিভাবক হই। তুমি যখন বড় বড় গাড়ী চড়িয়া রাস্তা দিয়া যাইবে, অপেরা হাউসের উচ্চ আসনে মনোহর-বেশে শোভা পাইবে, তখন তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল মনের আগুনে দগ্ধ হইতে থাকিবে, তুমিও তখন ঘৃণার কটাক্ষে তাহার শুষ্কমুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে।··বুঝিয়াছ?"

মহাক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে পলিন্ বলিল, "পাপিষ্ঠ! আমার প্রতি ঐরূপ উক্তি? যাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া সতীত্ব-ধন অপহরণ করিয়াছ, শেষকালে পাগলিনী করিয়া ছাড়িয়াছ, তাহার সর্ব্বনাশে তোমার অভিলাষ? ওঃ! প্রথমে যখন তুমি ঐ ঘৃণিত প্রস্তাব করিতে আরম্ভ করিতেছিলে, সেই সময় আমি যদি বাধা না দিতাম, তখন যদি ঐ পাপ কথা শুনিতাম, তাহা হইলে তখনই আমার ক্রোধানলে তোমাকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতে হইত। হা পরমেশ্বর! এই নরাধম লোক ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজা হইয়া কোটি কোটি প্রজার উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা কি সম্ভব?—ইহা কি সম্ভব?"

সদম্ভে রাজপুত্র বলিলেন, "হাঁ, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি ইংলণ্ডের রাজা হইব, ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জকে দাস করিবার জন্য—তোমাকে দাসী করিবার জন্য পৃথিবীতে আমার জন্ম হইয়াছে। যাহা আমি বলিয়াছি, তাহার একটুও

মিথ্যা হইবে না, অবশ্যই তোমাকে আমার বাসনার দাসী হইতে হইবে,—হইবেই হইবে। অক্টেভিয়ার কথা,—সে তুচ্ছ কথা আর তুলিও না, তাহার ধর্ম্মনাশের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমার পিতা আশাধিক পুরস্কার পাইয়াছেন,—লর্ড হইয়াছেন। কুমারী পলিন্! আরো শোনো, এই পলিনের ধর্ম্মনাশের ক্ষতিপূরণে পলিনের পিতা আবার আরল উপাধি পাইবেন।"

অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া অবজ্ঞাস্বরে উচ্চকণ্ঠে পলিন্ বলিল,"ওঃ! দেখিতেছি, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপেই ভণ্ডামীর মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছ,নিজ মুখেই পরিচয় দিতেছ, তুমি একজন ভয়ঙ্কর দস্যু—নারকী! দুরাত্মা! তুমি নিশ্চয় জানিও, কিছুতেই আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না; যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে,ধর্ম্মরক্ষার জন্য ততক্ষণ আমি যুদ্ধ করিব। যদি তুমি আমার উপর বলপ্রকাশের চেষ্টা পাও, তাহা হইলে আমি চীৎকার করিয়া এ বাড়ীর সমস্ত লোককে জাগাইব, আমার চীৎকারে প্রতিবাসী লোকেরাও জাগিয়া উঠিবে; গবাক্ষ হইতে লাফাইয়া আমি—"

সতেজে এই সকল কথা বলিতে বলিতে হতাশে কুমারী যেন পাগলিনীর মত লম্ফে লম্ফে গবাক্ষের নিকটে ছুটিয়া গেল, চঞ্চল-হস্তে গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিল, অর্গল মুক্ত করিবার উপক্রম। ওঃ! লৌহ-গরাদের সঙ্গে অর্গলটা চাবী বন্ধ করা; প্রকাণ্ড চাবীতালা।

চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া নৈরাশ্যে অনাথিনী তখন অধিকতর ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিল না; ধীরে ধীরে গবাক্ষে নিকট হইতে হটিয়া আসিয়া গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রিন্স অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন, সে হাস্যে কতকটা বিজয়-গৌরব, কতকটা বিদ্রূপ সুপ্রকাশ। সেই হাস্যধ্বনি অনাথিনীর কর্ণে গেল, সে তখন ভাবিল, আর উপায় নাই। এইবার আমার সর্ব্বনাশ হইল।

প্রিন্স তখন অগ্নিকুণ্ডের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, কুমারী যখন গবাক্ষের নিকটে ছুটিয়া যায়, তখন তিনি তাহাকে ধরেনও নাই, বাধাও দেন নাই; কুমারী যখন ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সকৌতুকে বলিলেন, "প্রিয়তমা কুমারী! এ ঘরে কোন দিকে পলাইবার পথ নাই;—না—না, পলাইতে পারিবে না। পূর্ব্ব হইতেই আমি আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিয়াছি। তোমার মত অবাধ্য তেজস্বিনী গর্ব্বিতা স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, তথাপি আমি বিশেষ সাবধান হইয়াছি। তুমি এইখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি এখানে পৌঁছিয়াছি। থিয়েটারের পথে যখন আমি দেখিলাম, তুমি নিরাপদে ঠিকা-গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, আমার বিশ্বাসী ভৃত্য জার্ম্মেন্ কোচবাক্সে বসিল, তখনই আমি দ্রুতগামী শকট

হাঁকাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; আসিয়াই আবশ্যকমত নিরাপদের বন্দোবস্ত করিয়াছি। পলিন্! তুমি জানাইতে চাও, তুমি সতী, তুমি ধর্ম্ম-শীলা, মূর্ত্তিমতী তেজস্বিতা! ওঃ! আজ আমি তোমাকে সতীপনা শিখাইব!"

কাতর-কণ্ঠে পলিন্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! তখনি আমি ভাবিয়াছিলাম, সেই লোকটার মুখ আমার চেনা! হে পরমেশ্বর! দয়া কর! অত্যাচারী লোকগুলার পরাক্রম হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর! পদে পদে ইহারা জয়লাভ করিতেছে!"

গৌরব করিয়া করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "প্রিয়তমে পলিন্! তুমি যতই চেঁচাইবে, যতই মিনতি করিবে, যতই প্রতিবন্ধকতা দেখাইবে, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। আমি বলিতেছি, ইচ্ছা পূর্ব্বক বশীভূত হইয়া আমাকে প্রেমালিঙ্গন দান কর, আমার কোলে আইস। তোমার ভাগ্যে সুখ আছে, আমার বশীভূত হইয়া প্রেমানন্দের অধিকারিণী হও।"

নৈরাশ্য প্রবল হইল। ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে অস্পষ্ট-স্বরে অভাগিনী বলিতে লাগিল, "উঃ! কি ভয়ানক! এ কি! কেহ কি আমার সাহায্য করিতে আসিবে না? আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছি, এই ঘরের দেয়ালগুলা কি সে চীৎকার কাহাকেও শুনিতে দিবে না?"

আহ্লাদে দুষ্ট হাসি হাসিয়া প্রিন্স বলিলেন, "পলিন্! তুমি পাগল,—নিশ্চয়ই পাগল! এ বাড়ীতে সাহায্য পাইবার আশা করিতেছ! মিসেস্ ব্রেসের দাতব্য-নিকেতনে তুমি আসিবে, এমন ইচ্ছা কি তোমার—"

জানু পাতিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভাগিনী পলিন্ প্রতিধ্বনি করিল, "মিসেস্ ব্রেস্! হে পরমেশ্বর! দাসীর প্রতি দয়া কর!"—ঐ নামটা শুনিবামাত্র তাহার মনে হইল, এই বাড়ীতেই তাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এই সময় তাহার অন্তরে যে কি ভয়ানক যন্ত্রণার উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার সে সময়ের চীৎকার এত উচ্চ হইল যে, অন্ধ-কারাগারের মোটা মোটা দেয়ালগুলাও বোধ হয় সে চীৎকারে বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

বাহু বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লম্পট রাজকুমার সেই পবিত্র কুমারীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "অবোধ পাগলিনি! চুম্বনে চুম্বনে আমি তোমার চীৎকারের পথ অবরোধ করিয়া দিব!"—এই বলিয়া সেই প্রেমোন্মত্ত লম্পট ঐ ভয়াতুরা কুমারীর সরস অধরোষ্ঠের সুধাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। কুমারী তখন যেন চেতনাশূন্য হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় লম্পটের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠিকা-গাড়ী ও ঘরের গাড়ী

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌কে আর কুমারী পলিনকে ঐখানে ঐ অবস্থায় রাখিয়া আমরা আর একবার কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারে চলিলাম।

নাটারঙ্গের দৃশ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া সার্কেসী দাসীর সহিত লর্ড মণ্টগোমারী একটা বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সেখানকার সুবাতাসে সুস্থ হইয়া সচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

ইতিপূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকটির অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল, বাতাসে শরীর শীতল হইল; আর কোনরূপ পানীয় প্রয়োজন হইল না। হাত-ধরাধরি করিয়া উভয়ে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। ফ্যান্সি পোষাকে এই স্ত্রীলোকের বড় শোভা হইয়াছিল, সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় তাহার উপর বহু লোকের নজর পড়িয়াছিল, কাহারো কাহারো অঙ্গে অঙ্গ ঠেকিয়াছিল, স্ত্রীলোক তাহাতে বড় সঙ্কুচিতা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিতে আরম্ভ করিল। তাদৃশী সুন্দরী রমণীকে সঙ্গিনী পাইয়াছেন, সেই আহ্লাদে লর্ড মণ্টগোমারী বুক ফুলাইয়া চলিতেছিলেন।

মৃদুস্বরে মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! রাস্তায় কি তোমার গাড়ী আছে?"

কোমল-স্বরে রমণী উত্তর করিল, "এখানে নাই, এখন একখানা ঠিকা-গাড়ী ভাড়া করিতে হইবে।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। বড় শীত, তোমার কি লবেদা সঙ্গে নাই?"

সার্কেসী বলিল, "ওঃ! সিঁড়ির চাতালের উপর যে স্ত্রীলোক সকলের লবেদা রাখে, তাহার কাছে রাখিয়াছিলাম, আসিবার সময় ভুলিয়া আসিয়াছি, আমার কাছে টিকিট আছে।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "আচ্ছা, এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও, শীঘ্রই আমি সেটা লইয়া আসিতেছি।"—এই বলিয়া টিকিটখানি লইয়া তিনি পুনর্ব্বার উপরে উঠিয়া গেলেন।

এই সময় কৃষ্ণবর্ণ উর্দ্দীপরা একজন দীর্ঘাকার ফুটম্যান সার্কেসীর নিকটে আসিয়া দস্তুরমত সেলাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী কি এইখানে আনিব?"

উত্তর হইল, "না,—এখন নয়,—তোমরা আমার জন্য গ্রেট্ রসেল ষ্ট্রীটে ব্রিটিস জাদুঘরের নিকটে অপেক্ষা করিও। আমি একাকিনী যাইব না, আমার সঙ্গে লোক থাকিবে, ঠিকা-গাড়ী করিয়া আমরা সেই পর্য্যন্ত যাইব. গাড়ীখানার দিকে একটু নজর রাখিও। সাবধান!"

রঙ্গিণী যাহা বলিল, "ফুটম্যান তাহা বেশ বুঝিয়া, টুপী স্পর্শ করিয়া সেলাম দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লবেদা লইয়া লর্ড মণ্টগোমারী ফিরিয়া আসিলেন, লবেদা রঙ্গিণীর স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিলেন। রঙ্গিণী বলিয়াছিল, লবেদাটা ভুলিয়া আসিয়াছি, সেটা কেবল ছলনা মাত্র। ফুটম্যান আসিতেছিল দেখিতে পাইয়া লর্ডের অসাক্ষাতে তাহাকে গাড়ীর কথা বলিয়া দিবে, সেই মতলবে ঐ ছল।

অঙ্গে লবেদা জড়াইয়া লর্ড মণ্টগোমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশধারিণী রঙ্গিণী দ্রুতপদে থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া একখানা ঠিকা-গাড়ী ডাকিয়া উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিল।

লর্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক শকটবাহক জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ঠিকানায় যাব ?"

লেডী উত্তর করিল, "ব্লুম্ বেরী গেট্ রসেল ষ্ট্রীট্ জাদুঘরের সম্মুখে।"—গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

রঙ্গিণীর করধারণ পূর্ব্বক সানুরাগে মর্দ্দন করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "সুন্দরি! এত দিনের পর তুমি আমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিয়াছ, এ জন্য কি বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিব, ভাবিয়া পাই না, কৃতজ্ঞতা জানাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী ছিল, কিন্তু থিয়েটারের মধ্যে অবসর পাই নাই। ওঃ! সেই রাত্রে সেই চারি ঘণ্টা কাল তোমার কোমল আলিঙ্গনে যে স্বর্গসুখ আমি উপভোগ করিয়াছি, এ জীবনে তাহা ভুলিব না; থিয়েটারে যে বিমল আনন্দ তুমি আমাকে বিতরণ করিয়াছ, তাহাতে আমার প্রাণ মন পুলকিত হইয়াছে; এখন আবার সেই সুখধামে তুমি আমাকে লইয়া যাইতেছ, ইহা যেন আমার স্বপ্নসুখ বোধ হইতেছে! কি আনন্দ! কি আনন্দ!"—কথাগুলি তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই এক সংশয় উপস্থিত হইল;—অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না হয়, পাছে নিরাশ হইতে হয়, এই ভাবিয়া মনের ভিতর মালিন্য জন্মিল।

প্রেমপিপাসু ছদ্ম লর্ড এই ভাবে অনেক কথা কহিলেন, শেষে তাঁহার মনে হইল, এই প্রতারণা যখন প্রকাশ পাইবে, তখন কি ঘটিবে? এই চতুরা স্ত্রীলোক লর্ড ল্লোভিসেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য থিয়েটারে গিয়াছিল,

ফ্লোরিমেলের বদলে আমি, ইহা যখন জানিবে, তখন কি করিবে? ঠিকা-গাড়ীখানা গ্রেট্ রসেল ষ্ট্রীটে যাইতেছে, সেখান হইতে রঙ্গিণী নিশ্চয়ই অন্য গাড়ী লইবে, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইবে। এই রমণী সকল বিষয়েই সতর্ক, ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীর বন্দোবস্ত, অবশ্যই এটা সাবধানতার অঙ্গ, কিন্তু ইহার যেরূপ প্রেমলালসা দেখিতেছি, তাহাতে অন্য ঠিকানায় পৌঁছিবার অগ্রে আমি যদি ইহার কাছে সত্যকথা বলি, ফ্লোরিমেলের বদলে আমি এইরূপ সাজিয়া আসিয়াছি, এ রহস্য যদি ভাঙ্গিয়া দিই, তাহা হইলেও বোধ হয়, আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে না। এইরূপ তিনি ভাবিলেন।

লর্ড মণ্টগোমারীর ভাগ্য ভাল, রঙ্গিণী প্রথমে ঠিকাগাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তাহা না করিয়া সে যদি প্রথমেই মণ্টগোমারীকে লইয়া নিজের গাড়ীতে উঠিত, গাড়ীতে উঠিয়াই যদি মুখোস খুলিয়া ফেলিত, মণ্টগোমারীও যদি সাটিনের মুখোসটা খুলিয়া ফেলিতেন, আদরে চুম্বন করিবার সময় তাঁহার মুখের গোঁপ-দাড়ী দেখিয়া চতুরা অবশ্যই অমনি বুঝিত, লর্ড ফ্লোরিমেল নয়, জুয়াচুরী প্রকাশ হইয়া পড়িত, রঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ ঐ জুয়াচোরকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার হুকুম দিত, বাধ্য হইয়া মণ্টগোমারীকে অবশ্যই সে হুকুম তামিল করিতে হইত।

দশ মিনিটের মধ্যেই ঠিকা-গাড়ীখানা এক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল, গাড়ীর ভিতর হইতে মণ্টগোমারী শুনিতে পাইলেন, বাহিরে কে একজন আসিয়া গাড়োয়ানকে বলিতেছে, "তোমাকে নামিতে হইবে না, আমি এই দরজা খুলিয়া দিতেছি, তোমার ভাড়া তুমি লও।"

এক সুদীর্ঘাকার লোক আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল, তাহার গাত্রে দীর্ঘ একটা কোর্ত্তা; যে সময়ের কথা, সে সময়ে বড়লোকের ফুটম্যানেরা ঐ রকম কোর্ত্তা পরিধান করিত; মাথার টুপীটা মুখের আধখানা পর্য্যন্ত ঢাকিয়াছে। লর্ড ফ্লোরিমেলের মুখে লর্ড মণ্টগোমারী যে সুদীর্ঘ ফুটম্যানের চেহারার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, এই সেই।

গাড়ীর দরজা খোলা হইবামাত্র সার্কেসী রঙ্গিণী শীঘ্র শীঘ্র নামিল, লর্ড মণ্টগোমারী তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামিলেন। রাস্তায় পাদস্পর্শ হইবামাত্র তিনি একবার চকিতনেত্রে এধার ওধার দেখিয়া লইলেন;—দেখিলেন, জাদুঘরের ফটকের সম্মুখে অন্ধকারের ভিতর একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াই তিনি তাঁহার পোষাকের অগ্রভাগটা টানিয়া মুখোসটা ঢাকা দিয়া ফেলিলেন, অন্ধকারেই তিনি দণ্ডায়মান। শকট-চক্রের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, ঠিকা-গাড়ীখানা চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি ক্লান্তগমনভঙ্গীতে ফটকের দিকে

চলিলেন; যেখানে পূর্ব্বকথিত গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

লর্ড ফ্লোরিমেলের গল্পটা আবার তাঁহার মনে পড়িল। যে বলবান্ হস্ত ফ্লোরিমেলকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল, এই সময় সেই বলবান্ হস্ত দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হইলেন, লোকটা তাঁহাকে গাড়ীর ভিতরে তুলিয়া দিল।

সার্কেসী লেডী ইত্যগ্রেই গাড়ীতে উঠিয়াছিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ হইবামাত্র সে সাগ্রহে লর্ডের হস্ত ধারণ করিল।

দ্রুতবেগে গাড়ী চলিল, সার্কেসী রঙ্গিণী মধুরস্বরে বলিল, "প্রিয়তম গেব্রিল! আইস, আমরা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে প্রেমালাপ করি।" এই কথা বলিয়াই মণ্টগোমারীর মুখের মুখোসটা খুলিয়া ফেলিয়া জ্বলন্ত অনুরাগে তাঁহাকে চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রমণীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া গুন্ গুন্ স্বরে লর্ড মণ্টোগোমারী বলিলেন, "প্রিয়তমে! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর!"

শশব্যস্তে আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, সম্মুখের আসনে হেলিয়া পড়িয়া, সবিস্ময়ে চীৎকারস্বরে রঙ্গিণী বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! এ কি! কে তুমি?"

শকটমধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া লর্ড মণ্টগোমারী সেই রমণীর করধারণ পূর্ব্বক ওষ্ঠের নিকট লইয়া গিয়া অঙ্গুলী চুম্বন করিলেন। রমণীর চৈতন্য ছিল, কিন্তু হাতখানি একটুও কাঁপিল না, আতঙ্কে ও নৈরাশ্যে এককালে হতবুদ্ধি। গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, নিকটে কেহই নাই, ভাবিল নিরুপায়।

ছদ্মবেশী লর্ড এখন আর কণ্ঠস্বরের বিকৃতি রাখিলেন না, স্বাভাবিক পৌরুষকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! অর্চ্চনীয়া সুন্দরি! আমাকে ক্ষমা কর! সত্যই লর্ড ফ্লোরিমেল তোমার পদতলে নয়, তৎপরিবর্ত্তে আমি আসিয়াছি; আমি তোমার অনুগ্রহভিখারী, আমার প্রতি দয়া কর! আমি এক জন মানী লোক; অহঙ্কার করিতেছি, এমন ভাবিও না; ফ্লোরিমেল অপেক্ষা আমার পদমর্য্যাদা অনেক উচ্চ। সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যদি সন্দেহ হয়, সে সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য ধর্ম্মত তুমি আমাকে যে অঙ্গীকার করিতে বলিবে, সেই অঙ্গীকারে আমি বদ্ধ থাকিব। আমি তোমার আজ্ঞাবহ। মানুষের যত দূর সাধ্য, তত দূর কৃতজ্ঞ হইয়া আমি সত্য পালন করিব।"

লর্ড মণ্টগোমারী এইরূপে মিনতি করিতে করিতে লেডীর দিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন, অঙ্গে অঙ্গ-স্পর্শ হইল, বাম-হস্ত দ্বারা তিনি সেই সুন্দরীর কটিদেশ বেষ্টন করিলেন, মুখের নিকটে মুখ লইয়া গেলেন, ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন।

চুম্বন হইয়া গেল, লেডী কিয়ৎক্ষণ যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য; পরক্ষণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সজোরে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল; ভয়ানক প্রতারণা হইয়াছে জানিতে পারিয়া কঠোর-গর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

পুনর্ব্বার মিনতি-বচনে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ-স্বরে মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "লর্ড ফ্লোরিমেলের বন্ধু আমি; থিয়েটারের টিকিট আর এই নীল পোষাক যখন তাঁহার নিকটে পৌঁছে, আমি তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলাম, তিনি বলিলেন, 'কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডনের প্রণয়-লোভে তাহাকে বিবাহ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অতএব থিয়েটারের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন না। থিয়েটারে আসিবেন না, টিকিটখানা তিনি জ্বালাইয়া দিলেন, পোষাকটাও জ্বালাইয়া দিবার হুকুম দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটা গল্প তুলিলেন, ১৫ মাস পূর্ব্বের আশ্চর্য্য প্রণয়ঘটিত অদ্ভুত রহস্য। সে গল্প শুনিয়া সেই সুখসম্ভোগ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইল, কৌশলে পোষাকটা হস্তগত করিয়া ফ্লোরিমেল সাজিয়া থিয়েটারে আসিতে আমার আশা বলবতী হইয়া উঠিল।"

গম্ভীরস্বরে লেডী বলিল, "তবে কি লর্ড ফ্লোরিমেল নিজেই তোমাকে এইরূপ প্রতারণা করিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন?"

মণ্টগোমারী উত্তর করিলেন, "ফ্লোরিমেল এ বিষয়ের কিছুই জানেন না, কখন জানিতেও পারিবেন না। তাঁহার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব, অবিচ্ছেদে চিরদিন তাহা সমভাবেই থাকিবে। এখন আসল কথা এই যে, তাঁহার মুখে তোমার গল্প শুনিয়া তখনই আমার প্রেমানল জ্বলিয়াছিল, নাট্যরঙ্গে আমি তোমার মুখ দেখিতে পাই নাই, তথাপি অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে সেই অনল আরও অধিক তেজে জ্বলিয়াছে, আমি তোমার প্রেমে পাগল হইয়াছি। পরমেশ্বরের নামে আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, রাজমুকুট ধারণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইবার আশা পাইলেও আমি তোমার অণুমাত্রও অনিষ্ট করিব না, বাস্তবিক তোমার কৃপায় তোমার দুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইতে না পারিলে আমার জীবন-সংশয় হইবে।"

লর্ড মণ্টগোমারী এই দীর্ঘ বক্তৃতা যখন আরম্ভ করেন, সেই সময় সার্কেসী সুন্দরী এত দূর তফাতে সরিয়া বসিয়াছিল যে, উভয়ের বসন বসনও ঘর্ষণ হয় নাই। গাড়ীর ভিতর অন্ধকার, কাহার মুখের কিরূপ ভাব, উভয়ের মধ্যে কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। মণ্টগোমারী কিন্তু পুনঃ পুনঃ মিনতি করিতে করিতে আবার তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে রমণী একখানি হস্ত বিস্তার করিল, মণ্টগোমারী সেই হাতখানি ধরিয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিলেন।

উভয়েরই হস্ত বিকম্পিত। রমণী ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া প্রমত্ত নায়ককে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিল, নায়কের মুখের কাছে তাহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। ললাটে ললাটে সজ্ঘর্ষণ।

মণ্টগোমারী এই সময় একটু ভয়ে ভয়ে সুন্দরীকে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন, সুন্দরীর মস্তকটি তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। অতি ধীরে ধীরে একটু কম্পিতকণ্ঠে সুন্দরী বলিল, "হুঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম—তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

মণ্টগোমারীর হৃদয় বিজয়ানন্দ-প্রবাহে পরিপ্লুত। সুন্দরীর কণ্ঠ হইতেও অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি বিনির্গত। ঘন ঘন প্রেম-চুম্বন। উভয়ের বক্ষে বক্ষে সম্মিলন। সুন্দরীর স্তনযুগলে ঘন ঘন কম্পন।

সহসা সুন্দরীর কিঞ্চিৎ উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, আলিঙ্গনপাশ-মুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, এখনও ত তুমি তোমার পরিচয় দেও নাই? বল, কে তুমি?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "ভুলিয়া গিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখি নাই। তোমার মনে হইতে পারিবে, পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, লর্ড ফ্লোরিমেল অপেক্ষা আমার পদমর্য্যাদা অনেক উচ্চ।"

আর কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া রসিকা রমণী চঞ্চল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তোমার নাম কি?"

উত্তর হইল,—"আরল মণ্টগোমারী।"

নামটি প্রকাশ করিয়াই মণ্টগোমারী অনুমান করিলেন, রমণী হয় ত কাঁপিল; রমণী কিন্তু অঙ্গ-সঞ্চালন করিল না, একবারমাত্র ঘাগ্‌রার খস্‌খস্‌ শব্দ হইয়াছিল, তাহাতেই ঐরূপ অনুমান। আবার তিনি ভাবিলেন, নাম প্রকাশ করাটা হয় ত ভাল হয় নাই, রমণী কি করিবে, তাহাই হয় ত ভাবিতেছে। দেখা যাউক, ভাবিয়া কি স্থির করে। তিনি আরো ভাবিলেন, রমণী হয় ত আমার মান-সম্ভ্রমের বিষয় অবগত আছে, কিন্তু আমি লম্পট, আমার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, ইহাও হয় ত শুনিয়াছে, অথবা আমি হয় ত ইহাকে চিনিতে পারিব, অনেক রমণীর সঙ্গে আমার আলাপ, কোথাও ইহাকে দেখিয়াছি কি না, ইহাই হয় ত ভাবিতেছে; আমি কিন্তু বাস্তবিক এরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অনুরূপ স্ত্রীলোক কোথাও দেখিয়াছি, এমন মনে হয় না, বুঝি আমার এই নিশাভ্রমণ বিফল হইয়া যায়! রমণী কি ভাবিতেছে, কি কারণ নির্ব্বাক্, তাহাও ত কিছু বুঝিতেছি না।

যতক্ষণ তিনি ঐরূপ ভাবিলেন, রমণী ততক্ষণ সমভাবে নিস্তব্ধ,—নিশ্চলা; যেন কোন গভীর চিন্তার নিমগ্না।

অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া রঙ্গিণী বলিল, "ওঃ! তবে তুমি ইউজিন মণ্টগোমারী?—ওঃ! আমি শুনিয়াছি, তুমি হিতাহিতবিবেচনাশূন্য, সর্ব্বদা তোমার চিত্তের স্থিরতা থাকে না। তাহা হউক্, কিন্তু তুমি রূপবান্। আজ রাত্রে তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়াছ, সে অপরাধ আমি ক্ষমা করিয়াছি। তোমাতে আমাতে এখন প্রণয় হইবে, উভয়েই আমরা সুখী হইব; এ কথা স্পষ্টই বলিতেছি। ফ্লোরিমেলকে আমি ভুলিয়া গিয়াছি; এক রাত্রে ক্ষণেকের জন্য তাহার সহিত আমি প্রণয়-সুখভোগ করিয়াছিলাম, তাহা আর মনে করিব না। ইউজিন! প্রাণের কথা তোমাকে বলিলাম, এখন কেবল আর দুইটি কথা,—প্রথম, লর্ড ফ্লোরিমেল যেন এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে না পারে; দ্বিতীয়, পঞ্চদশ মাস পূর্ব্বে যেরূপ সাবধানে যেরূপ গুপ্তভাবে ফ্লোরিমেলকে আমি বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম, তোমাকেও আজ সেইরূপে লইয়া যাইব।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "শপথ করিতেছি ফ্লোরিমেলকে আমি কিছুই বলিব না। তোমাকেও একটি অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফ্লোরিমেলের সহিত আমার বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকা চাই;—তোমার সহিত আমার এইরূপ ব্যবহার এবং ফ্লোরিমেলের মুখে গল্প শুনিয়া তোমার লোভে আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম, এ কথা তুমি কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না; কোন সূত্রে যদি ইহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ফ্লোরিমেলের বন্ধুত্ব হারাইব।"

রমণী বলিল, "আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার মুখে কোন গুহ্য-কথা প্রকাশ হইবে না।" এই বলিয়া যুগল হস্তে মণ্টগোমারীকে আলিঙ্গন করিল, মণ্টগোমারীও তাহাকে প্রেমাদরে চুম্বন করিলেন।

অবিলম্বেই গাড়ীখানা থামিল, রমণী তৎক্ষণাৎ একখানা রেশমী রুমালে মণ্টগোমারীর চক্ষু বাঁধিয়া দিল।

গাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত হইল, রমণী নামিল, হাত ধরিয়া মণ্টগোমারীকে নামাইল, বাড়ীর ফটক পার হইল, ফটক বন্ধ হইয়া গেল, তাহারা দ্বারের নিকট পৌঁছিল। রমণী সেইখানে মণ্টগোমারীর হাত ছাড়িয়া দিল। দ্বারে চাবীখোলার শব্দ হইল, উভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রমণী স্বয়ং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, তাহার পর আবার মণ্টগোমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া তুলিল। যে ঘরে তাহারা প্রবেশ করিল, সে ঘরের বায়ু উত্তপ্ত ও সুবাসিত।

লর্ড মণ্টগোমারী আর তাঁহার অজ্ঞাত মনোমোহিনী আপাততঃ সেই ঘরে রহিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

খুনী আসামী ও ফরিয়াদী।

একদিকে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আর কুমারী পলিন্ এক ঘরে অবস্থিত, অন্যদিকে লর্ড মণ্টগোমারী আর অজ্ঞাত সুন্দরী অন্যঘরে প্রবিষ্ট, সেই রাত্রে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত।

বিবি ব্রেস্ আপন বৈঠকখানায় বসিয়া নানাবিষয় চিন্তা করিতেছে, চিত্তকে প্রফুল্ল করিবার জন্য মাঝে মাঝে চুমুকে চুমুকে সুস্বাদু মদিরা পান করিতেছে, এমন সময় সহসা চঞ্চলগতিতে হ্যারিয়েট্ সেইখানে প্রবেশ করিল, তাহার মুখখানা তখন মরামানুষের মুখের মত রক্তশূন্য।

সহচরীর তাদৃশ ভাব দেখিয়া, চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া, পোষাক-ওয়ালী ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দোহাই পরমেশ্বর! ব্যাপার কি?"

আতঙ্কে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হ্যারিয়েট উত্তর করিল, "সেই ভয়ানক লোকটা—সে দিন প্রাতঃকালে যে লোকটা আসিয়াছিল, সেই লোকটা বোধ হয় কন্‌ষ্টেবল।"

পোষাকওয়ালীর মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার; দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া জড়িতস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে লোকটা কি চায়?"

হস্তে হস্ত পেষণ করিতে করিতে কম্পিত-কণ্ঠে হ্যারিয়েট্ বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর! আমরা এখন কি করিব?"

নৈরাশ্যের সময় যেরূপ সাহস আইসে, ক্ষণমাত্র সেইরূপ সাহস অবলম্বন করিয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "ওঃ! জানি, তাহাকে জানি, তাহার নাম মব্, সে খুব ঘুস খায়, আরো এক কথা, সে যদি একাকী আসিয়া থাকে, তবে তাহার মনে কোন কুমতলব নাই।"

মনিবের কথায় একটু ভরসা পাইয়া হ্যারিয়েট বলিল, "হাঁ, একাকী আসিয়াছে, ভালমানুষের মত কথা কহিতেছে, সে তোমার সহিত দেখা করিতে চায়।"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, "কোন ভয় নাই, এখনি তাহাকে লইয়া আইস।"

হ্যারিয়েট্ চলিয়া গেল। বিবি ব্রেস্ ভাবিতে বসিল। তাহার মনের ভিতর নিদারুণ আতঙ্ক। বোধ হইল যেন, বুকের ভিতর গুরুতর ভার, বক্ষে বেদনা,

পাকস্থলীতে স্পন্দন, সর্ব্বাঙ্গে কম্পন, মনে সাহস আনিবার চেষ্টা, মুখ প্রসন্ন করিবার চেষ্টা; কিন্তু মনে পাপ, চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে। শেষে কয়েকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, বুকের উপর হইতে বৃহৎ একটা বোঝা নামিয়া গেল, পাপিনীর প্রাণের ভিতর আতঙ্ক অথচ বাহিরে শান্তভাব দেখাইবার চেষ্টা; পিশাচী মনে মনে কত কি ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে দ্বারের দিকে চাহিল;—দেখিল,চৌকাঠের উপর মব্ দণ্ডায়মান।

লোকটাকে দেখিয়া বিবি ব্রেস্ হাড়ে হাড়ে কাঁপিল। যেরূপ কুটিল চক্ষে মব্ তাহার দিকে চাহিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা কম্পিত হইল। লোকটা বড় সহজ নয়। লণ্ডনের চৌদ্দ আনা বদ্‌মায়েস ইহার নামে কাঁপে। পরিচ্ছদ আধ-ময়লা, হাতে একগাছা খুব মোটা লাঠী, সঙ্গে একটা বিশ্রী কুকুর। দোষী লোকেরা মুখামুখী তাহার দিকে চাহিতে পারে না, পোষাকওয়ালীও ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না।

পোষাকওয়ালীর শরীরে ও মুখে চক্ষে দারুণ ভয়ের স্পষ্ট স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া মব্ মনে মনে বলিল, 'ঠিক! ফাঁসীরাঁড়ী ঠিক কথা বলিয়াছে! এই মাগীই খুন করিয়াছে!'

মনের ভিতর যাহা হইতে লাগিল, পাপীর মন তাহা বেশ জানিল; কথা না কহিলে দম আট্‌কাইয়া মরিবে, এইরূপ লক্ষণ জানিয়া বিবি ব্রেস্ একটু শান্তস্বরে মব্‌কে বলিল, "এসো মিষ্টার মব্! ঘরের ভিতর এসো! ঐ চেয়ারে বোসো।"

ঘরের ভিতর আসিয়া মব্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেমন আছেন?"—উত্তর শুনিবার অগ্রে কুকুরটাকে এক লাথি মারিয়া আদর করিয়া ডাকিল, "আয় চোয়া, আয়, এ দিকে আয়!" কুকুরও ঘরের ভিতর আসিল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, অগ্নিকুণ্ডের নিকটে একখানা চেয়ারে বসিয়া, মাথার টুপীটা কার্পেটের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, মব্ পুনর্ব্বার বলিল, "বড় শীত মেমসাব!"

পুলিসের লোক বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা কহিল দেখিয়া, একটু সাহস পাইয়া বিবি ব্রেস্ বলিল, "তবে কি শীত-নিবারণের জন্য তুমি কিছু ভাল রকমের গরম জিনিস খাইবে?"—এই কথা বলিয়াই টেবিলের উপর মদের বোতল সাজাইয়া দিল, সেই সময় থর থর করিয়া তাহার হাত কাঁপিল;—কেবল হাত নয়, মব্ দেখিল, পাপীয়সীর সর্ব্বশরীর কাঁপিল।

"ধন্যবাদ মেমসাব! আমি একটু ব্রাণ্ডী খাইব।"—বলিতে বলিতে মব্ একটা বড় গ্লাসে বেশী বেশী অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া ব্রাণ্ডী ঢালিল, তাহাতে

ততটা গরম জল মিশাইল, তাহার পর ময়লা অঙ্গুলী দ্বারা চিনির পাত্র হইতে এক থাবা চিনি লইয়া সেই সঙ্গে মিশাইয়া দিল।

বাতীর শীষ কাটিবার ছল করিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, পোষাকওয়ালী থামিয়া থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে মিষ্টার মব্! আজ রাত্রে কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ? গ্রম্‌লির কি কোন খবর পাইয়াছ?"—কণ্ঠকম্পন-বেগে ঐ সকল কথার কতকটা বুঝা গেল, কতকটা অস্পষ্ট।

কড়া মদ খাইবার সময় অনেক লোক যেমন হাই তুলিয়া থাকে, আমোদে সেইরূপ হাই তুলিয়া মব্ উত্তর করিল, "না মেমসাব, এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

পূর্ব্ববৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু উচ্চকণ্ঠে পাপিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে বোধ হয় কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছ?"

গ্লাসের সমস্ত মদ্য পান করিয়া মব্ উত্তর করিল, "হাঁ মেমসাব! সত্য-কথা বলিতে কি, কিছু কিছু সন্ধান পাইয়াছি।"

মবের মুখের দিকে চঞ্চল চক্ষু ফিরাইয়া অভ্যাসসিদ্ধ মোহন-স্বরে পোষাক-ওয়ালী বলিল, "আর একটু মদ খাইবে না কি? ঢাল, ঢাল, আর একটু খাও।"

পাপীয়সীর চাহনীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, ভাবগতিক বুঝিয়া মব বলিল, "ধন্যবাদ মেমসাব! আর একটু আমি খাইব, আমিই ঢালিয়া লইব।"

অন্তরের আতঙ্কে বিবি ব্রেস্ এই সময় আবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। মব্ পুনর্ব্বার বলিল, "আপনি আমাকে গ্রম্‌লির—বেচারা পিটার গ্রম্‌লির খবর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হাঁ, কিছু কিছু সন্ধান আমি পাইয়াছি, কিরূপে পাই-য়াছি,—পাইয়াছি কি কল্পনা করিয়াছি, তাহাও আমি বলিব।"

বুকে ভয়, মুখে ভরসা, এই ভাবে বিবি ব্রেস্ বলিল "আহা! বেচারার জন্য আমি বড়ই উদ্বিগ্ন আছি, তাহা তুমি বুঝিয়াছ, সেই জন্যই সন্ধানটার কথা আমাকে জানাইতে চাহিতেছ। কেমন, তাহাই নয়?—আচ্ছা, এখনি আমাকে সেই সন্ধানের কথাটা খুলিয়া বল; আর আমাকে সংশয়ে রাখিও না।"

অধিক সন্দেহে পোষাকওয়ালীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মব্ বলিল," ঠিক আমি বলিতে পারিব না; কিন্তু যতটুকু সত্য আমি জানিতে পারিয়াছি, এখনই তাহা বলিতে পারিব।"

পাপীয়সী একখানা চেয়ারের উপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল, বোধ হইল যেন, তাহার চৈতন্য-হরণ হইতেছে। আপন মনে সে উচ্চারণ করিল, "সত্য—"

সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিয়া মব্ বলিল, "সত্য এই যে, যাহা

জানিয়াছি. তাহাতে আমার সন্দেহ জন্মিবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে।"

"অ্যাঁ? সন্দেহ?"—অবরুদ্ধ-কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "সন্দেহ?"

বক্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া মব্ উত্তর করিল, "হাঁ মেমসাব! সন্দেহ—বড় গুরুতর সন্দেহ!"

রুদ্ধশ্বাসে পোষাকওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার উপর?"—এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর যেন তাহার মরণ-জীবন নির্ভর করিতেছে।

ভয়ঙ্কর-স্বরে মব্ উত্তর করিল, "তোমার উপর!"

পাপীয়সীর পদতল হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, দুই একটা কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু মহা ভয়ে কণ্ঠরোধ; ওষ্ঠপুট ঘন ঘন কম্পিত হইল, একটি বাক্যও উচ্চারিত হইল না। বুকের ভিতর ক্রোধানল, মুখের স্বাভাবিক বর্ণ বিলুপ্ত; সক্রোধ-দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ লোকটার দিকে চাহিয়া রহিল; শরীর অস্পন্দ। সে তখন দেখিল, লোকটার মুখে, চক্ষে হিংসা, বিদ্বেষ ও ধূর্ত্ততা খেলা করিতেছে।

প্রাণের ভিতর অসীম যন্ত্রণা, অথচ ঐ ভয়ানক অভিযোগের উত্তরে কিছু না বলিলেও নয়, মুখে কথা বাহির হয় না। তাহার চক্ষু দেখিয়া পুলিসের লোকের সন্দেহ বাড়িতেছে, ইহাও সে বেশ বুঝিল, তথাপি মুখ দেখিয়া সে তাহাকে নির্দ্দোষী মনে করে, এই ভাব দেখাইবার করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্তই বৃথা।

মব্ অপেক্ষা যাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারাও ঐ পাপীয়সীর মুখ-চক্ষু দেখিয়া অন্তরস্থ ভাব ঠিক বুঝিয়া লইতে পারিত, মব্ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল, পাপটা যেন স্পষ্টাক্ষরে তাহার কপালের উপরে লেখা রহিয়াছে। মব্ মনে করিল, ফাঁসীরাঁড়ীর কথা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু হঠাৎ সেই ভয়ানক কথাটা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিল না। সে স্থির করিল, এ মাগীর অনেক টাকা; কলে-কৌশলে বেশী টাকা বাহির করিয়া লইবার এই উত্তম সুযোগ! পুলিসে গিয়া খুনের কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া এবং পিটার গ্রম্‌পির নিরুদ্দেশের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করা অপেক্ষা অগ্রে এই মাগীর নিকট হইতে টাকা আদায় করাই উত্তম পরামর্শ! ফাঁসীরাঁড়া ও ক্যারোটিপোলের সঙ্গে এই পরামর্শই করা হইয়াছে। ভয় দেখাইয়া ইহাকে হাতের ভিতরে রাখিতে পারিলে বার বার ইহার নিকট হইতে অনেক টাকা বাহির করা যাইতে পারিবে। এখন নিগূঢ় বৃত্তান্তটা

বাহির করিবার চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। কিরূপে খুন করিয়াছে, লাসটা কোথায় গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই জানিতে হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, “দেখ মেমসাব, যাহা তুমি করিয়াছ, তাহা অস্বীকার করা ভাল না, অস্বীকারে কোন ফল হইবে না। আমি তোমার বন্ধু, আমাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস কর, আমার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার কর।”

পোষাকওয়ালী যেন কি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিল, ঐ কথা শুনিয়া হঠাৎ সে স্বপ্নটা ভঙ্গ হইল। সে ভাবিতেছিল, সব কথা প্রকাশ হইবে, সর্ব্ব-লোকে জানিবে, পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিবে, নিউগেট-কারাগারে লইয়া যাইবে, আরো যাহা যাহা হইয়া থাকে, তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিবে, এককালে আমার দফা রফা হইয়া যাইবে! এই সকল ভাবনা ভিন্ন তাহার মনে তখন আর অন্য চিন্তা ছিল না। মবের শেষকথা শুনিয়া একটু আশার সঞ্চার হইল;—জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন সম্মুখে একগাছি তৃণ পাইলে প্রাণের মায়ায় সেই তৃণগাছটি ধারণ করে, সেইরূপে অল্প আশা পাইয়া পাপীয়সী তখন কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “কি বলিতেছ তুমি? খোলসা করিয়া বল। বন্ধু হইয়া তুমি আমার কিরূপ উপকার করিতে পারিবে?”

মব্ উত্তর করিল, “আমি তোমার শত্রু হইব না। তুমি বুঝিতে পারিতেছ, পিটার গ্রম্লিকে খুন করা অপরাধের সন্দেহে এখনই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি; সে ক্ষমতা আমি রাখি।”

পাপীয়সীর দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, মিনতি-বচনে কম্পিত-কণ্ঠে চিবাইয়া চিবাইয়া সে বলিল, “মিষ্টার মব! তাহা তুমি করিও না! আমার সর্ব্বনাশ করিও না!”

একটু কুণ্ঠিত-স্বরে মব্ বলিল, “দেখ মেমসাব! তোমার মতন সুন্দরী স্ত্রীলোকটিকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইবার জন্য পাঠাইতে আমার বড় দয়া হয়!”

দারুণ ভয়ে কম্পিতা হইয়া বিবি ব্রেস্ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ও পরমেশ্বর! ও মিষ্টার মব্! ও ভয়ঙ্কর কথা বলিও না! ফাঁসীকাষ্ঠের নাম করিও না!”—বলিতে বলিতে জানু পাতিয়া পাপীয়সী মবের পদতলে পড়িল। যে লোকটা অতি কদাকার, যে লোকটা গুণ্ডা-দস্যুর ন্যায় দুরাচার, যে লোকটা ইতিপূর্ব্বে গোপনে নিজ স্ত্রী-পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল, ধন-মদ-গৌর-বিণী বিবি ব্রেস্ এখন সামান্য ভিখারিণীর ন্যায় সেই লোকটার পদতলে বিলুণ্ঠিতা।

গম্ভীর-স্বরে মব্ বলিল, “উঠ মেমসাব! উঠ; যদি আমি তোমাকে কষ্ট দিই, সেটা তোমারই দোষে;—আপন দোষেই তুমি আপনি কষ্ট পাইবে।

ব্যাপারটা যদিও বড় ভয়ানক, তথাপি আমি কোন প্রকার গোলমাল করিতে চাই না।"

চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে মিনতি-বচনে পোষাকওয়ালী বলিল, "ব্যাপারটা চাপা দিয়া ফেলা কি সম্ভব? টাকা দিয়া আমি সন্তুষ্ট করিতে পারি? টাকা পাইলে কি তুমি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?"

মব্ উত্তর করিল, "প্রিয় মেম-সাহেব! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তোমাতে আমাতে একটা বন্দোবস্ত হইবে, আমি সব করিতে পারিব, কাজের কথা হইবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, ব্যাপারখানা কি? সব কথা আমাকে খুলিয়া বল।"

এই ছোট-লোকের ঐরূপ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিবি ব্রেমের পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণাকর বোধ হইত, কিন্তু এখন ঐ প্রিয়সম্ভাষণ তাহার কর্ণে বিলক্ষণ প্রিয় জ্ঞান হইল। সে পুনরুক্তি করিল, "সমস্ত?"—উক্তি করিয়াই তাহার একটা ভাবনা আসিল;—এ ব্যক্তি কত দূর শুনিয়াছে? কাহার মুখেই বা শুনিয়াছে? গোড়াতেই যদি আমি অস্বীকার করিতাম, তাহা হইলেই ভাল হইত, তাহা হইলে আর এই গোঁয়ার লোকটার কায়দায় আসিতে হইত না।'

পাপিষ্ঠার মনের ভিতর কি ভাবের উদয়, অনুমানে তাহা বুঝিয়া লইয়া মব্ পুনর্ব্বার বলিল. "হাঁ, সমস্তই আমি শুনিব, সমস্তই তোমাকে বলিতে হইবে, আমাকে তুমি পরাস্ত করিতে পারিবে, মনেও এমন ভাবিও না।"

আপনাকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাহস দেখাইবার আর সময় নাই, ইহা বুঝিয়া হতভাগিনী বলিল, "না না,—তোমাকে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। এখন আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্রী,—দয়ার পাত্রী; তোমার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপেই তুমি আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পার।"

শীঘ্রগতি আসন হইতে উঠিয়া চঞ্চল-কণ্ঠে মব্ বলিল, "হাঁ,এখন পথে আইস, ইহাকেই বলে কাজের কথা। আমার হতভাগ্য বন্ধুর মৃতদেহটি তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, দেখাইয়া দাও।"

পাপীয়সীর বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইল, গায়ের রক্ত জমাট হইয়া গেল, কম্পিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ! তুমি আমাকে জনসমাজে ঘৃণিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।"—ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে অভাগিনী পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর! হা পরমেশ্বর! আমার কি দশা হইবে?"

কর্কশ-কণ্ঠে মব্ বলিল, "এ রকম যদি কর, তবে তোমার নিজের সর্ব্বনাশ

তুমি নিজেই ডাকিয়া আনিবে! তোমার চীৎকারে বাড়ীর সমস্ত লোক জাগিবে, সকলেই এই ব্যাপার জানিতে পারিবে। আমি যাহা বলি, সেই মতে যদি কাজ কর, তাহা হইলে আমি তোমার বন্ধু হইব, নতুবা—”

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হতভাগিনী বলিল, “না না,—আর আমি তোমাকে রাগাইব না, আমি তোমার বশীভূত হইলাম, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব। মিষ্টার মব্! বল, আমাকে কি করিতে হইবে? আমি তোমার হুকুম তামিল করিব।”

দেয়ালের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া মব্ বলিল, “এখন রাত্রি সাড়ে এগারটা; বোধ করি, তোমার লোকেরা সকলেই স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছে, এ সময় তুমি যদি স্থির হইয়া চুপি চুপি কাজ কর, কেহই কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। একটা বাতী জ্বালিয়া লও, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, লাসটা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, দেখাইয়া দেও। এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিব না, কেবল জানিয়া রাখিব মাত্র।”

কম্পিতা হইয়া পাপীয়সী জিজ্ঞাসা করিল, “সেটা তবে তুমি আমার বিপক্ষে প্রমাণ বলিয়া ধরিবে না? একেবারে আমার দফা রফা করিবে না?”

মব্ উত্তর করিল, “যদি তোমার মন্দ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে এখনই আমি তোমার সর্ব্বনাশ ব্যাপার করিতাম। বুঝিয়াছ আমার মনের কথা?”

পাপীয়সী বলিল, “হাঁ, হাঁ,—বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি।”

মব্ বলিল, “সত্বর হও, শীঘ্র একটা বাতী লও, আমি যেরূপ হুকুম করি, সেইরূপ কাজ কর।”

অত্যন্ত ভয়ে বিবি ব্রেস্ বলিল, “যদি আমার কোন চাকর নীচে জাগিয়া থাকে?”

একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মব্ বলিল, “ওঃ! লাসটা তবে তুমি নীচে লইয়া গিয়া গোপন করিয়াছ!—নয়? আচ্ছা, তুমি একবার নীচে গিয়া তোমার লোকজনকে সরাইয়া দেও, এই অবসরে আমি আর একটু ব্রাণ্ডী খাইয়া লই।”

একাকিনী নামিয়া যাইতে অনুমতি পাইল, লোকটা তাহার কোন মন্দ করিবে না, বন্ধুর কাজ করিবে, এইরূপ অঙ্গীকার পাইল, ইহাতে বিবি ব্রেসের ভগ্ন অন্তঃকরণে যথাসম্ভব সাহস আসিল; তাহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। ধীরে ধীরে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া সে নিঃশব্দে নীচে গেল, কিঙ্কর-কিঙ্করীরা যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সমস্ত দাস-দাসী ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যাইতে গিয়াছে, কেবল হ্যারিয়েট আর ফ্রেডারিক ড্রে

একত্র বসিয়া গল্প করিতেছে। তাহাদের উভয়ের মুখেই আতঙ্ক-চিহ্ন, উভয়ের মনেই কেমন এক প্রকার সংশয়। পুলিস-কন্‌ষ্টেবলটা এতক্ষণ ধরিয়া বাড়ীওয়ালীর কাছে কি করিতেছে, তাহাই তাহারা বলাবলি করিতেছিল, তাহাই তাহারা ভাবিতেছিল, ঠিক সেই সময় বিবি ব্রেস্ দর্শন দিল।

ছুটিয়া নিকটে গিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে হ্যারিয়েট্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা! লোকটা বলিতেছিল কি? সে চায় কি? চলিয়া গিয়াছে কি?"

ত্বরিতস্বরে ব্রেস্ উত্তর করিল, "না,—যায় নাই; কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই।"

যে সংশয়ে এতক্ষণ হৃদয়তন্ত্রী কুঞ্চিত হইতেছিল, সহসা সেই সংশয়টা ভঞ্জন হওয়াতে সহচরী হ্যারিয়েট্ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "ধন্য জগদীশ!"

পূর্ব্ববৎ ত্বরিতস্বরে বিবি ব্রেস্ পুনর্ব্বার বলিল, "সত্যই তোমার কোন ভয় নাই। লোকটা যদিও সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, প্রত্যেক কথাই—"

ফ্রেডারিক বলিয়া উঠিল, "কোথাকার আপদ্!"—নিরুপায় হইয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া হ্যারিয়েট্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর!"

বিবি ব্রেস্ পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, লোকটা সমস্তই জানে,—সমস্তই জানিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ করিবে না; কিছু ঘুস পাইলেই তুষ্ট হইয়া যাইবে। একটা কথা বড় শক্ত হইতেছে;—গ্রম্‌লিকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছে, সে স্থানটা দেখাইবার জন্য লোকটা আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছে।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আরক্ত বদনে ফ্রেডারিক ড্রে বলিল, "ওঃ! উহার মনে মনে বিশ্বাসঘাতকতার অভিসন্ধি আছে; এখনই হউক অথবা কিছু দিন পরেই হউক, অবশ্য ঐ লোকটা একটা কাণ্ড বাধাইবে।"

বিবি ব্রেসের চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্ব-শরীর ঘন ঘন বিকম্পিত হইল, তাহাতেই জানাইল, ফ্রেডারিক ড্রের কথার ভাবটা সে বেশ বুঝিয়াছে; বুঝিয়াও ছল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ও কথার মানে কি?"

ফ্রেডারিক বলিল, "আমার কথার মানে যাহা, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিয়াছেন।"—বলিয়াই সতেজ-নয়নে হ্যারিয়েটের মুখের দিকে চাহিল। ব্রেসের কথা ও ফ্রেডারিকের কথা মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, হ্যারিয়েট হয় ত তাহা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবিয়াই তাহার দিকে ফ্রেডারিকের ঐরূপ তীব্র-দৃষ্টিপাত।

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ ফ্রেডারিক! তোমার কথার অর্থ আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু একটার উপর আর একটা খুন করা কি আবশ্যক হইবে?"

ফ্রেডারিক বলিল, "হাঁ, খুব আবশ্যক। আপনি সেই লোকটাকে নামাইয়া আসুন; বাবুর্চ্চিখানার পশ্চাতে লইয়া যাউন, যাহা তাহাকে বলিতে হয়, বলুন; সে যখন ফিরিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইবে,—মনে রাখুন,—সে যখন মুখ ফিরাইবে, আপনি একটু সরিয়া যাইবেন, আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিক্ হইতে লাফাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িব। আপনি কিন্তু তখনই তখনই লোকটার নিকটে গিয়া দাঁড়াইবেন; পূর্ব্বে আমাদের মন্ত্রণা ছিল, এমনটা যেন সে সন্দেহ করিতে না পারে। যান, আপনি অগ্রে যান, আমি ইতিমধ্যে হ্যারিয়েটকে উহার ঘরে রাখিয়া আসি।"

ব্রেস্ বলিল, "আচ্ছা, যাহা তুমি বলিলে, তবে তাহাই করিও।"—এই বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র সে গৃহ হইতে বাহির হইল, ফ্রেডারিকের চক্ষুর দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না, পূর্ব্বেই দেখিয়াছিল, সেই চক্ষে যেন খুনের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে। ব্রেস্ উপরে উঠিয়া গেল,ফ্রেডারিক শীঘ্র শীঘ্র হ্যারিয়েটের নিকটে গিয়া তাহাকে তুলিয়া বসাইল। হ্যারিয়েট যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া আরাম-চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িনী ছিল।

বিবি ব্রেস্ উপরে উঠিতেছে, তাহার ঘাড়ে সয়তান চাপিয়াছে। আর একটা খুন করিতে হইবে, ভারী আনন্দ। এই খুন করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আর তাহাকে খুনের দায়ে জবাবদিহী করিতে হইবে না। এই সঙ্কল্পে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, মব্ তখন মদের গ্লাসের শেষ মাত্রা উদরস্থ করিয়াছে।

ব্রেস্‌কে দেখিয়া মব্ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, সব ঠিক আছে?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "হাঁ, সব ঠিক। এক জন চাকর আর এক জন কিঙ্করী একটা ঘরে বসিয়া ছিল। আমি তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছি। তুমি এখন আমার সঙ্গে আসিতে পার।"

মব্ বলিল, "তুমি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চল, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" এই বলিয়া কুকুরটার দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আও বদ্‌মাস, আও!"

একটা জলন্ত বাতী লইয়া বিবি ব্রেস্ অগ্রবর্ত্তিনী, তাহার পশ্চাতে মব্, মবের পশ্চাতে কুকুর।

নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া বিবি ব্রেস্ বাতীর পলিতা কাটিবার ছলে সিঁড়ির ধারে একটু দাঁড়াইল, অন্তরে নূতন ভয়, তাহা একটু কমাইবার চেষ্টা। সে ভাবিল, আবার এই দ্বিতীয় পাপের প্রবেশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে বাবুর্চ্চিখানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল,সঙ্গে সঙ্গে মব্ ও তাহার কুকুর।

আড়ে আড়ে চাহিয়া ব্রেস্ দেখিল, সেই দিকের প্রাচীরের ধারে ফ্রেডারিক লুকাইয়া আছে।

মবের কুকুরের নাম টবী। যেখানে খুন হয় অথবা তাদৃশ কোন পাপ-কার্য্যের চিহ্ন গুপ্ত থাকে, স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবলে ও ঘ্রাণশক্তি দ্বারা শীকারী কুকুর তাহা ঠিক বুঝিতে পারে। মবের কুকুর সেইরূপ বুঝিতে পারিয়া গোঁ গোঁ শব্দে মৃদু গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অত্যন্ত কর্কশ স্বরে মব্ বলিল, "চুপ রহো টবী!"—কুকুর শান্ত করিবার ইঙ্গিত করিয়া বিবি ব্রেস্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক সেই ব্যক্তি বলিল, "এসো মেমসাহেব! তুমি যদি পথ দেখাইতে না চাও, আমার এই কুকুর পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিবে।"

নূতন ভয়ে বিবি ব্রেস্ আবার কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল, কুকুরেরা গুপ্ত-চরের কার্য্য করিয়া স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবলে নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপের সন্ধান জানাইয়া দিতে পারে। হঠাৎ যে ভয়টা আসিয়াছিল, সে ভয়টা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করিয়া পাপীয়সী একটু সাহস অবলম্বন করিয়া, আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, ভাবিল, ফিরিয়া আসিবার অগ্রে এই লোকটাকে খুন করা হইবে না, এইরূপ পরামর্শ আছে; তাহা স্মরণ করিয়াই তাহার মনের কতকটা শান্তি আসিল।

রন্ধনশালায় যাইবার ক্ষুদ্র বারান্দা অতিক্রান্ত হইল। যেখানে পাথর-চাপা গ্রম্‌লির গোর, বিবি ব্রেস্ সেই স্থানের নিকটে মব্‌কে লইয়া গেল; কোন দিকে কোন শব্দ হইতেছে কি না, প্রাচীরের নিকটে ফ্রেডারিক কোনরূপ অঙ্গ-চালনা করিতেছে কি না, কান পাতিয়া শুনিল, কোন শব্দ শুনিতে পাইল না; সমস্তই নিস্তব্ধ, চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

রন্ধনগৃহের পশ্চাৎ যাইবার পথে একটা দরজা, বিবি ব্রেস্ সেই দরজা খুলিল; খুলিবামাত্র মহা আতঙ্কে তাহার পদদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল, বিনা আলম্বনে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, হেলিয়া হেলিয়া দরজার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

আপন মনে মব্ বলিয়া উঠিল, "ওঃ! আমি বুঝিয়াছি!" অবস্থাগতিকে একটু পরে ঐ স্বর শুনা যাইত না, কিন্তু এখন যেন কামান-গর্জ্জনের ন্যায় সেই স্বর ঐ হতভাগিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার আতঙ্কের সীমা রহিল না! তাহার জানুতে জানুতে ঠোকাঠুকী হইল, স্পষ্ট কথা বাহির হইল না, কাতরে বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর! হা পরমেশ্বর!"

মব্ বুঝিতে পারিল, মাগীটা সম্পূর্ণরূপে তাহার কায়দায় আসিয়াছে; অভ্যাসমত উচ্চস্বরে সে বলিল, "ও কি মেমসাহেব! অমন কর কেন? ও রকম

করিও না। কাজ হইয়া গিয়াছে, এখন ভয় পাইলে কি হইবে? যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর।"

মবের ঐ কথার অর্থ কি, পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। ন্যায়শাস্ত্র-মতে অথবা মোরিয়া-ধর্ম্মমতে অভাগিনীকে সে একটু আশ্বাস দিল, নূতন আশ্বাস পাইয়া অকপটে বিবি ব্রেস্ বলিল, "হাঁ মিষ্টার মব্! তুমি ঠিক বলিয়াছ। ও কার্য্যটা না হইলেই মঙ্গল হইত!"

কুকুর সেই সময় সেই বৃহৎ পাথরখানার আশে-পাশে ঘুরিয়া ঘন ঘন আঘ্রাণ লইতেছিল, গোঁ গোঁ করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ব্রেস্‌কে তাহা দেখাইয়া মব্ বলিল, "ঐ দেখ মেমসাহেব! আমার কুকুর ঠিক ধরিয়াছে! আমিও বুঝিতে পারিতেছি, ঐখানেই গ্রম্‌লির মৃতদেহটা পোঁতা আছে।"

"দেখিও, তোমার অঙ্গীকার যেন ব্যর্থ হয় না, ব্যাপারটা যেন প্রকাশ পায় না।" বিবি ব্রেস্ এই কথাগুলি মব্‌কে স্মরণ করাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, তখনই মনে হইল, 'আর কেন? ফ্রেডারিক ড্রে নিঃসন্দেহ উহার রসনাকে জন্ম-শোধ নীরব করিয়া দিবে! পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইবার আর কি প্রয়োজন? কোন কথাই বলিব না।' যেখানে গ্রম্‌লির গোর, সেই স্থানটা মব্‌কে দেখাইল। তখনই আবার নূতন আশঙ্কা। সে ভাবিল, প্রথম খুনের ন্যায় এখনই আবার একটা দ্বিতীয় খুন হইবে!

যেখানে পাথরচাপা গ্রম্‌লির গোর, মব্ সেই স্থানটা দেখিতেছে, এমন সময় উপর হইতে স্ত্রীকণ্ঠনির্গত এক ভীষণ চীৎকারধ্বনি নিনাদিত হইল। স্থানটা কাঁপিল, দেয়ালগুলা কাঁপিল, সমস্ত বাড়ীখানা প্রতিধ্বনিত হইল।

নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মিষ্টার মব্ সেই স্থানে খানিক দাঁড়াইয়া ঐ চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিল, মন অন্য দিকে গেল। চীৎকারধ্বনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। সে এখন আর কন্‌ষ্টেবল নয়, এ রকম ঘটনার তদারকেও তাহার ক্ষমতা নাই, ইহা ভুলিয়া গিয়া, বিবি ব্রেসের হস্ত হইতে বাতীটা টানিয়া লইয়া যেন পলাইবার উপক্রমে দ্রুতবেগে ছুটিল, কুকুরটাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

ফ্রেডারিক ড্রে একটা সাংঘাতিক মুগুর হাতে করিয়া প্রাচীরপ্রান্তে ওৎ করিয়া লুকাইয়া ছিল, আকস্মিক চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে ও মবের দ্রুত-ধাবন-দর্শনে সে যেন হতভম্বা হইয়া গেল, হাত কাঁপিয়া মুগুরটা হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সে যেন তখন জ্ঞানশূন্য,—পক্ষাঘাতরোগীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট।

বিবি ব্রেসের ভ্যাকাচ্যাকা লাগিয়া গেল, মুখে আর কথা সরিল না, মুহূর্ত্ত-মধ্যে কি একটা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাহার আরো ভয় হইল, মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিল; বাতীটা লইয়া মব্ ছুটিয়াছে, স্থানটা অন্ধকার হইয়াছে,

ক্ষণকাল সেই অন্ধকারে গ্রম্লির গোরের কাছে হতভাগিনী দাঁড়াইয়া ছিল, পরক্ষণেই ভয়ানক চীৎকার করিয়া সে স্থান হইতে দৌড় দিল।

ফ্রেডারিক ড্রে ইতিমধ্যে চৈতন্য পাইল, তাহার একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া বিবি ব্রেসের দিকে ছুটিয়া আসিল। বিবি ব্রেস্ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, ফ্রেডারিকের বুকের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাতীর আলোটা এতক্ষণ একটু অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল, আর দেখা গেল না, নীচেটা ঘোর অন্ধকার। মব্ ওদিকে বাতী-হস্তে লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি বাহিয়া একতালার উপর চাতালে উপস্থিত। সেইখানে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া সে ভাল করিয়া শুনিল, পূর্ব্বের সেই চীৎকারধ্বনি সমভাবেই স্ফুরিত হইতেছে। সেই দিকের পথ ধরিয়া সে ছুটিতে আরম্ভ করিল, আশু দ্রুত-ধাবনে বাতাসের জোর হয়, সেই বাতাসে পাছে বাতীটা নিবিয়া যায়, সেই জন্য শিখামুখে হস্তাবরণ দিয়া ছুটিতে লাগিল। বিবি ব্রেসের মহল-সংলগ্ন দ্বিতীয় মহল ;—যে মহল হইতে সেণ্ট জেম্স্ স্কোয়ার দেখা যায়, সেই মহলে প্রবেশের ঐ পথ। মব্ ছুটিতেছে, বাধা পড়িল, সম্মুখে একটা বন্ধদ্বার, করস্পর্শ-মাত্র সেই দ্বারটা খুলিয়া গেল, মব্ ছুটিল। অল্প দূরে আর একটা দ্বার, সেই দ্বার অনাবৃত; সম্মুখে একটা প্রশস্ত দালান ; সেইখানে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দ্বারদেশে একজন ফুটম্যান চুপ করিয়া বসিয়া আছে, যেন কিছুই করিতেছে না, কিছুই দেখিতেছে না, কোন কাজ নাই, এইরূপ ভাব। চীৎকারধ্বনি উপর হইতে আসিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া মব্ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল।

কুকুর সঙ্গে লইয়া মব্ যখন সেই দালানের মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, ফুটম্যানটা তখন শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই? কোথায় যাস্? কি চাস্?"—"দূর হতভাগা! শুনিতেছিস্ না, উপরে কি গোলমাল হইতেছে?" কর্কশ-স্বরে ফুটম্যানকে এইরূপে তর্জ্জন করিয়া, তাহার আর অন্য কথা না শুনিয়া মিষ্টার মব্ সবেগে দালানের মধ্যে প্রবেশ করিল, দালান পার হইয়া সুন্দর কার্পেট-মোড়া আলোকোজ্জ্বল সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, কুকুরটা লাফাইয়া লাফাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অকস্মাৎ সেই চীৎকারধ্বনি থামিল ; কিন্তু মবের কর্ণ ঠিক শুনিয়া রাখিয়াছিল, কোন্ দিকে সেই চীৎকার ; সেই সূত্র ধরিয়া সে দ্রুতগতি সিঁড়ির মাথার উপর উঠিয়া সম্মুখের দ্বারটা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ফেলিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কঠোর গম্ভীর-স্বরে প্রশ্ন হইল, "কে তুই? কেন এখানে আসিলি?" মব্ চাহিয়া দেখিল, তুর্ক-বেশধারী দীর্ঘাকার এক যুবাপুরুষ, তাহার ক্রোড়ে পুষ্পকুমারীর বেশধারিণী একটি সুন্দরী যুবতী মূর্চ্ছিতা।

যেমন অভ্যাস, সেইরূপ কার্য্য ও সেইরূপ বাক্যই সর্ব্বদা মনে থাকে, সে তখন আর কন্‌ষ্টেবল নয়, তাহা মনে না আনিয়া মব্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "কেন? এখানে স্ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য হইতেছে, বলাৎকারের চেষ্টা হইতেছে, সেই রকমের আরো ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে, ইহা নিবারণ করা আমার কর্ত্তব্য।" এইরূপ উত্তর দিয়া, হাতের বাতীটা একধারে রাখিয়া মিঃ মব্ দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘুরাইয়া ফেলিয়া তাঁহার ক্রোড়-দেশ হইতে সেই সুন্দরী যুবতীকে ছিনাইয়া লইল।

কাণ্ডকারখানা দেখিয়া স্বাভাবিক প্রখরবুদ্ধিতে কুকুর বুঝিয়া লইল, এই লোকটা অবশ্য তাহার প্রভুর শ ; ইহা বুঝিয়াই সে তৎক্ষণাৎ ব্রিটিস রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর পায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার জানুর নিম্নদেশের বসন আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কুকুর-দংশনের ভয়ে পা ছুড়িতে ছুড়িতে লম্পট রাজকুমার পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে ও পাজি রাস্কেল! ডাক্ তোর কুকুরকে। ফিরা তোর কুকুরকে! শুনিতেছিস্ আমার কথা? তুই জানিস্, আমি কে?"

মব্ উত্তর করিল, "জানি, একটা ছোটলোক টাকাওয়ালা, পাপিষ্ঠ, বদ্‌মাস, ছল করিয়া সঙ সাজিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিল!"—প্রিন্সের প্রশ্নে এই উত্তর দিয়া মিষ্টার মব্ সেই সুন্দরী যুবতীকে একখানি সোফায় লইয়া বসাইল; ঐ গোলমালে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল। পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, এই সুন্দরী যুবতী আমাদের কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডন।

কুমারী পলিন্ সোফার উপর হইতে নামিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার কটাক্ষ-পাত করিল। তখনও তাহার ভয় ঘুচে নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে, ঘৃণিত লম্পটের ঘৃণাকর আলিঙ্গন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু কে রক্ষা করিল কিরূপে রক্ষা হইল, তাহা তখন বুঝিতে পারিল না, রক্ষাকর্ত্তাকে সাধুবাদ দিবারও অবসর হইল না, ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল।

কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ হুকুম দিতে লাগিলেন, "ধর উহাকে! ধর উহাকে!" কাহার প্রতি হুকুম, কে তাহা মান্য করে, তাহাও না বুঝিয়া তিনি স্বয়ং সেই যুবতীকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

কুকুরের দিকে চাহিয়া মব্ হুকুম দিল, "টবী! লে! ধর উহাকে!"—কুকুর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রাজকুমারের দক্ষিণপদ কামড়াইয়া ধরিল।

যুবরাজ তখন কি করিলেন? কামাতুর হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ওঃ! ইংলণ্ডের ভাবী রাজার পক্ষে কি দুঃসহ অপমান! গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে

পলিন্ তাহার গায়ের লবেদাটা বাহিরের সিঁড়ির রেলের উপর রাখিয়া আসিয়াছিল, সেইটা টানিয়া লইয়া লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, সদর-দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। বাধা দিবার লোক ছিল না। দালানের দ্বারদেশে যে ফুটম্যান ছিল, মব্ যাহাকে দেখিয়াছিল, সে তখন সেখানে ছিল না, অন্যমনে বিবি ব্রেস্‌কে খবর দিতে গিয়াছিল, বলিতে-ছিল, একটা ডাকাত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলযোগ করিতেছে।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একখানা সোফার উপরে গিয়া বসিলেন, কুকুর-দংশনে তাঁহার পায়ে রক্তধারা বহিতেছিল। তিনি একবার ভাবিলেন, মবের কাছে নিজের নাম ও পদমর্য্যাদার পরিচয় দিবেন, তখনই আবার ভাবান্তর। মেঘাবৃত গগনে যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, সেইরূপ দ্রুত-গতি তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, এই ছোটলোকের কাছে এ ক্ষেত্রে পরিচয় দেওয়া বড়ই হাস্যকর; পরিচয় দিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে; আরো অপমান,—বড়ই লজ্জাকর! ইহা ভাবিয়াই তিনি পরিচয় দিলেন না।

মব্ যদিও অনেকবার প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌কে দেখিয়াছিল, কিন্তু নাট্য-রঙ্গের পোষাকে তাঁহাকে তখন চিনিতে পারিল না;—বলিল,"এই গোলমালের কথাটা চাপিয়া যাওয়াই ভাল, কাজটা তুমি ভাল কর নাই; তথাপি আমি কিন্তু বো-ষ্ট্রীট-পুলিস-পদাতিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে—"

বলিতে বলিতে মব্ একটু থামিল। তখন তাহার স্মরণ হইল, সে এখন শান্তিরক্ষকের পদে বাহাল নহে।

যদিও আত্মগ্লানি ও কুকুর-দংশনের জ্বালায় কাতর, তথাপি যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঃ! তবে কি তুমি এক জন পুলিস-অফিসার? ওঃ! আচ্ছা, একজন ভদ্রলোক বিপাকে পড়িলে কত কষ্ট পায়, তাহা তুমি জানো। ঐ স্ত্রীলোকটির ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই, কথাটা লইয়া তুমি আর বেশী বাড়াবাড়ি করিও না, এই দশটি গিনী লও, চুপ-চাপ চলিয়া যাও। তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছ, তোমার কুকুর আমাকে কামড়াইয়া দিয়াছে, আমি যথেষ্ট দণ্ড পাইয়াছি।"—এই সব কথা বলিতে বলিতে একখানা রুমালের দ্বারা তিনি আপনার পদের ক্ষতস্থান বন্ধন করিলেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ একটা টেবিলের উপর ১০টি গিনী ফেলিয়া দিলেন, গুপ্ত আনন্দে সেইগুলি কুড়াইয়া লইয়া মব্ বলিল, "যত দূর হইয়া গিয়াছে, তাহার অধিক গোলমাল করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু আপনার জানা

উচিত, আপনার তুল্য ভদ্রলোকেরা যখন কেবল চক্র ফাঁদ পাতেন, তখন আইনের কথাটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।"

প্রিন্স বলিলেন, "এখানে দাঁড়াইয়া আমাকে উপদেশ দিবার দরকার নাই, তোমাকে যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি, বাস্! চলিয়া যাও! হাঁ, আর একটা কথা,—এ ঘরে তুমি কেমন করিয়া আসিলে? এ বাড়ীর ভিতরেই বা কেমন করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলে?"

এই প্রশ্ন হইবামাত্র ফ্রেডারিক ড্রে ও অপর ফুটম্যানকে সঙ্গে লইয়া বিবি ব্রেস্ ব্যস্তপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মব্ উত্তর করিল, "কি প্রকারে আমি আসিয়াছি, এই বাড়ীওয়ালী নিজেই তাহার সদুত্তর দিবেন।"

মব্ পাছে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারে, এই সন্দেহে আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক ব্রেসের দিকে চাহিয়া যুবরাজ তাহাকে নিস্তব্ধ থাকিবার ইঙ্গিত করিলেন। হেতু এই যে, ব্রেস্ তখন যেরূপ উত্তেজিতা হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে পাছে তাঁহার পদমর্য্যাদার উল্লেখ করিয়া ছদ্মবেশ ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই জন্যই ঐরূপ সাবধান।

ব্রেস্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক মব্ চুপি চুপি বলিল, "কল্য রাত্রে আমি আবার আসিব, ইতিমধ্যে তোমার কোন ভয় নাই।" এই বলিয়া কুক্কুরকে ডাকিয়া ব্রেসের গা ঘেঁসিয়া মব্ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল; যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল বেশীর ভাগে ১০টি গিনী পকেটজাত হইল। মনে মনে বিপুল আনন্দ।

ফ্রেডারিক ড্রে ও দ্বিতীয় ফুটম্যানকে বিদায় করিয়া, যুবরাজের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! এ কি ঘটনা হইল! যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার কোন দোষ নাই, আমাকে তুমি দোষী করিও না। ওঃ! আমি যেন পাগল হইয়া যাইতেছি—পাগল হইয়া যাইতেছি।"—এই সব কথা বলিতে বলিতে একখানা চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া বিবি ব্রেস্ আপন ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল; যে জ্ঞান সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সেই জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা।

যুবরাজের মেজাজটা বড় খারাপ ছিল, মুখের শীকার পলাইয়া গিয়াছে; কেবল গোলমাল হইল না, তজ্জন্য একটু আহ্লাদ হইল। এই সময় ব্রেস্‌কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হইয়াছে কি? এ সব কি সয়তানের খেলা? বো-ষ্ট্রীট পুলিসের ঐ লোকটা কি তোমার স্বামী ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিল? অথবা এত রাত্রে ঐ কদাকার গুণ্ডা লোকটা কি জন্য এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল?"

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে থামিয়া থামিয়া পাপিনী পোষাক-ওয়ালী বলিতে লাগিল, "মিষ্টার হার্লী - যুবরাজ! আমি—আমি—এমন—এমন কি কর্ম্ম করিয়াছি, যাহার জন্ত তুমি আমার প্রতি ঐরূপ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বাক্যবাণ সন্ধান করিতেছ?"—কথা বলিতে বলিতে তাহার দুটি চক্ষে দর-দর ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

পোষাকওয়ালীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া দুঃখিত-স্বরে রাজকুমার বলিলেন, "চুপ কর ফেনী! শান্ত হও; হঠাৎ আমি তোমাকে রূঢ়কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, ইহা স্বীকার করিতেছি। মেজাজটা বড় খারাপ হইয়াছিল। সেই সুন্দরী যুবতীটা হাতছাড়া হইয়া গেল তাহার উপর একটা গুণ্ডালোক আসিয়া অপমান করিল, তাহার পর একটা দুষ্ট কুক্কুর আমাকে কামড়াইয়া দিল; আগে আমি ভাবিয়াছিলাম, পাগ্‌লা কুকুর, শেষে বুঝিলাম, তাহা নহে,—যাহার কুকুর, তাহার উপদেশেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল; এই সকল কারণেই আমার মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "কুকুরে কামড়াইয়াছে? সে কি? সত্য না কি?"

পায়ের যেখানে পটী বাঁধিয়াছিলেন, সেই স্থানটা দেখাইয়া যুবরাজ বলিলেন, "খুব সত্য। শীঘ্রই আমি বাড়ী যাইব, ডাক্তার সোমাচ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইব, তিনি আসিয়া দেখিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করিবেন। আমি চলিয়া যাইবার অগ্রে শীঘ্র তুমি আমাকে বল, ঐ ছোটলোকটা কেমন করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছিল? স্ত্রীলোকটা চীৎকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চীৎকার সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ার রাস্তা হইতে শুনিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নিশ্চয় সে লোকটা এই বাড়ীর মধ্যে ছিল।"

ত্বরিতস্বরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "না, না, রাস্তা হইতে শোনে নাই; লোকটা পুলিস-কন্‌ষ্টেবল, কারোলাইন ওয়াল্‌টারের মামলা সম্বন্ধে আমার কাছে টাকা চাহিতে আসিয়াছিল, আমার মহলেই ছিল, সেই স্থান হইতেই চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল।"

যুবরাজ বলিলেন, "ঠিক কথা, এখন বুঝিলাম। আমার ভয় হইয়াছিল, বাহিরের লোক যদি সেই চীৎকার শুনিতে পাইত, তাহা হইলে রাস্তায় অনেক লোক জমা হইত। যাহা হউক, লোকটা আমাকে চিনিতে পারে নাই, ইহাই মঙ্গল। তাহাকে আমি দশটা গিনী বক্‌সীস দিয়াছি। তোমার কথায় আমার ভয় দূর হইল। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে আমি নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার পুরাতন বন্ধু, আমাকে

মন্দলোক মনে করিও না। এখন আমাকে একটি চুমো দেও, আমি চলিয়া যাই।"

চুম্বন দিবার জন্য বিবি ব্রেস্ মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিল, যুবরাজ দেখিলেন, অত্যন্ত ভয় পাইলে লোকের মুখ-চক্ষু যে প্রকার হয়, সে মুখে সে চক্ষে সেই প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান। ভাব-গোপনের জন্য পাপীয়সী অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গোপন করিতে পারে নাই।"

নিজের কার্য্যকলাপের সঙ্গে বিবি ব্রেসের অনেক সম্বন্ধ, সেই রকমের কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে কি না, লক্ষণ দেখিয়া সেই ভয়ে প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে তোমার? পরমেশ্বরের নাম করিয়া বল,—বল ফেনী, সত্য করিয়া বল, কি হইয়াছে তোমার? তোমার মুখ-চক্ষু এ রকম কেন?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "কিছুই হয় নাই, কিছুই হয় নাই। দিনকতক আমার দুর্ভাবনা হইয়াছে। রোজ ফষ্টারের মামলা, কারোলাইনের মামলা আর আজ রাত্রির এই গোলমাল, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।"

যুবরাজ বলিলেন, "ভয় কি? সাহস অবলম্বন কর, শান্ত হও। এখন আমি চলিলাম। পলিনের পলায়নে আমার মনটা বড় অস্থির আছে।"

যুবরাজের বাক্যে বিবি ব্রেসের মহা বিস্ময় জন্মিল, নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া সে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "পলিন্?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "হাঁ, হঠাৎ এই নামটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; সত্যকথা আমি গোপন করিবার চেষ্টা পাইব না। আরো বলি, ঐ বিষয়ে তোমাকে আমার সাহায্য—"

পূর্ব্বরূপ বিস্ময়ে ও সংশয়ে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "আজ রাত্রে তুমি কি কুমারী পলিন্‌কে এইখানে আনিয়াছিলে? কি আশ্চর্য্য! তাহার অভাগিনী ভগ্নীর দুর্দ্দশায় তোমাকে আমাকে ততটা ভয় পাইতে হইয়াছে, তথাপি—"

সকল কথা না শুনিয়াই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তিরস্কার করা বৃথা! নাট্যরঙ্গভূমে যখন আমি পুষ্পকুমারীবেশে ঐ সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল, পৃথিবীতে তেমন সুন্দরী আর আমি দেখি নাই। উহাকে অধিকার করিবার জন্য আমার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল, তখনই আমি আমার প্রিয় সহচর জার্ম্মেন্‌কে উচিতমত উপদেশ দিলাম, অগ্রে আমি এখানে আসিলাম, তাহার পর পুষ্পকুমারী আসিল। কে যে পুষ্পকুমারী, থিয়েটারে তাহা আমি জানিতে পারি নাই; এই ঘরে আসিয়া পুষ্পকুমারী যখন মুখের মুখোস খুলিল, তখন আমি চিনিলাম, চমকিয়া উঠিলাম,

রূপ দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। থিয়েটারে দেখিয়াছিলাম মুখ-ঢাকা সুন্দরী, এই ঘরে দেখিলাম, তদপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী ; অক্টেভিয়া অপেক্ষা শতগুণ সুন্দরী। সুন্দরীর নয়নে কন্দর্পের তীক্ষ্ণশর, সেই শর-সন্ধানে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইল, জয় লাভ করিবই করিব, এই সঙ্কল্প দৃঢ় করিলাম। তুমি কি মনে কর ফেনী, সে আশা আমি পরিত্যাগ করিব? কখনই না, কখনই না,—শত সহস্রবার না। তোমাকে আমার সহকারিণী হইতে হইবে, যাহাতে আমি পলিন্‌কে পাই, তাহার উপায় তোমাকে করিতেই হইবে, কিছুতেই আমি ছাড়িব না।"

পোযাকওয়ালীর হাত ধরিয়া, সানুরাগে এই সব কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখচুম্বন করিয়া যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন ; লবেদায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পদব্রজে কার্লটন-প্রাসাদে চলিলেন

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেম-রহস্য-নিকেতন

সেই রহস্য-নিকেতনে লর্ড মণ্টগোমারী আর সেই সার্কেসী-দাসীবেশ-ধারিণী রহস্য-রঙ্গিণী কি করিতেছেন, দেখা যাউক।

লর্ড বাহাদুরের হাত ছাড়িয়া দিয়া রঙ্গিণী গৃহদ্বারে চাবী বন্ধ করিল, চাবীটা এক স্থানে রাখিয়া দিল,তাহার পর লর্ড বাহাদুরকে থিয়েটারের পোষাক, মুখের মুখোস ও চক্ষের রুমাল খুলিবার আদেশ করিল, আদেশ পালন করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী দেখিলেন, গৃহটা নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত।

লর্ড ফ্লোরিমেলের মুখে যে ঘরের বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র লর্ড মণ্টগোমারী নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, এটা সেই ঘর।

হস্তধারণ পূর্ব্বক মণ্টগোমারীকে নিজের পার্শ্বে একখানি সোফায় বসাইয়া কোমলমধুর-স্বরে রঙ্গিণী বলিল, "প্রিয় ইউজিন! আমরা সুখাসনে বসিয়াছি।"---বলিয়াই কোমল করপল্লবে তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিল; লর্ডের অঙ্গ লেডীর বাহুলতায় আবদ্ধ, উভয়ের অধর-ওষ্ঠের পরস্পর সম্মিলন-চুম্বন।

বিহ্বল হইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! ইহসংসারে এমন কি সুখ আছে, আমাদের এই প্রেম-সুখের সঙ্গে যে সুখের তুলনা হইতে পারে ?"

লর্ডের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া মধুর-স্বরে রঙ্গিণী বলিল, "প্রিয় ইউজিন! বল দেখি, যে রমণী এমন অদ্ভুত অভিনয়ের নায়িকা, সেই রমণীকে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর ?"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "তোমার প্রেমে আমি এতদূর মাতোয়ারা হইয়াছি যে, ও চিন্তাটা আমার মনেই আইসে নাই। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন অবশ্যই উত্তর দিতে হয়। আমি বিবেচনা করি, প্রেমের বশে, প্রেমের উল্লাসে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যে তুমি আমোদিনী হইতেছ। তোমার আকৃতি যেমন সুন্দর তোমার স্বভাবও সেইরূপ সুন্দর। সমস্ত পবিত্র পদার্থের নামে দিব্য করিয়া আমি বলিতেছি, তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি; সাধারণ অধিক ভালবাসিয়াছি। কারণ, এই যে তুমি

আত্মগোপন করিয়া সঙ্গোপনে মনোমত নায়ককে প্রেমদান করিতেছ, ইহাতে তোমার মোহিনী শক্তির বিশেষ পরিচয় হইতেছে।"

মধুর-গুঞ্জনে রঙ্গিণী বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস?—ভালবাস? কিন্তু ইউজিন! এ ভালবাসাটা কি রকম? অনুরাগভরে কামরিপুর প্রভাবে এখন তুমি আমাকে ভালবাসিতেছ পরিণামে এই ভালবাসা স্থায়ী হইবে কি না, তাহা তুমি জানো না, আমিও জানি না।"

সুন্দরীকে চুম্বন করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, বক্ষে বক্ষ পেষণ করিতে করিতে মণ্টগোমারী বলিলেন, "সুন্দরি! এ ভালবাসা আমি এ জীবনে ভুলিব না। এ ঘরে যদি আলো থাকিত, তাহা হইলে আমার মুখ-চক্ষু দেখিয়া আমার বাক্যের যথার্থ সার অর্থ তুমি অনুভব করিতে পারিতে। যদিও অন্ধকার, তথাপি তোমাতে আমাতে এখানে বসিয়া আছি, তুমি আমার বুকে রহিয়াছ, তোমার কটিদেশ আমি বেষ্টন করিয়া আছি, তোমার মুখে আমার মুখ রহিয়াছে, তোমার নাসিকার সুগন্ধি নিশ্বাস আমার কপোলে অমৃত বর্ষণ করিতেছে, তোমার স্তনযুগল একবার উর্দ্ধে, একবার নিম্নে যেন নৃত্য করিতেছে; আমার বুকে হাত দিয়া দেখ, পরম প্রেমানন্দে আমারও হৃদয় নাচিতেছে। কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের নিমিত্ত এমন ভাব ঘটে না। তোমার প্রেমে আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। তোমাকে পাইলে চির-জীবন আমি সুখে থাকিতে পাইব, পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার সুখের আশা পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিবে। সুন্দরি! কে তুমি, তাহা আমি জানি না; কিন্তু বুঝিতেছি, তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে আমার অনন্ত দুর্দ্দশা ঘটিবে। এখন বিবেচনা কর, অন্তরের সহিত আমি তোমাকে ভালবাসি কি না?"

প্রণয়ীকে চুম্বন করিয়া প্রেমিকা বলিল, "হাঁ ইউজিন! তোমার কথায় এখন আমার বিশ্বাস হইল, সত্যই তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ, আমিও অঙ্গীকার করিতেছি, পুনর্ব্বার তোমাতে আমাতে দেখা-শুনা হইবে।"

অকপট আনন্দে উচ্চকণ্ঠে মণ্টগোমারী বলিলেন, "ধন্যবাদ!—দশ সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু আমার এই মিনতি, বেশী দিন তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিও না।"

কোমল-স্বরে সুন্দরী বলিল, "না, বেশী দেরী হইবে না, শীঘ্রই আমি তোমার সহিত মিলনে আনন্দ লাভ করিব।"

প্রত্যুত্তর শুনিবার নিমিত্ত আর্ল্ মণ্টগোমারী একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হওয়াতে আহ্লাদে তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"সুন্দরি! তুমিও তবে আমাকে ভালবাসিয়াছ? তুমিও আমাকে ভালবাসিয়াছ?"

আদরে গলিয়া রঙ্গিণী উত্তর করিল, "হাঁ ইউজিন! আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। ভবিষ্যতে যখন দেখা হইবে, তখন আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখিব না; কে আমি, সে পরিচয়ও সেই সময় প্রকাশ করিব।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "তুমি যেই হও, তাহা জানিবার তত দরকার নাই। প্রিয়তমে! কেবল তোমাকেই আমি পূজা করি,চিরদিন তোমাকেই আমি পূজা করিব, তুমি কোন ডিউকের পত্নীই হও কিংবা কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যাই হও; তোমার প্রতি আমার মনোভাব চিরদিন সমান থাকিবে। তবে কি না, তোমার মুখখানি দেখিবার জন্য আমার বড় আকিঞ্চন; কল্পনায় ঐ মুখ যে দিন আমার উপর পূর্ণ-বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারিবে, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, আনন্দ-সলিলে আমি অভিষিক্ত হইব।"

সাদরে নায়কের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে রঙ্গিণী বলিল, "সেই সময় সমাগত হওয়াটা তোমার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে।"

একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মণ্টগোমারী প্রতিধ্বনি করিলেন, "আমার ইচ্ছার উপর?—তাহা কিরূপ? কথাটার অর্থটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও; কিরূপে আমি তোমার বিশ্বাসপাত্র হইতে পারি, তাহাও শিখাইয়া দেও।"

রঙ্গিণী বলিল,"সরলভাবে আজ আমি তোমাকে গুটিকতক কথা বলিব, আমার বিবাহ হয় নাই, আমার অনেক টাকা, আমি একাকিনী আমার সমস্ত ধনের অধিকারিণী, আমার মাথার উপর কেহ নাই; আমি নিজেই সর্ব্বময়ী ঈশ্বরী, বিবাহের নামে আমার অত্যন্ত ঘৃণা; একটা লোকের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অথচ রিপু চরিতার্থ করিতে আমার অত্যন্ত আসক্তি; এই কারণে এইরূপ ছদ্মবেশে, এইরূপ সাবধানে, এইরূপ সঙ্গোপনে আমি মনোমত ভিন্ন ভিন্ন নায়কের মনোরঞ্জন করি। কে আমি, কোন্ বংশে আমার জন্ম, কোথায় আমার নিবাস, কি আমার নাম, কেহই কিছু জানিতে পারে না। নায়কের সংখ্যা বড় বেশী হয় নাই; যাহাদিগকে আমি প্রেমদান করিয়াছি, তাহারা সকলেই পদস্থ লোক, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। গোপনে প্রেমদান করা আমার অভ্যাস, কেহই কিছু জানিতে পারে না, এমন কি, সহিস-কোচ্ম্যানেরা পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় অজ্ঞাত; পরম-পবিত্রা সচ্চরিত্রা সুশীলা ধর্ম্মশীলা কামিনী বলিয়া জানে; আমার স্বভাবে কিছুমাত্র কলঙ্ক আছে, এরূপ সন্দেহও কেহ করিতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত আমি এইরূপ কৌশলে অভিসারিকা হইয়া প্রেমপাত্রে প্রেম বিতরণ করিয়া

আসিতেছি ; কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। এখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে, একজন সদ্‌বংশজাত সরলস্বভাব রূপবান্ যুবকের হস্তে আত্মসমর্পণ করি ; পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা আমি করিয়াছি, সে ব্যক্তি যদি কোন সূত্রে উহা জানিতে পারে, জানিয়াও কাহারো নিকট কিছু প্রকাশ না করে, তাদৃশ পাত্রকেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি ; তাহার চরিত্রের বিশেষ প্রমাণ পাইলে কিছু দিন আমি তাহার সঙ্গে বাস করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিব, কিন্তু চিরজীবন আমি যে তাহারই হইয়া থাকিব, এমন প্রতিজ্ঞাও করিতে পারিব না। স্থূল কথা এই যে, আমি বিবাহ করিব না। এইগুলি আমার গুহ্যকথা। আর আর যাহা কিছু বলিতে হয়, সময়ান্তরে তোমাকে তাহা বলিব।"

প্রগাঢ় মনঃসংযোগে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারীর অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। অবশেষে তিনি বলিলেন, "প্রিয়তমে! যেরূপ বিশ্বাসী পুরুষ তুমি চাও, সেই পুরুষের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, যে সকল গুণের কথা তুমি বর্ণনা করিলে, আমি যদি সেই সকল গুণে—"

প্রণয় পাত্রের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া আনন্দ-কম্পিত-কণ্ঠে রঙ্গিণী বলিল, "প্রিয়-ইউজিন! তাহা যদি হয়, সেই সকল গুণে তুমি যদি গুণবান্ হও, তাহা হইলে আমাকে তুমি পাইবে, আমার নাম জানিবে, মর্য্যাদা জানিবে, অনুরাগ জানিবে ; দিবাভাগে সূর্য্যালোকে মনুষ্য যেমন জগতের পদার্থ দর্শন করে, সেইরূপ মুক্তনেত্রে তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে। আমি অহঙ্কার করিতেছি, এমন ভাবিও না, সত্যই বলিতেছি, আমি সুন্দরী।"

লর্ড মণ্টগোমারীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া ব্যগ্রস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে! আমি যে তোমার বিশ্বাসপাত্র হইতে পারিব, সে পক্ষে তুমি কিরূপ প্রমাণ চাও?"

রঙ্গিণী বলিল, "ইউজিন্! কিসে আমার বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। যে লোক আমার বিশ্বাসভাজন হইবার আশা করিবে, প্রথমতঃ তাহার নিজের সমস্ত গুহ্যকথা আমাকে জানাইবে, আমারও গুহ্যকথা শুনিবে, প্রকাশ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিবে, অন্তরে তাহার যে বাসনা, তাহাও আমার কাছে ব্যক্ত করিবে, যৌবনের প্রারম্ভে যদি সে কোন পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এখন যাহার জন্যে লজ্জা হইতেছে, অনুতাপ আসিতেছে, তাহাও আমাকে বলিবে ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও যদি গোপন করিবার কিছু থাকে, তাহাও আমার কাছে অপ্রকাশ রাখিবে না। এখন আমরা যে বিষয়ে কথোপোকথন করিতেছি, সে পক্ষে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।"

মণ্টগোমারীর অঙ্গ একটু কাঁপিল। তিনি বলিলেন, "অজ্ঞাত-সুন্দরি! তোমার কথাগুলির অর্থ আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।"

আদরে চুম্বন করিয়া রঙ্গিণী বলিল, "আচ্ছা, যাহাতে তুমি বুঝিতে পার, এখনই আমি সেইরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। যে ব্যক্তি আমার বিশ্বাস প্রত্যাশা করে, আমার কাছে তাহার সমস্ত পাপের কথা সে স্বীকার করিবে। চুরী, জুয়াচুরী, বলাৎকার, জালিয়াতী, এমন কি, খুন পর্য্যন্ত যদি তাহার অপরাধ থাকে, তাহাও আমার কাছে অপ্রকাশ রাখিবে না; সমস্ত গুহ্যকথা আমাকে জানাইয়া আমার কায়দায় আসিবে; আমিও আমার সমস্ত গুহ্যকথা তাহাকে জানাইয়া তাহার কায়দায় থাকিব, মনে করিলেই আমরা পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিব না। সে ব্যক্তি যদি গরীব হয় কিংবা অপব্যয়ী হয়, তাহা হইলে আরো ভাল হয়; সে অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সে আমার অধীন হইয়া থাকিবে। এইরূপে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে সে যে কেবল আমার প্রণয়লাভে সুখী হইবে, এমন নহে, আমি তাহাকে সহস্র প্রকারে সুখী করিব; গুপ্তপাপে পাপী হইলেও সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে সগৌরবে দশের কাছে মুখ তুলিতে পারিবে। আমার সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা; পরস্পরের সম্বন্ধেই একরূপ নিয়মবন্ধন।"

প্রেমিকার সানুরাগ-চুম্বনে বিমোহিত হইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার সকল কথাই আমি মন দিয়া শুনিলাম, সকল কথার মর্ম্মই পূর্ণমাত্রায় বুঝিলাম। মনে কর, জন্মাবধি আমি এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে, যাহা প্রকাশ হইলে আমাকে তোমার কায়দার ভিতর থাকিতে হইবে; সুতরাং তোমার ইচ্ছামত প্রতিভূদানে আমি অসমর্থ। বস্তুতঃ আমি তোমার প্রণয়প্রার্থী; যাবজ্জীবন তোমার ভালবাসা পাইয়া সুখে থাকি, ইহাই আমার বাসনা।"

মনে মনে সিদ্ধান্ত আনিয়া রঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ বলিল, "দেখ ইউজিন! ও রকম কথা যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না, বিশ্বাস করা উচিত নয়। পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব, ঐ রকম বাক্যের দ্বারা সে আশা তুমি নষ্ট করিয়া দিতেছ। কেন জানো?—সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়, লোকে যাহাকে অপব্যয়ী বলিয়া জানে, লম্পট বলিয়া যাহার কুখ্যাতি, কখনও কোন দুষ্কর্ম্ম করে না, এমন লোক জগতে নাই; জন্মাবধি নিষ্পাপ, এমন লোকও জগতে দুর্ল্লভ; দুঃসাহসে যদি তুমি ঐরূপ কথা আমাকে শুনাও, তাহা আমার পক্ষে অপমানের বিষয় হইবে। আমার মনের দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু তোমার পাপ-চরিত্র অপেক্ষা তাহা অতি লঘু।"

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আরল মণ্টগোমারী বলিলেন, "প্রিয়তমে! একেবারেই আমি নিষ্পাপ, এমন কপটতা জানাইতে আমি চাহি না; ফলতঃ আমি স্বীকার করিতেছি—"

শেষ কথা না শুনিয়াই সানন্দে প্রণয়ীকে চুম্বন করিতে করিতে রঙ্গিণী বলিতে লাগিল, "ইউজিন! প্রিয় ইউজিন! আমার ইউজিন! এই এখন তুমি আমার বিশ্বাস উদ্দীপিত করিয়া দিলে! আমি তোমাকে যৌবন দান করিব, তুমি আমার বিশ্বাসভাজন হইবার উপযুক্ত পাত্র। চিরদিনের মত আমি তোমাকে যৌবন দান করিব, কেবল তাহাই নহে, আমার যাহা কিছু আছে, প্রেমের উপহার বলিয়া সমস্তই তোমাকে দিব; তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিবে না; হৃদয়ের ঈশ্বর বলিয়া আমি তোমার পূজা করিব। ওঃ! নাট্যরঙ্গভূমে ফ্লোরিমেল সাজিয়া তুমি যে আমাকে প্রতারণা করিয়াছিলে, তাহা আর মনে করিব না, চির-জীবনের মত আমি তোমার হইলাম। আমার এই ভালবাসা চিরদিন অটল থাকিবে। ইউজিন! —প্রিয় ইউজিন! আশা করি,এখন তুমি আমার প্রতি যেরূপ অকপট অনুরাগ দেখাইতেছ, চিরদিন অবিচ্ছেদে এইরূপ সরল অনুরাগ দেখাইবে।"

প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি স্বর্গের বিদ্যাধরী! যে কথাগুলি তুমি বলিলে, তাহাতে আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম! জন্মে আমি এমন সুন্দরী মোহিনীর সঙ্গসুখ অনুভব করি নাই, জন্মে আমি নারীকণ্ঠে এমন সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করি নাই! ওঃ! কবে আমি ঐ মুখখানি দেখিব? কবে আমি ঐ চক্ষু দুটি দেখিব? ওঃ! সুকোমল সুন্দর কপোল স্পর্শ করিয়া যে অপূর্ব্ব সুখানুভব হইতেছে, উজ্জ্বল আলোকে মুক্ত-নেত্রে ঐ মুখখানি দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ উপভোগ করিব, নিমেষে নিমেষে আমি এইরূপ আশা করিতেছি! না জানি, ঐ মুখ খানি কতই সুন্দর! অতি সুন্দর!"

আমোদিনী হইয়া রঙ্গিণী বলিল, "ইউজিন! তবে তুমি আমাকে ভাল-বাসিয়াছ! মুখ না দেখিয়াই ভালবাসিয়াছ! মুখখানি যখন দেখিবে, তখন একেবারে মোহিত হইয়া যাইবে! পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমি সুন্দরী, যখন আমি মুখ দেখাইব, তখন তুমি আমার বাক্যের সার্থকতা বুঝিবে। ইউজিন! প্রাণের ইউজিন! আমি তোমার পত্নী হইব না,—উপপত্নী হইব। ইউজিন! আমি শুনিয়াছি,—আমোদে ও মামলা-মোকদ্দমায় তুমি অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছ, মোকদ্দমার খরচে দিন দিন তুমি নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছ, সেই জন্য তোমার মুখে হাসি নাই, আমি তোমার ঐ মুখে হাসি

আনাইব। দশ বিশ হাজার পাউণ্ড তোমার হস্তে অর্পণ করিলেই ঐ মুখে হাসি আসিবে, আমি তোমাকে হাসাইব। চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রার চমৎকার মোহিনী শক্তি! আমার সঙ্গেই এখন বিংশতি সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আছে। ইউজিন! সেই মুদ্রাগুলি তোমারই। ইউজিন! এইমাত্র আমি বলিলাম, আমি তোমার উপপত্নী হইব। ঐ বিংশতি সহস্র মুদ্রা আমার প্রেমের যৎসামান্য নিদর্শন;— মনে কর, অগ্রিম বায়না। ইহার পরে আরো প্রমাণ দেখাইব। ইউজিন! আবার বলি,—আমি তোমার উপপত্নী হইব। গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি, আমার মত সুন্দরী উপপত্নী পাইয়া তুমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে,—আমাকে উপপত্নী পাইলে তোমার গৌরব বাড়িবে। ইউজিন! আমি রমণী;- সুন্দরী রমণী,—প্রেম-পিপাসিনী রমণী, কিন্তু ইউজিন! আমার মনে ঈর্ষা নাই,-প্রণয়ের ঈর্ষা আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তুমি বড়লোক, তুমি বিবাহ করিয়া অপর একটি রমণীকে যদি তোমার পদ-সম্পদের অংশভাগিনী কর, তাহা হইলে আমি ঈর্ষানলে দগ্ধ হইব না, বরং আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইবে। ইউজিন! যদি তুমি বিবাহ কর, তাহাকে সুখী করিও, নিজেও সুখে থাকিও, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক আধবার আমাকেও মনে করিও, একেবারে ভুলিয়া থাকিও না। মনে করিও, একজনকে ভালবাসিয়াছিলে, একজন তোমাকে ভালবাসিয়াছিল, সেই ভালবাসা এখনও আছে, ইহা মনে করিয়াই এক একবার দর্শন দিও। মনে করিও, বন্ধু বলিয়া যে রমণী তোমার জন্য ধন, মান, যৌবন, সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছে, তোমাকে সুখী করা যাহার অন্তরের কামনা, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে রমণী তোমাকে ভুলিবে না, মধ্যে মধ্যে এক একবার তাহাকে দর্শন দিও।”

প্রবৃত্তি লওয়াইবার নিমিত্ত ছদ্মবেশিনী মোহিনী যে সকল মোহন-মন্ত্র ঝাড়িল, লর্ড মণ্টগোমারী তাহাতে এককালে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; প্রেম-পিপাসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ধনক্ষয়ে তিনি প্রায় রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন, মোহিনীর অঙ্গীকৃত মুদ্রাগুলি শীঘ্র হস্তগত করিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ব্যগ্রতা জন্মিল। সাদরে যুগল-হস্তে সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “প্রেমময়ি! আমার দেহ-প্রাণ আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম, আমাদের পরস্পর যেরূপ চুক্তি স্থির হইল, তাহা সম্পন্ন করিতে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না।”

পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে রঙ্গিণী বলিল, “ইউজিন! তবে তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা কর, জীবনে তুমি যাহা যাহা করিয়াছ, সরল অন্তরে সমস্তই ব্যক্ত কর। যদি কিছু গুহ্যকথা থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে ভয় করিও না,

লজ্জা করিও না, কুণ্ঠিত হইও না, কম্পিত হইও না, একে একে সব কথা ভাঙ্গিয়া বল, আমিও তোমার কাছে কোন গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিব না।”

গদগদস্বরে মণ্টগোমারী বলিলেন, “প্রেমময়ি! হাঁ, অবশ্যই আমি তোমার কায়দায় আসিব। যদি তুমি ছদ্মবেশধারিণী সয়তানী হইতে, তাহা হইলেও আমি তোমার মোহন-মন্ত্রের পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিতাম না। দেখিতেছি, তুমি অদ্ভুত রমণী, তুমি জাদুবিদ্যা জানো, তোমার জাদুমন্ত্রে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। অঙ্গে তোমার ছদ্মবেশ, মুখখানি অদৃশ্য, আমি তোমার জাদুমন্ত্রের মর্ম্মভেদ করিব। যাহা তুমি আমার মুখে শুনিতে চাহিতেছ, এখনই আমি তাহা বলিব, কর্ণ স্থির করিয়া শ্রবণ কর। শুনিতে শুনিতে এক এক স্থানে তোমার কৌতুক বাড়িবে, এক এক স্থানের বর্ণনা শুনিয়া তোমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত জমিয়া যাইবে।”

ব্যগ্রস্বরে রঙ্গিণী বলিল, “প্রিয়তম ইউজিন্! বল, বল, সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল। আমি ভয় পাইব অথবা চঞ্চলা হইব, এমন মনে করিও না। তোমার জীবনের সমস্ত কথা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে আমি তোমাকে আপন কায়দায় আনিয়া রাখিব, তাহার পর আমারও পরিচয় তুমি শুনিতে পাইবে।”

কাঁপিয়া কাঁপিয়া, সুন্দরীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “বিদ্যাধরি! পরমেশ্বর জানেন, তোমার প্রতি আমি কতদূর অনুরক্ত; পরমেশ্বর জানেন, তোমার কায়দায় আসিতে আমার কতখানি আগ্রহ!”

আনন্দে সুন্দরীর কপালে, কপোলে, অধরোষ্ঠে এবং ভ্রূযুগলে সানুরাগ চুম্বনদান করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী আপন জীবন-কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

নায়কের প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়া অচলা প্রতিমার ন্যায় সেই রহস্য-রঙ্গিণী একমনে স্থির-কর্ণে তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল, লর্ড মণ্ট-গোমারী মৃদুস্বরে,—মৃদু অথচ সুস্পষ্টস্বরে পোনর মিনিটকাল কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন, পরক্ষণেই একটু থামিলেন। সুন্দরী সেই সময় বাহুপাশে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, আপন বক্ষঃস্থলে তাঁহার হস্ত সংলগ্ন করিয়া, গাঢ় অনু-রাগে বার বার চুম্বন করিয়া মধুর-স্বরে বলিল, “ইউজিন! ইউজিন! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রকৃতই তুমি আমার অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্র!”

আনন্দে মণ্টগোমারীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “প্রিয়তমে! একজন পুরুষ বারংবার তোমার সাক্ষাতে বলিতেছে, সে তোমার প্রেম-পিপাসী, সে তোমার উপপতি হইবে, সে তোমার বন্ধু হইবে, ইহা তোমার কি লজ্জা হইতেছে না?”

রঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল, “লজ্জা? তোমার কাছে আমার লজ্জা?

না না, কোন লজ্জা নাই। আমি প্রেম-পিপাসিনী, আমি প্রেমোন্মাদিনী, আমি উন্মত্ত বিলাসিনী; আমার জীবনে অনেক প্রকার খেলা আছে, আমার আবার কিসের লজ্জা? বাস্তবিক বলিতেছি, তোমার কাছে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "সময়ে সময়ে কত অভাগিনী যুবতীকে লোভ দেখাইয়া তাহাদের ধর্ম্ম হরণ করিয়াছি, তাহাদের প্রতি কত নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি; সে সকল কথা তুমি শুনিয়াছ, তাহারা এখন ভিখারিণী হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে!"

রঙ্গিণী বলিল, "যে সকল পুরুষ ঐ প্রকার আমোদ ভালবাসে, তাহারা সকলেই ঐরূপ ব্যবহার করে।"

লর্ড মণ্টগোমারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "টাকা যোগাড় করিবার নিমিত্ত আমি যতদূর নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছি, তাহাও তুমি শুনিয়াছ। যত অপরাধ করিয়াছি, তাহা বলিয়াছি! ব্যাঙ্কারগণের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছি, মহাজনগণের নামে জাল করিয়াছি। যে সকল লোক ধনক্ষয় করিয়া প্রায় দেউলিয়া হয়, টাকা পাইবার সহজ উপায় কিছুই যাহাদের থাকে না, টাকার জন্য তাহারা সকলেই ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে।"

রঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, ঐ সকল কাজ তুমি করিয়াছ, কিন্তু ধরা পড় নাই, তোমার নামে কলঙ্ক পড়ে নাই; পূর্ব্বে যেমন সচ্চরিত্র ছিলে, জগতের চক্ষে এখনও সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক আছ। আমার নিজের কুচরিত্র আমি জানি, অপর কেহ জানে না; তুলনায় তোমার চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। আচ্ছা, বলিয়া যাও। তোমার কথা শেষ হইলে আমার কথা আমি বলিব। আমি যখন তোমাকে মুখ দেখাইব, যখন সমস্ত গুহ্যকথা বলিব, তখন তুমি লজ্জা পাইও না।"

মণ্টগোমারী বলিলেন, "হাঁ, বলিতেছি, আরও কতকগুলি কথা আমি তোমাকে বলিব।"

অঙ্গচালনা করিয়া রঙ্গিণী বলিল, "কতকগুলি বলিলে চলিবে না, সমস্তই বলিতে হইবে, তোমার সব কথা আমি শুনিব। বলিয়া যাও, দেরী করিও না, সময় চলিয়া যাইতেছে।"

লর্ড বলিলেন, "তোমার আগ্রহ অপেক্ষা সে বিষয়ে আমার আগ্রহ কম নয়। আচ্ছা, এখন আমি মোকদ্দমার কথা বলিব। মার্শনেস্ বেলেঙার সঙ্গে আমাদের যে মোকদ্দমা হইতেছে, সেই কথাই বলি। তুমি কি সেই মার্শনেস্‌কে জানো?"

রঙ্গিণী উত্তর করিল, "হাঁ, তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি; কিন্তু আলাপ নাই। আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

লর্ড মণ্টগোমারী এই সময় এমন একটি কথা বলিলেন, তাহা প্রকাশমাত্র সেই স্ত্রীলোকের শরীরে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল; নায়কের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া সে তখন নিশ্চল হইয়া রহিল; তাহা দেখিয়া মণ্টগোমারীরও মনে কেমন এক প্রকার আতঙ্ক আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ, অবজ্ঞা করিতেছ, অশ্রদ্ধা করিতেছ! আমি বেশী কথা বলিয়াছি!"

নায়কের ক্রোড় হইতে উঠিয়া বসিয়া, আবার তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কামাতুরা রঙ্গিণী বলিল, "না–না–না, কিছুই বেশী বল নাই,—একটি বর্ণও অতিরিক্ত নয়, ঠিক বলিয়াছ, উহাতে তোমার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি আমার বিশ্বাসভাজন হইবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার এই গুহ্যকথা আমি পবিত্র ধর্ম্মভাবে হৃদয়ে পোষণ করিব, আমার নিজের গুহ্যকথার ন্যায় গোপন করিয়া রাখিব। ইউজিন! প্রাণের ইউজিন! এখন বলিয়া যাও, বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে।"

মোহিনীর মোহন-মন্ত্রে ও গাঢ় চুম্বনে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী পুনরায় রঙ্গিণীর কর্ণে কতকগুলি বিশেষ কথা শুনাইলেন।

প্রণয়ীর ক্রোড়দেশে বসিয়া, তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া প্রগাঢ় অনুরাগে চুম্বন করিতে করিতে রঙ্গিণী বলিল, "ইউজিন! সব কথাই তুমি আমাকে বলিয়াছ। হাঁ, সব কথাই বলিয়াছ। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ অর্পণ করিতেছি। এখন চল, খট্টায় গিয়া শয়ন করি, যখন প্রভাত হইবে, গবাক্ষ-পথ দিয়া সূর্য্যরশ্মি যখন এই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন তুমি আমার অনাবৃত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইবে; আর প্রথমে যাহা আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, প্রভাতেই সেই অঙ্গীকার পালন করিব। তুমি আমার জীবন-কাহিনী শুনিতে পাইবে।"

ক্ষণমাত্রেই বোতলের ছিপি খোলার শব্দ হইল, সার্কেসী রঙ্গিণী একটা গ্লাস সুধা পূর্ণ করিয়া প্রেমপাত্রের মুখের কাছে ধরিল, সেই সুধা লর্ড মণ্টগোমারী দিব্য আস্বাদনে কহিলেন, "চমৎকার শ্যাম্পেন!" উভয়ের সুধা-পান! রঙ্গিণী বলিল, "ইউজিন! এই দ্রাক্ষারস সাক্ষী রহিল, আমাদের এই প্রেম চিরস্থায়ী হইবে।" লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, "তথাস্তু।"

এক গ্লাস শ্যাম্পেন গলায় ঢালিয়া মণ্টগোমারী যখন গ্লাসটা মুখ হইতে নামাইতেছিলেন, হঠাৎ সেই সময় সেই গ্লাসটা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ কি ভয় পাইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন

সেই সময় গৃহমধ্যে স্ত্রীলোকের হাস্য ও বিজয়-গৌরবের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, মণ্টগোমারী যেন অজ্ঞান; সোফা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন,পারিলেন না; শরীর অত্যন্ত ভারী, মাথা ঘুরিতে লাগিল, দর্শন-শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অনুভব-শক্তি তিরোহিত হইয়া আসিল! আশ্চর্য্য! সেই অন্ধকার গৃহ—সেই রহস্য-গৃহ, সেই বিলাস-গৃহ সমভাবেই অন্ধকার!

লর্ড মণ্টগোমারী অচেতন। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন গৃহের গবাক্ষপথ দিয়া অল্প অল্প আলো আসিয়া তাঁহার মুখে লাগিল, নেত্র-মার্জ্জন করিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কোথায় রহিয়াছেন?—গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটে তাঁহার নিজের বাড়ীতে নিজের শয়নকক্ষে নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন! তিনি তখন ভাবিলেন, 'তবে কি সে সব স্বপ্ন? যাহা যাহা স্মৃতিপথে আসিতেছে,তাহা কি তবে ছায়াবাজী?' তাঁহার মস্তিষ্ক তখন অতিশয় উষ্ণ হইয়াছিল, কল্পনায় যোগাইল, সার্কেসী কিঙ্করী যে রঙ্গের নায়িকা হইয়াছিল, সেটা কি তবে মায়া?—সমস্তই কি ইন্দ্রজাল?

হতবুদ্ধি হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, উদাস-নয়নে ঘরের চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখনও ভ্রম। তখনও তিনি ভাবিতেছেন, 'সত্যই কি আমি জাগিয়াছি অথবা এখনও ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি?' অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, খট্টার নিকটে একখানা চেয়ারের উপর সেই নীল-পোষাকটা খোলা রহিয়াছে।

মনে যে যন্ত্রণার উদয় হইল, তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। তাঁহার সর্দ্দার খানসামা তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ আছে, খানসামা তাহা বুঝিতে না পারে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিল্‌বার্ট! কল্য যখন আমি বাড়ী আসিয়াছিলাম, তখন রাত্রি কত?"

গিল্‌বার্ট উত্তর করিল, "রাত্রি প্রায় দুইটা।"

লর্ড বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন, "ওঃ! তবে তো সেটা স্বপ্ন নয়।" এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অবস্থা তখন কিরূপ ছিল?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আপনি যখন ও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি সত্যকথা বলিতে বাধ্য। অতিরিক্ত সুরাপানে আপনি তখন অজ্ঞান ছিলেন।"

লর্ড।—(সন্দেহে কম্পিত-কণ্ঠে) কে আমাকে বাড়ীতে আনিয়াছিল?

গিল্‌বার্ট।—আপনি গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন।

লর্ড।—কাহার গাড়ী?

গিল্।—তাহা আমি জানি না; গাড়ীখানা কৃষ্ণবর্ণ তাহার কোন দিকে কিছু লেখা ছিল না।

লর্ড।—(লর্ড ফ্লোরিমেলের গল্পে যেরূপ গাড়ীর বর্ণনা ছিল, সেইরূপ গাড়ী, ইহা স্মরণ করিয়া) ওঃ! আচ্ছা, আমার সঙ্গে কে আসিয়াছিল?

গিল্।—একজন ফুটম্যান, মি লর্ড!

লর্ড।—(যেন উন্মত্তের ন্যায়) দীর্ঘাকার?—খুব দীর্ঘাকার?

গিল্।—দীর্ঘাকার বটে, কিন্তু তাহাকে আমি ভাল করিয়া দেখি নাই। সে যখন আপনাকে গাড়ী হইতে নামায়, তখন রাস্তার গ্যাস-লণ্ঠনের আলোর দিক্ হইতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল।

লর্ড।—সে কি তোমাকে কোন কথাই বলে নাই?

গিল্।—কেবল এইমাত্র বলিয়াছিল যে, রাত্রে আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে অতিরিক্ত সুরাপান করিয়াছেন। এই কথা ছাড়া আর কিছুই না। গাড়ীখানা তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে চক্ষের বাহির হইয়া গেল। আমি আপনাকে তুলিয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইলাম।

লর্ড।—আচ্ছা, এখন তুমি বিদায় হইতে পার।

গিল্বার্ট বাহির হইয়া গেল, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, অনুতপ্ত লর্ড শয্যার উপর উঠিয়া, বালিসে মাথা গুঁজিয়া, মানসিক দারুণ যাতনায় নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি না বুঝিয়া অজ্ঞান অন্ধের ন্যায় একটা অজ্ঞাত-রমণীর হস্তে সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—কেবল সম্ভ্রমমাত্র নয়, জীবন পর্য্যন্ত সেই রমণীর কাছে বাঁধা ই চতুরা রমণী অনির্ব্বচনীয় কৌশলে তাঁহার আমূল জীবন-বৃত্তান্ত বাহির করিয়া লইয়াছে! এই বিষয় চিন্তা করিতেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রীলোকের কাছে নিজের সমস্ত গুহ্যকথা ব্যক্ত করা যার পর নাই পাগ্লামী হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারীর অনুতাপ আসিল। আর এখন অনুতাপে কি ফল? চিন্তায়ই বা কি ফল? কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আর প্রতীকারের উপায় নাই; চিন্তায় চিন্তায় কেবল যন্ত্রণার বিষানলে দগ্ধ হওয়া মাত্র।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

দুটি ধর্ম্মশীল পথিক

নাট্য-রঙ্গের রজনীর অবসান ; পরদিনের প্রভাত। আকাশ নির্ম্মল ; সূর্য্য উজ্জ্বল ; সমস্ত পদার্থ প্রফুল্ল।

বেলা সাড়ে নয়টা। ব্লাক্‌হিড্‌ নামক স্থানের রাস্তা ধরিয়া দুই জন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে যাইতেছেন। যিনি অগ্রগামী, তাঁহার অশ্বটি পরম সুন্দর, কিন্তু কৃশ ; অনুবর্ত্তী লোকটি রাসভারূঢ়।

তাঁহারা কে?—যিনি অশ্বারূঢ়, তিনি আমাদের প্রিয়বন্ধু রেভারেণ্ড মিষ্টার ন্যাথানিয়েল স্নিকৃবি, আর তাঁহার গর্দ্দভারূঢ় সহচরটি মিষ্টার ইকাবড্‌ প্যাকস্‌-ওয়াকস।

এই পথিকেরা যদি ধর্ম্ম-জীবনে মাননীয় ও জীবের ত্রাণকর্ত্তা না হইতেন, তাহা হইলে আমরা আজ তাঁহাদের বেশ ও ভাবগতিক দর্শনে অট্ট অট্ট হাস্য করিতাম ; কিন্তু তাঁহারা যখন পারমার্থিক নব-বিধানের নেতা, তখন অবশ্যই যথাসাধ্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করা আমাদের উচিত। তবে কি না, কতকগুলি বালক পথের একস্থানে খেলা করিতেছিল। পথিকেরা যখন সেই স্থান দিয়া যান, সেই বালকেরা তখন করতালি দিয়া হো হো শব্দ করিয়া উপহাস করিয়াছিল, এ কথা আমরা অবশ্যই বলিব। পাদ্রী হইলেই দরিদ্রভাব দেখাইতে হয়, বদন বিরস করিতে হয়, এটা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ধরা কথা, পাদ্রী স্নিকৃবির মুখখানি সেই রকম ; সে মুখ দেখিলে দয়ার সঞ্চার হয়। প্যাক্‌স ওয়াক্সের ভাব অন্য প্রকার। ভয়ানক মাতাল সমস্ত রজনী মদ্যপান করিয়া পরদিন প্রভাতে যেমন খোঁয়ারীর ঝোঁকে মাথার বেদনায় বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, প্যাকস্‌-ওয়াক্সের ভঙ্গী ঠিক সেইরূপ ; বিষাদে তিনি অতিশয় অবসন্ন। ফাঁসী দিতে লইয়া যাইবার সময় অপরাধীর মুখ যেমন লাল হয়, প্যাকস্‌-ওয়াক্সের মুখখানি সেইরূপ ম্লান।

পাদ্রী স্নিকৃবি ও প্যাকস্‌ ওয়াক্স ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, হঠাৎ স্নিকৃবির অশ্বটা পায়ে পায়ে জড়াইয়া হোঁচট্‌ খাইয়া পড়িল, বোধ হইল যেন ধর্ম্মপরায়ণ আরোহীকে নমস্কার করিবার জন্য জানু পাতিয়া বসিল ; ইকাবডের গাধাটাও আর চলে না, লাফাইয়া লাফাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে পাছু হটিতে

লাগিল; সে যেন মনে করিল, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে আর সম্মুখদিকে দ্রুত চালাইতে পারিবে না।

পথের ধারে মাইল-মাপা একখানা পাথর দেখিয়া, দীর্ঘকালের মৌন-ভঙ্গ করিয়া পাদ্রী স্নিকৃবি বলিলেন,"ভাই প্যাক্‌স-ওয়াক্‌স! আমরা পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি; এই পাঁচ মাইল আসিতে ঝাড়া দুই ঘণ্টা লাগিয়াছে।"

ইকাবড বলিলেন, "ভাই স্নিকৃবি! ঠিক দুই ঘণ্টা। এই দেখ, এই দুষ্ট জন্তুটার বক্র-গতিতে আমার উরুদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে!"

স্নিকৃবি বলিলেন, "ভাই প্যাক্‌স-ওয়াক্‌স! তোমার গাধা তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি। নিশ্চয় আমার মনে হইতেছে, যাহার গাধা, সে তাহার ঐ গাধা দ্বারা রাগ প্রকাশ করিয়াছে।"

কিঞ্চিৎ বিকৃতস্বরে ইকাবড বলিলেন, "সেই লোকের যদি ঘোড়া থাকিত, তাহা হইলে সে কখন গাধায় চড়িত না।"

মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া পাদ্রী স্নিকৃবি বলিলেন, "প্রিয় ভ্রাতঃ! তুমি বড়ই অধীর হইয়াছ দেখিতেছি।"

কতকটা উগ্রমেজাজে পূর্ব্ববৎ বিকৃত-কণ্ঠে ইকাবড বলিলেন, "কেন? যেটা দুরন্ত নয়, কার্য্যে অপরিপক্ক, তাহা দ্বারা এই রকম অসুবিধা ঘটিয়াই থাকে।"

তিরস্কার করিয়া স্নিকৃবি বলিলেন, "ভাই প্যাক্‌স্-ওয়াক্‌স! তুমি তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছ না।"

ইকাবড উপহাস করিলেন, স্নিকৃবি একটু রাগিয়া উঠিলেন। শেষকালে ইকাবড বলিলেন, "ভাই স্নিকৃবি! গাধা চড়াই আমার অভ্যাস! যাহাকে তোমরা ঘোড়া বল, তাহাতে আরোহণ করা আমার অভ্যাস নয়।"

স্নিকৃবি বলিলেন, "তবেই ঠিক হইয়াছে, গাধা চড়ার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছ। এ কার্য্য পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত, ঈশ্বরবাদীর কার্য্য এরূপ নয়।"

ইকাবড বলিয়া উঠিলেন, "কি?"

স্নিকৃবি বলিলেন, "হাম্বাক!"

ক্রুদ্ধ হইয়া ইকাবড বলিলেন, "এটা যদি নিরীশ্বরবাদীর কাজ হয়, তবে আমি কোট খুলিয়া ফেলিব, কামিজের আস্তীন গুটাইব, ঠুকিয়া ঠুকিয়া অপবিত্র মস্তক চূর্ণ করিব।"

যুদ্ধের নামে ভয় পাইয়া পাদ্রী স্নিকৃবি ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন, ভক্তিভাবে হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিলেন।

পথিকেরা একটা পাহাড়ের উপর নামিতেছিলেন, স্নিকৃবির অশ্বটা

গাড়িয়া পড়িয়াছিল, আরোহী হঠাৎ লাগাম ছাড়িয়া দেওয়াতে টক্কর খাইয়া একটা পাথরের উপর পড়িয়া গেল, পাদ্‌রী সাহেব তাহার মস্তকের নীচে ঝুলিতে লাগিলেন; ঝুলিতে ঝুলিতে রাস্তার ধূলার উপর পড়িয়া গেলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খুন করিল! খুন করিল।"

ভয়ের প্রকৃত কারণটা কি, হতবুদ্ধি ইকাবড তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "গুলী কর!"

রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি আস্তেব্যস্তে ভূমি হইতে উঠিয়া কাতর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঃ! আমার সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে, ভাগ্যক্রমে হাড় ভাঙ্গে নাই, বড় বেদনা, কেহ আমাকে তুলিয়া না দিলে আমি এখন অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে পারিব না, ভাই ইকাবড! তুমি আমাকে তুলিয়া দেও।"

পাদ্‌রী সাহেব যথার্থই অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন জানিয়া ইকাবড প্যাক্স-ওয়াক্স আস্তে আস্তে গর্দ্দভপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পাদ্‌রী সাহেবের অঙ্গবস্ত্রের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন; তাঁহাকে ধরিয়া ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিলেন; ঘোড়াটা ভয় পাইয়া হঠাৎ একটু তফাতে সরিয়া গেল, পাদ্‌রী সাহেব আবার পড়িয়া গেলেন; সেই সঙ্গে ইকাবড ও পড়িয়া গেলেন।

পড়িয়াই উভয়ে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেদনায় কাতর হইয়া মিঃ স্নিক্‌বি ঘোড়াটাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, ঘোড়ার চক্ষু উৎপাটন করিবেন বলিলেন। গর্জ্জন করিতে করিতে ইকাবড বলিলেন, "আমি ঐ পাগ্‌লা ঘোড়াটার যকৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বাহির করিব!" এই সব কথা বলিতে বলিতে সলজ্জ-নয়নে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন, কি করিবেন, কিয়ৎক্ষণ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

নম্রস্বরে পাদ্‌রী স্নিক্‌বি জিজ্ঞাসা করিলেন,-"ভাই প্যাক্সওয়াক্স! আমার মুখ হইতে যে সকল কথা নির্গত হইয়াছে, তাহা কি তুমি শ্রবণ করিয়াছ?"

ইকাবড উত্তর করিলেন, "না,—তাহা আমি শুনি নাই। ভাই স্নিক্‌বি! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তুমি শুনিতে পাও নাই?"

স্নিক্‌বি উত্তর করিলেন, "ঠিক শুনি নাই, আমার কর্ণ তখন ঢাকা ছিল।"

উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন। স্নিক্‌বি পুনর্ব্বার ইকাবডকে বলিলেন, "ভাই! এই-বার আমাকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া দেও।"

ইকাবড ঝাড়িলেন স্নিক্‌বির গায়ের ধূলা, স্নিক্‌বি ঝাড়িলেন ইকাবডের গায়ের ধূলা। খৃষ্টানের কর্ত্তব্য-কার্য্যই ঐরূপ। ইকাবড এইবার সাবধানে মানীয়

পাদ্রী সাহেবকে ধরিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া বসাইলেন; পাদ্রী সাহেব আবার ধুপ করিয়া অন্য দিকে পড়িয়া গেলেন।

ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রেভারেণ্ড স্নিকৃবি তাড়াতাড়ি ভূমি হইতে উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোর ঘাড়ে কি ভূত চাপিয়াছে?"—এইরূপ গালি দিতে দিতে ইকাবডকে মারিবার জন্য তিনি দ্রুতপদে তাহার দিকে ছুটিলেন।

স্নিকৃবির শাসনবাক্যে ভয় না পাইয়া ইকাবড ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল, ঘোড়াটাকে আর গাধাটাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমাগত ছুট! পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে মিঃ স্নিকৃবি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ভাই প্যাকৃস্-ওয়াক্স! আর তোমাতে আমাতে বিরোধে কাজ নাই, মিলন কর, তুমি আমার হাতে হাত দেও।"

পূর্ণ-বিশ্বাসে হস্ত-বিস্তার করিয়া প্রফুল্ল-বদনে মিঃ ইকাবড তাঁহার বন্ধুবরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অসঙ্কোচে বলিলেন, "ভাই স্নিকৃবি! তোমার খৃষ্টান-সুলভ সাধু-প্রস্তাবে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত।"

ইকাবডের একহস্ত নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র সজোরে তাঁহার বাম-নেত্রে এক ঘুসি মারিয়া স্নিকৃবি বলিলেন, "এই লও তোমার কৃত-কর্ম্মের প্রতিফল!"

বাম-চক্ষের বেদনায় কাতর হইয়া, অন্য চক্ষে পাদ্রী সাহেবের প্রতি বিষাক্ত কটাক্ষপাত করিয়া ইকাবড বলিলেন, "এটা বড়ই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য!"—কথা বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার প্রহারের ভয়ে তিনি দুই পদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন।

পাদ্রী স্নিকৃবির ক্রোধের শান্তি হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ভাই প্যাকৃস্-ওয়াক্স! আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি বলিয়াই শাসন করিয়াছি।"

গর্জ্জন করিয়া ইকাবড বলিলেন, "অমন ভালবাসার মুখে আগুন! আমার যাতনার সীমা নাই! বিশেষতঃ এক চক্ষু বাঁধিয়া রেভারেণ্ড জোয়েস ব্রগের সম্মুখে আমি উপস্থিত হইতে পারিব না।"

উগ্রমেজাজের জন্য লজ্জা পাইয়া প্রবোধবাক্যে স্নিকৃবি বলিলেন, "নিকটেই ফোয়ারা আছে, জল অতি পরিষ্কার, সেই নির্ম্মল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া পটী বাঁধিলেই তোমার চক্ষু শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে।"

কম্পিত-কণ্ঠে ইকাবড বলিলেন, "নিকটের হোটেলেই আমি একটু নির্ম্মল জল পাইব।"

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "হাঁ, তাহা তুমি পাইবে।"

য় প্রবুদ্ধ হইয়া মিষ্টার ইকাবড তৃতীয়বার পাদ্রী সাহেবকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া দিলেন। এইবার তিনি নির্ব্বিঘ্নে জিনের উপর বসিলেন।

ইকাবডও নিজের গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ঘোড়া চলিতে লাগিল, গাধা কিন্তু এক পাও নড়িল না, কাঠের গাধার মত ঠিক এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল. একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে চালাইবার জন্য ইকাবড তাহার মস্তকে ও গ্রীবাদেশে ধীরে ধীরে চাপড় মারিলেন, গায়ে হাত বুলাইলেন, ঘন ঘন শীস দিলেন, গাধা কিছুতেই নড়িল না, ইকাবড তখন নিজেই যেন গাধা বনিয়া গাধার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন।

গাধার উপর গাধা হইয়া মিষ্টার ইকাবড চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ভাগ্যক্রমে সেই সময় সেই রাস্তা দিয়া একখানা ডাকগাড়ী যাইতেছিল, সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যান ঐ কাণ্ড দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাবগতিক বুঝিয়া লইল, গাধাটার অঙ্গে ও পদে সপাসপ্ চাবুক কষাইয়া দিল, গাধা তখন হন্‌হন্ করিয়া চলিতে লাগিল; লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিল; অগ্রগামী অশ্বটাও অতিবেগে দৌড়িল। পাদরী স্নিকৃবি চমৎকৃত হইলেন। দশ বৎসরের মধ্যে ঐ ঘোড়া কখনও তত বেগে ধাবিত হয় নাই।

পথিকেরা ঐরূপে খানিক দূরে গিয়া একটা হোটেল দেখিতে পাইলেন। উভয়েই সেইখানে নামিলেন, ভাল করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ইকাবড আপনার চক্ষুটা বাঁধিলেন, হোটেলে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন নির্ম্মল জলে চক্ষু ভিজাইতে লাগিলেন, স্নিকৃবি সেই সময় অশ্বের ও গর্দ্দভের কিছু কিছু খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, ইকাবডের মনে তাঁহার প্রতি যে বৈরভাব জন্মিয়াছিল, সে ভাবটা ঘুচিয়া গেল।

তাঁহারা নিজেও কিছু কিছু জল খাইয়া লইলেন. প্রাতঃকালে সাতটার সময় হাজিরা খাইয়াছিলেন, ক্ষুধা হইয়াছিল, সেখানে কিছু কিছু আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, তাহার পর নিজ নিজ বাহনের পৃষ্ঠে পুনরারোহণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন।

আরোহীরা যখন ডার্টফোর্ট নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন সেখানকার গীর্জ্জার ঘড়ীতে ১২টা বাজিল। বেলা দুই প্রহর।

একটা রাস্তার মাঝখানে একদল বালক মার্ব্বেল খেলিতেছিল, ঐ পথিক দুটিকে দেখিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে 'সাবাস সাবাস, বাহবা বাহবা' বলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া করতালি দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পাদরী স্নিকৃবি গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া আরক্ত-নয়নে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সাবধান! সাবধান! ধার্ম্মিক লোকের অবমাননা করিলে দুষ্টবালকদিগের কি দশা হয়, তাহা কি তোমাদের মনে নাই?"

দুষ্ট বালক-দলের দলপতি বলিয়া উঠিল, "এখানে বিয়ার-সরাপ পাওয়া

যায় না!"—বলিয়াই দলের বালকদিগের দিকে ফিরিয়া চাহিল, সকলে মিলিয়া হো হো রবে হাসিয়া উঠিল।

"মার মার" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া আর একটা বালক একগাছা লাঠি তুলিয়া স্নিক্‌বির অশ্বের গাত্রে প্রহার করিল।

গাধাটাকে লক্ষ্য করিয়া তৃতীয় বালক ঠাট্টা করিয়া বলিল, "ওরে ও মাথা-পাগ্‌লা বুড়ো গাধা!"—পাদ্‌রী স্নিক্‌বি সেই বালককে তিরস্কার করিতেছিলেন, আর একটি বালক নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া গাধার পুচ্ছে একখানা পাথর বাঁধিয়া দিল।

লাঙ্গুল ভারী হইলেও গাধাটা ক্ষণে ক্ষণে ছুটিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে থামিতে লাগিল, এক একবার রাস্তার ফুটপাথে উঠিয়া হোঁচট খাইতে লাগিল। পৃষ্ঠ হইতে সওয়ার সেইখানে পড়িলেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেন। মিষ্টার ইকাবড অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দুষ্ট বালকগণকে ধমকাইতে লাগিলেন; বালকেরা আরো আমোদ পাইয়া উচ্চরবে হল্লা আরম্ভ করিল, মাথার টুপীগুলা শূন্যপথে উড়াইতে লাগিল, গাধাটার গায়ে ধূলা-মাটী ছুড়িয়া দিতে লাগিল। রাস্তার কলরব শুনিয়া নিকটের দোকানদারেরা জানালা খুলিয়া ফেলিল, পান্থ লোকেরা দাঁড়াইয়া গেল, সকলেই মনে করিল তাজ্জব তামাসা। সেই পল্লীতে যাহারা বহুদিন বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই বলিল, "এমন আশ্চর্য্য কৌতুক তাহারা এখানে কখনও দেখে নাই, ডার্টফোর্ট সহরে এমন গোলযোগ আর কখনও হয় নাই।"

অবশেষে একজন ভদ্রলোক আসিয়া গাধার লেজের পাথরখানা খুলিয়া দিলেন। রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি তাঁহাকে বলিলেন, "রেভারেণ্ড জোয়েল ব্রগ্ কোন্ বাড়ীতে বাস করেন, বলিয়া দিলে উপকার করা হয়।" সেই ভদ্রলোকটি ঠিকানা বলিয়া দিলেন, পাদ্‌রী সাহেবেরা অগ্রে একটা হোটেলে পৌঁছিয়া, ঘোড়া আর গাধাটা সেইখানে রাখিয়া, অল্পদূর পদব্রজে গিয়া পাদ্‌রী ব্রগের বাড়ীর দরজায় করাঘাত করিলেন।

রাস্তার বালকেরা তখনও পর্য্যন্ত সারি বাঁধিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

রেভারেণ্ড মিষ্টার ব্রগ্ একজন পুরোহিত। ক্যাণ্ডেলন ব্রায়েন সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য করা তাঁহার কার্য্য। ডার্টফোর্ট সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে ঐ সম্প্রদায়ের অনেক লোক বাস করে। যে বাড়ীতে পাদ্‌রী ব্রগ থাকেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের টাকায় সেই বাড়ীখানা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে, পাদ্‌রী ব্রগ্ সস্ত্রীক সেই বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার সম্পর্কিত

অপরাপর লোকেরাও সেই বাড়ীতে থাকে। বাড়ীখানি হরিদ্রাবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত, বাড়ীর মধ্যে আটটি কামরা, বাড়ীর পশ্চাতে একটা বাগান।

পাদ্‌রী ব্রগ্ দীর্ঘাকার, কৃশ, গঠন অনেকটা স্নিক্‌বির তুল্য, মাথায় কালো কালো পাত্‌লা পাত্‌লা চুল কপালের দিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত; বদন গম্ভীর, স্বরও গম্ভীর। যাহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করে, কণ্ঠস্বরে তাহাদের ভয় হয়। তাঁহার স্ত্রীও সর্ব্বাবয়বে প্রায় ঐ রকম, স্বভাবে গর্ব্বিতা ও খিট্‌খিটে। পাদ্‌রী সাহেব বলেন, তাঁহার স্ত্রীর তুল্য উত্তমা স্ত্রী জগতে নাই।

পাদ্‌রী স্নিক্‌বি ও প্যাক্স-ওয়াক্স যখন দ্বারে আঘাত করেন, ব্রগ্-দম্পতি সেই সময় একটা সামান্য কথা লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিতেছিলেন। কথাটা এই যে, তাঁহাদের একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ যজমান সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত একটি শূকর-শাবক উপহার দিয়াছিল। পাদ্‌রী সাহেবের ইচ্ছা, সেই দিনেই সেটি রন্ধন করা হয়, কিন্তু বিবির ইচ্ছা সেরূপ নহে। বিবি বলেন, একখানা ভেড়ার রাঙ বাসী আছে, সেইখান আগে ফুরাইয়া যাউক, তাহার পর শূকর ভক্ষণ করা যাইবে। এই কথা লইয়াই কলহ। কথায় কথায় কলহটা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম্মপ্রাণ, শান্ত, দান্ত পাদ্‌রী সাহেব তাঁহার গুণবতী শ্রেষ্ঠা পত্নীকে ঘুসি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!

এই সময় ঘন ঘন দ্বারে করাঘাত। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার বালকগণের বিকট চীৎকার-ধ্বনি। সস্ত্রীক পাদ্‌রী সাহেব সেই চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, একটু একটু ভয়ও পাইলেন।

পাদ্‌রী সাহেব একজন চাকরকে ডাকিলেন, চাকর আসিল;—রোগা, ময়লা, ক্ষুধাক্লিষ্ট, সামান্য-বস্ত্র-পরিহিত; মুখ বিশুষ্ক, বয়স সপ্তদশ বৎসর।

সেই চাকরের প্রতি দ্বার খুলিয়া দিবার আদেশ হইল, চাকর গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি ও মিঃ ইকাবড সম্মুখের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাস্তার বালকেরা আর একটা হল্লা চীৎকার করিয়া পূর্ব্বের ক্রীড়াস্থলে ফিরিল।

পাদ্‌রী সহেবেরা যখন উপস্থিত হইলেন, মিষ্টার ব্রায়েন আর তাঁহার স্ত্রী তখন রন্ধন-গৃহে ছিলেন। চাকরের মুখে ঐ দুটি লোকের আগমান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কর্ত্তা কহিলেন, "তুমি ঠিক বলিতেছিলে, শূকরের ছানাটা কল্যকার জন্য রাখাই ভাল। এরা দুইজন যখন আসিয়াছে, না খাইয়া যাইবে না, আমরাও আমন্ত্রণ না করিয়া থাকিতে পারিব না।"

বিবি বলিলেন, "আমরা তো কেবল জল খাই, উহাদের জন্য মদ কিনিয়া টাকা নষ্ট করিতে পারিব না।"

মিষ্টার ব্রগ্ বলিয়া উঠিলেন, "কিছুতেই না, কিছুতেই না, আমরা শুদ্ধ জল পান করি, ইহাই আমাদের অভ্যাস, (আজিকার দিনের জন্য বটেই) বাহিরের লোকের জন্য মদ্য যোগাইতে পারিব না।"—এইরূপ উক্তি করিয়া পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিতে করিতে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

অতিথিদ্বয়ের হস্তমর্দ্দন করিয়া পাদ্রী ব্রগ্ 'ভাই ভাই' বলিয়া উভয়কে সাদর সংবর্দ্ধনা করিলেন; অনন্তর পত্নীকে দেখাইয়া প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন, "ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাদের নিকটে ইঁহার পরিচয় দিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি, সংসারের লোকে এমন গুণবতী স্ত্রী পায় না,—সর্ব্বগুণে গুণবতী। ইহ-জগতে এমন স্ত্রীরত্ন নিতান্তই দুর্ল্লভ।"

বিবিটিকে অভিবাদন করিয়া পাদ্রী স্নিকবি সগৌরবে বলিলেন, "ধর্ম্মশীলা নারী আপন স্বামীর মস্তকের মুকুটস্বরূপ।"

অতিথি দুটিকে সম্বোধন করিয়া গৌরবিণী পাদ্রী-মহিলা দিব্য অমায়িক-ভাবে বিনম্র-স্বরে বলিলেন, "আপনারা উপবেশন করুন। আপনারা নিজেদের গৃহ মনে করিয়া এইখানে স্বচ্ছন্দে সুখানুভব করুন।"—বিবিটি যে ভাবে কথা কহিলেন, তাহাতে বুঝাইল যেন, ভক্তিভাবে অতিথি-সেবা-করা তাঁহার নিত্য-ব্রত। এইরূপ শীলতা জানাইয়া, ইকাবডের মুখপানে চাহিয়া চকিতস্বরে বিবি আবার বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটির চক্ষে কি হইয়াছে?"—স্নিকবি ত্বরিত-স্বরে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে গিয়া ঐ চক্ষে আঘাত লাগিয়াছে। আমরা যখন ডোভার রোড দিয়া আসি, সেই সময় রাস্তার ধারে জনকতক ইতরলোক ইষ্টক ভাঙ্গিতেছিল, তাহারা আপনা-আপনি কত প্রকার অশ্লীল গালাগালি করিতেছে শুনিয়া আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগিল, আমাদের এই ভাইটি—ইকাবড প্যাক্স-ওয়াক্সও নিয়ত সাধু-কার্য্যে তৎপর, সেই পাপিগণকে হিতকথা বুঝাইবার জন্য ইঁহার বাহন গর্দ্দভটাকে ছুটাইয়া ইনি তাহাদের নিকটে গেলেন। পাপিদলের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ষণ্ডা—গোঁয়ার, ইঁহাকে দেখিয়া সেই লোকটা ইটের উপর হইতে উঠিল, কোমর বাঁধিয়া ঘুসি পাকাইয়া দাঁড়াইল—"

ইকাবড বলিলেন, "হাঁ, সেই লোকটা ঘুসি মারিয়া আমার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছে।"

স্নিকবি এবং ইকাবড উভয়েই চমৎকার সত্যকথা কহিলেন! ঘুসি মারাটা সত্য, কিন্তু কাহার ঘুসি, তাহা তাঁহারাই জানিয়া রাখিয়াছেন। ইকাবড গুরুবাক্যে পোষকতা করিলেন!

দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাদ্‌রী ব্রগ্‌ কহিলেন, "সৎকার্য্য করিতে গিয়া আমাদের ভাগ্যে ঐরূপ প্রহারলাভ হয়। যাহা হউক ভাই প্যাক্স-ওয়াক্স! আজ রাত্রে তোমার ঐ চক্ষে এক জোড়া জোঁক বসাইয়া রাখিলে ঈশ্বরের কৃপায় চক্ষু আরাম হইবে। ভাই! তোমরা আমার সঙ্গে একত্র আহার করিবে, এই আমার ইচ্ছা। কি জন্য আজ তোমরা এখানে আসিয়াছ, আহারান্তে তাহা আমি শুনিব।"—অতিথিদ্বয়কে এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে! এই পথিক বন্ধু দুটিকে তুমি আজ কি কি দ্রব্য আহার করাইতে পারিবে?"

বিবি উত্তর করিবার অগ্রেই রেভারেণ্ড স্নিকৃবি শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, "এক টুক্‌রা রুটী আর এক পাত্র ঠাণ্ডাজল হইলেই যথেষ্ট হইবে।"

বিবিকে সম্বোধন করিয়া প্যাক্স-ওয়াক্স বলিলেন, "ভগ্নি! তোমাদের নিজের মিতাহারের বন্দোবস্তে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তাহাতেই আমরা পরিতৃপ্ত হইব।"—যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন বারকতক নাক তুলিয়া আঘ্রাণ করিলেন, বাটীর মধ্যে মাংস-কাবাবের কোনও গন্ধ পাওয়া যায় কি না?

পাদ্‌রী সাহেবের স্ত্রী বলিলেন, "একখণ্ড বাসী মেষ-মাংস আর নিকটবর্ত্তী ফোয়ারার সুস্বাদু জল আজ আমাদের পানাহারের আয়োজন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ তোমরা আমাদের আশ্রমে অতিথি, সমাদরে তাহাই আমরা তোমাদের ভোজনের নিমিত্ত প্রদান করিব।"

আহার্য্য-দ্রব্যের নাম শুনিয়া অতিথিদ্বয়ের চমক লাগিয়া গেল। তাঁহারা যেন হতভম্ব হইলেন, শেষকালে মনে মনে যুক্তি আনিয়া এই ভাবে প্রবোধ পাইলেন যে, প্রচুর উপাদেয় দ্রব্যের আয়োজন থাকিলেও ভাল ভাল লোকেরা শীলতা করিয়া সামান্য বস্তুর নাম করেন।

তাঁহাদের এই ভ্রম অতি শীঘ্র দূর হইয়া গেল, চাকর প্রবেশ করিল; টেবিলের উপর চাদর বিছাইয়া একপাত্র বাসী মাংস, গুটিকতক গোল আলু, আর এক কুঁজা জল রাখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মিষ্টার স্নিকৃবি ও প্যাক্স-ওয়াক্স উদাসনয়নে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিলেন। ভাল ভাল খাবার সামগ্রী আসিবে, তাঁহারা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, সে আশা ভাসিয়া গেল। চাকর বিদায় হইলে তাহার মনিব তাহাকে হোটেল হইতে বীর-সরাপ আনিবার হুকুম দিলেন।

রেভারেণ্ড ব্রগের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা সেইখানে আসিয়া মিলিল। কন্যাটির নাম কুমারী টেবিথা। মাতা-পিতার সঙ্গে আহার রতে তাহারা

আমোদ পায়। আহারে বসিয়াছে, এমন সময় উপরের ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকের চেঁচাচেঁচি ও লাফালাফির শব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

রেভারেণ্ড জুয়েল ব্রগ প্রায় ১৫ মিনিট কাল ঈশ্বরের উদ্দেশে ভজনা করিলেন। টেবিলের সম্মুখস্থ সকলেই সেই সময় স্ব স্ব ভোজনপাত্রের উপর মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। প্যাক্স-ওয়াক্সের বেশী ক্ষুধা, ভজনাকালে তিনি ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, উপাসনা শেষ হইতে না হইতেই আপন খাদ্যাংশ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসী মাংসের সঙ্গে ঠাণ্ডাজল পাকস্থলীতে পাচনক্রিয়ার ব্যাঘাত করে, কিন্তু ভক্ষণে বিরাগ নাই। মিঃ স্নিক্‌বিও অনিচ্ছায় কিছু কিছু আহার করিলেন, ঠাণ্ডা জল তাঁহারও ভাল লাগিল না।

আহার সমাপ্ত হইল, টেবিলের চাদর তুলিয়া লওয়া হইল। একজন চাকরাণী সকল কার্য্যই করে, মনিবপত্নীর কৃপণতার মত্‌লব বুঝিতে না পারিয়া সে দ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া ছিল, বিবি তাহাকে ধমক দিলেন, দাসীটা তখন কাঁদো-কাঁদো-মুখে বলিল, "নিত্য নিত্য যেমন জিন্-সরাপ আনিয়া টেবিলের উপর রাখি, গরম জল আনিয়া দিই, আজ কি তাহাই আনিব ?"

পাদ্রীর তিনটি পুত্র ও কুমারী টেবিথা ইতিপূর্ব্বে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল ; দাসীর কথা শুনিয়া মিঃ ইকাবড আহ্লাদে চেয়ারের উপর ঘুরিতে লাগিলেন, পাদ্রী স্নিক্‌বির মুখে লাল ঝরিল, মিঃ ব্রগ ও বিবি ব্রগ সেই ভাব দেখিলেন, পরস্পর পরস্পরের মুখে কটাক্ষপাত করিলেন ; সে কটাক্ষপাতে এই ভাব বুঝাইল যে, দাসীটা এ কথায় তাঁহাদের অতিথিসেবার কৃপণতার কৌশলটা মাটী করিয়া দিল।

কোপ-কষায়িত-লোচনে দাসীর দিকে চাহিয়া কর্কশস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "বাড়ীতে যদি একটু জিন্-সরাপ থাকে, আমাদের প্রিয় অতিথিদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত গরম জলের সহিত তাহা আনিতে পার।"

দাসী বলিল, "আমি বেশ জানি, বোতলে অনেকটা জিন্-সরাপ আছে। কল্য এক বোতল আনা হইয়াছিল, আপনারা দুজনে কেবল তাহার অর্দ্ধেকটা খাইয়াছেন।"

আরও কুপিত-নয়নে দুঃখিনী দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উগ্রস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "যা, যা,—গরম জল আন্ গে যা!"

জল আনিতে দাসীকে পাঠাইয়া গৃহিণী অগত্যা আল্‌মারী খুলিয়া মদের বোতল বাহির করিলেন। দাসী অবিলম্বে গরম জল, গ্লাস ও চিনি আনিয়া টেবিলের উপর যোগাইল। নববিধান-সম্প্রদায়ের দুই জন প্রধান ভক্তের পরম

আনন্দ। মদে জলে চিনি মিশানো হইল, কম হইল ভাবিয়া ইকাবড আবার আরও মিশাইলেন।

বড় বড় দুইটা গ্লাসে খাঁটি মদ ঢালিয়া স্মিকৃবি ও ইকাবড এক এক চুমুক পান করিলেন। বিবি ব্রগের রাগ বাড়িল, ঘৃণা বাড়িল, তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া রন্ধনগৃহে ছুটিয়া গেলেন, বেচারা দাসীটাকে গালাগালি দিলেন, তাহার পর অন্য ঘরে গিয়া ছেলে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলেন; এই-রূপ অভিনয় করিয়া তাঁহার গরম মেজাজটা কিছু ঠাণ্ডা হইল,—রাগ পড়িল। একটু শান্ত হইয়া আবার তিনি বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন, 'ছেলেরা আমার ক্ষুদ্র বাগিচার জলপাই-বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিতেছিল, এই কথা বলিলেন। পাদ্রী ব্রগ আরও জিন্-সরাপ আনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, দাসীও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সুবিধা হইল।

পাদ্রী ব্রগ এই সময় সেই বদ্‌মেজাজী স্ত্রীলোকটির অনেক খোসামোদ করিলেন, অনেক প্রশংসা করিলেন, শেষে বলিলেন, "প্রিয়তমে! এইবার তুমি একটু জিন্ খাও। খুব ভাল জিনিস, যেমন রঙ্গ, তেমনি সুগন্ধ, তেমনি আস্বাদন।"

গৃহিণী বলিলেন, "না গো না, আমি আর এক ফোঁটাও খাইব না, আবার এক বোতল আসিয়াছে আমি নিষেধ করিতেছি, তুমিও আর খাইও না। এই ভদ্রলোক দুটি যদি ইচ্ছা করেন, পূর্ণ বোতলটা নিঃশেষ করিতে পারেন, তুমি,কিন্তু ঢালিয়া দিও না।"—এই কথা বলিয়া গৃহিণী তখন ঘৃণার নয়নে সেই দুই জন অতিথির দিকে বক্র-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া রেভারেণ্ড ব্রগ বলিলেন, "প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! জগতে অদ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন তুমি, বিরূপ ব্যবহার করিয়া নিজ প্রকৃতির ভাবান্তর দেখাইও না।"

বিবি বলিলেন, "তবে আমার এখন আর কোন কথা নাই, তোমাদের যে কার্য্য থাকে, তোমরা এখন তাহাই কর।"—এই বলিয়া, বাহুর উপর বাহু রাখিয়া, একখানা চেয়ারের গায়ে ঝুঁকিয়া প্রহরীস্বরূপে সেই জিনের বোতলটার চৌকীদারী করিতে লাগিলেন, বোতলের উপরেই দৃষ্টি স্থির।

এক একবার পত্নীর মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতিথিদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক মিষ্টার ব্রগ বলিলেন, "ভাই! যে জন্য তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ, আইস, সেই বিষয়ের মীমাংসা করা যাউক। গত সপ্তাহে লণ্ডন নগরে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যে কথা আমি বলিয়াছিলাম, সেই

কথা তর্ক বিতর্ক করিবার জন্যই আজ তোমরা আসিয়াছ, এইরূপ আমার অনুমান।"

স্নিক্‌বি বলিলেন,"হাঁ ভাই, ঠিক অনুমান করিয়াছ, সেই কথার জন্যই আমাদের আসা। আমাদের নব-বিধানের সহিত কাণ্ডেলা ব্রায়েন-সম্প্রদায়ের একত্র সংযোগ হইলে ভাল হয়, সে দিন তুমি এইরূপ আভাস দিয়াছিলে; আমারও তাহাই ইচ্ছা।"

রেভারেণ্ড ব্রগ বলিলেন, "নব-বিধানের সহিত কাণ্ডেলা ব্রায়েন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ, এটা ঠিক নহে। কেন না, কাণ্ডেলা ব্রায়েন-সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অধিক, ইহাদের প্রতিপত্তিও প্রচুর, এরূপ স্থলে আমাদের সম্প্রদায়ের সহিত নব-বিধান-সম্প্রদায়ের মিলন হওয়াই উচিত হইতেছে, নব-বিধান-সম্প্রদায় আমাদের দলভুক্ত হউক, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা।"

স্নিক্‌বি বলিলেন, "না ভাই ব্রগ! তাহা হইবে না, কাণ্ডেলা ব্রায়েন-সম্প্রদায়কে নব-বিধান-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে হইবে।"

উত্তেজিত হইয়া পাদ্রী ব্রগ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,"ভাই স্নিক্‌বি! নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ! কিন্তু কাণ্ডেলা ব্রায়েন নামটি চিন্তা করিয়া আনিতে আমার ছয়মাস সময় লাগিয়াছিল, নামটি কিরূপে বানান করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে আরো তিন মাস লাগিয়াছিল, সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন সেই নামটি বিসর্জ্জন দিবে? এই কথাই তুমি বলিতেছ? না ভাই, কখনই তাহা হইতে পারিবে না। যখন আমি আমাদের সম্প্রদায়ের ঐরূপ নামকরণ করি, তখন আমার সঙ্কল্প থাকে, উহার অর্থ হইবে এইরূপ:—কাণ্ডেলা অর্থে বাতী, আব্রায়েন্ অর্থে আলো;—ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠের সময় এই বাতীর আলো সহায় হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।"

সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া স্নিক্‌বি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিবেদন করি, নব-জ্যোতিবিশিষ্ট নব-বিধান-সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা তবে কি?"

মিষ্টার প্যাক্স-ওয়াক্স বলিয়া উঠিলেন, "নব-বিধানের শিষ্যেরা কি, তাহাই আমি জানিতে চাই।"

বিবি ব্রগের আত্মা ব্যথিত হইয়াছিল, তিনি গরম হইয়াছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠপুট রক্তশূন্য হইয়াছিল, কম্পিত-ওষ্ঠে তিনি বলিলেন, "নব-বিধানটা কি, আমি তাহা বলিয়া দিব?"

কথায় কথায় জোর দিয়া ব্যঙ্গস্বরে পাদ্রী স্নিক্‌বি বলিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, বলিয়া দিতে পার। নবজ্যোতিসম্বন্ধে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা শুনিতে অভিলাষী।"

প্যাক্স-ওয়াক্স বলিলেন, "আমিও ঐ কথা বলিয়াছি। এখন বল দেখি ভগ্নি, তোমার মনের কথাটা কি? তোমার অভিপ্রায়ে কি পদার্থ আমরা?"

বিবি ব্রগ বলিলেন, "তোমরা হাম্বাগ—আগাগোড়া হাম্বাগ! এখন আমি তোমাকে আমার মনের কথা বলিলাম, আমার মনের বোঝা নামিল।"

এই কথা বলিয়াই উন্মাদিনী বীরাঙ্গনা লাফাইয়া উঠিয়া জিনের বোতলটা আঁকড়াইয়া ধরিলেন; চিনি, লেমন আর সেই বোতলটা তুলিয়া লইয়া শীঘ্র শীঘ্র আলমারীর ভিতর রাখিয়া চাবী বন্ধ করিলেন, তাহার পর দ্রুতপদে ছুটিয়া সজোরে গৃহদ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া ভঙ্গীক্রমে বলিলেন, "নব বিধানের ঐ দুটা মাতালের হস্ত হইতে যত শীঘ্র তুমি নিষ্কৃতি পাইতে পার, ততই মঙ্গল;—শীঘ্র বিদায় কর।"

স্বামীকে এইরূপ আভাস দিয়া পাদ্রী-মহিলা বাহির হইয়া চলিলেন, যে দিক্ দিয়া রন্ধন-মহলে যাইতে হয়, সেই পথ ধরিয়া রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিলেন, এত জোরে সেই ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিলেন যে, বোধ হইল যেন, সমস্ত বাড়ীখানা কাঁপিয়া উঠিল।

নানা অপ্রিয় ঘটনায় রেভারেণ্ড স্নিকৃবির বাহ্যজ্ঞান প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল, সে ভাবটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহচরকে তিনি বলিলেন, "ভাই পাক্স-ওয়াক্স! আমরা নাস্তিকের শিবিরে আসিয়াছি, এখান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান করা ভাল।"

ইকাবড বলিলেন, "ভাই স্নিকৃবি! ঠিক বলিয়াছ। নিষ্ফল ডুম্বর-বৃক্ষতলে আর ধন্না দিয়া থাকা ভাল না।"—গুরুকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া আপনা-আপনি মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আর কেন! জিনের বোতলটা উড়িয়া গিয়াছে!"

যে ঘটনা হইল, তাহা প্রকাশ পাইলে লোকে নিন্দা করিবে, সেই ভয়ে মিনতি-বচনে রেভারেণ্ড ব্রগ বলিতে লাগিলেন, "হে খ্রীষ্টপরায়ণ ভ্রাতঃ! আমার সর্ব্বগুণবতী বনিতা আজ যেরূপ কাণ্ড করিলেন, আমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কর।"

আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া রেভারেণ্ড স্নিকৃবি সক্রোধে বলিলেন, "ও রকম সর্ব্বগুণবতী স্ত্রীলোক অধঃপাতে যাক্! তুমিও যাও! ও রকম ভণ্ডামী,—তোমার স্ত্রীর মত ভণ্ড তপস্বিনী এ জীবনে আমি কোথাও দেখি নাই!"

ইকাবড বলিলেন, "আমিও দেখি নাই।"—গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও বলিলেন, "এই হতভাগা লোকটাও কম নয়,—বুড়ো পাগল!" এইরূপ উক্তি করিয়াই তিনি সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখের পথের।।।

খুলিয়া পলায়নের উদ্‌যোগ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাগিয়া মিঃ ব্রগ পাছে গরম জলের কুঁজোটা তাঁহার মাথায় ভাঙ্গেন, সেই ভয়। মুক্ত দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সাগ্রহে তিনি ডাকিলেন, "ভাই স্নিক্‌বি! চলিয়া আইস!"

সরোষ ঘৃণার দৃষ্টিতে রেভারেণ্ড ব্রগের মুখের দিকে চাহিয়া রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সহচরের সহিত অবিলম্বে প্রস্থান। সদর-দরজা উদার মুক্ত রহিল।

নব-বিধানের সেই দুইটি জীব হোটেল-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। বন্ধুর বাড়ীতে যাইবার সময় যে হোটেলে তাঁহারা তাঁহাদের বাহন দুটি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই হোটেল। তাঁহাদের প্রথম কার্য্য কি?—মনের মলা ধৌত করা, মাথার গরম শীতল করা। রেভারেণ্ড ব্রগের বাড়ীতে যথেষ্ট অপমান হইয়াছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই। হোটেলে তাহার সান্ত্বনা ও ক্ষতি-পূরণ। একটা ঘরে বসিয়া তাঁহারা সাধ মিটাইয়া পঞ্চকরা জিন্-সরাপ উদরস্থ করিলেন। অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার পর হোটেলের বিলের টাকা শোধ করিয়া দিয়া তাঁহারা তথা হইতে বাহির হইলেন, নির্দ্ধারিত পথে যাত্রা করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে স্নিক্‌বি, গাধার পৃষ্ঠে ইকাবড।

এবারেও পথের বালকেরা পূর্ব্বের ন্যায় হল্লা করিয়াছিল। ডার্টফোর্ট সহরের সীমা অতিক্রান্ত হইবার অগ্রেই তাহাদের দৌরাত্ম্যে বাহনেরা ভয় পাইল, স্নিক্‌বি তাঁহার অশ্ব হইতে এবং ইকাবড গর্দ্দভ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, বালকেরা পলায়ন করিল।

এই সময় ভারী এক পসলা বৃষ্টি হইল। নব-বিধানের পাণ্ডারা সর্ব্বাঙ্গ-সিক্ত হইয়া আস্তে-ব্যস্তে স্ব স্ব বাহনের উপরে উঠিয়া বসিলেন; বৃষ্টি অবিরাম, পথের ধারে যদি হোটেল থাকে, সেইখানে আশ্রয় লইবেন, সেই ইচ্ছায় পাদ্‌রী স্নিক্‌বি দ্রুত অশ্ব চালাইবার চেষ্টা করিলেন, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া অশ্বটা সিক্তগাত্র হইয়াছিল, এক পাও চলিল না। ইকাবডের গাধাটাও চলিল না, কোন আশ্রয়-স্থান দৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বৃষ্টির জলে তাঁহাদের পূর্ণ অভিষেক হইয়া গেল।

অতি কষ্টে তাঁহারা একটা পান্থশালায় পৌঁছিলেন, সেইখানে আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাঁহারা মদ খাইয়া মাতাল হইয়া বে-এক্তার হইয়া পড়িলেন, সরাইখানার লোকেরা তাঁহাদিগকে তুলিয়া শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল।

প্রভাতে আকাশ দিব্য পরিষ্কার। পথিকেরা প্রাতে উঠিয়া গন্তব্যপথে যাত্রা করিলেন। মদের জোরে বড় অসুখ;—খোঁয়ারী,—শিরঃপীড়া। বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহারা রাজধানীতে পৌঁছিলেন, প্রথমে আস্তাবলে গিয়া

ঘোড়াটা আর গাধাটা ফিরাইয়া দিলেন, ভাড়া যাহা বাকী ছিল, তাহা শোধ করিয়া দিয়া জার্ম্মানী ষ্ট্রীটে চলিলেন, পুনঃ পুনঃ ভূ-পতনে ও বারিবর্ষণে পরিচ্ছদগুলি অব্যবহার্য্য হইয়াছিল, সে পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সালেম-ধর্ম্মমন্দিরের উপাসকদলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ডার্টফোর্ট নগরে পাদ্রী ব্রগের বাড়ীতে তাঁহাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, দলের লোকের নকটে তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিলেন না।

লণ্ডন-রহস্য

বা

বজ্রদলের গুপ্তলীলা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

*—

উৎপীড়িতা কুমারী

নাট্য-রঙ্গের রজনী-প্রভাতে কুমারী পলিন্ একটি সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে নিদ্রিতা ছিল, জাগিয়া উঠিল। কৌচের উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ, আর দেয়ালের গায়ে একখানি বৃহৎ দর্পণ; চন্দ্রাতপে ও দর্পণের ফ্রেমে ডিউকের উপাধিচিহ্ন সমঙ্কিত।

গৃহের চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কুমারী কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বুদ্ধি যখন স্থির হইল, তখন পূর্ব্ব-রজনীর ঘটনা তাহার স্মৃতিপথে আসিল, কোথায় এখন রহিয়াছে, কেমন করিয়া সেখানে আসিয়াছে, তাহাও স্মরণ হইল। কল্পনা বলবতী; কল্পনা বলিল, লর্ড ফ্লোরিমেল বিশ্বাসঘাতক। লর্ড ফ্লোরিমেলকে মনে পড়িল, সেই সঙ্গে নানা চিন্তা একত্র। কুমারী-হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণানল জ্বলিল, বালিসে মুখ লুকাইয়া অভাগিনী তখন নেত্রজলে শয্যাবস্ত্র সিক্ত করিল।

চক্ষের জলে পরিতাপিনীর পরিতাপাগ্নি অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল, পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতেছে, এমন সময় মহিমান্বিতা ডচেস্ অব ডেভন্সার ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শয্যার নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া পলিনের হস্তধারণ পূর্ব্বক সস্নেহ বচনে ডিউক-মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পলিন্! হইয়াছে কি? বোধ হয়, অক্টেভিয়ার কোনরূপ অমঙ্গল-ঘটনা—"

পলিন্ উত্তর করিল, "না না, তেমন ঘটনা কিছুই হয় নাই, গত রজনীতে আমি একাকিনী ছদ্মবেশে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি,তজ্জন্য ক্ষমা চাই।"

বিছানার এক ধারে বসিয়া ডিউক-পত্নী সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষমা চাহিতে হইবে না,তুমি বল দেখি,প্রকৃত ঘটনাটা কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চক্ষু রাঙ্গা হইয়াছে, তোমার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিতেছি, কোনরূপ অপ্রিয়-ঘটনা ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, সেই যে থিয়েটারে নাট্য রঙ্গ-দর্শনে যাওয়া, সেটা তোমার পক্ষে কেবল যে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না, সেখানে আরো কিছু হইয়া থাকিবে, এইরূপ আমার অনুমান।"

দুঃখানল আবার জলিয়া উঠিল, কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে পলিন্ বলিল, "দয়াময়ি! আপনার অনুমান ঠিক।"

ডচেস্ বলিলেন,"পলিন্! তোমাকে আমি বেশ জানি,তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তোমার উপর আমার পূর্ণ-বিশ্বাস, তুমি যে একাকিনী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নাট্য-রঙ্গে যাইতে সাহস করিয়াছিলে, নিশ্চয়ই তাহাতে তোমার কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি ছিল। বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে যদিও তাহা তুমি প্রকাশ না কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সুশীলা সুচরিত্রা বলিয়া জানিব।"

পলিন্ বলিল,"আপনার কাছে বলিতে আমি কোন কথা অস্বীকার করিব না। আপনি আমার প্রতি বিস্তর দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থাগতিকে যখন আমি পিতার আশ্রম-পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, তখন আপনি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন,আমার দুঃখিনী ভগ্নীকেও আশ্রয় দিয়াছেন, সে সব দয়ার কথা আমি ভুলিব না, মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার কাছে আমি অকৃতজ্ঞ হইব না।"

ডচেস্ বলিলেন, "পলিন্! তুমি সুশীলা অবলা সরলা, সেই জন্যই তোমার উপর আমার আন্তরিক স্নেহ। পলিন্! বল আমাকে, আমি তোমার কি উপকার করিব? তোমার উপকার করিতে আমি সর্ব্বদাই ব্যগ্র, সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহা তুমি জানো।"

পলিন্ বলিল, "আমার বুকের ভিতর যে যন্ত্রণা, আগে আমি সেই কথা আপনার কাছে প্রকাশ করি, তাহার পর হয় ত আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারিব।"

নাট্য-রঙ্গের পরিচ্ছদগুলি একখানা চেয়ারের উপর রাখা হইয়াছিল, পলিন্ উঠিয়া সেই পোষাকের একটা বুক-পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ডচেসের হস্তে প্রদান করিল।

সেই পত্রে লেখা ছিল :—

"লর্ড ফ্লোরিমেল তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইয়াছেন। তাঁহার স্বভাব

চঞ্চল, তিনি বহু নারীর প্রেমবিলাসী ; তিনি লম্পট। আগামী কল্য রজনীতে কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারে রঙ্গ-নাট্যের ক্রীড়া হইবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল সেই রঙ্গভূমে যাইবেন। একটা নীলবর্ণ ঘাগ্‌রা তাঁহার পরিধানে থাকিবে, ঘাগ্‌রার কিনারায় কিনারায় সোনার জলে কাজ করা, উপরিভাগে স্বর্ণবর্ণ নক্ষত্র। কি কারণে তিনি যাইবেন, তাহাও জানাইয়া রাখি। নূতন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমলীলার বন্দোবস্ত হইয়াছে ; সেই স্ত্রীলোকও থিয়েটারে আসিবে, সেইখানেই দেখা-শুনা হইবে। কেবল সরলভাব ব্যতিরেকে এই পত্র-লেখকের অন্য কোন বাসনা নাই, তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা গুণবতী কামিনীর উপযুক্ত পাত্র সর্ব্বদোষাকর লর্ড ফ্লোরিমেল হইতে পারেন না, এই কারণেই এই পত্র লিখিলাম।

তুমি অতি সাবধানে সঙ্গোপনে ইচ্ছামত পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণ করিও। যে দোকানে পোষাক লইবে, সেই দোকানের অধিকারিণী তোমাকে উত্তমরূপে সাজাইয়া দিবে।

আর একটি কথা,—লর্ড ফ্লোরিমেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে থিয়েটারের ভিতর তুমি তাঁহাকে তিরস্কারসূচক একটি কথাও বলিও না, হঠাৎ নিকটেও যাইও না, এত সাবধানে কার্য্য করিবে যে, কে তুমি, তাহা যেন তিনি শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে না পারেন।"

এই পত্রপাঠ শেষ করিয়া, সহানুভূতি জানাইয়া ডচেস্ বলিলেন, "এই বেনামী চিঠিতে যাহা লেখা আছে, সে বিষয়ে তোমার স্থির-বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আহা! এখনও তোমার চক্ষে জল পড়িতেছে, আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এই পত্রের বয়ানগুলি অবশ্যই সত্য।"

পলিন্ বলিল, "খুব সত্য—খুব সত্য। গত পরশ্ব এই চিঠির তারিখ, কল্য প্রাতে আমি পাই, আলিস্‌বরির নিকটস্থ আপনাদের বাগানবাড়ীতে চিঠি পৌঁছিয়াছিল, বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই আমি লণ্ডনে চলিয়া আসি। যে দোকানে পোষাক পাইবার কথা, সেই দোকানে সজ্জা করিয়া আমি থিয়েটারে যাই,—নীল পোষাকপরা লোকটিকে দেখিতে পাই, নিকটে গিয়া যখন আমি দাঁড়াই, তখন তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন, যে রমণীর সঙ্গে সেখানে দেখা-শুনার বন্দোবস্ত, সেই রমণী আমি, শেষে আমি যখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি লর্ড ফ্লোরিমেল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আমার সংশয় জন্মিল। তিনি অন্য রমণীকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই ভাব ঠিক বুঝিলাম ; বুঝিয়া আসিয়াছি, লর্ড ফ্লোরিমেল বিশ্বাসঘাতক।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে পরিতপ্তা কুমারীর দুটি চক্ষে অবিরল

অ ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ; সুকোমল গণ্ডস্থল অতিক্রম পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। কুমারী সজলনয়নে ডচেসের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে পলিনের কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত হইয়া আসিল। পরিতাপিনী আর কথা কহিতে পারিল না। ডচেস্ সস্নেহে তাহার কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

নিশ্বাস ফেলিয়া পলিন্ বলিল, "দেখুন, আমার মর্ম্মে কত দূর আঘাত লাগিয়াছে! লর্ড ফ্লোরিমেলকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিয়াছিলাম, সেই ফ্লোরিমেলকে আমি হারাইলাম! ভালবাসার স্রোতে ভাঁটা ছিল না, ক্রমাগত জোয়ার বহিতেছিল, সেই স্রোত শুকাইয়া গেল! আমার যদি অভিমান না থাকিত, আমি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠিতাম, তাহা হইলে এই অভাবনীয় অচিন্তনীয় নিষ্ঠুর আঘাতে আমার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইত!"

এই কথা কটি বলিবার সময় পলিনের সুন্দর মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইল, দাড়িম্ববীজের ন্যায় সুন্দর সুন্দর দন্তগুলি বিকাশ পাইল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, বক্ষঃস্থলে হস্তপেষণ করিয়া পরিতাপিনী বলিতে লাগিল, "লর্ড ফ্লোরিমেল আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপথে থাকিয়া যদি তিনি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে আমরা উভয়েই অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হইতাম ; কিন্তু হায় হায়! সে সুখের আশা জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে!"

প্রবোধ দিয়া দয়াশীলা ডচেস্ জর্জ্জিয়ানা বলিলেন, "বৎসে! একেবারে হতাশ হইও না, আমি তোমাদের উভয়ের মিলন করিয়া দিবার মধ্যবর্ত্তিনী হইব।"

প্রশান্তস্বরে পলিন্ বলিল, "না না, সে মিলন আর হইবে না, জন্মশোধ সে আশা ফুরাইয়াছে! তাঁহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, তাঁহার ধনলোভেও নয়, উপাধির খাতিরেও নয়, কেবল তাঁহার উপরেই আমার ভালবাসা অর্পিত হইয়াছিল। গত রাত্রে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে আমার সে ভালবাসা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! আর আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না। হাঁ, আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই, যেটুকু এই কাহিনীর শেষ অংশ, সেটুকু এখনও বলিতে বাকী আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কিরূপে আমি রাত্রিকালে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও আপনি শ্রবণ করুন। থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, যে দোকান হইতে ফ্যান্সী পোষাক লইয়াছিলাম, সেই দোকানে গিয়া উহা

ফিরাইয়া দিয়া নিজের পোষাক পরিধান করিব; কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়া দোকানীর নিদ্রাভঙ্গ করা উচিত বিবেচনা করি নাই; একখানা ঠিকা-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কোচ্‌ম্যানকে হুকুম করিয়াছিলাম, 'একটি ভদ্র-লোকের হোটেলে আমাকে লইয়া চল।' গাড়ী চলিবার অগ্রেই একটা কুচক্রীর গুপ্তচর আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিয়োগকর্ত্তাকে সংবাদ দেয়, কে সেই নিয়োগকর্ত্তা, তাহাও বলি, যে ব্যক্তি আমার দুঃখিনী ভগিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সেই রাজকুলকলঙ্ক ধূর্ত্ত লম্পট।"

নিজে দুঃশীলা দুশ্চরিত্রা হইলেও পলিনের কথা-শ্রবণে ডচেস্ ডেভন্‌সার সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি? প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে সাহসী হইয়াছিল?"

উত্তেজিতকণ্ঠে পলিন্ উত্তর করিল, "হাঁ, ষড়্‌যন্ত্র-কৌশলে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আমাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহার পরামর্শে কোচ্‌ম্যান আমাকে হোটেলে লইয়া না গিয়া পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের কলঙ্কিত আড্ডায় লইয়া গিয়াছিল।"

ক্ষুণ্নস্বরে জর্জ্জিয়ানা বলিলেন, "বড় খারাপ! বড় খারাপ! যাহার ভগিনীর তাদৃশী দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহার উপর আবার আক্রমণ কত দূর অন্যায়, তাহা বিবেচনা করা রাজকুমারের উচিত ছিল।"

সদর্পে পলিন্ বলিল, "এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা সাধুতাও জানেন না, অনু-তাপও জানেন না। তিনি আমাকে বলে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; সর্ব্বনাশ করিতেন, কিন্তু আমার পরিত্রাহি চীৎকারে গৃহমধ্যে অন্য লোক প্রবেশ করিল, লম্পট রাজপুত্রের বাহুপাশ হইতে আমি মুক্তি পাইলাম, গৃহ হইতে বাহির হইলাম, বাড়ী হইতে পলাইলাম। সেই সময় রাস্তা দিয়া একখানা ঠিকা-গাড়ী যাইতে-ছিল, ছুটিয়া গিয়া সেই গাড়ীতে উঠিলাম, হুকুম দিলাম, হাঁকাও ডেভন্‌সার প্রাসাদ।"

ডচেস্ বলিলেন, "হাঁ, রাত্রে তুমি এখানে আসিয়াছ, আমার লোকেরা তোমাকে যত্ন করিয়াছে, শুনিয়াছি। আমি দুঃখিত হইলাম, যখন তুমি আসিয়া-ছিলে, তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। লেডী ডিউ হার্ষ্টের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, স্বামীর সহিত আমি সেইখানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, তুমি আসিয়াছ। অসময়ে অকস্মাৎ কি জন্য আসিয়াছ, কোন অশুভ-ঘটনা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আমি এই ঘরে আসিয়াছিলাম, তখন তুমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিলে, সেই জন্য জাগাই নাই।"

পলি বলিল "আমার শরীর অতিশয় ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই ঘুমাইয়াছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে কুস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়াছিলাম। এখনও পর্য্যন্ত আমার মনের ভিতর অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে।"

দুঃখ প্রকাশ করিয়া ডচেস্ বলিলেন, "শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর। লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত তোমার পুনর্ম্মিলনে আমি যত্নবতী হইব, তাহাতে তুমি সম্মত আছ কি না ?"

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পলিন্ বলিল, "না না, কখনই না, তাঁহার সহিত আর আমার পুনর্ম্মিলন হইতে পারিবে না। আপনি আমার অনুকূলে সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আমি বুঝিয়াছি,যে লোক ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া সহজেই তাহা ভঙ্গ করিতে পারে, তাহাকে বিবাহ করিয়া কখনই আমি সুখী হইতে পারিব না। এখন কোন নিভৃত পল্লীতে নির্জ্জনবাস করাই আমার সঙ্কল্প ; লর্ড ফ্লোরিমেল আর আমার দেখা পাইবেন না, তাঁহার পত্রাদিও আমি গ্রহণ করিব না ; আমার দুঃখিনী ভগ্নীটিকে লইয়া নিরন্তর আমি নির্জ্জনে থাকিব, তাহার নষ্টবুদ্ধি একটু স্থির হইলে আবশ্যকমতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিব। আমার নির্জ্জনবাসের সঙ্কল্পের আর একটা কারণ ;—দুষ্ট প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ টাকার মানুষ,চর ভেজাইয়া ছলে-কৌশলে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবেন। দুষ্টের সে চেষ্টা আমি ব্যর্থ করিয়া দিব, কোথায় আমি থাকিব, তিনি তাহার কিছুমাত্র সন্ধানও জানিতে পারিবেন না।"

ডচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,"আচ্ছা, তোমার এই সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে আমি কি প্রকার সাহায্য করিতে পারি ?"

পলিন্ বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি উপকৃত আছি ; পুনরায় আবশ্যক হইলে আপনার নিকটেই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব ; পিতার নিকট সাহায্য চাহিব না, আপনি আমার হিতৈষিণী, ভরসা আছে, প্রার্থনা বিফল হইবে না।"

ডচেস্ বলিলেন, "বুঝিয়াছি। তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ঐরূপ সঙ্কল্প না করিয়া যদি তুমি কার্য্য করিতে, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইতাম ; আমাকে হিতৈষিণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট। এখন জিজ্ঞাসা করি, কোথায় তুমি বাস করিবে স্থির করিয়াছ ?"

পলিন্ উত্তর করিল, "আমার পিতা ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে নূতন বাড়ী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা এজ্ওয়ার-রোডে প্যারাডাইসভিলা নামক ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকায় বাস করিতাম ; আঠার মাসের অধিক কাল সেই বাড়ীতে ছিলাম ; এত দিন যদি সেই বাড়ীখানায় অন্য ভাড়াটিয়া না জুটিয়া থাকে, তাহা হইলে

অবিলম্বে সেই বাড়ীতে যাওয়াই আমার ইচ্ছা। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এবং লর্ড ফ্লোরিমেল উভয়েই সে বাড়ী জানেন; কিন্তু আমরা সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহারা আর সেখানে আমার অন্বেষণে যাই-বেন না।"

জর্জ্জিয়ানা বলিলেন, "তুমি অত উতলা হইও না, এখনও অতিশয় ক্লান্ত আছ, মনও চঞ্চল আছে, আরো কিয়ৎক্ষণ এখানে বিশ্রাম কর, তোমার হাজিরা-খানা এখনই আমি এই ঘরে পাঠাইয়া দিব, বেলা দুই প্রহরের সময় আমি তোমাকে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইব। ইতিমধ্যে তোমার জন্য আমি কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা জানিতে পারিবে; তাহার পর অক্টেভিয়াকে আনিবার জন্য আলিস্‌বরিতে যাইব।"

এই কটি কথা বলিয়া সস্নেহে পলিনের মুখচুম্বন পূর্ব্বক লেডী জর্জ্জিয়ানা দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পলিনের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

১৫ মিনিট পরে একখানি রূপার থঞ্চে করিয়া হাজিরাখানা লইয়া এক জন পরিচারিকা প্রবেশ করিল। পলিনের ক্ষুধা ছিল না, কোনও জিনিস স্পর্শ করিল না, কেবল একটু চকোলেট খাইয়া সমস্ত রাখিয়া দিল, কিঙ্করীকে বলিল, "চিঠি লিখিবার দোয়াত, কলম, কাগজ বাহির করিয়া দাও, আর এক জন পত্রবাহককে ডাকিয়া দাও।" কিঙ্করী সেই হুকুম তামিল করিল। গত রজনীতে যে দোকান হইতে ফ্যান্সী পোষাক লইয়া পলিন্ নিজ পরিহিত বস্ত্রাদি সেইখানে রাখিয়া আসিয়াছিল, ফ্যান্সী পোষাক ফেরত দিয়া নিজের পোষাক আনাইবার জন্য সেই দোকানে চিঠি লিখিয়া লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত। অনন্তর শয্যা হইতে নামিয়া কুমারী শীঘ্র শীঘ্র বসন পরিবর্ত্তন করিল, চেয়ারে বসিয়া লর্ড ফ্লোরিমেলের নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল।

চিঠিতে কি কথা লেখা উচিত, কুমারী অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বড়ই কষ্ট আসিল। গত রাত্রে থিয়েটারের নাট্যরঙ্গে ছদ্মবেশিনী বেদেনী যে প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই সকল বাক্য স্মরণ হইল। কুমারী আপন মনে পুনঃ পুনঃ সেই বাক্যগুলি আবৃত্তি করিল।

যখন কোন ধর্ম্মশীলা কামিনীর প্রণয়প্রার্থী প্রেমিক নায়ক বিশ্বাসঘাতক হয়, কামিনী তখন তাহাকে দীর্ঘপত্র লেখে না, তিরস্কারও করে না, ছোট ছোট গোটাকতক কথা লিখিয়াই পত্র সমাপ্ত করে। পলিন্ লিখিল,—"আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিও না, প্রথমে যেরূপ উচ্চভাব দেখাইয়া শেষে কিরূপ বিরূপ ব্যবহার করিয়াছ, মনে মনে তাহাই চিন্তা কর।"

খানি লিখিয়া পলিন্ আপনার জামার বুক—পকেটে রাখিল। নির্জ্জন বাটীতে যখন চলিয়া যাইবে, তখন ডাকঘরে ফেলিয়া দিবে; এই সঙ্কল্প।

ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে লেডী জর্জ্জিয়ানা দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সদর-দরজায় গাড়ী প্রস্তুত ছিল, উভয়ে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে গেলেন।

গাড়ীতে বসিয়া ডচেস্ ডেভনসার শকটচালককে হুকুম দিলেন, "চালাও—প্যারাডাইসভিলা এজওয়ার রোড।"

গাড়ী ছুটিল। মৃদু হাস্য করিয়া, পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া ডচেস্ বলিলেন, "পলিন্! যে তিন ঘণ্টা আমি তোমার কাছে ছিলাম না, সে সময়টা বৃথা নষ্ট হয় নাই, ডিউক বাহাদুরকে আমি তোমার কথা বলিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার এজেণ্টকে রওনা করিয়া দিয়াছেন। তুমি দেখিতে পাইবে, কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।"

মনের আবেগে পলিনের মুখে কথা সরিল না। কুমারী কেবল অশ্রুপাত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। ডচেস্ সদয়ভাবে তাহাকে অনেক কথা বুঝাইলেন। অল্পক্ষণমধ্যে গাড়ীখানা গিয়া প্যারাডাইসভিলার সম্মুখে দাঁড়াইল।

গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিয়া পলিন্ সেই বাড়ীখানি দেখিল। যে বাড়ীতে অনেক দিন সুখে কাটাইয়া গিয়াছে, সেই বাড়ী—যে বাড়ীতে মিষ্টার হার্লী নামে পরিচয় দিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ প্রথম রাত্রে অতিথি হইয়াছিলেন, তাহার পর এক রাত্রে অক্টেভিয়ার কর্ণে প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে বাড়ীতে লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই বাড়ী। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বের অনেক কথা পলিনের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, হর্ষ-বিষাদ একত্র, নয়নে অশ্রু।

বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া ডচেস্ ও পলিন্ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের বৈঠকখানায় দুটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, ডচেস্‌কে দেখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। দুই জনের মধ্যে এক জন ডেভন্‌সারের ডিউকের এজেণ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার উকীল। ডচেস্ জর্জ্জিয়ানা তাঁহাদের নিকটে পলিনের পরিচয় দিয়া দিলেন, পলিন্‌ও তাঁহাদের পরিচয় পাইল।

কাজের কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঘরের আসবাবপত্র বোঝাই-করা একখানা মালগাড়ী আসিয়া বাড়ীর ফটকের সম্মুখে থামিল। দেখিবামাত্র পলিন্ বুঝিল, লেডী জর্জ্জিয়ানার যত্নে ও উদ্‌যোগেই এই সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া, লেডীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া কুমারী অবিরলধারে

অশ্রুবর্ষণ করিল; অশ্রুবেগ প্রশমিত হইলে উপরি-উক্ত এজেণ্ট এবং উকীলের মুখের দিকে চাহিল।

এজেণ্ট বলিলেন, "এই বাড়ীর অধিকারী কে, ডিউক অব ডেভন্‌সার তাহা অবগত হইয়াছেন, কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডনের নামে বাড়ীখানি খরিদ করিবার কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে, ডিউকের এই উকীল দস্তুরমত দলীলপত্র লিখিয়া লইবেন, কুমারী পলিন্‌কে এই বাড়ী দখল দেওয়াইবেন, উপযুক্ত সময়ে রীতিমত সাফ কোবালা রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া হইবে, আপাততঃ ডিউকের আদেশে ঐ সকল নূতন আসবাব-পত্র আসিয়া পৌছিয়াছে, অনেক লোক সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র ঘরগুলি সাজাইয়া দিবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে যাহা কিছু হইল, পলিন্ তাহার জন্য ডচেস্‌কে শত শত সাধুবাদ জানাইল; অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অতঃপর ডচেসের সঙ্গে ডেভন্‌সার-প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল, উভয়ে একত্র কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। তাহার পর ডিউকের গাড়ী প্রস্তুত। কুমারী পলিন্ সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া, আলিস্‌বরির নিকটবর্ত্তী উদ্যান-বাটিকায় গমন করিল, তথা হইতে তাহার ভগিনী অক্টেভিয়াকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতেই চলিয়া আসিল। যে ধাত্রীটি এত দিন অক্টেভিয়ার সেবা করিতেছিল, সেই ধাত্রীও তাহাদের সঙ্গে রহিল। রাত্রি এগারটার সময় তাহারা এজওয়ার রোডের প্যারাডাইসভিলায় পৌছিল।

সেই সাবেক বাড়ীতে আসিয়া অক্টেভিয়ার মনোভাব কিরূপ হইবে, গাড়ীতে সারাপথ পলিন্ তাহাই ভাবিয়াছিল; সে বাড়ীতে না আসিলেই ভাল হইত, ইহাও মনে করিয়াছিল। যে বাড়ীতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, সেই বাড়ীতে পুনরায় উপস্থিত হইলে অক্টেভিয়া চঞ্চলচিত্ত হইবে, ইহাও ভাবিয়াছিল। বাস্তবিক সে আশঙ্কা নিষ্কারণ। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দিন দিন অক্টেভিয়ার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, দিন দিন আরোগ্যলাভ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উকীল এবং একটি আশ্চর্য্য রমণী

কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারে যে রাত্রে নাট্যরঙ্গক্রীড়া হয়, তাহার পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় সুপরিচ্ছদ-পরিহিতা একটি রমণী সর্ব্বাঙ্গে লবেদা জড়াইয়া ফিটহারষ্টোন অট্টালিকার প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একখানি ঠিকাগাড়ী হইতে নামিল।

বাড়ীর সম্মুখে বেড়াইয়া বেড়াইয়া কোন্ দরজায় কি কি নাম লেখা আছে, সেই রমণী তাহা পাঠ করিল; যে দরজায় মিঃ রিগ্‌ডেনের নাম দেখিল, সেই দরজা দিয়া কেরাণীদের আফিসঘরে প্রবেশ করিল; জিজ্ঞাসা করিল, "উকীল সাহেবের সহিত এখন সাক্ষাৎ হইতে পারে কি না?" উত্তর পাইল, হইতে পারে। কেরাণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, রমণী নাম বলিতে অস্বীকার করিল;—বলিল, "মিঃ রিগ্‌ডেন আমাকে জানেন না, কিন্তু আমার কাজটা বড় জরুরী।"

কেরাণী তৎক্ষণাৎ উকীলকে সংবাদ দিলেন, রমণীকে লইয়া যাইবার অনুমতি হইল, উকীল সাহেব যে ঘরে বসেন, রমণী সেই ঘরে উপস্থিত।

স্ত্রীলোকটি সুন্দরী; কিছু খর্ব্বাকার; তাহার মুখ দেখিয়াই মিষ্টার রিগ্‌ডেন বুঝিতে পারিলেন, উপস্থিত কার্য্যে এই রমণী দৃঢ়সঙ্কল্প; অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন।

রমণী বসিল, উকীলের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিল, মনে বুঝিল, এই লোকটিকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মিঃ রিগ্‌ডেনও বহুদর্শী, কাজের লোক; রমণীর দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না; তিনি স্থির করিলেন, ইহার মধ্যে নিগূঢ় রহস্য আছে, সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়া রমণীকে তিনি অনুরোধ করিলেন, "যে কাজের জন্য আসা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে পার।"

রমণী বলিল, "আমাদের উভয়ে যে কথোপকথন হইবে, অপর কেহ তাহা জানিতে পারিবে না, এমন আশা আমি করিতে পারি কি না?"

উকীল বলিলেন, "সমাজের ব্যবস্থানুসারে দণ্ড হইতে পারে, এমন কোন অপরাধের কথা যদি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা গোপনে রাখিব।"

উকীলের উত্তরে রমণীর সন্তোষ জন্মিল না; অন্যমনস্ক হইয়া সে কিয়ৎক্ষণ

কি চিন্তা করিল, উকীল সেই অবসরে সুস্থির হইয়া নস্য গ্রহণ করিলেন, কোন দিকেই যেন দৃষ্টি নাই, এইরূপ ভাব।

চিন্তা করিয়া রমণী বলিল, "আপনি যদি কোন মক্কেলের কার্য্যবিশেষে অন্তরের সহিত মনোযোগী হন, তবে সেই মক্কেলের পক্ষে কার্য্য চালাইতে যে কেহ আপনার সাহায্য করিবে, তাহার কাছে আপনি কৃতজ্ঞ হইবেন কি না?"

উকীল বলিলেন, "নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হইব। যিনি ঐরূপে সাহায্য করিবেন, তিনি কিরূপ পুরস্কার পাইবার আশা রাখেন, তাহাও আমি জানিতে চাই।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "সেই সাহায্য যদি সাহায্যকারীর ইচ্ছানুযায়ী হয়, তাহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে কি না?"

উকীল উত্তর করিলেন, "ইচ্ছা অনিচ্ছা আমি বুঝি না, আইনসঙ্গত হইলেই গ্রহণ করা যাইবে।"

এই উত্তর দিয়াই মিঃ রিগ্‌ডেন আর একবার আর এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

উকীলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে অসঙ্কুচিত হইয়া বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক রমণী বলিল, "আমি জানি, মোকদ্দমাবিশেষে দলীল দাখিল করিলে কিংবা না করিলেও প্রায় সর্ব্বদাই শুভফললাভ হইয়া থাকে।"

উকীল বলিলেন, "হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সে সকল বিষয় উকীলের বিবেচনার উপরই নির্ভর করে। যে মোকদ্দমায় যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা বুঝিয়াই উকীলেরা তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।"

রমণী পুনর্ব্বার চিন্তামগ্না। রিগ্‌ডেন পুনর্ব্বার নস্যগ্রহণে তৎপর।

রমণী বলিল, 'মনে করুন, আপনার একজন মক্কেল তাহার বিপক্ষের কতকগুলি কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিতে বাধ্য; প্রতিপক্ষেরা তাহাতে বাধা দিতেছে, সেরূপ মোকদ্দমায় আপনি মধ্যবর্ত্তী হইতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাহাতে আপনার অনেক টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।"

কথা শুনিয়া প্রথমে মিঃ রিগ্‌ডেনের বদন গম্ভীর হইল, পরক্ষণেই অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্য দেখা দিল।

কতকগুলি কথা-কাটাকাটির পর উকীল সাহেব বলিলেন, "কি তোমার কার্য্য, তাহা আমাকে বল; এ গৃহ নির্জ্জন, কেহ এখানে আসিবে না, বাহিরে লুকাইয়া কেহ শুনিবে, সে আশঙ্কাও নাই।"

রমণী বলিল, "হাঁ, এখন আমি বলিতেছি। লর্ড ফ্লোরিমেল এক্ষণে যে

উচ্চ উপাধি ও ভূসম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছেন, তাহার উপর আপনার একজন মক্কেলের-দাবী দাওয়া আছে।"

মিঃ রিগ্‌ডেন বলিলেন, "হাঁ, কথাটা সত্য, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?"

রমণী বলিল, "উহা আমারই কার্য্য। আপনি তবে সেই মক্কেলকে আশা দিয়াছেন, যাহা তিনি দাবী করেন, তাহাতে তাঁহাকে দখল দেওয়াইতে আপনি রাজী আছেন?"

নস্য গ্রহণ করিয়া উকীল সাহেব বলিলেন, "উকীলগণের উপর যে সকল মক্কেলের বিশ্বাস, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন, উকীলের কার্য্যই ঐরূপ।"

রমণী বলিল, "এই গুরুতর কার্য্যে আপনি যে কেবল প্রচুর অর্থ লাভ করিবেন, তাহাই নয়, ওকালতী ব্যবসায়ে আপনার বিলক্ষণ পসার-প্রতিপত্তি বাড়িবে। এখনকার স্থূল কথা এই যে, লর্ড ফ্লোরিমেল যাহাতে আদালতে কোন দলীল দাখিল করিতে অক্ষম হন, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া মিষ্টার রিগ্‌ডেন বলিলেন, "সতর্ক হইয়া কাজ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

রমণী আবার বলিল, "যদি কোন ব্যক্তি আপনার হস্তে কয়েকখানি দলীল সমর্পণ করে, তাহা হইলে কিরূপে সেই সকল দলীল আপনি কোথায় পাইয়াছেন, তাহার বিবরণ লিখিয়া সেই দলীলগুলি কি আপনি লর্ড ফ্লোরিমেলের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, অথবা সেগুলি লইয়া আপনি কি করিবেন?"

নস্য গ্রহণ করিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে রমণীর বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে উকীল সাহেব উত্তর করিলেন, "যদি সেই প্রকারের কোন দলীল আমার হস্তে আইসে, আমি তাহা আমার নিজের কাছেই রাখিয়া দিব।"

আনন্দে ফুল্লমুখী হইয়া, উজ্জ্বল-নয়নে চাহিয়া রমণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই দলীলগুলি আপনার সম্মুখে রক্ষিত হইলে সেগুলি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, তাহা কি আপনি পরীক্ষা করিবেন?"

উকীল উত্তর করিলেন, "একবার কটাক্ষপাত করিয়াই আমি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম, তাহা স্থির করিয়া লইব।"

আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রমণী আপন বসনাভ্যন্তর হইতে একতাড়া পার্চ্চমেণ্ট ও লালফিতা-বান্ধা অপর কতকগুলি দলীল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল; প্রশান্তস্বরে বলিল, "সেই সকল দলীল এই।"

মিঃ রিগ্‌ডেন আপন অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গিয়া ব্যগ্রভাবে সেই দলীলগুলি

গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন; নিষেধ করিয়া রমণী বলিল, "এখন আপনি উহা স্পর্শ করিবেন না।"—এই বলিয়া পার্চমেণ্টের তাড়াটি খুলিয়া, একখানি প্রধান দলীল সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই দলীলের প্রথম ছত্র আপনি পাঠ করুন, যে দলীল আপনার দরকারী, ইহা যদি সে দলীল না হয়, তাহা হইলে ইহা আমি আপনার কাছে রাখিব না।"

বহু অর্থলাভের আশায়, মোকদ্দমায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যশোলাভের আশায় আনন্দে উত্তেজিত হইয়া, মিষ্টার রিগ্‌ডেন বলিয়া উঠিলেন, "এই বটে ঠিক—এই বটে ঠিক!"

বুকের ভিতর দুষ্ট রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, রমণীর মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে সে বলিল, "তবে এই দলীল আপনি রাখুন, আপনার মক্কেলের আশা পূর্ণ করিবেন; লর্ড ফ্লোরিমেলের সর্ব্বনাশসাধন করিবেন।"—রমণীর মুখের ভাব দেখিয়া কূটবুদ্ধি উকীল সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিয়া লইলেন।

চিন্তা করিয়া উকীল বলিলেন, "তুমি বিদেশিনী, আমার কাছে অপরিচিতা, তোমার নাম কি, তাহা তুমি বলিলে না, কোথায় থাকো, কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহাও বলিলে না, এরূপ স্থলে এই এত বড় ব্যাপারটা যে চিরদিন অপ্রকাশ থাকিবে, তুমি তাহার কি প্রতিভূ দিতে পার?"

গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া, ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া সতেজে রমণী বলিল, "প্রতিভূ?—আপনি আমার নিকটে প্রতিভূ চান?—উত্তম,—মরণশীল মানব যেরূপ প্রতিভূ দিতে অক্ষম, সেইরূপ প্রতিভূ আমার। ধর্ম্ম আমার প্রতিভূ। আমার সতীত্ব-ধন অপহৃত হইয়াছে, সতীত্বহারক আমাকে বর্জ্জন করিয়াছে, আমার হৃদয়ে বৈরানল—প্রতিহিংসার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই পামরের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আমার দৃঢ়-সঙ্কল্প। আকাশে আমাদের মাথার উপর পরমেশ্বর, নরকে সয়তান, দুই নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, এই গুহ্যকথা কখনই আমা দ্বারা প্রকাশ হইবে না। যে রসনা এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, সেই রসনা জন্মের মত নিস্তব্ধ না হইলে আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না; যে হৃদয়ে প্রতিহিংসা জ্বলিতেছে, অন্তিম শ্মশানে সে হৃদয় নিহিত না হইলে আমার এ জ্বালা ঘুচিবে না! ধর্ম্ম আমার প্রতিভূ।"

উকীল বলিলেন, "আর আমি তোমার কথায় আপত্তি করিব না, তুমি অকপটে সত্য কথা বলিয়াছ, আমি ঐ প্রতিভূ গ্রহণ করিলাম; দলীলগুলির উপযুক্ত ব্যবহার আমি করিব। তুমি কি কোন প্রকার পুরস্কার গ্রহণ করিবে না?"

সগর্ব্বে রমণী বলিল, "এক কপর্দ্দকও না। আমার মত স্ত্রীলোকের মনের

গতি কিরূপ, তাহা আপনি জানেন না। স্ত্রীজাতির সতীত্ব, স্ত্রী-জাতির প্রেম, স্ত্রীজাতির আত্মত্যাগের পরিমাণ কত, সেই প্রেম, সেই সতীত্ব অপহৃত হইলে স্ত্রীজাতির প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি কতদূর বলবতী হয়, পুরুষজাতিমধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহা জানে। আর বৃথা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন, আমি বিদায় হই।"

এই কথা বলিয়া রমণী বিদায় গ্রহণ করিল। এই অদ্ভুত রমণীর অসাধারণ ব্যবহার দর্শনে মিষ্টার রিগ্‌ডেন বিস্ময়াপন্ন হইলেন; কিন্তু রমণীর আগমনে ও উদ্দেশ্য-শ্রবণে তাঁহার অসীম আনন্দ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভিখারী পরিবার

এক সপ্তাহ অতীত হইল, দুঃখিনী বিবি মেল্‌মথ বাসাবাড়ী হইতে তাড়িতা হইয়া পুত্র-কন্যাগুলি সমভিব্যাহারে উদরান্নের নিমিত্ত পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমে তাহারা হোয়াইট হলের রাস্তায় গিয়া দাঁড়ায়, সেই পথ দিয়া যাহারা যাইতেছিল, তাহাদের নিকটে ভিক্ষা চায়; কিন্তু কেহই তাহাদের মুখ-পানে চাহে নাই, একটি পেনিও ভিক্ষা দেয় নাই।

যদি সেই সময় রাস্তায় একখানা গাড়ী থামিত, দুঃখিনীর বড়ছেলেটি যদি শুষ্ক বদনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই গাড়ীর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে প্রথমেই ত জমকালো উর্দ্দীপরা পদাতিক নামিয়া সেই বালককে তাড়াইবার নিমিত্ত ধমক দিত; গাড়ীর ভিতর মহামূল্য বসনভূষণমণ্ডিতা মহিলা থাকিলে বিরক্ত হইয়া তিনিও বলিতেন, 'ভিখারীর জ্বালায় রাস্তায় বাহির হইবার যো নাই।' ধনবতী মহিলারা যদি সামান্য অর্দ্ধপেনী ভিক্ষা দিতেন, শত শত ধন্যবাদের সহিত তাহা গৃহীত হইত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দিনমানের মধ্যে ঐ দরিদ্র পরিবার কিছুই ভিক্ষা পায় নাই। সন্ধ্যার সময় এক জন দাসী সেই রাস্তায় আসিল, সম্প্রতি তাহার চাকরী গিয়াছে, আর একটা নূতন চাকরী অন্বেষণ করিতেছে। সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোক দুঃখিনী বিবি মেল্‌মথকে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার হস্তে একটি শিলিং প্রদান করিল; বিবি মেল্‌মথ দেখিতে পাইল, ঐ স্ত্রীলোকের দুটিমাত্র শিলিং সম্বল ছিল, তাহার মধ্যে দয়াবশে একটি শিলিং ভিক্ষা দিল, একটিমাত্র তাহার নিজের রহিল। ভিখারিণী হইলেও তত গরীবের যৎসামান্য সম্বলের অধিকারিণী হইতে বিবি মেল্‌মথের কষ্ট বোধ হইল, ফিরাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অবকাশ না দিয়া সেই দয়াশীলা রমণী সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল, তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। বিবি মেল্‌মথ অগত্যা সেই শিলিং ভাঙ্গাইয়া ছেলেগুলিকে কিছু খাওয়াইল; আর একটি ছোট বাসা ভাড়া লইয়া রাত্রি কাটাইল।

যে ঘরে তাহারা বাসা লইল, সে ঘরখানা দুর্গন্ধময়, আবর্জ্জনাপূর্ণ; চোর,

জুয়াচোর নিরাশ্রয় ও ভিখারীরা সেই ঘরে থাকে, সাধুলোকে দারিদ্র্যপীড়নে সেই স্থানে আশ্রয় লয়। ঘরে যাহারা ছিল,তাহাদের আকৃতি দেখিয়া বিবি মেল্‌মথের ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল; শেষকালে জননীর বক্ষে ও ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; বিবি মেল্‌মথ ভাবিতে লাগিল, ইহার পর কি দশা হইবে, এই সকল বালক-বালিকা কি চির-জীবন নিরাশ্রয় থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে?

অভাগিনীর যন্ত্রণার সীমা-পরিসীমা রহিল না; দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় রজনী অতিবাহিত হইল; প্রভাতে দুঃখিনী আবার ভিক্ষা করিতে রাস্তায় বাহির হইল, ছোট ছেলেটি কোলে রহিল, অপরগুলি জননীর ছিন্ন-বস্ত্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক এই সময় হোয়াইট হলের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ-মুখে যাইতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে মূল্যবান্ উর্দ্দীপরা এক জন আর্দ্দালী; আর্দ্দালীর কোলে একটা কুকুর; সেই কুকুরটা এত মোটা যে, তাহার চলিবার শক্তি নাই। আর্দ্দালীটি দেখিতে বেশ রূপবান্ পশ্চাতে চলিতে চলিতে এক এক বার নিকটে আসিয়া বিবির সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কথা কহিতেছে, তাহাতে বুঝা যায়, লোকটা কেবল সামান্য আর্দ্দালী নয়, বিবির সহিত অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে। সেই বৃদ্ধা যখন ঐ ভিখারীদের নিকট দিয়া যান, সেই সময় তাঁহার আর্দ্দালী আপন পকেট হইতে একখানা পিষ্টক বাহির করিয়া সেই কুকুরটাকে খাইতে দিল, বৃদ্ধা মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিয়া বড় খুসী হইলেন, তাঁহার প্রিয় কুকুরের প্রতি আর্দ্দালীর এত যত্ন, ইহাই তাঁহার সন্তোষের কারণ। কুকুর পিষ্টক খাইতেছে, তাহা দেখিয়া বিবি মেল্‌মথের ক্ষুধার্ত্ত সন্তানেরা শুষ্ক-বদনে ছলছল-চক্ষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, এক একবার জননীর মুখপানে চাহিতে লাগিল। ছোটছেলেটি কোলে করিয়া বিবি মেল্‌মথ সেই সময় সেই বৃদ্ধার নিকটে গিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল, বৃদ্ধা মুখ বাঁকাইয়া, ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, পশ্চাতে চাহিয়া আর্দ্দালীকে বলিলেন, "চল চল, শীঘ্র চল, এই সকল রোগা রোগা নোংরা ভিখারীর গায়ে পোকা আছে, আমার কুকুরের গায়ে উড়িয়া বসিবে, শীঘ্র চল।"

বৃদ্ধাটি ধনবতী, তাঁহার কুকুরের গলায় সোনার হার, তথাপি ঐ ক্ষুধার্ত্ত বালক-বালিকাগুলিকে একটি পেনিও দান করিতে পারিলেন না, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন, কুকুর কোলে করিয়া তাঁহার ভৃত্যটাও দ্রুতপদে সঙ্গে সঙ্গে চলিল; বৃদ্ধা বিবি যে বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে পৌছিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন,—'ভিখারীর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে।'

সেই হোয়াইট হলের রাস্তায় এক জন বিশপ উপস্থিত। সে দিন তিনি পদব্রজে চলিয়াছেন ; কারণ, তাঁহার একখানি গাড়ী তাঁহার উপপত্নীকে বেড়াইতে যাইবার জন্য দিয়াছেন,সেই উপপত্নীকে তিনি মাসে মাসে অনেক টাকা বেতন দেন, আর একখানি গাড়ী তাঁহার কন্যাকে দিয়াছেন, কন্যাটি সধবা অথচ এক-জন পুরোহিত তাঁহার উপপতি। কন্যাও পিতাকে অর্থ-সাহায্য করেন। বিশপ ধার্ম্মিক লোক,ঈশ্বরের সেবক,বেদীতে দাঁড়াইয়া মানুষকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন! ভিখারিণী বিবি মেল্‌মথ তাঁহার নিকটে গিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল ; বিশপের দয়া হইল না! শ্রমজীবী লোকের অর্জ্জিত অর্থ হইতে বর্ষে বর্ষে তিনি বিংশতি সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করেন : অথচ ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে তিনি কাতর! দুঃখিনীকে তিনি বলিলেন, “যাও যাও, খাটিয়া খাও গিয়া, তোমার ছেলে-গুলাকেও অলস করিয়া রাখিও না, পরিশ্রম করিতে শিক্ষা দাও।”

প্রভু বিশপ সে স্থান হইতে গা তুলিয়া আবার এক জন পুরোহিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ; সেখানে খানা খাইয়া গল্প জুড়িলেন, প্রধান গল্প ভিখারীর উপদ্রব। কেবল গল্পেই তাঁহার আক্ষেপ মিটিল না,আইনের উপর দোষ দিলেন, ভিখারী-দমনের আইন নাই বলিয়া ব্যবস্থাপকগণকে দোষী করিলেন! ভিখারীর জ্বালায় তিনি নিজে জ্বালাতন, ধনবান্ গৃহস্থেরাও জ্বালাতন, ইহাই তাঁহার মন্তব্য।

বিশপ অদৃশ্য হইবার পর লালকোর্ত্তা-পরা দুই জন যুবা সৈনিক আফিসার সেই রাস্তায় দেখা দিল। তাহারা বড়লোক। রাস্তা দিয়া যে সকল সুন্দরী সুন্দরী যুবতী কারখানা-বাড়ীতে কাজ করিতে যাইতেছিল, ঐ দুটি আফিসার তাহাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে যাইতেছিল, বিবি মেল্‌মথের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেই দুই সৈনিকের নিকট কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, এক জন সৈনিক ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, আর এক জন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া পুলিশ-কন্‌ষ্টেবল খুঁজিতে লাগিল। অহো! যাহারা রাত্রিকালে তাসপাশার জুয়া-খেলায় হাজার হাজার টাকা উড়ায়, তাহারা ঐ বিবস্ত্র অনাহারী দরিদ্র বালককে অর্দ্ধপেনীও ভিক্ষা দিতে পারিল না!

পূর্ব্বকথিত বিশপ যখন রাস্তা দিয়া যান, সেই সময় গ্রাম্য গীর্জ্জার এক জন পুরোহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সগর্ব্ব প্রতিনমস্কার পাইয়াছিলেন, সেই পুরোহিত এখন রাস্তায়। প্রতি রবিবার তিনটি করিয়া স্তোত্র পাঠ করা তাঁহার কার্য্য। গ্রাম্য ভজনালয়ে উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়া বৎসরে তিনি চল্লিশ গিনী উপার্জ্জন করেন, ভিখারীগুলিকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল, চক্ষের জলে চক্ষের পাতা ভিজিল, তিনি পকেটে হাত দিলেন, পকেটে কি ছিল, ঈশ্বর

জানেন, তিনি একটি শিলিং বাহির করিলেন; বিবি মেল্‌মথের হস্তে সেই শিলিংটি দিয়া সদয়-বচনে তিনি বলিলেন, "দুঃখিত হইতেছি,—বড়ই দুঃখিত হইতেছি, আমার কাছে বেশী কিছু নাই; কিন্তু—"

দুঃখিনী ভিখারিণী কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল, দয়ালু পুরোহিত তাহা না শুনিয়াই তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া দ্রুতপদে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

বিবি মেল্‌মথ পুত্রকন্যাগুলির সহিত উপবাস করিতেছিল, ঐ শিলিংটি পাইয়া ছেলেগুলিকে কিছু খাওয়াইল, নিজেও কিছু খাইল; মনে মনে ভাবিল, সেই ভুঁড়ীওয়ালা বিশপ আর এই বহুশ্রমী অর্দ্ধাহারী পুরোহিতের প্রকৃতিতে কতই প্রভেদ!

হোয়াইট হলের যে স্থানে ফিরিয়া যাওয়া বিবি মেল্‌মথের ইচ্ছা ছিল, সেই খানে গিয়া এক জন সৈনিক পুরুষকে দেখিতে পাইল; পুরুষটি দীর্ঘাকার, রূপবান্, সামান্য বংশে জন্ম, কিন্তু প্রকৃতি মহৎ। সে একবার ফরাসী বিপ্লবের প্রশংসামূলক একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল, তজ্জন্য সেনাদলমধ্যে বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আছে; ভিখারিণীকে দেখিয়া, তাহার নিকটে গিয়া সহানুভূতি জানাইয়া সেই সৈনিক পুরুষ অনেক প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিল; তাহার নিকটে যাহা কিছু ছিল, (গোটাকতক অর্দ্ধপেনী মাত্র)—সমস্তই তাহার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে দুই তিন লালপোষাকী আফিসার লর্ডের তুল্য গৌরবে রাস্তা দিয়া গিয়াছিল, লম্পটতার লক্ষণ দেখাইয়াছিল, তাহাদের অপেক্ষা এই সামান্য সৈনিকের অন্তঃকরণ অনেক উচ্চ।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবধি বিবি মেল্‌মথ এই দিন কোথাও কিছু ভিক্ষা পায় নাই; এই দিন সেই দয়ালু পুরোহিত আর সৈনিক পুরুষ যাহা দিল, তাহাই তাহার ভোজনের, শিশুপালনের ও শয়নের মূল্য দিবার সম্বল; সন্ধ্যাকালে কিছু ভাড়া দিয়া একটা সামান্য বাসায় স্থান পাইল; ছেলে-মেয়েরা শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল, অভাগিনীর আর নিদ্রা আসিল না, একবার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, দুর্ভাবনায় তাহাও দূর হইয়া গেল। অভাগিনী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া বসিল, প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করিল, প্রার্থনা মনে আসিল না। সে ভাবিল, 'কাহার প্রার্থনা করিব, পরমেশ্বর আছেন, আমার আর সে বিশ্বাস নাই, মহা সন্দেহ জন্মিয়াছে; পরমেশ্বর থাকিলে আমার এমন দুর্গতি হইবে কেন? জীবনধারণে কখনও আমি কোন প্রকার পাপ করি নাই; তবে কেন আমার এমন দুর্দ্দশা? হৃষ্টপুষ্ট কুকুরকে লোকে আদর-যত্ন করে, আমার ছেলেগুলি খাইতে পায় না; কোন ব্যক্তিই ইহাদের মুখপানে চায় না; কি অপরাধ আমি করিয়াছি, তাহাও আমি স্মরণ করিতে পারি না।' দুঃখিনী

বিস্তর বিলাপ-পরিতাপ করিল; আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল;—না না, তাহা অপেক্ষাও মহাপাপের সঙ্কল্প। ছেলেগুলিকে আহার দিতে পারি না, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা এগুলাকে মারিয়া ফেলা ভাল। পরিতাপিনীর দগ্ধ অন্তরে এই পাপ-কল্পনার উদয়! প্রার্থনা করিতে পারিল না, প্রার্থনা করিল না; কেবল চক্ষের জলে ভাসিল।

বিবি মেল্‌মথ প্রার্থনা করিল না, প্রার্থনা করিতে যদি পারিত, কোথায় বসিয়া প্রার্থনা করিত? জঞ্জালপূর্ণ সেঁতসেঁতে ঘর, দোক্তা-তামাকের ধোঁয়ায় ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত অন্ধকার। তস্কর, মাতাল ও বদ্‌মাস্ লোকের আড্ডা, বাজে লোকের কুৎসিত কুৎসিত গল্প, চিত্তের পবিত্রতা আসিতেই পারে না; ঈশ্বরের প্রার্থনার সে স্থান নয়।

পরদিন প্রাতঃকালে ভিখারিণী আবার পুত্রকন্যাগুলিকে সঙ্গে লইয়া রাস্তায় বাহির হইল, সে দিন যথেষ্ট ভিক্ষা পাইল, আহারের ও রাত্রিবাসের ঘর ভাড়ার যোগাড় হইল। যাহারা ধনবান্, যাহাদের পোষাক-পারিপাট্য খুব ভাল, তাহারা কিছুই ভিক্ষা দেয় নাই, তাহারা বরং কন্‌ষ্টেবল ও কারাগারের নাম করিয়া পরস্পর গল্প করিতে করিতে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

আরো ৬।৭ দিন এই রকমে গেল। সেই নিরাশ্রয় দরিদ্র পরিবার কোন রকমে প্রাণ-ধারণ করিল;—দরিদ্রতার যে কি যন্ত্রণা, ভুক্তভোগী হইয়া তাহারা তাহা বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

যে রাত্রে কভেণ্ট-গার্ডেন থিয়েটারে নাট্যরঙ্গ-ক্রীড়া হয়, সেই রাত্রে বিবি মেল্‌মথ ছেলেগুলিকে লইয়া বাসা-ঘরের একটা কোণে শয়ন করিয়া ছিল। ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছিল; বাতাসের সঙ্গে দুর্গন্ধ বহিতেছিল; দুঃখিনী তাহার দুটি পুত্র ও কন্যাটি নিদ্রাগত; দুগ্ধপোষ্য শিশুটি জননীর শুষ্ক স্তন হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল: দুঃখিনী জননীর গাঢ় নিদ্রা হওয়া অসম্ভব। মেঘাবৃত রজনীতে এক একবার যেমন চপলা চমকিয়া যায়, অভাগিনীর অন্তরে ও মস্তিষ্কে ক্ষণে ক্ষণে সেইরূপ দারুণ যন্ত্রণার অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল; অভাগিনী এক একবার জাগিতেছিল, এক একবার চক্ষু বুজিতেছিল। সেই ঘরের অন্যান্য ভাড়াটীয়ারা সকলে ঘুমায় নাই, যাহারা জাগিয়া ছিল, তাহাদের ভয়ানক ভয়ানক গল্প শুনিয়া বিবি মেল্‌মথের কৌতূহল জন্মিল, স্থির হইয়া সেই সকল গল্প শুনিতে লাগিল।

তন্দ্রাবস্থায় কিছু কিছু শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "জব স্মিঙ্ক! কি কথা তুমি বলিতেছিলে?"

আর এক ব্যক্তি বলিল, "আপন মনে ও গল্প রচনা করিয়াছে, তাহাই

আমাদিগকে বলিতেছিল, আমি কিন্তু এক মিনিটের জন্যও উহা বিশ্বাস করিব না।”

যাহার নাম জব মিঙ্ক, সেই ব্যক্তি বলিল, “যাহা আমি বলিতেছি, তাহা সত্য। আমার এক জন সঙ্গীর মুখে আজ প্রাতঃকালে আমি উহা শুনিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, বৈকালে আমি বেগার-ষ্টাফে গিয়াছিলাম, সেখানকার কাগজে আমি উহা লিখিয়া রাখিয়াছি।”

বেড়াইতে বেড়াইতে আর এক ব্যক্তি বলিল, “কথাটা কি, আমি শুনিয়াছি, গোরের ভিতর হইতে মৃতদেহ বাহির করা সম্বন্ধে কি কথা তুমি বলিতেছিলে।”

জব মিঙ্ক বলিল, “হাঁ, তাহাই আমি বলিতেছিলাম, আবার বলিতেছি, কথাটা সত্য। লণ্ডন নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গোরস্থান হইতে তিন চারি রাত্রে মৃতদেহ তোলা হইয়াছে, দেহগুলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন, কতক কতক পচা।”

যে লোকটা সম্প্রতি জাগিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “সে কার্য্য কাহার? কোন্ হতভাগা ঐরূপে গোর খুঁড়িয়া আমোদ করিতেছে?”

মিঙ্ক বলিল, “চারি দিন হইল, প্যাংক্রাসার ওল্ড ষ্ট্রীটের গোরস্থানে প্রথম দেহ দৃষ্ট হইয়াছে; সেই রজনী-প্রভাতে একটা বিবাহ ছিল, বর-কন্যার প্রবেশের নিমিত্ত গীর্জ্জার ফটকের দ্বার মুক্ত করা হইলে প্রহরীরা দেখিল, গোর খোঁড়া, মাটীর উপর একটা দেহ পড়িয়া আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে এক জন বৃদ্ধ লোকের গোর হইয়াছিল, তাহারই দেহ। ভোঁতা কোদালির দ্বারা খনন করাতে কোদালখানা দেহের উপর ঠেকিয়াছিল, তদ্দ্বারা দেহের ঠাঁই ঠাঁই খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, পুলিসে খবর হইয়াছে, পুলিস অনুসন্ধানে আছে।”

যাহাকে এই কথা বলা হইল, তাহার নাম বস্। সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, “ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু ভয়ানক কথা শুনিয়া ভয় পাইবার বান্দা আমি নই।”

অনির্ব্বচনীয় ভয়ে বিবি মেল্‌মথের সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইল, ললাটে দরদরধারে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল; ক্ষণেকের জন্য দুঃখিনী তখন নিজের দুর্ভাগ্য, দরিদ্রতা ও সন্তানগণের দুর্দ্দশা ভুলিয়া গেল। তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, বৃহৎ একটা কালসর্প তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া, ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখের কাছে ফোঁস ফোঁস করিয়া বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলিতেছে।

বসের বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, “যথার্থই ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে এইরূপ কাণ্ড ছিল না, খবরের কাগজে প্রকাশ, পূর্ব্বে যখন মৃতদেহ গোর দেওয়া হইত, তখন তাহাদের অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী থাকিত, চোরেরা সেই

লোভে কবর খুঁড়িয়া দেহ তুলিয়া অঙ্গুরী চুরী করিত, কিন্তু দেহগুলা গোরের কাছে ফেলিয়া যাইত না, সে সব দিন অতীত হইয়াছে; যাহারা ঐ কার্য্য করিত, সে সকল চোরও এখন নাই। তবে এখন ঐরূপ বীভৎস কার্য্য কাহারা করে?"

বস্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কারণে ঐরূপ হইতেছে?"

জব মিঙ্ক উত্তর করিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না। সোরডিচ্ গোর স্থানে দ্বিতীয় ঘটনা হইয়াছে। সেণ্ট ম্যাথিউবেথ্ ন্যাগগ্রিণে তৃতীয় ঘটনা। এই শেষোক্ত স্থানে দুইটা কবর খুঁড়িয়া দুইটা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে; দুইটা দেহই খণ্ড-বিখণ্ড, আবরণ-বস্ত্র পর্য্যন্ত উত্তোলিত। নিকটস্থ পল্লীবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে।"

বস্ বলিল, "লোকের আতঙ্ক হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

আর এক জন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল, "পুলিস এখন কিরূপ ব্যবস্থা করিবে স্থির করিয়াছে?"

মিঙ্ক উত্তর করিল, "তাহারা আর কি করিতে পারে? গোরস্থানে গোর-স্থানে মানুষ-ধরা ফাঁদ পাতিয়া রাখিতেছে, কলের বন্দুক বানাইতেছে, রাত্রি-কালে চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছে; খবরের কাগজ-লেখকেরা বলেন, সহরের ও সহরতলীর অনেক গোরস্থানেই ঐরূপ কাণ্ড হইতেছে। গোর-খোঁড়া লোকেরা ইতিমধ্যে যদি সতর্ক না হয়, নিশ্চয়ই তাহারা বন্দুকের গুলীতে খুন-জখম হইবে, না হয় ত ফাঁদের ফাঁসে পা বাঁধা পড়িবে। ওল্ড্ সেণ্ট পার্কাস্ গোরস্থানে বড় বড় শীকারী কুকুর লইয়া পাহারা দেওয়া হইতেছে।"

তখনও পর্য্যন্ত পূর্ণ-বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বস্ বলিল, "প্রকৃতই কি ইহা সত্য?"

জব মিঙ্ক বলিল, "আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার এক জন সঙ্গীর মুখে ঐ কথা আমি প্রথম শুনি, তাহার পর হর্সলী ডাউনের কারো-টিপোল আমাকে একখানা খবরের কাগজ পড়িতে দিয়াছিল, তাহাতেই আমি অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি।"

বস্ বলিল, "উহাই তোমার বিশ্বাসের সূত্র? আচ্ছা, এখন আর আমি অবিশ্বাসের কথা বলিব না; কিন্তু তোমার সঙ্গীর শুনিবার ভুল হইতে পারে; আরো আমি জানি, খবরের কাগজে মাঝে মাঝে অনেক মিথ্যাকথা ছাপা হয়।'

মিঙ্ক বলিল, "খবরের কাগজে অনেক মিথ্যাকথা থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু আমার সেই সঙ্গী লিখিতে পড়িতে জানে না, সে খবরের কাগজ পড়ে নাই,

অপর কেহ পড়িয়াও তাহাকে শুনায় নাই, গত কল্য প্রাতঃকালে তাহার ভগ্নীর সমাধি দিবার জন্ম সেই ব্যক্তি ওল্ড্ সেণ্ট পার্কাস্ সমাধিক্ষেত্রে গিয়াছিল; গীর্জ্জার লোকের মুখে ঐ ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া আসিয়াছে।"

বস্ বলিল, "সে কথা স্বতন্ত্র। আমার বোধ হয়, কোন প্রেতাত্মা হঠাৎ বাহির হইয়া ঐরূপ অসাধারণ কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে।"

আর এক জন শ্রোতা বলিল, "যাহারা নরমাংস ভক্ষণ করে, হয় তো তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল, "কোন লোক হয় ত ক্রমাগত অনাহারে থাকিয়া, খাদ্য-সংগ্রহে নিরুপায় হইয়া, ঐরূপে কবর খুঁড়িয়া মাংসভক্ষণের জন্ম মৃতদেহ বাহির করিতেছে।"

মিক্ষ বলিল,"লোকটা পাগল হইতে পারে, কিন্তু রাক্ষস নয়। কেন না, মৃত দেহ বাহির করিয়া পচা মাংস ভক্ষণ করে নাই, কেবল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে মাত্র।"

যাহারা কথা কহিতেছিল, বিবি মেল্‌মথ তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল; যে স্বর একবারও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, এইবার সেই রকম স্বরে একটা লোক বলিয়া উঠিল, "আমি বলিব, কি ব্যাপার?"

বস্ জিজ্ঞাসা করিল, "টিড্‌লি! তুমি কি তাহা বলিতে পার?—কিরূপে? —তুমিও অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলে। আমি বেশ শুনিয়াছি, তোমার নাক ডাকিতেছিল।"

টিড্‌লি বলিল, "না, আমি নই, আমি ঘুমাই নাই। তুমি আর কাহারও নাক-ডাকা শব্দ শুনিয়া থাকিবে, আমি বরাবর জাগিয়া আছি, আমাদের বন্ধু জব মিক্ষ এতক্ষণ যত কথা বলিয়াছেন, সমস্তই আমি শুনিয়াছি,—বর্ণে বর্ণে শুনিয়াছি। পূর্ব্বে একখানা পুস্তকে একবার আমি পড়িয়াছিলাম, অতি অদ্ভুত বিবরণ; সেই ব্যাপারটা এখন মনে হইতেছে। আমি বলিতে পারি, গোরস্থান হইতে যাহারা মৃতদেহ বাহির করিতেছে, তাহারা পাগলও নয়, রাক্ষসও নয়, ভাগ্যহীন অনাহারী মোরিয়া লোকও নয়।"

এইরূপ গম্ভীরভাবে ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, তাহা শুনিয়া সকলের মনেই আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল; ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ—গভীর নিস্তব্ধ। গৃহ-মধ্যে নিবিড় অন্ধকার, আতঙ্কের প্রবলতা সেই জন্যই আরো অধিক।

বিবি মেল্‌মথের শরীরের শোণিত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল; মহাতঙ্কে কম্পিতা হইয়া ছোট ছেলেটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, তখন তাহার বোধ হইল যেন, মরা মানুষের একখানা শীতল হস্ত তাহার গলা টিপিয়া ধরিতেছে!

বস্ বলিল, "টিড্লি! তুমি যখন্ একটা প্রমাণের কথা বলিতেছ, তখন তাহাই ঠিক হইবে বোধ হয়। কে অথবা কাহারা কি অভিপ্রায়ে কবর খুঁড়িয়া মরা মানুষ তুলিতেছে, সে বিষয়ে তুমি কিরূপ অনুমান করিতে পার?"

টিড্লি বলিল, "পুস্তকে যাহা আমি পড়িয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব। বোধ হয়, আমার অনুমানটা তো না করিবে না। তোমার স্মরণ হইতে পারিবে, পূর্ব্বে আমি এখানে স্কুল-মাষ্টার ছিলাম। গ্রাম্য ধর্ম্ম-শালার যাজক—দুরন্ত যাজক আমাকে ফাঁকি দেয়, আমি পথের ভিখারী হই, তাহার পর নূতন দলে ভর্ত্তি হইয়াছি।"

জব মিঙ্ক বলিল, "ও সব কথা থাকুক, যে বিষয়ের কথা হইতেছে, সে সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায়টা কি?"

টিড্লি বলিল, "একবার নয়, বিশবার আমি পড়িয়াছি, ঐ রকম কবর খোঁড়ার কথা। ইংলণ্ডের গোর খুঁড়িয়া মরা মানুষ তোলা প্রায়ই হয় না, প্রদেশমধ্যে স্থানে স্থানে প্রায় সর্ব্বদাই হয়। যাহারা ঐরূপ ভয়ানক ঘৃণিত কার্য্য করে, তাহারা পাগল নয়, চোরও নয়, নরমাংসভোজী রাক্ষসও নয় অথবা উপবাসে ক্ষুধার্থ হতভাগা দরিদ্রও নয়। সে রকম কিছুই নয়।"

কি যেন ভয়ঙ্কর কথা শুনিবে, এই ভাবিয়া, কম্পিত-কণ্ঠে এককালে অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "ব্যাপারটা তবে কি?"

টিড্লি বলিল, "এক রকম জীব, সে জীবের কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়া থাকিবে। সেই জীবের নাম শুনিলে অন্তরে ভয়ের আবির্ভাব হয়, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।"

বহুস্বরে প্রশ্ন হইল, "সে জীবটা কি?

"রক্তপায়ী বাদুড়!" (আমাদের দেশের ভাষায় Vampire) টিড্লির মুখে এই বিস্ময়জনক উত্তর।

আতঙ্কে শ্রোতারা অর্দ্ধস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল। বিবি মেল্মথের এত ভয় বাড়িল যে, মূর্চ্ছা যাইবার লক্ষণ।

টিড্লি বলিতে লাগিল, "হাঁ, যাহা তোমরা বলিতেছিলে, তাহা সত্য; মরা মানুষের কবর খোঁড়ে কে, আমি বলিতেছি, অপর কেহই না—রক্তপায়ী বাদুড়।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া স্কুল-মাষ্টার পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, লণ্ডনে একটা রক্তপায়ী বাদুড় আসিয়াছে। সাবধান! সাবধান! খবর্দ্দার! খবর্দ্দার! রাত্রিকালে তোমরা সহরের গোরস্থানের দিকে বেড়াইতে যাইও না, সহর-তলীর গোরস্থানেও ভ্রমণ করিও না, অন্ধকারে নির্জ্জন পথে গতিবিধি

করিও না, রাত্রিকালে অন্ধকার ঘরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে শয়ন করিও না।"

ছেঁড়া মাদুর হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, শঙ্কিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বস্ বলিল, "ও পরমেশ্বর! মানুষের এমন বিপদ্‌ও সংসারে আছে?"

"বিপদ্?"—পদচ্যুত স্কুল-মাষ্টার প্রতিধ্বনি করিল, "বিপদ্?—হাঁ, সমূহ বিপদ্। রক্তপায়ী বাদুড়েরা কি করিতে পারে, তাহা তোমরা শুনিবে? বলি, শোনো। আমাদের মত তাহাদেরও দল আছে, আমাদের মত তাহারা কথা কয়, আমাদের মত তাহারাও রাত্রিকালে এই রকম ঘর ভাড়া লয়, আমাদের মত তাহারাও ছেঁড়া চ্যাটাইতে শয়ন করে। রাত্রে যখন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ঘরের সকলে ঘুমাইয়া পড়ে, রক্তপায়ী তখন জাগে;—জাগিয়া কি করে? ঘুমন্ত-মানুষের গলা টিপিয়া মারে না, হয় ত দন্ত দ্বারা বক্ষঃ বিদারণ করিয়া রক্ত পান করে। শুনিলে এই সব কাণ্ড? এখন আমাদের সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত কি না?"

যাহাদের কর্ণে ঐ ভয়ানক গল্প প্রবেশ করিল, তাহারা সকলেই আবার সেই সময় অত্যন্ত ভয়ে গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। বিবি মেল্‌মুথ স্ত্রীলোক হইলেও স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীলা, প্রগাঢ় বুদ্ধিমতী, দিবাভাগে ঐরূপ গল্প শুনিলে তাহার মনে একটুও ভয়ের সঞ্চার হইত না; কিন্তু একে রাত্রিকাল, ঘরটা তাহাতে ঘোর অন্ধকার, তাহাতে সেই ঘরের ভিতর বদ্‌মাস ছোটলোকের দল জমায়েত, এমন স্থলে ঐ অস্বাভাবিক ভীষণ গল্প; বিশেষতঃ নিজের দুঃখের ভাবনায় তাহার চিত্ত তখন অতিশয় অস্থির, গল্পটা তাহার অন্তরে—মহা চিন্তাকুল অন্তরে, মহাতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিল।

ভয় পাইয়া বস্ বলিল, "দোহাই পরমেশ্বর! আমি বরং সারা রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিব, তাহাও ভাল, বাসাঘরে শয়ন করিয়া রক্তপায়ী পিশাচের হস্তে প্রাণ দিতে পারিব না।"

সে যখন এই কথা বলিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ বাসা-ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, কে একজন প্রবেশ করিল।

"রক্তপায়ী রক্তপায়ী" বলিয়া চীৎকার করিয়া সেই নূতন প্রবেশকারী তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কোন্ হতভাগা রক্তপায়ী বাদুড়ের নাম করিতেছিল. কোথায় রক্তপায়ী বাদুড়? তোমরা তাহাদের কথা কি জানো?"

বাসা ঘরে যে সকল স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া ছিল, তাহারা এই সময় সভয়-চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহার পর সমস্তই নিস্তব্ধ।

জব মিঙ্ক গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

ঘরের এক জন লোক উত্তর করিল, "টিড্‌লির মুখে রক্তপায়ী বাদুড়ের বর্ণনা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা ভয় পাইয়াছে।"

পদচ্যুত স্কুল-মাষ্টার বলিয়া উঠিল, "ভয় হউক, আহ্লাদ হউক, যাহাই হউক, এখন জানিতে হইবে, যে লোকটি নূতন আসিল, সে লোকটি কে, উহার নাম জিজ্ঞাসা কর, নাম বলুক, পরিচয় বলুক, অপরিচিত লোক এই গৃহে প্রবেশ করিলে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।"

যে লোক প্রবেশ করিল, সে বলিল, "আচ্ছা, তোমরা আমাকে টবী ফায়ার ব্র্যাণ্ড বলিয়া জানো। আমার দলস্থ লোকেরা আমাকে ঐ নামে ডাকে, এখন আমি শয়ন করিব, কোন্ চ্যাটাইখানায় শয়ন করিতে হইবে, কিরূপে জানিতে পারিব ?"

বস্ বলিল, "ঘরের এ দিকে আর চ্যাটাই নাই।"

জব মিঙ্ক বলিল, "এ দিকেও নাই।"

খারিজী স্কুল-মাষ্টার বলিল, "একগাছি চুল রাখিতে পারা যায়, আমার দিকে ততটুকু স্থানও নাই।"

ঠাট্টার হাসি হাসিয়া নূতন প্রবেশকারী বলিল, "আমি আসিবার পূর্ব্বে তোমরা যে রক্তপায়ী বাদুড়ের গল্প করিতেছিলে, হয় ত মনে করিয়াছ, আমিই সেই রক্তপায়ী বাদুড়, বাড়ীওয়ালী আমাকে বলিয়া দিয়াছে, এই ঘরে যথেষ্ট স্থান আছে। আচ্ছা, তাহার কাছে আমি চলিলাম, তাহাকে আমি আধ পেনী ভাড়া দিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইব। তোমরা থাকো, সেলাম।"

এই কথা বলিয়া, দরজা খুলিয়া টবী ফায়ার ব্র্যাণ্ড ঘরের বাহির হইল, দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া গেল।

মিসেস্ মেল্‌মথ ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছা গিয়াছিল, ঐ গোলমাল শুনিয়া তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তাহার অন্তরে নানা চিন্তার ক্রীড়া; বুদ্ধি স্থির করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'এ কি ? স্বপ্ন, না সত্য ?' রক্তপায়ী বাদুড়ের যে গল্প শুনিয়াছিল, যাহা শুনিয়া মূর্চ্ছা, সেই গল্পের কথা আবার তাহার মনে আসিল; টবী ফায়ার ব্র্যাণ্ড যাহা যাহা বলিয়াছিল, বিদ্যুতের মত তাহাও তাহার স্মৃতি পথে বিভাসিত হইল। পূর্ব্বাপর স্মরণ করিয়া অভাগিনী অবশেষে স্থির করিল, স্বপ্ন নয়, ভ্রান্তি নয়, যথার্থই তাহার কর্ণে ঐ সকল কথা প্রবেশ করিয়াছিল।

যে লোকটি নূতন আসিয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর তখনও তাহার কর্ণে যেন কোমল বাদ্যধ্বনির ন্যায় অনুভূত হইতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, সেই কণ্ঠস্বর অপর কাহারো নয়, তাহার নিজের স্বামীর, লণ্ডনের হোম আফিসের

স্বেচ্ছাচার বিচারে যাহার নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা, লোকমুখে যাহা মৃত্যুঘটনা রটনা, বাস্তবিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। সেই স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছে। যে অন্ধকার ঘরের কোণে সে নিজে ছেলেগুলি লইয়া শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরেই আসিয়াছিল; খুব নিকটেই আসিয়াছিল, স্থান হইবে না শুনিয়া চলিয়া গেল। আহা! স্বামী বাঁচিয়া আছে, এই ধারণা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে আজ কি শুভদিন!—কি আনন্দের দিন পুনরাগত!

অভাগিনীর মনে এই ধারণা এত প্রবলতররূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহার মুখে বাক্য নির্গত হইল না, কে আসিয়াছিল, ঘরের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না, সেই নূতন লোকের প্রথম প্রবেশে রক্তপায়ী বাদুড় সম্বন্ধে যে প্রশ্ন শুনিয়াছিল, সেই কণ্ঠস্বর বুঝিয়াই অভাগিনীর মুখে অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি মিশ্রিত হইয়াছিল। হায় হায়! এ রাত্রে এখানে জায়গা হইল না; অন্য জায়গায় বাস করিতে গেল!

অভাগিনী অবশেষে ঘরের লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মেল্‌মথ—তোমরা কি কেহ মেল্‌মথের নাম শুনিয়াছ?"

কেহই কিছু উত্তর দিল না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পদচ্যুত স্কুল-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? যে নামটি তুমি বলিলে, সে নামের কেহই এখানে উপস্থিত নাই।"

দারুণ সংশয়ে বিবি মেল্‌মথের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল; অর্দ্ধ-নিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে বলিল, "তোমরা যখন সেই ভয়ানক গল্প করিতে-ছিলে, সেই সময় যে লোকটি এখানে নূতন আসিয়াছিল—"

স্কুল-মাষ্টার বলিল, "ওঃ! সেই লোক?—এখানে তাহার থাকিবার স্থান হইল না। সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছে।"

বিবি মেল্‌মথের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, অন্তরে যে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অন্ধকারে ডুবিল, তখনই আবার ভাসিয়া উঠিল: কণ্ঠস্বর ঠিক! এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর কোথাও যায় নাই, অবশ্যই নে আছে; অবশ্যই দেখা হইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবোধ, এই সান্ত্বনা, এই আনন্দ।

সে রাত্রে অভাগিনীর চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না, উষাকাল উপস্থিত হইলেই ছেলেগুলিকে জাগাইয়া তাহাদের কর্ণে এই শুভসংবাদ প্রদান করিল; উষাকালেই বাসা-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাজধানীর প্রশস্ত রাস্তায় রাস্তায় অনুদ্দিষ্ট স্বামীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

-*—

ান

থিয়েটারে নাট্যরঙ্গের পরদিন বেলা প্রায় তৃতীয় ঘটিকার সময় বিবি ব্রেস্ আপন বৈঠকখানায় একাকিনী বসিয়া আছে। চারিদিকে বিপদ্, কিসে কি হইবে, উদ্বিগ্ন-চিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছে।

প্রথম চিন্তা, পুলিসের কর্ম্মচ্যুত কন্‌ষ্টেবল মবের অর্থাকাঙ্ক্ষা। সে ব্যক্তি জবরদস্তী করিয়া টাকা আদায় করিবে; দ্বিতীয়, ফুটম্যান ফ্রেডারিক ড্রে, সে ব্যক্তি তাহার প্রতি কামভাবে অনুরক্ত হইতে চায়, মনিব বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভ্রম দেখায় না; তৃতীয়তঃ, সহচরী হ্যারিয়েট, সে এখন পর্য্যন্ত বশীভূতা আছে। তাহার কিছু সংস্থান করিয়া দিতে হইবে; চতুর্থতঃ, আরও কত প্রকার আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা।

বিবি ব্রেস্ মনে মনে ভাবিয়াছে যে, কেহ তাহাকে সহজে কাবু করিতে পারে না; টাকা দিয়া সে সকলের মুখ বন্ধ করিতে পারে। সে ভাবিয়াছে, টাকা দিয়া তিন জনকেই নিস্তব্ধ রাখা যাইবে।

ব্রেস্ ভাবিতেছে, আজ রাত্রে মবের আসিবার কথা আছে। সে আসিয়া কি বলিবে, কি চাহিবে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, সেটাও এক চিন্তা। ফ্রেডারিক ড্রে সেই মব্‌কে খুন করিবার মতলব আঁটিয়াছিল, যে প্রকার বাধা পড়াতে তাহার সে উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত করা গিয়াছে। ফ্রেডারিক এখনও সেই গুপ্তহত্যার মতলব পরিত্যাগ করিয়াছে কি না, জানা যায় নাই। পরিত্যাগ না করাই সম্ভব। খুন করিতে পারে যদি, ফল মন্দ হইবে না। মব্ পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইলে, গ্রম্লির খুনের কথাটা প্রকাশ হইবার পথ বন্ধ হইবে। ফ্রেডারিককেও জন্মশোধ নীরব করিতে পারিলে আরও ভাল।

সাধারণ প্রবাদ আছে, একটা পাপ গোপন করিবার জন্য দশটা অতিরিক্ত পাপের অনুষ্ঠান হয়, এ কথা যথার্থ।

মব্ আর ফ্রেডারিক এই উভয়ে ব্রেসের গুপ্তপাপ জানে। তাহাদের দুই জনকে তফাৎ করিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই কল্পনাই উত্তম। ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইলেই এখানকার কারবার উঠাইয়া পাপীয়সী আমেরি-

কায় চলিয়া যাইবে, এই মতলব। হ্যারিয়েটকে তত ভয় নাই, তাহাকেও সঙ্গে লইতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার মনে এই সঙ্কল্প পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

পোষাকওয়ালী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ফ্রেডারিক ড্রে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের বিকট ভঙ্গী দর্শন করিয়া, বিবি ব্রেস্ চমকিয়া উঠিয়া, চেয়ার হইতে একবার অর্দ্ধ-উত্থিত হইল; আবার তখনি বসিয়া পড়িল; লোকটার মনের ভাব কিরূপ, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত অনিমেষে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বৃহৎ একখানা চেয়ারের পৃষ্ঠে ঠেস দিয়া এক ভাবে দাঁড়াইয়া ফ্রেডারিক বলিল, "ক্ষণকাল তোমার সহিত আমি কিছু কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তুমি বলিয়াছ, সেই পাজী লোকটা—সেই বদ্‌মায়েস মব্‌টা আজ আবার আসিবে।"

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ, সে নিশ্চয়ই আসিবে। ফ্রেডারিক! তুমি ঠিক বলিয়াছ, তোমাতে আমাতে পরামর্শ করিয়া, যুক্তি স্থির—"

বাধা দিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে যদি গলা বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না। এখন অবধি আমরা উভয়ে এক নৌকায় দাঁড় টানিয়া যাইব।"

আর কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া ফ্রেডারিক ড্রে তাহার মনিবের চেয়ারের সম্মুখস্থ আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল; অগ্নিকুণ্ডের দিকে পাদুকা ছড়াইয়া দিল; দেখাইল যেন, ঐ লোকটাই এই বাড়ীর কর্ত্তা।

সম্মুখে এতটা বেয়াদবী করিল, চাকর-মনিবের সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিল, বিবি ব্রেস্ তজ্জন্য সেই চাকরকে তিরস্কার করিতে সাহস করিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "ফ্রেডারিক! তবে তুমি মনে মনে একটা ফন্দী ঠাওরাইয়াছ?"

সগর্ব্বে আত্মম্ভরিতা জানাইয়া ফ্রেডারিক উত্তর করিল, "ফন্দী? ছি ছি! সমস্তই কাটিয়া ছাঁটিয়া আমি গুকাইয়া রাখিয়াছি, বোধ করি, তাহাতেই কাজ হইবে, তোমারও মতলব হাঁসিল হইবে।"

কেবল কর্ম্মচ্যুত কনষ্টেবল মব্‌কে খুন করিবার মতলব নয়, তদ্ব্যতীত আরো কিছু তাহার মনে গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, এইরূপ অনুমান করিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, "কিরূপ যোগাড়, বলিয়া যাও।"

বিবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বেশ ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রেডারিক বলিল, "প্রথমতঃ একটা সূক্ষ্ম-কথা বুঝিতে হইবে। পিটার গ্রম্‌লি মদ খাইয়া মদের গরমে মরে নাই, তুমি তাহাকে খুন করিয়াছ।"

বিবি ব্রেসের বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, কম্পিতকণ্ঠে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার নামে অত বড় অপবাদ দিতে তুমি সাহস কর?"

গর্ব্বিতস্বরে ফ্রেডারিক বলিল,"আমাকে ও রকমে ভয় দেখাইলে কি হইবে? সব আমি বুঝিয়াছি। গত রাত্রে তুমি নিজ মুখেই আমাকে বলিয়াছ, একটা পাপের উপর আর একটা পাপ বাড়ান কি একান্তই আবশ্যক? বল দেখি প্রিয়তমা লেডী! ও কথার অর্থ কি? স্পষ্টই কবুল জবাব। তুমি আমাকে বলিয়াছ, মব্‌কে মারিয়া ফেলো, ভয় ঘুচাও। বাড়ীর ভিতর গ্রম্‌লিকে গোর দেওয়া হইয়াছে, মব্ মরিলে সে কথা আর প্রকাশ পাইবে না।"

কি রকমে গ্রম্‌লি মরিয়াছে, সে কথা লইয়া ফুটম্যানের সহিত বিবাদ করিতে—বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে পোষাকওয়ালীর আর সাহস হইল না; একটু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন আমাকে কি করিতে বল?"

ফ্রেডারিক বলিল,"আমি বলি, ঐ মব্‌টা অবিলম্বে গ্রম্‌লির সঙ্গে যাউক, তাহা হইলেই নিরাপদ্ হইবে। ভাব দেখি প্রিয়তমা ফেনী! তোমার জন্য কত বড় বিপদ্‌টা আমি ঘাড়ে করিতে প্রস্তুত। আমি যদি আমেরিকায় চলিয়া যাই, মব্ যদি বাঁচিয়া থাকে, টাকা দিয়া তাহাকে যদি তুমি তুষ্ট করিতে পার, তাহা হইলেও নিরাপদ্ হইবে না। মব্ যখন অগ্রে তোমার কাছে টাকা দাবী করিয়াছিল, তখন তুমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলে, সে রাগ তাহার মনে আছে; এখন টাকা পাইলেও সে তোমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িবে না, মাতাল হইয়াই হউক কিংবা প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাতেই হউক, কখনো না কখনো সে এ ভয়ানক গুহ্যকথাটা প্রকাশ করিয়া দিবে। আমরা সকলেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিব।"

রুদ্ধস্বরে তো তো করিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, "কি প্রকারে সে কাজটা সিদ্ধ করিবে?"

ফ্রেডারিক উত্তর করিল, "যাহাতে রক্তপাত হয়, ঘরের ভিতর কোন রকম চিহ্ন থাকে, তেমন করিয়া মারা হইবে না, সকল দিকে সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, পিটার গ্রম্‌লিকে তুমি বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছ। হাঁ, ফোঁটা কতক প্রসিক্ এসিড্ ঘরে রাখা মন্দ নয়! ওঃ! তোমার মুখের ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, গ্রম্‌লিকে তুমি প্রসিক্ খাওয়াইয়াছিলে। উত্তম ফিকির, কিন্তু এই মব্‌কে সে রকমে মারিতে পারা যাইবে না। গ্রম্‌লি খুন, সে ইহা জানিয়া গিয়াছে, সে আর তোমার বাড়ীতে মদ খাইবে না। যদি খায়, অগ্রে তুমি না খাইলে সে কখনই গ্রাস ধরিবে না। ওঃ! আমার মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হইতেছে। মব্ কি আর একবার রন্ধনশালার পশ্চাদ্দিকে যাইতে চাহিবে না?"

ব্রেস্ বলিল, "যাইতে চাহিবে কি না, অনুমান করিয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব; তবে যদি তোমার একান্ত 'ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে' একটা ছল করিয়া আ ঃ তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব।"

ফ্রেডারিক বলিল, "তাহাই তুমি করিও, তাহার পর যাহা যাহা করিতে হয়, আমিই করিব; ঠিক জানিয়া রাখ, তাহার নাম মব্, এটা যেমন সত্য, তাহাকে সেই পাথরের নীচে গ্রম্‌লির কাছে শোয়াইয়া রাখিব, আমার এ প্রতিজ্ঞাও তেমনি সত্য। তাহারা উভয়ে ধরণীগর্ভে চির-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে, বাহিরে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। এখন—প্রিয়তমে মিসেস্ ব্রেস্! তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি এক পাত্র সুস্বাদু শ্যাম্পিন পান করি। মেজাজটা তেজস্কর হইলে উপস্থিত সঙ্কল্পের অপরাপর অঙ্গ স্থির করিতে পারিব।"

আসন হইতে উঠিয়া বিবি ব্রেস্ যেন কলের পুতুলের মত একটা আল-মারীর কাছে গেল, আলমারী খুলিয়া মদের বোতল আনিয়া একটা গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিল। আঃ! বাড়ীর কর্ত্রী, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের প্রাণতোষিণী সখী, অনেক বড় ঘরের নাগরীর গুপ্তবিলাসের গুপ্ত সাক্ষী, পেলমেলের মহা গৌরবিণী পোষাকওয়ালী এখন মদের গ্লাস হাতে করিয়া নিজের একটা চাকরের পরিচর্য্যার জন্য দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মানা! চাকরটা যেন রাজার মত আয়েসে আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়া বিরাম করিতেছে।

পরিচারিকার ন্যায় তটস্থ হইয়া বিবি ব্রেস্ সেই শ্যাম্পিন্-পাত্রটা ফুটম্যানের হস্তে দিল, প্রেমানুরাগে সুরা-পাত্রের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, প্রেমানুরাগে ফ্রেডারিক বলিল, "প্রিয়তমে! তুমি যেমন সুন্দরী, তুমি যেমন বিনয়ী, তুমি যেমন মনোমোহিনী, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ এই।"—এই বলিয়া মদের গ্লাস মুখে তুলিল।

ফ্রেডারিক ঢ়ে মদ খাইল। পোষাকওয়ালী যেন এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখিতে-ছিল, সেই স্বপ্ন এখন ভাঙ্গিল, সে মনে করিল, কি করিলাম! হুকুমমাত্র চাকরকে মদ যোগাইলাম! মানসম্ভ্রম সব গেল! কি করি! যাহা গেল, তাহা আর ফিরিয়া পাইব না!

পোষাকওয়ালী বলিল, "ফ্রেডারিক! যাহা তুমি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া ফেল, কেন না, তুমি যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে এখানে আসিয়া বসিয়াছ, যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছ, হঠাৎ যদি কেহ গৃহমধ্যে আসিয়া এই ভাবটা দেখে, তাহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইবে।"

প্রাণে যেন আঘাত পাইয়া ফ্রেডারিক প্রতিধ্বনি করিল, "ঘনিষ্ঠভাব? কি কথা বল তুমি? তোমার জন্য যে কাজ আমি করিয়াছি, তাহাতে আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন, পরকালে মুক্তির পথে বাধা, এত বড় ভয়ানক কাজ আমি করিয়াছি। তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি কি আমাকে তদুপযুক্ত পুরস্কার দিবে না?"

পোষাকওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ পুরস্কার পাইতে তুমি ইচ্ছা কর?"

খুনী অপরাধী যেমন জীবনরক্ষার প্রার্থনায় মিনতি জানায়, সেই ভাবে মিনতি করিয়া ফ্রেডারিক বলিল, "প্রিয়তমে! আমার প্রার্থনা সগৌরবে তোমার পাণিগ্রহণ।"

বিবি ব্রেস্ প্রতিধ্বনি করিল, "পাণিগ্রহণ?"—ক্রোধবিস্ময়ে তাহার বদন আরক্ত হইল, তখনি আবার কি স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জানি, তুমি হ্যারিয়েটকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।"

ফ্রেডারিক বলিল, "হ্যারিয়েটকে? ওঃ! হাঁ, কিছু দিন পূর্ব্বে হ্যারিয়েটকে বিবাহ করিতে আমার মন হইয়াছিল বটে, অবস্থাগতিকে সেটা বদলাইয়া গিয়াছে। তুমি সুন্দরী, পরমা সুন্দরী, প্রিয়তমে ফেনী! পত্নী-রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমি পরম গৌরবান্বিত হইব। আমাকে তুমি ভালবাস না, এমন লক্ষণও আমি কিছু বুঝিতেছি না, আমি তোমার চাকর, আমার আশা হইতেছে, চাকরকে প্রেমদান করিতে তুমি লজ্জিত হইবে না।"

যে লোক তাহার পাপের সহকারী, তাহার মুখের উপর কোন জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিয়া উপযুক্ত অবসর-প্রতীক্ষায় বিবি ব্রেস্ বলিল, "ফ্রেডারিক! মনে কর, তোমার অপেক্ষা আমার বয়স বেশী,——অনেক বেশী।"

শ্যাম্পিন-সুধা পান করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত ফ্রেডারিক বলিল, "সুন্দরি! হইতে পারে, আমার অপেক্ষা বয়সে তুমি কিছু বড় হইতে পার; হইলেই বা, তাহাতে কি দোষ? তোমার উন্নত স্তনযুগলের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে আমার বড় সাধ। মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজনের সময় যখন আমি তোমার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, তখন তোমার স্কন্ধের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া এই স্তন দুটি দেখিতাম, সম্মুখে আসিয়া তোমার চক্ষু দুটি দেখিতাম, রাঙ্গা টুকটুকে ঠোঁট দুখানি দেখিতাম, শাদা শাদা দাঁতগুলি দেখিতাম; ইচ্ছা হইত, গভীর রাত্রে তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়া, তোমাকে রাজী করিয়া কিংবা বল-প্রকাশ করিয়া তোমার প্রেমসুধা পান করি। ইচ্ছা হইত, তোমাকে পাইবার জন্য যদি কোন

করিতে হয়, এমন কি, কাহাকেও যদি খুন করিতে হয়, তাহাতেও আমি পেছুপা হইব না। ঘটনাগতিকে তোমার একটা বড় পাপে আমি সহায়তা করিয়াছি, সেই কার্য্যের পুরস্কার পাইতে আমার দাবী আছে।"

ফ্রেডারিক ড্রে যদিও রূপবান্ পুরুষ, তথাপি চাকর; প্রেমপিপাসিনী বিবি ব্রেস্ তাহার প্রতি অন্তরস্থ অনুরাগে একটুও অনুরাগিণী হইল না; বাহিরে কিন্তু প্রেমভাব দেখাইয়া, প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কোমলস্বরে বলিল, "না ফ্রেডারিক! তুমি আমার উপকার করিয়াছ, তোমার কাছে আমি অকৃতজ্ঞ হইব না।"

মদের গ্লাসটা টেবিলের উপরে রাখিয়া, আসন হইতে উঠিয়া ফ্রেডারিক ড্রে চঞ্চলপদে পোষাকওয়ালীর নিকটে আসিয়া বলিল, "তবে তুমি আমাকে বিবাহ করিতে রাজী আছ?"—বলিয়াই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুন্দর অধরে দুইবার চুম্বন করিল।

আস্তে আস্তে কামাতুরকে সরাইয়া দিয়া নম্রস্বরে বিলাসিনী বলিল, "তুমি ভারী দুষ্ট! ও সব কর্ম্ম এখন কেন, যাহা পরামর্শ করা হইয়াছে, তাহা আগে সুসিদ্ধ হউক, তাহার পর প্রেমালাপ করিবার অবসর হইবে। শ্যাম্পিনটুকু শেষ কর, চুপি চুপি চলিয়া যাও, আমার এখন অনেক কাজ আছে। আর দেখ, এ সব কথা হ্যারিয়েটকে এখন কিছুই বলিও না।"

ফ্রেডারিক বলিল, "না না, তাহাকে এখন কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই! কিন্তু তাহার মনের সংশয়টা শীঘ্র দূর করা ভাল, সে কোন রকমে—"

ব্রেস্ বলিল, "ওঃ! আমিও এইরূপ ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু ফ্রেডারিক! সেটা তোমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়।"

দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে, গালপাট্টায় ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে ফ্রেডারিক বলিল, "হইতে পারে কিছু অগৌরবের কথা, কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরে যাহার গর্ভে আমার ছেলে হইবে, রসিকতাপ্রিয় পরিচিত লোকেরা পরিহাস করিবে, তেমন একটা সামান্য দাসীকে বিবাহ করিব, তত মূর্খ আমি নই।"

বিবি ব্রেস্ বলিল, "মেয়েটি দিব্য সুশীলা, দেখিতেও সুন্দরী, ছোট লোকের মত ব্যবহার তাহার কিছুই নাই। পরিহাসের ভয় তুমি করিতেছ, সেটাও ঢাকা যাইতে পারে, তুমি বলিতে পার, ছয় মাস পূর্ব্বে তাহাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলে।"

ফ্রেডারিক বলিল, "না প্রিয়ে! তাহা হইতে পারে না, তাহা হইবে না, তেমন অজ্ঞানের মত কাজ আমি করিতে পারিব না;—অধিকন্তু, তাহা

করিতে হইলে তোমার মত সুন্দরী প্রেমবিলাসিনীকে আমি হারাইব। মাই ডিয়ার ফেনী, না, কখনই তাহা হইবে না। হাঁ, আজ রাত্রে মবের কখন্ আসিবার কথা আছে?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "সে কথা সে ঠিক করিয়া বলে নাই; কিন্তু আমার বোধ হয়, রাত্রি ১০টা বাজিবামাত্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

ফ্রেডারিক বলিল, "আচ্ছা, বেশ, রাত্রি এগারটার সময় তাহাকে রন্ধনশালার পশ্চাদ্দিকে নামাইয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিও। এগারটার পূর্ব্বে লইয়া যাইও না; আমি সেইখানে—একটা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিব। কি করিব, মাথার ভিতর তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। নির্ব্বিঘ্নে কাজটা ফর্সা করিতে পারিব, এমন ভরসাও আছে। কি করিব, এখন আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আর একটা কথা বলিয়া রাখি; বাড়ীর সমস্ত দাসী-চাকরকে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিবার হুকুম দিও। দ্বিতীয় মহলের পরিচারিকা আর দরোয়ানকে কিছু বলিবার দরকার নাই, তাহারা এ দিকে আসিবে না; আমরা কি করি, তাহা জানিতেও পারিবে না। বুঝিয়াছ আমার কথা?"

ব্রেস্ বলিল, "ঠিক বুঝিয়াছি।"

ফ্রেডারিক বলিল, "তবে এইবার আর একটি চুম্বন দাও, আমি খুসী হইয়া তোমার কাজের তদ্বিরে যাই।"

ব্রেস্‌কে চুম্বন করিয়া ফুটম্যান তখন সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মব্ ও তাহার কুকুর।

ওয়েষ্ট এণ্ডের গীর্জ্জার ঘড়ীতে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। মব্ সেই সময় বিবি ব্রেসের কারখানায় উপস্থিত। ফ্রেডারিক ড্রে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বিবি ব্রেসের বৈঠকখানায় লইয়া গেল।

মব্‌কে সেই ঘরে রাখিয়া ফ্রেডারিক তৎক্ষণাৎ বাহির হইল; দরজা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে বাহির হইতে বিবি ব্রেসের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল; ইঙ্গিতে বুঝাইল, মতলব ঠিক আছে, বদল হয় নাই।

মবের সঙ্গে সেই কুকুর। এক পদাঘাতে কুকুরটা একখানি সোফার নীচে গিয়া লুকাইল। যে সুখাসনে ইতিপূর্ব্বে ফ্রেডারিক বসিয়াছিল, মব্ নিজে সেই আসনে গিয়া বসিল। মাথার টুপীটা কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়া বিবিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "একটা আকস্মিক ঘটনায় গত রাত্রের কার্য্যে বাধা পড়িয়াছিল।"

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ, তোমার পুরস্কারের কথাটা ব্যক্ত করিবার অগ্রেই বাধা পড়িয়াছিল। হাঁ, কল্যকার মত আজকার রাত্রিটাও বড় ঠাণ্ডা, কিছু গ্রহণ করিয়া গরম হইবে না কি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মব্ বলিল, "আগে তুমি একটি কথা বল, পিটার গ্রম্‌লি কি রকমে মরিয়াছে? তুমি তাহাকে কি রকমে মারিয়াছ?"

পোষাকওয়ালী উত্তর করিল, "আবার কি সেই ভয়ানক কথা বলিতে হইবে? নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই সেই দুঃখাবহ ঘটনা তোমাকে বলা হইয়াছে।"

গর্ব্বিতস্বরে মব্ বলিল, "কল্য রাত্রে আমি বলিয়াছি, সমস্তই আমি শুনিব। পিটার গ্রম্‌লি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। কিরূপে তাঁহার প্রাণ গেল, বিশেষ বৃত্তান্ত আমি শুনিতে চাই। বোধ হয়, মারিবার সময় কেহ তোমার সাহায্য করে নাই, একাই তুমি মারিয়াছ; কিন্তু নীচে নামাইয়া লইয়া গিয়া রন্ধন-গৃহের পশ্চাতে তত বড় পাথর চাপা দিয়া গোর দেওয়া, সে কাজটা তুমি একাকী পার নাই, নিশ্চয়ই সহকারী ছিল। বিশেষ বিবরণ আমাকে বল।"

লোকটাকে খুন করিতে কৃতসঙ্কল্প, খুনের পূর্ব্বে কোন লোককে ফাঁদে

ফেলিবার ইচ্ছা, মব্ পাছে সেরূপ সন্দেহ করে, তাহাই ভাবিয়া চতুরা পোষাক-ওয়ালী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার সহিত একটা চুক্তি করিতে যথার্থই যদি তুমি অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আর সে সকল গত বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শুনিয়া তোমার কি ফল ?"

মব্ বলিল, "আমি তোমার মন্দ করিব, এমন ভয় করিও না। তোমার অথবা তোমার সহকারিগণের যাহাতে বিপদ্ ঘটে, তেমন কার্য্য আমি কথনই করিব না। আরো কি জানো, ঘরের ভিতরে যাহারা কোন গুপ্ত কার্য্য করে, তাহাও আমি জানিতে পারি; যে কাজ তুমি করিয়াছ, যে রকমে লাসটা লুকাইয়া ফেলিয়াছ, তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি; মনে করিও না, আমি সে বিষয়ে অন্ধ।"

কম্পিত-কলেবরে বিবি ব্রেস্ বলিল, "যদি ইহা সত্য হয়—"

মব্ বলিল, "তাহা হইলে বিষয়টা গোপন রাখিবার জন্য অবশ্যই আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে। যাহা প্রকাশ হইলে দুই জনেরই ফাঁসী হইবে, তাহা আমি গোপন রাখিব। এখন বুঝিয়াছ ?"

সচ্ছলে নিশ্বাস ফেলিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, "ঠিক বুঝিয়াছি।"

মব্ বলিল, "এখন আমি তোমার সহকারীর পরিচয় জানিতে চাই। কি তাহার নাম, কোথায় সে থাকে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আমার অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তোমাদের দুই জনের নিকট হইতেই আমি প্রচুর পুরস্কার আদায় করিব।"

জিজ্ঞাসাচ্ছলে বিবি ব্রেস্ বলিল, "[illegible], যদি বলি, কেবল একাই আমি সে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা হইলে কি হয় ?"

মব্ বলিল, "একাই তুমি নিকাস করিয়াছ, এটা সম্ভব বটে, তুমি তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিলে। আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি, বোধ হয়, জিনিসটা গ্লাসে ঢালিয়া অগ্রে তুমি আস্বাদন করিয়াছিলে।"

সভয়-ক্রোধে বিবি ব্রেস্ বলিল, "ও পরমেশ্বর! তুমি জানো। মিষ্টার মব্! তুমি আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিতেছ, আমি কি তোমার অপকার করিব ?"

মব্ বলিল, "তুমি আমার অপকার করিবে, তেমন কথা আমি বলিতেছি না, কোন প্রকারে কিছু অপকার করিতেও পার। সে কথায় এখন দরকার নাই। গ্রম্লিকে তুমি বিষ খাওয়াইয়াছিলে, মদের সঙ্গে বিষ দিয়াছিলে; ইহা তবে তুমি স্বীকার করিতেছ। কথার ভাবেই আমি বুঝিয়া লইলাম স্বীকার; কিন্তু পাথর চাপা দিয়া মৃতদেহ গোর দেওয়া, গর্ত্তটা পূরণ করা, উপরের বেশী

মাটী তফাৎ করা, সে সকল কার্য্য বোধ হয়, তুমি একা করিতে পার নাই, শ্চয়ই অপরের সাহায্য লইয়াছিলে। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, সহকারীটা কে ?"

বিবি ব্রেস্ বলিল, "আর আমি অধিকক্ষণ তোমার সহিত চাতুরী করিব না, সরলভাবেই বলিতেছি, এম্‌লিকে গোর দেওয়া হয় নাই! একা আমি পারিব না, তত বড় ভয়ানক ব্যাপারটা অপর কেহকে জানিতে দিব না; জানাইতে সাহস পাই নাই।"

রুক্ষস্বরে মব্ জিজ্ঞাসা করিল, "লাসটা তবে কোথায় ?"

পোষাকওয়ালী বলিল, "গত রাত্রে রন্ধনগৃহের পার্শ্বে যেখানে আমি তোমাকে লইয়া গিয়াছিলাম, তাহারই নিকটে সেই দেহটা আছে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, করতলে করতল পেষণ করিয়া যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ব্যগ্রস্বরে পাপীয়সী আবার বলিল, "মিষ্টার মব্! দেহটার সমাধি করিতে যদি তুমি দয়া করিয়া আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

মব্ বলিল, "বেশ পারি, এতক্ষণ কেন তবে তুমি গোলমাল করিয়া বৃথা আমার সহিত চাতুরী খেলিতেছিলে ?"

পোষাকওয়ালী বলিল, "এখন আর আমি ছলনা করিব না, অকপটে তোমার সহিত ব্যবহার করিব। দেহটা কোন প্রকারে তফাৎ করিবার জন্য আমার ভাবনা হইতেছিল; একবার ভাবিতেছিলাম, গোপনে পোড়াইয়া ফেলিব, না হয় ত সাহসে বুক বাঁধিয়া একজনের কাছে সত্য প্রকাশ করিয়া তাহার সাহায্যে অন্য ব্যবস্থা করিব! বুঝিলে মিষ্টার মব্? সেই কারণেই তোমার সহিত চাতুরী খেলিতেছিলাম। এখন তুমি আমার সাহায্য করিতে রাজী হইলে, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।"

চতুরার বাক্‌চাতুরীতে বিমোহিত হইয়া মব্ বলিল,"আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কোন দোষ নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। তবে তোমার কেহই সহকারী ছিল না ?"

ব্রেস্ উত্তর করিল, "কেহই না।"

মব্ জিজ্ঞাসা করিল, "দেহটা তবে এখনও গোর দেওয়া হয় নাই? মাটীর উপরেই আছে ?"

ব্রেস্ বলিল, "হাঁ, মাটীর উপরেই আছে। [illegible] ভাগে ছোট একটা অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছি। [illegible] মার কাছে আছে।"

পোষাকওয়ালীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থা[illegible]ত কন্‌ষ্টেবল

বলিল, "লাসটা স্থানান্তর করিয়া ফেলিব, তোমার এই গুহ্য ব্যাপারটা চিরদিন গোপন করিয়া রাখিব। এই দুই কার্য্যের নিমিত্ত আমি যদি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দাবী করি, তাহা কি তুমি বেশী বিবেচনা করিবে ?"

কল্পিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, "হাজার পাউণ্ড ? ওঃ ! মিষ্টার মব্ ! অত টাকা আমি এখন কোথায় পাইব ?

মব্ উত্তর করিল, "ভাল, এখনই একেবারে আমি সব টাকা চাহিতেছি না। এখন অর্দ্ধেক দাও, একপক্ষ পরে বাকী অর্দ্ধেক।"

পরিতপ্তস্বরে পোষাকওয়ালী বলিল, "আমি বুঝিতেছি, তুমি তোমার নিজের গুমরেই কাজ করিবে। আমি এখন তোমার হাতের ভিতর,—সম্পূর্ণরূপে তোমার কায়দায় পড়িয়াছি। আচ্ছা, আগে সেই মৃতদেহটার গতি-করিয়া ফেলো।"

মব্ বলিল, "ওঃ ! প্রতিশ্রুত কারবারের একাংশ এই—আমাকে প্রতারণা করিও না। অগ্রিম বায়না চাই, তোমার রন্ধন-গৃহের পশ্চাতে সেই পাথরের নীচে অথবা তুমি যেখানে বল, সেইখানেই কবর দেওয়া যাইবে।"

পোষাকওয়ালী বলিল, "না, আর কোথাও গোর দিতে আমি বলি না। সেই পাথরের নীচেই ভাল।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, দেয়ালের ঘড়ী দেখিয়া আবার বলিল, "রাত্রি এগারটা, এই বেলা চল, বাড়ীর সকলে আপন আপন ঘরে শয়ন করিয়াছে।"

আসন হইতে উঠিয়া মব্ বলিল, "সেই কথাই ভাল, চল যাই, কাজটা সারিয়া আসি। তাহার পর তুমি আমার হস্তে চক্‌চকে টাকাগুলি দিও।"

টেবিলের উপর হইতে একটা বাতী লইয়া বিবি ব্রেস্ অগ্রবর্ত্তিনী হইল। সঙ্গে সঙ্গে মব্, তাহার পশ্চাতে সেই কুকুর। তাহারা নামিয়া আসিল; কারখানা-বাড়ীর কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ ছিল না, সমস্তই স্থির, সমস্তই নিস্তব্ধ, চারিদিক্ অন্ধকার। পোষাকওয়ালী যে বাতীটা আনিয়াছিল, কেবল সেই বাতীর আলো মাত্র।

রন্ধন-গৃহের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া বিবি ব্রেস্ একবার চারিদিকে চঞ্চল চক্ষু ঘুরাইল; ফ্রেডারিককে দেখিতে পাইল না, ফ্রেডারিক সেখানে ছিল না; ব্রেসের দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, পরক্ষণেই মনে হইল, ফুটম্যান বলিয়াছিল, নিকটেই লুকাইয়া থাকিবে। সেই কথা মনে করিয়াই আবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল, ছাদের কড়িকাঠে একগাছা রশি ঝুলিতেছে, সেই রশির একটা দিক্ নিকটস্থ তাকের তক্তার সঙ্গে বাঁধা আছে।

পূর্ব্বরাত্রে কুকুরটা যেমন পাথরখানার চারিদিকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া

ঘুরিয়াছিল, এ রাত্রেও সেইরূপ করিল। মব্ ভাবিল, ইহা তো বড় আশ্চর্য্য, কুক্কুর মিথ্যা গন্ধ আঘ্রাণ করিবে, ইহা তো সম্ভব নয়। তবে এ কি? ভাবিতে ভাবিতে সেই পাথরের কাছে একটা মাটীর ঢিবি ছিল,তাহাতে তাহার অঙ্গুলী স্পর্শ হইল।

ঠিক সেই সময়েই একটা পাশ-দরজা সজোরে উদ্ঘাটিত হইল। যে ঘরে জ্বালানী কাষ্ঠ থাকিত, সেই ঘরের ঐ দরজা, দ্বার মুক্ত হইবামাত্র ফ্রেডারিক ড্রে একলম্ফে বরখাস্তী কনষ্টেবলের উপর পড়িল।

বজ্রগর্জ্জনে মব্ বলিয়া উঠিল,"টবী! লে—লে—লে!"—ফ্রেডারিকের বলবান্ হস্তে আকৃষ্ট হইয়া কনষ্টেবল তখন প্রাণপণে আক্রমণকারীর সহিত হুটাপুটি করিতেছিল। কুকুরটা তাহার প্রভুকে আক্রান্ত দেখিয়া একটা কোণের দিকে সরিয়া গিয়া সভয়-গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ভয়ানক কার্য্যটা সম্পন্ন হইয়া গেল।

বাতীটা একটা তক্তার উপর রাখিয়া বিবি ব্রেস্ ছুটিয়া হত্যাকারীর সাহায্য করিতে গেল; হুকের গায়ে যে দড়ীটা বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিল; তক্তার সঙ্গে যে দিক্‌টা বাঁধা, সে দিক্‌টাও খুলিল, সেই দিকে একটা ফাঁস করা ছিল। ফাঁসটা ঠিক ফ্রেডারিকের হাতের কাছে।

ইতিমধ্যে বিক্রান্ত ফ্রেডারিক সবলে কনষ্টেবলকে রন্ধন-গৃহের চাতালের উপর চিৎ করিয়া ফেলিল; দুই হস্তে তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া পাথরের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া দিল। মনে করিয়াছিল, সেই আঘাতে লোকটা অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। মাথা ঠুকিয়া হাত বাড়াইয়া সেই ফাঁস-দড়ীটা ধরিয়া টান দিল; মাথার উপর দিয়া ফাঁস গলাইয়া খুব আঁটিয়া গলায় বাঁধিল। মব্‌ও সামান্য বলবান্ ছিল না, তত আঘাত পাইয়াও ঝাড়িয়া উঠিয়া যথাশক্তি গলার ফাঁসটা খুলিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল।

ফ্রেডারিক ড্রে সেই সময় পোষাকওয়ালীর হস্ত হইতে দড়ীগাছটা লইয়া খুব জোরে জোরে টানিয়া সে স্থান হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। অভাগা কনষ্টেবল সেইখানে হেলিয়া পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পোষাকওয়ালী তখন তাহার পশ্চাতে গিয়া দুখান হাত ধরিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল।

অভাগা মবের মুখখানা বিকৃত হইয়া গেল, দম বন্ধ হইয়া আসিল। চীৎকার করিতে পারিল না, একটা কথাও বলিতে পারিল না, মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল, জিভ বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল।

ফ্রেডারিক সেই সময় আবার দড়ী ধরিয়া টানিল। দেহটা উঁচু হইয়া উঠিল, যে হুকে ফাঁস-দড়ী বাঁধা ছিল, সেই হুকে তাহার মাথা ঠেকিল।

মৃত্যুযন্ত্রণায় লোকটা ধড়ফড় করিতেছিল, হাত-পা ছুড়িতেছিল, ক্রমে থামিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে মুখখানা ফুলিয়া উঠিল, হাত দুখানা ঝুলিয়া পড়িল, পদদ্বয়ের কম্পন শিথিল হইল, শেষকালে সর্ব্বশরীর একবার অল্প অল্প কাঁপিল; তাহার পর সমস্তই অসাড়, সমস্ত স্পন্দন থামিয়া গেল।

হত্যাকাণ্ড হইতেছে, কুকুরটি সেই সময় কোণ হইতে বাহির হইয়া দেখিল, তাহার মনিব শূন্যে শূন্যে ঝুলিতেছে। দেখিয়া তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, কে জানিবে, অবলা পশু শূন্যপথে লাফাইয়া লাফাইয়া মনিবের হস্ত লেহন করিবার চেষ্টা করিল; পূর্ব্বাবধি মৃদু মৃদু গর্জ্জন করিতেছিল, সেই গর্জ্জন ক্রমেই বাড়িল। বাক্‌শক্তি নাই, গর্জ্জনেই ক্রন্দন, গর্জ্জনেই শোকের লক্ষণ প্রকাশ।

কুকুর দেখিল, মনিব আর নড়ে না; শিকে বাঁধা দড়ীতে কাপড়ের বস্তার মতন ঝুলিতেছে। ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিপ্রভাবে কুকুর বুঝিয়া লইল, তাহার মনিব মরিয়াছে। সে তখন একটা অন্ধকার কোণে চলিয়া গিয়া মর্ম্ম-যাতনায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যাঁহাদের শরীরে দয়া আছে, অবলা জীবের ঐরূপ ক্রন্দন দর্শনে তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না।

বিবি ব্রেসের রংমাখা মুখ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল; মিনতি করিয়া ফুটম্যানকে বলিল, "ফ্রেডারিক! কুকুরটাকে থামাও, উহার ক্রন্দনরবে বাড়ীর লোকেরা ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিবে।"

বৃহৎ একটা চোঙা লইয়া নরহন্তা ফ্রেডারিক সেই কুকুরটিকে মারিবার জন্য ছুটিল। বুদ্ধিমান্ কুকুর সেই ভয়ানক লোকের কুমত্‌লব বুঝিতে পারিয়া লম্ফে লম্ফে ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরদিকে পলাইল। বাতীটা হস্তে লইয়া ফ্রেডারিক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। বলিয়া গেল, "আমি ঐ কুকুরটাকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিব।"

মরা মানুষটা পাছে ফাঁসী ছিঁড়িয়া নামিয়া আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া তাহাকে ধরে, সেই ভয়ে চীৎকার করিয়া বিবি ব্রেস্ কাতর-বচনে বলিতে লাগিল, "এই অন্ধকারে আমাকে এখানে একাকিনী ফেলিয়া যাইও না। দোহাই তোমার, আমাকেও লইয়া চল।"—বলিতে বলিতে সে মাগীও ফ্রেডারিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

রন্ধন-শালার সিঁড়ির উপরের সোপানে উঠিয়া পাপীয়সী আর চলিতে

পারিল না ; সিঁড়ির রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মনে হইল যেন, স্বপ্ন দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে ভয়ঙ্কর নাটকের অভিনয়ে সে নিজে প্রধানা নায়িকার কার্য্য করিয়াছে, সেই নাটকের ক্রীড়া মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, তাহার মাথার ভিতর অগ্নিবাণ, হৃদয়ে অগ্নিবাণ, আগুনে আগুনে তাহার সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে।

কুকুর কোথায় গেল, ফ্রেডারিক ড্রে বাতী হস্তে লইয়া ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় অন্বেষণ করিল, দেখিতে পাইল না। খাটের নীচে, টেবিলের নীচে, চেয়ারের নীচে, আলমারীর নীচে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল ; কুকুর কোথাও নাই। অন্বেষণে বিফলমনোরথ হইয়া ফুটম্যান তখন বাড়ীওয়ালীর অন্বেষণে গেল। রন্ধনশালার সিঁড়ির উপর-চাতালে রেলের ধারে বাড়ীওয়ালী বসিয়া হাঁপাইতেছে। হাত দুখানা হাঁটুর উপর, চক্ষু নিস্পন্দ। ফ্রেডারিকের হাতে বাতী ছিল, সেই আলো মুখে পড়াতে বাড়ীওয়ালী তখন যেন চৈতন্য পাইল; ফুটম্যান নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া একটু সাহসও হইল।

কুকুরটা কোথায় আছে, দেখিতে পাওয়া গেল না, সে কথা গোপন করিয়া মনিবের প্রশ্নে ফ্রেডারিক উত্তর করিল, সে তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

বিবি ব্রেস্ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমাকে বৈঠকখানায় লইয়া চল। আমি ব্রাণ্ডী খাইব। ফ্রেডারিক তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। ব্রাণ্ডী খাইয়া, নূতন সাহস পাইয়া ব্রেস্ বলিল, "চল, আবার আমরা সেইখানে যাই ; কার্য্য এখনো বাকী আছে।"

উভয়ে আবার উপর হইতে নামিয়া রন্ধন-গৃহের পশ্চাতে গেল, মৃতদেহটা নামাইল, যে পাথরের নীচে পিটার গ্রম্‌লির মৃতদেহ, সে পাথরখানা টানিয়া তুলিল ; শাবল দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। মাটী খুব আলগা ছিল, প্রথমবারের মত পরিশ্রম হইল না। এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর গ্রম্‌লির দেহটা দৃষ্ট হইল।

বিবি ব্রেস্ একবারমাত্র গোরের ভিতর-দিকে চাহিয়া দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু ফিরাইল। মনের পাপটা নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল।

ফ্রেডারিক ড্রে অতঃপর মবের দেহটা সেই গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র মাটী চাপা দিল, ফাজিল মাটীগুলা পূর্ব্বের ন্যায় স্থানান্তরিত করিল, তাহার পর সেই পাথরখানা পূর্ব্ববৎ ঐ গোরের মুখে চাপা দিয়া ফেলিল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই কার্য্য শেষ হইয়া গেল!

দুই ঘণ্টাকাল হত্যাকারী ও হত্যাকারিণী পরস্পরের মুখের দিকে চাহে নাই; এতক্ষণের পর চাহিল। ফ্রেডারিকের দৃষ্টি কামভাবপূর্ণ; পোষাক-ওয়ালীর দৃষ্টি ফ্রেডারিকের বাহাদুরী-বিজ্ঞাপক।

পূর্ব্বে যেরূপ কথা হইয়াছিল, বিবি ব্রেস্ তাহাতে সম্মত হইল। ফ্রেডারিক তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার শয়নগৃহে লইয়া গেল।

কুকুর কোথায় গেল? একটা ঘরের অন্যদিকের দরজা খোলা ছিল, কুকুর সেই দরজা দিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়াছে, ফ্রেডারিকের এইরূপ অনুমান।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

হত্যাকারী ও হত্যাকারিণী

দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, ফ্রেডারিক ড্রে তাহার মনিবের পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

হাঁ, গাঢ় নিদ্রা, নিশ্চিন্ত নিদ্রা, স্বপ্ন আসিতেছে না, অনুতাপ আসিতেছে না, আতঙ্কেও চীৎকার করিতেছে না। ফ্রেডারিক ড্রে দিব্য আরামে স্বচ্ছন্দ নিদ্রায় অভিভূত। অন্তরে যেন কোন দুশ্চিন্তা নাই, কোন পাপের যন্ত্রণা নাই, হৃদয়ে যেন পাপ-শলাকা বিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা।

আর সেই স্ত্রীলোক?—যে স্ত্রীলোক ঐ পাপিষ্ঠের পাপ-কার্য্যের সহকারিণী, যে পাপিষ্ঠ এখন তাহার উপপতি, সেই স্ত্রীলোকটাও কি ঘুমাইতেছে?

পাপীয়সীর নিদ্রা?—না, এখনও নিদ্রা হয় নাই,—এখনও না! যে লোকটা তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে, সে তেমন ঘুমাইতে পারিতেছে না।

হত্যাকারিণী শয়ন করিয়া আছে, ক্ষণে ক্ষণে এপাশ ওপাশ করিতেছে। শয্যা যেন কণ্টকময় বোধ হইতেছে; হৃদয় যেন পুড়িয়া যাইতেছে। প্রবল জ্বরের সময় গাত্র যেমন উত্তপ্ত হয়, পাপিনীর সর্ব্বাঙ্গ সেইরূপ উত্তপ্ত; ভয়ানক গাত্রদাহ। একবার চক্ষু বুজিতেছে, তখনই আবার যেন বিদ্যুৎ-চমকে চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া দেখিতেছে; নূতন নূতন ভয় জাগিয়া উঠিতেছে; আবার চক্ষু বুজিতেছে; নিদ্রা আসিতেছে না, তখনই আবার ভয় পাইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিতেছে। কি দেখিতেছে? টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছে, বাতীর সম্মুখে বিকট বিকট মূর্ত্তি বিকট বিকট ভঙ্গীতে যেন নৃত্য করিতেছে। পাপীয়সী ভাবিতেছে, ভূত আছে কি? ঐ সকল ভূতের মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া ভয় দেখাইতেছে? আবার শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিতেছে, আবার ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিতেছে। শূন্যপথে যেন কৃষ্ণবর্ণ ফাঁসীকাষ্ঠ! ফাঁসদড়ী দুলিতেছে! আবার চক্ষু বুজিতেছে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেছে। ধরা পড়িবে, চালান হইবে, চিরদিনের মত খেলা ফুরাইবে! এই সকল ভাবনা। হঠাৎ একটা অজ্ঞাত স্বর যেন তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল; পাপীয়সী চমকিয়া উঠিয়া বসিল। অদ্ভুত অদ্ভুত বিভীষিকা! নিদ্রা নাই! ইহ-জগতেই হত্যাকারিণীর উচিত শাস্তি আরম্ভ!

পাপীয়সী আপন কহুয়ের উপর ভর রাখিয়া, একটু উঁচু হইয়া পার্শ্বশায়ী লোকটার মুখ নিরীক্ষণ করিল। ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করিবামাত্র যে লোক তাহার প্রেমপিপাসী হইয়াছিল, তাহার উপর বিজাতীয় ঘৃণা; একবার ভাবিল, যদি সর্ব্বস্ব যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এই লোকটাকে নিকাস করিয়া ফেলিবে। পরক্ষণেই কি ভাবিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিল; বালিসে মাথা রাখিয়া আবার শুইল,চক্ষু বুজিল,নিদ্রা আসিল না। লোকটা ঘুমাইতেছে, নড়িতেছে না, স্বপ্ন দেখিতেছে না, বিভীষিকা দেখিতেছে না, গাঢ় নিদ্রা। পাপীয়সীর নিদ্রা নাই, সে কেবল ঘরের চতুর্দ্দিকে প্রেতমূর্ত্তির ছায়া দেখিতেছে;—ভাবিতেছে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা নিদ্রা না হইলে পরদিন কোন কার্য্যই করিতে পারিবে না। ঘুমাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, নিদ্রা আসিল না।

ঊষাকাল উপস্থিত। গৃহমধ্যে অল্প আলো, অল্প অন্ধকার, গৃহের আসবাবপত্রগুলা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাতীর আলো পাণ্ডুবর্ণ। শিখার চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ মণ্ডল।

ক্ষণেকের জন্য সেই স্ত্রীলোকটার চক্ষুর পাতা ভারী হইয়া আসিল, অল্প তন্দ্রার আবির্ভাব। তখনই আবার সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পাপিনী আবার জাগিল, পূর্ব্বের ন্যায় জাগরণ। তন্দ্রাবস্থায় সে যেন একটা শব্দ শুনিয়াছিল, গৃহমধ্যে যেন কোন সজীব লোকের সঞ্চার। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া জাগ্রতাবস্থায় সেই শব্দ শুনিবার জন্য কর্ণ স্থির করিয়া রাখিল; বুক লাফাইতে লাগিল। স যেন শুনিল, খস্ খস্ করিয়া ঘরের একটা পর্দ্দা নড়িতেছে। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হইয়া উঠিল। আতঙ্কে মাথা ঘুরিল।

সেই খস্ খস্ শব্দটা প্রথমে ধীরে ধীরে হইয়াছিল, ক্রমশঃ সেই শব্দ বর্দ্ধিত হইল। পোষাকওয়ালীর বুকের ভিতর কে যেন তীর বিঁধিতে লাগিল। অঙ্গের রক্ত জমাট। তখন সে বুঝিল, মনের ভ্রান্তি নয়, কল্পনার খেলা নয়, যথার্থই শব্দ। একবার তাহার মনে হইয়াছিল, ফ্রেডারিক হয় ত জাগিয়াছে, পাশ ফিরিতেছে, তাহাতেই মশারি নড়িতেছে; কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল, তাহা নয়, সে লোকটা যেমন ঘুমাইতেছিল, ঠিক তেমনই স্থির হইয়া ঘুমাইতেছে। তবে কি? গৃহমধ্যে কেহ কি আসিয়াছে? পাপীয়সী আবার নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সাহসে ভর করিয়া বিবি ব্রেস্ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল, আবার কান পাতিয়া শুনিল, স্থির করিল, গবাক্ষের পর্দ্দার শব্দ। তখনও শব্দ হইতে যে দিকে শব্দ, মাগীটা সভয়-নয়নে সেই দিকে চাহিল।

সহসা সেই শব্দ থামিল, কিন্তু পোষাকওয়ালীর ভয় থামিল না। সংশয় উপস্থিত হইল, সংশয়ের সঙ্গে যন্ত্রণা, যন্ত্রণার সঙ্গে আরো ভয়!

দেখিতে দেখিতে গবাক্ষের পর্দ্দাটা ফাঁক হইয়া গেল, কে যেন বাহির হইয়া আসিতেছে, এইরূপ লক্ষণ ; কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। বিবি ব্রেসের সন্দেহ কিছু কমিল, কিন্তু ভয় কমিল না।

পাপীয়সী চীৎকার করিতে পারিল না, অঙ্গ যেন পাথরের মত অচল, অন্তরে নরক-যন্ত্রণা। একটু পরেই ঘরের মেজেতে কাহার পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। পাপিনীর ইচ্ছা হইল, চীৎকার করে, কিন্তু স্বর বদ্ধ। চীৎকার করিতে পারিল না, ভয়ে যেন জ্ঞান হরিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ফ্রেডারিক ড্রে জাগিয়া উঠিল।

তখন প্রভাত হইয়াছে, গৃহের পদার্থগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ফ্রেডারিক স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বিবি ব্রেস্ মরিয়াছে। জাগিয়া দেখিল, বসিয়া আছে ; বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিল, অল্প অল্প ধুক্ ধুক্ করিতেছে ; গা গরম। সন্দেহ দূর হইল, জানিতে পারিল, স্বপ্নটা মিথ্যা, বিবি ব্রেস্ মরে নাই। সে সন্দেহ গেল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই গৃহমধ্যে একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অস্বাভাবিক সংস্কারে ভয় পায়,ফ্রেডারিক ড্রে তেমন লোক নয় ; সে ভাল করিয়া শুনিল, ঘরের দরজা আঁচড়াইবার শব্দ, আর কোঁ কোঁ করিয়া শোকসূচক ক্রন্দন-শব্দ। মশারি তুলিয়া সে তখন দেখিল, নিহত মবের সেই কুকুর।

বিবি ব্রেসের দিকে আর নজর না রাখিয়া ফ্রেড়ারিক ড্রে পর্য্যঙ্ক হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কুকুরের দিকে দৌড়িল। কুকুর তাহার মত্‌লব বুঝিতে পারিয়া পর্য্যঙ্কের নীচে গিয়া লুকাইল ; ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। ফ্রেডারিক হামাগুড়ি দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিবার জন্য নিকটে গিয়া হাত বাড়াইল,—কুকুর সে স্থান হইতে সরিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া বসিল। নিকটবর্ত্তী হইয়া ফ্রেডারিক দুই হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

কুকুরটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু ফ্রেডারিক এত জোরে এত শক্ত করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, একবার ডাকিতেও পারিল না। মৃত্যুযাতনায় কাতর হইয়া পড়িল, জিভ বাহির হইয়া ঝুলিতে লাগিল। ঠিক এই সময় সহসা বাহির হইতে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত, হ্যারিয়েটের প্রবেশ।

ফ্রেডারিক ড্রে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল, কুকুরের গলা ছাড়িয়া দিল। উত্তম সুযোগ পাইয়া কুকুর সেই সময় আক্রমণকারীর বামবাহু সজোরে কামড়াইয়া ধরিল। মর্ম্মে যাতনা পাইয়া ফ্রেডারিক তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে লাগিল।

হ্যারিয়েট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু দরজার কপাট ছাড়িয়া দেয় নাই, ধরিয়া রহিয়াছিল, খালাস পাইয়া টবী হ্যারিয়েটের পাশ কাটাইয়া বাহির হইল; লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিল। এক জন ঝাড়ুদার দোকানঘর ও সদরদরজায় ঝাড়ু দিতেছিল, সদর-দরজা খোলা ছিল, টবী নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল, কেহ তাহাকে বাধা দিল না, ধরিলও না।

প্রবেশমাত্র সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া হ্যারিয়েটের মনে যে বিস্ময়, যে কষ্ট ও যে ক্রোধের উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সে তখন নিঃসন্দেহে বুঝিল, যাহাকে সে ভালবাসে, সেই ব্যক্তি বিবি ব্রেসের সহিত নিশাযাপন করিয়াছে। কুকুর যখন তাহার গা ঘেঁষিয়া পলায়ন করে, সেই সময় হ্যারিয়েট ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সংজ্ঞাহারা পোষাকওয়ালী সেই চীৎকারশব্দে সংজ্ঞা-প্রাপ্ত।

হ্যারিয়েট অধিক উগ্রভাব না দেখাইয়া পোষাকওয়ালীকে মিষ্ট মিষ্ট ভৎসনা করিল। মিনতি করিয়া পোষাকওয়ালী তাহাকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

ফ্রেডারিক ও দিকে এক টুক্‌রা কাপড় লইয়া আপন বাহুর কুকুরদংশন-স্থানে পটী বাঁধিতে বসিল।

গোলমালে পাছে বাড়ীর অপরাপর লোকেরা জাগিয়া উঠে, সকলে পাছে সেইখানে আসিয়া জমা হয়, সেই ভয়ে ফ্রেডারিক ড্রে করযোড়ে হ্যারিয়েটের কাছে ক্ষমা চাহিল। আরক্তনেত্র-ভঙ্গী করিয়া হ্যারিয়েট উত্তর দিল, 'যাহাতে সকলে জাগে, সকলে আসিয়া এই কাণ্ড দেখে, তাহাই তাহার ইচ্ছা!' বিবি ব্রেস্ মনে মনে বুঝিয়া লইল, এখন অবধি প্রিয়-সহচরী হ্যারিয়েট তাহার গুপ্তশত্রু!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গরীবের পত্নীর পরিণাম

ক্রমাগত চারিদিন অভাগিনী বিবি মেল্‌মথ রাজধানীর সমস্ত স্থানে তাহার স্বামীর অন্বেষণ করিয়া ফিরিল। শুষ্কবক্ষে রুগ্ন শিশু। আর তিনটি পুত্রকন্যা ক্ষুধাকাতর। পুত্রকন্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। রাস্তার পাথরে তাহাদের পদতল ছিঁড়িয়া গিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে।

সে দুঃখ—সে কষ্ট বর্ণনাতীত। শত শত বৎসরাবধি কতিপয় ধনবান্ ও দুরন্ত লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কোটি কোটি নিরীহ দরিদ্র প্রাণী অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহাদের মুখপানে কেহই চাহিতেছে না, খাটিয়া খাটিয়া তাহারা অস্থিচর্ম্মসার। কর্ম্ম না পাইলে উপবাস ভরসা, এরূপ দরিদ্র লোকের দুর্গতির সীমা নাই।

এ দুঃখের দিন কি অপগত হইবে না? দরিদ্রতার ভীষণ ভীষণ চিত্র কি মানব-নয়নের লক্ষ্যপথ হইতে দূরে যাইবে না?

দরিদ্রতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। বড় বড় নগরের বড় বড় রাজপথে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে, বড় বড় উদ্যানে যে সকল লোক পরিভ্রমণ করে, তাহারা সকলেই দেখিতে পায়, উপবাসী দরিদ্রের সংখ্যা এত অধিক যে গণনা করা যায় না। দরিদ্র লোকের ভাগ্যে কি লেখা আছে, কেহই তাহা অবধারণ করিতে পারে না। গরীবের দুঃখ-দর্শনে ধনবানেরা অন্ধ।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! এ দুর্দ্দশা আর কত কাল থাকিবে? কত কাল আর কোটি কোটি লোক জনকতক বিলাসী লোকের দাসত্ব করিবে? কত কাল আর এই জগতের দুর্ল্লভ উপাদেয় সামগ্রীগুলি জনকতক দুর্দ্দান্ত দস্যু-লোকের উপভোগে আসিবে? হে সৃষ্টিধর! হে সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমার ভীষণ বজ্রগুলি কত কাল আর ঘুমাইয়া থাকিবে? যাহারা প্রচণ্ড প্রতাপের দ্বারা, উৎপীড়ক আইনের দ্বারা, ভীষণ ভীষণ নৃশংসতার দ্বারা এবং পররক্তপাত দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করে, হে জগদীশ! সেই সকল দুরাচার লোকের হস্তেই কি তুমি পৃথিবীর ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছ? তাহাদের ইচ্ছা দ্বারাই কি জগৎসংসার চলিবে?

ক্রমাগত চারি দিন অভাগিনী বিবি মেল্‌মথ নগরের সমস্ত রাজপথ, গলী-

পথ ও বড় বড় দীঘির পথ পর্য্যটন করিয়া স্বামীর অন্বেষণ করিল, বৃথা অন্বেষণ, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাইল না। লাভে হইতে কন্‌ষ্টেবলের হুড়া খাইয়া, বাজে-লোকের ঠাট্টা শুনিয়া, বড়-লোকের অবজ্ঞা দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিল। চারি দিন উপবাস।

বড় বড় সুসজ্জিত শকট গড়গড় শব্দে রাস্তা দিয়া চলিতেছে। পুত্র কন্যা-গুলিকে লইয়া অভাগিনী তাহার নিকটে যাইতেছে, ফুটম্যানেরা গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতেছে; গাড়ীর ভিতর হইতে একটি পেনীও ভূতলে পতিত হইতেছে না। কোন বড় লোকের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে লাল,নীল,পীত বর্ণের উর্দ্দীপরা,সোনা-রূপার গোটার ঝাপ্‌পাধারী দ্বারপালেরা তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছে। যে সকল উদ্যানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশা-ধিকার, সেরূপ কোন উদ্যানে প্রবেশ করিতে যাইলে বেত্রধারী প্রহরীরা কর্কশ-সম্ভাষণে তাড়াইয়া দিতেছে, দুঃখিনীর সন্তানগুলিকে বেত্র-প্রহারে উদ্যত হই-তেছে;—বলিতেছে, 'তোদের সব ছেঁড়া কাপড় পরা, এখানে' যে সকল বড়-লোক পরিভ্রমণ করেন, ছেঁড়া কাপড় দেখিলে তাঁহারা বড়ই বিরক্ত হন।' দুঃখিনী যেখানে যায়, সেইখানেই অপমান। চলিতে না পারিয়া অভাগিনী একটি গীর্জ্জার সোপানে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়াছিল, গীর্জ্জার প্রহরীরা সেখানেও তাহাদিগকে বসিতে দিল না। হায় হায়! জগদীশ্বরের মন্দিরেও দুঃখিনী ভিখারিণী একটু বিশ্রামের স্থান পাইল না। রাজধানী লণ্ডন, সে রাজ-ধানীতে গরীবের বিশ্রামের স্থান নাই! নগরে স্বামীর উদ্দেশ না পাইয়া অভা-গিনী সহরতলীতে প্রবেশ করিল। সহরের ন্যায় সহরতলীরও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি! সারি সারি খানকতক বাড়ী, তাহার একখানা বাড়ীর ফটকে এক-খানা সাইন্‌বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—'ভিখারীরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ফৌজদারীতে অর্পণ করা যাইবে।' কাঁদিতে কাঁদিতে বিবি মেল্‌মথ সে দিক্ হইতে ফিরিল।

পতির অন্বেষণে ভগ্নমনোরথ হইয়া কাঙ্গালিনী আবার সহরে ফিরিয়া আসিল, পূর্ব্বে যে বাসায় থাকিত, যে বাসা হইতে বিতাড়িতা হইয়াছিল, সেই বাসায় তত্ত্ব জানিতে গেল। বাড়ীওয়ালী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার স্বামী বাটী ভাড়া শোধ করিয়া দিতে বলিয়াছে কি না?" সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে বিবি মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামী কি এখানে আসিয়াছিলেন?" বাড়ীওয়ালী উত্তর করিল, "পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিল। যখন শুনিল, তোমরা এ বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ, তখন কেমন এক রকম ভয় পাইয়া, চক্ষু ঢাকিয়া ক্রন্দন করিল।

তাহার পর হতাশে যেন পাগলের মত হইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। কোন কথাই বলিয়া যায় নাই।" যে রাত্রে কদর্য্য বাসাবাড়ীতে গোর খুঁড়িয়া মরা-মানুষ বাহির করিবার গল্প শুনিয়াছিল, এই রাত্রি অবধি অভাগিনী বিবি মেল্‌মথ কতবার কত প্রকার দুর্ভাবনা কল্পনা করিয়াছিল, বাড়ীওয়ালীর কথা শুনিয়া সেই আশঙ্কা তাহার আবার প্রবল হইল।

চারি দিন বৃথা অন্বেষণের পর পঞ্চম দিবসের প্রভাতে দুঃখিনী অকস্মাৎ সঙ্কটপীড়াগ্রস্ত হইয়া এক জন বড়লোকের অট্টালিকার সম্মুখ-দ্বারে শুইয়া পড়িল। প্রাণ যায় যায়, এইরূপ যন্ত্রণা। এই অবস্থায় এক নিদারুণ চিন্তা;—মর্ম্মভেদিনী চিন্তা। অভাগিনী ভাবিল, যদি মরি, এ দুগ্ধপোষ্য শিশুটির কি গতি হইবে? অপর তিনটি পুত্র-কন্যারই বা কি দশা হইবে?

জননীর অন্তরে যখন এইরূপ ভয়ানক চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহার অন্তরাত্মা কিরূপ সাংঘাতিক যাতনা ভোগ করে, তাহা অনুভবশক্তির অগম্য।

দুঃখিনী বিবি মেল্‌মথ সেইরূপ চিন্তায়—সেইরূপ যন্ত্রণায় অবসন্ন-শরীরে ভূপতিতা। তাহার দুটি পুত্র ও কন্যাটি তাহার পায়ের কাছে আসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া মহামূল্য উর্দ্দীপরা এক জন দরোয়ান বাহির হইয়া তাহাদিগকে ধমক দিয়া উঠিয়া যাইতে বলিল। কর্কশ-ভাষায় আরও বলিল, "সহজে যদি না যাস্, ধাক্কা দিয়া তাড়াইব, কন্‌ষ্টেবল ডাকিয়া দিব!"

দরোয়ানের তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জননীর বুকের কাছে হেঁট হইয়া, বুকের উপর হইতে দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া ভগ্নীর ক্রোড়ে দিল; চক্ষের জলে ভাসিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় গদগদস্বরে জননীকে বলিল, "মা! একটিবার বল,—আমাদের মুখপানে চাহিয়া একটিবার বল, তোমার পীড়া বড় শক্ত নয়, অসুখ বেশী নয়, এখনি আরাম হইবে। বল মা! একবার ঐ কথাটি বল!"

কে আর কথা কহিবে! অভাগিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত! আত্মা উভয় জগতের সন্ধিস্থলে দোদুল্যমান। জীবন-বায়ু বহির্গত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই! অতিকষ্টে উত্তান-নয়নে একটিবার শিশুগুলির মুখপানে চাহিয়া মুমূর্ষু জননী ভগ্নমানসে চিন্তা করিল, 'আহা! পিতা-মাতা-হারা হইয়া এই অনাথ শিশুসন্তানগুলি কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? কাহার কাছে এগুলিকে ফেলিয়া যাইব?"

'জন্মের মত চলিলাম!' দুঃখিনীর সেই সময়ের সেই সস্নেহ দৃষ্টিপাত ইহাই বুঝাইয়া দিল! জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বুঝিল, জননীর মৃত্যুকাল উপস্থিত।

ছেলেটির চক্ষেও অবিরল জলধারা। অপর দুটি বালক-বালিকা সে সাংঘাতিক অবস্থা বুঝিল না, মাতার পীড়া হইয়াছে, কেবল ইহাই মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দরোয়ানটা তখনও চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া;—তখনও গর্জ্জন করিয়া হুকুম করিতেছে, দূর হ!—'দূর হ!—রোগের ছল করিয়া মাগীটা পড়িয়া আছে, আমার কাছে চালাকী! ছলে আমি ভুলি না! এখনি কনষ্টেবল ডাকিয়া দিব!'

জনকতক লোক আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। অবস্থা দেখিয়া তাহারা বুঝিল, যথার্থই ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত। মৃত্যু-দর্শনে ঐ দরোয়ান-টার বড় ভয়। লোকেরা পাছে দেহটা বাড়ীর ভিতর লইয়া আইসে, ভিখারিণী মরিবে, সেই ভয়টা আরও বেশী। সে তৎক্ষণাৎ সজোরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চাকরদের ঘরে প্রবেশ করিল, যাহা ঘটিয়াছে, চাকরদের কাছে তাহার গল্প করিতে লাগিল।

হায় হায়! সেই ভাগ্যবন্ত পুরুষের দ্বারদেশে শীতল পাথরের উপর দরিদ্র ইংরাজ শ্রমজীবীর নিরাশ্রয়া ভিখারিণী পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল! গ্রাম্য ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের আদেশে অনাথা বালক-বালিকা-গুলিকে শ্রমনিবাসে প্রেরণ করা হইল। মৃতদেহটি সেই ধর্ম্মশালায় প্রেরিত হইল। গরীবের শব-সিন্দুক-প্রস্তুতকরণোপযোগী কয়েক খণ্ড সরু সরু তক্তা প্রাপ্ত হইলে, ভারপ্রাপ্ত মুদ্দফরাসেরা নির্দ্দিষ্ট গোরস্থানে সেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবে।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজকুমারী এবং তাঁহার নাগর

উইণ্ডসর নগরের সেই নির্জ্জন পল্লীতে সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড যে বাসা লইয়াছেন, সেই বাসার বৈঠকখানায় তিনি উপবিষ্ট সময় সন্ধ্যা, চারিদিকের পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অগ্নি-কটাহে অগ্নি জ্বলিতেছে, টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছে, কুসুম-সৌরভে গৃহ আমোদিত। একটি মাননীয়া মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু-সংবলিত নব নব কুসুম সার রিচার্ডকে উপহার দিয়াছেন, তিনিও সার রিচার্ডের পার্শ্বে উপবিষ্টা। পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবেন, সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডের পার্শ্ববর্ত্তিনী সুন্দরীটি আমাদের রাজকুমারী এমিলিয়া।

এমিলিয়ার তখনকার পরিচ্ছদ-পারিপাট্য দর্শনে তাঁহাকে রাজকন্যা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। সূক্ষ্ম বসনে উন্নত বক্ষের অর্দ্ধাংশ আবৃত, অর্দ্ধাংশ উন্মুক্ত। সুন্দর বদনমণ্ডলে গোলাপী আভা, নয়নে মধুর প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তি। সার ষ্ট্যাম্ফোর্ডের একখানি হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার মুখপানে তিনি চাহিয়া আছেন। প্রেমপুলকে সার রিচার্ডও রাজকন্যার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন।

রূপ দেখিয়া দেখিয়া সার রিচার্ড ভাবিতেছেন, এই স্বর্গসুন্দরী কুমারী, এই মহাগৌরবিণী কুমারী, এই অত্যুজ্জ্বলা নবযুবতী তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে প্রেম দান করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁহাকে ভিন্ন এই সুন্দরী আর কাহাকেও বরণ করিতে চাহেন না, ইহাও কি সম্ভব?

সার রিচার্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডের আনন্দসাগর উথলিল। সস্নেহ-নয়নে রাজকন্যার মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "প্রিয়তমা এমিলিয়া! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, অচিরে আমি সুখী হইব। হাঁ, সেই সুখের দিন এখন সমাগত। দশ দিন পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে, আমাকে তুমি ভালবাস। অহো! আমি কি ভাগ্যবান্! এই দশ দিনের মধ্যে একটি দিনও আমি তোমার রূপমাধুরী ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করি নাই। ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি, সে সকল অতীত কষ্ট বিস্মৃত হওয়া কি আমার উচিত নয়? এখন কেবল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা করা কি আমার উচিত নয়?"

নাগরের বক্ষঃস্থলে সলজ্জ বদন স্থাপন করিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "হাঁ, দশ দিন পূর্ব্বে তোমার প্রেমালিঙ্গনে বশীভূত হইয়া আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। রিচার্ড! আমি তোমার স্ত্রী, বিবেচনা কর, তুমি আমার স্বামী, জগতের মধ্যে কেবল তুমিই আমার প্রিয়, পিতা-মাতা অপেক্ষা প্রিয়, সহোদর অপেক্ষা প্রিয়, ভগ্নী অপেক্ষা প্রিয়, ধনসম্পদ্ ও পদমর্য্যাদা যাহা কিছু প্রিয় বস্তু প্রদান করিতে পারে তৎসর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়।"

সুন্দরীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, "এমিলিয়া! সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া শেষে তুমি অনুতাপ কর নাই?"

আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "না, না, কথনই আমি অনুতাপ করিব না।"

কথা বলিতে বলিতে সোফার পশ্চাদ্দিকে মস্তক রাখিয়া রাজকুমারী অর্দ্ধশায়িনী হইলেন। রূপ যেন কতই ফুটিল, সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক শোভা ধারণ করিল, সুন্দর মুখপানে চাহিয়া সার রিচার্ড মনে করিলেন, যাহার এমন গুণ, তাহার উপকারের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও ইচ্ছা হয়।

অর্দ্ধমুদিত-নয়নে মৃদু মৃদু ভাষে রাজকুমারী বলিলেন, "হাঁ, রিচার্ড! আমি তোমারই। বংশমর্য্যাদা, সামাজিক রীতি ও আভিজাত্যের অভিমান বৃথা! তুমি হয় ত ভাবিতেছ, আমি রাজার কন্যা, রাজবংশে তোমার জন্ম নয়, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে পার না; কিন্তু রিচার্ড! আমি রাজকন্যা, এটা তুমি ভুলিয়া যাও, আমি তোমার স্ত্রী, ইহাই কেবল মনে রাখো। আমি তোমাকে প্রেমদান করিয়াছি, মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার স্বামী।"

রাজকুমারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বামহস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক সার রিচার্ড বলিলেন, "প্রিয়তমে!—প্রিয়তমা এমিলিয়া! কি অপূর্ব্ব আনন্দ আমি অনুভব করিতেছি! তোমার বক্ষঃস্থল আমার বক্ষোলগ্ন হইয়া কম্পিত হইতেছে; কিন্তু যে সকল কথা তুমি বলিলে, তাহাতে আমি কি বুঝিব?"

নাগরের বক্ষের উপর অঙ্গস্থাপন করিয়া গদগদস্বরে রাজকুমারী বলিলেন, "কি বুঝিবে?—এই বুঝিবে যে, তোমার জন্য আমার প্রাণ যায়। তুমি আমাকে বিবাহ কর। পাদ্রী সাহেবেরা আমাকে বিবাহের অনুমোদন করিবেন না, আশীর্ব্বাদ করিবেন না, ইহা ঠিক। আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া পরম পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইব। ধর্ম্মমন্দিরের শত শত মন্ত্রপাঠ অপেক্ষা এরূপ বিবাহের মহিমা অধিক।"

সাদরে চুম্বন করিয়া সার রিচার্ড মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তমে

এমিলিয়া ! এরূপ বিবাহের যে কিরূপ ফল হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া তোমার কি হৃদয় কম্পিত হইতেছে না ?"

সানুরাগে রাজকুমারী বলিলেন, "প্রেমে যাহারা উন্মাদিনী, মধুর প্রেমে যাহারা ব্রতী, তাহারা ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা করে না। দেখ রিচার্ড, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তোমার প্রেমে পাগলিনী হইয়াছি, তোমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। অতীত বিষয় আমি ভুলিয়া গিয়াছি, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না, কেবল বর্ত্তমানের আনন্দ—বর্ত্তমানের সুখ আমার চিন্তনীয়—বাঞ্ছনীয়।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে মুখখানি একটু উঁচু করিয়া প্রেমোন্মাদিনী রাজকুমারী এমিলিয়া প্রেমপূর্ণ-নয়নে প্রিয়তমের সলজ্জ বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সার রিচার্ড বলিলেন, "প্রিয়তমে ! প্রিয়তমে ! জগদীশ্বরের অসীম কৃপা। আমার প্রতি তোমার প্রেমানুরাগ, এখন আমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলাম।"

গাঢ় অনুরাগে উভয়ে অনেকক্ষণ উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ে প্রেম, রসনায় বাক্য নাই ; যে সময় নয়নেই সহস্র সহস্র প্রেমপূর্ণ বাক্য-বিনিময় হইয়া যায়, সে যে কি আনন্দ, চক্ষু কথা কহে, ইহা যে কি চমৎকার, প্রেমিক-প্রেমিকারাই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ। প্রেমিকের চক্ষু যাহা বলে, প্রেমিকার চক্ষু যাহা বুঝায়, জগতের কোন ভাষার বাক্যাবলী তাহা বলিতে অথবা বুঝাইতে পারে না।

হাঁ, প্রেমের নেশা আছে। প্রেমে লোক মাতোয়ারা হয় ; প্রেমের প্রলাপ আছে, প্রেমের চক্ষু নানাপ্রকার প্রলাপ বর্ষণ করে। রাজকুমারী এমিলিয়া আত্মানন্দে বিহ্বলা, প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। প্রেমিকের অধর চুম্বন করিয়া তিনি তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে—কুমারীধর্ম্ম সমর্পণ করিতে আগ্রহবতী। ইত্যগ্রে মন অর্পণ করিয়াছিলেন, এখন ধর্ম্ম অর্পণে অনুরাগিণী। এ প্রেমানন্দের নাম স্বর্গীয় আনন্দ। রাজকুমারী যথার্থই অতীত বিস্মৃত হইয়া, ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল বর্ত্তমানের আনন্দেই আনন্দময়ী।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

লর্ড ফ্লোরিমেল এবং তাঁহার ছোকরা চাকর

কুমারী পলিন্ ও তাহার ভগিনী এজোয়ার রোডে তাহাদের সাবেক বাসায় স্থানান্তরিত হইবার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে। পলিন্ ইত্যগ্রে লর্ড ফ্লোরিমেলকে যে পত্র লিখিয়াছিল, লর্ড বাহাদুর সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাত্রিকাল। লর্ড ফ্লোরিমেল পিকাডিলির নিজ নিকেতনের একটি বৈঠকখানায় বসিয়া আন্তরিক বিষাদে—গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কুমারী পলিনের প্রেমানুরাগের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন, ইহার হেতু কি, তাহা তিনি কিছুই অনুমান করিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। থিয়েটারের নাট্যরঙ্গে লর্ড মণ্টগোমারী কি খেলা খেলিয়াছেন, ফ্লোরিমেল তাহার কিছুই জানেন না; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ তাঁহার মনে আসিতেছে না। পলিনের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতেছেন।

শতবার পলিনের সেই চিঠিখানি তিনি পড়িয়াছেন, এই সময় পকেট-বহি হইতে আবার সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন। চিঠিতে লেখা আছে:—

"আপনার সঙ্গে যে সম্বন্ধ হইতেছিল, তাহা ফুরাইল। কেন আমি এমন কথা লিখিতেছি, সজ্ঞানে আপনি নিজেই তাহা বুঝিয়া লইবেন। সংসারের সঙ্গে আমি আর কোন সংস্রব রাখিব না; এখন অবধি কেবল আমার দুঃখিনী ভগিনীর সেবা-শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্ত থাকিব। কোন্ বাড়ীতে আমি আছি, আপনি তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন না। যদি দৈবাৎ কোন সূত্রে আমার ঠিকানা জানিতে পারেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কিংবা কথা কহিবার প্রয়াস পাইবেন না; ইহা আমার মিনতি, ইহা আমার প্রার্থনা জানুন। আমি মরিয়াছি, জগতের চক্ষে আমি মরা, আপনার অন্তরেও আমি মরা, হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগের কাছেও আমি মরা, কেবল আমার ভগিনীর সেবার নিমিত্ত আমি জীবিতা। বিদায়!—জন্মশোধ বিদায়।

পলিন্"

কেন এমন হইল? এ প্রকার চিঠির মূল-কারণ কি, লর্ড ফ্লোরিমেল

বহু চিন্তা করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।' যতই চিন্তা করেন, ততই অন্ধকার বোধ হয়। একবার তিনি ভাবিলেন, ইতিপূর্ব্বে রোজ ফষ্টারের হস্ত দিয়া বিবি ব্রেস্ যে একখানা পত্রিকা পাঠাইয়াছিল, সেইরূপ অপর কোন ভ্রম ঘটিয়া থাকিবে, তাহাতেই পলিনের মনে হয় ত হিংসার উদয় হইয়াছে। আবার ভাবিলেন, যে অজ্ঞাত স্ত্রীলোক থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিল, সেই হয় ত এইরূপ গোলমাল বাধাইয়াছে, বাস্তবিক কিছুই স্থির হইল না, অস্থিরচিত্তে ক্রমশই বিষাদ বাড়িল।

অনেকক্ষণ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল অবশেষে একটা মতলব স্থির করিলেন; আলিস্‌বরির নিকটস্থ ডেভন্‌সার (ভিলা) উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া গেলেন; সেখানকার ভৃত্যবর্গকে পলিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কেহই সন্তোষকর উত্তর দিতে পারিল না, পলিন্ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহাও কেহ বলিল না। অন্তরে হতাশ হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন, কালবিলম্ব না করিয়া ডেভন্‌সার-প্রাসাদে গমন করিলেন, ডচেসের সহিত সাক্ষাৎ হইল, পলিন্ কোথায় গিয়াছে, সাগ্রহে ডচেস্‌কে তিনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জানিয়াও ছল করিয়া ডিউক-পত্নী মিথ্যাকথা বলিলেন। পলিনের সংবাদ তিনি জানেন না, এইরূপ উত্তর দিয়া ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, নাট্যরঙ্গের ছন্দাংশও প্রকাশ করিলেন না। পলিন্ পবিত্রা, পলিনের চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে নাই, লর্ড ফ্লোরিমেল অবশ্যই সেই সরলা কুমারীর প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা। যে কার্য্যের যে ফল, ফ্লোরিমেল তাহা ভোগ করুন, তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হউক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অন্তরে অন্তরে একটু কাতরা হইয়াও ডিউক্-মহিলা সত্যকথা গোপন রাখিলেন।

বিফলমনোরথ হইয়া বিষাদিত যুবা লর্ড ডেভন্‌সার-প্রাসাদ হইতে ফিরিলেন, কোন তত্ত্বই জানিতে পারিলেন না; পলিনের নূতন ঠিকানা কোথায়, তাহারও সন্ধান পাইলেন না, পলিনের বিরূপ হইবার কি কারণ, তাহাও জানিতে পারিলেন না, সমস্তই অজ্ঞাত।

তিন দিন হইল, পলিনের চিঠিখানি তাঁহার হস্তগত রহিয়াছে, এই তিন দিন তিনি অশ্বারোহণে রাজধানীর পথে পথে ও নগরের বাহিরে প্রত্যেক ভাল ভাল বাড়ীর নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে প্রত্যেক গবাক্ষে গবাক্ষে চাহিয়া দেখিয়াছেন, কোন্ বাড়ীতে পলিনের নূতন নিবাস, কোন লক্ষণে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না, বিফল অন্বেষণ। সর্ব্বপ্রথমে যে উদ্যান-বাটিকায় পলিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ,

পলিন্ আবার সেই বাটীতে চলিয়া গিয়াছে, সে ভাবটা তাঁহার মনেই আসিল না। অন্বেষণে বিফলপ্রযত্ন হইয়া তিনি আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন. একাকী একটি নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া মনের দুঃখে বিষন্ন-বদনে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তাঁহার ছোকরা চাকর রাও চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান। নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ বালক আপন প্রভুর আসনের কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ব্যগ্র-দৃষ্টিতে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালক আসিয়াছে, চিন্তামগ্ন লর্ড ফ্লোরিমেল তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হইয়াছিল, উদাস-নয়নে লর্ড ফ্লোরিমেল অগ্নিকটাহের দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই অগ্নিশিখা আর ভিত্তিগাত্রস্থ দেয়ালগিরীর বাতীর আলোতে তাঁহার বদনের অর্দ্ধাংশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, ভাবদর্শনে বালকের মনে এককালে ঈর্ষা, আনন্দ, বিজয় ও বিদ্বেষের আবির্ভাব।

চুপি চুপি দাঁড়াইয়া ঐ রকমে মনিবের বদন নিরীক্ষণ করিতেছে, মনিব পাছে তাহা জানিতে পারেন, সেই ভয়ে বালক ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল।

তাদৃশী গাঢ়-চিন্তার অবসরে বাধা পড়িল, ইহাতে বিরক্ত হইয়া একটু তীব্র-স্বরে লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাও! এ সময় তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

অভ্যাসমত আধ আধ মৃদুবচনে বালক উত্তর করিল, "মি লর্ড! আপনি কখন্ আহার করিবেন, হুকুম দেন নাই, এখন ছটা বাজিয়াছে, এখনই কি খানা আনয়ন করা হইবে?"

সদয়ভাবে কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে লর্ড বলিলেন, "না,—এখন নয়; আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই; যখন আবশ্যক হইবে, আমি ঘণ্টা বাজাইব।"

বালকের চক্ষে কেমন এক রকম হিংসানল জ্বলিল, সসম্ভ্রমে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোনরূপ অসুখ হইয়াছে?"

লর্ড ফ্লোরিমেল এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া কথা কহিতেছিলেন, এই সময় মাথা তুলিয়া বালকের মুখপানে চাহিয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "না,—হাঁ,—একটু একটু অসুখ বটে। আচ্ছা, রাও! ও কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিলে?"

মনের ভাব গোপন রাখিয়া বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আমি আপনার নিমক খাই, আপনি পীড়িত অথবা অসুখী হইলে আমি অসুখী হইয়া থাকি"।

"অসুখী?"—তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "অসুখী?—কিসে তুমি অনুমান করিলে, আমি অসুখী?"

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া সসম্ভ্রমে বালক বলিল, "হঠাৎ আমার মুখ হইতে ঐ কথাটা বাহির হওয়াতে বোধ হয়, আপনি আমার উপর কুপিত হইয়াছেন।"

সান্ত্বনা-দানের জন্য যে কোন স্থান হইতেই সহানুভূতি আসুক, তাহা গ্রহণ করা কাহারও কাহারও খেয়াল থাকে, লর্ড ফ্লোরিমেলও সেই ধরণের খেয়াল-মেজাজী লোক। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না না, ক্রোধ করি নাই, ব হইয়াছি। আমার অধীনস্থ লোকেরা সহানুভূতি প্রকাশ করে, সর্ব্বক্ষণ সেই সহানুভূতি রাখে, ইহাই আমার বাসনা; কিন্তু, রাও! বল দেখি, কি জন্য তুমি অনুমান করিলে, আমি অসুখী?"

বিমর্ষভাব দেখাইয়া রাও উত্তর করিল, "আপনার মুখের ভাব ও চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান আসিয়াছে। বিশেষতঃ আমি অনেক অসুখী লোক দেখিয়াছি; যাহাদের মনে অসুখ থাকে, তাহাদের চেহারাও মলিন হইয়া যায়।"

বালক ভৃত্যের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া, ক্ষণেকের জন্য নিজের দুঃখ ভুলিয়া, লর্ড ফ্লোরিমেল চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহো! এত অল্পবয়সে তুমি পরের দুঃখ বুঝিতে পার?"

বালক বলিল, "হাঁ মি লর্ড! পরের দুঃখ আমি বুঝিতে পারি। একটি স্ত্রী-লোককে আপন ভাবিয়া আমি অতি প্রিয়জ্ঞান করি, তাহার কষ্ট দেখিয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি; যদিও আমি নিজে সেরূপ কষ্টে পতিত হই নাই, কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়াছি, একান্ত মর্ম্মাহত।"

উচ্চকণ্ঠে ফ্লোরিমেল বলিলেন, "অহো! তবে তুমি সেই স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসিয়াছিলে? ওঃ! এই ক্ষুদ্র বালক তুমি—"

মৃদুগম্ভীরে রাও বলিল, "সেটি আমার ভগ্নী।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল পুনরুক্তি করিলেন, "ভগ্নী? তোমার সেই ভগ্নী এখনও বাঁচিয়া আছে? আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার কেহ নাই। কেন না, যখন আমি তোমাকে নিযুক্ত করি, তখন তুমি বলিয়াছিলে, সংসারে তোমার আপনার লোক অথবা বন্ধুবান্ধব কেহই নাই।"

অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিয়া বালক বলিল, "হাঁ মি লর্ড, আমি বলিয়াছিলাম, আমার মাতা-পিতা নাই, আমি নির্ব্বান্ধব! হাঁ,—আমি পিতৃ-মাতৃহীনা, আপনি যদবধি আমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ না করিয়াছিলেন তদবধি আমি নির্ব্বান্ধব ছিলাম।"

লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সে ভগ্নী এখন কোথায়?"

রাও উত্তর করিল, "বহুদূরে মি লর্ড, যেখানে আমাদের জন্মস্থান, সেই দেশে।"

কাতর হইয়া সদয়-ভাবে ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার ভরণ-পোষণের সুবন্দোবস্ত আছে তো? তাহার তো অর্থের অভাব নাই?"

রাও উত্তর করিল, "না মি লর্ড, অর্থের অভাব নাই, তবে কি না, তাহার অন্তরে দারুণ বেদনা।"

লর্ড বাহাদুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার মনোবেদনা কিসের জন্য?"

বালক উত্তর করিল, "প্রতিশোধ লইবার জন্য।"

ফ্লোরিমেলের কৌতূহল বাড়িল। তিনি বলিলেন, "ওঃ! তবে তাহার প্রতি বিষম দৌরাত্ম্য হইয়াছে?"

বালক বলিল, "যাহার পর নাই দৌরাত্ম্য। সরলা কুমারীর প্রতি নির্দ্দয় পুরুষ যতদূর পৈশাচিক ব্যবহার করিতে পারে, তাহার প্রতি সেইরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছে। আমার ভগ্নী একজন পুরুষকে ভালবাসিয়াছিল, সেই পুরুষ প্রতারণা পূর্ব্বক আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল, 'সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রতিবন্ধক থাকিলেও আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব।' সরলা বালিকা সেই প্রতারক লম্পটের ঐ কথায় ভুলিয়াছিল, কুমারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল, শেষকালে সেই লম্পট তাহার প্রাণে আঘাত করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।—ভয়ানক প্রতারণা! ভয়ানক প্রলোভন!"

নিজের ব্যবহারে ঐরূপ নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা স্মরণ করিয়া, অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ,—এখন আমি তোমার কথা বুঝিলাম। আচ্ছা, কে তোমার ভগ্নীকে প্রলোভন দেখাইয়া নষ্ট করিয়াছিল?"

বালক উত্তর করিল, "সে একজন ইংরাজ, আপনাদের দেশেই তাহার নিবাস। সেই ব্যক্তি পরম রূপবান্, আমার ভগ্নীটিও পরমা সুন্দরী, কিন্তু আমার ভগ্নীর হৃদয় পবিত্র, অন্তর সরল, সেই পুরুষের হৃদয় প্রতারণাপূর্ণ। আমার ভগ্নী যখন তাহার ঔরসে গর্ভবতী হইল, সেই নরাধম সেই সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।"

লর্ড ফ্লোরিমেলের অন্তরাত্মা কাঁপিল, কম্পিতকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্তান হইয়াছে? সেই সন্তান কি বাঁচিয়া আছে?"

রাও উত্তর করিল, "না মি লর্ড! বাঁচিয়া নাই, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মরিয়া গিয়াছে। আমার ভগ্নীর মানসিক যন্ত্রণা ও দুঃসহ অপমান বিলুপ্ত হয় নাই, যত দিন সে বাঁচিবে, তত দিন ভুলিবে না, তত দিন সে যন্ত্রণা দূর হইবে না।

প্রতিশোধের বাসনা। আমিও সেই পাপিষ্ঠের সমুচিত প্রতিফল দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; সেই সঙ্কল্পে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছি। সঙ্কল্প যদি সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে আর এ জন্মে দেশে ফিরিব না।"

লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগ্নীর ধর্ম্ম-নষ্টকারী প্রতারক ইংলণ্ডে আছে, ইহা কি তুমি ঠিক জানিতে পারিয়াছ?"

বালক উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড! ইংলণ্ডে আছে। লণ্ডনেই আছে, আমি তাহাকে দেখিয়াছি।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সাবধান, খুব সাবধান হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিও। এ দেশে আইন আছে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে আইনানুসারে দণ্ড হয়। তোমার ভগ্নীর ধর্ম্ম-নষ্টকারী যে কেহ হউক না, তুমি যদি হঠাৎ ক্রোধ বশে তাহাকে আক্রমণ কর, আইন তোমাকে ক্ষমা করিবে না, তোমার ভগ্নীর মনস্তাপটা সে ক্ষেত্রে লঘু হইবে, তোমার পাপটাই বড় হইবে। সাবধান!"

বিনম্র-স্বরে অথচ দৃঢ়সঙ্কল্পে বালক বলিল, "হাঁ মি লর্ড! সে বিষয় আমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়াছি।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "বোধ হয়, তবে তুমি সুবিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবে স্থির করিয়াছ। আমি তোমার ভাল চাই, তোমার প্রতি আইনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, যদি তুমি দণ্ড পাও, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। বোধ করি, তোমার ভগ্নীর প্রলোভনদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতে আমি ইচ্ছা করি, ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ?"

ফুসম্ভ্রমে বালক উত্তর করিল, "সেটি আমার গুহ্যকথা, সে নাম প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় না।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "না, তোমার গুহ্যকথা আমি জানিতে চাহি না। তুমি ইচ্ছা করিয়া যাহা কিছু বলিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব না। তবে কি জানো, তুমি এ রাজ্যে বিদেশী, ইংরাজের রীতি-নীতি কিছুই তুমি জানো না, বিপদে পড়িয়া দুঃখের দশায় তুমি আমার কাছে আসিয়াছিলে, কোন সুপারিস অথবা সার্টিফিকেট আমি চাহি নাই, তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইয়াছিল, আমি তোমাকে চাকরী দিয়াছি। তুমি যদি হাজার হাজার লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া দয়া ভিক্ষা করিতে, কেহই তোমাকে আশ্রয় দিত না, কেহই তোমার কথা শুনিত না। আমি তোমার প্রতিপালনের ভার লইয়াছি। আত্মগৌরবের নিমিত্ত এমন কথা বলিতেছি না, বুদ্ধিমানের মত বিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি

তোমার মনিব, আমি তোমার হিতৈষী, যাহা আমি বলি, মন দিয়া শোনো। তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই আমি সৎপরামর্শ দিতেছি, আমার পরামর্শমত কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য। একজন লোক তোমার ভগ্নীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে, প্রতিফল দিবার নিমিত্ত রোষান্ধ হইয়া তাহার উপর বলপ্রকাশ করিতে যাইও না। যাহাতে তুমি বিপদে না পড়, তাহাই আমার ইচ্ছা, তাহাই আমার পরামর্শ।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কম্পিতকণ্ঠে রাও বলিল, "এই সৎপরামর্শের নিমিত্ত আপনাকে বহু ধন্যবাদ।"

ফ্লোরিমেল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার ভগ্নীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে, সে যদি কিছু টাকা দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়, তোমার ভগ্নী চিরজীবন স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা যদি করিয়া দেয়, তাহাতে তুমি সম্মত হইতে পার কি না?"

ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বালক ভৃত্য বলিল, "আপনি টাকার কথা বলিতেছেন, আপনার দেশে কাঞ্চন-মুদ্রায় সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা আমি জানি। আমাদের দেশে তাহা হয় না। আমার ভগ্নীর মন এত ক্ষুদ্র নহে যে, ধর্ম্মের বিনিময়ে ঘুস খাইয়া চুপ করিয়া থাকিবে। অনন্ত দুরবস্থায় অনাহারে মরিবে, তাহাও বরং ভাল, তথাপি ধর্ম্মঘাতকের নিকটে ঘুস লইয়া সুখী হইবার আশা করিবে না। আমি চাকর, আপনি মনিব, আপনার সম্মুখে এত বড় কথা আমি বলিলাম, এ অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন।"

ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগ্নী কি সুন্দরী, সে কি তোমার মতন? আমাদের দেশে সকলেই শ্বেতবর্ণ;—শ্বেতবর্ণের পুরুষ কৃষ্ণবর্ণা নারীকে বিবাহ করে না, শ্বেতবর্ণা রমণী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে বিবাহ করে না, সেরূপ রীতি নাই!"

রাও বলিল, "আপনাদের ইংরাজী সভ্যতার কি প্রথা, আমি অবগত আছি, সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বর-কন্যা না হইলে বিবাহ হয় না, তাহাও আমি জানি। কিন্তু সেই ধর্ম্মঘাতক প্রতারক ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবার অগ্রে কি জন্য এ সকল কথা বিবেচনা করে নাই? কি জন্য সরলা-কুমারীকে ছলে-কলে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে? কি জন্য নিষ্ঠুর ব্যাধের ন্যায় নিরীহ কপোতীটিকে তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করিয়াছে? ভাবুন মি লর্ড! আপনার ভগ্নীর প্রতি যদি কোন দুরাত্মা ঐরূপ নৃশংস ব্যবহার করিত, তাহা হইলে আপনি কি করিতেন?"—এই সকল কথা বলিতে বলিতে বালক সতেজ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ফ্লোরিমেলের মুখের দিকে চাহিল; সেই দৃষ্টিপাতে লর্ড ফ্লোরিমেল অন্তরে ব্যথা পাইয়া অতিশয় চঞ্চল হইলেন।

তিনি নিজে ঐরূপ অপরাধে অপরাধী,সেই সকল কথা স্মরণ হইল, স্মৃতি তাঁহাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাঁহার নিজের ভগ্নী যদি কোন বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা ঐরূপে প্রতারিতা হইত, তাহা হইলে তিনি কি করিতেন, বালকের মুখে ঐ ভৎর্সনা বাক্য-শ্রবণ করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলেন; মস্তক অবনত করিলেন; মনে মনে লজ্জা আসিল। তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া বালকের ওষ্ঠপ্রান্তে ভয়ানক ঘৃণা ও বিজয়ানন্দের মৃদু হাস্য-রেখা দেখা দিল।"

এক মিনিট কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন মি লর্ড! যে কথা আমি বলিলাম, আপনার নিজের ভগ্নীর সম্বন্ধে যদি সেইরূপ ঘটনা হইত, তাহা হইলে আপনি কি করিতেন?"

মস্তক উত্তোলন করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি অত জোরে জোরে বার বার ঐ প্রশ্ন কেন করিতেছ?"

বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ দিয়াছেন, সেই জন্য। আপনার আশা অতি উচ্চ, আপনার বিবেকশক্তি আপনার সম্ভ্রম নিষ্কলঙ্ক। সেই ধূর্ত্ত প্রতারক ইংরাজ যে কার্য্য করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনি অক্ষম; আমাদের দুঃখে—আমাদের কলঙ্কে আপনি কাতর হইবেন, সেই জন্য—সেই জন্যই উপযুক্ত উত্তর-প্রতীক্ষায় আমি পুনঃ পুনঃ ঐ প্রশ্ন করিতেছি।"

ফ্লোরিমেলের হৃদয় যেন শাঁখের করাতে ছিন্ন হইতে লাগিল। তিনি যেন ঠিক বুঝিলেন, বালক তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ ভৎর্সনা করিতেছে। কেন না, তিনি নিজেই ঐ প্রকারের দুষ্কার্য্যে সংলিপ্ত, ইহা বুঝিলেন; কিন্তু আবার ভাবিলেন, বালক কিরূপে তাহা জানিতে পারিল? জানিবার তো কোন সম্ভাবনা নাই। তবে—হাঁ, সময়ে সময়ে এমন ঘটনা হয়, এক জনের মনে যাহা আইসে, এক জনের মুখে যাহা বাহির হয়, অপরের মনে ও বাক্যে ঠিক তাহারই মিলন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে বোধ হয় তাহাই সম্ভব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন,"দেখ রাও! এ দেশে ওরূপ ঘটনা অনেক হয়। রূপ দেখাইয়া কুমারীগণকে ব্যভিচারে আনয়ন করা এ দেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।"

সক্রোধে বালক বলিল, "আপনি বলেন কি? নির্ম্মলা সতী কুমারীর সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করা, তাহার জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট করা, জগতীতলে তাহাকে কলঙ্কিনী করা অপরাধ বলিয়া গণ্য নয়? এ দেশের ধনবান্, লম্পট, বিবেক-শূন্য, দুর্ব্বৃত্ত পুরুষগণের পক্ষে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে; কিন্তু

যাহাদের জ্ঞান আছে, বিবেচনাশক্তি আছে, ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাঁহারা এই দুষ্কার্য্যকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করেন।"

লর্ড ক্লোরিমেলের রসনা কম্পিত হইল, ওষ্ঠপুট কম্পিত হইল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঐরূপ অনেক দোষে তিনি দোষী। প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কিছু তিনি বলিবেন বলিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় সদরদরজায় ঘন ঘন করাঘাতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

মনিবের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় সহসা বাধা পড়িয়া গেল; ইহাতে বিরক্ত হইয়া বালক ভৃত্য দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিল; কি করে, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দুই মিনিট পরে মিষ্টার ব্রেস্‌-ওয়েল সে উপস্থিত। তিনি লর্ড ক্লোরিমেলের উকীল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধা

আরল মণ্টগোমারীর উকীল রিগ্‌ডেনের সহিত লর্ড ফ্লোরিমেলের উকীল ব্রেস্‌-ওয়েলের প্রকৃতির বিশেষ বৈলক্ষণ্য। রিগ্‌ডেন সাহেব সকল কথা খুলিয়া বলেন না, সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন না, সকল বিষয়েই প্রায় চাপা চাপা ভাব; মিষ্টার ব্রেস্‌-ওয়েল সরলস্বভাব, সুবুদ্ধি, আইনজ্ঞ এবং সাধু। নিজের মক্কেল এবং অপর পক্ষের লোকের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন; যে বিষয়ে যেটি দরকার, নিরপেক্ষভাবে সেই বিষয়ে সেই-রূপ পরামর্শ দেন। মিঃ ব্রেস্‌-ওয়েল খর্ব্বাকৃতি, কিছু কাহিল, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, মুখে তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কথাবার্ত্তায় সরলতা প্রকাশ পায়, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বাক্যালাপ করা তাঁহার অভ্যাস।

দস্তুরমত অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর লর্ড বাহাদুরের অনুমতি-ক্রমে উকীল সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন; কি কারণে তিনি আসিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলেন;—বলিলেন, "আপনাকে অশুভ সংবাদ প্রদান করা আমার পক্ষে যথার্থই কষ্টকর; কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে না জানা-ইয়া থাকিতে পারিলাম না, যাহা ঘটিয়াছে, অশুভ হইলেও আপনাকে তাহা অবগত করা আমার কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমি শীঘ্র শীঘ্র আসিয়াছি।"

সবিস্ময়ে উকীলের মুখপানে চাহিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "আমার বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কি প্রকার অপ্রিয় ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব, তাহা আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না। বলুন, আপনার বক্তব্য কি?"

উকীল বলিলেন, "রিগ্‌ডেন নামক এক জন উকীলের নিকট হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি। আমি আপনার পক্ষের উকীল, ইহা তিনি জানেন। তিনি লিখিয়াছেন, আপনার বিরুদ্ধে শীঘ্র একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে। সেই মোকদ্দমার প্রারম্ভে আদালত হইতে যে সকল পরোয়াণা বাহির হইবে, আপনি তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না?"

লর্ড।—(সবিস্ময়ে) আমার নামে মোকদ্দমা?—কি জন্য? কি দাবী?

উকীল।—আপনি যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন এবং আপনার সম্ভ্রমের উপাধি আছে, তাহার এক জন দাবীদার বাহির হইয়াছে।

লর্ড।—বড় হাস্যকর কথা! দাবীদারটা কে? সে বলে কি?

উকীল।—দাবীদারের নাম উড্‌ফল—জর্জ্জ উড্‌ফল।

লর্ড।—ওঃ! আমার স্মরণ হইতেছে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এক জন উড্‌ফল আমার পিতামহের নামে আমাদের বংশের লর্ড উপাধি ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার আশায় নালিশ করিয়াছিল। সে মোকদ্দমায় হাউস অব্ লর্ডের বিচারে সে ব্যক্তি হারিয়া গিয়াছিল। আমার বোধ হইতেছে, যে উড্‌ফলের নাম আমি করিলাম, এই বর্ত্তমান জর্জ্জ উড্‌ফল সেই বংশের কোন উত্তরাধিকারী।

উকীল।—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমার হেতুবাদ কি, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই। মিষ্টার রিগ্‌ডেন কেবল শাদাসিধা কথা লিখিয়া ঐ বিষয় আমায় জানাইয়াছেন মাত্র।

লর্ড।—হাঁ, আমার অনুকূলে পরোয়ানা গ্রহণ করিবার ভার আপনি তবে গ্রহণ করিয়াছেন?

উকীল।—হাঁ মি লর্ড! আমি তৎক্ষণাৎ ঐ মর্ম্মে মিষ্টার রিগ্‌ডেনের পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছি।

লর্ড।—ফাঁকা মোকদ্দমা! যে সকল দলীল আমার অধিকারে আছে, তাহা দাখিল করিলেই মোকদ্দমা উড়িয়া যাইবে। ব্যাপার এই যে, আমার প্রপিতামহ বৃদ্ধবয়সে এমা উড্‌ফল নাম্নী এক যুবতীর প্রেমে অনুরাগী হন। এমা উড্‌ফল সুন্দরী ছিল বটে, কিন্তু সামান্যকুলোদ্ভবা। আমার প্রপিতামহ অপুত্রক ছিলেন, যে সময়ের কথা, সে সময়ে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল, এমা উড্‌ফল সেই সময়ে তাঁহার উপপত্নী হয়, তাহার পর বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহের পূর্ব্বে তাহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে, বিবাহের পর আর একটি পুত্রের জন্ম হয়; সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র জারজ; আইন অনুসারে সে পুত্র আমার পূর্ব্বপুরুষের লর্ড উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না; সেই পুত্রের বংশে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহাদেরও কোন স্বত্ব নাই; উইল থাকিলেও বিধিসিদ্ধ হইত না; উইল ছিল না; থাকুক কিংবা না থাকুক, পূর্ব্বমোকদ্দমার সময় কোন উইল দাখিল হয় নাই। মোকদ্দমা চ্যান্‌সারী কোর্টে যায়, সেই সময় এই সর্ত্তে রফা হয় যে, জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধরেরা কিছু টাকা পাইবে মাত্র, উপাধি অথবা সম্পত্তির উপর তাহাদের কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না। এই মর্ম্মে রীতিমত দলীল লেখাপড়া হইয়াছিল, সেই দলীল আমার কাছে আছে। এমা উড্‌ফলের গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের বংশে আমার জন্ম, সেই দ্বিতীয় পুত্রই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, অতএব আমি এখন

একাই সেই সমস্ত সম্পত্তির ও লর্ড উপাধির অখণ্ড অধিকারী। আপনি এখন এ মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত হইলেন, এইরূপ মর্ম্মেই জবাব দিয়া মোকদ্দমা চালাইবেন।

উকীল।—বুঝিলাম মি লর্ড! যে সকল দলীল আপনার হস্তে আছে, তাহা দেখাইলেই আপনার জয়লাভ হইবে। (একটু থামিয়া) যে লোকটি এখন দাবীদার হইতেছে, সেই জর্জ্জ উড্‌ফল্ করে কি? তাহার কার্য্য কি?

লর্ড।—সে এক জন সামান্য চিত্রকর মাত্র। তাহার পিতার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু ক্রমাগত বাজে খরচে দেউলিয়া হইয়া পড়ে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় আমার প্রপিতামহের বংশে পরিবারেরা পৃথক্ হইয়া পড়েন। সেটাও অনেক দিনের কথা—আমার তখন জন্ম হয় নাই। আমি এখন সমস্ত সম্পদের নির্ব্বিরোধী অধিকারী। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আপনি বসুন, সেই দলীলগুলি আমি আনিতেছি। আপনি তাহা দেখিয়া আগামী কল্য প্রতিপক্ষের উকীল রিগ্‌ডেন সাহেবকে দেখাইবেন, তাহা হইলেই মীমাংসা হইবে। বসুন, সেগুলি আমি এখনই আনিতেছি।

এই বলিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সম্মুখের দালান পার হইয়া প্রস্তরময় সোপানে পদার্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, বালক ভৃত্য সেইখানে দণ্ডায়মান। তাহাকে দেখিয়াই তিনি হুকুম দিলেন, "রাও! একটা বাতী লও, আমার সঙ্গে উপরে চল।"

রাও তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিল। উপরিতলে উঠিয়া লর্ড বাহাদুর আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাও।

যে সিন্দুকে দলীলগুলি ছিল, অনেক দিন সে সিন্দুকটি খোলা হয় নাই, ধূলায়, আবর্জ্জনায় প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, স্পর্শ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে ভৃত্য আছে, সে কথাটা তিনি যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; পশ্চাতে চাহিয়া রাওকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বালক! এখনও তুমি এখানে রহিয়াছ?"

একটু থমমত খাইয়া বালক উত্তর করিল, "আপনি তো আমায় বাহির হইয়া যাইতে আদেশ করেন নাই।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ, তুমি এক কাজ কর;—বাতীটা টেবিলের উপরে রাখিয়া ঐ সিন্দুকটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দাও।"

বালক তাহাই করিল। সৌখীন বড়লোকের হস্ত স্পর্শ করিবার উপযুক্ত হইলে লর্ড বাহাদুর আপন পকেট হইতে এক থোলো চাবী বাহির করিয়া একটি চাবীর দ্বারা সেই সিন্দুকটি খুলিলেন, ডালা তুলিবামাত্র

আতঙ্ক-বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও পরমেশ্বর! এ কি সর্ব্বনাশ!"

মনিবের হাতাশধ্বনি শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত-বদনে অর্দ্ধস্ফুটিত-কণ্ঠে রাও জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল মি লর্ড? কোন বিশেষ দরকারী জিনিস—"

কম্পিত-কণ্ঠে ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ, বিশেষ দরকারী,—ভারী দরকারী!"

সিন্দুকে সে দলীলগুলি নাই,—কিছুই নাই,—সিন্দুক শূন্য! ললাটে করার্পণ করিয়া, নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল ঘোর-বিষাদে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি হইল? কোথায় গেল? কে লইল? কেমন করিয়া লইল? সে সকল দলীল আমি তো আর কোথাও রাখি না, এই সিন্দুকেই থাকে, সিন্দুকের চাবী আমি সর্ব্বদা নিজের কাছেই রাখি, দিনমানে পকেটেই থাকে, রাত্রিকালে বালিসের নীচে রাখিয়া নিদ্রা যাই। তবে এ কি হইল? চোরে লইয়াছে? চোর কিরূপে এ গৃহে প্রবেশ করিল? যদিও কোন সূত্রে প্রবেশ করা সম্ভব হয়, তথাপি সিন্দুক হইতে কাগজপত্র বাহির করিল কিরূপে? সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গে নাই, তালা ভাঙ্গে নাই, ভাঙ্গিবার কোন চিহ্নও নাই, তবে কিরূপে চুরী করিল?"

লর্ড বাহাদুর অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সে সকল কাগজ তিনি আর কোথাও রাখেন না, ঠিক জানিতেন, তথাপি বিস্মৃতিক্রমে যদি কোথাও রাখিয়া থাকেন, এই ভাবিয়া সেই ঘরের ও পাশের ঘরের আলমারী, দেরাজ, বাক্স, প্রত্যেক রন্ধ্র কেন্দ্র তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না।—স্থির করিলেন, সর্ব্বনাশ হইল!

দুই মিনিট কাল বিষণ্ণ-বদনে নত-মস্তকে তিনি অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পদূরে দাঁড়াইয়া বালক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে লর্ড ফ্লোরিমেল মনে মনে কতকটা প্রবোধ মানিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, বালককে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য স্থির করিয়াই গম্ভীরস্বরে বালককে কহিলেন, "দেখ রাও! ব্যাপারটা প্রথমে যতদূর গুরুতর ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিকই ততদূর নয়; কথাটা তুমি কাহারও কাছে গল্প করিও না।"—মাথা হেঁট করিয়া বালক অভিবাদন করিল।

শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া লর্ড বাহাদুর পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। উকীল সেই ঘরে বসিয়া ছিলেন, আপন আসনে উপবেশন করিয়া লর্ড বাহাদুর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মিষ্টার

ব্রেস্‌ওয়েল! বিষম বিভ্রাট! দলীলগুলি পাওয়া যাইতেছে না; যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু চিন্তা করিয়া, পুনর্ব্বার তিনি কহিলেন,"বোধ করি, অন্য কোথাও রাখিয়া থাকিব। এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না; চিত্ত অত্যন্ত অস্থির আছে, একটু স্থির হইলে হয় ত স্মরণ হইতে পারিবে। সত্যই যদি চোরে লইয়া থাকে, তবে ত দাবীদার প্রতিপক্ষের হস্তে অথবা তাহার উকীল রিগ্‌ডেনের হস্তে পতিত হওয়া সম্ভব; তাহা যদি হয়, তবে মোকদ্দমার পক্ষে বিষম গোল বাধিবে; আপনি কিন্তু এ বৃত্তান্তটা খুব গোপনে রাখিবেন, যদিও প্রতিপক্ষের হাতে না পড়িয়া থাকে, দলীল খোয়া গিয়াছে, ইহা তাহারা জানিতে পারিলে বিলক্ষণ সাহস পাইবে, তাহাদের ভারী আহ্লাদ হইবে, মোকদ্দমা চালাইতে আমি অক্ষম হইব, ইহা বুঝিয়া জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইবে; অতএব কেহ যেন এ কথা জানিতে না পারে।"

উকীল বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখে কদাচ এ কথা প্রকাশ হইবে না, যতদূর শক্তি আমি আপনার পক্ষে সওয়াল-জবাব করিয়া মোকদ্দমার সুরাহা করিবার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া উকীল বিদায় হইলেন, কিয়ৎক্ষণ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেলও প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যে দিনের এই ঘটনা, সেই দিন দ্বিতীয় পক্ষের উকীল মিষ্টার রিগ্‌ডেন একখানি পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল, "লর্ড ফ্লোরিমেলের দলীল হারাইয়াছে, অদ্য সেই বিষয় তিনি জানিতে পারিয়াছেন, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উকীলের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়াছেন, উকীল তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিয়াছেন, তিনি প্রাণপণে মোকদ্দমা চালাইবেন, দলীল নাই, আদালতে এ কথা প্রকাশ পাইবে না।"

চিঠিখানি পাঠ করিয়া রিগ্‌ডেন সাহেব ভাবিলেন, 'কে লিখিল?' অক্ষরগুলি দেখিয়া শেষে স্থির করিলেন, যে দিন চোরা দলীলগুলি তাঁহার হস্তে আইসে, সেই দিন সেই সঙ্গে একখানা চিঠি ছিল, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর। সেই চিঠি যে হস্তের লেখা, এই চিঠিখানিও সেই হস্তের লেখা।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যুনিবাসে নূতন দৃশ্য

উপরি-উক্ত দুই পরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর অষ্টম ঘটিকার সময় দস্যুনিবাসের মদের দোকানের পার্শ্বস্থ ছোট ঘরে কারোটিপোল ও ফাঁসীরাঁড়ী সমাসীনা। তাহারা উভয়ে এক পাঁইট্ মদ খাইতে খাইতে নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেছে। ম্যাগ্সম্যান ও বিগ্‌বেগারম্যান কোথায় কি করিতেছে, তাহাদের কি হইল, পুলিস-কন্‌ষ্টেবল মব্ কেন আর দেখা দিতেছে না, সে ব্যক্তি কোথায় গেল, গল্পের মধ্যে এই সকল বিষয়ের অধিক আলোচনা।

দোকানে তখন জনকতক নূতন খরিদ্দার ছিল, কারোটিপোল সেখানে উপস্থিত না থাকিলেও কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছিল না, অধীনস্থ খানসামা দস্তুরমত প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল, সুতরাং ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের গল্পে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

বার বার এক কথা বলিতে বলিতে কারোটিপোল আবার বলিল, "তাই ত! বড় আশ্চর্য্য! মব্ কেন দীর্ঘকাল গর-হাজির, কারণ ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে, এমনও সম্ভব বোধ হয় না; তবে কি হইল?"

ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস্ তাহাকে কায়দা করিয়া ফাঁদে ফেলিতে পারিবে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না। মব্ বিলক্ষণ চতুর লোক, বিলক্ষণ হুঁসিয়ার, ব্রেস্‌কে সে ভাল রকম জানে। বিবি ব্রেস্ গ্রম্‌লিকে খুন করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; মব্ তাহারি তদারকে ব্যস্ত।"

কারোটিপোল বলিল, "তথাপি তিন দিন অনুপস্থিত, এই তিন দিবস-মধ্যে তাহার কোন খবর নাই। যে দিন সে এইখানে আসিয়াছিল, সে দিন তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম, অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে রিচার্ড গ্রম্‌লি নিরুদ্দেশ। ব্যাপার কি, তাহা জানিবার জন্য বিবি ব্রেসের কাছে সে গিয়াছিল, সেই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"

বাধা দিয়া ফাঁসীরাঁড়ী বলিল, "সে কথাই বা কেন, দ্বিতীয়বার মব্ আসিয়া বলিয়াছে, বিবি ব্রেস্ সেই হত্যাকাণ্ড নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে, মৃতদেহ যেখানে গোর দিয়াছে, সে জায়গাটাও দেখাইয়াছে, প্রকাশ না হ

মবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে চাহিয়াছে, কিরূপ বন্দোবস্ত হয়, তাহা এখনও—"

কারোটিপোল বলিল, "মব্ হয় ত গ্রম্‌লির সাথী হইয়াছে, যে পথে গ্রম্‌লি গিয়াছে, জন্মের মত হয় ত সেই পথে চলিয়া গিয়াছে, অথবা বিবি ব্রেসের নিকট বেশী টাকা ঘুস লইয়া এ দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে। কেমন, তোমার বিবেচনায় কি বোধ হয়?"

ফাঁসীর‍াঁড়ী বলিল, "আমার বিবেচনা, মব্‌কে কেহ খুন করিতে পারে নাই, সে নিজেই ঘুসের টাকা লইয়া গা-ঢাকা হইয়াছে।"

কারোটিপোল বলিল, "ঠিক—ঠিক—ঠিক! আমাদের দুজনকে ভাগ দিতে হইবে, সেই ভয়ে সে গা-ঢাকা হইয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যে যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে আমার ঐ ধারণাই ঠিক সাব্যস্ত হইবে; কিন্তু তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা উচিত হয় না। বোধ করি, শীঘ্রই সে ফিরিবে। আরও দিনকতক দেখা যাউক, যদি কোন বিশেষ কার্য্যে আটক পড়িয়া থাকে, যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহারই মুখে সে কথাও আমরা শুনিতে পাইব।"

ফাঁসীর‍াঁড়ী বলিল, "বিবি ব্রেস্‌টাও হয় ত পলাইতে পারে; যদি পলায়, তাহা হইলে আমরা একটি শিলিংও—"

কারোটিপোল বলিল, "বিবি ব্রেস্ পলাইবে, এটা আমার সম্ভব বোধ হয় না। সে যে সহজে তাহার জমকালো দোকানপাট উঠাইয়া মান-গৌরবের মায়া কাটাইবে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে যদি সত্য সত্য মব্‌কে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পলাইবার সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রথম খুনটা অপ্রকাশ করিবার জন্য মবের সঙ্গে রফা করিবার চেষ্টায় আছে। রফা হইয়া গেলে আপনাকে নিরাপদ্ ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে ওয়েষ্টএণ্ডে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে। পলাইবে না,—না, কখনই পলাইবে না। হাঁ, তবে যদি সে জানিতে পারে, আমরাও তাহার গুহ্য-পাপ জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয় পলায়ন করিবে।"

ফাঁসীর‍াঁড়ী বলিল, "আচ্ছা, তোমার মনে যাহা লয়, তাহাই বুঝিয়া রাখো। কিছু দিন আমাদের চুপ করিয়া থাকা ভাল। ইতিমধ্যে মব্ যদি ফিরিয়া না আইসে, তাহা হইলে তখন আমরা যথাকর্ত্তব্য উত্তমরূপে বিবেচনা করিব। এখন আর একটি গুরুতর কথা তোমাকে আমি বলি। সেই জুলিয়া লাইট-ফুট্ যেখানে এখন থাকে, আমি তাহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছি।"

ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কারোটিপোল জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ জুলিয়া? সেই মিষ্টার পেজের স্ত্রী? রাস্‌কেল পেজ্ সেই জুলিয়াকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা

তুমি শুনিয়াছ। কোন্ পেজ্ জানো? যে র‍্যাস্কেল সে দিন ওল্ড বেলী আদালতে দায়রার বিচারকালে মার্টিন ও রাম্‌সের বিরুদ্ধে, আমার পিতার বিরুদ্ধে আর আমাদের ব্রগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, সেই পেজ্। হাঁ, জুলিয়া ও পেজের সম্বন্ধে তুমি এখন কি তত্ত্ব অবগত হইয়াছ?”

ফাঁসীর্‌াড়ী উত্তর করিল, “আমাদের দলের কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড অনেক দিন ধরিয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতেছিল, গত কল্য দেখিতে পাইয়াছে। এজোয়ার রোডের প্যারাডাইস্ ভিলার নিকটবর্ত্তী ভাড়াটীয়া বাড়ীর সম্মুখ দিয়া তাহারা যাইতেছিল, কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড তাহাদের পাছু লয়, হাউস এজেণ্ট আফিসের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া সে শুনিল, পেজ্ বলিতেছে, ‘ঐ বাড়ীখানা ঠিক আমাদের পছন্দসই হইয়াছে।’ জুলিয়া বলিল, ‘আগামী সপ্তাহে সেই বাড়ীতেই উঠিয়া যাইবে।’ এখন বুঝিতে পারিলে, আমরা কেমন ঠিক সন্ধান পাইয়াছি।”

কারোটি বলিল, “বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু যে বাড়ীতে তাহারা থাকিবে স্থির করিয়াছে, কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড কেন সেই বাড়ী পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল না? যদি কোন গতিকে এজোয়ার রোডের সেই বাড়ীতে তাহাদের থাকা না হয়, তবে তাহারা যে কোথায় যাইবে, খুঁজিয়া বাহির করা আবার আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইবে। উঃ! সেই ধূর্ত্ত পেজ্ আর জুলিয়ার উপর প্রতিশোধ লইতে না পারিলে আমাদের মনে শান্তি আসিবে না।”

বিকট-বদনে ফাঁসীর্‌াড়ী বলিল, “কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড অবশ্যই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত, কিন্তু এজেণ্ট আফিস হইতে বাহির হইয়া তাহারা গাড়ীতে উঠিল, গাড়ীখানা অতি দ্রুতবেগে অন্যদিকে ছুটিয়া গেল, কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড তত দ্রুত অনুসরণ করিতে পারিল না, ধরিতেও পারিল না। যাহা হউক, নূতন বাড়ীতেই তাহারা থাকিবে; অনতিবিলম্বে আমরা তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে পারিব সন্দেহ নাই।”

ঐ কথায় কারোটিপোল কিছু মন্তব্য দিবার উপক্রম করিতেছিল, দোকানের খানসামা হঠাৎ সেই সময় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, “একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন, এই বাড়ীর কর্ত্তা অথবা গৃহিণীর সহিত দেখা করিতে চান।”

শুনিবামাত্র কারোটি ও ফাঁসীর্‌াড়ী উভয়েই দরজার নিকটে গিয়া উঁকি মারিয়া সেই নূতন লোকটিকে দেখিল, চিনিতে পারিল না। লোকটির সর্ব্বাঙ্গ স্থূল লবেদায় ঢাকা, কেবল মুখখানি খোলা; মুখ দেখিয়া তাহারা বুঝিল, যুবা পুরুষ, দেখিতেও সুশ্রী, ভাব প্রশান্ত। সে চেহারা দর্শনে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ আসিল না; তাহারা পুনরায় আসনগ্রহণ করিয়া খানসামাকে হুকুম

দিল, "লোকটিকে এই ঘরে লইয়া আইস।" -খানসামা চলিয়া গেল, নবাগত ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে আনিয়া হাজির করিল।

কারোটি একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিল, লোকটি সেই আসনে বসিয়া সরলভাবে মিষ্টবচনে বলিলেন, "আমি তোমাদের কাছে অপরিচিত, যে জন্য আমি আসিয়াছি, সেই বিষয়ে তোমরা আমার উপকার করিলে আমি তাহার উপযুক্ত যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব।"

শিষ্টাচার জানাইয়া মিষ্টবাক্যে কারোটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? কি কারণে এখানে আসিয়াছেন?"

লোকটি বলিলেন, "আমি লর্ড ফ্লোরিমেল, এখানে আমার তুই প্রকার দরকার, এখনই আমি তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।"

কারোটিপোল সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "মি লর্ড! কোন্ ব্যক্তি আপনাকে এখানে আসিবার পরামর্শ দিয়াছে? এ বাড়ীতে যাহারা থাকে, আর সর্ব্বদা যাহারা ঐ বাড়ীতে আইসে, তাহাদের দ্বারা আপনার প্রয়োজন সাধিত হইতে পারিবে, কাহার মুখে আপনি এ কথা শুনিয়াছেন? সর্ব্বাগ্রে এই তুটি প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সে কথা প্রকাশ করিলে ত কোন দোষ হইবে না?"

কারোটিপোল উত্তর করিল, "কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না।"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "সরলভাবেই আমি সত্যকথা বলিব। লণ্ডন নগরের রীতি-নীতি যাহারা অবগত আছে, তাহারা সকলেই জানে, এই বেগার-ষ্টাফ আড্ডায় এক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ; বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনেক বড় বড় লোক এখানে আগমন করেন, এখানকার লোকজনের দ্বারা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত কার্য্যগুলি সুসিদ্ধ হয়। তাঁহারা সেই সেই কার্য্যের জন্য যথোচিত পারিতোষিক দান করিয়া থাকেন। অতএব তোমার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, যাহা আমি বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার মনে বিস্ময় জন্মে নাই। যাঁহারা জগতের মানব-চরিত্র পরিজ্ঞাত এবং যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নগরবাসী, তাঁহারা সকলেই এই বেগার-ষ্টাফের গৌরবের কথা অবগত আছেন।"

কারোটিপোল বলিল, "মি লর্ড! আপনার উক্তিগুলি শ্রবণে আমার সন্তোষ জন্মিল। এখন কাজের কথা বলুন। যে কার্য্যের জন্য আপনি আসিয়াছেন, তাহা শুনিয়া যদি আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে

সত্বরে, পূর্ণ-বিশ্বাসে, অতিসঙ্গোপনে তাহা আমরা নির্ব্বাহ করিয়া দিব ; যদি অসাধ্য অথবা অকর্ত্তব্যবোধে অস্বীকার করি, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "তুমি আমার অনুরোধে অস্বীকার করিবে, এমন আমার বোধ হয় না। কারণ, যাহা আমি বলিব, তদনুসারে কার্য্য হইলে আমি যথেষ্ট পুরস্কার দিব। কোন প্রকার কঠিন কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আমি দিব না ; কার্য্য এই যে, একটি ভদ্র কুলকন্যার বর্ত্তমান বাসস্থানের ঠিকানা জানিয়া আসা। সেই কন্যার নাম ও চেহারা আমি বলিয়া দিতেছি। চেহারা বলিবার কারণ এই যে, সে হয় ত আসল নাম গোপন করিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিতে পারে। তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলাম, আমার ব্যবহারে ভ্রমবশে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া সে আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে পাইলে সত্যকথা বুঝাইয়া প্রবোধিত করিতে পারিব, সেই জন্যই ঠিকানা চাই। আরও বলিয়া রাখি, সেই কন্যাটি ধর্ম্মপরায়ণা, সুশীলা ; তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।"

কারোটি বলিল, "মি লর্ড! আপনার মনের অভিপ্রায় আমরা জানিতে চাহি না। যাহা আপনি বলিলেন, তাহা সাধন করিবার চেষ্টা করিব। কন্যাটির নাম ও চেহারা বলিয়া দিন, আগামী কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমরা দ্বাদশ জন চর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইব, তাহারা সমগ্র লণ্ডন সহর ও সহরতলীর সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, সেই কন্যার ঠিকানা অন্বেষণ করিবে।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সেই কন্যার নাম পলিন্ ক্লারেণ্ডন।" নামটি বলিয়া কারোটির হস্তে একখণ্ড কাগজ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "এই তাহার চেহারা। যাহারা অন্বেষণে বাহির হইবে, তাহাদিগকে যেন সাবধান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, কি জন্য ঠিকানা জানিবার চেষ্টা হইতেছে, কুমারী পলিন্ যেন তাহা জানিতে না পারে। উদ্দেশ্য যদি তাহার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে বিচ্ছেদটা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। পলিন্ আর কস্মিন্‌কালেও আমাকে ক্ষমা করিবে না।"

কারোটি বলিল, "মি লর্ড! নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইবে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথমে আপনি বলিয়াছেন, দুই প্রকার কার্য্য ; তাহা কি প্রকার, আজ্ঞা করুন।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার শয়ন-ঘরে একটি সিন্দুকের মধ্যে খানকতক দলীল ছিল, সিন্দুকের চাবীটি সর্ব্বদা আমি

নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম, রাত্রিকালে আমার বালিসের নীচে থাকিত. সচারাচর যে সকল চাবীতালা পাওয়া যায়, সে সিন্দুকের চাবীতালা সে প্রকার নহে, নূতন ধরণের নূতন কল; অন্য চাবী দিয়া খুলিতে পারা যায় না; সম্প্রতি চাবী খুলিয়া দেখিলাম, সে দলীলগুলি নাই; কিরূপে কাহার দ্বারা অপহৃত হইল, কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না; সিন্দুক ভাঙ্গা অথবা চাবী ভাঙ্গার কোন প্রকার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না; ব্যাপার বড় জটিল, নিতান্ত দুর্ব্বোধ; কে লইয়াছে, তাহা অনুমান করাও আমার অসাধ্য; বাড়ীতে যাহারা থাকে, তাহাদের কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয় না; 'এই ব্যক্তিই চোর,' এমন কথা বলিয়া আমি কাহারও গাত্রস্পর্শ করিতে পারি না।"

শেষ কথা শ্রবণ করিয়া কারোটিপোল বলিল, "কোন লোক অবশ্য কু-মত্‌লবেই সেই সকল দলীল চুরী করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ, রিগ্‌ডেন নামে এক জন উকীল আর জর্জ্জ উড্‌ফল নামে এক ব্যক্তি—"

জর্জ্জ উড্‌ফলের নাম শুনিয়া চমকিতভাবে ফাঁসীর্‌াঁড়ী বলিয়া উঠিল, "জর্জ্জ উড্‌ফল?—সেই চিত্রকর?"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ, সেই ব্যক্তিই বটে। তাহার সহিত কি তোমার আলাপ আছে?"

ফাঁসীর্‌াঁড়ী উত্তর করিল, "একবারমাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। সে তখন নিউগেট ষ্ট্রীটের ছবি-বিক্রেতা গ্রবসোন সাহেবের দোকানে চাকরী করিত।"

এইরূপ উক্তি করিয়া ফাঁসীর্‌াঁড়ী সচকিতে কারোটিপোলের দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, দস্যুসর্দ্দার ম্যাগস্‌ম্যান যে রাত্রে নিউগেট-কারাগার হইতে পলায়ন করে, সেই রাত্রে উড্‌ফলের সহিত ফাঁসীর্‌াঁড়ীর আলাপ হইয়াছিল; সেই আলাপকে যদি প্রকৃত পক্ষে আলাপ বলা যায়, তবে অবশ্যই আলাপ বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

ফাঁসীর্‌াঁড়ী সময়ে সময়ে মৃদু মৃদু অট্ট হাসি করে, অন্তরে সেইরূপ ভাব আনয়ন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "উড্‌ফলের সঙ্গে আমার যে সামান্য আলাপ, তাহাতে আপনার কোন বিশেষ উপকার হইবে না, উড্‌ফলও পুনর্ব্বার আমার সহিত আলাপ করিতে রাজী হইবে না। এখন আপনি যাহা বলিতে-ছিলেন, বলিয়া যান।"

উড্‌ফলের সহিত ফাঁসীর্‌াঁড়ীর যে আলাপ, ফাঁসীর্‌াঁড়ী তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সঙ্কুচিতা, ইহা বুঝিতে পারিয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আমি বলিতেছিলাম, আমার যে সকল দলীল চুরী গিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই মিষ্টার

রিগ্‌ডেনের কিংবা উড্‌ফলের অথবা ঐ উভয়েরই হস্তগত হইয়াছে। জর্জ্জ উড্‌ফল আমার নামে একটা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, রিগ্‌ডেন তাহার উকীল; ওকালতীতে মিষ্টার রিগ্‌ডেন এক জন সুচতুর মামলাবাজ বলিয়া বিখ্যাত; যেটা তিনি ধরেন, সেটা অল্পে ছাড়েন না, ছোটকথা ধরিয়াও তর্ক-বিতর্ক করেন না; আমার দলীলগুলি তাঁহার সওয়াল-জবাবের পক্ষে বলবান্ প্রমাণ হইবে। এই সকল কারণে, সেই অপহৃত দলীলগুলি উদ্ধার করা আমার একান্ত আবশ্যক। যে কেহ তাহা আমাকে আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে দুই হাজার গিনী পুরস্কার দিব।"

এই সকল কথা বলিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল চুপ করিলেন; পুরস্কারের অঙ্গীকার-শ্রবণে ঐ উভয় স্ত্রীলোকের মনে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখপানে চাহিলেন। স্বভাবতঃ লোভরিপুর বশবর্ত্তিনী কারোটিপোল বিপুল অর্থলালসায় ঊর্দ্ধমুখী হইল, ফাঁসীরাঁড়ীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, উভয়ের চক্ষে চক্ষে যেন সেইরূপ পরামর্শ।

লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিষয়ের কোন উপায় হইতে পারে, এমন কি তোমরা বিবেচনা কর ?"

কারোটিপোল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন ?"

লর্ড বাহাদুর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে যদি তোমরা আমাকে আশ্বাস দান করিতে পার, তাহা হইলে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমাদের হস্তে পূর্ণভার অর্পণ করিতে প্রস্তুত।"

কারোটিপোল্ বলিল, "মি লর্ড! আমাদের যতদূর সাধ্য, ততদূর আমরা চেষ্টা করিব।" —এইটুকু বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া সে আবার বলিল, "দলীলগুলি যতক্ষণ আপনার হস্তে অর্পিত না হইবে, কিরূপে বাহির হইল, তাহা জানিবার জন্য, ততক্ষণ আপনি কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না।"

কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "কিরূপ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা জানিবার আমার দরকার কি? আমার দলীলগুলি চুরী গিয়াছে। চোরেরা যে অস্ত্র দ্বারা আমাকে আঘাত করিয়াছে, তোমরা যদি সেইরূপ অস্ত্র-প্রয়োগে তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে পার, তাহাতে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ নাই।"

কারোটিপোল বলিল, "তবে আর এখন এ বিষয়ে বেশী কথা বলিবার আবশ্যক নাই। উপস্থিতমতে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।"

আপনাদের দলের কোন লোকের দ্বারা অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা রিগ্‌ডেনের ঘরে সিঁদ কাটাইয়া চোরা দলীল অন্বেষণ করা কারোটিপোলের মত্‌লব, অনুমানে ইহা বুঝিয়া ফাঁসীয়াঁড়ী বলিল,"হাঁ,—কি কি প্রকারের দলীল, তাহা আমরা জানিতে চাই।"

স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ ঝনুঝনে আওয়াজে কারোটিপোল বলিল, "না, কোন প্রকার নিদর্শন দরকার নাই। আমার মস্তকে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা তুমি এখন জানিতে পার নাই, ক্রমে ক্রমে জানিবে। তুমি হয় ত ভাবিয়াছ, রিগ্‌ডেনের ঘরে সিঁদ কাটাইয়া অথবা দ্বার-গবাক্ষ ভাঙ্গাইয়া অন্বেষণ করা আমার ইচ্ছা, কিন্তু না, তাহা আমি করিব না। তাহাতে অনেক বিপদ্। হয় ত চেষ্টা বিফল হইবে, না হয় ত আসল কাগজের পরীবর্ত্তে লোকেরা অন্য কাগজ বাহির করিয়া আনিবে, না হয় ত কোন কাগজই পাওয়া যাইবে না। সিঁদ কাটিবার মন্ত্রণায় বিস্তর গোলযোগ। আমার মত্‌লব কোন প্রকার ছলনা করা; বিশেষ কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। সময় যদি কিছু বেশী লাগে, তাহাও স্বীকার, কার্য্য আমি অবশ্যই সুসিদ্ধ করিব।"

সত্য-বিশ্বাসে, সতেজস্বরে, কারোটিপোল যে সকল কথা বলিল, তৎশ্রবণে লর্ড ফ্লোরিমেলের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। তোষামোদ-সূচক বাক্যে তিনি বলিলেন, "তোমাদের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। মাসকতক যদি কাগজগুলি পাওয়া না যায়, তাহাতেও কিছু বিশেষ ক্ষতি হইবে না; শীঘ্র শীঘ্রই চাই, এমন কথাও নহে; কেন না, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে সচরাচর বিস্তর বিলম্ব হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যে দুটি কার্য্যের ভার তোমরা গ্রহণ করিলে, তাহার জন্য যেরূপ পুরস্কার-দান আমার অঙ্গীকার, তাহার মধ্যে অগ্রিম কিছু বায়না তোমরা চাও কি না?"

ফ্লোরিমেলের স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণাভিলাষে কারোটিপোলের হাত চুলকাইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "মি লর্ড! যদি ইচ্ছা করেন, আপাততঃ এক শত পাউণ্ড প্রদান করুন।"

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল সদয়ভাবে বলিলেন,"এক শত পাউণ্ড?—কেন, তোমরা যেরূপ সরলভাবে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কার্য্যসিদ্ধিকল্পে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, অঙ্গীকার তোমরা পালন করিতে পারিবে। অতএব আমি পাঁচ শত পাউণ্ড অগ্রিম দান করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে পাঁচ শত পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট গণিয়া দিলেন, দস্যুকন্যারা তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল, লর্ড ফ্লোরিমেল বিদায় গ্রহণ করলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই অজ্ঞাত-রমণী

রাত্রি এগারটার সময় লর্ড ফ্লোরিমেল পিকাডিলিস্থ আপন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার বালক ভৃত্য তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল,। বৈঠকখানায় অগ্নি জ্বলিতেছিল, টেবিলের উপর খানা প্রস্তুত ছিল, লর্ড বাহাদুর উপবেশন করিবার অগ্রেই রাও তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল।

পত্র প্রদান করিয়াই বালক বলিল, "যে লোক এই পত্র আনিয়াছে, সে বলিয়াছে, এই পত্রের লিখিত বিষয়ে আপনি সত্বর মনোযোগী হইবেন।"

অগ্নিকুণ্ডের নিকটে একখানি আসনে উপবেশন করিয়া চঞ্চলভাবে লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কে আনিয়াছে?"

রাও উত্তর করিল,"এক জন দীর্ঘাকার ফুটম্যান; সে ব্যক্তি কাহার চাকর, তাহা আমি জানি না।"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্রের শিরোনামের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সবিস্ময়ে প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! দীর্ঘাকার ফুটম্যান? ওঃ! এ ঠিক সেই রকম লেখা! চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে থিয়েটারের নাট্যরঙ্গের টিকিটের সঙ্গে যে চিঠি আসিয়াছিল, সেই চিঠির লেখা যে প্রকার, ইহাও ঠিক সেইরূপ। আঁকাবাঁকা করিয়া আঁচড়াইয়া কদর্য্য অক্ষরে লেখা!" প্রথমে তাঁহার ইচ্ছা হইল, চিঠিখানা খুলিয়াই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন; যে উপলক্ষে কুমারী পলিনের প্রেমে জলাঞ্জলি হইয়াছে, সে উপলক্ষের কোন চিঠি আর পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয়বার ভাবিলেন, চিত্ত যখন কোন এক বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া মানুষকে দুঃখচিন্তা-সাগরে নিমগ্ন করে, তখন অন্য একটা কিছু সূত্র অবলম্বন করিয়া চিত্তকে কোন প্রকারে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করা অনুচিত বোধ হয় না। এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি সেই চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল:—

"সেই অজ্ঞাত-রমণী আর একবার লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিতেছে। সে রাত্রে ততদূর আগ্রহ ও যত্ন অবহেলা করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল যাহার অবমাননা করিয়াছেন, সে রমণী আপন মর্য্যাদা-সম্ভ্রম ভুলিয়া গিয়াছে, এমন মনে করিবেন না। তবে কথা এই যে, এইবার একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত বাক্যালাপ করা তাহার

প্রয়োজন। অজ্ঞাত রমণীর যে ভৃত্য এই পত্র লইয়া যাইতেছে, সে যদি লর্ড বাহাদুরকে বাড়ীতে দেখিতে না পায়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করিবে। সাক্ষাৎ হইলে সে লর্ড বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। যে পথ দিয়া যেখানে আনিতে হইবে, পত্রবাহক ভৃত্য তাহা জানে, আনিবার সময় সে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিবে, লর্ড বাহাদুর যেন তাহাতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মত হন।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কখন্ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব, পত্রবাহক কি সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে ?"

রাও উত্তর করিল, "হাঁ মি লর্ড! জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছি, আপনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।"

লর্ড বাহাদুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ব্যক্তি আর কি কথা বলিয়াছে ?"

বালক ভৃত্য উত্তর করিল, "সে বলিয়াছে, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আবার আসিবে।"

লর্ড বাহাদুর তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটার চেহারা কেমন ?"

রাও উত্তর করিল, "মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। যতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল। ভাবে আমি বুঝিয়াছি, অপরে তাহার মুখ দেখিতে পায়, তেমন ইচ্ছা তাহার ছিল না।'

লর্ড বাহাদুর কহিলেন, "হাঁ, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তবে সে আসিবে। আচ্ছা, সে আসিলে তাহাকে বলিও, বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমি তাহার সঙ্গে যাইব।"

অভিবাদন করিয়া রাও সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

লর্ড ফ্লোরিমেল গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া আপন মনে সঙ্কল্প করিলেন, "হাঁ, সেই অজ্ঞাত-রমণী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব ;—করিব, কিন্তু সেই অজ্ঞাত-রমণীর প্রলোভন-বাক্যে কদাচ আমি পলিন্‌কে ভুলিব না, পলিনের নিকটে যে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাও ভুলিব না। প্রেমোন্মাদিনী চতুরা রমণীর চতুরতায় আমার চিত্ত বিচলিত হইবে না, কদাচ আমি তাহার মোহন ফাঁদে পড়িব না, বরং পলিন্‌কে স্মরণ করিয়া এই উপস্থিত পরীক্ষায় চিত্তকে আরও অধিকতর দৃঢ় করিব, অপরা রমণী সম্বন্ধে যে জিতেন্দ্রিয়তার

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিশেষ যত্নে তাহা বজায় রাখিব। অজ্ঞাত-রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলাম কেন, তাহার প্রার্থনা-পূরণে অস্বীকার করা অমনুষ্যত্ব এবং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, এই কারণে সম্মত হইতেছি। পলিন্! উদ্দেশ্য তোমাকে আমি জানাইতেছি, তুমি যদি আমার মনোভাব জানিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে, আমি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হই নাই, তোমার কাছে অবিশ্বাসী হই নাই, তুমি আমার অন্তর হইতে অন্তর হও নাই।"

লর্ড ফ্লোরিমেল মনে মনে এই সকল আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সেই অজ্ঞাত-রমণীর সহিত যে যে প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সে কল্পনাকে অন্তর হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না, স্মৃতি তাঁহাকে যুগপৎ আনন্দ ও যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে; তথাপি মনে মনে তাঁহার প্রতিজ্ঞা—আর কাহারও প্রলোভনে বিমোহিত হইবেন না।

লর্ড ফ্লোরিমেল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাও সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "সেই দীর্ঘাকার ফুটম্যান হাজির।"

লর্ড বাহাদুর আর বিলম্ব করিলেন না: টুপী ও লবেদা পরিধান করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সদর-দরজায় গিয়া দেখিলেন, দীর্ঘাকার ফুটম্যান অভ্যাসমত মুখ ঘুরাইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। লর্ড বাহাদুর চুপি চুপি তাহার কানে কানে বলিলেন,"কোন্ দিকে যাইতে হইবে, চল; আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।"

ফুটম্যান দ্রুতগতি হাইড্ পার্কের দিকে চলিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ লর্ড ফ্লোরিমেল।

রাও অলক্ষিতে একটু দূরে দূরে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। লর্ড বাহাদুর অথবা ফুটম্যানের চক্ষু তাহার দিকে পতিত হইল না।

অল্পক্ষণের মধ্যে হাইড্ পার্কের এক কোণে তাঁহারা উপস্থিত। ফুটম্যান দ্রুতবেগে পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, লর্ড ফ্লোরিমেল সঙ্গেই আছেন, গমনে বিরত হইলেন না। একটু দূরে একখানা কৃষ্ণবর্ণ গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইল। আকাশে চন্দ্রমা মৃদু মৃদু কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, ক্ষীণকর হইলেও সেই আলোতে লর্ড বাহাদুর দেখিলেন, গাড়ীখানা কৃষ্ণবর্ণ, পেনেলে চিত্রমূর্ত্তি, বৃহৎ বৃহৎ এক যোড়া কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব যোজিত; কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌ম্যান, তাহার মুখখানা শালের রুমালে ঢাকা।

ব্যগ্র-হস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফুটম্যান বলিল, "মি লর্ড! আরোহণ করুন।"

লর্ড ফ্লোরিমেল শকটারোহণ করিলেন। আসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র

দুইখানি কোমল হস্ত তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল, মুখের নিকটে সুগন্ধ বহিল, দুইখানি সরস ওষ্ঠে তাঁহার ওষ্ঠপুট স্পর্শ করিল।

গাড়ীর দরজা শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ হইয়া গেল, গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, লর্ড ফ্লোরিমেল একটি রমণীর সমুন্নত বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। হায় হায়! অভাগিনী পলিন্! সত্য সত্যই লর্ড ফ্লোরিমেল তোমাকে ভুলিয়াছেন!

বেগগামী অশ্বেরা দ্রুতগতিতে গাড়ী লইয়া ছুটিল। রাও এতক্ষণ অদেখা হইয়া প্রভু ও ফুটম্যানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, একবারও তাঁহাদের দিক্ হইতে চক্ষু ফিরায় নাই, তাঁহারা কিন্তু তাহাকে দেখিতে পান নাই। গাড়ী ছুটিল, রাও সেই গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে উঠিয়া, বানর যেমন বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝোলে, সেই ভাবে ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলিল। রাস্তা অন্ধকার, বালকের পরিচ্ছদ ও দেহ উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, দরজা,খড়্খড়ি সমস্তই বন্ধ, সঙ্গিনীটি কে, লর্ড ফ্লোরিমেল তাহা দেখিতে পারিতেছেন না, জানিতেও পারিতেছেন না। বিলাসিনীর উন্মুক্ত বক্ষঃস্থল আপন বক্ষ সংলগ্ন, গাঢ় আলিঙ্গন, পুনঃ পুনঃ চুম্বন, বিলাসিনীর বদনে অস্ফুট-গুঞ্জনে আনন্দ-ধ্বনি। লর্ড ফ্লোরিমেল সেই সকল লক্ষণে তখন বুঝিলেন, এই সেই রমণী; পূর্ব্বের সেই রজনীযোগে,—রহস্য-নিকেতনে রহস্য-ব্যাপার ও প্রেমানন্দ-সম্ভোগ, যে সুখ-সম্ভোগের কথা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লর্ড মণ্টগোমারীর নিকটে গল্প করিয়াছিলেন, এই সেই সম্ভোগনায়িকা অজ্ঞাত-রমণী।

অবশেষে সুকোমল মধুরকণ্ঠে রমণী বলিল, "গেব্রিল্! প্রিয়মিত্র! পুনর্ব্বার তোমাকে প্রেমাদরে আলিঙ্গন করিবার আশায় আমি একটা কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, সেই জন্য তুমি কি আমার উপরে রাগ করিয়াছ?"

সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর লর্ড ফ্লোরিমেলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল, স্বর সুপরিচিত, সে স্বর তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুন্দরীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সানন্দে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাগ?—প্রেমময়ি! কে তোমার উপর রাগ করিতে পারে? প্রিয়তমে! কি কৌশল তুমি অবলম্বন করিয়াছিলে?"

রমণী উত্তর করিল, "বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সহিত একবার দেখা করা আবশ্যক, যে চিঠিতে এই কথাগুলি লেখা ছিল, সেই চিঠি।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "সেটা তবে সত্যকথা নয়?"

পুনর্ব্বার সানুরাগে চুম্বন করিয়া প্রেমিকা বলিল, "গেব্রিল্! প্রণয় ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না, উত্তেজক রিপুবেগ ব্যতীত আর কেহ উপদেষ্টা

বারংবার প্রেমবিলাসিনীর প্রেমাদরে ও সোহাগ-চুম্বনে সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বী ফ্লোরিমেল এককালে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন।

আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সুন্দরি! তোমাতে বিপদ্ মূর্ত্তিমান, সর্ব্বক্ষণ তুমি মূর্ত্তিমতী আশঙ্কা, তোমার রূপ-ফাঁদে আমি বন্দী, তুমি অপরূপ সুন্দরী!" এই বলিয়া সুন্দরীর বদনে হস্তার্পণ করিয়া, একটু থামিয়া থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, তুমি সুন্দরী, অপরূপ সুন্দরী, তোমার মুখখানি পরম সুন্দর, নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক সুন্দর, তোমার মস্তকটি সুগোল সুঠাম, তোমার কেশকলাপ মখমলতুল্য সুকোমল, তোমার গ্রীবাদেশ অতি সুন্দর,—সুনির্ম্মল; আর তোমার—"

রমণী বলিল, "গেব্রিল! যতই তুমি আমার রূপের ব্যাখ্যা কর, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি না, আর তুমি আমার গৌরব বাড়াইও না। গেব্রিল্! তুমি—তুমি নিজে অপূর্ব্ব সুন্দর,—মনোহর,—না না,—নারীসুলভ সৌন্দর্য্য তোমার ভূষণ। গেব্রিল্! তুমি আমারই গেব্রিল্—আমি তোমাকে ভালবাসি—হাঁ, তোমাকেই আমি ভালবাসিয়াছি;—তুমি আমারই গেব্রিল্!"

এই সকল কথা বলিয়া চতুরা বিলাসিনী প্রেমবিলাসে আমোদিনী হইয়া নায়কের অধরে বারংবার করস্পর্শ করিল। পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব, চিরজীবন তুমি আমারই, আমি তোমারই।" এই বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমানুরাগে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, ওষ্ঠে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া প্রেমসোহাগে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার বলিল, "সে রাত্রে তুমি আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিয়াছ, তাহা আমি সহ্য করিয়াছি, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি, এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রাণের সহিত—অন্তরের সহিত আমি তোমাকে প্রেমদান করিলাম।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "মনোমোহিনি! তোমার যাহা মনোগত অভিপ্রায়, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু সে বিষয়ে আমাকে কোন প্রশ্ন করিবে না, এমন কি আশা করিতে পারি?"

রমণী বলিল, "ও কথা শুনিব না। আগাগোড়া সমস্ত বিষয়ের বিশেষ কৈফিয়ৎ আমি চাই। মনে কর, ১৫।১৬ মাস হইল, এক রাত্রে তোমাতে আমাতে প্রথম দেখা,—প্রথম মিলন;—বিদায়কালে তুমি বলিয়াছিলে, শীঘ্র যাহাতে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে; আমি বলিয়াছিলাম, অবশ্যই সেই উপায় আমি করিব। আবার মনে কর, অল্পদিন পরেই উপায় আমি করিয়াও ছিলাম; কোথায় কিরূপে দেখা হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রঙ্গনাট্যের টিকিট ও নীল-পোষাক তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম,

সে ক্ষেত্রে তুমি আমাকে নিরাশ করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলে, নিজের মান-মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইত, আমি কিন্তু ঘৃণা করি নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, প্রেম, অনুরাগ ও ভালবাসা মনে করিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি, আবার তোমার সহিত মিলন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি; তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার প্রেমানুরাগিণী কামিনীর প্রাণে বেদনা দেও নাই, ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি।”

লর্ড ফ্লোরিমেলের অন্তরসাগরে প্রেমানন্দ তরঙ্গিত হইতে লাগিল, মুক্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “না, জগতের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার অবমাননা করিব না।” আনন্দে বিহ্বল হইয়া এই কথা তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু পলিনের প্রতিমা সেই সময় অন্তরে উদিত হইয়া মহা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, “গেব্রিল্! বল আমাকে,—বল, কি কারণে সে রাত্রে থিয়েটারে তুমি উপস্থিত হও নাই?”

পলিনের রূপরাশি আরও অধিক উজ্জ্বল হইয়া মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইল, ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা প্রবল হইয়া হৃদয়সমুদ্র তোলপাড় করিতে লাগিল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, “একটি—একটি - বিশেষ কারণ—আমি—”

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চতুরা রমণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, সেই রাত্রে তোমাতে আমাতে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি তুমি কাহারও নিকট গল্প করিয়াছিলে?”

ফ্লোরিমেল বলিলেন, “এক জন পরম বন্ধু,—যাঁহার কাছে আমার কোন কথা গোপন নাই, তাঁহাকেই—”

ব্যগ্রস্বরে রমণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, “কে সেই পরম বন্ধু? তাঁহার নাম কি?”

ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, “লর্ড মণ্টগোমারী।”

রমণী বলিল, “ওঃ! মণ্টগোমারী? হাঁ, ঐ নাম আমি শুনিয়াছি, বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিয়াও থাকিব। আচ্ছা, আমি তোমাকে যে নীল-পোষাকটা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, সেটা তুমি কি করিয়াছ?”

প্রশ্ন-শ্রবণে চমকিত হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, “নাট্যরঙ্গের প্রসঙ্গ লইয়া তোমার এতটা উদ্বেগ কি জন্য?”

বুদ্ধিমতী রমণী তৎক্ষণাৎ বলিল, “আবার যদি ঐ রকম নাট্যরঙ্গে যাইতে

তোমার সাধ হয়, তাহা হইলে সেই পোষাকটা পরিধান করিয়া নাট্যশালায় যাইলে আমি তোমাকে ঠিক চিনিতে পারিব বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে কাহার সহিত আলাপ করিব, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিব।"

বিলাসিনীকে চুম্বন করিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সুন্দরি! অবশ্যই আবার তোমার সহিত আমার মিলন হইবে, থিয়েটারেই সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু যে পোষাকের কথা তুমি বলিতেছ, সেটা আর পাওয়া যাইবে না। সেই দিনেই—তাহা পাইবামাত্র আমি সেই পোষাকটা পুড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছি।"

কতক বিস্ময়, কতক অবিশ্বাসে রমণী বলিল, "পুড়াইয়া ফেলিয়াছ?"—যে স্বরে ঐ কয়টি কথা উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া ফ্লোরিমেল বুঝিতে পারিলেন, চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। ইহা বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মশপথ করিয়া আমি বলিতেছি,সেই পোষাকটা অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবার জন্য আমি আমার একজন চাকরের হাতে দিয়াছিলাম, সে আমার হুকুম অমান্য করিয়াছে, এমন বিশ্বাস হয় না। কেন আমি তত শীঘ্র সেই পোষাকটা দগ্ধ করিতে বলিয়াছিলাম, সে কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তরে আমি বলিতে পারি, লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অপরে যদি তাহা ব্যবহার করে, নিশ্চয়ই দোষ ঘটিবে। আচ্ছা, সেই সামান্য কথাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তুমি এ প্রশ্ন করিতেছ কেন?"

রমণী উত্তর করিল, "কারণ এই যে, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডনের প্রতি তুমি একান্ত অনুরক্ত, অকারণে পলিন্ তোমার উপর সন্দেহ না করিলে তুমি বরাবর সমভাবে অনুরক্ত থাকিতে; সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমার প্রেরিত সেই নীল-পোষাকটা তুমি দগ্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলে। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "বল তোমার কি প্রশ্ন? যদি সম্ভব হয়, অবশ্যই আমি তাহার উত্তর দান করিব।"

রমণী বলিল, "পোষাক দগ্ধ করা হইয়াছে, তাহা তুমি ঠিক জানো? যে চাকরকে তুমি তাহা দগ্ধ করিতে বলিয়াছিলে, সে নিঃসন্দেহ তোমার সেই হুকুম যথাযথ পালন করিয়াছে?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "অন্তরস্থ বিশ্বাসে আমি বলিতে পারি, আমার ভৃত্য আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কি না, নিশ্চয় তাহা আমি বলিতে পারিলাম না। আমার একজন কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকরকে সেই কার্য্য-নির্ব্বাহে ভারার্পণ করিয়াছিলাম, অল্পদিন

হইল, সেই চকারটি নূতন নিযুক্ত হইয়াছে. সে আমার হুকুম অমান্য করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। কিন্তু সুন্দরি! তুমি কি কেবল সামান্য কৌতূহলে এই সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কিংবা তোমার আর কোন গুরুতর অভিপ্রায় আছে?"

রমণী উত্তর করিল. "না প্রিয়তম গেব্রিল! কৌতূহল ভিন্ন আমার আর কোন অভিপ্রায় নাই।"

গাড়ীখানা থামিল, রমণী এই সময় ফ্লোরিমেলের মাথার উপর একখানা রুমাল ঢাকা দিয়া কণ্ঠদেশের সহিত এরূপভাবে বাঁধিয়া দিল যে, কোন দিকে একটুও ফাঁক রহিল না, রুমালখানা দুই ধারে খানিক খানিক ঝুলিয়া রহিল।

এই সময় পলিনের অনুরাগ মনে পড়িল, সেই পূর্ব্বের রহস্য-রজনীর বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িল, কম্পিতকণ্ঠে লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি এই ভাবেই তুমি আমাকে সেই অন্ধকার রহস্যপূর্ণ প্রেমালাপ-নিকেতনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর?"

সুকোমল-স্বরে রমণী উত্তর করিল, "হাঁ, সেই স্থানে আবার তোমাকে লইয়া যাইতে আমার ইচ্ছা।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া রমণী আবার বলিল, "যদি তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়।"

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "সুন্দরি! মনোমোহিনি! তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার সানুরাগ মোহনমন্ত্রে আমি এককালে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।"—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অনিচ্ছাক্রমে তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল, "আর পলিন্!"

এই সময় সেই দীর্ঘাকার পদাতিক গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, অজ্ঞাত-রমণী সহসা কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনে আপন বদন আবৃত করিয়া শকট হইতে নামিল এবং হাত ধরিয়া লর্ড ফ্লোরিমেলকে নামাইল। উদ্যানের প্রাচীর-সংলগ্ন একটা দরজা খুলিয়া গেল। পদাতিক সেই অবসরে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে উঠিয়া বসিল, চতুর ছোকরা চাকর রাও গাড়ীর নীচে হইতে ধীরে ধীরে লাফাইয়া পড়িয়া, সর্প যেমন শাঁ শাঁ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ নিঃশব্দে চুপি চুপি উদ্যানের বৃক্ষান্তরালে লুকাইল; গাড়ীখানা দ্রুতবেগে অন্যদিকে চলিয়া গেল। বাগানের দরজা বন্ধ করিয়া রমণী ও লর্ড ফ্লোরিমেল উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাও কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিল না; বাগানের দরজা বন্ধ হইলে সে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল, চক্ষের নিমিষে অন্য ধারে গিয়া দাঁড়াইল, সাবধানে

ধীরে ধীরে উদ্যানের পথ বাহিয়া অদেখা হইয়া ধীরে ধীরে চলিল; লেডী ও লর্ড ফ্লোরিমেলের দিকে তাহার দৃষ্টি চন্দ্রালোকে অবিচলিত লর্ডের হস্ত ধারণ করিয়া পথপ্রদর্শিকারূপে রমণী অগ্রে অগ্রে চলিল। উদ্যানের মধ্যস্থলে অট্টালিকা। রাও সেই অট্টালিকাটি ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল না, দুই মিনিটের মধ্যে লেডী ও লর্ড সেই সুপ্রশস্ত নিকেতনের একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময় হঠাৎ আকাশে মেঘোদয় হইয়া চন্দ্রমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল, বাড়ীখানা ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। লেডী সেই সময় পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র দ্বার খুলিল, চতুরতা ও উপস্থিতবুদ্ধির প্রভাবে রাও নিঃশব্দে সেই ক্ষুদ্রদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বার খুলিবার সময় রমণী একবার লর্ড ফ্লোরিমেলের হাত ছাড়িয়া দিয়াছিল, দ্বার মুক্ত হইলে সে বলিল, "গেব্রিল! আবার তোমার হাত দাও, যে গৃহকে তুমি নিজে প্রেম-রহস্যের বৈঠকখানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, আইস, সেই বৈঠকখানায় তোমাকে লইয়া যাই।"

রাও সেই রমণীর নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, রমণীর কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে বুঝিল, যে ঘরে উঁহারা যাইবেন, সে ঘরটা অন্ধকার। পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়সংকল্প হইয়া সে আপন মত্‌লব মনে মনে আঁটিয়া লইল।

বিলক্ষণ সুবিধা। বাড়ীর ভিতর নিবিড় অন্ধকার। লর্ড এবং লেডী সেই অন্ধকারে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। লর্ড ফ্লোরিমেলের চক্ষু বাঁধা, রমণীর মুখে কৃষ্ণবর্ণ ঘোমটা! তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বালক ভৃত্য গুঁড়ি মারিয়া তাঁহাদের নিকটে লুক্কায়িত, অর্দ্ধপথে জানিতে পারিল, উপরে উঠিবার সিঁড়ি, কার্পেট-মোড়া ধাপ, যাঁহারা উঠিবেন, তাঁহাদের কাছে কাছে বেশ যাইতে পারিবে, এইরূপ স্থির করিল। লেডীর সহিত লর্ড সিঁড়ি বাহিয়া চলিলেন; পশ্চাতে পশ্চাতে রাও। অতি নিকটেও যায় না, অধিক দূরেও যায় না, স্থূল কার্পেট, পদশব্দও হয় না, বেশ ধীরে ধীরে চলিতেছে; গুপ্তচর যেমন শত্রুর অনুসরণ করে, ঠিক সেইরূপ।

ক্রমে ক্রমে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া রমণীর সহিত লর্ড ফ্লোরিমেল উপরের চাতালে উঠিলেন। বৈঠকখানার দরজা বন্ধ ছিল, খোলা হইবামাত্র সুচতুর রাও গুঁড়ি মারিয়া নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পাশে লুকাইল। তাহার পর নায়ক-নায়িকা প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গৃহ অন্ধকার; কিন্তু বায়ু সুবাসিত।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর ব্যাপার

ভয়ঙ্কর! এইখানে আমরা ক্ষণেকের জন্য উপস্থিত বৃত্তান্ত স্থগিত রাখিয়া একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলিব।

লেডীর গাড়ীখানা যখন হাইড পার্ক হইতে বাজার দিকে ছুটিয়া আইসে, সেই সময় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সহরতলীর উত্তরাংশের একটা অপ্রশস্ত গলীর ভিতর দিয়া একজন লোক চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিতেছিল। সেই দিকে একটা গীর্জ্জার প্রাচীর।

সেই লোকটার নাবিকের বেশ, অঙ্গবস্ত্র মলিন, মাথায় একটা চওড়া কিনারাদার টুপী। মুখখানা পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, চাউনি ফ্যালফেলে, ঠোঁট দুখানা দুই ভাগে বিভক্ত, যেন দারুণ পিপাসায় আরক্ত। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, তাহার অন্তঃকরণমধ্যে মহাভয় তরঙ্গিত হইতেছে। সেই লোক যতই গোরস্থানের ফটকের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার আতঙ্কবৃদ্ধি, মুখখানা ততই অধিক পরিমাণে রক্তশূন্য। লোকটার আকৃতি-প্রকৃতিতে বোধ হইল, তাহার ভাগ্যে কি এক ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সেই জন্যই মনোমধ্যে সাংঘাতিক যন্ত্রণা।

লোকটার গায়ের জ্যাকেটের ভিতর একখানা কোদাল ছিল, সে দুই তিন-বার সেই কোদালখানা বাহির করিয়া, সভয়-নয়নে দেখিয়া দেখিয়া, দূর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তখন যেন তাহার আতঙ্কটা কতক পরিমাণে কমিয়া আসিল।

আবার আতঙ্কবৃদ্ধি। মনের ভিতর যেন কামারের জাঁতা পিষিতে লাগিল। কোদালখানা আবার তুলিয়া লইবার জন্য লোকটা একবার হেঁট হইল, পাগ-লের মত মোরিয়া হইয়া সেই গলীর ভিতর দিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

আকাশে চন্দ্র তখন তরল মেঘের ভিতর দিয়া অল্প অল্প কিরণ বর্ষণ করি-তেছে। লোকটা ক্রমে ক্রমে গোরস্থানের ফটকের কাছে পৌছিল, রেলের উপর ঠেস দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। দুই চক্ষে দর দর জলধারা। বোধ হইল যেন, তাহার হৃদয়ের সমস্ত ফোয়ারা ছুটিয়া গিয়াছে।

মৃদু জ্যোৎস্নায় পুরাতন গীর্জ্জার দ্বার, গবাক্ষ, রেলিং, গোরস্থান, সমাধিস্তম্ভ

প্রভৃতি সমস্তই ধূসরবর্ণ, বোধ হইতেছে যেন, স্থানটা হাঁ করিয়া স্তম্ভগুলা গ্রাস করিতে উদ্যত।

স্থানটা নিস্তব্ধ, ভয়ানক নিশুব্ধ ; সে স্থানের বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। যদি কোন নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব পথিক লোক সেই সময় সেই গোরস্থানের রেলের গায়ে ঠেস দিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দাঁড়ায়, বাতাসের শীতলতায় তাহার অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়।

গ্রহবৈগুণ্যবশে একটা লোক গোরস্থানের রেল ধরিয়া যন্ত্রণাকুল উদাস-নয়নে এক একবার ভিতরদিকে চাহিতেছে, ভয়ে ভয়ে কাঁপিতেছে, এক এক-বার পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না ; সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি দুই দিকে তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকটা গোরস্থানের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। ভ্রমণ করিতেছে,পদ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতেছে না, সমাধিস্তম্ভের পাথরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে ; গলীর ভিতর যদি মানুষের পদশব্দ শ্রবণ করে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া পাথরের উপর পড়িয়া যায় ; বাহিরে যদি কুকুর ডাকে, সেই শব্দে শিহরিয়া উঠে, অনেকক্ষণ অচল হইয়া থাকে, কুকুর-রব নিস্তব্ধ হইলে আবার চলিতে আরম্ভ করে। পাথরের উপর দিয়াই গতি, পাছে টক্কর খাইয়া পড়ে, সেই ভয়ে পদাঙ্গুলি দ্বারা একগাছি তৃণাগ্রও স্পর্শ করিতেছে না। চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে তাহার ওষ্ঠপুট হইতে দারুণ ভীতিসূচক, অস্পষ্ট, কম্পিত অর্দ্ধোক্তি বিনির্গত হইতেছে।

মানসিক কল্পনায় লোকটা যেন দেখিতে পাইল, একটা সমাধিস্তম্ভের পার্শ্ব-দেশে এক মনুষ্যমূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই মূর্ত্তি যেন একবার একখানা অর্দ্ধবক্র প্রস্তরের অন্তরাল হইতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল, ভৌতিক আতঙ্কে লোকটা শিরায় শিরায় কম্পিত হইল, ভীষণ যন্ত্রণামূলক সংশয়ে তাহার শরীরের রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল।

লোকটা কেন এমন করিয়া গোরস্থানে ঘুরিতেছে ? নির্জীব মনুষ্যেরা যে সকল প্রস্তরের নিম্নদেশে চির-নিদ্রায় অভিভূত, সেই সকল প্রস্তরের মধ্যে কোন একটা প্রস্তর সে কি অন্বেষণ করে ? কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্তম্ভের নিকটে উপস্থিত হওয়া কি তাহার ইচ্ছা ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। কিন্তু, ভ্রমণ করিতে করিতে লোকটা এক জায়গায় গিয়া থামিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল ; কোন প্রকার ভয় পাইয়া দাঁড়াইল না, লক্ষ্যস্থল পাইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসেই যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল।

লোকটা যেখানে দাঁড়াইল, তাহার অদূরেই একটা নূতন গোর, চারিদিকে আল্‌গা আল্‌গা মৃত্তিকা, কর্দ্দম স্তূপীকৃত,মাটীগুলা ভাল করিয়া চৌরস করিবার জন্য কেহই কষ্ট স্বীকার করে নাই। নিশ্চয়ই কোন গরীব লোক মরিয়াছে, স্ত্রী হউক কিংবা পুরুষ হউক,সম্প্রতি এইখানে অযত্নে তাহার গোর হইয়াছে, গীর্জ্জা-মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট রক্ষকও এই নব-সমাধির বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান করে নাই।

একটা সমাধি-স্তম্ভের চতুষ্কোণ প্রস্তরের নিকটেই সেই নূতন গোর; লোকটা সেই নূতন গোরের নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল সেই গোর নিরীক্ষণ করিল; কেবল ভাসা ভাসা নিরীক্ষণ নহে, হস্ত দ্বারা এধার ওধার স্পর্শ করিয়া গভীর চিন্তাকুল-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। স্পর্শ করিতে করিতে হঠাৎ একটা শীতল পদার্থের উপর তাহার অঙ্গুলী স্পর্শ করিল, ভয়ে শিহরিয়া লোকটা সেইখানে ঝুঁকিয়া পড়িল, গাত্র রোমাঞ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে কম্প, ঘর্ম্মধারা। ক্ষণেক পরে একটু সামলাইয়া পুনর্ব্বার সেই অজ্ঞাত পদার্থের উপর হস্তার্পণ করিল, বুঝিল, নূতন গোরের সিক্ত মৃত্তিকার উপর যেন একগাছা তার রহিয়াছে।

হাঁ, সত্যই একগাছা তার। লোকটা অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে সেই তারগাছটি ধরিল, এদিকে ওদিকে কোন দিকেই সঞ্চালন করিল না, পকেট হইতে একখানা কাঁচি বাহির করিয়া সেই তারগাছটা দুই খণ্ড করিয়া কাটিল; এই কার্য্য সমাধা হইলে সচ্ছন্দে তাহার নিশ্বাস পড়িল।

যেখানে কাটা হইল,তাহার দুই দিকের দুই খণ্ড তার নির্ভয়ে তুলিয়া লইয়া, হস্তপেষণে গোলাকারে পরিণত করিয়া লোকটা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল।

লোকটা অতঃপর কোদালখানা বাহির করিয়া সেই নূতন গোর খুঁড়িতে আরম্ভ করিল, বড় বড় মাটীর চাপ সরাইয়া সরাইয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলিল; অভ্যস্ত খনকেরা যত শীঘ্র এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করে, লোকটা তদপেক্ষাও অল্প সময়ে এই কার্য্য সম্পাদন করিল।

ঘন ঘন কোদাল চালাইয়া লোকটা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহার শরীরে ঘর্ম্মধারা বহিতে লাগিল, সেই শ্রমের ফলে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য হাসিল। কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার মনে অতুল আনন্দ, মহা উৎসাহ, অন্তরে জয়োল্লাস।

অবশেষে শবাধার সিন্দুকের গায়ে কোদালখানা ঠেকিল, গহ্বর হইতে যেন সুমধুর বাদ্যধ্বনি খনকের কর্ণে প্রবেশিল, গভীর অন্ধকারে তাহার দুই চক্ষু যেন ব্যাঘ্রনেত্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

কফিনের ডালার উপর যত মাটী ঢাকা ছিল, লোকটা কোদালের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র তৎসমস্ত তফাৎ করিয়া অক্লেশে কফিনটা টানিয়া উপরে তুলিল।

চন্দ্র এতক্ষণ যেরূপ মৃদু কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, মেঘ সরিয়া যাওয়াতে এখন তদপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল হইল, সমাধিস্তম্ভগুলি ও পুরাতন গীর্জ্জামন্দির অনেকটা পরিষ্কার দেখাইতে লাগিল, গোর-খনক এই সময় অক্লেশে কফিনের ডালাটা খুলিয়া ফেলিল।

লোকটার আশা পূর্ণ হইল না. সিন্দুকটা আবার সেই গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া দিবে, এইরূপ মনে করিতেছিল, পরক্ষণেই আবার সে সঙ্কল্পটা তিরোহিত হইয়া গেল, আর একটা ভয়ানক কল্পনা তাহার মনোমধ্যে সমুদিত।

আবরণ উন্মুক্ত হইলে, আচ্ছাদনবসন বিচ্ছিন্ন হইলে, উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে কফিনমধ্যস্থ শবের মুখ দৃষ্টিগোচর হইল।

শবের বিকট বদন দর্শন করিয়া লোকটার মনে হঠাৎ এরূপ শঙ্কার সঞ্চার হইল যে, গোরের গহ্বরমধ্যে পড়িয়া যায় যায় এইরূপ লক্ষণ, কিন্তু তখনই আবার নূতন সাহসে বলীয়ান্ হইয়া লম্ফে লম্ফে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইল, কফিনের পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে সেই শ্বেতপ্রস্তরবৎ মৃতমুখ অবলোকন করিতে লাগিল। এক মিনিট অপেক্ষাও অধিকক্ষণ ঐরূপ অবলোকন।

মুখখানি কাহার? প্রথমে ঐ নর-রাক্ষসের মনে কল্পনা-কুহকে যেরূপ আশা ও সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, এখন তাহা বিদূরিত হইয়া গেল, জীবনকালে যে মুখ সে ভালবাসিত, যে মুখ সে চুম্বন করিত, সেই মুখখানি।

লোকটা অলৌকিক চীৎকার করিয়া চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এই সময়ে আবার হঠাৎ চন্দ্রমণ্ডল মেঘে ঢাকিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইল, লোকটা আবার মর্ম্মান্তিক চীৎকারধ্বনি করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। হাত দুখানা মরা-মানুষের হাতের মতন ঝুলিয়া পড়িল। পরক্ষণেই বাক্‌রোধ, নিশ্বাস-রোধ, দেহ অচল. কিন্তু মাথার ভিতর সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা।

মূর্চ্ছা,—শবদেহের পার্শ্বে সেই লোক আকস্মিক মূর্চ্ছাপন্ন। ক্ষণ পরেই মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল, লোকটা আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আকাশের মেঘ আবার সরিয়া গেল, চন্দ্র-নক্ষত্র আবার প্রকাশ পাইল. জ্যোৎস্নালোকে শবের বদন নিরীক্ষণ করিয়া লোকটা আবার মহাতঙ্কে বিহ্বল।

হাউইবাজী শূন্যে উঠিলে তাহা হইতে যেমন অগণ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া নিপতিত হয়, লোকটার মনের ভিতর তখন সেইরূপ অগণ্য ঘটনা ও পূর্ব্বস্মৃতি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

লোকটা আবার বসিয়া পড়িল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, দুই চক্ষে

অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী!"

হাঁ, সত্যই তাহার স্ত্রী। কিরূপে মরিয়াছে, কবে মরিয়াছে, সে তাহা জানিত না। সে জানিত, জীবিতাবস্থায় পুনরায় আপন স্ত্রীকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু হায়! এখন ভীষণ গোরস্থানে সেই স্ত্রীর মৃতদেহ দেখিতে হইল!

ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণে সেই বিভীষণ লোকের ভীষণ প্রকৃতি অনেকটা শান্ত হইল। কফিনের উপর মৃতদেহের বক্ষে সে আছাড় খাইয়া পড়িল, জীবনশূন্য পত্নীর বদনে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিল, চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত অশ্রু-বিসর্জ্জন। কাতরে গুঞ্জনস্বরে বলিল, "হায় হায়! অনাহারে তুমি মরিয়াছ! নিশ্চয়ই অনাহার! মরণের পূর্ব্বক্ষণেও তোমার মুখমণ্ডল রক্তমাংসশূন্য হইয়াছিল! অধিকন্তু, গরীবের কফিন; গরীবের কফিনে তোমার গোর হইয়াছিল! হায় হায়! সমাধি-গহ্বরেও দরিদ্রতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল!"

লোকটা খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার নেত্রপুট অবিচ্ছেদে মৃতদেহের উপর বিনিক্ষিপ্ত।

ক্ষণপরে মৌনভঙ্গ করিয়া সেই লোক তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল, "অভাগিনি! যাহারা তোমাকে খুন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে উচিতমত প্রতিফল দিব; ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই প্রতিফল দিব! যে প্রণালীতে এই প্রকার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেই প্রণালীর মস্তকে সহস্র সহস্র অভিসম্পাত! জনকতক প্রিয়-পাত্র সুখে থাকে, কোটি কোটি দরিদ্র-সন্তান অনাহারে মরে! ইংরাজী সভ্যতার এই পরিণাম! আমার প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই আমি প্রতিশোধ লইব! ঈশ্বর আমাকে মনুষ্যরূপে সৃজন করিয়াছেন, এই পৃথিবীতে আমি রাক্ষস; যত দিন নিষ্ঠুর সমাজের প্রতিশোধ লইতে না পারি, তত দিন আমি রাক্ষস-মূর্ত্তিতেই এই সমাজে বিচরণ করিব! হায় হায়! আমাদের পুত্রকন্যাগুলি কোথায়? আমি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিব;—হয় গরীবের শ্রমনিবাসে, না হয় কোন গৃহস্থের দ্বারদেশে, না হয় সঙ্কীর্ণ রাজপথের একপ্রান্তে, না হয় কারাগারে, যেখানে তাহারা থাকে, খুঁজিয়া বাহির করিব। কেন না, নিরাশ্রয়, অনাথ, গরীব লোকের সন্তানেরা ঐ সকল স্থানেই বিনা দোষে স্থান প্রাপ্ত হয়! হায় হায়! যাহারা কোন দোষ করে না, দারিদ্র্য-পীড়নে যাহারা নিত্য নিত্য উপবাস করে, ইংরাজের সভ্য-সমাজে তাহাদের এইরূপ দুর্গতি! হা জগদীশ্বর! কত দিন আর ইংলণ্ডরাজ্যে, এই দুর্নীতির আধিপত্য থাকিবে? কত দিনে এই নিষ্ঠুর নীতির উন্মূলন হইবে?"

দুই হস্তে মুখ চক্ষু ঢাকিয়া অভাগা সেই শব-সিন্দুকের পার্শ্বে নীরবে বসিয়া ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিল।

শবের বদনে শেষ-চুম্বন করিয়া, শবের গাত্রে শেষ অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিয়া, বের প্রতি শেষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই হতভাগ্য লোকটা ত্বরিতপদে উঠিয়া াড়াইল, শব-সিন্দুকটা গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল, সিন্দুকের উপর যে প্রকারে াটী ঢাকা ছিল, শীঘ্র শীঘ্র সেই প্রকারে ঢাকা দিয়া ফেলিল।

এই কার্য্য শেষ করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল, অতঃপর সেই নরপিশাচ গারস্থান হইতে বাহির হইয়া গলীপথে প্রবেশ করিল, অন্য দিকে চলিয়া গল। কোথায় গেল, কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছিল, কি কারণেই বা াত্রিকালে সমাধিক্ষেত্রে তাদৃশ ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিল, সে সকল কথা এখন আমরা বলিব না, এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, এই লোকের সহিত পুনর্ব্বার াঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইবে।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

---:*:---

লর্ড ফ্লোরিমেল এবং অজ্ঞাত-রমণী

আমরা এক্ষণে সেই অন্ধকার প্রেমকক্ষের ঘটনাবলী বর্ণন করিব। লর্ড ফ্লোরিমেল দ্বিতীয়বার সেই সুসজ্জিত প্রেমকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকর সেই গৃহমধ্যে আসিয়া লুকাইয়া আছে, তাহার মনিব অথবা অজ্ঞাত-রমণী তাহা কিছুই জানেন না।

টেবিলের সম্মুখবর্ত্তী সোফার উপর লর্ড ফ্লোরিমেল এবং অজ্ঞাত-রমণী পাশাপাশি উপবেশন করিয়াছেন। গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া লর্ড বাহাদুর সে সুন্দরীর অবয়ব দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু মানসচক্ষে কল্পনা-প্রভাবে তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্য অবলোকন করিতেছেন। সুন্দরীর বক্ষঃস্থল অর্দ্ধাবৃত, কোমল বাহুযুগল অনাবৃত, উভয়ের বক্ষঃস্থল পরস্পর সংলগ্ন, রমণী প্রেমাদরে প্রেম-নায়কের কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিতেছে। ঝটিকাবসানে মহাসাগরে যেমন অল্প অল্প তরঙ্গ হয়, প্রেমাবেশে কামিনীর উন্নত স্তনযুগল সেইরূপ অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে, প্রেমলিপ্সায় নায়কের অঙ্কদেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, নায়কও কামমদে বিমোহিত।

কামিনীর প্রেমালিঙ্গনে কামুক লর্ড করস্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অনুভব করিয়া লইতেছেন, পলিনের প্রতিমা তাঁহার হৃদয়-দর্পণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, সুখ-সম্ভোগের আশায় অপরাপর সুখে এখন তিনি বিভ্রান্ত।

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। পরিশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া রমণী বলিল, "গেব্রিল! প্রিয়তম গেব্রিল! আমি তোমাকে ভালবাসি: ভাল যদি না বাসিতাম, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মিলনের নিমিত্ত এতটা ব্যগ্রতা দেখাইতাম না। গেব্রিল! আমি তোমাকে ভালবাসি, ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ?"

'চুম্বনের আস্বাদন তখন পর্য্যন্ত লর্ড বাহাদুরের অধরোষ্ঠে সুধা দান করিতেছিল। সানন্দে, সাগ্রহে তিনি বলিলেন, "হাঁ প্রিয়তমে! আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

রমণী বলিল, "হাঁ, যথার্থই আমি তোমাকে ভালবাসি; হাঁ, ভালবাসি, সেই ভালবাসার প্রমাণ আমি দেখাইতে পারি; যতদূর আমার সাধ্য, তোমাকে ততদূর সন্তোষ প্রদান করিয়া প্রমাণ দেখাইব, ইহাই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সুন্দরি! বুঝিয়াছি, তুমি পরম দয়াবতী; এখন আমার এইমাত্র মিনতি যে, দয়া করিয়া তোমার নামটি আমাকে বল, আর তোমার মুখখানি আমাকে দেখাও।"

প্রসঙ্গটা ভুলাইবার মত লবে নায়ককে চুম্বন করিয়া সুমধুরস্বরে রমণী বলিল, "এখন নয়, এখন নয়; যে দিন আমি তোমার কাছে সমস্ত পরিচয় প্রকাশ করিব, সে দিনও অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গেব্রিল! আমি—"

সব কথা না শুনিয়াই ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সুন্দরি! না না, বৃথা কৌতূহলবশে আমি তোমার পরিচয় জানিতে চাহিতেছি, এমন মনে করিও না। তুমি কে,—যেই হও, তাহা আমি জানিতে চাহিতেছি না, কেবল তোমার মুখখানি আমি দেখিতে চাই। বুঝিয়াছি তুমি সুন্দরী,—পরমা সুন্দরী, তোমার হৃদয়স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে আমি অনুভব করিতেছি, তুমি অনুপমা সুন্দরী; কেন না, যেরূপ গাঢ় অনুরাগ তুমি দেখাইতেছ, অনুপম রূপবতী না হইলে এরূপ অনুরাগ অপর কেহ দেখাইতে পারে না।"

আরও নিকটে সরিয়া বসিয়া, নাগরের বক্ষে বক্ষ দিয়া অজ্ঞাত-কামিনী মধুরস্বরে বলিল, "গেব্রিল! অবিলম্বেই তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে, কে আমি, তাহাও জানিতে পারিবে, আমার যত কিছু গুহ্য বৃত্তান্ত আছে, সমস্তই তোমাকে বলিব। এখন বল, আমার ভালবাসার প্রমাণ তোমাকে আমি কি দেখাইতে পারি? আর বল, আমি তোমার প্রেমাধিকারিণী হইতে পারি কি না? যদি তোমার প্রেমে সুখী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহাও বল। গেব্রিল! ধন-দান করিয়া যদি আমি তোমার সন্তোষ-সাধন করিতে পারি, তাহাও বল। আমি ধনবতী,—প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী আমি, তোমার উপকারের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ আমি দান করিতে প্রস্তুত।"

সুন্দরীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সরলে! তোমার সদাশয়তা, তোমার বদান্যতার জন্য সহস্র ধন্যবাদ; কিন্তু সুন্দরি! টাকার আমার প্রয়োজন নাই; তুমি জানো, আমিও একজন ধনবান্; ন্যূনাধিক পরিমাণে তুমি আমার পরিচয় পরিজ্ঞাত—"

প্রেমানুরাগে কম্পিতকণ্ঠে সুমধুর-গুঞ্জনে প্রেমিকা বলিল, "প্রিয়তম গেব্রিল! এখন তুমি ধনবান্, তাহা সত্য, তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার বর্ত্তমান সৌভাগ্য চঞ্চল হইবার আশঙ্কা ঘটিতেছে না কি?"

এই প্রশ্নটা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র লর্ড ফ্লোরিমেল কম্পিত-কলেবরে চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, কে এ রমণী? আমার বৈষয়িক দুরূপে

গুহ্যতত্ত্ব এ রমণী কেমন করিয়া জানিল? কে এ? এত নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে ইহার জ্ঞাতসার হইল?

যে স্বরে লর্ড এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই স্বরের পরিবর্ত্তন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বৈষয়িক অবস্থা তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছ?"

রমণী বলিল, "সে কথা তুমি এখন আমায় জিজ্ঞাসা করিও না। আমি কে, তাহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে ঐরূপ প্রশ্ন করিতে না। কিরূপে জানিয়াছি, কাহার মুখে শুনিয়াছি, তাহা তোমার এখন জানিবার দরকার নাই। ফল কথা, আমি তোমাকে ভালবাসি, যাহাতে তোমার ভাল হয়, সর্ব্বপ্রকারে সেই ইচ্ছাই আমার। দুঃসময়ে তোমার উপকার করিতে পারিলে আমি সুখী হইব, ইহাই আমার মনের কথা।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "সুন্দরি! কে তুমি? তোমাকে চিনিতে পারা ভার! তোমার রূপ যেমন চমৎকার, ক্রিয়াও তদ্রূপ চমৎকার। আমার বোধ হয়, তুমি পরীরাজ্যের পরীরাণী, কৌতুকে মায়া করিয়া আমার প্রতি সদয় হইতে আসিয়াছ; অথবা তুমি স্বর্গরাজ্যের কোন দেবকন্যা, আমার মত সামান্য মানবের প্রতি কৃপা করিয়া এই মর্ত্ত্যধামে নামিয়া আসিয়াছ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ও ধন্যবাদ-প্রদান আমার অসাধ্য। আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না; কে তুমি, কি তুমি, বুঝিতেও পারিতেছি না; কেবল এইটুকু বুঝিতেছি যে, আমাকে ভুলাইবার মোহিনী শক্তিতে তুমি অদ্বিতীয়া। হে অজ্ঞাত-মনোমোহিনি! প্রেমের উদ্দীপনায় তুমি আমাকে স্বর্গীয় সুখ প্রদান করিতেছ।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে কুমারী পলিন্‌কে একবার মনে পড়িল, অবিশ্বাসী ফ্লোরিমেলের অন্তরে একবার যন্ত্রণানল জ্বলিল, কিন্তু তখনই সমস্তই ভুল। পলিন্‌কে তিনি ভুলিলেন, আপনার অঙ্গীকার ভুলিলেন, ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ভুলিলেন, বিশুদ্ধ প্রণয়ভাব ভুলিলেন; সোহাগে অজ্ঞাত-কামিনীর অর্দ্ধাবৃত স্তনযুগলে বক্ষ পেষণ করিয়া ঘন ঘন তাহার অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া মনে মনে তিনি কত কি চিন্তা করিলেন, মোহিনীর মোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া, অর্থদানের অঙ্গীকারে উল্লাসিত হইয়া অবশেষে গদগদস্বরে বলিলেন, "প্রেমময়ি! আদরিণি! প্রার্থনীয়া মোহিনি! অঙ্গীকার কর, শীঘ্রই যেন আমাদের পুনর্ম্মিলন হয়। অহো! এ কথাই বা কি ক্ষ? আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি স্বাধীন, তুমিও ও আমাদের বিচ্ছেদ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।"

কম্পিত-কণ্ঠে রমণী বলিল, "বল কি গেব্রিল? তোমার ও কথার অর্থ কি? আমি স্বাধীনা, এ কথা সত্য, কিন্তু তুমি? -তুমি তোমার নিজের প্রভু নও, কিসে তুমি স্বাধীন?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বল দেখি গৌরবিণি! কেন আমি নিজে নিজের প্রভু নই?"

ঈর্ষা-বিজড়িত-স্বরে রমণী উত্তর করিল, "গাড়ীতে আসিবার সময় তুমি নিজমুখেই আমাকে বলিয়াছ, কুমারী পলিন্ ক্লারেণ্ডনকে তুমি ভালবাস।"

প্রেমমধুপানে কামুক ফ্লোরিমেল এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কি বলিতেছেন, সে দিকে মনোযোগ না রাখিয়া অকস্মাৎ তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি পরমা সুন্দরী, তুমি মোহিনী, তোমার তুল্য সুন্দরী নাই, তোমার মোহন মন্ত্রে আমি বিমোহিত; তুমি ভিন্ন আর কোথাও আমার মনোমত প্রেমিকা আছে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।"

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে মধুর-গুঞ্জনে রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার, কুমারী পলিনের প্রেম বিস্মৃত হইয়া সেই প্রেম আমাকে অর্পণ করিবে?"

ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "পরমেশ্বরের নাম করিয়া আমি বলিতেছি, প্রাণের সহিত তোমাকেই আমি ভালবাসিয়াছি। কল্পনায় তোমার যে মধুর রূপ-লাবণ্য আমি ভাবনা করি, মুক্তনেত্রে সেই রূপ দর্শন করিলে, তোমার মুখখানি একবার দেখিতে পাইলে, আর কেহই আমার প্রাণে স্থান পাইবে না; তুমি অপরূপ সুন্দরী, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।"

সুকোমল-কণ্ঠে প্রশান্তস্বরে রমণী বলিল, "এখন আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না। কল্পনায় আমার মুখখানি তুমি যেমন সুন্দর দেখ, বাস্তবিক সেইরূপ সুন্দর,—পরম সুন্দর; হাত বুলাইয়া তুমি বুঝিতেছ, আমার মস্তকের কেশগুচ্ছ মোলায়েম; হাঁ, আমার কেশ সুদীর্ঘ, সুচিক্কণ; আমার ললাট প্রশস্ত, মসৃণ; আমার অধর সুকোমল, নিটোল; আমার দন্তপাঁতি মুক্তার ন্যায় শুভ্র, গণনায় একটিও কম নয়, একটিও মন্দ নয়; আমার নিশ্বাস অবশ্যই তুমি অনুভব করিয়াছ, সর্ব্বক্ষণ সুবাসিত—"

প্রেমাদরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ, বসন্তকালে গোলাপ ও মধুপুষ্প বিকসিত হইলে যেমন সুগন্ধ-বিস্তার হয়, সেইরূপ সুস্নিগ্ধ সুবাস।"

সর্পবিষ যেমন চপলাগতিতে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হয়, সেইরূপে

প্রেমমোহিত হইয়া সুন্দরী বলিল, "তবে তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, কল্পনার চক্ষে আমাকে যেমন সুন্দরী দেখিতেছ, যথার্থই আমি সেইরূপ সুন্দরী।"

প্রেম-মোহিত ফ্লোরিমেল ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "হাঁ, তুমি পরমা সুন্দরী, ইহাতে আমার পূর্ণবিশ্বাস। যদি তুমি মানবীরূপিণী সয়তানী হও কিংবা যদি ছদ্মবেশধারিণী দেবকুমারী হও, উভয়ই আমার পক্ষে সমান; তুমি আমাকে নরকে লইয়া যাও কিংবা স্বর্গধামে লইয়া গিয়া সুখাসনে বসাও, উভয়ই আমার পক্ষে স্বর্গীয় সুখ। পলিন্ সুন্দরী বটে, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনায় সেরূপ কিছুই নয়। আমি তোমারই! আমি তোমারই!"

চতুরা বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে; লম্পট ফ্লোরিমেল নিঃসন্দেহ তাহার মোহন ফাঁদে পড়িয়াছেন। অনুরাগে আলিঙ্গন করিয়া স্বভাবসিদ্ধ মধুরগুঞ্জনে সে বলিল, "পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যদি তুমি আমাতে দেহ, প্রাণ সমর্পণ কর, পরিণামে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, কখনই অনুতাপ আসিবে না।"—এই বলিয়া প্রেমোন্মত্ত লম্পট দুর্জ্জয় রিপুবশে পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনীকে এতদূর কাকুতি-মিনতি করিলেন যে, কামিনী বুঝিল, আর কোন সন্দেহ নাই, সত্য সত্যই অকপট অনুরাগ। আর কথা-কাটাকাটি না করিয়া পরিশেষে মোহিনী বলিল, "হাঁ গেব্রিল! প্রিয়তম গেব্রিল! এখন আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম, এখন আমি তোমার পূর্ব্ব-প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারি, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি কারণে আমরা অবিচ্ছেদে সুখভোগ করিতে পারিব না? কেন আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিবে?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আমার উপপত্নী হইয়াই থাকো কিংবা বিবাহিতা পত্নী হইয়া চিরসঙ্গিনীই হও, যত দিন বাঁচিব, তত দিন তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হইবে না।"

মধুর-গুঞ্জনে মোহিনী পুনরুক্তি করিল, "পত্নী অথবা উপপত্নী! হাঁ ফ্লোরিমেল, আমি তোমার উপপত্নী হইবারই যোগ্য; কেন না, আমি তোমাপেক্ষা বয়সে বড়; কিন্তু আমার ইচ্ছা, তোমাকে বিবাহ করা। এখন বল, ফ্লোরিমেল। সত্য করিয়া বল, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে? তুমি আমাকে ধর্ম্ম-মন্দিরে বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে চিরসঙ্গিনী করিবে? আমাকে তোমার পদবীর অধিকারিণী করিবে?"

ফ্লোরিমেল উত্তর করিলেন, "তাহাতে যদি তুমি সুখী হও, আমাকে যদি সেই সঙ্গে সুখী কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বিবাহ করিব;—করিব—করিব—করিব!"

ত্বরিতস্বরে কামিনী বলিল, "আমিও বলিতেছি, যে বিপদ্ এক্ষণে তোমার মস্তকের উপর ঝুলিতেছে, সে বিপদ্ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব ;— হাঁ গেব্রিল। রক্ষা করিব—বিপদ্ হইতে রক্ষা করিব, তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিব, তোমার লর্ড উপাধি বজায় রাখিব। তোমার নামে সম্প্রতি যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, মূকুলেই সে মোকদ্দমা আমি নির্ম্মূল করিব।"

পুনরায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর! সুন্দরি! কে তুমি? নারীজাতির মধ্যে তোমাকে চিনিতে পারা যাইতেছে না, কে তুমি?"

রমণী তৎক্ষণাৎ বলিল, "কে আমি, এখন তাহা জানিবার দরকার নাই।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পুনর্ব্বার ঘন ঘন চুম্বনে সোহাগ জানাইয়া, মোহিনী পুনর্ব্বার বলিল, "গেব্রিল! তুমি আমাকে বিবাহ করিবে স্বীকার করিয়াছ,— উদ্বেগের কারণ নাই; আমি তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিব। একটি বিশেষ নিয়মে তোমাকে আমি আবদ্ধ রাখিতে চাই। লেখা-পড়া করিতে হইবে না, মুখের কথায় সেই নিয়ম আমি বলিয়া দিই। তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, মোকদ্দমার দায় হইতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। বিবাহ না করিলে মোকদ্দমায় তুমি হারিবে, সম্পত্তি হারাইবে, পদমর্য্যাদাও নষ্ট হইবে। আর একটি কথা,—আজ যেমন দয়া করিয়া তুমি আমাকে দেখা দিয়াছ, আগামী কল্য রজনীতেও এইরূপে একবার দর্শন দিয়া সুখী করিও। বিবাহ করা না করা, যেটা স্থির হয়, বিবেচনা করিয়া আমাকে জানাইও। জানাইবার উপায় আমি বলিয়া দিতেছি, যখন ইচ্ছা, তখনই সেই উপায়ে জানাইতে পারিবে।"

ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?"

রমণী উত্তর করিল, "তোমার উকীল মিষ্টার ব্রেস্-ওয়েলকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখ, উপস্থিত মোকদ্দমা আপোসে রফা করিবার বিষয়ে প্রস্তাব করিতে তুমি মত স্থির করিয়াছ।"

পুনরায় নূতন বিস্ময়ে আকৃষ্ট হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আমার উকীলকে তুমি জানো? তুমিও তাঁহাকে জানো, তিনিও তোমাকে জানেন? তোমার সঙ্গে তবে তাঁহার চিঠি-পত্র অবশ্যই লেখালেখি হইয়াছে। যেরূপ চিঠি লেখার কথা তুমি বলিলে, সেই উকীলের দ্বারা না হইলে কিরূপে তুমি তদ্বিষয় জানিতে পারিয়াছ?"

রমণী উত্তর করিল, "গেব্রিল! আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, তোমার উকীল ব্রেস্-ওয়েলকে আমি চিনি না,—কেবল ইহাই নহে, জন্মাবধি আমি কখনই

তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই ; যদি কখনও দেখিয়া থাকি, তাহা আমার মনেও পড়ে না।"

কথাপ্রসঙ্গে অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে সব কথা তাঁহাকে আমি বলি, তাহা কি প্রকারে তোমার কর্ণগোচর হয় ?"

রমণী উত্তর করিল, "সম্প্রতিই হউক অথবা কিছু পূর্ব্বেই হউক, কবে তুমি তাঁহাকে কি বলিয়াছ, অন্য সূত্রে তাহা কি অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই ?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "ওঃ! বুঝিলাম,—হাঁ, সত্য ; মোকদ্দমা রক্ষা করা আমার ইচ্ছা, এ কথা অবশ্যই প্রতিপক্ষের গোচর হইয়া থাকিবে। ওঃ! আমার বিপক্ষগণের সহিত তোমার জানাশুনা থাকা কি সম্ভব ?"

অবিচলিত-স্বরে রমণী বলিল, "অমন মনে করিও না। তাহারা আমাকে জানে না। কিন্তু কি সূত্রে উহা আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন ? তুমি বুঝিতে পারিতেছ, আমি বহু রহস্যের ভাণ্ডার ; অনেক গুহ্যকথা আমার অন্তরে নিহিত আছে ; যে কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আমার কার্য্যকলাপ সমাবৃত, যে দিন, যে ঘণ্টায়, যে মিনিটে আমি তাহা উন্মোচন করিব, তাহার পূর্ব্বে কেহই তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিবে না। এখনকার কথা এই যে, তোমার বিপদে আমি সাহায্য করিব। যে নিয়ম আমি প্রস্তাব করিয়াছি, সেই নিয়মে তুমি সম্মত হইলে কদাচ আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না। প্রস্তাবিত বিষয়ে যদি তুমি ইতস্ততঃ কর, বোধ হয়, অবশ্যই করিবে, তাহা হইলে তোমার বিপক্ষেরা বিজয়লাভের আশায় প্রবল হইয়া উঠিবে। বিবেচনা করিতে যদি তোমার অধিক বিলম্ব হয়, এমন কি, দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়, বৎসরও যদি যায়, তথাপি অঙ্গীকারমত তোমার সাহায্য করিতে আমি পেছু-পা হইব না। যখনই তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার সাহায্য চাহিবে, তখনই আমি অঙ্গীকার পালন করিব। তোমার প্রতি আমার যে আন্তরিক ভালবাসা, তাহারও অন্যথা হইবে না। বুঝিয়াছ আমার কথা ?"

ফ্লোরিমেল বলিলেন, "প্রিয়তমে! ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি। অচিরেই আমি তোমার উপদেশমত কার্য্য করিব, কোন ভয় নাই ; সে বিষয়ে সন্দেহ করিও না, আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে না।"

নাগরের যতটা গাঢ় অনুরাগ, নাগরীর ততটা নয়। অবিচ্ছেদ মিলনে নাগরের প্রতিজ্ঞা, সে প্রতিজ্ঞায় নাগরীর বিশ্বাসও অল্প। নানা কথা কহিতে কহিতে নাগরী বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাইবে ; এখন চল, ঘণ্টাখানেকের জন্য ঐ সুখশয্যায় উভয়ের আলিঙ্গনে স্বর্গীয় সুখসম্ভোগে—"

উভয়ের ঘন ঘন মুখচুম্বনের শব্দে রমণীর শেষ কথাগুলি ঢাকা পড়িয়া গেল, শুনিতে পাওয়া গেল না।

* * * * * * *

নিকটস্থ গীর্জ্জার ঘড়ীতে রাত্রি চারিটা বাজা শব্দ শুনা গেল। নিশা প্রায় ভোর। নায়কের ক্রোড় হইতে নায়িকা উঠিয়া বসিল। লর্ড ফ্লোরিমেল নিদ্রাঘোরে তখন সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, রমণী তাঁহাকে তাড়াতাড়ি জাগাইল। সহসা জাগরিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি! বিচ্ছেদের সময় আসিয়াছে নাকি?"

রমণী বলিল, "হাঁ, শীঘ্র; মিনতি করি, আর দেরী করিও না।"

লর্ড ফ্লোরিমেল সত্বর হইয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন, উভয়েই সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে আপন আপন বসন পরিধান করিলেন; অতঃপর প্রিয়সম্ভাষণে রমণী বলিল, "প্রিয় গেব্রিল! যে প্রকার সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক, এক্ষণে সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিব।"

ফ্লোরিমেলের প্রেমবিহ্বলতা তখনও দূর হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার যাহা ইচ্ছা, তুমি তাহাই কর, আমি প্রস্তুত,—প্রফুল্ল-মনে প্রস্তুত।"

গুণ্ গুণ্ স্বরে গুটিকতক মিষ্টকথা বলিয়া মোহিনী রমণী একখানা রেশমী রুমালে লর্ড ফ্লোরিমেলের চক্ষু বন্ধন করিল, তাঁহার টুপীটি তাঁহার হস্তে দিল, তদনন্তর গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহির হইল; নায়কের হস্তধারণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল। দ্বার অনাবৃত রহিল। গৃহ যেমন অন্ধকার, বাহিরের বারাণ্ডা ও সিঁড়ির সোপানাবলীও সেইরূপ অন্ধকারে আবৃত, সুতরাং বালক ভৃত্য গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইল।

সিঁড়ির নীচে নামিয়া আসিয়া অজ্ঞাত-রমণী সম্মুখের দ্বার উদ্ঘাটন করিল, উপপতির হস্তধারণ পূর্ব্বক উদ্যানে প্রবেশিল, সম্মুখ-দরজা খোলা, রাও চুপি চুপি অলক্ষিতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে কুয়াসাচ্ছন্ন লতাকুঞ্জের অন্তরাল দিয়া প্রাচীর উলঙ্ঘন পূর্ব্বক বিড়ালের ন্যায় এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া পড়িল। মনিবের গৃহগমনের পূর্ব্বে গৃহে গিয়া উপস্থিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, মনিব যদি তাহাকে ডাকিয়া না পান, মহা সন্দেহ জন্মিবে, ইহা স্থির করিয়া রাও অগ্রেই দ্রুতপদে প্রস্থানের উপক্রম করিল; দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় নিকটে মনুষ্যের মৃদু কথোপকথন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একপার্শ্বে গা-ঢাকা হইয়া রহিল। চারিদিক্ অন্ধকারে

আবৃত, সেই অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, বালক সেই অবসরে রমণীর বাড়ীখানি সম্ভবমত দেখিয়া লইল, পুনর্ব্বার দেখিলে চিনিতে পারিবে, এইরূপ তাহার বিশ্বাস।

বাড়ী দেখা হইলে বালক দ্রুত চলিয়া রাস্তায় একখানা ঠিকা-গাড়ী দেখিতে পাইল, সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে পিকাডিলির প্রাসাদে গিয়া পৌঁছিল, অল্পক্ষণ পরে আর একখানা গাড়ী লর্ড ফ্লোরিমেলকে লইয়া প্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত।

বালক প্রস্থান করিবার অগ্রে যে মৃদু কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা সেই অজ্ঞাত-রমণীর ও লর্ড ফ্লোরিমেলের বিদায়-সম্ভাষণ। উদ্যান পার হইয়া ফটকের নিকটে আসিয়া রমণী মৃদুস্বরে ফ্লোরিমেলকে তাহার প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ করাইয়া দিল, পুনর্মিলনের ব্যবস্থাও বিজ্ঞাপন করিল, তাহার পর শকটারোহণে ফ্লোরিমেলের যাত্রা। শকটের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দীর্ঘাকার পদাতিক তাঁহাকে কোলে করিয়া শকটের মধ্যে বসাইয়া দিল, শকটের দরজা বন্ধ হইল, বেগগামী অশ্বেরা টপাটপ্ শব্দে ছুটিয়া চলিল।

গাড়ী চলিবার পূর্ব্বে বাড়ীখানা দেখিবার আশায় লর্ড বাহাদুর চক্ষের রুমাল খুলিয়া গাড়ীর খড়খড়ি খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, খুলিতে পারেন নাই, বাহিরদিক্ হইতে শক্ত করিয়া বাঁধা; অগত্যা তিনি অন্ধকারে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রজনীর আনন্দ অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। আনন্দ অনুধ্যানের অবসরে বিষাদ উপস্থিত, মানস-চক্ষে তখন তিনি পলিনের প্রতিমা অবলোকন করিলেন।

গাড়ী পিকাডিলি-প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইল, সেই পদাতিক গাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করিল, লর্ড ফ্লোরিমেল একলম্ফে অবরোহণ করিলেন, গাড়ী তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে রাস্তা কাঁপাইয়া গন্তব্য পথে ছুটিল। লর্ড বাহাদুর খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখনও একটু অন্ধকার, শকটের চক্রশব্দ ও অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু চলন্তী গাড়ীর আকার কিরূপ, তাহা দেখিতে পাইলেন না, হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

প্রাসাদের সদর-দরজা খোলা ছিল, রাও সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রভুর অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বালক ভৃত্যকে উষাকালে দরজায় দেখিয়া বিস্ময়ে লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! এখনও তুমি জাগিয়া আছ? শয়ন কর নাই?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বালক স্থিরভাবে উত্তর করিল, "মি লর্ড! ভাবিয়াছিলাম, আপনি আসিয়া আমাকে ডাকিবেন।"

বালকের মস্তকে হাত বুলাইয়া সাদরে লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "বেশ ছোকরা!"

প্রভুর করস্পর্শে বালক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মাভ্যন্তরে উত্তপ্ত শোণিত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল।

সদয়ভাবে লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "এ কি রাও! তুমি কাঁপিতেছ? আহা! এই শীত, ছেলেমানুষ, সমস্ত রাত্রি আমার জন্য তুমি জাগিয়া রহিয়াছ! দেখ, বারান্তরে আমি যদি বাহিরে যাই, দরোয়ানকে এইখানে থাকিতে বলিও, তুমি জাগিয়া থাকিও না।"

কম্পিত-কণ্ঠে বালক বলিল, "মি লর্ড! আপনার জন্য এইরূপে জাগিয়া বসিয়া থাকা আমার অতুল আনন্দ।"

লর্ড বাহাদুর পুনরায় বলিলেন, "তুমি বেশ ছোকরা, ভৃত্যরূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

বালক বলিল, "আপনার নিকটে চাকরী পাইয়া আমিও বড় সুখী হইয়াছি।"—এই কটি কথা বলিবার সময় বালকের কণ্ঠস্বরের যে বৈলক্ষণ্য ঘটিল, প্রভু তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বালকের হস্তে প্রজ্বলিত বাতী ছিল। লর্ড বাহাদুর বলিলেন, "বাতীটা আমার হস্তে দাও। এখন আর তোমাকে আমার কোন কার্য্য করিতে হইবে না। দেখ, আমি বলিতেছি, বারান্তরে আমার জন্য এরূপে তুমি বসিয়া থাকিও না। যাও, শয়ন কর গে।"

এই সকল কথা বলিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বালকের হস্ত হইতে বাতী লইয়া শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন, শয্যায় শয়ন করিয়া অজ্ঞাত-গৃহে অজ্ঞাত-রমণীর সঙ্গে নিশানন্দ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—পলিনের কাছে তিনি অবিশ্বাসী হইয়াছেন, মনে মনে অনুতাপ আসিতেছে, সুখ-স্বপ্নের সঙ্গে মানসিক অসুখ।

———

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

মার্কিণ বোম্বেটের দল

[ফাঁসীছেঁড়ো আসামী ফিলিপ রাম্‌সের আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে যাত্রা করিবার নিমিত্ত লিভারপুল বন্দরে জাহাজারোহণের পর এক মাস অতীত হইয়াছে।

ফিলিপ রাম্‌সের ইংলণ্ড-পরিত্যাগের কারণ আর্ল অব্ ডেস্‌বরার সক্রোধ শাসন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, এই ব্যক্তি গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড নাম ধারণ করিয়া, আমেরিকাবাসী পরিচয় দিয়া ডেস্‌বরা-প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছিল, হঠাৎ একখানা ছবি-দর্শনে তাহার সত্য-নাম বাহির হইয়া পড়ে, তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানোও হইয়াছিল, ঘটনাক্রমে ফাঁসদড়ী ছিঁড়িয়া প্রাণরক্ষা হয়; যখন পড়ে, তখন অচেতন; মৃতজ্ঞানে কবর দিবার আদেশ হইয়াছিল; তাহার পর যে যে ঘটনা হইয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহা জানেন। আশ্রয়দাতা আর্ল বাহাদুরের পত্নীর সহিত ব্যভিচার। লোকটা ফাঁসীছেঁড়া আসামী, তাহার উপর ঐ গুরুতর অপরাধ, ইহা জানিতে পারিয়া আর্ল বাহাদুর তাহাকে তাড়াইয়া দেন; বলিয়াছেন, "এই পাঁচ শত পাউণ্ড গ্রহণ কর, আমার গাড়ীতে উঠিয়া এখনি লিভারপুলে যাও, সেখানকার বন্দরে জাহাজারোহণ করিয়া অবিলম্বে আমেরিকায় রওনা হও। খবরদার! ইংলণ্ডে যত্তপি থাকো কিংবা মার্কিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার যদি ইংলণ্ডে দেখা দাও, তাহা হইলে আমি প্রচার করিয়া দিব, তুমি ফাঁসীছেঁড়া আসামী, ফাঁসীতে তুমি মর নাই, এখনও বাঁচিয়া আছ; এই সংবাদ প্রচার হইলে, পুলিসের শীকারী লোকেরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তোমাকে বাহির করিবে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিবে, আর তোমার নিস্তার থাকিবে না; যে দণ্ড হইতে একবার অব্যাহতি পাইয়াছ, পুনরায় সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ হারাইবে।"

আর্লের এই বাক্যগুলি হতভাগার কর্ণে যেন অন্তিম ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় বাজিয়াছিল, লণ্ডন হইতে লিভারপুলে পৌঁছিবার সময় সারাপথ সেই ভীষণ ধ্বনি তাহার কর্ণবিবরে ঘূর্ণিত হইতেছিল। তাহার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার আরও অনেক বলবৎ কারণ ছিল, লোকে যদি তাহাকে চিনিতে পারে। নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে, ইহাও একটা প্রধান কারণ। লিভারপুল বন্দরে "ফায়ার ফ্লাই" নামক ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া, ডেকের উপর দাঁড়াইয়া দুরাচার

আসামী চিন্তা করিতে লাগিল, ইংলণ্ডে নানা ভয় তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিত, আর্ল অব্ ডেস্‌বরা ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহা এক প্রকার ভালই হইল।

সমুদ্রে তরণী ভাসিল। তখন আবার দুরাত্মারের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু নিরুপায়, জাহাজ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য ; গগন-বিহারী পক্ষীর ন্যায় সে তখন সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। তরণী চলিতেছে, রাম্‌সে ভাবিতেছে, আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া নূতন রাজ্যে যাই, ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। সে ভাবিল, আমেরিকার অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার আলাপ, বিনা দণ্ডে আমাকে মুক্তিদান করিবার অনুরোধ করিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা অনুকূল হইলেই এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব।

যে তরণীতে রাম্‌সে আরোহণ করিয়াছিল, সেই তরণীখানি ক্ষুদ্র তরণী, কিন্তু বিলক্ষণ দ্রুতগামিনী, কাপ্তেন সাহেবটিও বিলক্ষণ সুনিপুণ ; ঝড়তুফানের সময় বিলক্ষণ সাবধান। রাম্‌সের ভাগ্য ভাল, সে জাহাজে যাহারা ছিল, তাহারা কেহই তাহাকে চিনিত না ; কি কারণে রাম্‌সে আমেরিকায় যাইতেছে, তাহাও জানিত না ; যাহারা পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা জানিয়াছে, সে এক জন মার্কিণ সদাগর, নাম "গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড।"

বলিয়াছি,যে দিন,বন্দর হইতে "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজ নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে,সেই দিন হইতে এক মাস অতীত হইয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে পথে একবার প্রবল বায়ু বহমান হইয়া ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল,তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই,কেবল দ্রুতগমনে কিছু দেরী হইয়াছে। জাহাজখানির গন্তব্য পথের দূরতার দুই-তৃতীয়াংশাপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় এক বিপদ উপস্থিত। আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া কি কি কার্য্য করিতে হইবে, কল্পনাপথে গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহার সমস্ত কল্পনা উল্টাইয়া গেল।

নিত্য নিত্য যত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা অভ্যাস, রাম্‌সে একদিন তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব শয্যা হইতে উঠিয়া ডেকের উপর দাঁড়াইল। আকাশের পূর্ব্বদিক্ দিব্য পরিষ্কার, আরক্তবর্ণ সূর্য্য উদয় হইতেছে, সেই দিক্ ব্যতীত সম্পূর্ণ গগনমণ্ডল ঘোর অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন।

নাট্যশালার রঙ্গভূমির যবনিকান্তরালে কোন উজ্জ্বল পদার্থ ক্ষণেক প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইয়া যেমন সমগ্র রঙ্গভূমি আলোকিত

করে, অভিজ্ঞ পাঠক মহাশয় সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া মনে করুন, সমুদ্রের মস্তকোপরি পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যমণ্ডল চারিদিকের স্তূপীকৃত মেঘমালার উপর স্বর্ণবর্ণ রঞ্জিত হইল, বোধ হইল যেন, গগন-চন্দ্রাতপে স্বর্ণবর্ণ ঝালর ঝুলিতেছে।

সেই মেঘমণ্ডিত প্রভাতালোকে সমুদ্র-বক্ষে কিয়দ্দূরে সম্মুখভাগে আর একখানা তরণী দৃষ্ট হইল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রাম্‌সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই তরণীখানা দর্শন করিতেছে। "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের সুদক্ষ কাপ্তেন দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে সেই তরণীখানা দেখিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ জাহাজখানা এই দিকেই আসিতেছে।" সহকারী কাপ্তেন দূরবীণ লইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "বৃহৎ জাহাজ, হয় ত রসদ লইবার জন্য আসিতেছে কিংবা হয় ত বোম্বেটে জাহাজ।"

শেষ কথাটা শুনিয়া ফাঁসীছেঁড়া আসামী রাম্‌সে ভয়ে চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখে ভয়বিস্ময়ের চিহ্ন দর্শন করিয়া কাপ্তেন সাহেব স্পষ্ট করিয়া আসল কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

কাপ্তেন বলিলেন, "দেখ মিষ্টার ওয়েক্‌ফিল্ড! ঐ জাহাজখানা কেন এই দিকে আসিতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; ঐ জাহাজের কাপ্তেন আমাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। দুটি কারণ;—হয় ত আরোহি-বর্গের খাদ্যাভাব অথবা হয় ত বোম্বেটে জাহাজ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাহাজ অন্বেষণ করে।

চঞ্চল হইয়া চঞ্চলস্বরে রাম্‌সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বিবেচনায় কোন্‌টা সম্ভব?"

মুখভঙ্গী করিয়া কাপ্তেন উত্তর করিলেন, "ওখানা যদি বোম্বেটে জাহাজ না হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত কথা মিথ্যা। কেন না, ঐ জাহাজে একটাও ধ্বজা পতাকা নাই; দ্বিতীয় কারণ, নাবিকেরা আল্‌গা করিয়া পাল-দড়ী ধরিয়া আছে।"

রাম্‌সেকে ঐ কথা বলিয়া, কাপ্তেন সাহেব একটু তফাতে গিয়া আপন সহকারীর সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ছয় জন নাবিক তাঁহাদের নিকটে আসিয়া জড়ো হইল, তর্ক-বিতর্কে সকলেই স্থির করিল, গতিক ভাল নয়, জাহাজখানা নিশ্চয়ই বোম্বেটের। কাপ্তেন সাহেব তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, 'সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া শীঘ্র পলায়ন কর।' নাবিকেরা পাল তুলিয়া দিল, পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু পলাইতে পারিল না। বোম্বেটে জাহাজ দ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া পড়িল। কাপ্তেন সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নাবিকগণকে বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ, ঐ জাহাজখানা দেখিয়া আমি যেমন বুঝিতে

পারিয়াছি, তোমরাও তেমনি বুঝিয়াছ। ঐ জাহাজখানা বোম্বেটে জাহাজ, আমাদের জাহাজে ডাকাতী করিতে আসিতেছে, ইহাই সম্ভব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের মালিকের সম্পত্তির এক কণাও বোম্বেটের হস্তে যাহাতে না যায়, তাহার উপায় করিয়া প্রাণপণে এই 'ফায়ার ফ্লাই'খানিকে রক্ষা করা।"

কাপ্তেনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সাহসী নাবিকেরা উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাম্‌সে দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে সেই বোম্বেটে জাহাজখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সেই জাহাজখানা বায়ু-গতিতে "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত ধাবিত হইতেছে। রাম্‌সের মনে নানাবিধ কুতর্ক।

সমস্ত নাবিকের হস্তে এক একটা পিস্তল ও এক একখানা ছোরা। রাম্‌সের নিকটে অগ্রসর হইয়া, তাহার হস্তে একখানা ছোরা দিয়া, কাপ্তেন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার ওয়েক্‌ফিল্ড! এ বিপদে তুমি কি আমাদের পক্ষে সাহায্য করিবে না?"

ছোরাখানা হস্তে লইয়া, চিন্তাভঙ্গে চমকিয়া, ফাঁসীছেঁড়া আসামী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "অবশ্যই সাহায্য করিব।"

ক্ষণকালমধ্যেই বোম্বেটে জাহাজখানা "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে শেষোক্ত জাহাজের নাবিকেরা ঐ বোম্বেটে জাহাজের প্রকৃতি ও আরোহী লোকদিগের মতলব যেরূপ অনুমান করিয়াছিল, এখন স্পষ্ট বুঝিল, তাহাই যথার্থ। বোম্বেটেরা সকলেই অস্ত্রধারী। জাহাজের ধনুকের নিকটে একটা লোক "ফায়ার ফ্লাইয়ের" রশারশীর উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত; লোকটার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

শেষোক্ত জাহাজের কাপ্তেন আপন অধীনস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "কি ঘটনা উপস্থিত, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, এখনই আমাদিগকে মহা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

লোকেরা বলিল, "হাঁ মহাশয়! সমস্তই আমরা বুঝিয়াছি, প্রাণপণ করিয়া আমরা 'ফায়ার ফ্লাই' জাহাজ রক্ষা করিব, সহজে ছাড়িব না।"

ঠিক এই সময়ে বোম্বেটে জাহাজের কাপ্তেন একটা ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিল। সে ব্যক্তি ঐ ক্ষুদ্র তরণীর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতে চায়।

বজ্রগর্জ্জনে "ফায়ার ফ্লাইয়ের" কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতে চাও?"

ভেরীতে মানুষের মত কথা হয়। বোম্বেটে কাপ্তেন আপন জাহাজের

ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ভেরীতে ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক উত্তর করিল, "তোমার জাহাজের পতাকা নামাও, সকলে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর, পালের গতি কমাও, আর সত্য বিশ্বাসের প্রতিভূস্বরূপ তোমাদের দুই জন লোককে আমাদের জাহাজে পাঠাও, তাহাদের শরীর আমাদের নিকটে বিশ্বাসের বন্ধকস্বরূপ থাকিবে।"

"ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

হুকুমের স্বরে দ্বিতীয় কাপ্তেন বলিল,"কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, যেরূপ হুকুম দেওয়া গেল, তাহাই পালন কর।"

তদুত্তরে কাপ্তেন বলিলেন, "তোরা ডাকাত, তোদের কথা আমি শুনিব না।"—এই উত্তর দিয়া আপনার লোকদিগকে তিনি বলিলেন, "ভাই সকল! তোমরা এখনই গুলী চালাইতে আরম্ভ কর।"

"ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের ডেক হইতে এককালে সমস্ত পিস্তলের আওয়াজ হইল।

বোম্বেটে জাহাজ হইতেও গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বন্দুকধ্বনি হইল। সেই জাহাজখানা চকিতমাত্রে ঐ ক্ষুদ্র তরণীর রেলদণ্ড সমীপে সমুপস্থিত, চকিতমাত্রে উভয় জাহাজ পাশাপাশি।

চক্ষের নিমিষে ছয় জন বলবান্ জলদস্যু ভয়ঙ্কর-গর্জ্জনে ক্ষুদ্র তরণীর উপর লাফাইয়া পড়িল, দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল। ফিলিপ্ রাম্‌সের মহাতঙ্কের সীমা রহিল না ;—সে দেখিল, সেই ভয়ঙ্কর ম্যাগ্‌সমান ও তাহার সহচর বিগ্-বেগারম্যান ঐ বোম্বেটে-দলের দলপতি। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা মরা মানুষের মত রক্তশূন্য হইয়া গেল, হাতের ছোরাখানা খসিয়া পড়িল ; ভয়ার্ত্ত আসামীটা তখন সভয়-উদাস-নয়নে সেই দুই জন ভয়ঙ্কর দস্যুর দিকে চাহিয়া রহিল, দস্যুরা অসমসাহসে ক্ষুদ্র তরণীর নাবিকদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত।

ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান সেই মহাযুদ্ধে এত দূর বিব্রত যে, ভয়-বিস্ময়-বিহ্বল রাম্‌সের প্রতি নজর দিবার অবসর পাইল না। তাহারা সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দানব সদৃশ দস্যুদলের পরাক্রমের নিকটে "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের নাবিকদলের বিক্রম পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়া গেল।

"ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের মালিকেরা স্বচ্ছন্দে লিভারপুলের কারখানায় বসিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন. তাঁহাদের জাহাজখানি মহাসমুদ্রে কি মহা বিপদে পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। জাহাজের কাপ্তেন সাহেব ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যজ্ঞানে জাহাজরক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছেন।

জাহাজের ডেকের উপর রক্তনদী বহিতেছে, ঘন ঘন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাতাসে মিশিতেছে, শূন্যপথে পিস্তল-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ যুদ্ধ ভীষণতর হইয়া উঠিল। পনের মিনিটের অধিককাল সেই যুদ্ধ।

ঐ সমরাবসানে যুদ্ধের ফলাফল নিরীক্ষিত হইল। দুই জন সুদক্ষ সহকারীর সহিত কাপ্তেন সাহেব কাটা পড়িলেন, আর চারি জন হতবীর্য্য হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রণশায়ী হইল, আর দুই জন আহত অবস্থায় বন্দী হইয়া বোম্বেটে জাহাজে নীত হইল। তাহার মধ্যে একজন অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিল। সব গেল, "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের বাঁচিয়া রহিল কেবল ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্‌সে।

যুদ্ধাবসানে "ফায়ার ফ্লাই" তরণীখানি বোম্বেটে-দলের অধিকৃত হইল। সেই সময় ম্যাগ্‌স্‌ম্যান ও বেগারম্যান দেখিতে পাইল, তরণীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটা লোক জানুর উপর কনুই রাখিয়া, দুই হস্তে মুখ-চক্ষু ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। লোকটা দীর্ঘাকার, কৃশ; দেখিতে ভদ্রলোকের ন্যায়। দস্যুদলপতি তাহাকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিল, হয় ত কোন আরোহী, উপস্থিত যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিল, কোন দোষ করে নাই, ইহা ভাবিয়া তাহার নিকটে গিয়া অভয়দানের জন্য দুই একটা কথা বলিল; লোকটা সেই সময় একবার মুখ তুলিল; মুখখানা যদিও পাণ্ডুবর্ণ, তথাপি দস্যুদ্বয় সেই মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, দুই পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল; যাহারা ইতিপূর্ব্বে অসুর-পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই মুখ দেখিয়া ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিল।

বোম্বেটে জাহাজের নাবিকেরা "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের মালামাল লুঠপাট করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের দলপতিরা সহসা ভয়ে আড়ষ্ট, তাহা তাহারা দেখিতে পায় নাই; রাম্‌সে চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া বুঝিতে পারিল, তাহাকে দেখিয়া ম্যাগ্‌স্‌ম্যান ও বেগারম্যান যে ভয় পাইয়াছে, অপরাপর নাবিকেরা কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। দস্যুদলকে সম্বোধন করিয়া সে তখন বলিল, "প্রিয় বন্ধু! দোহাই, আমার পরিচয় প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের পুরাতন বন্ধু—"

ফাঁসীছেঁড়া আসামীর পাংশুবদনের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, আতঙ্কে ম্যাগ্‌স্‌ম্যানের বাহু জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতস্বরে বেগারম্যান বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! এ কি! এ ভাবের ভাব কি?"

ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিল, "ষ্টিফেন! অবোধের মতন কথা বলিও না। বেশ দেখা যাইতেছে, তাজা রক্তমাংসের জীবন্ত শরীর।" বেগারম্যানকে এই

কথা বলিয়া, মনে সন্দেহ, মুখে সাহস, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাম্‌সের মুখপানে চাহিয়া ম্যাগ্‌সম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কে মহাশয় আপনি ?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "তোমারা যাহা মনে করিতেছ, তাই আমি। আশ্চর্য্য দৈবঘটনায় আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, অতি আশ্চর্য্য প্রকারে মৃত্যু আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, আমি এই 'ফ'য়ার ফ্লাই' জাহাজে আরোহণ করিয়া—"

মৃদুস্বরে ম্যাগ্‌সম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি সেই ফিলিপ রাম্‌সে ?"

নৈরাশ্যমিশ্র মিনতিবদনে রাম্‌সে উত্তর করিল, "হাঁ, আমিই সেই রাম্‌সে ; কিন্তু মিনতি করি, তোমার সঙ্গীদের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করিও না। তোমার বর্ত্তমান কার্য্য যাহাই হউক, তোমার সঙ্গীরা যাহাই হউক, আমার কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার গুহ্য বৃত্তান্তটা অপ্রকাশ রাখিও। ভাগ্যক্রমে যে ভয়ানক পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেই পরীক্ষার কথা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যত শীঘ্র আমার মরণ হয়, ততই ভাল।"

এই সকল কথা বলিবার সময় সুস্থির পয়োনিধির সলিলোপরি ভাসমান তরণীর পার্শ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফাঁসীছেঁড়া আসামী মনে মনে বুঝিল, আত্মবিনাশের উপায় বড় দূরবর্ত্তী নহে।

ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "কোন ভয় নাই, আমি বিশ্বাস নষ্ট করিব না ; কিন্তু এটা অবশ্যই সম্ভব—আমার যাহা বলিবার অভিপ্রায়, তাহা বুঝিতে—"

প্রতিধ্বনি করিয়া বেগারম্যান বলিল, "হাঁ, সম্ভব,—সম্ভব।" কথাটা বলিয়াই সাহস পূর্ব্বক রাম্‌সের বাহু স্পর্শ করিল, করস্পর্শে জানিল, প্রেত কি সত্য সত্য জীবন্ত লোক ;—নিউগেট-কারাগারের সম্মুখে যে আলিস্‌বরি নগরের ব্যাঙ্কারের ফাঁসী হইয়াছিল, সত্য সত্য সেই লোক কি না।

কম্পিত-স্বরে রাম্‌সে বলিল, "হা পরমেশ্বর! হায় হায়! বাক্যের দ্বারা অথবা ইঙ্গিতের দ্বারা কোনরূপ অবিশ্বাস, বিস্ময়, আতঙ্কের লক্ষণ দেখাইও না, যদি মনোমধ্যে বিস্ময়াতঙ্কের উদয় হয়, তাহা কি তোমরা দমন করিয়া রাখিবে ?"

আসামীর করমর্দ্দন করিয়া ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "নিশ্চয়ই আমরা দমন করিব। যাহা তুমি বলিলে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অত্যদ্ভুত ঘটনা আমরা—"

ম্যাগ্‌সমানের দিকে চাহিয়া বেগারম্যান বলিল, "যদিও এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে না, তথাপি মনে হইতেছে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই—"

ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিল, "আরও—ইহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক সেই রকম।"

মনের ভিতর যে আতঙ্ক পোষণ করিতেছিল, সেই আতঙ্ক ঘুচাইবার মতলবে বেগারম্যান বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে ঠিক সেই ফিলিপ রাম্‌সে, তাহার অনুরূপ আর কেহ নও, সেই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ একটা কিছু নিদর্শন দেখাও; বিশেষ নিদর্শন পাইলে তোমাকে আমরা সত্য সজীব রাম্‌সে বলিয়া চিনিতে পারিব।"

হতাশস্বরে রাম্‌সে বলিল, "হা জগদীশ্বর! অহো! তোমরা আমাকে পাগল করিবে দেখিতেছি! একবার আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ, আবার অবিশ্বাস করিতেছ! আচ্ছা, কয়েকটা পূর্ব্ব-ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আলিস্‌বরির কারবার, মেকি টাকা, ব্যাঙ্কার কোট ইত্যাদি। আরও একবার বধ্যভূমির ঘাটের নিকটে নদীগর্ভে তোমরা আমার প্রাণ-সংহারের চেষ্টা করিয়াছিলে।"

বেগারম্যান বলিল, "বাস্, বাস্! এখন আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সকল কথা তুমি অবশ্য আমাদিগকে বলিতে—"

কথায় বাধা দিয়া রাম্‌সে বলিল, "হাঁ হাঁ, যখন অবসর হইবে, যখন আমরা নির্জ্জনে থাকিব, তখন অবশ্যই সকল কথা খুলিয়া বলিব। এখন আমার এইমাত্র মিনতি, আমার গুপ্তবৃত্তান্তটা যেন অপ্রকাশ থাকে।"

বেগারম্যান বলিল, "তোমার গুপ্ত-বৃত্তান্ত প্রকাশ করাতে আমাদের কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বে তোমার দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি। তোমার যাহাতে মন্দ হয়, তেমন কাজ করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়।"

বোম্বেটে জাহাজের পতাকায় যাহা অঙ্কিত থাকে, তাহার দৃষ্টান্তে ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিল, "আরও আমরা সকলেই ভাগ্যানুসারে জীবনান্তকর ও অস্থিচূর্ণের পরিশ্রমে নৌকায় এক সঙ্গে দাঁড় টানিয়া যাইতে পারি। হাঁ, আচ্ছা, এখন অবধি আমরা তোমাকে কি নামে সম্ভাষণ করিব?"

রাম্‌সে উত্তর করিল, "গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড।"

ম্যাগ্‌স্‌ম্যান বলিল, "আচ্ছা, তবে মিষ্টার ওয়েক্‌ফিল্ড। চল, এখন আমাদের 'রয়াল জর্জ্জ' জাহাজে চল, সেখানে আমরা তোমাকে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিব।"

ফাঁসীছেঁড়া আসামী ঐ আহ্বানে বোম্বেটে সেই জাহাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল যে, কেবিনের ভিতর তাহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফেলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেগুলি আনিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র কেবিনে নামিয়া গেল; পোর্টম্যাণ্ট পাইল, তন্মধ্যে

টাকা ও দরকারী দলীলপত্র ছিল, সেইগুলি লইয়া আবার ডেকের উপর উঠিল। ঐ ডেক হইতে দস্যুদলের সহিত 'রয়াল জর্জ্জ' জাহাজে আরোহণ করিল। ক্ষুদ্র "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের সমস্ত মালামাল বোম্বেটেরা লুঠিয়া তাহাদের জাহাজে বোঝাই করিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের গতি কি হইল ?—বোম্বেটেরা সেই তরণীর তলদেশে বৃহৎ একটা ছিদ্র করিয়া দিল, সেই ছিদ্রপথে জল উঠিয়া অচিরে তরণী পূর্ণ করিল, তরণীখানি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল।

"রয়াল জর্জ্জ" জাহাজ দ্রুতবেগে আমেরিকার উপকূলাভিমুখে চলিল। সেই দিন ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান একঘণ্টাকাল রাম্‌সের সহিত নির্জ্জনে কেবিনে বসিয়া কথোপকথন করিবার অবকাশ পাইল। কিরূপে ফাঁসরজ্জু ছিঁড়িয়া রাম্‌সের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, সে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিল। ম্যাগ্‌সম্যানের দল কেন অকস্মাৎ বোম্বেটে হইয়াছে, ম্যাগ্‌সম্যান তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় "রয়াল জর্জ্জ" জাহাজের কাপ্তেন ওয়াট্‌কিন সাহেব তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, দূরে একখানা বৃহৎ ব্রিটিস রণতরী আসিতেছে, দেখা যাইতেছে।

এই সংবাদ যখন কেবিনের মধ্যে পৌছিল, তখন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কাল। এই সময় সমুদ্রবারি কম্পিত করিয়া দূরস্থ ব্রিটিস রণতরী হইতে একটা তোপ-ধ্বনি গর্জ্জিত হইল, "রয়াল জর্জ্জ" জাহাজের ধ্বজ-পতাকা নামাইবার সঙ্কেত ঐ তোপধ্বনির তাৎপর্য্য। পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার তোপধ্বনি। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, রণতরী যতক্ষণ ঐ জাহাজের নিকটবর্ত্তী না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "রয়াল জর্জ্জ" যেন না চলে, যেখানকার জাহাজ, সেইখানেই থামিয়া যেন অপেক্ষা করে। "রয়াল জর্জ্জের" কাপ্তেন সে সঙ্কেত মানিল না, ইহা বলা বাহুল্য। ব্রিটিস মানোয়ারের লোকেরা সন্দেহ করিলেন, তৎক্ষণাৎ রণতরী-মধ্যে সামরিক মন্ত্রণা-সভা বসিল, মন্ত্রণায় স্থির হইল যে, ঐ বোম্বেটে জাহাজ রাজ-কীয় জাহাজের হুকুম অমান্য করিল, অতএব আশু উহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছে যে, সন্ধ্যা হইতেছে, অন্ধকারের আবরণে অন্যদিকে পলায়ন করিবে, অতএব শীঘ্র শীঘ্র পশ্চাদ্ধাবন করা যুক্তিযুক্ত।

এককালে সমুদয় পাল তুলিয়া দিয়া, মহাসাগরের জলরাশি ভেদ করিয়া বোম্বেটে জাহাজখানা বায়ুবেগে ছুটিল, সূর্য্য যতই পশ্চিমে চলিতেছে, সমুদ্রের জল ততই অন্ধকার-বর্ণ ধারণ করিতেছে ; রণতরী হইতে তৃতীয় কামান গর্জ্জিল, বোম্বেটেরা তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিল না। উচ্চ তরঙ্গের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগতিতে "রয়াল জর্জ্জ" জাহাজ ছুটিয়া যাইতেছে। অস্তাচলগামী দিবাকরের অল্প অল্প

লোহিত কিরণ বোম্বেটে জাহাজের পালের গাত্রে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে; রণতরীখানিও অতি দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিচালিত হইতেছে।

বায়ু বহিতেছিল, ক্রমশই প্রবল; অন্ধকার হইয়াছিল, ক্রমশই নিবিড়; বোম্বেটে জাহাজ "রয়াল জর্জ্জ" অতিক্রুত চলিতেছে, অন্ধকারে গতি লক্ষ্য হইতেছে না,বোম্বেটে নাবিকেরা ভরসা বাঁধিয়া মনে করিতেছে নির্ব্বিঘ্নে পলাইব, রণতরী আমাদিগকে ধরিতে পারিবে না।

জাহাজ চলিতেছে, ক্ষণে-ক্ষণে উদ্বেগ বাড়িতেছে, অল্প অল্প ভরসাও আছে, হঠাৎ পূর্ব্বগগনে একটা দীপ্তি বিভাসিত হইল, বোধ হইল যেন, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা দীপ জ্বলিতেছে; বোম্বেটে জাহাজের নাবিকেরা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া অবধারণ করিল, সম্মুখে যেন একটা অন্ধকার পদার্থ; সে পদার্থটা ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, শক্ত শক্ত রশীবাঁধা পালতোলা একখানা জাহাজ; পূর্ব্ব-দীপ্তিটা তিরোহিত হইল, নাবিকেরা বুঝিল, ধাবমান রণতরী অদূরবর্ত্তী; ভরসা অল্প, সংশয় অধিক।

মুহূর্ত্তমধ্যে রণতরীর এক অন্ধকার প্রান্তে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল, গুড়ুম করিয়া একটা তোপধ্বনি হইল, কাপ্তেন ওয়াট্‌কিন্‌ সেই সঙ্কেতে সতর্ক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল,ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান তাহাতে কর্ণপাত করিল না, সেই অবসরে রণতরী হইতে দ্বিতীয় তোপধ্বনি, বোঁ বোঁ শব্দে একটা গোলা আসিয়া বোম্বেটে জাহাজের মুখে লাগিল, জাহাজখানা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; বোম্বেটেগণের অসীম আতঙ্ক; কাপ্তেন ওয়াট্‌কিন্‌ তখন আর ম্যাগ্‌সম্যান আর বেগারম্যানের আপত্তি মানিল না।

বোম্বেটে জাহাজ থামিল। ব্রিটিস রণতরী অতি নিকটে, সেই রণতরীতে ৪৬টা কামান, অত্যুচ্চ মাস্তুল, সম্মুখভাগে "ডায়েনা" দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। সেই তরণী হইতে একখানা নৌকা নামাইয়া দেওয়া হইল, নৌকাখানা দেখিতে দেখিতে বোম্বেটে জাহাজের পার্শ্ববর্ত্তী হইল।

নৌকার সর্দ্দার সারেঙ বোম্বেটেগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ জাহাজখানার নাম কি?"

বোম্বেটে কাপ্তেন ওয়াট্‌কিন্‌ সাহেব তখন আপন জাহাজের "বুলওয়ার্কের" গাত্রে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্তম্ভে জাহাজের নামলেখা কাগজ আঁটা; বোম্বেটেরা সে কাগজখানা বদল করিবার অবসর পায় নাই, সাহসও করে নাই, সুতরাং সারেঙের প্রশ্নে ওয়াট্‌কিন্‌ উত্তর করিল, "এই জাহাজের নাম রয়াল জর্জ্জ।"

লেফ্‌টন্যাণ্ট সারেঙ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায় বা যাইবে?"

ওয়াট্‌কিন্‌ উত্তর করিল, "লিভারপুল হইতে আসিতেছি, নিউইয়র্কে যাইব। আপনি কি আমাদের জাহাজে আসিবেন অথবা কাগজপত্র লইয়া আমি আপনাদের রণতরীতে যাইব?"

লেফ্‌টন্যাণ্ট বলিল, "রণতরীতেই তুমি চল।"

ওয়াট্‌কিন্‌ বলিল, "মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করুন," এই বলিয়াই ডেকের সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আপন কেবিনে জাহাজের কাগজপত্র আনিতে গেল।

ডেকের উপর ম্যাগ্‌সম্যান, বেগারম্যান ও ব্র্যাড্‌লে নামক আর এক জন দস্যু ছিল। ওয়াট্‌কিনের সঙ্গে তাহারাও কেবিনে নামিয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে কাপ্তেনকে সম্বোধন করিয়া ম্যাগ্‌সম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে মুরুব্বি! ও সব কথার মানে কি? তুমি কর কি?"

ওয়াট্‌কিন্‌ উত্তর করিল, "ঐ রাজকীয় রণতরী নিশ্চয়ই আমাদের উপর সন্দেহ করিয়াছে। রণতরীর কাপ্তেন নিঃসন্দেহ শুনিয়া থাকিবে, আমরা এই জাহাজ আক্রমণ করিয়া বিনা যুদ্ধে হাজার ডলার গ্রহণ করিয়া রফা করিয়াছি। পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, নিউইয়র্কে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তোমরা আর ডাকাতী করিও না; যে কার্য্যে যাইতেছ, সে কার্য্য যাহাই হউক, আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া তাহার বন্দোবস্ত করিও। নূতন কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া জাহাজের নূতন নাম দিও। আমার পরামর্শ না শুনিয়া তুমি নির্ব্বোধের কার্য্য—"

শুনিতে শুনিতে বাধা দিয়া চঞ্চলস্বরে ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "থাক্‌ থাক্‌, ও সব কথা আর কেন? কি তুমি পরামর্শ দিয়াছিলে, কি করা উচিত ছিল, এখন আর সে সব কথায় কাজ কি? সে দিন হাজার ডলার লইয়া মার্কিণ জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, এ কথা সত্য, গত কল্য ইংরাজী 'ফায়ার ফ্লাই' জাহাজের সমস্ত দ্রব্য লুঠ করিয়াছি, ইহাও সত্য; কিন্তু সেই 'ফায়ার ফ্লাই' রসাতলে গিয়াছে, তবে আর ব্রিটিস রণতরীর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? ব্রিটিস রণতরী আমাদের কি করিতে পারিবে?"

গম্ভীরবদনে, গম্ভীরস্বরে ওয়াট্‌কিন্‌ বলিল, "কি করিতে পারিবে, তাহা বটে, কিন্তু কেবল এই করিতে পারিবে যে, আমরা জলদস্যু, ইহা যদি যথার্থ সপ্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের সকলকেই ফাঁসীকাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দিবে।"

ম্যাগ্‌সম্যান যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা সিদ্ধির ব্যাঘাত জানিয়া উগ্রস্বরে বেগারম্যান কহিল, "তবে তুমি এখন কি করিতে চাও?"

ওয়াট্‌কিন্‌ উত্তর করিল, "আমি রণতরীতে যাইতেছি। একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বুঝাইয়া দিব, যথাশক্তি সাহস দেখাইয়া সকল কথা বলিব, যদি আমি তাহাতে ইংরাজরাজের 'ডায়ানা' জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের বিশ্বাস জন্মাইতে পারি, আমরা নির্দ্দোষী, ইহা যদি বুঝাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তোমাদের সামান্ত উপকার করিয়াছি মানিয়া, তখন তোমরা আমাকে কিঞ্চিৎ সাধুবাদ দিবে।"

চিরনির্ভয় অচঞ্চল ম্যাগ্‌সম্যানের অন্তরে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য আসিল, সে তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা শুনিয়া উহাদের সমস্ত সন্দেহ সত্য সত্যই বিদূরিত হইবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর?"

কেবিন হইতে কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া ওয়াট্‌কিন্‌ বলিল, "সে বিষয়ে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এখন আমার উত্তরসাধক কে হইবে?"— প্রশ্ন করিয়াই ব্র্যাড্‌লেকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ব্র্যাড্‌লে! হাঁ, তুমিই আমার সঙ্গে চল। তুমিই আমার উত্তরসাধক হইবে।"

ব্র্যাড্‌লে বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই যাইতেছি।"

ওয়াট্‌কিন্‌ এবং ব্র্যাড্‌লে উভয়ে একসঙ্গে "রয়াল জর্জ্জ" হইতে নামিয়া ব্রিটিস রণতরীর নৌকায় আরোহণ করিল।

তাহারা যখন "রয়াল জর্জ্জ" হইতে নামিয়া গেল, তখন বেগারম্যানকে সম্বোধন করিয়া ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "এরূপ অন্যায় কার্য্য আমি কখনই ভালবাসি না।"

বেগারম্যান বলিল, "ওয়াট্‌কিন্‌ আর ব্র্যাডলে তবে এক সঙ্গেই গেল? অ্যাঁ? ওঃ! আমিও ওটা ভালবাসি না।"

ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "প্রথমাবধিই আমি দেখিতেছি, ঐ দুই জনে সর্ব্বক্ষণ খুব ভাব, কখনই জোড়ছাড়া হয় না।"

বেগারম্যান বলিল, "আমি দেখিতে পাই, ঐ দুই জনে একত্রে বসিয়া অনন্য-মনে কথোপকথন করে। উহাদের মধ্যে ত কোনরূপ কুমত্‌লব নাই?"

ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "তেমন আমার বোধ হয় না; কিন্তু কাপ্তেন ওয়াট্‌-কিন্‌ বড় ভীরুস্বভাব। আমাদের জাহাজের গায়ে ব্রিটিস জাহাজের গোলা লাগিবার অগ্রেই ওয়াট্‌কিন্‌ ভয় পাইয়া জাহাজ থামাইতে চাহিয়াছিল। ভয়ে সন্দেহে তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়াছিল। দেখিলে না, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিবার ভয় থাকিলেও ব্রিটিস জাহাজে যাইবার জন্ত কাপ্তেন ওয়াট্‌কিন্‌ কতই ব্যগ্র, কতই ব্যস্ত?"

উদ্বেগে, দুর্ভাবনায় ও মানসিক যন্ত্রণায় যেন হতবুদ্ধি হইয়া বেগারম্যান

বলিল, "কি যে কি, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কি বলিব,ভাবিয়াই পাই না; কিন্তু উহারা যে বিশ্বাসঘাতক, দুরাশয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না; কারণ, মার্কিণ-জাহাজের সহিত সন্ধি করিবার অবসরে উহারা উভয়েই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া—"

ম্যাগ্‌সম্যান তখন কেবিনের টেবিল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সজোরে উরুদেশ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঠিক, অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। ওঃ! আমার মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল।"

ব্যগ্রভাবে বেগারম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ ভাব?"

ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "দেখ ষ্টিফেন! সেই বিষয়ে আমরা এখন প্রতারিত হইতেছি। নিশ্চয়, নিশ্চয়, এই আমি যেমন জীবিত রহিয়াছি, ইহা যেমন নিশ্চয়, আমাদের গুহ্যক্রিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও সেইরূপ নিশ্চয়।"

"আমি বলিতেছিলাম, ওয়াট্‌কিন্ আর ব্র্যাড্‌লে যখন মার্কিণ-জাহাজে গিয়াছিল, তখন তাহারা সেই জাহাজের কাপ্তেনকে রাজী করিয়া এক হাজার ডলারে রফা করিবার প্রস্তাব—"

বাধা দিয়া বেগারম্যান বলিল, "হাঁ হাঁ, প্রস্তাব করিয়াছিল, কেন করিয়াছিল সেটা তুমি কি বিবেচনা কর?"

যাহারা গুহ্যকথা ব্যক্ত করিতেছে, তাহাদের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধবিজ্ঞাপক মুখ-ভঙ্গী করিয়া প্রতিফল দিবার মত্‌লবে ম্যাগ্‌সম্যান উত্তর করিল, "আমাদিগকে ধরাইয়া দিবার জন্য প্রথমেই যে "ক্রুসার" দেখিতে পাইবে, তাহার অধ্যক্ষকে সংবাদ দিবে, মার্কিণ-জাহাজের কাপ্তেনকে তাহারা নিঃসন্দেহ ঐ কথা বলিয়াছিল।"

বেগারম্যান বলিল, "ঠিক কথা! ওয়াট কিন্ এইমাত্র সেই মার্কিণ-জাহাজের নামোল্লেখ করিয়া—আমরা তাহার পরামর্শ শুনি নাই বলিয়া—আমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিল।"

তীব্রস্বরে ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, যাহাতে তোমার গুহ্যকথা ব্যক্ত হইবে, অবসর পাইলেই লোকে তোমার মুখের উপর কৌশলক্রমে সেই কথাই বলে।"

ফিলিপ রাম্‌সে সেই সময় ডেকের উপর হইতে কেবিনে নামিয়া আসিতেছিল, ঐ দুই জন দস্যুর বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কেবিনে প্রবেশ করিয়াই ভয়ানক মুখভঙ্গী করিয়া একে একে উভয়-দস্যুর মুখাবলোকন পূর্ব্বক বিকটস্বরে রাম্‌সে বলিল, "রহস্যভেদ! সর্ব্বনাশ! কি কথা তোমরা বলাবলি করিতেছিলে?"

গভীরগর্জ্জনে ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছিলাম। আমাদের গুহ্য-ক্রিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, এইবার নিশ্চয়ই আমাদের জীবনসংশয়।"

প্রতিধ্বনি করিয়া রাম্‌সে পুনরায় বলিল, "রহস্যভেদ কাহার দ্বারা? তোমাদের কাপ্তেন আর তাহার সহকারী মেট ব্রিটিস রণতরীতে—"

মুখ ভারী করিয়া বেগারম্যান বলিয়া উঠিল, "আমি ঠিক বুঝিতেছি, আর তাহারা ফিরিয়া আসিবে না। এই বেলা সকলেরই আত্মরক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য।"—এই কথা বলিয়া সে নিজে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইল।

ম্যাগ্‌সম্যান বলিল, "উত্তম দৃষ্টান্ত।—"বলিয়াই আপন কটিদেশে একখানা ছোরা এবং কটিবন্ধে পিস্তল বন্ধন করিয়া রাম্‌সেকে বলিতেছিল, "মিষ্টার ওয়েক্‌ফিল্ড—"

ঠিক এই অবসরে ব্রিটিস রণতরী হইতে পুনর্ব্বার কামান গর্জ্জিল, ভয়ঙ্কর শব্দ দস্যুগণের কর্ণ প্রবেশিল, "রয়াল জর্জ্জ" জাহাজ কাঁপিয়া উঠিল, "রয়াল জর্জ্জের" ডেকের উপর তোপধ্বনি হইলে যেমন কম্প হয়, অন্য জাহাজের তোপধ্বনিতে সেইরূপ কম্প।

চক্ষের নিমেষে ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান শশব্যস্তে সিঁড়ি বাহিয়া ডেকের উপর উঠিল, দেখিল রণতরী প্রায় পাশাপাশি, বাধা পাইলে ঘোর যুদ্ধ বাধাইবে, এইরূপ উপক্রম।

রয়াল জর্জ্জের সমস্ত নাবিক সেই সময় এক স্থানে জড় হইয়া সভয়-নয়নে মানোয়ারের দিকে চাহিয়া ছিল। বজ্রগর্জ্জনে ম্যাগ্‌সম্যান হুকুম দিল, "সাহসী বন্ধুগণ!, প্রস্তুত হও, মনে কোন দ্বিধা রাখিও না, প্রাণপণে প্রাণরক্ষার উপায় কর; আমাদের গুপ্তকার্য্য ব্যক্ত হইয়াছে, যদি ধরা পড়ি, সকলকেই ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।"

ঘন ঘন ছোরা শাণাইয়া বেগারম্যান বলিল, "ভয় কি, যতক্ষণ না মরি, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিব।"

রয়াল জর্জ্জের ছয় জন অস্ত্রধারী নাবিক মোরিয়া হইয়া বলিল, "সাবাস্! সাবাস্!" ওয়ারেণ (ম্যাগ্‌সম্যান) ও ষ্টিফেনের (বেগারম্যানের) ভাগ্যের অনুবর্ত্তী হওয়া তাহাদের সংকল্প; ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও প্রাণ থাকিতে তাহারা ধরা দিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

রণতরীর ডেকের উপর হইতে একটি কণ্ঠস্বর বোম্বেটে জাহাজের লোকদিগের কর্ণগোচর হইল।

রয়াল জর্জ্জের কতিপয় নাবিক বলিয়া উঠিল, "রাজকীয় জাহাজ আমাদিগকে কি বলিতেছে, শ্রবণ করা যাউক। শোনো, 'ডায়ানা' জাহাজের কাপ্তেন কথা কহিতেছে।"

যথার্থই তাহাই। রণতরীর কাপ্তেন বলিতেছেন, "রয়াল জর্জ্জের নাবিকেরা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করা হইবে, কিন্তু দুই জন দস্যু-দলপতির পক্ষে এই অঙ্গীকার খাটিবে না।" (দলপতি অর্থে ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান।)

রণতরীর কাপ্তেনের মুখ হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র বোম্বেটে জাহাজের ছয় জন নাবিক অবিলম্বে লম্ফ দিয়া ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান্‌কে আক্রমণ করিল। সেই দুই জন অসমসাহসী বলবান্ দস্যু তৎক্ষণাৎ শক্তিহীন হইয়া পড়িল। পর-মুহূর্ত্তেই তাহাদের উভয়কেই নিরস্ত্র করিয়া বন্ধন করা হইল, সেই ছয় জন নাবিক ক্ষমা পাইল, বন্দিদ্বয়কে এবং অবশিষ্ট নাবিকগণকে লইয়া যাইবার জন্য রণতরী হইতে একখানা জেলি-বোট নামিল; ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যানকে বলপূর্ব্বক সেই জেলি-বোটে নামানো হইল; ঐ ছয় জন নাবিকও অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই জেলি-বোটে বসিল; ফিলিপ রাম্‌সেও বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিল; "ফায়ার ফ্লাই" জাহাজের আহত নাবিকদলের মধ্যে যে ব্যক্তি বাঁচিয়া ছিল, তাহাকেও ঐ নৌকায় তুলিয়া লওয়া হইল। রণতরীর এক জন আফিসার ও কয়েকজন নাবিককে লইয়া আর একখানা জেলি-বোট সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তাহারা "রয়াল জর্জ্জ" জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার গ্রহণ করিল। রয়াল জর্জ্জের বোম্বেটেগিরী ফুরাইল।

সমস্তই নিস্তব্ধ। ওয়াট্‌কিন্ এবং ব্র্যাড্‌লের বিশ্বাসঘাতকতায় ও বিশ্বাসঘাতক নাবিকগণের কাপুরুষতায় বন্দী ম্যাগ্‌সম্যান ও বেগারম্যান অচিরাৎ ডায়ানা রণতরীর ডেকের উপর দণ্ডায়মান।

লোকেরা রণতরী আরোহণ করিলে পর সেই তরণীর এক প্রান্তে জনকতক লোকের বিস্ময়ব্যঞ্জক অস্ফুটধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল,—যাহাকে দেখিয়া সমবেত লোকের ঐরূপ বিস্ময়, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বপরিচিত টিম মিগেলস্।

———

লণ্ডন-রহস্য

বা

বড়দলের গুপ্তলীলা।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কষ্টে পতিতা গুণবতী মহিলা।

পিকাডিলি পল্লীতে লর্ড ফ্লোরিমেলের বৃহৎ প্রাসাদের অদূরে মধ্যবিধ আয়তনের একখানি সুন্দর বাটী। সেই বাটীর একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় একখানি সোফার উপর একটি সুন্দরী মহিলা অর্দ্ধশায়িনী। বেলা ১১টা। গৃহের সজ্জা অতি পরিপাটী, দ্বারে গবাক্ষে লাল সাটিনের যবনিকা, সূর্য্য-কিরণের আভায় সমস্ত আসবাব-পত্র নানা বর্ণ ধারণ করিতেছে। সোফা, উপাধান ও আস্তরণাদি মখমল-মণ্ডিত। গৃহের একধারে লৌহ-কটাহে অগ্নি প্রজ্বলিত।

মহিলাটি পরমা সুন্দরী। একখানি মল্‌মলের র‍্যাপার গাত্রের কতকাংশ আবৃত করিয়া অযত্নে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে, মস্তকের স্বর্ণ-বর্ণ কেশদাম আলুলায়িত হইয়া কতকাংশ সোফার পশ্চাদ্ভাগে ঝুলিতেছে, কতকাংশ অনাবৃত স্কন্ধদেশে আসিয়া তরঙ্গিত হইতেছে। রমণী যখন সজ্জিতা হন, তখন ঐ কেশ-কলাপ স্তরে স্তরে কুঞ্চিত ও বেণীবদ্ধ হইয়া পরম শোভা-সম্পাদন করে।

সোফার আস্তরণের বর্ণ গাঢ় লোহিত, তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি নিপতিত; সুচিক্কণ কেশের উপর ও সোফার উপর সূর্য্যপ্রভা বিকীর্ণ হওয়াতে অতি চমৎকার দেখাইতেছে।

সুন্দরীর মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ—অতি পাণ্ডুবর্ণ, কপোলদেশের গোলাপী আভা বিলুপ্ত, ওষ্ঠপুট সরস আলোহিত, নেত্রদ্বয় অমুজ্জ্বল, মুখ দেখিলেই বোধ হয়, সুন্দরীর অন্তরে কোনরূপ চিন্তা ক্রীড়া করিতেছে। মুখখানি বিবর্ণ,

কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে দর্শকের নয়ন তাহাতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুভব করে। সর্ব্বাঙ্গগঠন সুঠাম, স্তনযুগল সমুন্নত; অবয়ব-দর্শনে প্রতীতি হয়, রমণী যুবতী।

এ রমণী কে? পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবেন, পূর্ব্বপরিচিতা মিসেস্ ফিজ হারবার্ট; যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের পরিত্যক্তা গুপ্ত ভার্য্যা।

এই সুন্দরী চিন্তাকুল অন্তরে সোফায় হেলান দিয়া রহিয়াছেন; আপন সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার আর কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই; হাব-ভাব-বিলাসে যে সৌন্দর্য্য যুবাজনের চিত্ত হরণ করিত, সে সৌন্দর্য্য এখন আর কেহ দেখিতেছে না; দেখিবার লোক নাই; সুন্দরী একাকিনী;—একাকিনী চিন্তা-নিমগ্না।

যে বৈঠকখানায় রমণী এখন অর্দ্ধশায়িতা, সেই বৈঠকখানায় হাজিরা খাওয়া হয়। টেবিলের উপর চকোলেটের পাত্র পূর্ণ রহিয়াছে, সুন্দরী তাহা স্পর্শও করেন নাই; সোফার উপর খবরের কাগজ পড়িয়া আছে, সুন্দরী তাহা পাঠ করেন নাই; পার্শ্বদেশে দশ বারোখানা চিঠি;—সম্ভবতঃ বিবিদের লেখা;—হয় ত নৃত্য-সভা অথবা ভোজসভার নিমন্ত্রণ; যে সকল সভায় এই নিমন্ত্রিতা মহিলার গতিবিধি ছিল, উপরের দুই এক ছত্র পাঠ করিয়া পাঠিকা সেগুলি মনের বিরাগে অথবা নৈরাশ্যে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সম্পূর্ণ অংশে দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

স্থূল কথা, বিবি হারবার্ট এখন নানা দায়ে বিব্রতা, টাকার অভাব;—তিনি একান্ত অভিমানিনী, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নিকটে টাকা চাহিতে অভিমান আইসে অথচ কিছুমাত্র সম্বল নাই। যে সকল আসবাবপত্র তিনি খরিদ করিয়াছেন, তাহার দাম দেওয়া হয় নাই, দোকানদার সর্ব্বদা টাকার জন্য তাগাদা করিতে আসিয়া মহা গণ্ডগোল বাধায়। অপরাপর ব্যবসায়ী লোকের মুখে সে ব্যক্তি শুনিয়াছে, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল সামগ্রী বিবি হারবার্টের বাড়ীতে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার মূল্য আদায় হইতেছে না, সামান্য সামান্য দ্রব্য যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইত, সে সকল দ্রব্যেরও মূল্য বাকী পড়িতেছে, নিত্য নিত্য তাঁহার দ্বারদেশে পাওনাদারের ভিড় হয়। এই সকল কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি আইনের আশ্রয় লইতে মনস্থ করিয়াছে; তদনুসারে বিবি হারবার্টের নামে চিঠি দিবার জন্য তাহার উকীলকে উপদেশ দিয়াছে; বলিয়া দিয়াছে, 'আপনি বিবি হারবার্টকে জ্ঞাত করুন, শীঘ্রই তাঁহার নামে আদালতে নালিশ রুজু করা যাইবে।' সেই দোকানদারের উকীল হইতেছেন মিষ্টার রিগ্‌ডেন। পাঠক মহাশয় রিগ্‌ডেন সাহেবের

প্রকৃতি জানেন, বিবি হারবার্ট তাঁহার নিকটে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

বিবি হারবার্ট এইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া, তাঁহার দুটি উপকারিণী সখীর নিকটে আপন অবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়া কিছু ঋণ পাইবার প্রত্যাশায় দুই-খানি পত্র লিখিয়াছিলেন; আশা ছিল, হয় পূর্ব্বদিন রাত্রে অথবা আজিকার প্রাতঃকালে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু একখানি চিঠিরও উত্তর আসিল না; ইহাতে তিনি মনে করিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সহরে উপস্থিত নাই। যাঁহাদের নামে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাঁহাদের একজন ডেভন্‌সায়ের ডচেস্, দ্বিতীয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা।

অভাগিনী বিবি হারবার্ট এখন কি করেন? তাঁহার অনেক পরিচিত বন্ধু আছেন সত্য, কিন্তু ডচেস্ ডেভন্‌সার ও কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা ব্যতীত অপর কাহাকেও আপন দুরবস্থার কথা জানাইতে তিনি সঙ্কুচিতা। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নিকটে সাহায্য-ভিক্ষা?—না,—কখনই না। তাঁহার অভিমান, তাঁহার গর্ব্ব সে বিষয়ে তাঁহাকে অনুক্ষণ নিষেধ করে। ধর্ম্মতঃ ঈশ্বরের চক্ষে তিনি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের বিবাহিতা পত্নী, সেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স যেরূপ ঘৃণা পূর্ব্বক, যেরূপ নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক দস্যুবৎ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি কদাচ তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে পারেন না। তিনি ভাবেন, ইয়ুরোপ-খণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ভদ্র-লোক যে প্রকার নীচাশয়তা দেখাইয়া এই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন, কোন ভদ্র-লোক এমন নৃশংস ব্যবহার দেখাইতে পারেন না। ব্যবস্থানুসারে যিনি ইংল-ণ্ডের রাজ-সিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী উত্তরাধিকারিণী, যুবরাজের সহিত যাঁহার অটুট ভালবাসা, তাঁহার এই দশা হইবে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। সেই সম্বন্ধ ও সেই প্রণয় যদি অবিচ্ছিন্ন থাকিত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, এখন বিপরীত; প্রিন্স তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বল পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছেন। হাঁ, এই সকল তিনি ভাবিলেন; দেনার দায়ে জেলখানায় পচিয়া মরিবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের নিকট সাহায্য চাহিবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প,—ইহাই তাঁহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।

এইরূপ অবস্থা, এই প্রাতঃকালে বিবি হারবার্টের এইরূপ মনোভাব। এই অবস্থা চিন্তা করিতে করিতেই বিবি হারবার্টের গণ্ডস্থলের রক্ত বিলুপ্ত হইয়া বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐরূপ চিন্তাতেই তিনি ম্রিয়মাণ।

বিবি হারবার্ট এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে গৃহদ্বার কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইল, একখানা কদর্য্য মুখ বাহির হইতে উঁকি মারিল,

পরক্ষণেই সেই দ্বার সজোরে উদার উন্মুক্ত। যে লোক উঁকি মারিয়াছিল, সেই লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কদাকার মূর্ত্তি; তাহার পশ্চাতে আর একজন; সে লোকটাও ঐরূপ কদাকার; উভয়েরই ভয়ঙ্কর বিকট চেহারা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিল; অনন্তর গৃহের চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া আস্‌বাবপত্রাদি দেখিল, তাহার পর আহ্লাদিত হইয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে সোফার নিকটবর্ত্তী হইল।

বিবি হারবার্ট এতক্ষণ তাহাদের প্রবেশ জানিতে পারেন নাই, তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের পদশব্দ শুনিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন; চোরের মত দুইটা লোক গৃহমধ্যে আসিয়াছে দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বিস্ময় ও আতঙ্কের উদয় হইল, তৎপরে আপন মর্য্যাদানুরূপ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া তিনি সোফা হইতে উঠিলেন, র‍্যাপারখানি তুলিয়া লইয়া বক্ষঃস্থল ঢাকিলেন, উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোরা?"

দুই জনের মধ্যে একজন অলক্ষিতে সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "শোনো জ্যাক্! এই লেডী জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমরা কে? আমি বোধ করি, তোমার ঐ বিকট চেহারা দেখিয়া তোমার উপর ইহার সন্দেহ হইয়াছে।"

ছোটলোকেরা যেমন কথা কয়, সেই রকম অর্দ্ধকর্কশ, অর্দ্ধ-অস্ফুটস্বরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "দেখ মাষ্টার! তোমাকে সুন্দর পুরুষ বলা বড় বিভ্রাটের কথা।"

যদিও ভয়ে ভয়ে প্রশ্নের উত্তর শুনিবার ইচ্ছা, তথাপি বিবি হারবার্ট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোরা?"

যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল, সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "মেম-সাব! তোমাকে আর অধিকক্ষণ সংশয়ে রাখিব না। আমার নাম ন্যাথান ক্রিম, চ্যানসারী লেনে আমার আফিস, আর আমার এই লোকটির নাম জ্যাক্; সম্পূর্ণ নামটা কি, তাহা আমি জানি না, আছে এমনও বোধ হয় না।"

যে বিপদ্ সম্মুখে, তাহা বাড়িয়া উঠিল মনে করিয়া বিবির বক্ষঃস্থল কাঁপিল, যেন তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিল, রুদ্ধশ্বাসে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমায় বুঝিতে হইবে, তুমি একজন আফিসার?"

ক্রিম উত্তর করিল, "দেখ মেম-সাব! কে আমরা, পূর্ব্ব হইতে তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে, জিজ্ঞাসা করাটা কেবল আদব-কায়দার খাতিরে। যদি তুমি আমাদিগকে চিনিতে না পারিতে, এমন মনে করিতাম, নিশ্চয়ই তাহা হইলে প্রথমেই পরিচয় দিয়া তোমার সন্দেহ-ভঞ্জন করিতাম। নীচের

দ্বারে তোমার দরোয়ান আছে, তোমাকে খবর দিবার জন্য সে আমাদের নাম চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে, না, কোন্ ঘরে তিনি আছেন, বলিয়া দাও, আমরা আপনারাই যাইতেছি।' তাহাকে এই কথা বলিয়া, ঘরটা জানিয়া লইয়া ;—জান্‌লে মেম-সাব!—তোমাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে আমরা ইন্দুরের মত নিঃশব্দে চুপি চুপি এই ঘরে আসিয়াছি। কেন জানো?—ভদ্রলোকের মত কায়দা বজায় রাখিয়া আসিলে রিগ্‌ডেন সাহেব আমাদিগকে একটি ফার্দ্দিঙও দিবেন না, ইহা আমরা বেশ জানি।"

নাসিকায় দীর্ঘনিশ্বাস আসিতেছিল, কষ্টে সামলাইয়া লইয়া বিবি হারবার্ট স্তম্ভিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি মিষ্টার রিগ্‌ডেন আমার নামে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন?"

ক্রিম একজন বাচাল আফিসার,—সরিফের পেয়াদা, ইহা সকলেই জানে; সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হাঁ মেম-সাব! রিগ্‌ডেন সর্ব্বদাই তাই করে, সে একজন চালাক লোক,—ভারী চালাক।" এই কথা বলিয়া, সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া সাক্ষী মানিল, "কেমন জ্যাক্, ভারী চালাক নয়?"

জ্যাক্ সাক্ষ্য দিল, "হাঁ মাষ্টার, ভারী চালাক, ভারী হুঁসিয়ার! হাতে কাজ পাইলে রিগ্‌ডেন এক মুহূর্ত্তও স্থির হইয়া থাকে না।"

"ঠিক বলিয়াছ ছোক্‌রা,—ঠিক!" জ্যাক্‌কে এই বলিয়া, বিবির দিকে চাহিয়া, বগলে টুপী রাখিয়া, পকেট হইতে একখানা পরোয়াণা বাহির করিয়া দেখাইয়া, একটু শিষ্টাচার জানাইয়া, একটু মিষ্টবচনে ক্রিম বলিতে লাগিল, "তুমি এখন দয়া করিয়া দেনার আসল দাবী দুই হাজার পাউণ্ড সতেরো শিলিং আর খরচা চারি গিনী আমাকে দিতে—"

বাধা দিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "বাস্ বাস্, আর কথা বাড়াইও না,— দাবীর টাকা শোধ করিবার এখন আমার কোন উপায় নাই, ডিক্রী তোমরা জারী কর, আমি এখনই আমার বন্ধুবান্ধবগণকে এই বিষয় জানাইব।"

ক্রিম বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, এ কাজের ভাবটা তুমি ভুল বুঝিতেছ।" এই বলিয়া জ্যাক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল জ্যাক্! লেডী কি ভুল বুঝিতেছে না?"

সংক্ষেপে জ্যাক্ উত্তর করিল, "আশ্চর্য্য নয়—তুমি এতক্ষণ বুঝাইয়া দিলে, তথাপি—"

জ্যাকের উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রিম বলিল, "আমার মুণ্ডপাত!"—অতঃপর বিবিকে বলিল, "মেম-সাব! একটা উপায়,—তুমি আমার বাধ্য হইয়া আমার সঙ্গে চ্যান্‌সারী লেনে চল।"

বিবি হারবার্টের মাথায় যেন আগুন জলিয়া উঠিল, কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি বিনির্গত হইল। এতক্ষণ তিনি বুঝিতেছিলেন, বাড়ীতে ডিক্রী-জারী করিতে সরিফের পেয়াদা আসিয়াছে, তাহাই করিয়া যাইবে, জীবনকালের মধ্যে এই বিষয়ের তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন. কিন্তু এখন বুঝিলেন, গ্রেপ্তারী পরোয়াণা, তাঁহাকে বন্দী করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে; ইহা চিন্তা করিয়াই তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বাচাল পেয়াদার বক্তৃতা থামিয়া গেল।

পেয়াদারা যখন গৃহমধ্যে নজরে পড়ে, বিবি হারবার্ট তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এই সময়ে পুনর্ব্বার সোফার উপর হেলিয়া পড়িলেন; বুক যেন ফাটিয়া যায় যায়, নির্ব্বেদধ্বনি বাহির হয়, তাহা বন্ধ করিবার ইচ্ছায় মুখ-মধ্যে রুমাল গুঁজিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। ক্রিম ভাবিল, বুঝি মরে; ইহা ভাবিয়াই পকেট হইতে ব্রাণ্ডীর শিশি বাহির করিয়াই বিবির মুখে উত্তপ্ত মদিরা ঢালিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, জ্যাক্ তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া আপনাদের অসভ্য ভাষায় বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

পেয়াদাদ্বয়ের ঐরূপ অভিনয়ে বিবি হারবার্টের একটু চৈতন্য হইল; আপন মর্য্যাদা মনে পড়িল, পেয়াদার সম্মুখে তত দূর দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করা অনুচিত, ইহা স্থির করিয়া অলৌকিক শক্তিতে দুর্দ্দম মনোবেগ কতকটা সংবরণ করিলেন, ক্রিমকে বলিলেন, "যদি আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিই, তাহা হইলে আগামী কল্য পর্য্যন্ত তুমি এই পরোয়াণার ক্ষমতা-পরিচালনে ক্ষান্ত থাকিতে পার কি না?"

ক্রিম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "মেম-সাব! তাহা হইতে পারে না, দাবীর টাকা শোধ করিয়া না দিলে আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না। টাকা শোধ করিয়া দাও, এই জ্যাক্ তাহার সাক্ষী থাকিবে, তাহা না হইলেই বিপদ্।"

অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "তবে কি তুমি আর তোমার অনুচর আমাকে তোমাদের জিম্মায় রাখিবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি যথাস্থানে আটক—"

কণ্ঠরোধ হওয়াতে বিবি যেটুকু বলিতে পারিলেন না, ক্রিম সেইটুকু সমাপ্ত করিবার জন্য বলিল, "হাঁ, চ্যান্সারী লেনে আমার গারদে আটক।"

যে মূর্ত্তি ধরিয়াই হউক, মৃত্যু এই সময় সম্মুখে আসিয়া গ্রাস করিলেই পরিত্রাণ পাই, হতভাগিনী বিবি হারবার্ট এই ভাব মনে আনিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়া দস্তুরমত কাপড় ছাড়িয়া আসি?"

পেয়াদা বলিল, "যে ঘরে তুমি যাইবে, সে ঘরটা অগ্রে আমার দেখা উচিত। অন্য দ্বার দিয়া অন্যপথে বাহির হইবার উপায় আছে কি না, পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমার সহচর এই জ্যাক্ বাহিরে পাহারা দিয়া দেখিবে, তুমি কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে কিংবা দোকানে কোন জিনিস কিনিতে কিংবা ময়দানে হাওয়া খাইতে যাও কি না। ফল কথা, আমরা তোমাকে নজর-ছাড়া করিতে পারিব না।"

যতদূর অবমাননা হইবার সম্ভাবনা, ততদূর হইল, মনে মনে ইহা বুঝিয়া বিবি হারবার্ট ধীরে ধীরে বলিলেন, "যথেষ্ট—যথেষ্ট, আর শুনিতে চাই না।"

এইরূপ উক্তি করিয়াই তিনি স্থির করিলেন, ভাগ্যে যাহা থাকে, ঘটুক; যত যন্ত্রণা হয়, হউক; যত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, করিব; আর কোন প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা করিব না।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিবি হারবার্ট এবং দাসদাসীগণ

সরিফের পেয়াদাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে থামাইয়া দিয়া বিবি হারবার্ট চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন। গৃহ নিস্তব্ধ। মিনিটের মধ্যে হাজার প্রকার উপায়ের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইতেছে, কিন্তু কার্য্য যে প্রকার গুরুতর, তাহাতে একটাও তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না। অবিলম্বে দুই হাজার পাউণ্ড অর্পণ করিতে হইবে অথবা বন্দিনী হইয়া হাজত-গারদে বাস করিতে হইবে। আর একটা কল্পনা তাঁহার মনে আসিতেছিল, পেয়াদারা নিকটে না থাকিলে ইনি তাহা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাহাদের সাক্ষাতে সে উপায় সিদ্ধ হইবার উপায় ছিল না। তিনি নানাখানা চিন্তা করিতেছেন, একপাশে দাঁড়াইয়া পেয়াদারা পরস্পর চুপি চুপি পরামর্শ করিতেছে। জিম বলিতেছে, "এই সুন্দরী রমণী অবশেষে আদালতে যাওয়াই স্থির করিয়াছে।"

গৃহমধ্যে ঐরূপ চিন্তা ও ঐরূপ পরামর্শ, এমন সময় সহসা গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, বিলাস-বাস-পরিহিতা একটি দীর্ঘাঙ্গী যুবতী প্রবেশ করিল। সেই যুবতী বিবি হারবার্টের প্রধানা সহচরী, নাম এলিসিয়া। এই এলিসিয়া অনেক দিন বিবি হারবার্টের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে।

বিনা সংবাদে অকস্মাৎ সহচরীর প্রবেশে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "এলিসিয়া! আমি এখন একটা কার্য্যে ব্যস্ত আছি,—অতি অপ্রিয় কার্য্য; আমি তোমাকে ডাকি নাই, যখন আবশ্যক হইবে, ঘণ্টা বাজাইব।"

এলিসিয়া মনঃকল্পিত ব্যাপারে পূর্ণ-সাহসে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ বলিল, "বটে!—বটে! আপনি ঘণ্টা বাজাইতে পারেন, কিন্তু হয় ত আমি আসিব না।"

ইতিপূর্ব্বে যে প্রিয়-সহচরীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন, সকল কার্য্যে বিশ্বাস করিতেন, সর্ব্বদা প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেন, উৎকণ্ঠিতচিত্তে এখন সে ভাব বিস্মৃত হইয়া উচ্চকণ্ঠে হারবার্ট বলিয়া উঠিলেন, "এলিসিয়া! তোমার মুখে এই কথা?"

গর্ব্বিত-বচনে এলিসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ মেম-সাহেব, ঐ লোকের

আসিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি; উহারা এইখানে রহিয়াছে, তাহাও দেখিতেছি; উহাদের সাক্ষাতেই আমি বলিতেছি, আমার বহুদিনের যে বেতন বাকী আছে, তাহা আপনি আমাকে প্রদান করুন। আমি গরীব, বহু পরিশ্রমে আপনার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি, আমাকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করা আপনার তুল্য মাননীয়া ভদ্রমহিলার উচিত কার্য্য হইতেছে না।"

বিবি হারবার্টের বদন সহসা ক্রোধে আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন, "এলিসিয়া! আমি কখনও কাহাকে ফাঁকি দিই নাই, ফাঁকি দেওয়া আমার অভ্যাস নয়।"

কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে এলিসিয়া বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইল। আপনি ফাঁকি দেন না, তাহার প্রমাণ দেখান; যাহা আমার পাওনা, চুকাইয়া দিন, কার্য্য ছাড়িয়া আমি চলিয়া যাই।"

সখীর কথা শুনিয়া অভাগিনী বিবি সাহেবের জ্ঞান হইল, পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, "এলিসিয়া! এই বিপদ্‌সময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা কি সম্ভব?"

এলিসিয়া বলিল, "দেখুন মেম-সাহেব! কেমন করিয়া আপনি আর আমাকে বেশী দিন কার্য্যে বহাল রাখিবেন, তাহা আমি ভাবিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ বেশী দিন বেগার খাটিতেও বাস্তবিক আমার ইচ্ছা হয় না; যখন আমার কোন কার্য্য নাই, তখন আর এখানে থাকিয়াই বা কি করিব?"

বিবি হারবার্ট আপন মনোবেগ সংবরণ করিয়া সম্ভবমত স্থিরভাবে সখীর বাক্যে উত্তর দিবার অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রহস্তে মুখে রুমাল ঢাকা দিলেন; কথা কহিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় পুনর্ব্বার গৃহদ্বার মুক্ত হইল, সাকী* প্রবেশ করিল।

বট্‌লারের পরিধান অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, গলাবন্ধ ও কটিবন্ধ শুভ্রবর্ণ, লোকটি দেখিতে সুশ্রী, স্থূলকায়, বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর।

যে সোফাতে কর্ত্রী বসিয়া ছিলেন, ধীরে ধীরে সেই সোফার নিকটবর্ত্তী হইয়া, ঈষৎ নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক একটু হেঁট হইয়া সেই লোকটি সসম্ভ্রমে মৃদুস্বরে বলিল, "মেম-সাহেব! আমার সামান্য হিসাবটি পরিষ্কার করিয়া দিবার এখন কি আপনার সুবিধা হইবে?"

---

* যে ব্যক্তি মদ্য সরবরাহ করে, পারস্য-ভাষায় তাহাকে সাকী বলে; ইংরাজীতে বট্‌লার (Bottler)।

উচ্চৈঃস্বরে বিবি হারবার্ট বলিলেন, "রবিন্‌সন্! এ কি? তুমিও কি আমার বিপক্ষে দাঁড়াইতেছ?"

বিনম্রস্বরে বট্‌লার বলিল, "আমি ঐরূপ ভর্ৎসনার পাত্র নই, বৃথা আমাকে তিরস্কার করিবেন না. আমি আপনার চিরানুগত, আপনার মর্য্যাদা আমি জানি, কেবল স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি। মদ্যবিক্রেতা, কসাই, রুটী-ওয়ালা মুদী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদারগণের পাওনা টাকা আজ প্রাতঃকালে যদি আমি শোধ করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমাকে মহা দায়গ্রস্ত হইতে হইবে।"

বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবিন্‌সন্! কি কথা তুমি বলিতেছ? আমার দেনার জন্য তুমি দায়ী নও।"

রবিন্‌সন্ বলিল, "যাহারা জিনিস দিয়াছে, তাহারা আমাকেই দায়ী করিতেছে, অপরের সহিত কলহ করিতে তাহারা নারাজ; অতএব আমি মিনতি করিতেছি, হিসাবগুলি এখনই পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে।"

বট্‌লালের বাক্য বিবি হারবার্টের অন্য উত্তর প্রদত্ত হইবার অগ্রেই তৃতীয়বার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, কোচ্‌ম্যান প্রবেশ করিল।

লোকটা পরচুলপরা, মুখখানা লাল, গঠন খর্ব্ব, বড়লোকের বাড়ীর চাকরদের মত জাঁকালো উর্দ্দীপরা। ছোট চাকুরীতে তাহার ঘৃণা, কেবল বাধ্য হইয়াই কোচ্‌ম্যানগিরী স্বীকার করিয়াছে। বড় বড় লোকের বাড়ীর দাসী-চাকরের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ।

এলিসিয়া ও রবিন্‌সনের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া লোকটা বুঝিয়া লইল, তাহাদের চাহনিতেও "কিছু হইবে না" এইরূপ ভাব প্রকাশ; বেয়াত্বী ধরণে বিবিকে একটা সেলাম ঠুকিয়া সে সম্মুখে দাঁড়াইল।

অপমানে ক্রোধে রক্তমুখী হইয়া বিবি হারবার্ট সেই কোচ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাথিউ! তুমি আবার কি চাও?"

কর্কশস্বরে কথা কহা সেই লোকটার অভ্যাস। সেইরূপ স্বরে সে উত্তর করিল, "শুনুন আমার কথা। আমি একটা আব্দার করিতে—"

অকপট বিস্ময়ে বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে?"

কোচ্‌ম্যান উত্তর করিল, "সমস্ত দাসী-চাকরের পক্ষে আমি প্রতিনিধি। তাহারা সকলেই চাকরদের ঘরে জমায়েত। আমি তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া—"

বট্‌লারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবিন্‌সন্! এ লোকটা বলে কি?"

ভাব ও স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া রবিন্‌সন্ উত্তর করিল, "মেম-সাহেব!

লোকটির উচ্চারণে কিছু দোষ আছে বলিয়া উহার বক্তব্য আপনি বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ ভাণ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।"

যেরূপ ভাব দেখাইতে এক ঘণ্টা লাগে, নিমেষমধ্যে বিবি হারবার্ট সেইরূপ ভাব দেখাইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, বক্ষঃস্থল পরিস্ফীত হইল, নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সেই জ্বলন্ত-নয়নে তিনি রবিন্‌সনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন,—কটাক্ষের যদি সংহারকারিণী শক্তি থাকিত, তাহা হইলে রবিন্‌সন্ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই ভস্ম হইয়া যাইত। আজ যদি এই বিবি হারবার্ট প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের অঙ্গীকৃতা সহধর্ম্মিণী থাকিতেন, আজ যদি তিনি ইংলণ্ডের যুবরাজের উপাধির অধিকারিণী থাকিতেন, তাহা হইলে কদাচ ঐরূপ অপমান সহ্য করিতেন না।

পুনর্ব্বার কোচ্‌ম্যানের দিকে নেত্রপাত করিয়া উগ্রমূর্ত্তিধারিণী অভিমানিনী মহিলা কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাথিউ! কি তোমার আব্দার?"

ম্যাথিউ উত্তর করিল, "মেম-সাহেব! আমার নিজের পক্ষে আমি, আর অপরাপর দাসী-চাকরের পক্ষেও আমি, সকলের প্রতিনিধি হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তাহারা উপস্থিত হইয়া নিজে নিজে কোন কথা বলিতে পারিল না, আমি কি উত্তর লইয়া যাই, তাহা শুনিবার জন্য নীচের ঘরে অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে কি বলিব, অনুমতি করুন। সকলের বেতন যাহা পাওনা হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া কোচ্‌ম্যান শেষকালে ঘরের চারিদিকে চাহিল; কেবল বিবির দিকে নয়, রবিন্‌সনের দিকে, এলিসিয়ার দিকে এবং পেয়াদারা একধারে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, তাহাদের দিকেও দৃষ্টিপাত করিল।

কোচ্‌ম্যানের দিকে, বট্‌লারের দিকে ও সহচরীর দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "আমি তোমাদের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি, পূর্ব্ব হইতেই ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তোমরা আজ এইখানে উপস্থিত হইয়াছ, আমার প্রতি তোমাদের আর শ্রদ্ধা নাই, তোমাদের আর কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই, তাহাও আমি বুঝিলাম; মানুষের চক্ষু কথা কহিতে পারে, তোমাদের তিন জনের কটাক্ষ-বিনিময় দর্শন করিয়াই সমস্ত আমি বুঝিয়া লইয়াছি, কিছুই বুঝিতে বাকী নাই। তোমরা তোমাদের পাওনা বেতন চাহিতেছ, আমি সরল অন্তরে বলিতেছি, এই মুহূর্ত্তে তাহা পরিশোধ

করিতে আমি অপারগ, এখনই আমাকে কারাগারে যাইতে হইবে; অদ্যই হউক অথবা কল্যই হউক, আমি আমার বন্ধুবান্ধবগণের কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত চাকরের প্রাপ্য বেতন শোধ করিয়া দিব।"

দেনার দায়ে কারাগারে যাইতে হইবে, বিবি হারবার্ট যখন এই কথাটি উচ্চারণ করেন, সেই সময় রসনা কম্পিত হইয়া তাঁহার কথা জড়াইয়া আসিয়াছিল। তিনি এখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রুমাল দিয়া মুখ-চক্ষু ঢাকিলেন।

সজোরে ভূতলে পদাঘাত করিয়া গভীর কর্কশ-কণ্ঠে কোচ্‌ম্যান বলিয়া উঠিল, "হায়! হায়! আমরা সকলেই ফাঁকিতে পড়িলাম! আমাদের ভাগ্যে এই ছিল!"

সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত করিয়া সক্রোধে কম্পিত-স্বরে এলিসিয়া বলিয়া উঠিল, "সাঙ্ঘাতিক প্রতারণা! আগাগোড়া ফাঁকি!"

বট্‌লার রবিন্‌সন্‌ বলিয়া উঠিল, "বিবি হারবার্টের প্রতি এত দিন আমার যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, আজ তাহা উড়িয়া গেল! মিষ্টার ম্যাথিউ আর মিস্‌ এলিসিয়া যাহা বলিলেন, আমি মুক্তকণ্ঠে তাহাতেই সায় দিতেছি। নিশ্চয়ই আমরা একটা নারী-জুয়াচোরের বধ্য হইলাম!"

কলপ দেওয়া পরচুল আর গোটাদার কোর্ত্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কোচ্‌ম্যান বলিয়া উঠিল, "এই নিঃসম্বল স্ত্রীলোকের মনের ভাব সাঙ্ঘাতিক প্রতারণা স্পষ্ট বুঝা গেল!"

স্বাভাবিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যেমন কুৎসিত ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তীব্র বিদ্রূপে সেইরূপ কুৎসিত ভাষায় রবিন্‌সন্‌ বলিয়া উঠিল, "যে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক বট্‌লার নিযুক্ত করে, তাহার বেতন দিবার সামর্থ্য থাকা উচিত। উপপতিরা পরিত্যাগ করিয়া গেলে অতি নীচশ্রেণীর রক্ষিতা বেশ্যারাও বেতন শোধ করিয়া দিয়া দাসী-চাকর জবাব দেয়।"

এলিসিয়া বলিল, "যাহারা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ায়, তাহারাও তাহাদের দাসী-চাকরের প্রতি যত্ন করে।"

এই কথার উপর রবিন্‌সন্‌ মন্তব্য দিল, "সেই জন্যই আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, "সেই ধরণের নামজাদা বেশ্যারও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত।"

মহাক্রোধে বিবি হারবার্টের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিল, বদনমণ্ডল আরক্ত হইল, চক্ষে আগুন জ্বলিল, ক্ষণেকের জন্য মর্ম্মান্তিক চিন্তা দূরে গেল, সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সক্রোধে তিনি বলিলেন, "দূর হ হতভাগারা! সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার নামে গ্লানি করিস্‌, এতদূর দুঃসাহস?—দূর হ!"

এলিসিয়া বলিয়া উঠিল, "বল কি! বল কি! সত্যই গ্লানি! না না, গ্লানি নয়! গ্লানি নয়! তুমি যুবরাজের উপপত্নী ছিলে—"

কোচ্ম্যান বলিল, "হাঁ, সে দিন তোমাকে তিনি গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

বট্লার বলিল, লোকে যেমন ছেঁড়া চটি দূরে ফেলিয়া দেয়, সেই রকম।"

পুনরায় সোফার উপর বসিয়া পড়িয়া কম্পিত-ললাটে হস্ত-পেষণ করিতে করিতে আবশ্যকমত মিনতি-বচনে বিবি হারবার্ট বলিলেন, "বিদায় হও, বিদায় হও! অনুনয় করি, বিদায় হও! আমার এই বাক্যকে যদি হুকুম বলিয়া মানিতে না চাও, দয়া করিয়া বিদায় হও! আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও!"

রবিন্সন্কে সম্বোধন করিয়া এলিসিয়া বলিল, "রবিন্সন! এসো. আমরা চলিয়া যাই। এমন চরিত্রহীনা অর্দ্ধগণিকার কাছে চাকরী করিবার পর কেমন করিয়া অন্যস্থানে চাকরী পাইব, তাহা জানি না।"

মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় বট্লার বলিয়া উঠিল, "বারাঙ্গনা! ওঃ! বৃত্তিশূন্য বারাঙ্গনা!" বট্লারের এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্যে এই বোধ হয় যে, ডিউক অব্ গ্রাফ্টন, ডিউক সেণ্ট এলবান, রিচমণ্ড, ক্লেভ্ল্যাণ্ড এবং অপরাপর বড়লোকের রক্ষিতা উপপত্নীগণের পেন্সনের তালিকার মধ্যে যদি মিষ্ট্রেস ফিজ্ হারবার্টের নাম লিখিত থাকিত, তাহা হইলে ঐ বট্লারের চক্ষে তাহার চরিত্র অধিক নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইত না। যে সকল বড়লোকের নাম করা গেল, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে স্বত্বের দাবীতে রাজকীয় ধনাগার বিলুণ্ঠন করিতেন, কেন না, তাঁহারা বড় বড় লম্পটের বংশসম্ভূত। সেই দুরাচার পূর্ব্বপুরুষেরা লঘুচিত্ত রাজা দ্বিতীয় চার্লসের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন।

কোচ্ম্যান বলিল, "ভয়ানক বিভ্রাট দাঁড়াইল!" বিবির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আবার বলিল, "আহা! এই স্ত্রীলোকটার দ্বারা অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! পাওনাদারেরা যখন শুনিবে, সমস্তই ফর্সা, দেনাদার স্বচ্ছন্দে জেলখানায় গিয়া বসিল, তখন তাহারা হায় হায় করিয়া জগৎ অন্ধকার দেখিবে। ওহো! সংসারের গতিই এই প্রকার। যে সকল বিলাসিনী দিনকতক মহাগৌরবে রাজরাণীর মত চালচলন দেখায়, শেষকালে তাহারা যখন সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে বাহির হয়, তখন আর কেহই তাহাদের দিকে সদয়-নয়নে চাহে না। আমাদের মত কত গরীব লোককে যে মজাইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই।"

গর্জ্জন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এলিসিয়া সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতে করিতে বট্‌লার ও কোচ্‌ম্যান গৃহত্যাগ করিল। এই সকল কাণ্ড যখন হয়, বিবি হারবার্টের তখন জ্ঞান ছিল না; তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন, সোফার উপরেই শুইয়া আছেন, স্যাথাম ক্রিম তাঁহার বুকের কাছে হেঁট হইয়া মুখে চক্ষে জলসিঞ্চন করিতেছে, জ্যাক্ এক কড়া শীতল জল লইয়া তাঁহার হস্তাঙ্গুলি প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে।

সগৌরবে ত্বরিতস্বরে ঐ দুই জন পেয়াদাকে পরিচর্য্যার জন্য ধন্যবাদ দিয়া বিবি হারবার্ট অবশেষে বলিলেন, "গারদে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এক ঘণ্টা সময় দাও, আমি প্রস্তুত হই।" ক্রিম তাহাতে সম্মত হইল। বিবি সেই সময় ছয় জন বন্ধুকে ছয়খানা চিঠি লিখিলেন। অর্থাভাবে মহা বিপদে পড়িয়াছি, সাহায্যদান করিয়া উদ্ধার কর, চিঠিগুলির এইরূপ মর্ম্ম।

চিঠিগুলি যথাস্থানে পাঠাইবার জন্য ভৃত্য আহ্বানের অভিপ্রায়ে বিবি যখন ঘণ্টা বাজাইলেন, স্যাথাম ক্রিম সেই সময়ে বলিল, "আর বাজাইবেন না। বৃথা ঘণ্টাধ্বনি! চাকরেরা কেহই আসিবে না, যে তিন জন এখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা আপনাকে যথেচ্ছা গালাগালি দিয়া গোঁভরে চলিয়া গিয়াছে, কেহই আসিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে বিবির সুন্দর মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, শোণিতের চলাচল রুদ্ধ হইল, রক্তশূন্য কুঞ্চিত ওষ্ঠ দংশন করিয়া তিনি নীরবে রোদন করিলেন। অশ্রুধারে গণ্ডস্থল ভাসিল, আজিকার প্রভাত হইতে এত বেলা পর্য্যন্ত তিনি অনেকবার কাঁদিয়াছেন, কিন্তু এবারের নেত্রজল অতিবেগে প্রবাহিত।

হাঁ, সমস্তই সত্য; চাকরেরা স্যাথাম ক্রিমকে বলিয়াছে, তাহারা সকলেই আপনাপন জিনিসপত্র লইয়া এ বাড়ী পরিত্যাগ করিল, সকলেই তাহারা চলিয়া গিয়াছে। বিবি হারবার্ট নিজেও যেন এই মহা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত।

স্যাথাম ক্রিম সেই চিঠিগুলি বিলি করিবার ভার গ্রহণ করিল। কোন্ বাড়ীতে কোন্ চিঠি দিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষায় কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, সন্তুষ্ট হইয়া বিবি হারবার্ট ঠিকানা বলিয়া দিয়া চিঠিগুলি তাহার হস্তে দিলেন। চিঠি লইয়া স্যাথাম ক্রিম সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিবি কোথাও যাইতে না পারেন,

তজ্জন্য দ্বিতীয় পেয়াদা জ্যাক্ সেই ঘরে সেইখানে মোতায়েন রহিল। হায় হায়! ইংলণ্ড রাজ্যের রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলসের বিবাহিতা স্ত্রী এই ফিজ্ হার্বার্ট, যিনি মহা গৌরবিণী, যাঁহার হুকুমে সহস্র সহস্র দাস-দাসী খাটিত, যিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী ছিলেন, সেই হারবার্ট এখন নিজের দাসী চাকরের দ্বারায় পরিত্যক্তা হইয়া সামান্য দেনার দায়ে একজন সামান্য পেয়াদার নজরবন্দীতে আপন ঘরে কয়েদ!

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

গুণবতী মহিলার বড় বড় বন্ধুগণ

সেরিফের পেয়াদা স্থাথাম্‌ ক্রিম যদিও বেশ বুঝিয়াছিল, অভাগিনী বিবি হারবার্ট নিতান্ত দুরাবস্থায় পতিতা, যদিও বুঝিয়াছিল, ইহার কিছুমাত্র সম্বল নাই, তথাপি তাহার অন্তরে একটু মনুষ্যত্বের ছায়া আসিল; সে ভাবিল ইতিপূর্ব্বে যাঁহার কতদূর পদমর্য্যাদা ছিল, কতদূর মান-গৌরব ছিল, তাঁহার এই দুঃসময়ে তাঁহার ধনবান বন্ধু-বান্ধবগণের দ্বারায় যদি কিছু উপকার হয়, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্বভাবিক বুদ্ধিবলে ইন্দুরেরা যেমন বুঝিতে পারে, তাহাদের আশ্রয় বাড়ীখানা পড়িয়া যাইবে, বিবি হারবার্টের দাসী-চাকরেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে সেইরূপে বুঝিয়াছিল, তাহাদের মনিবের অত্যন্ত দুঃসময়, তাহা বুঝিয়াই তাহারা তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। গতিক দেখিয়া স্থাথাম্‌ ক্রিমের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, বিবি হারবার্টের আশু পতন। বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু মনে আশা থাকিল যে কার্য্য সে করিতেছে সেই উপকারের জন্য অবশ্যই কিছু পুরস্কার পাইবে।

ছয়খানি চিঠি লইয়া স্থাথাম্‌ ক্রিম বিলি করিতে চলিল। রাস্তায় একখানা গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়োয়ানকে বলিল, "জ্যাজেস্‌ ষ্ট্রীটে লেডী সিঙ্গলটনের বাড়ীতে যাইতে হইবে, চালাও।"

প্রাগুপ্ত অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া স্থাথাম্‌ ক্রিম সদর দরজায় ঘণ্টা বাজাইল, কোন ক্ষমতাশালী লোকের প্রতিনিধিরা যে ভাবে দ্বারদেশে ঘণ্টা ধ্বনি করে, সেই ভাবে ঘণ্টা ধ্বনি; কেননা, দূত মনে করিল, সে এখন গৌরবিণী বিবি হারবার্টের বন্ধু, তদনুরূপ মর্য্যাদানুসারেই কার্য্য করা ভাল।

দ্বারবান বাহির হইয়া পত্রবাহকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, চেহারা দেখিয়া তাহার মনে কিছু সংশয় আসিল, ত্বরিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

যেন কতই গুরুতর প্রয়োজন এইরূপ ভাব দেখাইয়া ক্রিম জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের গৃহিণী বাড়ীতে আছেন?"

গাল ফুলাইয়া দরোয়ান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "পরিচারিকা অথবা পাচিকা—কাহাকে তুমি চাও?"

ক্রিম্ উত্তর করিল,—লেডী সিঙ্গল্‌টনের কাছে আমার দরকার। তুমি দয়া করিয়া এই দলিলখানা লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাও, বলিও, ইহা কোন আদালতের পরোয়ানা নয়, যে ভদ্রলোক ইহা আনিয়াছেন, তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম বলিব?"

ক্রিম্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "কি নাম?—হাঁ, সার থ্যাথাম্ ক্রিম্। জান্‌লে কি না?"

নাম শুনিয়াই দরোয়ানের মুখের ভাব ও কথার ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। সে মনে করিল, ইনি হয় ত কোন বিখ্যাত ব্যারনেট্ অথবা অপর কোন ধনবান্ পুরুষ। ইহা মনে করিয়াই সমাদরে ক্রিম্‌কে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিল, বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া ঘোষণা করিল, "স্যার থ্যাথাম্ ক্রিম্!"

লেডী সিঙ্গেল্‌টন্ জনৈক ব্যারনেটের বনিতা; তিনি বিধবা, অপুত্রিকা, বয়স পঞ্চাশ বৎসর। লেডী সিঙ্গেল্‌টন্ স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত ভূমি-সম্পত্তি ও প্রচুর ধনরাশির অধিকারিণী। তিনি পুনরায় বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন।

লেডী সিঙ্গেল্‌টন বৈঠকখানাতেই বসিয়াছিলেন, নিকটে একটি সঙ্গিনী; ইংরাজীতে সেইরূপ সঙ্গিনীকে টডি (toddy) বলে। তাহাদের কার্য্য অতি কৌতুকময়। যাঁহার কাছে টডি থাকে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই সেই টডির সহানুভূতি। আমরা এখানে টডিকে সখী বলিয়াই পরিচয় দিই। সখী সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল, সর্ব্বক্ষণ কার্য্যতৎপরা, সর্ব্বক্ষণ হাস্যপ্রিয়া; কখনও বিমর্ষ থাকে না, কখনও তাহার মাথা ধরে না, কখন কোন অসুখ হয় না; কর্ত্রী যাহা করেন, যাহা বলেন, তাহাতে সে ভাল মন্দ কিছুই বলে না, কখনও কোন বিষয়ে নিজের মন্তব্য দেয় না; নিজের চক্ষে দেখে না, নিজের কর্ণে শোনে না, নিজের মনেও ভাবে না; সর্ব্বক্ষণ কর্ত্রীর নিকটে নিকটে থাকে, কর্ত্রী যখন বাহিরে বেড়াইতে যান, তখন সঙ্গে সঙ্গে যায়, যখন তিনি ঘরে থাকেন, সখি তখন কোথাও যায় না; গীর্জ্জায় যাইবার সময় ধর্ম্মপুস্তক লইয়া যায়, ছোট কুকুরটিকে কোলে করিয়া রাখে; তাহাদের নিজের ঘর-বাড়ী থাকে না, যাঁহাদের আশ্রয়ে থাকে, তাঁহারাই ভরণপোষণ করেন; কর্ত্রীর অসুখ হইলে কাছছাড়া হয় না, সাধ্যমত যত্নে সেবা করে, কর্ত্রীর সম্পদে সুখী, বিপদে

অসুখী; তাহারা যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট; ভাল কার্য্য করিলেই পরিচ্ছদাদি পুরস্কার পাইয়া থাকে।

লেডী সিঙ্গেলটনের সখীর নাম মিস্ জুকেস্। তাহার বয়স বেয়াল্লিশ বৎসর। অবয়ব স্থূল, গঠন খর্ব্ব; বেশ রসিকা।

লেডী সিঙ্গেলটন দীর্ঘাকার, নাতিস্থূলাঙ্গী, গম্ভীরপ্রকৃতি। সার্ স্থাথাম্ ক্রিম্, এই জাঁকাল নাম শুনিয়া তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন, লোকটার ময়লা পরিচ্ছদ দেখিয়া বিস্ময় বাড়িল। দরোয়ান প্রথমে যেরূপ ভাবিয়াছিল, তাঁহাদের মনেও সেইরূপ ভাবের আবির্ভাব হইল। লোকটি হয় ত খামখেয়ালী ব্যারনেট্ অথবা নাইট্ উপাধিধারী, অনেক টাকার মালিক, পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই।

ক্রিমের বসিবার জন্য একখানা চেয়ার দিয়া দরোয়ান বাহির হইয়া আসিল। চেয়ারের একধারে বসিয়া, মাথার টুপীটা উভয় জানুর মধ্যস্থলে চাপিয়া, কি কথা বলিবে, বুদ্ধিতে তাহা যোগাইয়া আনিয়া ক্রিম বলিল, "আপনারা ক্ষমা করুন, বিবি ফিজ হার্‌বার্টের বন্ধুলোক আমি, সেই লেডী আপনাদের কাছে অপরিচিতা নহেন—"

ইংরাজী কথায় ক্রিমের উচ্চারণ-বৈষম্য ও ব্যাকরণ-ভুল হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া লেডী এবং সখী পরস্পর নয়ন ঠারাঠারি করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, "আমাদের এই নূতন বন্ধুটি কি রকম অদ্ভুত ইংরাজী বলেন," শেষে যখন পরিচয় হইল, এই ব্যক্তি বিবি হার্‌বার্টের বন্ধুলোক, তখন আর ব্যাকরণ-ভুলটা ধর্ত্তব্য হইল না।

ক্রিমের দিকে চাহিয়া মিস্ জুকেস জিজ্ঞাসা করিল, "লেডী হার্‌বার্ট কেমন আছেন মহাশয়? অনন্তর গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এক হপ্তা হইল, আপনি আপনার প্রিয় বন্ধু লেডী হার্‌বার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।"

লেডী বলিলেন, "হাঁ, এক হপ্তা পূর্ব্বে। তদবধি আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই, এটা আমার দোষ হইয়াছে। কি করি, আরও দুইটি একটি মানবতী ভদ্র-মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল।"

সখী বলিল, "সত্য বটে, সেই জন্য আজ কয়েক দিন আপনাকে খুব আমোদিনী দেখিতেছি।"

লেডী বলিলেন, "সমাজের খাতিরে। সমাজ আমাকে ছাড়ে না, সমাজই আমাকে নষ্ট করিল। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি আমি যেন সমাজের আদুরে খুকী।" সখীকে এই কথা বলিয়া স্থাথাম ক্রিমকে

সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, আপনি কি বলিতেছিলেন স্যার স্যাথাম্?

ক্রিম্ উত্তর করিল, "আমি বলিতেছিলাম, আপনাকে দেখিলে ছত্রিশ বৎসরের অধিক আপনার বয়স, এমন বোধ হয় না।"

সখী জুকেস তৎক্ষণাৎ মন্তব্য দিল, "ঠিক বলিয়াছেন স্যার স্যাথাম্। আপনার অনুমানটা ঠিক। লেডী সিঙ্গেলটনের বয়স সম্বন্ধে আপনি যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, আমারও ঐ রকম ধারণা।"

ক্রিম্ বলিল, "আমার ঐরূপ অভ্যাস। ইংলণ্ডের সমস্ত লোকের বয়সে বিষয়ে আমি ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারি। হাঁ, বলিতেছিলাম, লেডি ফিজ হারবার্টের কথা;—বোধ করি, আপনারা উভয়েই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন।"

কথার উপর জোর দিয়া দিয়া লেডি সিঙ্গেলটন বলিলেন, "তাঁহার উপকারের জন্ম যদি আমাকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।"

সখী জুকেসের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ক্রিম্ বলিল, "এই লেডীও সেইরূপ করিতে প্রস্তুত, একথা বলিতে আমি বাধ্য।"

পর্দ্দার ধারে অগ্নিতে ফুৎকার দিতে দিতে গৃহিণীর কাণের কাছে জুকেস চুপি চুপি বলিল, "বিবি হারবার্টের উপকারের জন্ম সত্যই আমি বহুদূর ভ্রমণ করিতে রাজী; কিন্তু এই যে লোকটি আসিয়াছে, ইহাকে যেন অসভ্য পাড়াগেঁয়ে মনে হইতেছে।"

সেইরূপ চুপি চুপি লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "ভারী অসভ্য। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, খুব টাকাওয়ালা।"

সখী জুকেস্ গৃহিণীর বাক্যে সায় দিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলেন।

মিস্ জুকেসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "প্রিয় সখি! বিবি হারবার্ট সত্য সত্য প্রিন্স অফ্ ওয়েল্সের সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র রহিয়াছেন কিংবা প্রিন্সের বিবাহ হইবে বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

সসম্ভ্রমে মিনতি-বচনে সখী উত্তর করিল, "অগ্রে আমি আপনার নিজের মন্তব্য শুনিতে ইচ্ছা করি।"

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যুবরাজের বিবাহের আর দেরী নাই, সেই জন্য বিবি হারবার্টের সহিত এই বিচ্ছেদটা কাল্পনিক।"

কর্ত্রীর সিদ্ধান্তে অনুমোদন করিয়া সখী জুকেস বলিল, "আমার ঠিক ঐ রকম বিশ্বাস। এখন শুনা যাউক, স্যার স্তাথাম্ কি বলেন।"

ক্রিম্ বলিল, "বিবি হারবার্টের সহিত আপনাদের এতদূর বন্ধুত্ব ইহা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল।"

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "বিবি হারবার্টের উপকারে আমি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি। আমার প্রচুর ধনরাশি তাঁহারই আয়ত্ত, যদি তিনি কখন দুরবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পান, যদি আমার সাহায্যের আবশ্যক হয়, আমার ভালবাসা ও সমাদরের প্রমাণস্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন তাঁহাকে দান করিব।" এই বলিয়া সখীর দিকে চাহিয়া তিনি আবার বলিলেন,"কেমন মিস্ জুকেস, যাহা আমি বলিলাম, তাহা আমার মনের কথা, সরল কথা, তাহা তুমি জানো ?"

সখী উত্তর করিল, "আমি জ্ঞানপূর্ব্বক আপনার বাক্যের সত্যতার সাক্ষী হইতেছি। বিবি হারবার্টের প্রতি আপনার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, সেটা আমি যেমন জানি, এমন আর কেহই জানে না। আমি আপনার খোসামোদ করিতেছি না, খোসামোদকে আমি ঘৃণা করি।"

ধনবতী বিধবা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "খোসামোদকে তুমি ঘৃণা কর, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু বল দেখি, আমার আত্মীয়তায় কোন দোষ আছে, তজ্জন্য তুমি আমাকে তিরস্কার করিতে পার,এরূপ তোমার মনের ভাব কি না ?"

জুকেস বলিল, "হাঁ, আমি আপনাকে তিরস্কার করিতে পারি। আপনার একটা দোষ আছে। আপনি বেজায় দাতা। যে যাহা চায়, তাহাকেই আপনি তাহা দেন, কেহ ঋণ চাহিলে তৎক্ষণাৎ, কোন আত্মীয় কষ্টে পড়িলে তৎক্ষণাৎ, দরিদ্র, ভিখারী, নিতান্ত হতভাগ্য হইলেও আপনার কাছে কখনও বঞ্চিত হয় না; সর্ব্বদাই আপনি মুক্তহস্ত, আপনি কদাচ 'না' বলিতে জানেন না। ইহাই আপনার দোষ।"—এই সকল কথা বলিয়া সেরিফের পিয়াদার দিকে ফিরিয়া জুকেস বলিতে লাগিল, "স্যার স্তাথাম্, আমি এই গুণবতী মহিলার হিতৈষিণী হইলেও ইঁহাকে ঐজন্য দোষ দিতেছি, আপনি অবশ্য আমার এই ব্যবহার ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।"

সখীর খোসামোদবাক্যে বিরক্ত হইয়াও মনের ভাব চাপিয়া পিয়াদা বলিল, "আপনি যথা কথা বলিয়াছেন, অতটা মুক্ত-হস্ত হওয়া ভাল নয়; আমি বোধ করি, উচিত কথায় এই দয়াময়ী মহিলা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।" এই কথা বলিয়া পিয়াদা একখানি চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, চিঠিখানি পাঠ করিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।"

চিঠি খানা টেবিলের উপর না পড়িয়া নীচে কার্পেটের উপর পড়িয়াছিল, লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "কৈ, আমি ত কোন চিঠি দেখিতেছি না; তুমি কি দেখিয়াছ জুকেস ?"

জুকেস তখন হেঁট হইয়া গালিচার উপর হইতে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া, দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ! এই বটে! এই যে চিঠি। আপনার নামেই শিরোনাম; আমাদের প্রিয় সখী ফিজ হারবার্টের হাতের লেখা।"

লেডী সিঙ্গেলটন সেই দিকে চাহিয়া জুকেসকে বলিলেন, "প্রিয় সখি! তুমি ঐ চিঠিখানি পড়।"

মৃদু হাসিয়া জুকেস বলিল, "পড়িতেছি।" বলিয়াই খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রিয়সখী লেডী সিঙ্গেলটন! আমি আজ তোমার কাছে যে একটি প্রার্থনা জানাইতেছি, তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই তুমি বিস্ময়াপন্ন হইবে। তোমার বন্ধুত্বে আমার অকপট বিশ্বাস, সেই ভরসায় লিখিলাম। সঙ্ক্ষেপভাবে আমূল বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না, এইবার সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা মুখে মুখে খুলিয়া বলিব। অকস্মাৎ আমি এক মহা বিপদে পড়িয়াছি, সাত দিন অথবা দশদিনের জন্য আমাকে দুই হাজার গিনী ঋণ প্রদান কর। তাহা হইলে সেই বিপদ্ হইতে আমি রক্ষা পাই।"

সখীর হস্ত হইতে চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া লেডী সিঙ্গেলটন বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর! তাই ত! ইহা তাঁহারই হাতের লেখা, তাঁহারই দস্তখত, সন্দেহ নাই। কি বিপদের কথা তিনি লিখিতেছেন? কি বিপদ্ স্যার থাম্? আপনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিঃসন্দেহ আপনি একজন ধনবান লোক, আপনি কেন ঐ টাকা তাঁহাকে প্রদান করেন নাই?"

চেয়ারের পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া হো হো রবে হাস্য করিয়া সেরিফের পিয়াদা বলিয়া উঠিল, "আমি দিব! ইহা অপেক্ষা উচ্চকথা জন্মেও আমি শুনি নাই। দোহাই ধর্ম্ম! ঠিক যেন মোরগের লড়াই! অত টাকা আমি দিব! হো হো হো!"

অসাধারণ বিস্ময়ে জুকেসের দিকে সন্দেহসূচক কটাক্ষপাত করিয়া লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "কেন আপনি দিবেন না স্যার থাম?"

ক্রিম্ উত্তর করিল, "কেন? অনেক টাকা! আপনি স্বচ্ছন্দে একখানা চেক লিখিয়া দিতে পারেন, আমি ছুটিয়া গিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া—"

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি ভারী কাজের লোক, না জুকেস?"

সখী উত্তর করিল, "এমন লোক আমি আর কখনও দেখি নাই?"

ক্রিম্ বলিল, "গণ্ডগোলের মর্ম্ম নয়। বিবি হারবার্টের নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে যদি তিনি দুই হাজার পাউণ্ড দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গারদখানায় কয়েদ হইতে হইবে। আপনি এইমাত্র বলিতেছিলেন, আপনি ফিজ হারবার্টের পরম বন্ধু, তাঁহার জন্য অকাতরে আপনি সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, তবে এখন কেন এমন কথা?"

লেডী সিঙ্গেলটন এবং মিস্ জুকেস উভয়েই এক নিশ্বাসে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "প্রিন্সের সহিত বিবি হারবার্টের বিচ্ছেদটা তবে সত্য?"

ক্রিম্ বলিল, "বলিতে শঙ্কা হইতেছে, তাহাই সত্য, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এখন কেবল দয়ালু বন্ধুগণের সাহায্যই তাঁহার ভরসা।"

সর্ব্বাবয়ব সোজা করিয়া তুলিয়া লেডী সিঙ্গেলটন আবার বলিলেন, "সার্ ক্সাথাম! পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেন আপনি তাঁহাকে ঐ টাকা দিবেন না?"

ক্রিম্ উত্তর করিল "লেডী! কেন আপনি পত্রের উপর ঝোঁক ফেলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে সার্ ক্সাথাম বলিবেন বাস্তবিক তাহা আমি নই; তাহা যদি হইতাম, তবে ঐ চিঠি লইয়া এখানে আসিতাম না। সত্যকথা বলি,—আমি আদালতের পেয়াদা, আমার একজন সঙ্গী এখন বিবি হারবার্টের বাড়ীতে তাঁহার মোতায়েন হইয়া রহিয়াছে।"

সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চমকিত সন্দিগ্ধ-নয়নে সেই পেয়াদার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে লেডী সিঙ্গেলটন ঘৃণা পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি! তবে তুমি ব্যারোনেট নও?"

ঘণ্টা বাজাইবার জন্য রজ্জুর দিকে ছুটিয়া গিয়া মিস্ জুকেস বলিয়া উঠিল, "নাইটও নও?"

জোরে জোরে ক্রিম্ বলিল, "এটাও নয়, ওটাও নয়, তাহারা অধঃপাতে যাক্! কিন্তু এ রকম গণ্ডগোল কেন?"

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "এ ঘর হইতে তুমি বাহির হও!"—তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজাইয়া মিস্ জুকেস প্রতিধ্বনি করিল, "হাঁ, এ ঘর হইতে তুমি দূর হও!"

ক্রিম্ জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি হারবার্টের কাছে আমি কি জবাব দিব?"

কর্কশ-বচনে লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "আমার টাকা নাই, আমি ধার দিতে পারিব না। বড়ই দুঃখিত হইলাম! বিবি ফিজ হারবার্ট বেজায়

বাজে খরচ করিত, বুদ্ধির দোষে কষ্ট পাইতেছে, অবশ্যই দণ্ড ভোগ করিবে, আমি কি করিব ?"

পুনরায় প্রতিধ্বনি করিয়া মিস্ জুকেস বলিল, "ঠিক কথা! আমাদের কর্ত্রী ঠিক কথাই বলিয়াছেন।"

লেডী সিঙ্গেলটন আবার বলিলেন, "বিবি হারবার্টের ভারি অহঙ্কার ?"

জুকেস বলিল, "সেই জন্যই উচিতমত প্রতিফল ভোগ হইতেছে।"

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "বিবি হারবার্ট কারাগারেই যাক কিংবা যেখানেই যাক, আমি গ্রাহ্য করি না।"

জুকেস বলিল, "জেলখানায় পচিয়া মরুক, তাহাতে আমার অন্তরে একটুও কষ্ট হইবে না।"

ভীষণ নাদে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর দরোয়ান ও দুই জন দীর্ঘাকার পদাতিক সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘৃণা পূর্ব্বক ক্রিমের দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া লেডী সিঙ্গেলটন পদাতিকদিগকে হুকুম দিলেন, "এই লোকটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও! লোকটা জুয়াচোর!"

জুকেস প্রতিধ্বনি করিল, "ভয়ানক জুয়াচোর।"

পদাতিকদিগকে সম্বোধন করিয়া লেডী সিঙ্গেলটন পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন, "বিবি ফিজ হারবার্ট যদি এখানে আইসে কিংবা লোক পাঠায় বলিও আমি বাড়ীতে নাই।"

গৃহিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া জুকেস আবার প্রতিধ্বনি করিল, "বলিও, বাড়ীতে নাই।"

ঘন ঘন মস্তকসঞ্চালন করিয়া লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ প্রিয় সখী! আমি বরাবর জানি, ফিজ হারবার্ট ছোটলোক, পরিচিত লোকের কাছে তাহার কিছুমাত্র খাতির নাই।"

জুকেস বলিল, "হাঁ, সর্ব্বদাই আপনি আমার কাছে ঐ কথা বলিয়াছেন। ফিজ হারবার্ট ব্যভিচারিণী, আপন দুঃষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। প্রদেশমধ্যে তাহার গর্ভজাত তিনটা জারজ সন্তান আছে। তাহারা কৃষকের গোয়ালাবাড়ীতে বাস করে।

লেডী সিঙ্গেলটন বলিলেন, "প্রিয় সখি! তোমার সকল কথাই ঠিক। ফিজ হারবার্ট যে রকম ভাবভঙ্গী দেখাইয়া বেড়াইত, দেখিয়া সামান্য লোকে মনে করিত, কত বড় ঘরায়ানা মেয়েমানুষ। তাহার স্বামী বেশ ভাল মানুষ-ছিল, সে ভাবিত, তাহার স্ত্রী ভারী সতী। কিন্তু মাগীর যখন যৌবন ছিল, তখন

কত নাগর ভুলাইয়াছে। এখন সকল পাপ প্রকাশ হইয়াছে, পরমেশ্বর সেই সকল পাপের দণ্ড দান করিতেছেন।"

লেডী সিঙ্গেলটন আর তাঁহার প্রিয়সখী জুকেস এখন যত পারেন, বিবি কিজ্‌ হার্বার্টের নিন্দা করিতে থাকুন, বেচারা স্থাথাম্ ক্রিম্ সেই বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া রাস্তায় একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিল. পার্কলেনে মার্শনেস্ বেম্‌বরি নিকেতনে চলিল।

গাড়ীতে বসিয়া স্থাথাম্ ক্রিম ভাবিতে লাগিল, এইবার নূতন ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া কিরূপ পরিচয় দিব। ভাবিয়া স্থির করিল, সেখানে বলিবে, আমি এক জন পত্রবাহক মাত্র, ভদ্রলোকের গোপনীয় পত্র লইয়া আসিয়াছি। লেডী বেম্‌বরি বাড়ীর ফটকের নিকটে উপস্থিত হইয়া সে তখন আস্তে আস্তে ঘণ্টা বাজাইল, সামান্য লোকের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। খুব জমকালো উর্দী-পরা দ্বারপাল বাহির হইল। সে সময় যদি তাহার পোষাকের উপর উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ পতিত হইত, তাহা হইলে পোষাকের চাকচিক্য দেখিয়া দর্শক লোকের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইত।

ক্রিম্‌কে সম্বোধন করিয়া দরোয়ান বলিল, "ওহে লোকটি, এসো, এসো, ভিতরে এসো, এই দালানে বসো, কোন ভয় নাই, আমরা তোমাকে খাইয়া ফেলিব না। আহা, গরীব লোক, তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে।"

শিষ্টাচারের জন্য দরোয়ানকে সাধুবাদ দিয়া স্থাথাম্ ক্রিম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্তরমণ্ডিত দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। গরীব লোক যেমন কোন কারখানা-বাড়ীর প্রহরীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চলে, তাহার সেইরূপ ভাব।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি কৈ?"

চিঠি বাহির করিয়া দেখাইয়া স্থাথাম্ ক্রিম্ উত্তর করিল, "এই চিঠি মহাশয়।"

"মহাশয়" সম্বোধন শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে দরোয়ানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; পিতৃবৎ স্নেহে ক্রিমের স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া প্রফুল্লবদনে বলিল, "বেশ বেশ, চল আমার সঙ্গে, মার্শনেসের সহিত দেখা করাইয়া দিব।"

পিয়াদা উত্তর করিল, "অবশ্যই আমি তাঁহার নিকটে যাইব।"

দরোয়ান তখন "জর্জ্জ, জর্জ্জ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল।

পার্শ্বস্থ একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি বালক তখনই দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মিষ্টার ব্লসম্, কেন আমাকে ডাকিতেছ?" বালকটি দেখিতে পরম সুন্দর, বয়স অনুমান ১৬।১৭ বৎসর, বড় লোকের ছোকরা-চাকরেরা যে রকম পোষাক পরে, সেইরূপ পরিচ্ছদ, তাহারই নাম জর্জ্জ।

ক্রিমকে দেখাইয়া দ্বারবান্ বলিল "জর্জ্জ! এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আমাদের কর্ত্রীর কাছে লইয়া যাও, ইহার বিশেষ কার্য্য আছে।"

সেই কথা শুনিয়া জর্জ্জ তখন অগ্রবর্ত্তী হইয়া ক্রিম্‌কে বলিল, "এস হে লোকটি, আমার সঙ্গে এস।"

কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়া উভয়ে উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির উপর চাতালে কতিপয় প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি, কতকগুলি পুষ্পাধার, দেওয়ালে ছবি সজ্জিত। সম্মুখদ্বার খোলা হইল, সম্মুখের ছোটঘরে জর্জ্জের ন্যায় সুসজ্জিত দুই জন ছোকরা চাকর ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিল। সেই ঘরের অপরদিকে বৃহৎ দ্বার, জর্জ্জ সেই দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ক্রিমকে গৃহ-মধ্যে লইয়া গেল। সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ; সেই কক্ষমধ্যে একটা টেবিলের সম্মুখে একটি গৌরবান্বিতা বয়োধিকা রমণী উপবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে টেবিলের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া-সসম্ভ্রমে রমণীকে সেলাম দিয়া জর্জ্জ নিবেদন করিল, "এই লোকটী কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।"

রমণী তৎক্ষণাৎ চারিদিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরক্ষণেই হ্যাথাম ক্রিমের দিকে চাহিলেন; হ্যাথাম ক্রিম নিকটবর্ত্তী হইয়া টেবিলের উপর একখানি পত্র ধরিয়া দিল।

জর্জ্জ বাহির হইয়া গেল, মার্শনেস্ ব্যাম্‌বেরির নিকটে হ্যাথাম্ ক্রিম্ একাকী দণ্ডায়মান।

রমণীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, অথচ যৌবনকালে তাঁহার অবয়বের যে সৌন্দর্য্য ছিল, এখনও সেই সৌন্দর্য্যের ছায়া বিদ্যমান; মুখ দেখিলে বুঝা যায়, এখনও অন্তরে দুর্জ্জয় কামরিপু প্রবল। রমণীর পরিচ্ছদ সাধারণতঃ সামান্য প্রকার, কিন্তু যে আসনে তিনি বসিয়া ছিলেন, সে আসনখানি বহুমূল্য আস্তরণে বিমণ্ডিত।

নম্রভাবে বিনম্রস্বরে ক্রিম্‌কে লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি তোমার কার্য্য?"

ক্রিম্ উত্তর করিল, "মাননীয়া লেডী! মিসেস্ ফিজ্ হারবার্টের নিকট হইতে এই পত্রখানি আমি আনিয়াছি; পত্রখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়—বিশেষ গোপনীয়—"

আনন্দে মার্শনেসের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, পত্রবাহকের সকল কথা না শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রে কি কি কথা লেখা আছে নিঃসন্দেহ তুমি তাহা অবগত আছ?"

ক্রিম্‌ উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমি অবগত আছি।"

বিস্ময়স্বরে মার্শনেস্‌ বলিলেন, "আচ্ছা! এই অনুগ্রহপ্রেরিত দুই হাজার গিনী গৃহীত হইবে।"

ক্রিম্‌ বলিতেছিল, "আপনি কিরূপ অনুমান—"

বাধা দিয়া লেডী বলিলেন, "চুপ চুপ্‌! একটিও কথা কহিও না।"

সেই সেরিফের পেয়াদা—কথা কহিতে কহিতে থামিয়া, হাঁ করিয়া গভীর বিস্ময়ে লেডীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া মার্শনেস্‌ বলিলেন, "বসো বসো. আমি বুঝিতেছি, তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বিবি হারবার্টের বিশ্বাসভাজন প্রিয়মিত্র। বোধ হয়, সেই বাড়ীতে তুমি বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছ।" কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া তিনি চুপি চুপি বলিলেন, "অথবা তুমি কি সামরিক আফিসে কাজ কর?"

ক্রিম্‌ উত্তর করিল, "না মেম সাহেব! সে রকম কিছু নয়। আমি একটা আফিসের ক্ষমতা রাখি বটে, যাহাকে কথায় বলে—"

প্রকৃত চতুরতা ও ধূর্ত্ততা মিশাইয়া মার্শনেস বলিলেন, "ওঃ! আমিও এইরূপ ভাবিয়াছিলাম।" সংক্ষেপে এইমাত্র কহিয়া তিনি টেবিলের উপর হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া আবার বলিলেন, "ঠিক, মিসেস ফিজ্‌ হারবার্ট আমার অনুরোধক্রমে এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, যথার্থ আমি ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম। আমার সহিত তাঁহার যে অকপট বন্ধুত্ব, ইহাই তাহার প্রমাণ; এই বন্ধুত্বের জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব, কখনই ভুলিব না। এই প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও আমি তাঁহার সমস্ত বন্ধুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী, অধিক অনুগত, অধিক হিতাভিলাষিণী, ইহার চির দিন থাকিব। আরও সন্তোষের বিষয়, হারবার্ট এত শীঘ্র শীঘ্র আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। বাজারে যে একটা জনরব উঠিয়াছে, প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের সহিত বিবি হারবার্টের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেটা যে মিথ্যা এই প্রমাণের দ্বারা তাহাও বেশ প্রতিপন্ন হইল। বরণবিকের প্রিন্সেস্‌ কারোলাইনের সহিত অবিলম্বে যুবরাজ প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌সের বিবাহ হইবে, আমি বুঝিতেছি, সেই শুভ সংবাদ উপলক্ষেই ঐ মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি।"

মার্শনেস্‌ এই দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন, হতবুদ্ধি হইয়া ন্যাথাম্‌ ক্রিম্‌ এতক্ষণ শুনিল, অবশেষে বলিল, "বলিতে শঙ্কা হইতেছে, আসল কথাটা বুঝিতে আপনার কিছু ভ্রম হইতেছে।"

বিরক্ত হইয়া মার্শনেস্‌ বলিলেন, "কিসে ভুল হইল? কি রকম ভ্রম? এমত সোজা কথায় কি ভুল হইতে পারে? তুমি আমার প্রিয়সখী

মিসেস্ ফিজ্‌ হার্‌বার্টের বিশ্বাসী লোক, এখনি তোমাকে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। সেই ২০০০ পাউণ্ড কি এখনই আসিবে?"

উচ্চকণ্ঠে ক্রিম্ বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঐ টাকাগুলির আমার দরকার।" এই বলিয়া অঙ্গুলি গণনা করিতে করিতে মানসিক আহ্লাদে সে কল্পনা করিতে লাগিল, নিশ্চয়ই আমি বিবি হার্‌বার্টের নিকট হইতে ২০ কুড়ি পাউণ্ডের নোট বক্‌সিস পাইব।

মার্শনেস্ বলিলেন, "সত্য যদি তুমি ঐ টাকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকো, তবে অবশ্যই তাহা পাইবে। এখন যে পত্রখানি তুমি আনিয়াছ, এখনই আমি সেইখানি খুলিতেছি, পত্রে অবশ্যই শুভ সংবাদ আছে, তাহাতে আর কথাটি নাই—"

ক্রিম বলিল, "পত্রে ঠিক ঐ কথাই লেখা আছে, কার্য্যটা শেষ হইলে আমি যে উপকার করিলাম, তাহার জন্য বক্‌সিস পাইব, এ বিষয়ে আপনিও যেমন বুঝিতেছেন, আমিও সেইরূপ বুঝিতেছি।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "ইহা বড় অদ্ভুত! চিঠিখানা খুলিবার অগ্রে তোমাতে আমাতে কথাটা শেষ করাই উচিত হইতেছে। আমার বিবেচনায় তাহাই ভাল।"

ক্রিম্ বলিল, "আমিও তাহাই বিবেচনা করি। ব্যাপারখানা কি, আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন অগ্রেই আপনি তাহা বলুন।"

মার্শনেস্ বলিলেন, "ইহাত নখদর্পণ। গত পরশ্ব বিবি হারবার্টকে আমি লিখিয়াছি, আমার দ্বিতীয় পুত্র উইলেম্‌সের জন্য একদল ফৌজের লেফ ল্যাণ্ট কর্ণেল পদ প্রদান করণ পক্ষে তোমার প্রভুত্ব ক্ষমতার পরিচালন করিবে। সেই পত্রে আমি আরও আভাস দিয়া রাখিয়াছি, যদি তুমি তোমার পরিচিত কোন গরীব লোককে ২০০০ পাউণ্ড দান করিতে ইচ্ছা কর, সেই টাকা তোমার হস্তে অর্পণ করা যাইবে। এখন আমি বুঝিতেছি, সেই টাকার রসিদ দিবার নিমিত্ত তিনি তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।"

ক্রিম্ বলিয়া উঠিল, "আমি দেখিতেছি, ইহজীবন আপনার এমন সুবিধা আর কখনও হয় নাই। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, যদি আপনি এখন বিবি হার্‌বার্টের উপস্থিত বিপদে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেবল লেফ ল্যাণ্ট কর্ণেলের পদ কেন যুবরাজের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইলেই তিনি আপনার পুত্রকে আর্ক বিশপ করিয়া দিতে পারিবেন।"

ইংলণ্ডের বড় বড় ঘরের ঘরণীরা যে রকম সদম্ভে দেহ দীর্ঘ করিয়া গর্ব্বিত ভাব ধারণ করিতে অভ্যস্ত, সহসা আসন হইতে উঠিয়া সেই ভাবে দণ্ডায়মান

হইয়া মার্শনেস্ ব্যাম্‌বেরি বলিয়া উঠিলেন, "কি কথা শুনিতেছি? তবে কি সত্য সত্যই প্রিক্ষের সঙ্গে মিজ্. হার্‌বার্টের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে? সত্যই কি মিজ্. হার্‌বার্ট বিপদে পড়িয়াছেন?"

ক্রিম্ উত্তর করিল, "ভয়ানক বিপদ্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ পত্রখানি পাঠ করুন।"

ঘৃণাপূর্ব্বক পত্রখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মার্শনেস্ অবজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন, "দরকার নাই, দরকার নাই, পত্র পাড়বার কিছুমাত্র দরকার নাই। দুই চারি কথায় সংক্ষেপে তুমি বল, সেই স্ত্রীলোক আমার কাছে কি চায়। যদিও আধ আধি বুঝিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, তথাপি তোমার মুখে শুনিতে চাই।"

ভাবগতিক বুঝিয়া স্থাথাম্ ক্রিম্ পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিল, লেডী সিজেল্‌টনের নিকটে তাহার দৌত্যকার্য্যের যেরূপ ফল হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেই রকম হইবে, তথাপি যতদূর সাধ্য বিনম্রভাব ধারণ করিয়া নম্রস্বরে বলিল, "বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি আপনার কাছে অল্প দিনের জন্য ২০০০ পাউণ্ড ঋণ চাহেন।"

ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া মার্শনেস্ বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুত্ব! মার্শনেস্ ব্যাম্‌বেরির সঙ্গে একটা ছোট লোকের মেয়ের বন্ধুত্ব! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই! লোকাচারে তাহার সহিত কথা কহিতাম, এই পর্য্যন্ত। মনে মনে আমি তাহার দাম্ভিকতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম। তাদৃশী নীচাশয়া, চরিত্রহীনা একটা স্ত্রী-লোককে আমার বাড়ীর চৌকাঠ পার হইতে দিতাম, সেটা আমারই দোষ,—আমারই লজ্জা। আমি জানিতাম, মিসেস্ মিজ্. হার্‌বার্টের বেজায় অহঙ্কার; আমি জানিতাম, শীঘ্রই তাহার পতন হইবে। ঠিক ফল ফলিয়াছে, ঠিক বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মত দুশ্চরিত্রা নারীগণের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে বিলক্ষণ শিক্ষার স্থল হইবে। তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তুমি বিদায় পাও,—সেলাম!"

তাচ্ছল্যভাবে এই সকল কথা বলিয়া লেডী ব্যাম্‌বারি দ্রুতপদবিক্ষেপ ঘরের অপর প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। আশাভঙ্গে, ভগ্নান্তঃকরণে স্থাথাম ক্রিম্ মাথা হেঁট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া সেই ঠিকা গাড়ীতে উঠিয়া স্থাথাম ক্রিম্ একবার মনে করিল, আর কোথাও না গিয়া মিজ হার্‌বার্টের ভবনে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। আবার একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিল, আর একটা জায়গায় বেড়াইয়া যাই। ইহা ভাবিয়া অবশিষ্ট চারিখানা চিঠির শিরোনাম দেখিয়া দেখিয়া

একখানা নির্ব্বাচন করিল, গাড়োয়ানকে হুকুম দিল,—হাঁকাও,—গ্রীন ষ্ট্রীটে কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারীর বাড়ী।"

সেই বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। স্থাথাম্ ক্রিম্ সেইখানে নামিয়া ধীরে ধীরে ঘণ্টা বাজাইল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে সে তখন বিনা আড়ম্বরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখস্থ দালানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চিঠিখানি সে একজন পদাতিকের হস্তে প্রদান করিয়াছিল। ১৫ মিনিট পরে সেই পদাতিক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "উপরের ঘরে চল।" গ্রহ সুপ্রসন্ন ভাবিয়া ফিজ্ হার্বার্টের পত্রবাহক উৎসাহে উৎসাহে সেই পদাতিকের সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিল। উপরের একটি ঘরে কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার নিকটে কতিপয় মান্যপদস্থা সৌখীন রমণী।

লেডী মণ্টগোমারী দেখিতে সুশ্রী, বয়স প্রায় ষষ্টিবর্ষ। যৌবনে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন, মার্শনেস্ ব্যাম্বারির ন্যায় তাঁহারও অঙ্গে যৌবনসুলভ লাবণ্যের ছায়া লক্ষিত হয়। স্বভাবতঃ তিনি সুখবিলাসিনী, স্বার্থপরায়ণা, দয়ামায়া-পরিশূন্যা, গর্ব্বিত-প্রকৃতি। ইংলণ্ডের কোটি কোটি শ্রমজীবী লোক অনাহারে মরিলেও তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত করেন না। ইংলণ্ডের বড়দরের মহিলাগণের শতকরা নিরনব্বইজন এইরূপ প্রকৃতির অধিকারিণী। লেডী মণ্টগোমারী যৌবনকালে প্রণয়প্রসঙ্গে আমোদিনী থাকিতেন, এখন রাজনীতির আলোচনা করেন। রাজা প্রথম চার্লসের ব্যবহারের তিনি একান্ত পক্ষপাতিনী। সেই রাজাকে তিনি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যমধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহারা কেবল বড় বড় লোকের সেবার নিমিত্ত জন্মিয়াছে, এই রূপ তাঁহার ধারণা।

এই মজ্‌লিসে যে কয়েকটি মহিলা বসিয়া আছেন, তাঁহারাও জাঁকাল জাঁকাল উপাধিধারিণী। লেডী মণ্টগোমারীর ন্যায় তাঁহারাও হৃদয়হীনা, তাঁহারাও শ্রমজীবী গরীবের কষ্টে ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহারাও মনে করেন নিম্নশ্রেণীর প্রজারা বড় বড় লোকের ক্রীতদাস। ইংলণ্ডের বড় বড় ঘরের কামিনীরা প্রায়ই ভ্রষ্টাচারিণী ও স্বেচ্ছাচারিণী। অবশ্যই দুটি পাঁচটি সতী এ বিষয়ের ব্যতিরেক উদাহরণস্থল, সাধারণ নিয়মবর্জ্জিত, কিন্তু অধিকাংশই অসতী। এই দলের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় লোকের উপনায়িকাগণের গর্ভসম্ভূতা তাঁহারাও বড় বড় উপাধি পাইয়া সমাজমধ্যে মানমর্য্যাদায় গৌরবিণী! রাজা দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নীগণের গর্ভে যাঁহাদের জন্ম, তাঁহাদের গর্ভজাতা কন্যারাও সমভাবে গৌরবিণী। তাঁহারাও নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী গরীবলোকের প্রতি একান্ত নির্দ্দয়

সঙ্গিনী-পরিবেষ্টিতা লেডী মণ্টগোমারী যে ঘরে বসিয়া ছিলেন, স্যাথাম্ ক্রিম সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইল। চারি পাঁচজন বয়োধিকা রমণী একদিকে বসিয়া আছেন। তিন চারিটি যুবতী একটা বাতায়নের নিকটে বসিয়া অনন্য-মনে ফিজ্ হার্‌বার্টের পত্রখানি পাঠ করিতেছেন, এমন স্থলে উপস্থিত হইয়া লজ্জাভয়ে অপ্রস্তুত হইয়া স্যাথাম্ ক্রিম দুই এক পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে দিব্য শান্ত ভাব ধারণ করিয়া, টুপীটি বগলে রাখিয়া নতশিরে অভি-বাদন করিল; দেখাইল যেন, মনে কোন উদ্বেগ নাই, কিন্তু আসামী যেমন ফাঁসীকাষ্ঠের নিকটে যাইবার সময় ভিতরে ভিতরে কম্পিত হয়, তাহারও বুকের ভিতর সেইরূপ কম্প।

দলের মধ্যে যিনি মহিমান্বিতা, পত্রবাহককে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

স্যাথাম্ ক্রিম আপন বুদ্ধিবলে তখনই বুঝিতে পারিল, প্রশ্ন-কারিণী মানবতী মহিলাই কাউণ্টেস্ মণ্ট্‌গোমারী ইহা বুঝিয়াই উত্তর করিল, "আমার নাম স্যাথাম ক্রিম্, আপনার মহিমার দাস।"

কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের প্রিয়সখী মিসেস্ ফিজ হারবার্টের কি বিপদ্ ঘটিয়াছে ? তিনি লিখিয়াছেন 'বিপদ্'; কিন্তু কি বিপদ তাহা শুনি-বার নিমিত্ত আমরা সকলেই দারুণ সংশয়াগুনে দগ্ধ হইতেছি।"

ইঁহারা সকলেই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন, মনে মনে এইরূপ ভাব বুঝিয়া স্যাথাম্ ক্রিমের একটু সাহস হইল, আহ্লাদও জন্মিল; সোৎসাহে উত্তর করিল, "ঈশ্বর জানেন, ভারী বিপদ! অচিরাৎ অর্থ-সাহায্য প্রয়োজন।"

দলের মধ্য হইতে একটি সুন্দরী মহিলা বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আমা-দের প্রিয়সখী মিসেস্ ফিজ্ হারবার্ট কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান পুরুষের প্রণয়-সুখে বঞ্চিতা হইয়াছেন ?" লেডী মণ্টগোমারীকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা হইল বটে, কিন্তু বাস্তবিক স্যাথাম্ ক্রিমের প্রতিই মূল প্রশ্ন।

ক্রিম্‌কে দেখাইয়া কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী বলিলেন, "লেডী ব্রণেল! আমি বুঝিতে পারিতেছি, ঐ লোকটি যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে, কেন না, ঐ ব্যক্তি আমাদের সেই অভাগিনী সখীর বিশ্বাসপাত্র বোধ হয়।"

ক্রিম্ বলিল, "হাঁ, আমিই উত্তর দিতে পারি। মিসেস্ ফিজ্ হারবার্ট দেনার দায়ে বড় বিপদে পড়িয়াছেন। ঐ লেডীগুলি যে পত্রখানি পড়িতেছেন, উহাতে যত টাকা লেখা আছে, তাহা পাইলেই সে বিপদ্ হইতে তিনি উদ্ধার পাইতে পারেন।"

যেন একটু সদয়ভাব জানাইয়া কাউন্টেস্ মণ্টগোমারী বলিলেন, "ওঃ, সেই কথা?—উপযুক্ত সময়ই আমরা সে বিষয়ে উদ্যোগী হইব।"

এই উক্তি শুনিয়া স্থাথাম্ ক্রিম মনে করিল, "তবে আর কি! কার্য্য সিদ্ধি! দুই হাজার পাউণ্ড নিশ্চয়ই আমার পকেটজাত হইয়াছে বলিলেই হয়।"

অভ্যাসমত ভঙ্গী দেখাইয়া একটি বয়োধিকা রমণী মন্তব্য দিলেন, "লেডী মণ্টগোমারী যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের কষ্টপতিতা সখীটির দায় উদ্ধার হইবে, এইরূপ বুঝাইতেছে।"

উৎসাহ পাইয়া স্থাথাম্ ক্রিম বলিল, "ইহা অপেক্ষা ন্যায্য কথা আর কি হইতে পারে? দুই হাজার পাউণ্ড দেনার দায়ে মিসেস্ ফিজ্ হারবার্টের নামে পরোয়ানা জারি হইয়াছে, তাঁহার দাসী-চাকরেরা এই বিপদ্‌সময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অবস্থা বড় ভয়ানক!"

কুলক্ষণসূচক মস্তক সঞ্চালন করিয়া কাউন্টেস্ বলিলেন, "পরমেশ্বর আমাকে দয়া করুন! সেই অভাগিনীর কষ্টের কথা শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে।"

লেডী ব্রণেল বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই আমার কান্না পাইতেছে।"

যে বয়োধিকা মহিলা ইতিপূর্ব্বে কথা কহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "সত্যই আমি কাঁদিতেছি, দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে!" এই বলিয়া সত্য সত্যই তিনি চক্ষে রুমাল ঢাকা দিলেন।

সেই গৃহমধ্যে সকলের মুখেই দুঃখব্যঞ্জক ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। বয়োধিকারা অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্থাথাম্ ক্রিমের মুখ হইতে আরও কি কি কথা বাহির হয়, তাহা ঠিক ঠিক শুনিবার অভিলাষে যুবতীরা তাহার খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

কাউন্টেস্ মণ্টগোমারী বলিলেন, "জগতের সকলেই কি তবে আমাদের প্রিয়সখীকে পরিত্যাগ করিয়াছে?"

ক্রিম বলিল, "আমার সঙ্গী জ্যাক্ যদি এখন তাঁহার নিকটে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনার সেই সুখনিকেতনে নির্ব্বান্ধব হইয়া একাকিনী অবস্থান করিতেন।"

লেডী ব্রণেল বলিলেন, "ওঃ! তবে তোমার একজন লোক তাঁহার কাছে আছে?" এ প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কয়েকবার দেনদার হইয়া হাজত গারদে গিয়াছিল, তিনি একবার সেই পুত্রটি দেখিবার জন্য গারদে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পেয়াদা বলিল, "হাঁ, আমার লোকটি তাঁহার কাছে মোতায়েন আছে। দেনার টাকাগুলি অবিলম্বে যদি তিনি প্রদান করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই হ্যানুসারী লেনে আমার গারদে যাইতে হইবে, এই আমি ঠিক ঠিক সত্য কথা বলিলাম। এখন আপনারা তাঁহাকে রক্ষা—"

কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা তুমি? দেখিতেছি আমাদের প্রিয়সখী বিবি হারবার্টের সকল বিষয়ে তুমি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছ।"

লেডী ব্রণেল কাউণ্টেসের কানে কানে চুপি চুপি বলিলেন, "আমার বোধ হয়, এ ব্যক্তি সেরিফের অফিসার।"

যে বয়োধিকা রমণী এক মিনিট পূর্ব্বে বিবি হারবার্টের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তিনি চুপি চুপি গৃহিণীকে বলিলেন, "কথাটা ভাবিয়াই আমার যেন মূর্চ্ছা আসিতেছে। নিবেদন করি, তুমি শীঘ্র জিজ্ঞাসা কর, ঐ ভয়ঙ্কর লোকটা সত্য সত্য কে?"

কাউণ্টেস্ তখন কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ক্রিম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

ক্রিম্ উত্তর করিল, "আমি সেরিফের পেয়াদা, বিবি হারবার্টকে আমিই বন্দিনী করিয়াছি। আমি ভদ্রলোক, পরের উপকার চাই, বিবিটির কষ্টে আমার দয়া হইয়াছে, সেই জন্য তাঁহার চিঠি লইয়া তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছি; দেখি দেখি, তাঁহার বন্ধুরা কে কিরূপ উপকার করেন।"

কাউণ্টেস পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঃ! তবে কি তুমি বিবি হারবার্টের জন্য সাহায্য চাহিতে আর কোথাও গিয়াছিলে?"

লেডী ব্রণেল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় কোথায় তুমি গিয়াছিলে?" জিজ্ঞাসা করিয়াই উত্তর শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

ক্রিম্ উত্তর করিল, "প্রথমে আমি লেডী সিজেলটনের বাড়ীতে গিয়াছিলাম—তাহার পর মার্শনেস ব্যাম্বরির নিকটে গিয়াছিলাম—তাহার পর এইবার এইখানে আসিয়াছি। আশা আছে, এইখানে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।"

নম্রভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক উগ্রভাব ধারণ করিয়া কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী ঘৃণাস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা বলে কি? ছি ছি! বিবি হারবার্ট ভিক্ষা করিবার জন্য এমন একটা ছোট লোককে পাঠাইয়াছে, বড় অন্যায়!"

লেডী ব্রণেল তখনি বলিলেন, "বিবি হারবার্ট এখন আপন উচ্চ আসন হইতে অধঃপতিত হইয়াছেন।"

যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটু পূর্ব্বে মূর্চ্ছা যাইবার ভাণ করিয়াছিলেন, এখন পূর্ব্ব-সখীর দুর্দ্দশায় মনে মনে আমোদ পাইয়া সেই স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন, "যে আসন হইতে পড়িয়াছে, সে আসনে আর কখনো উঠিবে না।"

এক যুবতী বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক, বড়ই দুর্দ্দশা!"

আর একটি মানময়ী কুমারী বলিলেন, "কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাহার সৌভাগ্য দেখিয়া লোকের হিংসা হইত, তাহার এখন এই দীনাবস্থা?"

তৃতীয়া যুবতী বলিলেন, "কিছু দিন পূর্ব্বে যাহাকে আমরা আসন ছাড়িয়া দিতাম, যাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতাম, তাহার এখন এই দশা?"

লেডী ব্রণেল বলিলেন, "তাহার এই দশা হইবে, আমরা সকলেই ইহা ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু হারবার্ট যেমন মেয়েমানুষ, তাহার উচিতমত প্রতিফল হইয়াছে।"

অবজ্ঞা পূর্ব্বক মাথা নাড়িয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "অহঙ্কারেই তাহার পতন।"

লেডী ব্রণেল আবার বলিলেন, "তাহার চরিত্র—তাহার দৃষ্টান্ত অনেকের পক্ষে শিক্ষার স্থল। আমি আমার কন্যাগণকে তাহার সহিত কথা কহিতে দিতাম, পরমেশ্বর আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ইংলণ্ডের বড় বড় ঘরের ঘরণীরা যেমন গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পটু, কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী সেইরূপ গর্ব্বিতভাবে বেচারা ক্রিমের দিকে চাহিয়া হুকুম করিলেন, "যাও হে লোকটি, চলিয়া যাও!"

চোর যেমন ধরা পড়িবার ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র পলায়, দৌত্যকার্য্যে হতাশ হইয়া বেচারা ন্যাথান ক্রিম্ সেইরূপে মাথা গুঁজিয়া সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল। মানব-জীবনে এমন আছে, ইংলণ্ডে বড় বড় দলে এরূপ নির্দ্দয় লোক অধিক, ইহা সে ব্যক্তি বুঝিয়া লইল। পূর্ব্বের সেই ঠিকা গাড়ীতে যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন একটু স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

ওদিকে লেডী সিঙ্গেলটন আপনার প্রিয় সখীর সহিত কুৎসিত আমোদে গল্প আরম্ভ করিয়াছেন, মার্শনেস্ ব্যাম্বরি একজন সুন্দর ছোকরা চাকরকে লইয়া খেলা করিতেছেন, কাউণ্টেস্ মণ্টগোমারী আপন সঙ্গিনীগণের সহিত হাসিয়া হাসিয়া বড়াই করিতেছেন, কৌশলে পিয়াদাটাকে তাড়াইয়া দেওয়া গেল। তাঁহারা ঐরূপ আমোদ করিতেছেন, এ দিকে সেরিফের পিয়াদা অন্যান্য স্থান ঘুরিয়া বিষণ্ণ-বদনে বিবি হারবার্টের প্রায় জনশূন্য নিকেতনে ফিরিয়া চলিল।

অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় ভয়ব্যোরথ ন্যাথান ক্রিম্ গাড়ী হইতে

নামিয়া বিবি হারবার্টের বাড়ীতে প্রবেশ করিল; উপরের যে ঘরে জ্যাকের জিম্মায় বিবিকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেই ঘরে গিয়া দেখিল, অভাগিনী লেডী চিন্তায় বিমর্ষ-বদনে গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছে, ঘরের একধারে অগ্নিকটাহের নিকটে জ্যাক চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, কয়লাগুলি কেমন জ্বলিতেছে, একদৃষ্টে কেবল তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে।

পত্রবাহক স্থাথান ক্রিম্ সর্ব্বস্থানে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অবিলম্বেই অভাগিনী তাহা শুনিলেন; হতাশে অবসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন; হস্তে হস্ত পেষণ করিতে করিতে মিনতি-বচনে পিয়াদাকে বলিলেন, "দয়া কর, দয়া কর, আমাকে এখন কারাগারে টানিয়া লইয়া যাইও না, দয়া করিয়া আর কয়েক দিন সময় দাও—"

থামাইয়া পিয়াদা বলিল, "শান্ত হও মেম-সাব, শান্ত হও, তোমাকে কারাগারে যাইতে হইবে না; আমার গারদ-ঘরে থাকিতে হইবে।"

উদাস-নয়নে চাহিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতরকণ্ঠে বিবি বলিলেন, "ওঃ! সেটা ত কারাগার অপেক্ষা আরও খারাপ!"

ক্রিম্ বলিল, "সেখানে আমি তোমাকে যতদূর স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারি, তাহার উপায় করিব। গারদে তোমাকে যাইতেই হইতেছে;—এখনি যাইতে হইবে। তোমার বন্ধুরা তোমার উপকারের জন্য কেহই কিছু করিবে না।"

হতভাগিনী বলিলেন, "বন্ধুই বটে! আমি জানিতাম, অনেকে আমার সুসময়ে হিংসা করিত, এখন আমার দুরবস্থায় তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। আমি জানিলাম, দুর্ভাগাদের বন্ধু নাই! যাহারা বিপদে পড়ে, তাহাদের বন্ধু নাই!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি একবার স্থাথান ক্রিমের মুখপানে চাহিলেন, কাতরস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, তোমার মুখ-চক্ষু দেখিয়াই তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি। যাহা হউক, আর এক জায়গায় আর একবার আমি প্রণয় ও বন্ধুত্বের পরীক্ষা করিব। শেষ চেষ্টা। এখন হইতে নয়, গারদ-ঘর হইতেই সেইখানে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইব। গারদ-ঘরটা দেনদারের জেলখানার প্রবেশদ্বারের চৌকাঠ।"

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া থাকিবেন, এই পিয়াদাটি নিতান্ত মন্দ লোক নয়, ইহার হৃদয়ে দয়া আছে, তবে কি না, যে রকম কাজ করে, তাহাতে স্বার্থপর হইতে হয়, ইহাই যাহা কিছু দোষ। বিবির কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কিরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন?"

নৈরাশ্যে বিবি হারবার্টের ওষ্ঠাধরের রক্তরাগ বিলুপ্ত হইয়া গেল, মর্ম্মভেদী

যাতনায় অতি তীব্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন,"এখনই তোমাদের সঙ্গে গারদে যাইব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আটচল্লিশ ঘণ্টা কাল আমার খালাসের জন্য কোন চেষ্টাই করিব না, দুটি দিন কেবল চুপ করিয়া গারদ-ঘরে বসিয়া থাকিব; আমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, রাজধানীর সমস্ত লোকে তাহা জানিতে পারুক; যদি কাহারও হৃদয়ে সাধুতা, সততা অথবা দয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা করিব। অবশেষে দুই দিন পরে অন্য চেষ্টা। যাহার দ্বারা আমার এই দশা ঘটিয়াছে, তাহার কাছে একবার মিনতি জানাইব। সেই লোক যদি যথার্থ মনুষ্যত্ব দেখাইতে পারেন, তাহা জানিয়া লইব। আর কিছু বলিব না, কেবল উপকার ভিক্ষা করিব।"

এই সকল কথা বলিয়া বিবি হারবার্ট সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আপন শয়নাগারে চলিয়া গেলেন, পাছে পলান, সেই ভয়ে স্থাথান ক্রিম্ সেই শয়নাগারের বাহিরের পথে পাহারা থাকিল। যে রমণী কিছু দিন পূর্ব্বে বহু লোকের আদরিণী ও অর্চ্চনার পাত্রী ছিলেন, আজ তিনি কোন কিঙ্করীর সাহায্য না পাইয়া নিজে নিজে কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিলেন।

মুক্তার ন্যায় অশ্রুপাত হইয়া যে সুন্দর কপোল অভিষিক্ত করিয়াছিল, এখন আর সে অশ্রুবিন্দুর চিহ্নমাত্র নাই; চক্ষে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে, জ্বরাক্রান্ত রোগীর মুখ যেমন আরক্ত দেখায়, মুখের বর্ণ সেইরূপ; অঙ্গের কম্প ঘন ঘন, বক্ষঃস্থলের কম্পন দেখিয়াই তাহা সপ্রমাণ হয়। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার কি উপায়, আত্মহত্যা ব্যতীত যে উপায় এখন দৃষ্ট হয় না, মাথার ভিতর সেই ভাবনাই প্রবল। ইতিপূর্ব্বে অন্তরে অথবা মস্তকে যে ভাবনা কখন স্থান পায় নাই, এখন সেই ভাবনা উপস্থিত।

পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া বিবি হারবার্ট গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পকেটে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রাধারে কয়েকটি শিলিং, একটি ক্ষুদ্র বাক্সে কয়েকখানি সামান্য অলঙ্কার, তাহাই মাত্র সম্বল। বহুমূল্য জহরাত, মূল্যবান্ বাসনপত্র, সমস্তই বন্ধক পড়িয়াছে। হায় হায়! সেই মহাগৌরবিণী গুণবতী মহিলা এখন সর্ব্বজনপরিত্যক্তা; সহচরী নাই, কিঙ্করী নাই, সামান্য একজন চাকরও নিকটে নাই; বিবর্ণা, ম্রিয়মাণা, বিষণ্ণবদনা মহিলা এখন অনাথিনীর ন্যায় সেরিফের পিয়াদার সঙ্গে ঠিকা-গাড়ীতে উঠিয়া চ্যান্সারী লেনে দেনদারের গারদে চলিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

নর-রাক্ষস

পুনরায় গোরস্থানের সেই ভীষণ দৃশ্য। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, বায়ু শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রমালা নীল গগনপটে মিট মিট করিয়া ঝকিতেছে।

রাত্রি দুই প্রহর;—ঘোর নিশাকাল। মাতালেরা চক্রে বসিয়া মদ খাইতেছিল, চক্র ভঙ্গ করিয়া ছড়িভঙ্গ করিবার উপক্রম করিতেছে,—রাস্তার বারবিলাসিনীরা বিফলে অত রাত্রি জাগরণ করিয়া, এত রাত্রে আর নাগর জুটিবে না স্থির করিয়া, আপনাদের জীর্ণ জঘন্য কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে,—আত্মহত্যার অভিলাষী অভাগা, মোরিয়া হইয়া সেতুর উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিতেছে,—নিউগেট কারাগারের কয়েদী আসামী সেণ্ট সিপলকার গীর্জ্জার ঘটিকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবিতেছে, গণনা করিতেছে, আর আট ঘণ্টা মাত্র তাহার জীবন আছে, ফাঁসীর হুকুম, মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়া মনে করিতেছে, আর আট ঘণ্টা মাত্র আমি বাঁচিব,—মন্ত্রিসভার মন্ত্রিবর সভা-গৃহের নির্জ্জন গৃহে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বড় দলের জন্য ধনসম্পদ্ একচেটে করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণ স্বত্বাধিকারের উপর নূতন আক্রমণের উপায় উদ্‌ভাবন করিতেছিলেন, টেবিল ছাড়িয়া উঠিতেছেন, দুরন্ত জুয়ারী সর্ব্বনেশে জুয়াখেলায় বার বার বাজী হারিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বেশী বেশী পণ রাখিয়া ভোর পর্য্যন্ত খেলিবার প্রস্তাব করিতেছে, দরিদ্র শ্রমজীবী উপবাসীরা বৃথা শ্রমে নিরুপায় হইয়া ঘরে যাইতেছে,—পোসপোষাকী অলডারম্যান্ ঠিকা-গাড়ী চড়িয়া অজীর্ণ-ব্যাধি আরাম করিতে যাইতেছেন,—উপবাসিনী গরীব স্ত্রীলোকেরা সেই শীতে অপরিমিত শ্রমে সূচিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে,—সিঁদেল চোর মুখোস মুখে দিয়া পিস্তল ও আঁধারে লণ্ঠন লইয়া, চুরি করিবার মতলবে গা-ঢাকা হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে,—মর্য্যাদাপন্ন ধনশালী সৌখীন বড়মানুষের নাচঘরের মকমল-মণ্ডিত যবনিকার অভ্যন্তর হইতে গীত-বাদ্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—নিরাশ্রয় হতভাগারা বড় বড় লোকের সদর-দরজার সোপানে ও সেতুর খিলানের নীচে জমায়েত হইতেছে,—নরহন্তারা রক্তমাখা হস্তে রাস্তার পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, সেই ঘোর নিশীথসময়ে একটা নররাক্ষস লণ্ডন সহরের উত্তর-পশ্চিম সহরতলীর একটা গোরস্থানে প্রবেশ করিল।

সেই লোকটার পরিচ্ছদ নাবিকের ন্যায় ; ঐই পোষাকে পূর্ব্বেও একবার তাহাকে দেখা গিয়াছিল। নৈশব্যাপার সম্পাদনের জন্য জ্যাকেটের নিম্নে একখানি শাবল।

গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া ফটকের গায়ে ঠেস দিয়া সেই লোকটা উভয় হস্তে মুখাবরণ পূর্ব্বক সাংঘাতিক যন্ত্রণায় উচ্চস্বরে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, শাবলখানা সেইখানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মর্ম্মান্তিক যাতনায় আন্তরিক নির্ব্বেদ সহকারে লোকটা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হা জগদীশ! আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, ঘোর নিশাকালে যেন স্বপ্নঘোরে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ভয়ানক ঘৃণিত কার্য্য করিতেছি, শব-মাংসভোজী শৃগালের ন্যায়, রক্তপায়ী বাদুড়ের ন্যায় গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ লণ্ডভণ্ড করিতেছি!

হা পরমেশ্বর! আমার এমন কি পাপ? কি পাপে আমার প্রতি এমন অভিসম্পাত? জুডস্ ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিল, পরিব্রাজক ইহুদী প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নিকটে অপরাধী হইয়াছিল, আমি ত তেমন পাপ কিছুই করি নাই, প্রভুর প্রতি কখনই ত আমি অভক্তি প্রকাশ করি নাই, তবে আমার ভাগ্যে এমন কেন ঘটিল? ওঃ! বুঝিয়াছি, দুর্ভাগ্যের সহিত আমি যুদ্ধ করিতেছি! অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জয়ী হইতে পারে? ওঃ! আমি পাগল, ভয়ানক পাগল ; আমি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী নই, ঈশ্বরের অভিসম্পাত আমার মস্তকে পতিত হয় নাই, মানুষেরা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে,—সমাজের দস্যুরা আমাকে এই অবস্থায় পাতিত করিয়া আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে! এ দেশের দরিদ্রের প্রতি সমাজের মানবরূপী দানবগণের দস্যুবৎ ব্যবহার! হায়! আমার স্ত্রী,—আমার স্ত্রী এখন কোথায়?—নিভৃত গোরস্থানে, মৃত্তিকার নীচে, অন্তিম কবরগহ্বরে চিরনিদ্রায় অভিভূতা! হায় হায়! অনাহারে মরিয়াছে! আমার সন্তানগণ,—সন্তানগণ এখন কোথায়? দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলি,—তাহারা এখন কোথায়? কাহাকেও ত আমি দেখিতে পাইতেছি না? হায় হায়! আমি পাগল,—উন্মত্ত পাগল,—সর্ব্বজ্ঞানশূন্য পাগল,—ভয়ঙ্কর পাগল!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে আকাশের চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হতভাগা আবার বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমাকে পরিত্রাণ কর! জগদীশ্বরের নিকটে আমি কোন পাপ করি নাই!"

বিলাপ করিতে করিতে অভাগা জোরে জোরে মস্তকের চুল ছিঁড়িতে লাগিল, জোরে জোরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল, জোরে জোরে ললাটে

করাঘাত করিতে লাগিল, মাথাটা যেন ভাঙ্গিয়া যায়, এইরূপ সবল করাঘাত।

নিকটে অনেক লোকের বাড়ী ছিল, তাহারা ঐ উচ্চ বিলাপধ্বনি উপকর্ণন করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা এখন গভীর নিদ্রায় অচেতন অথবা ঐ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া যাহারা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা হয় ত ভাবিতেছে, রাজপথের টলটলায়মান কোন বদ্ধ মাতাল এই গভীর রাত্রে এইরূপ আবল-তাবল বকিতেছে।

মাথার উপর দিয়া বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে,গীর্জ্জামন্দিরের ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে কর্কশ রব করিতে করিতে পেঁচা উড়িয়া বাহির হইতেছে, বৃক্ষে বৃক্ষে কাক ডাকিতেছে, তদ্ভিন্ন সমস্তই নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। এই ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সেই হতভাগা লোকটা গীর্জ্জার ফটকের গাত্রে ঠেস দিয়া পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল। অকস্মাৎ এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় শক্তি—যে শক্তি কেহ দেখিতে পায় না, ভাবিতে পারে না, প্রতিবিধান করিতে পারে না, অদৃষ্টের সেই অপ্রতিবিধেয় শক্তি ঐ অভাগার মস্তকে সঞ্চারিত হইল। সেই শক্তির নাম অদৃষ্টশক্তি। শক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া লোকটাকে লৌহবৎ কঠিন হস্তে আকর্ষণ করিল। যে ভয়ঙ্কর ঘৃণিত কার্য্যসাধনে সেই লোকটা অগ্রসর, অকস্মাৎ ঐ আকর্ষণে সে যেন সেই কার্য্য সমাধা করিবার যথাযোগ্য জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইল,—শরীরে অসুরবৎ বলাধান। পুতুলের মতন বসিয়া ছিল, লম্ফ দিয়া দাঁড়াইল।

সেই শক্তির একান্ত বাধ্য হইয়া লোকটা তখন শাবলখানা কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে সমাধি-স্তম্ভে স্তম্ভে, প্রত্যেক প্রস্তরে প্রস্তরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, ইতিপূর্ব্বে একবার একরাত্রে এই ব্যক্তি যেরূপে এই স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিল, এবারেও ঠিক সেইরূপ পরিভ্রমণ।

লোকটা চলিতেছে;—চলিতে চলিতে এক একবার থামিতেছে, কান পাতিয়া শুনিতেছে, আতঙ্কে অন্তরাত্মা কাঁপিতেছে,সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইতেছে, ঘর্ম্মধারায় সর্ব্বশরীর অভিষিক্ত হইতেছে, আবার সেই অদৃষ্ট-শক্তির বিক্রম-প্রকাশ। আতঙ্ক দূর হইল, সাহস আসিল, ঘর্ম্মধারা শুকাইয়া গেল, নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল, সচ্ছন্দে নিশ্বাস পড়িল; লাফাইয়া লাফাইয়া প্রত্যেক পাথরের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল; অদূরে একটা নূতন গোর দেখিতে পাইল। নিশাকর উজ্জ্বল শুভ্রকর বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু বড় বড় সমাধিস্তম্ভের ব্যবধানস্থল ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা। স্বাভাবিক বৈপরীত্য;—একদিকে জোৎস্না, এক দিকে অন্ধকার। লোকটা সেই নূতন গোরের নিকটে গিয়া

দেখিল, তাহার উপর একগাছা তার; পকেট হইতে কাঁচি বাহির করিয়া সাবধানে সেই তার কাটিয়া দুই ধারে সরাইয়া রাখিল, তাহার পর শাবল দিয়া গোর খুঁড়িল, একটা কফিন তুলিল, শাবলের চাড় দিয়া কফিনের ডালাখানা খুলিয়া ফেলিল। চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইল, কফিনের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরবৎ একখানি মুখ,—পুরুষের মুখ। সেই পুরুষ বহুদিন পূর্ব্বে যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিল। বেশী দিন মরে নাই, বেশীক্ষণও তাহার গোর হয় নাই। মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন নিদ্রা যাইতেছে, মুখের কোন অংশ বিকৃত হয় নাই।

কিয়ৎক্ষণ সেই মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া লোকটা যেন নারকী মূর্ত্তি ধারণ করিল, নরকের বৃত্তি তাহার অন্তরমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল, মানবজাতির প্রতি তাহার যে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা, তাহারই প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইল, শাবলখানা তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া বিষম ঘৃণা-ক্রোধে শবদেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল।

এই কার্য্য শেষ করিয়া লোকটা দন্তে দন্ত পেষণ করিল, পিপাসায় ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, দন্ত দ্বারা সেই শুষ্ক ওষ্ঠ দংশন করিল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, মুখের দুই ধারে গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল, চক্ষু যেন কোটরগত হইয়া পিশাচচক্ষের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

তখন পর্য্যন্ত নররাক্ষস ঐ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছিল, তাহার ঘৃণা দূরে গিয়াছিল, বরং আহ্লাদ হইয়াছিল, শেষে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন শাবলখানা ফেলিয়া দিয়া হস্তাঙ্গুলির নখের দ্বারা মৃতদেহের অস্থি হইতে মাংসগুলা বিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল; পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আবার ভয়ের সঞ্চার, আবার তাহার সর্ব্বশক্তির বিলোপ, দেহ হইতে প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসিতেছে, এইরূপ লক্ষণ। লোকটা তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই বিচ্ছিন্ন শবদেহের পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যেন মরামানুষের মত সেইখানে পড়িয়া রহিল, চৈতন্যের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না; ঘৃণা ও হিংসাবশে যাহার ততদূর বিক্রম, সে তখন এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল যে, একটি ক্ষুদ্র শিশু অক্লেশে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে পারে।

কাণের কাছে যেন ভীষণ কামান-গর্জ্জন হইল, শরীরে যেন বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালিত হইল, এই ভাবে লোকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিল, অঙ্গে অঙ্গে চৈতন্যের সঞ্চার, ক্রমে ক্রমে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ, চপলাগতিতে প্রাণবায়ু প্রত্যাগত।

নয়ন উন্মীলিত হইবামাত্র লোকটা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ, পার্শ্বে ভগ্ন কফিন, অদূরে আচ্ছাদনবস্ত্র, গোরের মাটী খোঁড়া, এই সকল দেখিয়া সে তখন আন্তরিক যন্ত্রণায় সাংঘাতিক আতঙ্কে, মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "হা পরমেশ্বর! আবার আমি এই কার্য্য করিলাম? ইহা কি সম্ভব?"

অল্পক্ষণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শবের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ যেন উড়িয়া গেল, আত্মবিস্মৃত হইয়া পাথরে পাথরে পদার্পণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে পলাইতে লাগিল।

গোরের উপরে যে তার ছিল, যে তারটা সে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়াছিল, শবের নিকট হইতে ছুটিয়া যাইবার সময় সেই তারের একখণ্ডের উপর তাহার পাদস্পর্শ হইল। স্প্রিংযুক্ত কামানের সহিত সেই তারের সংযোগ ছিল, পাদস্পর্শ হইবামাত্র গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল। এককালে দ্বাদশটা কালসর্প অঙ্গবেষ্টন করিলে লোকে যেমন মহাতঙ্কে বিহ্বল হয়, নররাক্ষস সেই কামানের শব্দে তদ্রূপ বিহ্বল হইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

নিকটস্থ লোকালয়ে ঐ শব্দ পৌঁছিল, লোকেরা জাগিয়া উঠিল, গবাক্ষে গবাক্ষে আলো দেখা গেল, পরস্পর ডাকাডাকি করিয়া লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা কি সঙ্কেত-কামানের শব্দ শুনিয়াছ?" রাত্রিকালে যে লোক গোড় খোঁড়ে, তাহার অন্বেষণের জন্য কয়েকজন লোক ছুটিয়া বাহির হইল।

চারিদিক্ হইতে ১০। ১২ জন লোক গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া বিক্রতপদে সমাধিস্তম্ভগুলির ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল, সঙ্কেত-কামানের আওয়াজ হইয়া গিয়াছে, আর কোনও ভয় ছিল না, নির্ভয়ে তাহারা সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল, খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, একটা গোর খোঁড়া রহিয়াছে, নিকটে খণ্ড খণ্ড মৃত-দেহ পড়িয়া আছে, কিন্তু যাহার ঐ পৈশাচিক কর্ম্ম, তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

যে গোরটা খোঁড়া হইয়াছিল, তাহার নিকটে খানিকদূর পর্য্যন্ত টাটকা রক্তের চিহ্ন দৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহার পার্শ্বের গোরস্থানের নিকটে আসিয়া সে রক্তচিহ্ন আর কেহই দেখিতে পাইল না।

যে লোকটা প্রতিরাত্রে এইরূপে গোর খুঁড়িয়া বেড়ায়, আজ রাত্রে নিশ্চয়ই সে লোকটা পুলিসের হস্তে ধরা পড়িবে; রক্তচিহ্ন দেখিয়া লোকেরা স্বভাবতঃ মনে করিল, সেই লোক অবশ্য গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, শীঘ্রই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

অন্বেষণকারী লোকেরা গোরস্থানের নিকটস্থ প্রত্যেক রন্ধ্র-কেন্দ্র অন্বেষণ করিল, কিন্তু তাহাদের অন্বেষণ বিফল হইল, লোকটাকে দেখিতে পাইল না।

নররাক্ষস পলায়ন করিয়াছে, কার্য্যের নিদর্শনমাত্র গোর খোঁড়া, বিচ্ছিন্ন শব, বিশেষতঃ সেই শাবলখানা। ঐ শাবলটা চিনিলেই লোক চেনা যাইবে, এইরূপ অনুমান। অধিকন্তু কামানের আওয়াজ হওয়া একটা বিশেষ প্রমাণ। এই প্রসঙ্গ লইয়া বহুলোকের গল্পের উপকরণ সংগৃহীত হইল, নানা লোকের মুখে নানা প্রকার গল্প।

———

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং সেরিফের পিয়াদা।

বিবি হাবুবার্টের গ্রেপ্তারের পরদিন বেলা অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ স্বীয় প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে একাকী উপবিষ্ট হইয়া একখানা দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতেছেন। জর্ম্মণীর বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের রূপ-গুণের বিষয় বিশেষরূপে জানিয়া লিখিয়া পাঠাইবার জন্ত তিনি তাঁহার একজন বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই বন্ধুর এই পত্র।

পত্র পাঠ করিতে করিতে যুবরাজ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! দাঁতগুলি বেশ সুন্দর! দাঁত সুন্দর হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখায়। অপরাপর অঙ্গ সুন্দর, কিন্তু দাঁতগুলি যদি উঁচু-নীচু, বেমানান হয়, তবে সুন্দরী রমণীকেও বিশ্রী দেখায়। একটি মধ্যবিধ সুন্দরী আমার কাছে আনিয়া দাও; তাহার দাঁতগুলি যদি মানানসই দেখি, তাহা হইলে তাহাকে আমি পরমা সুন্দরী বলিব। কুমারী অক্টেভিয়ার দন্তপাঁতি মুক্তাপাঁতির ন্যায়; কিন্তু পলিন্? কুমারী পলিনের দন্তপংক্তি মার্জ্জিত মুক্তাপংক্তির সদৃশ। আমার বিবেচনায় অক্টেভিয়া অপেক্ষা কুমারী পলিন্ অধিক সুন্দরী। আহা! কি সুন্দর মুখখানি, অধরোষ্ঠ যেন প্রবালরাগরঞ্জিত। আহা! কি সুন্দর গঠন! কি সুন্দর ভঙ্গী! কি সুন্দর নীল-নেত্রযুগল! পলিনের সমস্তই সুন্দর। তাহার ভগিনীকে আমি ভোগ করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে পারি নাই; হাতে পাইয়াও হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। কি অশুভক্ষণে নাট্যরঙ্গের অবতারণা হইয়াছিল! নাট্যরঙ্গস্থলে পুষ্পকুমারীরূপে পলিন্‌কে আমি দেখিয়াছিলাম, বিলাসস্থলেও লইয়া গিয়াছিলাম, বিবি ব্রেসের বাড়ীতে হঠাৎ অশুভ ঘটনা হওয়াতে সে সুখলাভে আমি বঞ্চিত হইয়াছি;—বঞ্চিত হইয়াছি বটে, কিন্তু পলিনের আশা আমি ছাড়ি নাই; যেরূপে হয়, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে আমি হস্তগত করিবই করিব। আহা! পলিন্‌কে প্রাপ্ত হইলে আমি স্বর্গসুখের অধিকারী হইব।

বিলাসোন্মত্ত লম্পট রাজকুমার আপন কল্পনার নয়নে কুমারী পলিনের সুন্দরী প্রতিমা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে অবগাহন করিলেন; কল্পনার যতদূর সাধ্য, ততদূর আয়ত্ত করিয়া পলিন্‌কে প্রেমালিঙ্গন করিবার আশায় মনে মনে তিনি অতুল প্রেমানন্দ অনুভব করিলেন।

পলিন্‌কে ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার এত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, জর্ম্মণীর বন্ধুর লিখিত পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, সহসা সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; পত্রখানি আবার তুলিয়া লইয়া তাহার নির্ঘণ্টের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দোষ-গুণ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পত্রের উপর চক্ষু রাখিয়া যুবরাজ আপন মনে বলিলেন, "হাঁ, আমার ভাবী বনিতার দন্তগুলি দিব্য সুন্দর! হাঁ, সুন্দর; দন্ত আমি বড় ভালবাসি। বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ; হাঁ, পঁচিশ বৎসরের সুন্দরী আমার প্রিয়। তাহার আকার মধ্যবিধ, উত্তম। আকার দীর্ঘ হইলে ভাল হইত,—জর্জ্জিয়ানার ন্যায় দীর্ঘাকার ও রাজ্ঞী সদৃশী হইলেই আমি খুসী হইতাম; পলিনের ন্যায় দীর্ঘাঙ্গী লাবণ্যবতী হইলেই আমার সন্তোষ জন্মিত। আহা! পলিন্! পলিন্! পুনঃ পুনঃ তোমার প্রতিমাই আমার কেবল মনে পড়িতেছে! এখন দেখি দেখি, বন্ধু আমার ভাবী বনিতার আরও কিরূপ রূপ বর্ণনা করিতেছেন।

পত্রের আর এক স্থান দেখিয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ,, চেহারা মনোহর। এ কি কথা?—ইহাতে রুচিবিশেষ! আমি বলি, সুন্দরী যুবতীর লাবণ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই চেহারা মনোহর হয়; চেহারাতে লালিত্য না থাকিলে কঠোরতা থাকিলে আমি অগ্রাহ্য করি।

এইবার গুণের কথা।—বন্ধু লিখিতেছেন, সেই রাজকুমারীর অশেষ গুণ। তিনি বহু গুণে গুণবতী। বাঃ! ইংরাজ-কামিনীর গুণের তুল্য হয়, জর্ম্মন্ কামিনীর এমন কি বেশী গুণ থাকিতে পারে? কারোলাইন একটি রাজকুমারী, সুতরাং লোকে তাঁহাকে সর্ব্বগুণে গুণবতী দেবী বলিয়া ঘোষণা করে। রাজা, রাণী, রাজকুমার, রাজকুমারী, রয়েল, ডিউক, ডচেস্, এই সকল পদবীযুক্ত নরনারীগণকে হম্বগ্ লোকে দেবদেবী বলিয়া জ্ঞান করে; বস্তুতঃ এ প্রকার রাজপূজা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে। মনে মনে এইরূপ গুঞ্জন করিয়া, যুবরাজ আবার আপন মনে বলিলেন 'দেখা যাউক, বন্ধু আরও কি লিখিয়াছেন।'

বন্ধু লিখিয়াছেন, আমার ভবিষ্যৎ মহিষী রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঠিক রাজরাণীর মতন দেখায়। ছোঃ! এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। মাঝারি গঠনের কামিনী কদাচ রাজরাণীর মতন হইতে পারে না। যে কামিনী খর্ব্বাকার, সে যখন রাণী অথবা রাজকন্যার ন্যায় মহামূল্য জমকালো পোষাক পরে, তখন তাহাকে দেখিলে হাসি পায়; বাস্তবিক সে তখন উপ হাসাস্পদ হইয়া থাকে। কথাই আছে, তাদৃশী ছোট ছোট রাণী ও ছোট

ছোট রাজকন্যাকে বালিকা বলিয়াই গণ্য করা যায়। যাক্ সে কথা,—পূর্ব্বাবধি আমি সর্ব্বদা বলিয়া আসিতেছি, 'আমার রাজত্বকালে 'বর্ত্তমান রাজকীয় প্রণালী উঠিয়া যাইবে। এই পত্রে আর কি কি কথা লেখা আছে, দেখা যাউক।

রাজকুমারী কারোলাইনের প্রকৃতি মধুর, অতি বিনম্র; আমার প্রতি কোন প্রকার কুমন্ত্রণা অথবা অবিশ্বাসের কার্য্য তিনি করিবেন না।

তাঁহার চক্ষু নীলবর্ণ, সেই চক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয় হয়। হাঁ, পলিন্‌ও নীল-নয়না, সেই নয়নে কন্দর্পের বাস, সেই নয়নে কোমলতা বিরাজ করে। দেখি দেখি, পত্রে আরও কি আছে।

কুমারী কারোলাইনের মুখখানি পূর্ণ সতেজ, কিন্তু কিসে সতেজ? ডেস্‌-বরার এলিনরের বদনেও তেজস্বিতা বিদ্যমান, ডেভন্‌সারের জর্জ্জিয়ানার বদনে কিছু কিছু রূক্ষ ভাব নয়নগোচর হয়।

তাহার পর লাবণ্যময়ী রোজ ফষ্টার; তাহার মুখেও কুমারীসুলভ পবিত্রতা খেলা করে; পলিনের মুখে মর্য্যাদা-রেখা প্রকাশ, তাহার সঙ্গে রসিকতার আভাস, রসিকতার প্রাধান্যে মর্য্যাদা কিছু খাটো বোধ হয়। রাজকুমারী কারোলাইনের বদনে তেজস্বিতা থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাদের নাম আমি করিলাম, তাহাদের মুখের তেজস্বিতার তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

চারিটি সুন্দরীর কথা উল্লেখ করা হইল, তাহাদের মধ্যে কেবল একটি সুন্দরী মাত্র আমার বাসনা পূর্ণ করিয়াছে,—কেবল একটি সুন্দরী মাত্র আমাকে প্রেম দান করিয়াছে, বাকী তিনটি সুন্দরী আমাকে লোভ দেখাইয়া প্রতারিত করিয়াছে। ডেস্‌বরার এলিনর আমাকে ঘৃণা করে, রোজ ফষ্টার আমাকে ভয় করে, পলিন্ আমাকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু সেই রাত্রে আমি যদি নির্ব্বোধের কাজ না করিতাম, তাহা হইলে পলিনের উপর জয় লাভ করিতে পারিতাম। কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেই এলিনরকে আমি পরাভূত করিতে পারিতাম, আরও কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি লওয়াইলেই রোজ ফষ্টারকে বশীভূত করিতে পারিতাম, আরও একটু অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই পলিন্‌কে হস্তগত করিতে পারিতাম; যদিও পলিন্ আমাকে সেই নাট্যরঙ্গের রজনী হইতে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তথাপি এক দিন না এক দিন পলিন্ আমার হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? পরমেশ্বরের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি,সেই তিন জনের জন্য আবার চেষ্টা করিব। হাঁ, গর্ব্বিতা সুন্দরী এলিনর আমাকে নিজ প্রেমে উৎসাহিত করিয়া শেষকালে অবজ্ঞা করিয়াছিল, এ কথা তাহাকে আমি বলিয়াছি। যে রাত্রে

ঐ কথা তাঁহাকে আমি বলি, সেই রাত্রে বিবি হারবার্ট হঠাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত করিয়াছিল,—কিন্তু সেই সুন্দরী কত দিন আর আমার উপর ঘৃণা পোষণ করিতে পারিবে? তাহার পর রোজ ফষ্টার,—সেই পবিত্র ভীরু কুমারী,—পৃথিবীর যে কোন অংশে সে থাকুক, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির করিব,—আর পলিন, আঃ! পলিনকে আমি অবশ্যই আলিঙ্গন করিব।"

এইখানে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ একটু থামিলেন, যে তিনটি সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য তিনি কল্পনার নয়নে দর্শন করিতেছিলেন, সেই তিনটি প্রতিমা তাঁহার হৃদয়-কন্দরে জাগিতে লাগিল।

অকস্মাৎ চিন্তাভঙ্গ হইল, প্রিন্স চমকিয়া উঠিলেন, জর্ম্মণী হইতে যে পত্রখানি আসিয়াছে, আবার সেইখানি দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই ইহা আমার উপস্থিত বিবাহে অলক্ষণ। আমার বন্ধু যতই অলঙ্কার দিয়া কারোলাইনের রূপ-গুণ বাড়াইয়া থাকুন, আমি কিন্তু বুঝিতেছি, কারোলাইন আমার পত্নী হইবার যোগ্য নহে; যে সকল উপপত্নীতে আমি বিহার করিয়াছি, কারোলাইন তাহাদের কাছে সুন্দরী নয়।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ইউরোপের মধ্যে আমি প্রধান ভদ্রলোক, জগৎ-সংসারে আমার মনের মতন সুন্দরী কামিনীর অভাব কি? রাজকুমারী কারোলাইনকে আমি বিবাহ করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া উত্তেজিত-চিত্তে তিনি গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই চঞ্চল রাজকুমার পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিয়া আবার সেই পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন; দেখিলেন, কয়েকটি স্থান পড়া হয় নাই। কিন্তু না,—ঠিক পড়িয়াছেন। পত্রের শেষাংশে লেখা ছিল—

"রাজকুমার! যে কার্য্যের জন্য, আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কর্ত্তব্যবোধে আমি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া সম্পন্ন করিয়াছি। প্রথমতঃ, রাজকুমারী কারোলাইনের রূপ-গুণের কথা;—দেখিয়া শুনিয়া সাধ্যানুসারে তাহা আমি বর্ণন করিলাম। দ্বিতীয়তঃ, রাজকুমারীর রহস্য-চরিত্র কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কোন গ্লানিসূচক কথা লোকে কানাকানি করে কি না, তাহা জানিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধানে আমি জানিলাম, রাজকুমারী কারোলাইন পবিত্রস্বভাবা। তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র কুমারীধর্ম্ম তিনি পরম যত্নে পালন করিতেছেন, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকে কোন প্রকার গ্লানি রটনা করে না। তবে রাজকুমারী

একটি লোককে ভালবাসিতেন, এখনও ভালবাসেন ; সেই লোকটি ব্যারন বারগেমী। তিনি এখন নির্ধন, বংশের উপাধি ধারণ করেন বটে, কিন্তু তাদৃশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সাধ্য নাই ; দেখিতে পরম সুন্দর, অতি প্রাচীন বংশসম্ভূত। সম্প্রতি তিনি প্রুসিয়ার রাজসভার সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন। জর্ম্মণীর সহিত ইংলণ্ডের নূতন কুটুম্বিতার সূচনা—আপনি ইংলণ্ড-রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা, আপনার সহিত জর্ম্মণ-রাজ্যের বরণবিকের রাজকুমারীর শুভ-পরিণয় হইবে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হতাশে মনের দুঃখে ব্যারণ বারগেমী এখানকার কার্য্য ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন, অন্য কোন স্থানে চাকরী অন্বেষণ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা।

প্রায় অষ্টাদশ মাস অতীত হইল, একটি ধর্ম্মমন্দিরে রাজকুমারী কারোলাইনের সহিত ব্যারন বারগেমীর সাক্ষাৎ হয়, চক্ষে চক্ষে মিলন হয়, তদবধি উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ জন্মে, উভয়েই উভয়ের রূপে মোহিত হইয়া পড়েন। সপ্তাহে সপ্তাহে গীর্জ্জায় দেখা হয়, চক্ষে চক্ষে কথা হয়, এই দেড় বৎসরের মধ্যে এক দিনও উভয়ে মুখামুখী একটিও কথা হয় নাই ; এমন কি, কাণে কাণে কথা হইতে পারে, কিংবা হস্তে হস্ত স্পর্শ হইতে পারে, উভয়ের কেহই পরস্পর তত নিকটে দাঁড়ান নাই। ব্যারন বারগেমী ধর্ম্মমন্দিরের বেদীতে যে সকল সুগন্ধি কুসুম নিক্ষেপ করিতেন, অলক্ষিতে রাজকুমারী তাহার এক একটি কুসুম কুড়াইয়া লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক আপন বক্ষে ধারণ করিতেন। এইরূপে দিন দিন অনুরাগ প্রবল। ব্যারন বারগেমী মধ্যে মধ্যে এক একখানি বেনামী প্রেমপত্রিকা রচনা করিয়া রাজকন্যার প্রধানা সহচরীর নিকটে পাঠাইতেন, সহচরীও সুন্দরী যুবতী, সে মনে করিত, তাহার নামেই পত্রিকা, আহ্লাদে আহ্লাদে পাঠ করিয়া গোপন করিয়া রাখিত। কিছু দিন এইরূপে যায়, দিন দিন প্রণয় বাড়ে। রাজকন্যা তাঁহার তিনটি প্রিয়সখীর কাছে সঙ্গোপনে ঐ প্রেমানুরাগের কথা গল্প করিয়াছিলেন, তাহারাও আবার তাহাদের সমবয়সী যুবতীদের কাছে গল্প করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে এ কাণ, ও কাণ, সে কাণ, দশ কাণ হইতে হইতে কথাটা রাজার কাণে উঠিয়াছিল, রাজা সেই সূত্রে ব্যারগমীকে সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে যাইবার অনুজ্ঞা দেন, তাহাতেই ভগ্নহৃদয় বারগমীর জর্ম্মণী ছাড়িয়া প্রস্থান। রাজকুমারীর প্রেমাবেগ অকপট, নায়কের প্রস্থানে তিনি অত্যন্ত কাতরা আছেন। রাজকুমার! সকল কথা আমি খুলিয়া লিখিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।"

অদ্ভুত উপন্যাসে যেরূপ যুবক-যুবতীর প্রেমের কথা পাঠ করা যায়, এই

আশ্চর্য্য প্রেম ঠিক সেই প্রকার উপন্যাসের প্রেমের তুল্য। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এই পত্র পাঠ করিলেন, রাজকুমারী কারোলাইন সেই ব্যারগমী ভিন্ন আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেন না, মনে মনে এইরূপ ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা, ইহাও তিনি বুঝিলেন; পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, অপরের প্রতি যাহার অন্তরে অন্তরে প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ, তাদৃশী রমণীকে বিবাহ করা উচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ১৫। ১৬ বৎসরের বালিকা নহে, ২৫ বৎসর বয়স, তাহাকে গ্রহণ করা অবিধি। যদি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে অপর একটি নূতন সুন্দরী অবশ্যই মনোনীত হইবে।

মনে মনে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া রাজকুমার সেই পত্রখানা আগুনে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল, না, না দগ্ধ করা হইবে না, রাখা ভাল, সময়ে সময়ে কোন না কোন প্রকারে কাজে লাগিতে পারিবে।

কি কাজে লাগিবে, কে বলিতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া চিঠিখানা তিনি ডেস্কমধ্যে রাখিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়িল, লেডী লিটিসিয়া পূর্ব্বে ঐ ডেস্ক হইতে তাঁহার মহামূল্য দলীলপত্র চুরি করিয়াছে, সেই চতুরা শেষকালে অঙ্গীকার করাইয়া গিয়াছে যে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রস্তাবিত অভিলাষ পূর্ণ না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত সেই সকল দলীল তাহার কাছেই থাকিবে, আছেও এখনো। ইহা স্মরণ করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সেই মাগীকে প্রতিফল দিতে হইবে। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী আর সেই ছদ্মবেশধারিণী জ্যাক্র্যাঙ্কে ব্লয়েন ওরফে লেডী লেড, এই উভয়ের মধ্যে কাহার ক্ষমতা অধিক, দেখা যাইবে।"

যুবরাজ এইরূপ উক্তি করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সর্দ্দার চাকর জার্ম্মেন্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্র দিয়াই উত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় জার্ম্মেন্ তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া দরজার নিকটে দাঁড়াইল।

যুবরাজ তৎক্ষণাৎ শিরোনাম দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন, বিবি ফিজ্ হার্বার্টের হস্তের খোসখত লেখা; কম্পিত-হস্তে খাম খুলিয়া নিষ্পন্দ পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা আছে:—

'অবস্থা-বৈগুণ্যে দুঃসহ বিপদগ্রস্ত হইয়া আজ আমি তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইতেছি। প্রকৃত পক্ষে আমার অধিকার থাকিলেও বিবাহিতা পত্নী যেরূপে স্বামীর নিকটে সাহায্য চায়, সেরূপে আমি চাহিতেছি না; বন্ধুর নিকটে বিপদ্‌গ্রস্ত বন্ধু যেমন সাহায্য চায়, সে প্রকারেও আমি চাহি-

তেছি না; কেন না, আমার প্রতি তোমার যেরূপ সদয়ভাব ছিল, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; উপপত্নী যেরূপে উপপতির নিকটে সাহায্য চায়, সেরূপেও আমি চাহিতেছি না, কেন না, আমার সম্ভ্রম আমি জানি, সত্যই আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী; ঐরূপ কোন প্রকারেই আমি তোমার অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইতেছি না। তোমাতে আমাতে এত দিন যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা স্মরণ কর। এখন আমার কেবল অনুরোধ এই যে, এই পত্রবাহক তোমার সহিত দেখা করিবে, যাহাতে আমি এই বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, ইহার মুখে শুনিয়া তাহার উপায় করিলে আমার উপকার হইবে।"

পত্রে স্বাক্ষর নাই অথচ সুন্দর সুন্দর অক্ষর দেখিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বেশ বুঝিলেন, বিবি হার্বার্টের হস্তাক্ষর; বিবি হার্বার্ট বিপদে পড়িয়াছেন, ইহা তিনি বুঝিলেন, কিন্তু কি বিপদ্, চিঠিতে তাহার উল্লেখ নাই, সুতরাং সেটা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; কৌতূহল জন্মিল; অনুকূল পক্ষে না হউক, ব্যাপারটা কি, জানিবার ইচ্ছায় অদূরবর্ত্তী জার্ম্মেনকে তিনি হুকুম করিলেন "পত্রবাহককে এইখানে লইয়া আইস।"

সেলাম করিয়া সর্দ্দার খানসামা বাহির হইয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই পত্রবাহক ন্যাথাম ক্রিম্ তাহার সঙ্গে লম্পট রাজকুমারের নিভৃত কক্ষে হাজির হইল।

ন্যাথাম ক্রিমের পরিচ্ছদ যেরূপ ময়লা ছিল, গাত্রে যেরূপ ময়লা ধরিয়াছিল, এখন আর সেরূপ নাই; স্নান করিয়া ফরসা কাপড় পরিয়াছে, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী ধারণ করিয়াছে, পুরুষের যে অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার শোভা পায়, তাহাও ব্যবহার করিয়াছে, ভদ্রলোক সাজিয়াছে; হস্তাঙ্গুলীর নখগুলা কিছু বড় বড় ছিল, অত্যন্ত নোঙরা ছিল, দস্তানা পরিলে সেগুলা ঢাকিয়া যাইত; দস্তানা পরিয়া, মাথার চুল ফিরাইয়া সাজিতে পারিলে প্রকৃত ভদ্রলোকের মত মানাইত; যাহা হউক, এই পিয়াদাটি এখন অনেক পরিষ্কার।

পিয়াদাকে রাজপুত্রের কাছে রাখিয়া জার্ম্মেন তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির হইল; চকিতমাত্র লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাকিমীস্বরে যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবি ফিঙ্ক্ হার্বার্ট এখন কোথায়? তুমি কে? কোথাকার ভূত?"

নতশিরে নমস্কার করিয়া, বামপদ একটু বক্র করিয়া ন্যাথাম্ ক্রিম্প্ উত্তর করিল, "বিবি হার্বার্ট এখন গারদে,—আমি কে,—আপনার রাজমহিমার নিকটে হাজির আছি—আপনি জানিতে পারিতেছেন।"

উগ্রকণ্ঠে রাজকুমার বলিলেন, "ড্যাম হাজির আছি! ও কথায় আমি কি বুঝিব? বিবি হার্বার্ট কি হাজত-গারদে কয়েদ? তুমি কি সেরিফের পিয়াদা?"

ক্রিম উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা হুজুর! যাহা আপনি বলিলেন, তাহাই ঠিক;—লেডী হার্বার্ট আমার গারদে কয়েদ। আমি পেয়াদা নহি, নিজেই আমি অফিসার।"

আরামাসনের উপর বক্রভাবে হেলান দিয়া, একপদের জানুর উপর দ্বিতীয় পদ স্থাপন করিয়া, একটা খড়িকা লইয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে রাজ-কুমার তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি এখন বুঝিলাম, আচ্ছা, বিবি হার্বার্ট কত টাকার জন্য গারদে গিয়াছে?"

ক্রিম উত্তর করিল, "দুই হাজার গিনী হুজুর! তাহার উপর কিছু বেশী।"

খড়িকাটা আগুনের উপর ফেলিয়া দিয়া গম্ভীরস্বরে যুবরাজ বলিলেন, "হতভাগা! সে আমাকে কি করিতে বলে?"

ঐ প্রশ্নের যেরূপ উত্তর হইতে পারে, একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সেইরূপে পিয়াদা বলিল, "আমি বোধ করি, ঐ টাকা আপনাকে দিতে বলেন।"

তীব্রকণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন, "আমাকে কি আহাম্মুক বলিতে হইবে, কি ফাঁসী যাইতে হইবে? আচ্ছা, যদি আমি কিছু করিতে পারি,—হাঁ—মিষ্টার—হাঁ, কি তোমার নাম?"

দ্বিতীয়বার সেলাম করিয়া পেয়াদা উত্তর করিল, "ক্রিম—স্থাথান্ ক্রিম, হুজুরের চাকর।"

অর্দ্ধ উদাস এবং অর্দ্ধ হুকুমের স্বরে রাজকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার ক্রিম! আমি জানি, তোমার দলের সমস্ত ভদ্রলোক কেবল ক্রোসাসের মত ধনবান, এমন নয়, তাহারা উপযুক্ত সুদে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত। আমি এই হ্যাণ্ডনোট দিতেছি, ইহা লইয়া টাকা কর্জ্জ কর গিয়া; তদ্দ্বারা লেডীর দেনা পরিশোধ হইবে, তোমারও বক্‌সীস মিলিবে।"

থতমত খাইয়া ক্রিম বলিয়া উঠিল, "হুজুরের হ্যাণ্ডনোট? সে কি কথা? আপনার অন্তঃকরণ মহৎ, আপনার মঙ্গল হউক; হ্যাণ্ডনোট লইয়া আমি কিছু করিতে পারিব না, আমি অল্পদিন চাকরী করিতেছি। আমি একজন পেয়াদা, আমার অত টাকা নাই, আমি ধার দিতে পারিব না।"

অন্যমনস্কভাবে রাজ-কুমার বলিলেন, "তবে কি হইবে? আমি এই মুহূর্ত্তে দুই হাজার গিনী প্রদান করিতে পারিব না; আমার হ্যাণ্ডনোটে যদি কাজ না হয়, তবে কি করা যাইবে?"

ক্রিম বলিল, "লেডীকে অবশ্য তবে কারাগারে যাইতে হইবে। স্থূল কথা এই, আপনি কোন প্রকার চেষ্টা না করিলে আর অন্য উপায় নাই, তাঁহার সমস্ত দাসী-চাকর তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা

কেহই কিছু সাহায্য করিবে না। সামান্য দেনার জন্য তাঁহার পিকাডিলির বাড়ীতে ডিক্রিজারী হইয়াছে; লোকে কথায় বলে, কাপড় পর্য্যন্ত বন্ধক, লেডীর পক্ষে এখন তাহাই।"

নির্দ্দয় হইয়া যুবরাজ বলিলেন, "আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম, যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক কিছুই আমি বলিতে পারি না, কিছুই করিতে পারি না, তোমার আর এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করা বিফল।"

সেরিফের পেয়াদা পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি সেই অভাগিনী লেডীর নিকটে গিয়া কি বলিব ?"

প্রিন্স্ বলিলেন, "যাও, গিয়া বল, আমিও গরীব। আমি তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অক্ষম, শরীরও অসুস্থ, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি না।"—এই বলিয়া সঙ্কেতে দ্বারের দিকে হস্ত তরঙ্গিত করিলেন, পেয়াদা সে সঙ্কেত বুঝিতে পারিল না। কি ভাবিয়া যুবরাজ আবার বলিলেন, "বোসো, একটু দাঁড়াও। সদর দরজা দিয়া যাইও না। নীচে আমার চাকরেরা আছে, তাহারা তোমাকে দাঁড় করাইয়া নানা প্রকার বেয়াদবী কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কে তুমি, তাহাও তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইও না। এই দিকে গুপ্ত সিঁড়ি আছে, ঐ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাও;—যাও, বিদায় পাও। আর দেখ, তোমার নিজের জন্য এই গিনীটি লইয়া যাও।"

পেয়াদার হস্তে একটী গিনী দিয়া যুবরাজ তখন কক্ষের অপর প্রান্তে দ্বারের মকমলের যবনিকা ঠেলিয়া চাবী খুলিলেন. পিয়াদাকে বলিলেন, "এসো, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাও।" দক্ষিণ-হস্তে গিনীটি গ্রহণ করিয়া পিয়াদা তৎক্ষণাৎ কার্লটন-প্রাসাদের গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া অতি দ্রুত নামিতে লাগিল, বারশটা সোপান অতিক্রম করিয়া নীচের দিকে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইল, কে একজন নীচ হইতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ দুই জনের মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেল, পেয়াদা বেচারা ক্ষমা চাহিবার জন্য একটি কথা বলিবার অগ্রেই তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই ঘা ঘোড়ার চাবুক পড়িল।

"অসভ্য, জানোয়ার! কোন্ দিকে যাইতেছিস, দেখিতে পাইতেছিস্ না?" —সুমধুর বংশীধ্বনির ন্যায় মধুরকণ্ঠে ঐ বাক্য ধ্বনিত হইল। যদিও পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ, কিন্তু বাস্তবিক পুরুষের বেশধারিণী কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

সিঁড়িতে বেশী আলো ছিল না, এক ধারের একটা গবাক্ষ দিয়া অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, সেই আলোতে পুথান ক্রিম চাহিয়া দেখিল, একটী

সুন্দরী স্ত্রীলোক পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত। কিসে জানিল স্ত্রীলোক?—যে হেতু, তাহার মস্তকের দীর্ঘ দীর্ঘ কেশকলাপ ঘন ঘন কুঞ্চনে বিলম্বিত হইয়া সুন্দর স্কন্ধদেশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, খুব চোস্ত অঙ্গরাখায় সমুন্নত স্তনযুগল আঁটা।

অস্ফুটস্বরে স্থাথান ক্রিম বলিল, "ক্ষমা করুন মহাশয়—না না—মেম সাব! আপনার চাবুকে খুব ধার। আর আমি আপনাকে বাধা দিব না, আপনার দোষ ধরি নাই—"

মৃদুহাস্য করিয়া ছদ্মবেশধারিণী বলিল, "না হে, ও বিষয়ে আর আমরা বকাবকি করিব না।" হাস্য করিবার সময় সুন্দরীর প্রবালসদৃশ সরস ওষ্ঠপুটের মধ্য দিয়া সুন্দর গজদন্তবর্ণ দন্তপংক্তি বিকাশ পাইল। বীরাঙ্গনা আবার বলিল, "কে তুমি? তোমাকে দেখিয়া রাজকুমারের কোন আর্দ্দালী বলিয়া বোধ হইতেছে না, বোধ হয়, তুমি একজন পিয়াদা অথবা পরোয়ানা-বাহক। বাহবা! তুমি এখানে কি করিতেছিলে?"

পুরুষের পোষাকে সুন্দরীকে এমন সুন্দর মানাইয়াছিল যে, পুরুষ নয়, এমন অনুমান করা কঠিন, তথাপি নারী বলিয়া চিনিতে পারিয়াও স্থাথান ক্রিম কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবে, ঠিক বুঝিল না; হতবুদ্ধি হইয়া অবশেষে তো তো করিয়া বলিতেছিল, "মেম-সাহেব! আপনার অনুমানটায় বড় একটা ভুল হয় নাই—"

আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া, পেয়াদার হস্তে দুইটি গিনী দিয়া বীরাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি একজন অফিসার? আস্তে আস্তে কথা কও! অপর কেহ শুনিতে পাইবে। বল ত, তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছিলে?"

সন্তুষ্ট হইয়া ক্রিম তখন জিজ্ঞাসা করিল, "আগে আপনি বলুন, আমি আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মহাশয় কিংবা মেম-সাহেব?"

কৌতুকে হাস্য করিয়া বীরাঙ্গনা বলিল, "আমি লেডী লেড। এখন বুঝিয়া লও, স্ত্রী কি পুরুষ।"

সুন্দরীর উন্নত বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রিম বলিল, "একবার আপনাকে দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার চাবুকের কঠিনতা অনুভব করিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, হয় ত আপনি পুরুষ। এখন আপনি আমাকে দুইটি গিনী দিলেন, আমি খুসী হইলাম। চাবুক খাইয়া যদি গিনী পাই, তবে আপনি স্বচ্ছন্দে যত ইচ্ছা, তত চাবুক মারুন, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইব। হাঁ, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,

কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম?—অবশ্য আপনার কাছে আমি সত্য-কথা বলিব। বোধ হয়, আপনি বিবি ফিজ্‌ হারবার্টকে জানেন, সেই লেডী সম্প্রতি দেনার দায়ে মহাবিপদে পড়িয়াছেন, তিনি একখানি চিঠি দিয়া আমাকে যুবরাজের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; যুবরাজ বলিলেন, তিনিও সাহায্য করিতে পারেন না, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিবির সহিত দেখা করিতেও পারেন না।"

লেডী লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি হার্‌বার্ট এখন আছেন কোথায়?"

ক্রিম উত্তর করিল, "আছেন এখন চ্যান্‌সারী লেনে আমার গারদে। কিন্তু আজ যদি তিনি টাকা দিতে না পারেন, তবে কল্যই তাঁহাকে অবশ্যই কারাগারে যাইতে হইবে; কেন না, উকীল ব্রিগ্‌ডেন সাহেব ভারী কড়ালোক, তিনি সেরিফকে জানাইয়া কল্যই রুল জারী করিবেন।"

বীরাঙ্গনা বলিল, "আদালতের ও সকল আড়ম্বর আমি বুঝি না, কেবল এইটুকুমাত্র বুঝিতেছি, সেই অভাগিনী রমণীর সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা প্রিন্সের পক্ষে যার পর নাই কেলেঙ্কারীর কথা। বিবির দেনা কত?"

ক্রিম উত্তর করিল, দুই হাজার গিনীর কিছু উপর। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আপনার তুল্য সরলহৃদয়া, দয়াবতী রমণী তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন—'

বীরাঙ্গনা বলিল, "আমি এখনই তোমার সহিত চ্যান্‌সারী লেনে যাইব। যে কার্য্যের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, সেটা বেশী দরকারী নয়; ঘণ্টা দুই দেরী হইলে ক্ষতি হইবে না। যদি আমি বিবি হার্‌বার্টের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে প্রিন্সকেও আমি সেই বিষয় জানাইব। এক ঢিলে দুই পাখী মারিব।"

মধুর-স্বরে এইরূপ গুঞ্জন করিয়া, মুখ ফিরাইয়া সুন্দরী শীকারিণী সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, পশ্চাতে ধাবমান ক্রিম। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পেলমেলের রাস্তায় একখানা ঠিকা-গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা চ্যান্‌সারী লেনে চলিল, খানিক দূর গিয়াই চ্যান্‌সারী লেনের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সম্মুখভাগ দেখিতে পাইল। উভয়ে সেই গলীতে প্রবেশ করিল।

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

গারদ-ঘর

বেলা অপরাহ্ন পঞ্চম ঘটিকা, তরল কুজ্‌ঝটিকারাশি নগরের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, স্থাথান ক্রিমের যে গারদ-ঘরে বিবি হার্‌বার্ট বন্দিনী, ইতিমধ্যেই সেই ঘরে বাতী জ্বালা হইয়াছে।

ঘরখানা আবর্জ্জনাপূর্ণ, দেখিতে যেন সবুজবর্ণ; গৃহমধ্যে সামান্য সামান্য অপরিচ্ছন্ন আসবাব। বন্দিনী যে দিকে হস্ত বিস্তার করেন, ক্ষুদ্র টেবিল, পার্শ্বস্থ ত্রিপদী, দেয়াল স্পর্শ হয়। যদিও গৃহমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তথাপি শীতল বাতাসে মানুষের অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া যায়। উত্তম শয্যায় শয়ন করা অভ্যাস, উত্তম মখমলে উপবেশন করা অভ্যাস, মখমলের উপর পাদচালন করা অভ্যাস, স্বর্ণপাত্রে ভোজন করা অভ্যাস; সুতরাং বিবি হার্‌বার্ট এই জঘন্য ঘরে স্থান পাইয়া অতিশয় অসুখ অনুভব করিতেছেন।

গবাক্ষে গবাক্ষে ধূলামাখা বদ্‌রং পর্দ্দা ফেলা, গবাক্ষের গরাদেগুলা এত মজবুত যে, সিংহ বাঁধিয়া রাখা যায়। যে বন্দিনী এখন সেই ঘরে অবস্থিতা, তাঁহার জন্য সেরূপ সাবধানতা নিরর্থক। তাঁহার কোমল অঙ্গুলী সেই সকল মরিচাধরা গরাদের ধূলা স্পর্শ করিবামাত্র কাঁপিয়া উঠে! বিশেষতঃ সেই ঘরটা রাস্তা হইতে ১৫ ফিট উচ্চে অবস্থিত, প্রথমতল; গবাক্ষে লৌহ-গরাদে না থাকিলেও তত উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়া অসম্ভব।

ঘরের আসবাবগুলা পুরাতন এবং কীটজীর্ণ; দেয়ালগুলা তেলা; ছাদ ও কড়িকাষ্ঠ ধূমে ধূমে কৃষ্ণবর্ণ।

জানালার কুজুতে একটা শয়নঘর, সে ঘরে দুটি শয্যা; মাননীয় স্ত্রীলোক কয়েদী আসিলে একটি শয্যায় তিনি শয়ন করেন, দ্বিতীয় শয্যায় তাঁহার দাসী থাকে। এ ক্ষেত্রে বিবি হার্‌বার্টের সখীও নাই, দাসীও নাই; সেবা করিবার অথবা সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই।

এই লেডী—যিনি এক সময়ে প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের বিলাসিনী থাকিয়া নানা বিলাস উপভোগ করিয়াছেন, তিনি এখন এই কদর্য্য গারদঘরে মহাকষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। সিঁড়িতে যতবার মানুষের পদধ্বনি হয়, ততবার তিনি ঘাড় বাঁকাইয়া কান পাতিয়া শুনিতে থাকেন। দুই ঘণ্টা হইল, স্থাথান ক্রিম তাঁহার চিঠি লইয়া কার্‌ল্‌টন-প্রাসাদে গিয়াছে, এইবার তাঁহার ভাগ্যে হয়

এদিক্ নয় ওদিক্, একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে, ইহাই তিনি ভাবিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, আজ রাত্রেই কি গারদ হইতে খালাস পাইবেন কিংবা রজনী-প্রভাতে কারাগারে গমন করিতে হইবে? এই যে চিন্তা, ইহার ফল কাহার উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের চক্ষে যিনি তাঁহার স্বামী ছিলেন, তাঁহার বিবেচনার উপরেই ফলাফল নির্ভর।

অন্যূন বিংশতিবার অভাগিনীর মনে ঐ প্রকার চিন্তা, বেলা পাঁচটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে, সিঁড়িতে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার চিন্তাভঙ্গ হইল, কিন্তু এবারে পদধ্বনিটা গৃহদ্বারসমীপস্থ চাতালের দিকে হইতেছিল না, তাঁহার ঘরের চৌকাঠের নিকটেই পদধ্বনি থামিল,—দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্থাথাম ক্রিম্ প্রবেশ করিল, সংবাদ দিল, "লেডী লিটিসিয়া লেড্!"

গোলাপফুলের কুঞ্জে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে কুঞ্জ যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ফোয়ারার প্রস্তরময় জলাধারে রবিকর প্রতিফলিত হইলে যেমন চক্‌মক্ করিয়া উঠে, বন্দিনী লেডীর পাণ্ডুবদন ঐ সংবাদে সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যে নামটি তিনি শুনিলেন, সে নামটি তাঁহার বিশেষ পরিচিত; লেডী লেডের পূর্ব্বাবস্থা ও ক্রিয়া, সেণ্ট্ জাইলের লক্‌পারলেনে দরিদ্রগৃহে জন্ম,—দুর্ভাগা জ্যাকের সঙ্গে সংঘটন, বৃদ্ধ ব্যারণের সঙ্গে বিবাহ, স্বেচ্ছাচার পরিভ্রমণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিবি হার্‌বার্ট জানিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সঙ্গে তাঁহার এখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, ইহাও তিনি শুনিয়াছিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া দেখিল, হার্‌বার্টের বদনে অর্দ্ধবিরাগ, অর্দ্ধ নৈরাশ্যের ক্রীড়া। ঐরূপ দেখিবে, পূর্ব্ব হইতেই লিটিসিয়া তাহা ভাবিয়াছিল; মস্তকের টুপী খুলিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "মেম্ সাহেব! তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে এবং কষ্ট অবসানের উপায় করিতে আমি আসিয়াছি।"

বিবি হার্‌বার্টকে সম্বোধন করিয়া স্থাথান বলিল, "এই লেডী আসিয়াছেন, ইঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া আপনার উচিত; আপনার সমস্ত বন্ধুবান্ধব এখন আপনার প্রতি বিমুখ, এই দুঃখের সময় ইনি আপনার প্রতি সদয়া। ক্ষণেকের জন্য আমি এখন তফাতে যাই, আপনারা উভয়ে একত্র বসিয়া উপস্থিত কার্য্যের কথাবার্ত্তা স্থির করুন।"

এই কথা বলিয়া স্থাথান ক্রিম দরজা বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া গেল, বীরাঙ্গনা এবং বিবি হার্‌বার্ট নির্জ্জনে রহিলেন।

উভয়ের রূপের পরস্পর বৈপরীত্য। বিবি হার্‌বার্টের সুন্দর বদন বিমর্ষ,

লিটিসিয়ার বদন প্রফুল্ল ; হার্বার্টের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, লিটিসিয়ার কেশ কৃষ্ণবর্ণ ; হার্বার্টের বক্ষঃস্থল উন্নত, লিটিসিয়ার স্তনযুগল সুডৌল ; হার্বার্টের চক্ষু নীলাভ, লিটিসিয়া কৃষ্ণনয়না ; উভয়েই সুন্দরী, উভয়েই কামুকী ; যৌবনের প্রারম্ভাবধি উভয়েই রতিদেবীর সেবা করিয়াছেন, কেহই কম নহেন ; প্রভেদ এই যে, বিবি হার্বার্টের অসতীত্ব জনসাধারণে অপ্রকাশ ; তিনি কেবল প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপভোগ্যা, ইহাই সকলে জানে, তিনি নিজেও অপরাপর বিলাসবৃত্তান্ত সাবধানে গোপন করেন। লেডী লিটিসিয়া সেরূপ নয়, কিছুই তাহার গোপন নাই, লোকে যখন তাহার মুখের উপর বহু নায়ক-সম্ভোগের রহস্য উত্থাপন করে, সে তখন মৃদু মৃদু হাস্য করে অথবা সময়ে সময়ে উচ্চ হাস্য করিয়া আমোদিনী হয়। হার্বার্টের দিকে অপাঙ্গভঙ্গীতে চাহিয়া লেডী লিটিসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "বুঝিতেছি, আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি বলিয়া তুমি লজ্জিত হইতেছ ; কিন্তু আমি বেশ জানি, এক সময়ে তুমি মার্কুইস্ অব্ বিলয়ের উপপত্নী ছিলে।" হাঁ, লেডী লিটিসিয়া কেবল ঐ ফরাসী ভদ্রলোকের সম্বন্ধটিই জানিত,বিবি হার্বার্টের অপরাপর নায়কের কথা জানিত না ; বাস্তবিক পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, বিবি হার্বার্ট আপন দুষ্ক্রিয়াগুলি গোপন করিয়া রাখিতেন, লেডী লিটিসিয়া নিজের বহুবিলাস প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া দম্ভভরে বেগবান্ অশ্বারোহণে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়।

এই দুটি রমণী এখন নির্জ্জনে। বিবি হার্বার্ট সংক্ষেপে আপন অবস্থা জানাইলেন। বীরাঙ্গনা পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, আমি তোমার সহিত সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমার উপস্থিত কষ্ট-নিবারণের উপায় করিতে পারিব, এমন আশা রাখি।"

বিবি হার্বার্ট বড়দলে মিশিয়া গৌরবিণী হইয়াছিলেন, লিটিসিয়ার ঐ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, প্রথমে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছিল, সে ভাবটা দূরে গেল। লিটিসিয়াকে তিনি বলিলেন, "বোসো, আমি বোধ করি, কারল্টন-প্রাসাদে তাহার দৌত্য-কার্য্যের কিরূপ ফল হইয়াছে, তুমি তাহা আমাকে জানাইবে, সেই জন্য তোমার উপর ভার দিয়া স্ত্রাথান ক্রিম এই স্থান হইতে সরিয়া গেল।"

লিটিসিয়া বলিল, "তাহাই ঠিক। আমি তোমাকে সত্যকথা বলি—"

বিবি হার্বার্ট বলিলেন,"ওঃ ! দেখিতেছি,তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ। তোমার মুখে অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া ভাবিতেছি, প্রিন্স হয় ত আমার পত্রবাহককে দেখা দেন নাই, অথবা হয় ত তাচ্ছল্যভাবে আমার প্রার্থনা অস্বীকার করিয়া

ফিরাইয়া দিয়াছেন। কি হইয়াছে শীঘ্র বল, মিনতি করি, আর আমাকে অধিক-ক্ষণ সংশয়-দোলায় দোলাইও না।"

লেডী লিটিসিয়া বলিল, "সংবাদ যদি সন্তোষকর হইত, তবে আমি আহ্লাদিত হইয়া অগ্রেই তোমাকে তাহা শুনাইতাম কিংবা হয় ত প্রিন্স নিজেই তোমাকে জানাইতেন, আমার এখানে আসিবার আবশ্যক হইত না। বস্তুতঃ যাঁহার কাছে সমস্তই প্রত্যাশা করিবার তোমার অধিকার আছে, তাঁহার কাছে তুমি কোন উপকার পাইবে না, ইহা—"

মানসিক যন্ত্রণায় করে করমর্দ্দন করিয়া মিবি হার্বার্ট বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তিনি আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব?" বলিতে বলিতে আকুলভাব ত্যাগ করিয়া, মর্য্যাদার ভাব ধারণ করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তিনি আমার আর অধিক দুর্দ্দশা করিতে পারিবেন না, তাঁহার দুর্ব্যবহারে আমার হৃদয় ভগ্ন হইবে না, এই দেখ, এখন আমি কেমন শান্ত হইয়াছি। বল, আমার প্রেরিত সেই ভাল মানুষটিকে তিনি কি কথা বলিয়াছেন?"

লিটিসিয়া বলিল, "রাজকুমার বলিয়াছেন, তিনি বড় গরীব, তিনি তোমাকে টাকা দিতে পারিবেন না, নিজে আসিয়াও দেখা করিতে পারিবেন না।"

সুস্থিরভাব-ধারণের চেষ্টা করিয়াও অভাগিনী মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল, কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এই কথা বলিয়াছে? সত্যই কি এই কথা বলিয়াছে? ওঃ! থাক্; সখি! তুমি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, ইহা আমি ভাগ্য বলিয়া মানিতেছি। কি প্রকারে তুমি আমার সাহায্য করিতে পারিবে, বল দেখি শুনি।"

লিটিসিয়া বলিল, "যে উপায় আমি স্থির করিয়াছি, তাহা ঠিক এই সময়েরই উপযুক্ত। আমার কথা তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছ সন্দেহ নাই; তুমি শুনিয়াছ, আমি অন্তঃপুরত্যাগিনী, আমি কাজের বাহির, আমি অবাধ্য, আমি খামখেয়ালী, আমি বিলাসপ্রিয়া আমোদিনী রমণী। হাঁ, এই সকল কথা হয় ত সত্য, কিন্তু বৃথা বড়াই না করিয়া আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আমার হৃদয় আছে। কথা এই যে, ফরাসী রাজ্য হইতে যে কয়েকজন মহৎলোক পলায়ন করিয়া গুপ্তভাবে লণ্ডনে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মার্কুইস্ অব্ সেণ্টক্রাইবম্। কিছু দিন হইল, সেই মার্কুইসের নিকট হইতে প্রিন্সের নিমিত্ত অনেকগুলি টাকা আমি ঋণ যোগাড় করিয়া দিই;—সেই মার্কুইস একণে টাকার তাগাদা করিয়া প্রিন্সকে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রিন্স সে পত্রের কোন উত্তর দেন নাই; মার্কুইস তজ্জন্য আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আমি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া টাকা

আদায় করিয়া দিব, 'এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই কার্য্যের নিমিত্ত আজ আমি প্রিন্সের নিকটে যাইতেছিলাম, প্রাসাদের সিঁড়িতে তোমার প্রেরিত লোকের সহিত দৈবাৎ আমার ঠোকাঠুকি হয়, তাহার মুখে তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া এবং প্রিন্সের ব্যবহারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার সঙ্গে তোমার কাছে আমি আসিয়াছি।"

শীকারিণীর সরলতাব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া আনন্দে বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "সমস্তই আমি বিশ্বাস করিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ! সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।"

বীরাঙ্গনা আবার বলিল, "তোমাকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিবার আরও একটা বিশেষ কারণ; একটি লোক পূর্ণ-বিশ্বাসে সাধ্যমত যত্নে যাহার সেবা করিয়াছেন, তিনি সেই উপকারী লোকটিকে নিদারুণ কষ্টে পাতিত করিয়াছেন, অতএব প্রতিফল দিবার জন্য আমি প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিব।"

জনরব এইরূপ যে, এই বীরাঙ্গনা এক সময়ে টিম্ মিগেল্‌সের উপপত্নী হইয়াছিল, হঠাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "ওঃ! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি; তবে তুমি জানো—"

লিটিসিয়া বলিল, "সব জানি—সব জানি; তুমি প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের বিবাহিতা পত্নী, তাহাও জানি; যেপ্রকারে তিনি তোমাকে কার্লটন প্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাও জানি; যে সকল চিঠিতে ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছিল, যাহা তোমার ভয়ের কারণ, সে সকল চিঠি এখনও আছে, তাহাও জানি।"

কপটতায় বিবি হার্বার্ট বিলক্ষণ পটু, যুগল হস্তে মুখ ঢাকিয়া, লজ্জায় অভিমানে ম্রিয়মাণা, এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! তবে তুমি আমার সব কথা জানো; এত জানো যে, তোমার কাছে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইতেছে।"

লিটিসিয়া বলিল, "লজ্জা পাইও না, আমিও সতী নই, তবে কি না, তুমি যেমন নিজের কাজ গোপন কর, আমি তেমন করি না।" সেই টিম্ মিগেল্‌স, ইঙ্গিতে যাহার কথা একটু পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, সেই মিগেল্‌স যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের পরম বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে সেই মিগেল্‌সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, প্রিন্সের নীচতায়, অকৃতজ্ঞতায়, বিশ্বাসঘাতকতায় সেই মিগেল্‌স এ দেশ হইতে দূরীভূত হইবার পর—"

সংশয়ে সংশয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বিবি হার্বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই কাগজপত্র? সে সকল কাগজপত্র কি হইল?"

বীরাঙ্গনা উত্তর করিল, "সে কাগজপত্র প্রিন্সের হাতেই পড়িয়াছে।"

পুনরায় নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় হস্তে হস্ত পেষণ করিয়া অভাগিনী হার্বার্ট বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! রাজকুমার তবে সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন?"

লিটিসিয়া বলিল, "বোধ করি, সে সকল চিঠির মধ্যে যে চিঠিতে তোমার বিশেষ গুপ্ত চরিত্র প্রকাশ, সেই চিঠি দেখিয়া তোমাকে প্রতিফল দিবার জন্য প্রিন্স এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, এমন যদি তুমি ভাবিয়া থাকো, তবে আমি এখন যদি বলি, সে সকল চিঠি আমার কাছে আছে, তাহা হইলে তুমি কি বলিবে?"

উচ্চকণ্ঠে বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "ওঃ! প্রিয়সখি! সে সকল চিঠি তুমি কি আমাকে দিবে? যে চিঠিতে আমার সেই গুপ্ত প্রেমানুরাগের কথা আছে, যাহা আমার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছে, সে চিঠিখানা আমি পুড়াইয়া ফেলিব। দিবে কি —বল বল —দিবে কি আমাকে সেই—"

লিটিসিয়া বলিল, "না না, তাহা আমি দিতে পারিব না,—বরং খানকতক চিঠি আমার নিজের মতলব হাঁসিল করিবার জন্য নিজের কায়দায় রাখিব; তাহার জোরে প্রিন্সকে ভয় দেখাইয়া তোমার বর্ত্তমান দেনার টাকা আদায় করিয়া লইব। এ সম্বন্ধে আর আর কথা একটু পরে বলিতেছি, অগ্রে শুনিয়া রাখ। মিষ্টার মিগেল্‌স তোমার প্রতিকূলে যাহা করিয়াছে, প্রিন্সের উপকারের জন্য আর যে সকল কুৎসিত কার্য্য করিয়াছে, দূরদেশে থাকিয়া এখন তজ্জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতেছে। প্রিন্স সেই উপকারী বন্ধুর প্রতি অবশেষে ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন। মিগেল্‌স এখন লণ্ডনে থাকিলে নিজে যে কার্য্য করিতেন, আমি এখন তাঁহার স্বরূপ হইয়া সেই কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প।"

বিনম্র-স্বরে অনুনয় করিয়া বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "প্রিয় লিটিসিয়া! আবার আমি বলিতেছি, তুমি আমার প্রতি সবিশেষ সদয়ভাব দেখাইতেছ। ওঃ! আবার আমি বলিতেছি, যে সকল চিঠিতে আমার সাঙ্ঘাতিক গ্লানির নিদর্শন আছে, সেই চিঠিগুলি হয় তুমি আমাকে দাও, না হয় ত তুমি নিজেই জ্বালাইয়া ফেলো।"

লিটিসিয়া বলিল, "তাহা আমি পারিব না। মিষ্টার মিগেল্‌স শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবে, সেই সময় সেই চিঠিগুলি হয় যুবরাজের হস্তে, না হয় মিগেল্‌সের হস্তে অর্পণ করা যাইবে; অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, সেইরূপ করিতে হইবে। অন্যান্য চিঠিতে আমার বিশেষ কার্য্যসাধনের ভরসা আছে; যদি তুমি ইচ্ছা—"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বিবি হার্‌বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সকল অন্য চিঠিতে কি আছে ?"

লিটিসিয়া গম্ভীর-বদনে চুপি চুপি বলিল, "প্রিন্সের সহিত তোমার বিবাহের প্রমাণ।"

সংশয়ে, আতঙ্কে ও বিস্ময়ে লিটিসিয়ার মুখ-পানে চাহিয়া বিবি হার্‌বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সকল কাগজপত্রও তোমার হস্তে ?"

বীরাঙ্গনা বলিল, "হাঁ, এত দলীল আমার হস্তে আছে যে, তাহা বাহির করিলে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের মূল পর্য্যন্ত টলিবে।"

আশ্বাসে, বিশ্বাসে, সংশয়ে বিবি হার্‌বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় সখি ! কি প্রকারে তুমি আমার উপকার করিতে পারিবে ?"

মৃদু হাস্য করিয়া, প্রত্যেক বাক্যে জোর দিয়া দিয়া সুন্দরী বীরাঙ্গনা বলিল, "শোনো বলি। যদি তোমার মুখের একটি কথা পাই, অবিলম্বে আমি উইণ্ডসর-প্রাসাদে চলিয়া যাইব, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। পূর্ব্বে আর কখনও রাজার কাছে আমি যাই নাই, এমন মনে করিও না; একবার একটি কার্য্যের জন্য রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সেবারের কার্য্য ছিল, যুবরাজের অনুকূলে রাজপ্রসাদলাভ, এবারের কার্য্য হইবে, তোমার অনুকূলে সুবিচার প্রার্থনা। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তুমি বার্ষিক বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি ও ডচেস্ উপাধি লাভ—"

নূতন ভরসায়, অতি উচ্চ আশায়, অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন, "লিটিসিয়া ! তুমি প্রলাপ বকিতেছ,—প্রিয়-সখি ! তুমি পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছ ! রাজা তোমাকে তাড়াইয়া—"

কার্য্যভার পরিগ্রহ করিয়া যাহারা সিদ্ধ-মনোরথ হইবার পূর্ণ-বিশ্বাস রাখে, তাহাদের মত পূর্ণ-বিশ্বাসে, সগৌরবে লেডী লিটিসিয়া বলিল, "আমি যাহা চাহিব, রাজা আমাকে তাহাই দিবেন—"

বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন, "রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের বিবাহের যে আইন আছে, প্রিন্সের সহিত আমার বিবাহ সে আইন-বহির্ভূত; অতএব আমরা ভয় দেখাইলে রাজা তাচ্ছল্যভাবে অগ্রাহ্য করিবেন।"

লিটিসিয়া বলিল, "তা নয় ম্যাডাম, তেমন হইবে না। তুমি ক্যাথলিক-কুমারী, প্রিন্স তোমাকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র-বিধির অন্যথাচরণ করিয়াছেন; রাজসিংহাসনে বসিবার রাজমুকুট ও রাজ-উপাধি ধারণ করিবার স্বত্বাধিকার হারাইয়াছেন। রাজকীয় বৈবাহিক আইনানুসারে তোমাদের বিবাহ সিদ্ধই হউক কিংবা অসিদ্ধই হউক, তাহা ধরি না; তাহা লইয়া আমাদের তর্ক

বিতর্ক করা অনর্থক,রাজ্যের নির্দ্ধারিত,নিয়ম লইয়াই আমাদের কথা হইতেছে, তাহার উপরই আমাদের জোর। রাজা এখন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইষ্ট চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন অথবা উপস্থিত সঙ্কট হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সাহায্য করিবেন, এই উভয় বিষয়ে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

সোদরা-স্নেহে লিটিসিয়ার কণ্ঠবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন,"দয়াময় পরমেশ্বর আমার মঙ্গলের নিমিত্ত দয়া করিয়া তোমার মত দয়াবতীকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এমন সদুপায় আছে, পূর্ব্বে আমি ইহার অণুমাত্রও কল্পনা করিতে পারি নাই। এখন আমি তোমার পরামর্শ অনুসারে শান্তি লাভ করিব, আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা হইতে-ছিল, সে দুষ্ট ইচ্ছা পরিত্যাগ করিব, চিরজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।"

বীরাঙ্গনা বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালেই তবে আমি উইণ্ডসর-প্রাসাদে গমন করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

এই কথা বলিয়া লেডী লিটিসিয়া বিদায়-গ্রহণের নিমিত্ত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল। চঞ্চলভাবে উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কাতর-বচনে বিবি হার্ব্বার্ট বলিতে লাগিলেন, "এখনি যাইও না! এখনি যাইও না! এই ভয়ঙ্কর স্থানে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া এখনি চলিয়া যাইও না।" কথা বলিতে বলিতে হতভাগিনীর দুটি চক্ষু হইতে দরদর-ধারে অশ্রুধারা প্রবা-হিত হইতে লাগিল।

লিটিসিয়া বলিল, "যদি তুমি ইচ্ছা কর, কল্যকার প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার কাছে আমি থাকিব। যে কল্পনা স্থির করিয়াছি, উভয়ে পরামর্শ করিয়া সে বিষয়ে পাকাপাকি অবধারণ করিয়া রাখিব।"

পুনরায় বীরাঙ্গনাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন, "সমস্ত রজনী তুমি এইখানে থাকিবে?—এই ভয়ঙ্কর স্থানে? সারারাত? ওঃ! এ স্থানে নিশাযাপন করিতে হইলে প্রতিক্ষণে আত্মহত্যার ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হয়!"

লিটিসিয়া বলিল, "ঐ ভয়ঙ্কর ভাবটা মন হইতে দূর করিয়া দাও। একটু মদ আনাও, মদ খাই, সিগারেট খাই, গল্প করি, হাস্য করি, দুজনে বেশ আমোদ-আহ্লাদে থাকি। গারদঘরে আছি, সে কথাটা আসলেই মনে থাকিবে না।"

আনন্দে বিবি হারবার্টের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অগ্নি-কটাহের নিকটে চেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিলেন, মদ আনিবার জন্য

পারদের চাকরকে ডাকিবার সঙ্কেতে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, তাহার পর লিটিসিয়াকে বলিলেন, "যখন আমি ডচেস্‌ উপাধি পাইব, যখন আমি বার্ষিক কুড়ি হাজার পাউণ্ডের অধিকারিণী হইব, তখন আমার একমাত্র অকৃত্রিম হিতৈষিণী প্রিয়সখী থাকিবেন লেডী লিটিসিয়া লেভ।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

—*:*—

গারদঘরে রজনী।

রাত্রি ৯॥টা। গারদের উপরের ঘরে বিবি হার্বার্ট ও লেডী লিটিসিয়া একত্র বসিয়া আপনাদের প্রস্তাবিত কল্পনা-সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, নিম্নতলের সম্মুখের গৃহে ন্থাথান ক্রিম এবং জ্যাক্ উভয়ে চুরুট খাইতে খাইতে নানা রকম গল্প করিতেছে।

কুয়াশা সরিয়া গিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিধারার ন্যায় হিম পড়িতেছে, বায়ু অত্যন্ত শীতল, সময়টা কাহারও পক্ষে শান্তিদায়ক নহে। দুই জন বেলিক আপনাদের গ্লাসে মদ ঢালিয়া, এক এক চুমুক খাইয়া সিগারেটের ধূম উড়াইতেছে, এমন সময় সম্মুখের রাস্তায় একটা গোলমাল তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।

একটা লোক বলিল, "আমি একটা চুমু খাইব।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমিও খাইব; মেয়েমানুষটা দেখিতে বেশ।"
তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "মেয়েমানুষটা যখন চলে, তখন পায়ের গোছ কেমন সুন্দর দেখায়!"

এই মন্তব্য দিতে দিতে গারদের সদর-দরজায় হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিল।

সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া ন্থাথান ক্রিম বলিল, "চল জ্যাক্! দেখি গিয়া। আমি ঠিক জানিতেছি, আইনের শ্রেণীর দুষ্ট ছোঁড়াগুলা ঐরূপ গোলমাল করিতেছে।"

মদের মজ্‌লীস্ ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে জ্যাকের ইচ্ছা ছিল না, সে বলিল, "করুক্ গে! মরুক্ গে! আমাদের কি? আইন-পাঠক ছাত্রেরা তোমাকে আঘাত করিবে না?"

ক্রিম বলিল, "না, তাহা করিবে না, কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের উপর উহারা দৌরাত্ম্য করিবে, তাহা কখনই আমি সহ্য করিব না। এ বাড়ী আমার, বাড়ীর জন্য আমি ট্যাক্স দিই, এ বাড়ীর সম্মুখে কখনই আমি ঐরূপ দৌরাত্ম্য করিতে দিব না। চল তুমি, আমি উহাদের সঙ্গে লড়াই করিব।"

জ্যাক্ তখন বলিল, "সে কথা স্বতন্ত্র; চল তবে।" এই বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আসন হইতে উঠিয়া ক্রিমের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইল, দেখিল, চারি পাঁচটা

ছোঁড়া একটি ভদ্রবেশধারিণী সুন্দরী রমণীকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, স্ত্রীলোকটি তাহাদের হাত ধরিয়া ছাড়াইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছে, ছাড়াইতে পারিতেছে না।"

দরজার নিম্নস্থ সোপান হইতে লম্ফ দিয়া, রাস্তায় পড়িয়া, ন্যাথান ক্রিম উচ্চৈঃস্বরে শান্তিভঙ্গকারিগণকে বলিল, "তোরা কি এই স্ত্রীলোকটিকে ছাড়িয়া দিবি না?" এই বলিয়া সেই বিভ্রান্ত পেয়াদা বামে দক্ষিণে পটাপট ঘুসী চালাইতে লাগিল, চক্ষের নিমেষে স্ত্রীলোকটিকে ছাড়াইয়া লইল; কেবল তাহাই নয়, দুরন্ত আক্রমণকারীগুলাকে ঢিপ ঢিপ করিয়া রাস্তার কাদার উপরে ফেলিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটিকে মুক্ত করিয়া, আফিস-বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিতে এক মুহূর্ত্তের অধিক কালবিলম্ব হইল না। রাস্তার মাতালেরা কাদায় গড়াগড়ি যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া উঠিয়া শীকারটাকে আবার ধরিবার জন্য সিঁড়ির ধাপে উঠিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। ক্রিম ওদিকে জ্যাকের হস্তে স্ত্রীলোকটিকে সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিল, "ইঁহাকে আফিসে লইয়া গিয়া ঠাণ্ডা কর।" জ্যাক্ সন্তুষ্ট হইয়া সে স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া, আফিস-ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া তাহার হস্তে এক গ্লাস মদ দিল; স্ত্রীলোকটি একটু মদ খাইয়া গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিল; অনন্তর ক্রিমের হস্তে একটি গিনী দিয়া বলিল, "রাত্রিতে বড় ঠাণ্ডা, রাস্তায় বেড়াইয়া দারুণ শীতে আমার অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে, আমি ততক্ষণ তোমাদের অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া একটু গরম হই, তুমি দয়া করিয়া একখানা ঠিকা-গাড়ী আনাইয়া দাও, আমি বাড়ী যাইব।"

স্ত্রীলোকটি যুবতী,—যুবতী পরমা সুন্দরী;—গঠন, কেশ, দন্ত, চক্ষু, ভঙ্গী, পোষাক সমস্তই সুন্দর। চেহারা দেখিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরীর কথা শুনিয়া ক্রিম ও জ্যাক্ একদৃষ্টে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মাতালেরা তাহাকে চুম্বন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

এ যুবতী একাকিনী রাস্তায় বাহির হইয়াছে কেন, এক চুমুক মদ খাইয়া আর খাইল না কেন, ইহা ভাবিয়া প্রথমে ক্রিমের বিস্ময় জন্মিয়াছিল, তাহার পর সুন্দরী যখন তাহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, তখন তাহার প্রতি ক্রিমের সম্ভ্রমের উদয় হইল। সে ভাবিল, এই সুন্দরী যদি আপনাকে রাজকন্যা অথবা ডচেস্ বলিয়া পরিচয় দেয়, সে তাহাকে নিশ্চয়ই তাহাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তখন সুন্দরীকে বলিল, "মিস্ কিংবা মেসম আপনি স্বচ্ছন্দে আগুন

পোহাইয়া গরম হউন।" অতঃপর জ্যাকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই বাড়ীর রন্ধন-গৃহে আর এই আফিস-গৃহে যেমন উজ্জ্বল অগ্নি আছে, এ বাড়ীর আর কোথাও এমন অগ্নি নাই।"

জ্যাক্ জিজ্ঞাসা করিল, "উপরের যে ঘরে সেই লেডীরা আছেন, এই লেডী কেন সেই ঘরে যাইতে পারিবেন না? আমি বেশ জানি, এমন সুন্দরীর প্রবেশে তাঁহারা কোন আপত্তি করিবেন না; কেন না, অভাগিনী ফিজ হার্বার্ট—"

ক্রিম বলিল, "চুপ!—কি দরকার?" জ্যাকের মুখের দিকে তাকাইয়া সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না ফিজ্ হার্বার্টের নাম করিলে?" উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সুন্দরী আবার বলিয়া উঠিল, "ফিজ্ হার্বার্ট এমন জায়গায় আসিবে, ইহা অসম্ভব। শুনিয়াছি বটে, একজন বড়লোকের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাতে তাহার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে, অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, কিন্তু পিকাডিলি পল্লীর তেমন সুন্দর নিকেতন ছাড়িয়া সেই মানিনী স্ত্রীলোক এমন সামান্য বাড়ীতে কেন আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

একটু জনান্তিকে ক্রিমের কানে কানে জ্যাক্ বলিল, "বুঝিতেছ, এই লেডী জানিতে পারে নাই, এ বাড়ীখানা কি।" মনিবকে এই কথা বলিয়া সুন্দরীকে বলিল, "দেখুন মিস্! এ বাড়ীখানা গারদবাড়ী।"

বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া উচ্চকণ্ঠে সুন্দরী বলিলেন, "কি! বিবি হার্বার্ট গারদে?"

জ্যাকের কানে কানে ক্রিম বলিল, "এই নূতন লেডী এ বাড়ীর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এমন মনে করিও না, শুনিলে না, গারদ কথাটা কেমন ধরণে ইঁহার রসনা হইতে উচ্চারণ হইল?"

পেয়াদার কথার ভাবভঙ্গী বুঝিতে না পারিয়া সুন্দরী বলিলেন, "যে ঘরে ফিজ্ হার্বার্ট আছেন, সেই ঘরে তোমরা আমাকে লইয়া চল। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব, যতদূর সাধ্য, সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিব।"

ক্রিম বলিল, "যদিও লেডী জিটিসিয়া তাঁহার কাছে আছেন, তথাপি ক্ষণকালের জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি আপত্তি করিবেন না, বিশেষতঃ বলাৎকার ও দৌরাত্ম্যের হস্ত হইতে কিরূপে আমরা আপনাকে রক্ষা করিয়াছি, আপনি যখন তাঁহাদিগকে সেই কথা বলিবেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই আপনার সহিত সহানুভূতি জানাইবেন। চলুন উপরে, আমি ইতিমধ্যে ঠিকা-গাড়ী আনিতে লোক পাঠাইতেছি।"

ক্রিমের হস্তে আর একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সুন্দরী বলিলেন, "তাড়াতাড়ি

গাড়ী আনিবার দরকার নাই ; কেন না, আধ ঘণ্টা কাল বিবি হারবার্ট ও লেডী লেডের সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করিব, তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনিয়াছি।"

ক্রিম বলিল, "যদি আপনি সমস্ত রাত্রি এখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। যাহা হউক, গাড়ী যদি আবশ্যক হয়, উপরের ঘর হইতে ঘণ্টা বাজাইবেন, আমি আনাইয়া রাখিব। চলুন উপরে।—দেখিবেন, সাবধান, সিঁড়িটা বড় অন্ধকার, ছাদটা বড় নীচু, মাথা হেঁট করিয়া যাইবেন, ছাদে যেন মাথা ঠেকে না।"

সুন্দরীকে এইরূপে উপদেশ দিয়া অ্যাথাম্ ক্রিম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির উপর-চাতালে গিয়া উঠিল. সেইখানে একটু থামিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম বলিয়া সংবাদ দিব?"

সুন্দরী পুনরুক্তি করিলেন, "কি নাম?—হাঁ,—বলিও,মিস্ প্ল্যাণ্টাজিনেট্।"

সুন্দরীকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া, সম্মুখের দ্বার খুলিয়া অ্যাথাম্ ক্রিম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ; ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রথমে বিবি হারবার্টকে, তৎপরে লেডী লিটিসিয়াকে অভিবাদন পূর্ব্বক নম্রস্বরে বলিল, "আমি আপনাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া একটি রূপবতী যুবতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তাঁহার নাম মিস্ প্ল্যাণ্টাজিনেট। আশা করি, আপনারা বিশেষ শিষ্টাচারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। রাস্তায় তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন, জনকতক মাতাল তাঁহাকে চুম্বন করিবার জন্য ধরিয়া ফেলিয়াছিল ; বাহিরে গোলমাল শুনিয়া আমি আর জ্যাক্ তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া, আততায়ীগুলাকে রাস্তার কাদায় ফেলিয়া দিয়া যুবতীকে রক্ষা করিয়াছি, সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিয়াছি, পোষাক ও চেহারা দেখিয়া বড়-ঘরের কন্যা বলিয়া বুঝিয়াছি, শীতে তিনি কাঁপিতেছেন, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

সামান্য কথার জন্য এত দীর্ঘ বক্তৃতা ইহাতে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া, মৃদু হাস্য করিয়া লিটিসিয়া বলিল, "মিস্ প্ল্যাণ্টাজিনেট তবে অগ্নির উত্তাপ ও নারী সঙ্গিনী-লাভের প্রত্যাশায় এখানে আসিয়াছেন ; আচ্ছা, লেডী হারবার্টের যদি কিছু আপত্তি না থাকে, স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন।"

বিবি হারবার্ট বলিলেন, "আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এ অবস্থায় আপত্তি করিবার বিষয় কি?"

কুমারী প্ল্যাণ্টাজিনেট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অভ্যর্থনা করিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "এসো মিস্ প্ল্যাণ্টাজিনেট! অগ্নিকটাহের নিকট উপবেশন

কর, এটা যেমন স্থান, এ স্থানে যেমন আরাম পাওয়া সম্ভব, তাহা বিবেচনা করিয়াই সেইরূপ আরাম কর।"

"আঃ! আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই হইল," আপন মনে এই কথা বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া স্থাথাম ক্রিম নামিয়া আসিল।

বিবি হারবার্ট এবং লেডী লিটিসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নূতন প্রবেশকারিণীকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এই কুমারীটি রাস্তায় নষ্টলোকের হস্তে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া স্থাথাম্ ক্রিমের গারোদ-বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার প্রতি ঐ দুটি মহিলার অধিক দয়া হইল।

বিবি হার্‌বার্টকে সম্বোধন করিয়া কুমারী বলিলেন, "লেডী, আপনাদের নিকট পরিচিতা হইয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল, আপনাকে এই জঘন্য স্থানে অবস্থিত দেখিয়া অন্যদিকে তেমনি কষ্ট হইল। জিজ্ঞাসা করি, আপনার এই বর্ত্তমান কষ্ট কি অল্পদিনের জন্য? অপরাধ লইবেন না, আরও আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার সাধ্যমতে আপনার উপকার করিতে যাহা আমি প্রদান করিবার ইচ্ছা করি, তাহা কি আপনি গ্রহণ করিবেন? গ্রহণে যদি আপনার কোন সঙ্কোচ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আহ্লাদ-পূর্ব্বক আমি তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করি।"

সত্য অঙ্গীকার কিংবা মৌখিক শিষ্টাচার, ইহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বিবি হার্‌বার্টের সংশয় জন্মিল; অপরিচিতা—সম্পূর্ণ অপরিচিতা কুমারীর এই প্রকার দয়া ইহাও তাঁহার সংশয়ের দ্বিতীয় কারণ; কি উত্তর দিবেন অন্য-মনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বীরাঙ্গনা মনে করিলেন, দৈবদুর্ঘটনায় এই কুমারীর এইখানে আসা, ইহা যখন শুনা গেল,তাহা ছাড়া ভিতরে ভিতরে আর কিছু থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া কুমারীকেও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্! তোমার এখানে আসিবার আর কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে, ইহা কি সম্ভব?"

কুমারী প্ল্যাণ্টাজিনেট উত্তর করিলেন, "এ বাড়ীতে আমি আসিব, এখানে আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, দশ মিনিট পূর্ব্বে ইহা আমি ভাবি নাই। ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীতে আমার নিবাস। যদিও আমার বয়স অল্প, তথাপি আমি আমার সম্পত্তির সর্ব্বময়ী অধিকারিণী। সন্ধ্যাকালে কতিপয় বন্ধুর সহিত এক বাড়ীতে আমি আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলাম, আমার পরি-চারিকা আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু সে আসিল না; যাঁহার বাড়ী, তাঁহাকেও কোন কথা বলিলাম না, সকলের অলক্ষিতে চুপি চুপি মজ্‌লীস হইতে উঠিয়া আসিলাম; পদব্রজেই আসিতেছিলাম।

এই বাড়ীর সম্মুখে গোটাকতক লম্পট মাতাল আমাকে বে-ইজ্জত করিবার উপক্রম করে; এই বাড়ীর মালিক বিশেষ সাধুতা দেখাইয়া আমাকে সে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মুখে আপনাদের নাম শুনিয়া আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বিবি হার্‌বার্টের দিকে চাহিয়া নূতন কুমারী শেষকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে প্রস্তাব আমি করিলাম, তাহাতে আপনি সম্মত আছেন কি?"

বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন, "দৈবঘটনায় অথবা জগদীশ্বর স্বয়ং এমন সাধু বন্ধুকে আমার কার্য্যে আনিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যত টাকার দায়ে আমি এই গারদে কয়েদ, তাহা বড় সামান্য নয়; দুই হাজার গিনী অপেক্ষাও অধিক। আমার বিপক্ষ-পক্ষের যে উকীল, তিনি আমার প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতেছেন,—তাঁহার নাম মিষ্টার রিগ্‌ডেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক।—"

সহসা চমকিয়া কুমারী প্ল্যাণ্টাজিনেট বলিয়া উঠিলেন, "রিগ্‌ডেন?"

বিবি হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তাঁহাকে জানো?"

কুমারী উত্তর করিলেন, "কিছু কিছু জানি। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই যথার্থ, রিগ্‌ডেনটা বড়ই নিষ্ঠুর। আচ্ছা, যত টাকা আপনার দেনা, তাহা পরিশোধ করিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার যে অঙ্গীকার আমি করিয়াছি, সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না; কল্য প্রাতঃকালেই সব টাকা আমি দিব।"

কুমারীর যুগল হস্ত ধারণপূর্ব্বক গাঢ় অনুরাগে মর্দ্দন করিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "তুমি অপ্রত্যাশিতরূপে এরূপ সততা দেখাইয়া আমার উপকার করিতে কৃতসংকল্প, তজ্জন্য আমি তোমার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

লিটিসিয়া বলিল, "সখি হারবার্ট! মনে রাখিও, আমি যেখানে একটা বন্দোবস্ত করিবার কথা বলিয়াছি, সেখানে কিরূপ ফল হয়, তাহা যতক্ষণ না জানা যাইতেছে, ততক্ষণ তোমার এইখানে থাকাই আবশ্যক। কারণ, একজন মহামহিম বড়লোক তোমার প্রতি যেরূপ অবহেলা করিয়াছেন, আর একজন বড়লোককে সেই বিষয় জানাইয়া দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন।"

বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন,—"তাহা যদি বিফল হয়, কিংবা যদি বিলম্ব হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই এই নূতন বন্ধুটির সদয় সাহায্য-গ্রহণে বাধ্য হইব।"

লিটিসিয়া বলিল, "তাহাই করিও। আমার অভীষ্ট কার্য্যে যদি অধিক

বিলম্ব হয়, কিংবা সে কার্য্য একেবারেই বিফল হয়, তাহা হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা, কাজেই তাহা ফলবতী হইবে।"

বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন,—"আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, পরমেশ্বর দয়া করিয়া দুটি দয়াবতী রমণীকে আমার উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন; আমার মত বিপদে যাহারা পড়ে, অসময়ে তাহারা প্রায়ই এমন উপকারিণী দয়াবতী সখী প্রাপ্ত হয় না। আরও আমি বলিয়া রাখিতেছি, বর্ত্তমান সুবিধা হারাইলে কুমারী প্ল্যাণ্টাজিনেট্ দ্বিতীয়বার আমার উপকার করিতে আসিবেন না।"

লিটিসিয়া বলিল,—"আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এইকুমারীর সঙ্গে ইহাঁর বাড়ীতে যাইব।" এই বলিয়া আমোদে উচ্চহাস্য করিয়া আবার বলিল, "আমার বীরা-রমা-বেশ আমাদের উভয়কেই দুষ্টের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবে, অথবা মিষ্টার ক্রিম্‌কে একখানা গাড়ী আনাইতে—"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন,—"যদি আমি নিজের বাড়ীতে থাকিতাম, তাহা হইলে আগামী কল্য পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিবার জন্য কুমারী প্ল্যাণ্টাজিনেটের অনুগ্রহ চাহিতাম।"

কুমারীর বদন আরক্ত হইয়া উঠিল, নেত্রদ্বয়ে অপরূপ জ্যোতিঃ বিকাশ পাইল, তিনি কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"প্রিয় লেডী! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, এমন মনে করিবেন না, আপনি আমাকে এইখানে রমণীর কক্ষে সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইতে পারিবেন না, সেই জন্য আমি চলিয়া যাইব, এমন ভাব মনেও স্থান দিবেন না। আপনারা অন্য যে উপায় কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিরূপ ফল হয়, তাহা আমি দেখিব, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিব।"

বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন, "লেডী লেড় আজ রাত্রে আমার কাছে এইখানে থাকিবেন, স্বীকার করিয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে ইহাঁর সংকল্পিত কার্য্যে চলিয়া যাইবেন। যতক্ষণ ইনি ফিরিয়া না আইসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি দয়া করিয়া আমার কাছে থাকিলে আমি সুখী হইব, কল্য রাত্রে অথবা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।"

বিবি হার্‌বার্টের প্রস্তাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া কুমারী বলিলেন, "আমিও ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার কাছে থাকিয়া পরম সুখানুভব করিব।"

লিটিসিয়া বলিল,—"যদিও এটা জঘন্য গারদ-ঘর, তথাপি আজ রাত্রে পরমানন্দে আমরা তিন জনে এই স্থানে বিশেষরূপ আমোদ করিব। আমি ঘণ্টা

বাজাই, চাকর আসুক, তাহাকে জানাইয়া দিই, তোমাতে আমাতে দুজনে বিবি হার্বার্টের নিকটে নিশাযাপন করিব।"

ঘণ্টাধ্বনি হইল, এক জন পরিচারিকা আসিল, লেডী লিটিসিয়ার বক্তব্য শুনিয়া চলিয়া গেল। পরিচারিকা বিদায় হইয়া যাইবার পর লেডী লিটিসিয়া উপবেশন-গৃহের দ্বারে চাবী দিয়া শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিল। শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিবি হার্বার্ট বলিলেন,—"আইস, আমরা শয়ন করি; লেডী লিটিসিয়া ! প্রভাতে তোমাকে উইণ্ডসরে যাইতে হইবে, ভোরে উঠিতে হইবে, এই বেলা শয়ন করাই ভাল।"

পূর্ব্বে বলা আছে, শয়ন কক্ষে দুইটি মাত্র শয্যা। তিন জনে কিরূপে থাকিবেন, তর্ক উঠিল। শেষে স্থির হইল, বিবি হার্বার্ট আর মিস্ প্ল্যাণ্টাজিনেট, উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিবেন, দ্বিতীয় শয্যায় লেডী লিটিসিয়া থাকিবেন তিন জনে বসন-পরিবর্ত্তন করিয়া আলো নিবাইয়া শয়ন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

দরিদ্র রোগী

উষাকাল। শিশিরসিক্ত তমোময়ী কুজ্ঝটিকা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ;—সব যেন ধূমাকার। চ্যান্‌সারী লেনের গারদ ঘরে তখন মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল ; আলো জ্বলিলে কি হয়, সে আলো নির্ব্বীর্য্য ; গৃহমধ্যে ধূম্রপাত—অন্ধকারের আধিপত্য ; সমস্তই অপ্রসন্ন।

মিষ্টার ক্রিমের গারদ-বাড়ীর শয়ন-কক্ষে তিনটি রমণী শুইয়া আছেন, খানিকক্ষণ থাকুন ; যে সুবিস্তৃত হাসপাতালে নিঃসম্বল গরীব রোগীদিগের চিকিৎসা হয়, পাঠক মহাশয় সেই হাসপাতালের চিত্র দর্শন করুন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় দরিদ্র-পোষণের পুরাতন আইন প্রচলিত ছিল ; এখনকার যে অবস্থা, এতদপেক্ষা সেই আইনের ফলে কিছু কিছু করুণার ছায়া পরিলক্ষিত হইত। এখনকার অবস্থা যাহার পর নাই শোচনীয় ; যদবধি ইংরাজ-সমাজের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা অব্যাহত থাকিবে, তদবধি গরীবের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। দরিদ্রের ক্লিষ্ট পুত্র-কন্যারা ভোরে উঠিয়া রাজ্যের বড় বড় বিলাসী লোকের সুখবিলাসসাধনের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ভয়ানক কারখানা বাড়ীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সেই কুয়াসাবৃত উষাকালে হিমের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তায় বাহির হইয়াছে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারে ধরণী আবৃত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা উপবাস করিয়া অবিশ্রান্ত খাটিবে।

ও হতভাগা শ্রমজীবি! সমাজের সাঙ্ঘাতিক নিয়ম ও ঘৃণিত প্রণালী তোমার দুরবস্থার কারণ ; ভবিষ্যৎ-জীবনে কিছুমাত্র সুখের আশা নাই! হায়! যতই সহিষ্ণু হইয়া, যতই বশীভূত থাকিয়া, যতই ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া সাধুভাবে তুমি উদয়-অস্ত পরিশ্রম করিবে, ততই তোমার কষ্ট বাড়িবে, পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবে না! যখন তোমার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইবে, যখন তোমার মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ হইবে, যখন তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইবে, প্রাণধারণের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি-সংগ্রহে যখন তোমার ক্ষমতা থাকিবে না, হায় হায়! তখন তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে? যৌবনকালে তুমি তোমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে বসিয়া শীতল সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়াছ, প্রাচীরে প্রাচীরে সুন্দর সুন্দর লতা শোভা পাইয়াছে, নিম্নভাগে গোলাপ-

ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিতরণ করিয়াছে,তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানেরা নিকটে দাঁড়াইয়া ভক্তিভাবে তোমার বদন নিরীক্ষণ করিয়াছে, ছোট ছোট পৌত্রেরা তোমার কোলে উঠিয়া আমোদে আব্দার করিয়াছে, তোমার চাবুক লইয়া ঘোড়ার উপর উঠিয়াছে, বালক শিশুসুলভ কৌতুকে তোমার রজত-ঘটিকা-যন্ত্রে টিক্ টিক্ শব্দ শ্রবণ করিয়াছে, সে সময় তোমার কিঞ্চিৎ শ্রমের পুরস্কার লাভ হইয়াছিল, জরা আক্রমণ করিলে জীবনের শেষদশায় তোমার কি আর সে সুখ থাকিবে? করুণাময় পরমেশ্বর! সম্মুখে আমরা যে চিত্র দর্শন করিতেছি, তাহার সত্যতায় কি ভয়ঙ্কর বৈষম্য! গরীব শ্রমজীবীকে যখন আমরা দেখি, তখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, সময় বিগত হইলে যখন তাহাকে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করে, ভৌতিক অঙ্গ শিথিল হয়, সে তখন আর সেইরূপ পরিষ্কার কুটীরে স্থান পায় না, বালক-বালিকারা তাহার সম্মুখে আর খেলা করে না, সে তখন আর শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিতে পারে না। কেহই আর তখন তাহাকে কোন কার্য্য দেয় না; সে তখন কি করে? নির্জ্জন কবরে আশ্রয় পাইবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সে হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করে! কিংবা ঘোর ডাকাতের আবাসস্থান—ভীষণ জেলখানায় কয়েদ হয়! কিংবা নিঃসম্বল হইয়া কারখানা-বাড়ীতে আশ্রয় পায়!

ব্রিটিস-রাজ্যের শ্রমজীবী গরীব লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা! এ দুর্দ্দশার কারণ কাহারা? কাহারা তাহাদিগকে ঐরূপ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া অশেষ-বিশেষে যন্ত্রণা দেয়? এ প্রশ্নের উত্তর—ইংলণ্ডের বড় বড় খেতাবওয়ালা ধনবান্ লোকেরা। সেই বড় বড় লোকেরা গরীবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া, গরীবের শ্রমার্জ্জিত ধনে সর্ব্ববিধ বিলাসভোগ করিয়া, শাসনক্ষম গবর্ণমেণ্টকে একচেটিয়া করিয়া আপনারা আল্পাইন পর্ব্বতের শোভাময় চিত্রসদৃশ মনোহারিণী শোভা ধারণ করেন।

এখন আমাদের আরব্ধ আখ্যায়িকার সূত্র ধারণ করা যাউক।

'হোয়াইট চ্যাপল' কারখানার একপ্রান্তে গরীবের চিকিৎসার নিমিত্ত একটা ক্ষুদ্র কক্ষ। যে সকল রোগীকে গোলমালশূন্য নির্জ্জনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক, সেই সকল রোগীকে সেই কক্ষে স্থান দেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্র চিকিৎসাগারে এখন কেবল একটিমাত্র রোগী; শরীরে কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া,সেই লোকটি নিজে দরখাস্ত করিয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে এই স্থানে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। যে দিনের কথা, ঐ রোগী সেই দিনের কুয়াসাবৃত প্রভাতে চিকিৎসালয়ের সামান্য খাটিয়া-শয্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে, গবাক্ষছিদ্র দিয়া অল্প অল্প আলো আসিতেছে। লোকটির মনে নানাপ্রকার দুঃখের চিন্তা আসিল'

যাতনায় অস্থির হইল, শয্যার পার্শ্বে ঔষধের পাত্র ছিল, লইবার জন্য হস্ত বিস্তার করিল,—সে পাত্র সেখানে নাই।

অভাগা চীৎকার করিয়া বলিল,—"অবহেলা!—অবহেলা!—কেবল অবহেলা! অবহেলা!—ক্রমাগত অবহেলা! আমি শুনিয়াছি, ডাক্তার বারংবার ধাত্রীকে বলিয়া গিয়াছেন, রাত্রের মধ্যে তিন চারিবার সে যেন এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যায়, জল-বার্লি খাইতে দেয়; কিন্তু কৈ, ধাত্রী একবারও আসে নাই, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি জাগিয়াছি, ঘড়ী বাজিয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, কৈ, কেহই আমাকে দেখিতে আইসে নাই! এখানে মরিয়া গেলেও কেহ দেখে না! যাহারা গাছপাথর পূজা করে, তাদৃশ কাফেরেরাও এত দূর নিষ্ঠুর নয়! যিশু খ্রীষ্টের পবিত্র ক্ষেত্রে এ কি বীভৎস কাণ্ড! বাইবেলের রাজ্যে—এক্সটার হলের ধর্ম্মস্তোত্রের এইরূপ ফল! ওঃ! কাণ্ডকারখানা দেখিয়া যেন বুঝিয়া লইতে হয়, এ রাজ্যের সকলই যেন ভক্তিশূন্য—সকলেই যেন নাস্তিক!"

রোগী খানিকক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল, ক্রমে ক্রমে উষার ঘোর বিগত হইয়া অল্পে অল্পে প্রভাতের আলো বিকাশ পাইল; তখন সেই জঘন্য গৃহের অপ্রসন্নভাব কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল।

রোগীর তখন দারুণ পিপাসা,—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—সে তখন সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"কে আছ?—এক বিন্দু জল!"

কেহই শুনিল না। পিপাসার পীড়নে রোগীর প্রাণ কণ্ঠাগত; সে ক্রমাগত; কেবল জল জল করিয়া চেঁচাইতে লাগিল;—এক একবার মিনতি, এক একবার গালাগালি; কেহই শুনিল না! রোগী তখন যেন পাগলের মত হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল,—"জগতের এমন দাতব্য চিকিৎসালয়ের মস্তকে বজ্রপাত!" রোগী পুনর্ব্বার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ঈশ্বরে যদি কাহারও ভক্তি থাকে, আমাকে একটু জল দাও! মিনতি করি, জল দাও—জল দাও! তোমাদের কষ্ট দিতেছি, কি করি, পিপাসায় প্রাণ যায়! হায়! নিষ্ঠুর হইয়া আমার প্রতি এমন ব্যবহার তোমরা কেন করিতেছ? আমি তোমাদের প্রতি কখনই এমন ব্যবহার করিতাম না। ধাত্রি! একটু জল দাও! আমি মনুষ্য,—আমি খ্রীষ্টান, আমার প্রতি তোমরা যেমন ব্যবহার করিতেছ, কুকুরের প্রতিও আমি এমন ব্যবহার করি না! হায়, হায়! এ দেশে হতভাগ্য শ্রমজীবী মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা রাজাদের কুকুর হওয়া ভাল,—সহস্রগুণে ভাল! করুণাময় পরমেশ্বর! এ দেশের কোটি কোটি গরীব লোক নিষ্ঠুর সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া এরূপ অসহ্য যাতনা সহ্য করে, ইহা তুমি কিরূপে দর্শন করিতেছ? ওঃ! জল দাও!—জল দাও! না

দিলে, আমি এই ঘরের বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়িব, চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইব, বাড়ীর সমস্ত লোককে জাগাইব—"

পার্শ্ববর্ত্তী একটা গৃহ হইতে একটা বুড়ী কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, "নচ্ছার! বাচাল! ছোটলোক! কাঙ্গালি! চুপ করিবি?"

রুদ্ধশ্বাসে গোঁ গোঁ করিয়া অভাগা রোগী বলিল,—"জল-তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়! যেন ভস্ম ভক্ষণে আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে!"

যে বুড়ীটা পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিল, সে ঐ চিকিৎসাগারের নৈশ ধাত্রী; ফ্লানালের ঢিলা গাউন পরা—একটা বিশ্রী টুপী মাথায়—সেই ধাত্রীটা সশব্দে দরজা খুলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে বলিল, "মর্! - মর!—নরকে যা!"

বুড়ীটা অতিশয় বিশ্রী, বেয়াড়া। নিশাকালে জাগিয়া থাকিয়া রোগীদের পরিচর্য্যা করা তাহার কার্য্য; কিন্তু সে সকলের অপেক্ষা অধিক নাক ডাকাইয়া সারা রাত্রি ঘুমায়।

রোগী আবার মিনতি করিয়া তাহার কাছে জল চাহিল। ধাত্রীটা গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"হতভাগা কাঙ্গালি! তুই বলিস্ কি? আমার কি আর কাজ নাই? তুই বুঝি মনে করিস্, আমি সারা রাত তোর কাছে বসিয়া থাকিয়া তোর হুকুম তামিল করিব, আর তোর কিচিমিচি কথাগুলা শুনিব? মরণ আর কি!" রোগীকে এই কথা বলিয়া বুড়ীটা অন্যদিকে চাহিল; যে ঘর হইতে সে বাহির হইয়াছিল, সেই ঘরে গোটাকতক ছোঁড়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ওরে ও! ঐ টেবিলের উপর কুঁজো আছে, এক ভাঁড় জল লইয়া এই রোগীটাকে দে। জল-বালি নাই,—রাত্রে তাহা প্রস্তুত করিবার সময় হয় নাই।"

ধাত্রী যে ঘরে থাকে, রোগীর ঘর অপেক্ষা সে ঘরটা আরও ছোট। ধাত্রীর কথা শুনিয়া রোগী বিড় বিড় করিয়া বলিল, "হাসপাতালের রোগীর ঘরে ছোট ছোট ছেলেদের প্রবেশ, বড় লজ্জার কথা।"

রোগীর শয্যার নিকটে দ্রুত অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ধাত্রী বলিল, "কি বলিলি?—কি বলিলি? ও কথার মানে কি?—ছেলা আসিতে দেওয়া লজ্জা?—কিসের লজ্জা?—রাত্রি ৯টার পর গোটাকতক ছেলে রাস্তায় ঘুরিতেছিল, ঘর-বাড়ী নাই, থাকিবার স্থান নাই, আমি সেইগুলিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতরে আনি, বাড়ীর সকল ঘর পরিপূর্ণ, ছেলেগুলিকে রাখিবার বিন্দুমাত্র স্থান পাইলাম না, কাজে কাজেই আপনার ঘরে আনিয়া রাখিয়াছি। তাহাতে হইয়াছে কি? কিসের লজ্জা?"

দরিদ্র রোগী হঠাৎ ঐ কয়টি কথা বলিয়াই চুপ করিল। ধাত্রীটা কট্‌মট্‌ চক্ষে সেই ছেলেগুলার দিকে চাহিল।

ছেলেরা তিনটি। একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একটি অষ্টমবর্ষীয় বালক—একটি ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা। তিনটিই কঙ্কালমাত্র সার, তাহাদের প্রত্যেকের অস্থি-পঞ্জর এক একটি করিয়া গণনা করা যায়,কেবল চর্ম্মাবৃত খানকতক অস্থি! সভ্যতাধ্বনিত খ্রীষ্টধর্ম্মসেবিত রাজ্যমধ্যে অসহায় গরীব বালক বালিকাদের এরূপচেহারা দর্শন যার পর নাই শোচনীয় ব্যাপার!

সেই কঙ্কালেরা খড়ের বিছানায় শুইয়াছিল, জাগিয়া উঠিয়া তিনটিতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন-বস্ত্র পরিধান করিয়া পরস্পর মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে কি কি কথা বলাবলি করিল। সেই সময় নিশা-ধাত্রী বড় ছেলেটিকে আপনার কাছে ডাকিল।

বালকটি একটা মাটীর ভাঁড় জল-পূর্ণ করিয়া হস্তে লইয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল, রোগী একাকী একটা খড়ের বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। তাহার দিকে চক্ষু পড়িবামাত্র বিস্ময়ানন্দে একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বালক তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডটা ফেলিয়া দিয়া অভাগা রোগীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল;—"বাবা!—স্নেহময় পিতা!—" এই দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য তাহার রসনা হইতে বিনির্গত হইল।

ছেলেটিকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া হতভাগা রোগী স্তম্ভিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বৎস!—আমার হতভাগ্য পুত্র!"

ঐ কথাগুলি পার্শ্বস্থ গৃহে অপর দুইটি বালক-বালিকার কর্ণে প্রবেশিল; তাহারা সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার কোলে আছাড় খাইয়া পড়িল, অভাগা তাহাদিগকে কোলে লইয়া চক্ষের জলে অভিষিক্ত করিল; পিতাও কাঁদিল, পুত্র-কন্যারাও কাঁদিল।

পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, এই অভাগা রোগী ইংলণ্ডের সেই দরিদ্র শ্রমজীবী জেমস্‌ মেল্‌মথ। ভীষণ শ্রমনিবাসের জঘন্য চিকিৎসাগারে জঘন্য শয্যার উপর সেই অভাগা শয়ন করিয়াছিল, সেই দুর্দ্দশার সময় তিনটি হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

নিশা-ধাত্রী শেষের দুইটি বালক-বালিকার সহিত রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে স্বচক্ষে ঐ শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে একটুও দয়ার সঞ্চার হইল না। মাগী অনেক দিন এই অনাথাশ্রমে আছে, অনেক গরীবের অনেক দুরবস্থা দেখিয়াছে, দেখিয়া দেখিয়া তাহার হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে; খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে তথা হইতে

বাহির হইল, চিকিৎসাগারের প্রশস্ত গৃহে প্রবেশ করিল; সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহার আলোচনা করিতে করিতে তেজস্কর কাফি নিজে পান করিবার তদ্বির করিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কাতর-বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি—তুমি কি—জানো জানো—"

দ্বিতীয় বালকটি অর্দ্ধোক্তিতে বলিতেছিল, "আমাদের মা—"

মৃদু-বচনে জ্যেষ্ঠ বালকটি বলিল, "মারা গিয়াছেন!"

এই বালকের ঐ কথাটিই কেবল স্পষ্ট বুঝা গেল।

পূর্ব্বস্মৃতি আর বেশী জাগিয়া না উঠে, এই মতলবে ললাটে হস্তঘর্ষণ পূর্ব্বক বালিসের উপর হেলিয়া পড়িয়া মেলমথ বলিয়া উঠিল, "হাঁ,—হাঁ,—জানি—জানি—"

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল, "কেমন করিয়া তুমি জানিলে? কিরূপে জানিতে পারিলে?—তুমি ত আমাদের কাছে ছিলে না?—আজ তোমাকে দেখিলাম, ইহার মধ্যে আমরা ত তোমাকে দেখিতে পাই নাই—"

অর্দ্ধক্রোধে, অর্দ্ধনৈরাশ্যে মেলমথ বলিয়া উঠিল, "তবুও আমি জানি,—তবুও আমি জানিতে পারিয়াছি,—তোমাদের জননী ইহ-সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে! 'বড়ই দুঃখের দশায় প্রাণত্যাগ করিয়া—"এইটুকু বলিয়া পরিতাপী আর বলিতে পারিল না;—মনে মনে বলিল, "হা পরমেশ্বর! আমার দুঃখিনী বনিতা কবরে!—কবরের কফিনে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরবৎ বদন আমি অবলোকন করিয়াছি!"—এইরূপ ভাবিয়া আবার স্তম্ভিতস্বরে বলিল, "স্বপ্ন দেখিয়াছি! বিভীষণ স্বপ্ন! জীবনে তেমন কুস্বপ্ন দেখিব, স্বপ্নেও কখন তেমন ভাবি নাই!"

পিতা পাছে জ্ঞানহারা হন, সেই ভয়ে বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র বলিল, "বাবা! ও সব কথা বলিও না! কোন না কোন সূত্রে তুমি আমাদের দুঃখিনী মাতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়াছ।"

ঘনকম্পনে মেলমথের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, কম্পিতস্বরে সে বলিল, "থাক্ থাক্; সে সব কথায় আর কাজ নাই। জেম্‌স! বল,—বল—বল, আমার সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু—"

কাতরস্বরে বালক বলিল, "সেটিও মারা গিয়াছে! আহা! ক্ষুদ্র শিশু—"

দ্বিতীয় বালক প্রতিধ্বনি করিল, "আহা! ক্ষুদ্র শিশু!"

ক্ষুদ্র বালিকাটি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কম্পিত-কণ্ঠে মৃদুস্বরে মেলমথ বলিল, "পরমেশ্বর দিয়াছিলেন, তিনিই লই-

আছেন। সে জন্য আমি বিলাপ করিয়া কি করিব? এখন বল—বল আমাকে, কি রকমে ঐরূপ শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে?" বলিতে বলিতে লোকটা খড়ের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, দুই হস্তে মুখ-চক্ষু ঢাকিল।

জ্যেষ্ঠ বালক বলিল, "ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীর একজন ধনবান্ লোকের রম্য নিকেতনের সদর-দরজার সম্মুখস্থ সোপানে আমাদের উপবাসিনী দুঃখিনী জননী অচেতন হইয়া পড়েন, সেইখানেই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে!"

গহ্বরের ভিতর হইতে কথা কহিলে আওয়াজ যেরূপ গম্ভীর শুনায়, মুখ হইতে হস্তাবরণ না সরাইয়াই সেইরূপ গম্ভীর আওয়াজে মেল্‌মথ বলিল, "জেম্‌স্! সেই জায়গায় তুমি কি আমাকে একবার লইয়া যাইতে পার?"

চক্ষের জলে ভাসিয়া বালক উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই লইয়া যাইতে পারি।" ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, দম বন্ধ হয় হয় এরূপ লক্ষণ, প্রশান্তভাব ধারণে বৃথা চেষ্টা করিয়া বালক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "হা পরমেশ্বর! জননী প্রাণত্যাগ করিলেন, ঘাটির প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে কারখানা-বাড়ীতে লইয়া গেল, আশ্রমের যে অংশে স্ত্রীলোকেরা স্থান পায়, তথাকার একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হস্তে প্রতিপালনের নিমিত্ত সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে সমর্পণ করিল; পরদিন প্রাতঃকালে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পার্শ্বে ক্ষুদ্র শিশুটি মরিয়া রহিয়াছে! সকলে দেখিল! ওহো! সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তের কথা আমি জীবনেও ভুলিব না! শিশুর মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত ডাক্তার ডাকা হইল, ভার-প্রাপ্ত ডাক্তার তখন হাজির ছিলেন না, আর একজন আসিলেন, দেহ দেখিয়া তিনি বলিলেন, চাপা পড়িয়া দম বন্ধ হইয়া মরিয়াছে। যে বৃদ্ধার হস্তে শিশুকে অর্পণ করা হইয়াছিল, সে মাগী মাতাল হইয়া বেহুঁস ছিল, কেহ কেহ এ কথাও বলিল। ডাক্তার শেষকালে পরীক্ষার নিমিত্ত দেহটি নিজ গৃহে লইয়া গেলেন, পরীক্ষার ফল কিরূপ ফলিয়াছিল, তাহা আমি শুনি নাই।"

মৃদু-গম্ভীরে আন্তরিক বিষাদে মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "শিশুটির কি তবে গোর হয় নাই?"

বালক উত্তর করিল, "তাহাও আমি জানি না। আমাদের দুঃখিনী মাতার গোর হইয়াছে, তাহা আমি জানি, গোরস্থানে আমি গিয়াছিলাম, আমার ছোট ভাইটি আর ভগ্নীটি যাইতে পায় নাই, তাহাদের বয়স কম, সেই জন্য লোকেরা যাইতে দেয় নাই, উহারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল। গরীবের গোর যে প্রকার, আমাদের দুঃখিনী জননীর সেই প্রকার সমাধি হইয়াছিল। কফিনের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আর—আর—"

রুদ্ধস্বরে মেল্‌মথ বলিল, "বলিয়া যাও জেম্‌স্,—বলিয়া যাও, তুমি কি সেই কফিনের ধারে শুইয়া,—"

বালক নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "বাবা। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য, আমার দুটি ভাই-ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু জননীর আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই। কেন না, আমি জানিতাম, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনি অনেক কষ্ট—অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার সদ্গতি হইয়াছে। মা আমাদের বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার দয়া অসীম ছিল, পরমেশ্বর অবশ্যই তাঁহাকে পদতলে স্থান দিয়াছেন।"

মেল্‌মথ বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। তোমাদের জননী স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে আর কেহ তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে পারিবে না। আমি জানি—নিশ্চয় জানি, দুই একজন রাজা, রাণী, লর্ড এবং টাকাওয়ালা লোক সম্ভবতঃ স্বর্গে যাইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের আবার পতন হয়। জগতে যাহারা কেবল ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া ইচ্ছামত পরপীড়ন করে, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি কৃপা করেন না।"

বালক বলিল, "বাবা! তোমার কথা যথার্থ—অতি যথার্থ। মুদ্দফরাসেরা যখন আমার জননীর মৃতদেহ গোর দেয়, তখন আমি বিস্তর কাঁদিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, শিশুটির মৃতদেহের উপরেও চক্ষের জল ফেলিয়া প্রার্থনা—"

মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার সেই শিশুদেহ আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, তাহা তুমি বলিয়াছ, তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা কি তুমি জান না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালক বলিল, "যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক, আর কিছু আমি জানি না।"

মেল্‌মথ জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ডাক্তার কোথায় থাকে, তাহার নাম কি, তাহা তুমি জানো?"

বালক উত্তর করিল, "সেই ডাক্তারের নাম থার্ষ্টন, ওয়েষ্ট এণ্ডের মেফেয়ার পল্লীতে তাঁহার নিবাস।"

মেল্‌মথের অন্তরে ঘোর যন্ত্রণানল জ্বলিল, কণ্ঠস্বরেও সেইরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ পাইল। সে বলিল, "বেশ, ঠিক আমার মনে থাকিবে, কখনই ভুলিব না। এখন বল দেখি, ওয়েষ্ট এণ্ডের কারখানা-বাড়ী হইতে তোমরা কেমন করিয়া এখানে আসিয়াছ?"

বালক উত্তর করিল, "আমাদের জননীর গোর না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কারখানা বাড়ীর কর্ত্তা আমদের তিনটিকে একঘরে থাকিতে দিয়াছিল, গোর

হইয়া গেলে আমাকে আর আমার ভাইটিকে অন্য মহলে স্বতন্ত্র রাখিতে চায়; দুঃখিনী ভগ্নী আমাদের কাছ-ছাড়া হইতে চাহে না, কাঁদিয়া অস্থির হয়। তাহার কান্না দেখিয়া আমি বলিলাম, 'হয় আমরা তিনজনে এক সঙ্গে থাকিব, না হয় তো এখান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাইব।' শেষকালে তাহাই হইল। ছেঁড়া কাপড়ে এক এক খণ্ড রুটি বাঁধিয়া দিয়া কারখানাওয়ালা আমাদিগকে বাহির করিয়া দিল।"

দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অভাগা মেল্‌মথ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, প্রাণের যাতনায় তাহার ভীষণ কম্প। বিছানাটা কাঁপিয়া উঠিল,তাহা দেখিয়াই সেই কম্প বুঝিতে পারা গেল। গোঁ গোঁ করিয়া অভাগা বলিল, "হা পরমেশ্বর! হা পরমেশ্বর!"

বালক বলিতে লাগিল, "জননী যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন আমরা ভিক্ষা করিতাম, কারখানা হইতে তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। খাবার জিনিস যাহা ভিক্ষা পাইতাম, অগ্রে ভগ্নীটিকে দিতাম, তাহার পর ছোট ভাইগুলিকে দিতাম, শেষে যাহা থাকিত, তাহা আপনি খাইতাম! ওঃ! বাবা! তুমি বড়ই কাতর আছ, আমাদের কষ্টের বেশী কথা শুনাইয়া আর তোমার কষ্ট বাড়াইব না।"—এই বলিয়া বালক কাঁদিতে আরম্ভ করিল, বড় বড় অশ্রুবিন্দু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইতে লাগিল; তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া আসিল।

বুকের উপর যেন প্রকাণ্ড একটা দৈত্য বসিয়া গলা চাপিয়া ধরিতেছে, এই ভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে হতভাগ্য মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! আর আমি সহ্য করিতে পারি না! দরিদ্রতার ভয়ঙ্কর ইতিহাস! ওঃ! পরমেশ্বর! কেবল আমরা নই,এ রাজ্যের কোটি কোটি দরিদ্র মনুষ্য এই-রূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! সততা ও সাধুতার কিছুমাত্র পুরস্কার নাই। হে পরমেশ্বর! তোমার কি এই বিচার? কতকাল তুমি আর এই পৃথিবীর এইরূপ ভীষণ অবিচার অত্যাচার সহ্য করিবে?"

পিতাকে প্রবোধ দিবার জন্য বালকটি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! বাবা! ঈশ্বরকে দোষ দিও না, ঈশ্বর দয়াময়। মা আমাদিগকে সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছিলেন।"

শোকাকুল মেল্‌মথ বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আমার দোষ হইয়াছে, কিন্তু জীবনকালের মধ্যে এমন এক একটা সময় উপস্থিত হয় যে, যখন জগতের সমস্ত ভাল বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে হয়। মনে হয়, সমস্ত অপকৃষ্ট নিয়মের দ্বারা ইহ-জগৎ শাসিত হইতেছে।"—এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে পাবিত্র-

ভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল, সে বলিল, "না, আমি নাস্তিক হইব না, চর্ম্মচক্ষে ও জ্ঞানচক্ষে জগদীশ্বরকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

উচ্চকণ্ঠে বালক বলিল, "বাবা! বাবা দুঃখের কথা আর বলিও না। বল, তোমার হইয়াছে কি? এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? তোমার এ পীড়া হইয়াছে কত দিন? কেন তুমি আমাদের অন্বেষণ কর নাই?—ওঃ!—একটা কথা মনে পড়িতেছে! মৃত্যুর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে জননী বলিয়াছিলেন, তুমি লণ্ডনে আসিয়াছ, তিনি তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন। এক রাত্রে আমরা একটা জঘন্য বাসা-ঘরে ঘুমাইয়াছিলাম; ঘরটা ঘোর অন্ধকার, হঠাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তুমি কথা কহিয়াছিলে, তোমার কথা শুনিয়া, স্বর বুঝিয়া মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, যখন জ্ঞান হয়, তখন চারিদিকে চাহিয়া তিনি তোমাকে দেখিতে পান নাই, তুমি চলিয়া গিয়াছিলে। সেই ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরে আর এক রাত্রে একজন বড়লোকের বাড়ীর দরজার সিঁড়িতে পতিত হইয়া আমাদের অভাগিনী জননী জন্মের মত আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন!"

মেল্মথ বলিল, "হাঁ হাঁ, যে রাত্রের কথা তুমি বলিতেছ, সে রাত্রের ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। সেই অন্ধকার ঘরে জনকতক লোক রক্তপায়ী বাদুড়ের গল্প করিতেছিল। হাঁ, তোমরা সকলেই কি সেই রাত্রে সেই ঘরে ঘুমাইয়া ছিলে?"

বালক উত্তর করিল, "হাঁ, আমরা সকলেই সেই ঘরে ছিলাম। সে কথা থাকুক, এখন তোমার নিজের কথা বল,—তোমার অসুখটা কি? কি পীড়া?"

বালকের এই প্রশ্ন উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সেই চিকিৎসালয়ের প্রধানা ধাত্রী। নিশাযোগে যে কদাকার ধাত্রীটা নিযুক্ত ছিল, এই ধাত্রী তাহার অপেক্ষা দেখিতে সুশ্রী, ব্যবহারেও ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাক্তারটি দেখিতে মন্দ নহে, বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর, শীঘ্র শীঘ্র কথা কওয়া তাঁহার অভ্যাস; কিন্তু কঠোর কর্কশ ব্যবহার নয়। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সবিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! আশ্চর্য্য সম্মিলন!" এইরূপ উক্তি করিয়া তিনি রোগীর শয্যার দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন, অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল, গম্ভীরবদনে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক তিনি আবার বলিলেন, "তোমাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইতেছে, সংসারে তোমরা কি দারিদ্র্যপীড়নে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ?"

মেল্মথ উত্তর করিল, "যাঁহারা উপবাসের কষ্ট জানেন না, নিরাশ্রয়ের কষ্ট,

শীতের কষ্ট, ঠাণ্ডা বাতাসের কষ্ট যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ প্রশ্ন করা অতি সহজ ; কিন্তু আপনার মুখ-চক্ষু দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, আমাদের প্রতি আপনার দয়া হইয়াছে। আরও,—যে কয়েকদিন আমি এখানে আছি, সে কয়েকদিন আমার চিকিৎসা করিয়া আপনি বিশেষ সদয় ভাব দেখাইয়াছেন, অতএব আপনাকে ধন্যবাদ!"

ডাক্তার বলিলেন, "ভাল, ভাল, আমার যতদূর সাধ্য, তোমাকে আরাম করিবার জন্য আমি ততদূর চেষ্টা করিয়াছি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আরাম করিব। তুমি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

ছোট ছোট ভাই-ভগ্নীর কানে কানে বড় ভাইটি বলিল, "ধন্য জগদীশ! এক সপ্তাহের মধ্যে বাবা আরাম হইবেন।"

ধাত্রীর নাম বিবি বডকিন। তাহার দিকে চাহিয়া সার্জ্জন সাহেব বলিলেন, "মিসেস্ বডকিন? দেখ, এই শিশুগুলির প্রতি বিশেষরূপ যত্ন করিও, ইহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়, এ গুলিকে যে রূপ জীর্ণ শীর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে কিছু দিন এই চিকিৎসাগারে রাখিতে হইবে। ইহাদিগকে একটু একটু সুরুয়া,—পোর্ট সরাপ আর সেই রূপ বলকারক সামগ্রী খাইতে দিও, তুমি নিজে দুই তিন বার এগুলিকে দেখিয়া যাইও, শুনিলে আমার কথা?"

ধাত্রী বিবিটি পোর্ট সরাপ বড় ভালবাসে, দুর্ব্বল রোগিদের জন্য পোর্ট সরাপ ব্যবস্থা হইলে সে ভারি খুসি হয়, গোপনে গোপনে নিজে সেই জিনিসে বড় বড় ভাগ বসায়। ডাক্তারের কথা শুনিয়া বালক বালিকাদের মুখপানে চাহিয়া সে বলিল, "হাঁ মহাশয়, শুনিয়াছি মহাশয়, ইহাদের পক্ষে পোর্ট সরাপ খুব উপকারী।—আহা! বড় গরিব! বড় রোগা!

ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, এখন এক কাজ কর। ছেলেগুলিকে এখান হইতে লইয়া যাও, স্নান করাইয়া গরম কাপড় পরাইতে বল, রোগিদের তালিকায় ইহাদের নাম লিখিয়া লও, আমি একে একে সারটিফিকিটের দস্তখত করিয়া দিব।"

বালক বলিকারা ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধাত্রীর সঙ্গে বাহিরে গেল, সার্জ্জন সাহেব রোগীর নিকটে রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট

প্রভাত হইবামাত্র ন্যাথান ক্রিমের গারদবাড়ীর উত্তম শয়নকক্ষে তিনটি রমণী শয্যাত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া দিব্য প্রসন্নমুখী, রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল, টিম মিগেল্সের অনুকূলে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, জাগ্রতাবস্থায় তাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছিল। অযাচিতা হইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে দূতী হইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সেই কার্য্যে মনে মনে ভারি আহ্লাদ।

বিবি হারবার্ট বিষণ্ণ—নিস্তব্ধ। লিটিসিয়া তাঁহাকে উৎসাহ বচনে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। লেডী লিটিসিয়া যখন ঘরের একধারে গিয়া কাপড় পরে, মিস্ প্ল্যাঞ্জিনেট তখন দূরে ছিলেন।

লিটিসিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিয়া উপবেশনকক্ষে আসিল, সে ঘরে হাজিরাখানা প্রস্তুত। খানার পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল, বাড়ীর দরোয়ানকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইল। দরোয়ান আসিলে, বীরাঙ্গনা তাহাকে ওয়েষ্টএণ্ডের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে পাঠাইল। মিষ্টার মিগেল্সের অনুপস্থিতকালে লিটিসিয়া সেই বাড়ীতে থাকিয়া মাষ্টার ওয়াম্পকে চাকর রাখিয়াছিল, দরোয়ানকে বলিয়া দিল, ওয়াম্পকে বল গিয়া, সে যেন আমার অশ্বটি অবিলম্বে চ্যান্সারী লেনে লইয়া আইসে।

দ্বারপালকে এইরূপ হুকুম দিয়া, লেডী লিটিসিয়া পুনর্ব্বার শয়নাগারে প্রবেশ করিল;—দেখিল, বিবি হারবার্টের পোষাক পরা হইয়াছে, কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট বিনা সাহায্যে আপনা আপনি পোষাক পরিতেছেন; তিনি ঘরের এক অন্ধকার কোণে একাকিনী। স্ত্রীলোকেরা যে প্রকারে পরিচ্ছদ পরিধান করে, লিটিসিয়া দেখিল, প্ল্যাঞ্জিনেটের সে বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব আছে। মনে মনে কৌতুক জন্মিল, কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না, দ্রুত বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিল, বাহিরের গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি যেন দেখিল, গীতাভিনয়ের সুরে আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গীত গাহিল। একটু পরেই কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেটের সঙ্গে বিবি হারবার্ট সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, তিন জনে এক সঙ্গে হাজিরা খাইতে বসিলেন।

বেলিফের বৈঠকখানাটা আবর্জ্জনাময়—অপরিষ্কার; কিন্তু ঐ তিনটি সুন্দরী

মূর্ত্তির আবির্ভাবে সেই অপরিস্কার গৃহ যেন হাসিতে লাগিল। লিটিসিয়ার ক্ষুধা অধিক, সে আপন মনে আহার করিতে করিতে বার বার হাস্য করিতে আরম্ভ করিল, তাহার হাস্যধ্বনি গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল. বিবি হারবার্ট ও নবীনা কুমারীর ভাব অন্য প্রকার, তাঁহারা যেন ম্লানবদনে বিষাদিনী, পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া তখনি তখনি ভাবান্তর পরিগ্রহ করিলেন; সে ভাবের ভাব কি, লিটিসিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল না; তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল, সে তখন অন্য দিকে মন না রাখিয়া সঙ্কল্পিত দৌত্যকার্য্যের বিষয়টাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি ভোজন সমাপ্ত করিয়া আসন হইতে উঠিল, ঘোড়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না,দেখিবার ইচ্ছায় গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

বেলা ৯টা। কোথা দিয়া যে সময় চলিয়া গেল, কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতের অন্ধকারে তাহা অনুমিত হইল না। গত রজনীতে হিমানীপাতে যে গৃহ তমসাচ্ছন্ন ছিল, প্রভাতে যে গৃহ উষাকালের ন্যায় ধূম্রবর্ণ দেখাইয়াছিল, এখন নব সূর্য্য-কিরণে সেই গৃহ উজ্জ্বল আভাময়; বায়ুর শীতলতা বিলুপ্ত, বায়ু এখনও উত্তপ্ত।

আমাদের অবলম্বিত আখ্যায়িকার এই অংশটি ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ। হোয়াইট চ্যাপল পল্লীর কারখানা-বাড়ী ও দেন দহরের ছাজত-গারদের ঘটনাবলী তিন মাসে পরিসমাপ্ত। এক্ষণে এপ্রিল মাসের পঞ্চম দিবস। ঋতুমাহাত্ম্যে সমস্ত তরুরাজী নব নব পল্লবে সুসজ্জিত।

৫ই এপ্রেল। রাজকুমার জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সাময়িক ও ব্রিটিশ-জাতির জাতীয় ইতিহাসের বর্ণনায় এই তারিখ বিশেষ স্মরণীয়।

লেডী লিটিসিয়া গারদবাড়ীর ভোজনাগারের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছে, বিবি হারবার্ট এবং কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট এখন পর্য্যন্ত খানার টেবিলে বসিয়া ভোজন করিতেছেন। লিটিসিয়ার চক্ষু রাস্তার দিকে, পৃষ্ঠদেশ সেই দুটি সুন্দরী সঙ্গিনীর দিকে; সঙ্গিনীরা কি করিতেছেন, সে তাহা দেখিতে পাইতেছিল না। হঠাৎ সাদর চুম্বনধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল বিবি হারবার্ট এবং কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট পরস্পর মুখচুম্বন করিতেছেন; দেখিয়াই বীরাঙ্গনার সুন্দর অধরে সানন্দ হাস্যলহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। অতি সুন্দর হাস্য।

বীরাঙ্গনার মনে ইতাগে যে একটু সকৌতুক সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, ঐ চুম্বনের অভিনয়-দর্শনে সেই সন্দেহটা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল। তাহার নয়নভঙ্গী দর্শনে বিবি হারবার্ট ও কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেট মনে করিলেন,

যদিও সম্পূর্ণরূপে না হউক, আমাদের গুহ্যব্যাপারটা লেডী লিটিসিয়া কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছে।

চঞ্চলগতিতে একখানি আসনে উপবেশন করিয়া বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া আপন মনে বলিল, "কি চমৎকার! কি সুন্দর! কি মধুর! আহা! অপূর্ব্ব ঘটনা!" এইরূপ উক্তি করিয়াই আনন্দ-বিস্ময়ে আমোদিনী লেডী পুনর্ব্বার উচ্চহাস্য করিল, হাস্যতরঙ্গের সহিত কপোলবাহী আনন্দাশ্রুর তরঙ্গ মিশিল।

সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া দারুণ সংশয়ে সবিস্ময়ে বিবি হার্‌বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা তুমি বলিতেছ? কোন্ প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছ?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুন্দর বদন আরক্তিম হইল, প্রভাতী পরিচ্ছদে বক্ষঃদেশ অর্দ্ধাবৃত ছিল, সুতরাং সমুন্নত অর্দ্ধ পয়োধর, লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেটেরও চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল, তিনিও সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্তম্ভিত-স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয় সখীর অন্তরে কোন আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে।"

বীরাঙ্গনার হাস্যধ্বনি দ্বিগুণিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইল, পুনঃ পুনঃ বাহবা দিয়া সে বলিল, "উত্তম! অতি উত্তম! গৌরব! অতি চমৎকার! সাবাস্!" বিবি হার্‌বার্টের মনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার ভাব আসিল, প্ল্যাঞ্জিনেটের বদনে লজ্জারেখা অঙ্কিত হইল।

এই আশ্চর্য্য দৃশ্যের সংযম অবসরে সহসা গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, মাষ্টার ওয়াম্প প্রবেশ করিল। মিষ্টার মিগেল্‌সের নির্ব্বাসনের পর হইতে লেডী লিটিসিয়া এই সুচতুর ওয়াম্পকে আপন কার্য্যে ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে।

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বীরাঙ্গনা বলিল, "হাঁ, এখনই আমি যাত্রা করিব।" এই কথা বলিয়া গম্ভীরভাব ধারণপূর্ব্বক বক্রকটাক্ষে বিবি হার্‌বার্ট ও প্ল্যাঞ্জিনেটের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, এখন আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম, যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তোমরা উভয়ে আনন্দে বিশ্রম্ভালাপে সুখানুভব কর, কোন ভয় নাই, আমি কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া বেড়াই না, কথার ব্যাপার করি না, কাহারও কথা কাহাকেও বলি না, গুপ্তকথা গোপনেই থাকিবে—"

বীরাঙ্গনা এই কথা বলিতেছিলেন, মধ্যস্থলে বাধা দিয়া বিমর্ষবদনে ওয়াম্প বলিল, "আমার একটি বিশেষ কথা আছে।" এইটুকু বলিয়াই বিবি হার্‌বার্টের দিকে ও কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেটের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আবার বলিল, "বিশেষ গোপনীয় কথা, বড় গুরুতর কথা; নির্জ্জনে আপনাকে বলিতে

ঈর্ষা করি।" কথার ভাবে লেডী লিটিসিয়া অনুমান করিয়া লইল, গতিক ভাল নয়। ইহা ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে বলিল, "কি তোমার বলিবার আছে, শীঘ্র বল, এইখানেই বল; যাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কোচ করিতেছ, তাঁহারা আমার পরম বন্ধু, ইহাঁদের কাছে কিছুই আমার গোপন নাই। ইহাঁরা নিয়তই আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। যাহা তোমার বলিবার আছে, স্বচ্ছন্দে বল।"

স্বভাবসিদ্ধ উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া ওয়াম্প বলিল, "বড় গুরুতর ব্যাপার!—বড় গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে!"

এ কথা শুনিয়াও—বালকের ভাবান্তর দেখিয়াও, লেডী লিটিসিয়া বলিয়া উঠিল, "যাহাই ঘটুক, নির্ভয়ে বল, আমি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি।"

অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া, কাতরবচনে তো তো করিয়া বালক বলিল, "বলি, বলি, সার জন লেড—"

দুটি সঙ্গিনীর দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, লিটিসিয়া বলিল, "ওহো! আমার স্বামী? তাঁহার কি হইয়াছে? তিনি কি স্বয়ং আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছেন? সারা রাত্রি আমি বাটীতে যাই নাই বলিয়া তিনি কি বিরক্ত হইয়াছেন? ওঃ! তাঁহাকে গিয়া বল, দুটি প্রিয়সখীর সহিত আমি গত যামিনী যাপন করিয়াছি; শুনিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া, আধ আধ স্বরে ওয়াম্প উত্তর করিল,—"হায় হায়! আর আপনি আপনার স্বামীকে দেখিতে পাইবেন না। যদি পান, জীবন্ত দেখিতে পাইবেন না। তিনি ইহ-জগতে নাই!"

পূর্ব্বের অনুমান ক্ষণেকের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে বীরাঙ্গনা বলিল, "হা পরমেশ্বর! ওয়াম্প! কি তুমি বলিতেছ? তাঁহার কি হইয়াছে? তিনি কি—"

যে শেষ কথাটি অভাগিনী উচ্চারণ করিতে পারিল না, মনস্তাপে যেখানে তাহার কণ্ঠরোধ হইল, সেই অংশটি পূর্ণ করিয়া বালক বলিল, "তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!"

বিস্ময়ে বীরাঙ্গনা বলিয়া উঠিল, "মরিয়াছেন? সত্য না কি?" এই প্রশ্ন করিয়াই, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লেডী লিটিসিয়া মনোবেদনায় মুহূর্ত্তকাল নিশ্বাসত্যাগ করিল।

সার জন লেড, তাঁহার উচ্চ উপাধি ও সম্পদ ঐ বীরাঙ্গনাকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে ঐ বীরাঙ্গনাই এখন অধিকারিণী। লিটিসিয়া তাঁহার আদরিণী প্রিয় ভার্য্যা ছিল, লিটিসিয়াই তাঁহার আনন্দ, লিটি-

লিয়াই তাঁহার গৌরব। পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন, এই লিটিসিয়া যাহা যাহা করিত, সার জন তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না; অপ্রিয় কার্য্য হইলেও বাধা দিতেন না; লিটিসিয়াই লিটিসিয়ার সর্ব্বকার্য্যের ঈশ্বরী ছিল। তাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিত, যখন ইচ্ছা, তখনই বাহির হইয়া যাইত; যখন ইচ্ছা, তখনই পুরুষবেশ ধারণ করিত। বর্ত্তমান কালের সৌখীন লম্পট-দলের সঙ্গে ও ব্যাভিচারিণীগণের সঙ্গে ইয়ারকি করিয়া বেড়াইত, মিষ্টার মিগেল্‌সের সঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, তাহা জানিয়াও বৃদ্ধ সার জন লেড্ চুপ করিয়া থাকিতেন; আদরণী; স্ত্রী বলিয়া যথাযোগ্য আদর-যত্ন করিতেন; এত আদর-যত্নের বিনিময়ে লিটীসিয়া কি করিত? একটু একটু ভালবাসা জানাইত; সময়ে সময়ে প্রকৃত নারীবেশ ধারণ করিয়া, স্বামীর সহিত একত্র ভোজন করিত, এক সঙ্গে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইত। এই পর্য্যন্ত তাহার সতীত্বের নিদর্শন। স্বেচ্ছাচারিণী কুমন্ত্রণাকারিণী ব্যভিচারিণী রমণীর উপর স্বামীর কিছুমাত্র প্রভুত্ব ছিল না।"

এমন স্বামী প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই শোকে সমস্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া, লিটিসিয়ার চক্ষে জল আসিল, ইহা বিচিত্র নহে! স্বামীর ভালবাসা স্মরণে এই অবাধ্য রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, ইহাও বিচিত্র নহে। এমন স্বামী প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে নিকটে থাকিয়া, প্রাণের শেষ কথা শুনিতে পাইল না, অন্তকালে সেবা করিতে পারিল না, এইটুকু ভাবিয়াই স্বেচ্ছাচারিণীর পরিতাপ আসিল, ইহাও আশ্চর্য্য নহে।

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যাহার সানন্দ হাস্যধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইতেছিল, তাহার সেই হাস্যধ্বনি উড়িয়া গেল, কণ্ঠস্বর বাষ্পনিরুদ্ধ হইল, রুদ্ধস্বরে লিটিসিয়া তখন বালক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে মৃত্যু হইল?"

বালক উত্তর করিল, "হঠাৎ একটা ভয় পাইয়াছিলেন।"

লিটিসিয়া বলিল, "ওঃ! তবে অশুভসংবাদ!" জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকার ভয়? শীঘ্র বল, অধিকক্ষণ আর আমাকে সংশয়ে রাখিও না।"

ওয়াম্প উত্তর করিল, "গত রজনীতে—রাত্রি তখন অনেক, দুই জন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলে, আমরা এই বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিব। নিকটেই আমি ছিলাম, সেই দুই জনের মধ্যে একজনকে আমি তৎক্ষণাৎ চিনিলাম।"

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করিল, "যাহাকে তুমি চিনিলে, সে ব্যক্তি কে?"

বালক উত্তর করিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সর্দ্দার খানসামা জার্ম্মেন্।"

লেডী লেড্ তৎক্ষণাৎ বলিল, "ওঃ! ব্যাপার গুরুতর বটে!" বলিয়াই সতৃষ্ণ-

নয়নে বিবি হারবার্টের মুখের দিকে চাহিল। বিবি হারবার্ট শঙ্কিতচিত্তে বুঝিয়া লইলেন, নিশ্চয়ই কুলক্ষণ।

ওয়াম্প পুনরায় বলিল, "হাঁ, একজন সেই জার্ম্মেন্, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি চিনিলাম না। কিন্তু সে নিজে পরিচয় দিল,"হোম আফিসের একজন পেয়াদা।"

লেডী লেড্ বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! কেন তাহারা হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল?"

ওয়াম্প উত্তর করিল, "তাহারা বলে, আপনি বিদ্রোহিদলের সঙ্গে বাস করিতেন, রাজপুরুষেরা সেই বিদ্রোহিগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। 'হেবিয়স্ করপস আইন' আপাততঃ রহিত হইয়াছে,এ প্রকার অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটেরা ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন, এরূপ হুকুম দিবার ক্ষমতা হোম আফিসের আছে।"

জনান্তিকে বিবি হারবার্টের কানে কানে ত্বরিতস্বরে লিটিসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ইহার মূলীভূত।"

ক্ষণকাল পূর্ব্বের সানুরাগ চুম্বনে বিবি হারবার্টের অধরে যে লোহিতরাগ রঞ্জিত হইয়াছিল, কথাটা শুনিবামাত্র তাহা দূরে গেল; ভয়ে সংশয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিল। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আছ, আমার অনুকূলে কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছ, প্রিন্স হয় ত এ বিষয় অনুমান করিয়াছেন। ওঃ! হাতে হাতে প্রতিশোধ লইতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স বেশ জানেন। হাঁ, এ কার্য্যে তিনি খুব নিপুণ!" প্রিন্সের দুষ্কার্য্যের একজন কুটিল উত্তরসাধকের সহিত ঘনিষ্ঠতা, ইহা প্রকাশ পাইয়াছে, এই শঙ্কায় কম্পিতস্বরে বিবি হারবার্টের ঐরূপ উক্তি।

লিটিসিয়া বলিল, "অগ্রে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত শোনা যাউক,তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করা যাইবে। সেই দলীলপত্রগুলি পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই ভয়েই আমি বুদ্ধি-হারা। সেগুলি নিরাপদে রাখা আমার বড় দরকার।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ওয়াম্পের দিকে ফিরিয়া আদেশ করিল, "বালক! আর কি বলিতে চাও, বলিয়া ফেল।"

বালক বলিতে লাগিল, "গত কল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, জার্ম্মেন্ আর হোম আফিসের পেয়াদা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে। কি কার্য্য করিতে তাহারা আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সার্ জন্ লেডের সর্ব্বশরীরে কম্প,—ভয়ানক কম্প,—আতঙ্কে এককালে বাক্‌রোধ, আর তিনি কথা কহিলেন না, চাকরেরা তাঁহাকে তদবস্থায় শয্যায় শয়ন করাইল, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে লোক গেল, এক ঘণ্টার মধ্যেই—"

পরিতাপে মৃদুকণ্ঠে লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ, একঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ গেল! হায় হায়! হতভাগ্য সার্ জন!"

বালক-ভৃত্য আবার বলিতে লাগিল, "এক ঘরে গৃহস্বামীর মৃত্যু, শয্যার উপর মৃতদেহ পতিত, অপরাপর গৃহে আততায়ীরা জিনিসপত্র লুঠপাট ও বাক্স আলমারী ইত্যাদি ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত।"

যে প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ভয়, আর অধিকক্ষণ ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া শঙ্কাতুর লেডী লেড অগত্যা এই সময় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিল, "আমার শয়নঘরে লোহার সিন্দুকের ভিতর যে রাইটিং ডেস্ক্ আছে, সেটা ত—"

বালক উত্তর করিল, "সেটাও তাহারা বাহির করিয়াছিল, খুলিয়া ফেলিয়াছিল।"

নিশ্বাস ফেলিয়া বীরাঙ্গনা বলিল, "বাস্,—বাস্! আর কিছু আমি শুনিতে চাহি না।"

বিবি হার্বার্ট চুপি চুপি বলিলেন, "তবে ত তুমি যে ভয় করিতেছিলে, সেই বড় ভয়টাই দূরীভূত হইয়াছে?"

তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার মুখ শুকাইল, আমোদের জোয়ারে ভাঁটা পড়িল, বিমর্ষবদনে চুপি চুপি বলিল, "হাঁ,—তাহাই হইয়াছে, এ অবস্থায় এ যাত্রা তোমার উপকারের জন্য উইণ্ডসরে যাইতে আমি অক্ষম; কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও, মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন, ইহা যেমন সত্য, অবশ্যই আমি প্রতিশোধ লইব, ইহাও সেইরূপ সত্য।"

যেন হতবুদ্ধি হইয়া বিবি হার্বার্ট আর কুমারী প্লাণ্টিনেট সেই সময় বীরাঙ্গনার মুখে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য-শ্রবণে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন।

এই সঙ্কটসময়ে গারদ-বাড়ীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া লাগিল, কে আসিল, দেখিবার জন্য ঘরের সকলেই ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইল।

বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "গাড়ী হইতে দুইটি স্ত্রীলোক নামিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল যে, ভাল করিয়া আমি তাহাদের চেহারা দেখিতে পাইলাম না।"

লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার গাড়ী?"

বিবি হার্বার্ট উত্তর করিলেন, "গাড়ীর দরজায় কোন প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত নাই, কিন্তু আরদালীদের উর্দ্দী দেখিয়া আমি চিনিয়াছি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া,

কি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া, ভয়ে ভয়ে কুমারী প্ল্যান্টেজেনেটের নিকটে গিয়া জনান্তিকে চুপি চুপি বলিলেন, "উহারা বুঝি আমার কাছেই আসিতেছে।"

ভয় পাইয়া বিবি ফিজ্ হার্ব্বার্ট শীঘ্র শীঘ্র শয়নগৃহে যাইতেছিলেন, এমন সময় সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, স্যাথাম্ ক্রিমের সহিত দুইটি লেডী প্রবেশ করিলেন,—ডচেস্ অব্ ডেভনসায়র ও কাউণ্টেস্ অব্ ডেস্বরো।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

হাজত-গারদে নূতন দৃশ্য

বিবি হার্ব্বার্ট যেন হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কেন না, তিনি জানিতেন, কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা যদিও কুমারী প্ল্যাণ্টিনেটকে ঠিক চিনিতে না পারেন, কিন্তু ডচেস্ অব্ ডেভনসার চিনিবেন, ইহা নিশ্চয়। চিনিতে পারিলেই বিভ্রাট। এইরূপ চিন্তার অবসরে হঠাৎ তাঁহার এক উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল; লেডী দুটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন, এই উপলক্ষে কুমারী প্ল্যাণ্টিনেটকে পাশের ঘরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা।

ইচ্ছামত কার্য্য করিবার সময় কুলাইল না; কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট অন্য ঘরে লুকাইবার অগ্রেই লেডীদ্বয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন এবং প্ল্যাণ্টিনেটের মুখ দেখিবামাত্র ডচেস্ অব্ ডেভনসার তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন, দ্রুত আসিয়া প্ল্যাণ্টিনেটের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই! এ কি নূতন তামাসা?"

চকিতে কাতর-নয়নে ডচেসের মুখপানে চাহিয়া কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! চুপ কর, চুপ কর।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিবি হার্ব্বার্ট ছুটিয়া গিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিলেন, ডাচেসের সহিত প্ল্যাণ্টিনেটের যে গুপ্তখেলা হইল, ডেস্‌বরা তাহা দেখিতে পাইলেন না।

বালক ভৃত্য তখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, বীরাঙ্গনা লিটিসিয়া বাহির হইবার জন্য বিবি হার্ব্বার্টের নিকট বিদায় লইবার অপেক্ষা করিতেছিল। 'দোহাই পরমেশ্বর! চুপ কর!' প্ল্যাণ্টিনেটের এই মিনতি আর ডচেসের মুখে প্রশ্ন 'এ কি নূতন তামাসা' এই দুটি কথা বীরাঙ্গনার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

শীঘ্র শীঘ্র ডচেসের হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টায় কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট মিনতি-বচনে চুপি চুপি বলিলেন, "সে কথা তোমাকে আমি আর এক সময়ে বলিব, এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও, কাউণ্টেস্ যেন আমাকে চিনিতে না পারেন।"

এ দিকে কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা বিবি হার্‌বার্টের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আড়ে আড়ে চাহিয়া কুমারী প্ল্যাণ্টিনেটের মুখ দেখিতে পাইলেন। প্ল্যাণ্টিনেটের পলায়ন করা হইল না, সে অবস্থায় পলাইলে অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আরো, কাউণ্টেসের মনে সন্দেহ জন্মিবে, এই ভয়।

কাউণ্টেসের চক্ষু প্ল্যাণ্টিনেটের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে প্ল্যাণ্টিনেট ত্বরিতস্বরে ডচেসের কানে কানে বলিলেন, "কাউণ্টেস্ যদি আমার পরিচয় চান, আমি কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট, এই বলিয়া পরিচয় দিও।"

পরিহাস করিতেছেন, এমন ভাব না বুঝায়, এইরূপ সাবধান হইয়া, মৃদু হাস্য করিয়া কাউণ্টেস্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক ডচেস্ ডেভনসার বলিলেন, "প্রিয় কাউণ্টেস! এটি আমার পিতৃব্যকন্যা, ইহার নাম কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট। তুমি ইহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখ নাই, নামও শ্রবণ কর নাই; কুমারী সম্প্রতি লণ্ডনে নূতন আসিয়াছেন।"

প্ল্যাণ্টিনেটের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা কহিলেন, "সত্য, কিন্তু আমার যেন বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে এই মুখ আমি আর কোথাও দেখিয়াছি।" এই বলিয়া অনিমেষ-নেত্রে মুখখানি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না।

অতি কোমল-কণ্ঠে কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট বলিলেন, "হইতে পারে, পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে, কেন না, লণ্ডনে এই আমার প্রথম আসা নয়।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কি যেন স্মরণ করিয়া কুমারী আবার বলিলেন, "বোধ হয়, কার্লটন-প্রাসাদে বিবি হার্‌বার্টের কক্ষে একবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

কাউণ্টেস বলিলেন, "আমি কিন্তু তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না; অথচ পূর্ব্বে তোমায় আমি কোথায় দেখিয়াছি, ইহা যেন মনে পড়িতেছে। দেখ কুমারী প্ল্যাণ্টিনেট, ঠিক স্মরণ হউক না হউক, নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে তোমার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তোমার মুখখানি আমার পরিচিত, ইহা আমি ঠিক বুঝিতেছি।"

কুমারী বলিলেন, "যেখানেই হউক, পূর্ব্বে আমাদের একবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা ঠিক। আজ এইখানে অবস্থাগতিকে পুনরায় সাক্ষাৎ হইল; একটা অপ্রিয় ঘটনায় আজ আমি এখানে উপস্থিত।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বিবি হার্‌বার্টের মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "আমাদের এই প্রিয় সখীটি সম্প্রতি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন।"

উপস্থিত কথোপকথনে মর্ম্মব্যথা পাইয়া বিবি হার্‌বার্ট বলিলেন, "থাক্,

সে সকল কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই।"—প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, লেডী লেডের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতে যথার্থই আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার বন্ধু-বান্ধব ও ভৃত্যবর্গ সকলেই যে অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, দয়াময়ী লেডী লেড সেই অবস্থায় যথার্থ ভগিনীর ন্যায় আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন।"

লেডী লেডের দিকে একটু মাথা হেলাইয়া ডচেস্ অব্ ডেভনসার বলিলেন, "দেখ বিবি হার্ব্বার্ট! তিন চারি দিন হইল, তোমার একখানি চিঠি আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিল, তখন আমি সহরে ছিলাম না।"

লেডী লেডের আত্মীয়তায় অল্প অনুরাগ জানাইয়া, কাউণ্টেস্ ডেস্বরা বলিলেন, "গত রজনী পর্য্যন্ত আমি ষ্টাম্‌ফোর্ড-প্রাসাদে ছিলাম।"

লেডী লেডের ওষ্ঠাধর বিকুঞ্চিত হইল; ঐ দুটি ভদ্র-মহিলার পরস্পর পরিচয় ও বাক্যালাপ তাঁহাকে ভাল লাগিল না।

বিবি হার্ব্বার্টের দিকে ফিরিয়া ডচেস্ অব্ ডেভনসার বলিলেন, "চল, আমরা তোমাকে এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাই। এলিনর ও আমি, আমাদের উভয়ের সঞ্চিত অর্থ তোমার উপকারে দান করিব। কিন্তু দেখ, এই লেডী লেডের—" বলিতে বলিতে একটু থামিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই অসচ্চরিত্রা লেডী লেডের সঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

কাউণ্টেস্ ডেস্বরা বলিলেন, "তুমি সঙ্কটে পড়িয়াছ শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। গত রাত্রে আমি বাড়ী আসিয়াই ঐ কথা শুনিতে পাই। ভোরে উঠিয়াই ডেভনসার প্রাসাদে গিয়াছিলাম; ডচেস্ জর্জ্জিয়ানা তোমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন, উদ্যোগ করিতেছিলেন, আমি আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সহিত তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" বলিতে বলিতে ক্ষণেক নিস্তব্ধ। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ডচেস্ ডেভনসার যেমন চুপি চুপি কথা কহিয়াছিলেন, কাউণ্টেসও এক্ষণে সেইরূপ চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ লেডী লেডটা এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?"

ত্বরিত-স্বরে, মিনতি-বচনে, বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন, "লেডী লেডের প্রতি উগ্রভাব দেখাইও না; সদয়ভাবে কথা কও। তাঁহার আশয় অতি উদার।"

এই অবসরে অকস্মাৎ সশব্দে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। লিটিসিয়ার বালক-ভৃত্য ওয়াম্প প্রবেশ করিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ আসিতেছেন; নীচের আফিস-ঘরে আসিয়াছেন, সর্দ্দার বেলিফকে কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেটের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতকণ্ঠে বিবি হারবার্ট বলিয়া উঠিলেন, "প্রিন্স ?"

সংবাদটি শুনিবামাত্র ক্রোধে কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার বদনমণ্ডল আরক্ত হইল। কার্ল্টন প্রাসাদে, নাচের মজ্‌লীসে যুবরাজ তাঁহার সতীত্ব হরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই বিষয় স্মরণ হওয়াতে তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আমি যুবরাজের সহিত দেখা করিব না,—এ ঘরে থাকিবই না।"

শয়ন কক্ষের দরজা তখন খোলা ছিল, কাউণ্টেস্‌কে সম্বোধন করিয়া বিবি হারবার্ট বলিলেন, "তবে আমার ভগ্নীটিকেও সঙ্গে লইয়া যাও।" এই বলিয়াই তাঁহাকে ও কুমারী প্ল্যাঞ্জিনেটকে ঠেলিয়া সেই শয়নকক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

শয়ন-কক্ষের দ্বার অবরুদ্ধ হইবামাত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বৈঠকখানায় উপস্থিত।

বৈঠকখানার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বালক ওক্সপ নীচের ঘরে নামিয়া গেল। মাথার টুপীতে মুখের আধখানা ঢাকা ছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিয়া, লবেদার গলাবন্ধে দাড়ী পর্য্যন্ত আবৃত ছিল, সেটা নামাইয়া দিয়া যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ঘরের চারিদিকে নেত্র-সঞ্চালন করিলেন ; ঘরে কে কে উপস্থিত, তাহা জানিবার অভিপ্রায়।

লেডী লিটিসিয়ার দিকে না চাহিয়া, সগৌরবে বিবি হারবার্টকে অভিবাদন করিয়া, বিনম্রভাবে ডচেস্ অব্ ডেভনসায়ের দিকে হস্তবিস্তার করিয়া মহিমান্বিত যুবরাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে এখানে দেখিতে পাইব, তেমন প্রত্যাশা করি নাই।"

অনুরাগিণী বিবি হারবার্টের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য তিরস্কারের ছলে স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের আবরণে ডচেস্ অব্ ডেভনসায় যুবরাজকে বলিলেন, "আমি এখানে আসিবার বহু পূর্ব্বেই আপনি এখানে আসিয়াছেন, আসিয়াই আপনাকে এখানে দেখিতে পাইব, আমি এইরূপ আশা করিয়াছিলাম।"

ধর্ম্মের চক্ষে যিনি তাঁহার পরিণীতা পত্নী, তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "যখনকার যাহা কর্ত্তব্য, অবস্থাগতিকে সকল সময় তাহা ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্তু এক এক সময়ে কার্য্যবিশেষে ফলের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।"

বিবি হারবার্ট চমকিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল, কথা কহিবার উপক্রম, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাঁহার মনে হইল, মার্কুইস্ বেলয়ের সহিত প্রণয়-সঙ্ঘটন, সে বিষয়টা প্রিন্স এখন জানিতে পারিয়াছেন,

তাহা ছাড়া প্ল্যাণ্টিজিনেটের রূপখানি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল, তিনি নির্ব্বাক্ হইলেন, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

পূর্ণ-সাহসে সভতার উপদেশে ডচেস্ অব্ ডেভনসার পুনর্ব্বার যুবরাজকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, "বিবি হার্বাটে'র প্রতি আপনার ঔদাস্য দূর করিবার কি ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল,তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই ভয়ঙ্কর স্থানে ইনি বন্দিনী, দিন দূরে থাকুক, ঘণ্টামাত্রও এখানে অবস্থান করা ইঁহার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। আপনি ইহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন, বড় আশ্চর্য্য।"

অভাগিনীর প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যুবরাজ বিদ্রূপের স্বরে ডচেস্‌কে বলিলেন, "তোমার প্রিয়-সখী, যাহার অনুকূলে তুমি এত কথা বলিতেছ, যাহার উপকার করিতে তোমার একান্ত যত্ন, সেই প্রিয়-সখী অবশ্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।"

এতক্ষণের পর মৌনভঙ্গ করিয়া দুঃখিনী বিবি হার্বার্ট বলিলেন, "ও! আমি কি তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি নাই? আমি কি তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হই নাই? আমি কি তোমার কাছে কাতরা হইয়া করুণা ভিক্ষা করি নাই?"—যেরূপ সকরুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

কিছুমাত্র সদয়ভাবের পরিচয় না দিয়াই যুবরাজ বলিলেন, "বিষয় কার্য্য যে প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হয়, সেই প্রকার কার্য্য করিতেই আমি এখানে আসিয়াছি, বাজে কথা শুনিতে আসি নাই। যে কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দুষ্কার্য্য করে, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। কুকার্য্য প্রকাশ পাইলে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। ইতিমধ্যে মিস্ প্ল্যাণ্টিজিনেট-নামধারী একটি লোক রঙ্গভূমে দেখা দিয়াছে।"

ডচেস্ অব্ ডেভনসার শিহরিয়া উঠিলেন, দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিলেন, তিনি ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! যুবরাজ সে কথাটা কিরূপে জানিতে পারিলেন? যে সূত্রেই হউক, জানিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিবি হার্বার্ট নিজে সমস্তই বুঝিলেন। তিনি একেবারে যেন আধমরা হইয়া রহিলেন। হাজতবাড়ীর গুহ্য রহস্য;—যে রহস্যের নাম মিস্ প্ল্যাণ্টিজিনেট রহস্য,প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তাহা পরিজ্ঞাত।

বিবি হার্বাটে'র মাথা ঘুরিতে লাগিল, বুক লাফাইতে লাগিল, তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িলেন, দেয়ালটা অবলম্বন না পাইলে ঘুরিয়া মেজের উপরে পড়িয়া যাইতেন।

লেডী লিটিসিয়া এতক্ষণ জানালার গরাদে ঠেস দিয়া, বদ্ধপরিকর হইয়া এই সকল কথোপকথন শুনিতেছিল, স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু এবং আনুসঙ্গিক অপরাপর ঘটনা চিন্তা করিতেছিল, এই সময় অবসর বুঝিয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ! আমাকে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে?"

বীরাঙ্গনা সেখানে ছিল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা কোন খবরেই আইসে নাই, এইবার অর্দ্ধ-ঘৃণা ও অর্দ্ধ-ঔদাস্যে তাহার দিকে ফিরিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজ বাড়ীতে কি ঘটনা হইতেছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ বোধ হয়?"

নির্ভয়ে বীরাঙ্গনা উত্তর করিল, "শুনিয়াছি। একজন বৃদ্ধ লোককে ভয় দেখাইয়া প্রাণে মারিবার উদ্দেশে তুমি দুই জন গুণ্ডাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলে; কেবল তাহাই নহে, তোমার আদেশমতে সেই গুণ্ডারা আমাদের বাড়ীখানা লুঠপাট করিয়াছে।"

শত্রুপক্ষকে পরাজয় করিলে যেরূপ আনন্দ জন্মে, সেইরূপ আনন্দে গর্ব্বিত-ভাবে প্রিন্স বলিলেন,"যে দুটি লোককে তুমি গুণ্ডা বলিয়া দুর্নাম দিতেছ,তাহারা বাস্তবিক আদালতের হুকুমে আইনানুসারে উপদেশমত কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছে; আমার গৃহ হইতে যে সকল দলীল চুরি গিয়াছিল, তাহাই তাহারা উদ্ধার করিয়াছে; এখন তুমি আর কোন প্রকার ছলে-বলে পুনর্ব্বার সে সকল দলীল হস্তগত করিতে পারিবে না। সাবধান! তোমার স্বামীর মরণের জন্য সেই দুটি লোককে দায়ী করিবার চেষ্টা করিও না। দেখ লেডী লেড, তুমি তোমার স্বামীর বড়ই অনুরক্ত ছিলে, তোমার পতিভক্তি কত দূর ছিল, তাহা তুমি বেশ জানো! সেই বৃদ্ধ লোকটিকে তুমি বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছ।"

ঘৃণায় আলোহিত ওষ্ঠপুট বিকুঞ্চিত করিয়া বীরাঙ্গনা বলিল, "দেখ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, মানবজীবনের প্রতি তোমার বিলক্ষণ ঔদাস্য, মানুষের মরা বাঁচা তুমি গ্রাহ্য কর না, তাহা আমি ভালই জানি। অভাগা সদাগর ফষ্টারের আত্ম-হত্যা তদ্‌বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

ফষ্টারের আত্মহত্যার কথাটা শ্রবণ করিবামাত্র রাজপুত্রের বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ দংশন করিয়া তিনি বলিলেন, "লিটিসিয়া, তোমাকেও আমি জানি, আমাকেও তুমি জানো, বৃথা বৃথা কলহ বাঁধান কি উচিত? বেশী বাড়াবাড়ি করিও না।"

কিছুমাত্র লজ্জা না পাইয়া, ঘৃণা পূর্ব্বক ভ্রূকুটি করিয়া লিটিসিয়া বলিল, "হাঁ যুবরাজ, যাহাকে এখন তুমি নিন্দা করিতেছ, আমোদের সময় তাহাকেই আপন সঙ্গিনী করিয়াছিলে।"

বীরাঙ্গনার ঔদাস্য দেখিয়া, সেইরূপ ভাব দেখাইয়া যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, সেই সঙ্গিনীর প্রথম-যৌবনের একজন প্রেমপাত্রের গুটীকতক কথা তাহার মুখে শুনিবার জন্যই আমার আগ্রহ জন্মিয়াছিল; সেই প্রেমপাত্রের নাম জ্যাক্ র্যাণ্ড; টাইবরণে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।"

ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বীরাঙ্গনা পুনরায় বলিল, "সেই শিক্ষা দ্বারা তোমার বিলক্ষণ উপকার হইয়া'ছ। তোমার দেনার জন্য হাউস্ অব কমন্স সভার বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ আছে। যে দুষ্কার্য্যের জন্য জ্যাক্ র্যাণ্ডের ফাঁসী, ন্যূনাধিক পরিমাণে সেইরূপ কার্য্য তুমি নিজেই—"

ক্ষণমাত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া, পরক্ষণেই রক্তশূন্য শ্বেতবর্ণ হইয়া প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর নামে এত বড় কথা!"

শঙ্কাশূন্য বীরাঙ্গনা সগর্ব্বে বলিল, "হাঁ, তুমি যদি এই বাগ্যুদ্ধ আরো বাড়াও, তাহা হইলে বিখ্যাত ডেলমোরকেও তুলনাস্থলে আনিব না।"

আত্মমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "ওঃ! আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। শোনো লেডী লেডী! আর কলহে কাজ নাই। যুদ্ধের অস্ত্র আমাদের উভয়েরই সমান। যুদ্ধ ছাড়িয়া মিলন করা ভাল। ইতিপূর্ব্বে তোমাতে আমাতে যেমন সদ্ভাব ছিল, এখনও সেইরূপ থাকুক।"

ললাটে ঘোড়ার চাবুক ঠুকিয়া ঠুকিয়া লিটিসিয়া বলিল, "দেখ রাজকুমার, সম্পূর্ণরূপে আমি তোমার কায়দায় পড়িয়াছি, এমন মনে করিও না। সেই সকল দলীলে যে সকল গুহ্যকথা লেখা আছে, তাহা আমি এইখানে—এই ললাটে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।"

যুবরাজ বলিলেন, দলীলী প্রমাণ ভিন্ন মুখস্থ গুহ্যকথা কেহই গ্রাহ্য করিবেন না, তাহা কেবল বাজে গল্পের মধ্যে গণ্য হইবে। যাহা হউক, আমি তোমার সহিত শত্রুতা করিতে চাহি না, বিবাদে প্রয়োজন নাই। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই তুমি তোমার মিগেল্সকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। বাস্! পরিষ্কার কথা!"

লিটিসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি তবে রণসংবরণে সম্মত হইলাম।" সংক্ষেপে যুবরাজকে এই কথা বলিয়া চতুরা বীরাঙ্গনা ধীরে ধীরে বিবি হবার্টের নিকটবর্ত্তিনী হইল। হাবার্ট তখন ডচেসের সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছিলেন। বীরাঙ্গনা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "এখন আমি বিদায় হই, যদি সাধ্য থাকে, সময়ে আমি আপনার উপকার করিব। মিষ্টার মিগেল্স আপনার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, আমার কৃত উপকারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বিদায়।"

বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন,"সেলাম।"—তিনি জানিতেন,উচ্চ উপাধি ও প্রচুর বৃত্তি প্রদান করাইতে লেডী লেডের সাধ্য হইবে না, কিন্তু মিস্ প্ল্যাণ্টিনেট-সংক্রান্ত গুপ্তকথাটা সরলা শীকারিণী প্রকাশ করিবে না, সে বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, অতএব সখ্যভাব জানাইয়া সগৌরবে তিনি পুনরায় বলিলেন, "সেলাম লেডী লেড!"

ডচেস্ ডেভনসারকে অভিবাদন করিয়া লেডী লেড বিদায় হইয়া গেল।

বিধবা বীরাঙ্গনা বিদায় হইবার পর বিবি হার্ব্বার্টের সম্মুখে গিয়া যুবরাজ বলিলেন, "কয়েকটি কথা আমি বলি, মন দিয়া শোনো। কোন কোন বিষয় আমি অবগত হইয়াছি, অতএব তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। আজ প্রাতঃকালে কেন আমার এখানে আসা, তাহাও বলি। মিস্ প্ল্যাণ্টিনেট নাম ধারণ করিয়া, স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া, রাত্রিকালে এক ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল, ইহা আমি শুনিয়াছি, বাস্তবিক সেটা সত্য কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

প্রিন্সকে সম্বোধন করিয়া ডচেস্ বলিলেন, "সে কথা আর কি নিমিত্ত উত্থাপন কর? বিবি হার্ব্বার্টের সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, আর জোড়া লাগিবে না, আর কেন বাড়াও? আরো, শীঘ্রই একটা মহা পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যাহার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই রাজকন্যার জাহাজ টেমস্ নদীতে পৌঁছিয়াছে, রাজকন্যা লণ্ডনে আসিয়াছেন।"

কম্পিত মৃদু-গুঞ্জনে বিবি হার্ব্বার্ট উচ্চারণ করিলেন, "ওহো! তবে ত বিবাহটা অতি নিকট! ওহো! একটি স্ত্রী কারাগারে, আর একটি নূতন স্ত্রী রাজপ্রাসাদে!"

ক্রোধারক্ত-নয়নে অভাগিনীর দিকে চাহিয়া প্রিন্স বলিলেন, "ওরূপ কথা মুখে আনিও না। পূর্ব্বে তুমি আমার যাহাই থাকো, এখন তুমি আমার কেহই নও।"

হস্ত দ্বারা বদন আবৃত করিয়া বিবি হার্ব্বার্ট মৃদুস্বরে বলিলেন, "উঃ! কি সুন্দর বাক্য!"

মার্কুইস্ বিলয়ের সহিত বিবি হার্ব্বার্টের গুপ্ত-প্রণয়, ডচেস্ ডেভনসার তাহার কিছুই জানিতেন না, অথচ ঐ ভাব দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল।

সক্রোধে উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ পুনর্ব্বার অধোমুখী বিবি হার্ব্বার্টকে বলিলেন, "কেবল উহাই যথেষ্ট নহে, আরো আছে। লেডী লেড্‌কে এখানে

আনিয়া ঘুন লইয়া ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলে, মিস্ প্ল্যাণ্টিনেটের সোহাগ পাইতেছিলে,—ও! সেই ভাবুক প্রেমবিলাসী কেমন করিয়া কুমারী পলিনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করে, তাহা আমি দেখিব।"

কথা কহিতে কহিতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সহসা শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মত্‌লব বিফল। সে ঘরে মিস্ প্ল্যাণ্টিনেট নাই, যুবরাজ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সেই ঘরের ভিতরদিকের সিঁড়ির দরজা খোলা, তাহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, পাখীটা ঐ পথে উড়িয়া পলাইয়াছে! বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া ডচেস্ ডেভনসায়কে তিনি বলিলেন, "নীচের ঘরে যে লোকটি আছে, তাহার মুখে শুনিলাম, দুটি লেডী গাড়ী করিয়া এই বাড়ীতে আসিয় ছিল, কারা তাহারা, লোকটি তাহা বলিতে পারে নাই। গাড়ীখানা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছি। দুটি লেডী হাঁ—জর্জ্জিয়ানা! তুমিই কি তাহাদের মধ্যে একটি?"

ডচেস্ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।" হাজত-গারদের ঘটনার সহিত কাউণ্টেস্ ডেসবরায় নামের সংশ্রব, তাহাতে কোন দোষ আছে, ডচেস্ ডেভনসার মুহূর্ত্তমাত্রও তাহা ভাবেন নাই।

প্রিন্স বলিলেন, "এখন আমার বোধ হইতেছে, মিস্ প্ল্যাণ্টিনেটকে লইয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা প্রস্থান করিয়াছেন। কেমন জর্জ্জিয়ানা, আমার এ অনুমানটা কি সত্য নয়?—বাঃ! বহুৎ আচ্ছা চালাকী!"

পাছে কাউণ্টেসের উপর যুবরাজ কোনরূপ দোষারোপ করেন, এই ভাবিয়া সাফাই দিবার অভিপ্রায়ে ডচেস্ বলিতেছিলেন, "কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা তাঁহার সঙ্গীনীর প্রতি কণামাত্র সন্দেহ—"

হিংসাসূচক আনন্দে উল্লসিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন, "আরো ভাল! আরো ভাল! ডেস্‌বরার কাউণ্টেস্ সেই প্ল্যাণ্টিনেটের রক্ষাকারিণী! প্ল্যাণ্টিনেট এই হাজতবাড়ী হইতে যে বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কাউণ্টেস্ তাহাকে সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন!"

ডচেস্ বলিলেন, "রাজকুমার! তুমি সময়ের সদ্‌ব্যবহার জানো না, বাজে কথায় গোল পাকাইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ। ও সব কথা ছাড়িয়া দাও, কাজের কথা বল। তুমি এই সঙ্কট হইতে বিবি হার্‌বার্টকে মুক্ত করিতে চাও কিংবা ইঁহার অপর বন্ধু বান্ধবের হস্তে মুক্তির ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা কর?"

প্রিন্স বলিলেন, "বিবি হার্‌বার্টকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি

এখানে আসিয়াছি।” এই বলিয়া দেরাজের ভিতর হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া, হার্‌বার্টের সম্মুখে ধরিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ দেখি, এই সকল চিঠিপত্র তুমি চিনিতে পার কি না ?”

বিবি হার্‌বার্ট দেখিলেন, মার্কুইস বিলয়কে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র যুবরাজের হস্তে। দেখিবামাত্র তাঁহার পাণ্ডুমুখখানি অকস্মাৎ লোহিতবর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর করিলেন, “চিনি” ।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বলিতে লাগিলেন,“এখন আমি পাঁচ কেতা ব্যাঙ্ক নোট গণনা করিতেছি, প্রত্যেক কেতা হাজার পাউণ্ড, একুনে পাঁচ হাজার পাউণ্ড।” ইহা বলিয়া ওয়েষ্ট কোটের পকেট হইতে একখানা দলীল বাহির করিলেন। তাহাতে লেখা—‘আমার সঙ্গে বিবি হার্‌বার্টের বিবাহ-প্রসঙ্গে আমি ব্যক্ত করিতেছি, কোন গীর্জ্জার অথবা কোন ধর্ম্মশালায় অথবা কোন গৃহস্থ-বাড়ীতে কোন পাদ্‌রী দ্বারা অথবা কোন পুরোহিতের দ্বারা অথবা অন্য উপাধিধারী কোন যাজকের দ্বারা আমাদের উভয়ের বিবাহ-সম্বন্ধে ধর্ম্মত কোন ক্রিয়া অথবা অন্য প্রকার বৈবাহিক বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় নাই।’

অত্যন্ত অধীরা হইয়া কাম্পতকণ্ঠে বিবি হার্‌বার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ দলীলখানার উদ্দেশ্য কি ?”

প্রত্যেক বাধা-বিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে, তাদৃশ ক্ষমতাবান্ পুরুষ যেরূপ গম্ভীরভাব ধারণ করে, সেইরূপ গম্ভীরভাবে গম্ভীরস্বরে যুবরাজ বলিলেন, “তুমি এই দলীলে দস্তখত কর।”

বিবি হার্‌বার্টের সর্ব্বশরীর ঘন ঘন বিকম্পিত হইল, শোণিতশূন্য শুষ্ক ওষ্ঠপুট ঘন ঘন কাঁপিল, তিনি বলিলেন, “কখনই না।”

যুবরাজ বলিলেন, “তবে শোনো। অবস্থাগতিকে এ ক্ষেত্রে আমি মোরিয়া হইয়াছি। যাহা আমি করিব, হোম আফিসের কর্ত্তারা তাহাতে যদি আমার সহায় না হন, তবে তুমি এবং আমার অপরাপর বিপক্ষগণ জয় লাভ করিতে পারিবে। এ দলীলে তুমি দস্তখত করিবে না, আচ্ছা, করিও না, কিন্তু অবশ্যই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।”

যাহার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া এই নির্দ্দয় পশ্বাচারপরায়ণ দুর্দ্দান্ত রাজকুমার সুখে নিদ্রা যাইতেন,যে রমণী পরম যত্নে তাঁহার আদর-যত্ন করিতেন,এখন সেই রমণীর প্রতি সেই পশুতুল্য রাজপুত্রের ঐরূপ পৈশাচিক নিষ্ঠুর উক্তি! নিষ্ঠুর উক্তি শ্রবণ করিয়া বিবি হার্‌বার্ট সেই দুরাচারের মুখের উপর নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি আমাকে প্রতিফল দিবার ভয় দেখাও ? এতদূর দুঃসাহস তোমার ?”

পৈশাচিক হাসি হাসিয়া সদর্পে রাজপুত্র বলিলেন, "আমার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে তাহাই ব্যক্ত করিয়া স্থলবিশেষে আমি ভয় দেখাই, আরো কি জানো, মুখে যাহা বলিয়া ভয় দেখাই, কাজেও তাহা নির্ব্বাহ করি, সর্ব্বদাই আমার এইরূপ সাহস। আর দেখ, যদি তুমি এই দলীলে দস্তখত না কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে এই হাজত-গারদ হইতে খালাস করিয়া দিব, কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে জানো? তোমাকে একখানা জাহাজে তুলিয়া তখনই তখনই উত্তর-আমেরিকায় প্রেরণ করিব, 'হেবিয়াস্ কর্পাস' আইন এখন রহিত আছে, সুতরাং বলপূর্ব্বক তোমার নির্ব্বাসনটা নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে অবিলম্বে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। সাধারণ লোকে জানিবে, এক সময়ের সুখবিলাসিনী ধনগৌরবিণী বিবি ফিজ হার্ব্বার্ট এখন দেনার দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমেরিকায় পলাইয়া গিয়াছে; আরো—যদি কোন নিন্দা-ঘোষক রসিক লোক কোন রহস্যপত্রিকায় তোমার চিত্রের পার্শ্বে মার্কুইস্ বিলয়ের ছবি ছাপাইয়া দেয়, তাহা দেখিয়া লোকে তখন কি ভাবিবে? লোকে তখন কি বলিবে? লোকে আরো বলিবে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ একটা ব্যাভচারিণী কুচক্রী স্ত্রীলোকের কুহকে পড়িয়া মান নষ্ট করিতেছিলেন, তাহাতে তোমার উপর সকলের ঘৃণা হইবে, আমার উপর সকলের দয়া হইবে; তোমাতে আমাতে পূর্ব্বে সহবাস হইয়াছিল—সেই কথা উত্থাপন করিয়া তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা আর কি বেশী কথা সাফাই দিতে পারিবে? তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা তোমার সাপক্ষে যাহা কিছু বলিবে, সাধারণ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিতে তাহা ডুবিয়া যাইবে, সমুদ্রপারে দূরদেশে সে সকল ধ্বনি পৌঁছিবে না, তোমার প্রকৃত চরিত্র আর এই গারদ-বাড়ীর নূতন ঘটনা প্রকাশে—"

যুবরাজ নির্দ্দয়বাক্যে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সমস্ত সত্য—সাংঘাতিক সত্য—অখণ্ডসত্য; উহাই প্রতিফল, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া হতভাগিনী হার্ব্বার্ট স্তম্ভিত গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যথেষ্ট—যথেষ্ট!"

যুবরাজের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিমাত্র ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া ডচেস্ ডেভনসার ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "আর না, আর না, দোহাই পরমেশ্বর! ক্ষান্ত হও, আর কথা বাড়াইও না।"

জানু দ্বারা ডচেসের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া পরিতাপিনী চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন এই রাজপুত্রের হাতের ভিতর, আমি এখন ইহার দয়ার পাত্রী! জর্জ্জিয়ানা! তুমি কিরূপ পরামর্শ দাও? আমি এখন কি করি?"

মৃদুস্বরে ডচেস্ বলিলেন, "দলীলখানায় দস্তখত করিয়া দাও, আপত্তি করিলে কিংবা অস্বীকার করিলে তোমারই সর্ব্বনাশ।"

জর্জ্জিয়ানাকে একধারে সরাইয়া লইয়া গিয়া বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন, "আমার উপর যে প্রকার দৌরাত্ম্য করিবার ভয় দেখান হইতেছে, নিষ্ঠুর রাজকুমার সত্য সত্য তাহা করিতে সাহস করিবেন না।"

অস্পষ্ট মৃদুবাক্যে ডচেস্ বলিলেন, "প্রিন্স এখন যেরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাঁহার চিত্ত এখন যেরূপ উত্তেজিত, তাহাতে তিনি এখন সাধ্য অসাধ্য সকল কর্ম্মই করিতে পারেন।"

দুটি লেডী যতক্ষণ ঐরূপ পরামর্শ করিতেছিলেন, প্রিন্স ততক্ষণ একটা গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরামর্শ স্থির হইল?"

প্রশান্ত অগ্নিগিরি যেন অগ্নি উদ্গীরণে উন্মুখ, সেই প্রকার অস্বাভাবিক শান্তভাব ধারণ করিয়া স্তম্ভিতস্বরে বিবি হার্ব্বার্ট উত্তর করিলেন, "তোমার ঐ কাগজখানাতে আমি দস্তখত করিব।"

প্রিন্সের প্রশ্নে ঐরূপ উত্তর দিয়া, টেবিলের সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া, বিবি হার্ব্বার্ট নিরুপায় হইয়া কম্পিতহস্তে সেই দলীলে আপন নাম দস্তখত করিলেন। ফিজ্ হার্ব্বার্ট নামের শেষ অক্ষরটি লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র কলমটা দূর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, নিমেষমধ্যে যেন তিনি পাগলিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যেন সয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করিলাম!"

এ দিকে বিজয়োল্লাসে সয়তানের মত হাস্য করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্স টেবিলের উপর হইতে দলীলখানা তুলিয়া লইলেন, ডচেস্ অব্ ডেভনসার যে দিকে ছিলেন, কাগজখানা সেই দিকে ধরিয়া প্রিন্স সসম্ভ্রমে বলিলেন, "জর্জ্জিয়ানা! তুমি এই দলীলে সাক্ষী হও, তোমার নাম দস্তখত কর।"

ঘৃণা-ক্রোধে সগর্ব্বে উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া, কুটিল কোপদৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখের দিকে চাহিয়া ডচেস্ বলিয়া উঠিলেন, "ইহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।"

ভ্রূকুটি করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "তবে নীচে হইতে আদালতের বেলিফকে ডাক, সেই ব্যক্তি আসিয়া সাক্ষী হউক।"

ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া বিবি হার্ব্বার্ট বলিলেন, "জর্জ্জিয়ানা, এই বিষম অপমানের দায় হইতে আমাকে রক্ষা কর। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রাজপুত্র যাহা বলে, তাহাতেই রাজী হও।"

ডচেস্ বলিলেন, "আমি এই দলীলে সাক্ষী হই, ইহা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক, আমি দস্তখত করিব।"

কম্পিত-স্বরে বিবি হারবার্ট বলিলেন, "হাঁ, তাহাই ভাল। একটা অপরিচিত পেয়াদা সাক্ষী হওয়া, অপেক্ষা তোমার সাক্ষী হওয়াই ভাল। কেন না, দলীলে যাহা লেখা আছে, নূতন লোকটি তাহা জানিতে পারিয়া সকল লোকের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইবে।"

ডচেস্ ডেভনসার তদনুসারে সেই দলীলে আপন নাম দস্তখত করিলেন, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তৎক্ষণাৎ দলীলখানি পকেটে রাখিয়া টেবিলের উপরিস্থ ব্যাঙ্ক-নোটগুলা দেখাইয়া দিলেন; অতঃপর লবেদা ঢাকা দিয়া, বিবি দুটিকে তাচ্ছিল্যভাবে সেলাম করিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যুবরাজের প্রস্থানের পর পারদের বন্দোবস্ত শেষ হইল, ডচেসের সহিত বিবি হারবার্ট প্রথমে ডিউকের প্রাসাদে গেলেন; এক ঘণ্টা পরে তথা হইতে ডচেসের একজন সহচরীকে সঙ্গে লইয়া ডাকগাড়ী আরোহণে আলিসবরির নিকটস্থ ডচেসের উদ্যানবাটিকায় গমন করিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত রাজপুত্রের উপস্থিত বিবাহব্যাপার চুকিয়া না যায়, তত দিন সেই বাটীতে নির্জ্জনবাস করা হারবার্টের সঙ্কল্প।

নির্জ্জন নিবাসে বিবি হারবার্টের মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। যন্ত্রণায় তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল, বুদ্ধি লোপ হইতে ছিল, তথাপি দারুণ দুশ্চিন্তা। মার্ক্ইস্ বিলয়ের সহিত গুপ্তপ্রণয় এবং নামধারী মিস্ প্ল্যাণ্টিনেটের সহিত সংঘটন, এই দুটি বিষয় রাজকুমার জানিতে পারিয়াছেন, বিবির বিপক্ষে এই দুই ব্যাপার রাজকুমারের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

লেডী জার্শী

প্রিন্স কি করিলেন ? গারদ-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আপাদমস্তক লবেদা মুড়ি দিয়া খানিক দূর তিনি পদব্রজে চলিলেন ; লবেদায় মুখ ঢাকা, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। চ্যান্সারী লেনের মোড়ে সামান্য একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গাড়োয়ানকে তিনি হুকুম দিলেন, "হাঁকাও, সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদ।" পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভাবী বনিতা বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইন এইদিন ঐ প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন, অতএব রাজা, রাজমহিষি রাজকুমার রাজকুমারী প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবার সেই নিকেতনে সমবেত হইয়াছেন। প্রিন্স অব্ ওয়েলসের গাড়ী যথা সময়ে সেই নিকেতনের দ্বারে উপস্থিত হইল, প্রিন্স শীঘ্র শীঘ্র অবরোহণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করা রাজকুমারের অভিলাষ, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ সেই অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া একটি নিভৃত কক্ষে আসিলেন, যুবরাজ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতাকে অভিবাদন করিলেন ; ফিজ্ হার্বার্ট গারদবাটীতে যে দলীলে দস্তখত করিয়াছিলেন, সেই দলীলখানি বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিলেন ;—বলিলেন, "পিতা ! যে দলীল আপনি আমার কাছে চাহিয়াছিলেন, সেই দলীল এই। একটি রমণী এই দলীলে আপন অঙ্গীকার লিখিয়া দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "আমি যাহা চাহিয়াছিলাম ! অ্যাঁ ? বেশ ! বেশ ! আমি খুসী হইলাম, বড় খুসী হইলাম ! আর কোন কথা নাই, এখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে আর ইতস্ততঃ করিব না।"

এতৎপ্রসঙ্গে পিতা-পুত্রে দুই ঘণ্টা কাল নানা কথোপকথন হইল, সে সকল কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।

অবশেষে রাজা অনুমতি দিলেন, "এখন তুমি কারল্টন-প্রাসাদে চলিয়া যাও, মনস্থির করিয়া সুখানুভব কর, যাহাতে সহাস্য-বদনে বরণবিকের রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

রাজকুমার প্রফুল্লবদনে পিতার অনুমতিক্রমে তথা হইতে বিদায় হইলেন, কিন্তু সরাসর বাড়ীতে গেলেন না ; ফটকে গাড়ী ছিল, সেই গাড়ীতে আরোহণ

করিয়া অন্য একখানা বাড়ীতে গিয়া খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলিলেন, তাহার পর কারল্টন হাউসে ফিরিয়া গেলেন; সেখানে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা অপরাহ্ণ—দ্বিতীয় ঘটিকা। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াই জার্ম্মেনের মুখে তিনি শুনিলেন, কাউন্টেস্ অব্ ডার্শী একটি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছেন।

কি ভাবে বিহ্বল হইয়া আপন মনে রাজকুমার বলিলেন, "ওঃ! রাজকুমারী; তবে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন!" এইরূপ উক্তি করিয়াই গায়ের লবেদা ও মাথার টুপী খুলিয়া ফেলিলেন, যে ঘরে লেডী ডার্শী অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই ঘরে চলিলেন।

সৌখীন প্রেমিক লম্পট প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের অসংখ্য উপপত্নী, তাহাদের মধ্যে এই লেডী ডার্শীর নাম পাঠক মহাশয় একবারও শ্রবণ করেন নাই।

সে রমণী সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী, লম্বগ্রীবা এবং নায়কের পক্ষে চিত্তহারিণী। মুখখানি সুন্দর,ওষ্ঠ গোলাপী,একটু ফুলো ফুলো; নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল তারকা, নাসিকা সুডৌল, ললাট প্রশস্ত, কেশপাশ সুকুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ মখমলের মত কোমল; হস্তপদ মোলায়েম, করতল পরিষ্কার। অঙ্গুলি দীর্ঘ; গোলাপী আভা, কটিদেশ সূক্ষ্ম চলনভঙ্গী মনোহর। যাহারা নারীজাতির বয়স-নির্ণয়ে সুপটু, তাহারা দেখিলেই অনুমান করিবেন, ইহাঁর বয়ঃক্রম ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে; বাস্তবিক ইহাঁর বয়স ৪২ বৎসর; নয়নে কামুকতা, চতুরতা, দৃঢ়তা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রকাশ পায়। এক কথায় বলিতে হইলে প্রিন্স অব্ওয়েল্সের মনোমোহিনীগণের যেরূপ সৌন্দর্য্য, স্তনযুগল যেরূপ সুডৌল, ইহাঁরও তদ্রূপ; পরিচ্ছদ সৌখীন, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী; কিন্তু বক্ষস্থলের নিম্ন হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত অর্দ্ধাবৃত।

এই রমণীর স্বামী অতি সদাশয় লোক ছিলেন, এই রমণী প্রকাশ্যরূপে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের উপপত্নী হইয়াছেন, ইহা জানিয়াও লর্ড ডার্শী কলঙ্কের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন, রমণীকে ভালবাসিতেন, মিষ্টবাক্যে আদর করিতেন, ডাইভোর্স কোর্টে মোকদ্দমা তুলিয়া বিচ্ছেদ-সাধনের কল্পনাও মনে আনিতেন না, ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁহার বনিতার প্রেমপাত্র, ইহা বরং তিনি গৌরব জ্ঞান করিতেন।

লেডী ডার্শী যদি কোন বড়লোকের খানসামাকে যৌবন দান করিতেন, তাহা হইলে ভদ্র-সমাজ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন না; কিন্তু লেডী ডার্শী ইংলণ্ডের যুবরাজের প্রেম-নায়িকা, সেই খাতিরে সৌখীন ভদ্র-সমাজের স্ত্রী-পুরুষেরা তাঁহাকে আদর করিতেন, মান্য করিতেন, গৌরব করিতেন, কোন প্রকার দ্বিধা রাখিতেন না।

লেডী জার্শী এদিকে যেমন প্রেমোন্মাদিনী ছিলেন, ও দিকে অপরাপর বিষয়েও কুমন্ত্রণা করিতে তাঁহার তদনুরূপ দক্ষতা ছিল; রূপের ফাঁদে নায়ককে বদ্ধ করিবার ক্ষমতার ন্যায় রাজপুরুষগণকেও মন্ত্রণা দিতে তিনি তৎপর ছিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া লেডী জার্শীর সুন্দর ওষ্ঠপুটে চুম্বন করিয়া চঞ্চল-স্বরে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মধুমতি! কি সমাচার?"

মনোগত ঘৃণা গোপনে রাখিয়া সুমধুর-স্বরে গৌরবিণী উত্তর করিলেন, "বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইন লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রিন্স বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছ, তাঁহাকে দেখিয়াছ, তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছ, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পারিবে; তথাপি একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। এই বিবাহের অগ্রে নানা বিভীষিকা আমার অন্তরে উদয় হইতেছে, বল দেখি, এই কুমারী কারোলাইন কি প্রকৃতপক্ষে আমার যোগ্য পাত্রী?"

মুখখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া কতক আতঙ্কে কতক করুণায় সুস্নিগ্ধ-নয়নে চতুরা লেডী কপটতা লুকাইয়া যেন সরল-দৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখপানে চাহিলেন। সেই দৃষ্টিপাতে আরও অধিক সন্দিগ্ধ হইয়া প্রিন্স পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবে কি না?"

উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে সময় লইবার অভিপ্রায়ে লেডী জার্শী পুনরুক্তি করিলেন, "সেই প্রশ্ন?"

অস্থির হইয়া যুবরাজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, আমি জানিতে চাই, রাজকুমারী কারোলাইন আমার পত্নী হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী কি না?"

লেডী জার্শী উত্তর করিলেন, "না, আমি তেমন বিবেচনা করি না।"

লেডী জার্শী একখানি সোফার উপরে বসিয়া ছিলেন, যুবরাজ তখন অগ্নি-কটাহের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন, লেডীর মুখে ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি তখন সেই সোফার উপর উপপত্নীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন;—বলিলেন, "সরলভাবে কথা কও। আমার সহোদর ডিউক অব্ ক্লারেন্স গত বৎসর রাজকুমারী কারোলাইনকে দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, কারোলাইন পরম রূপবতী, পরম গুণবতী। আরও,—গত কল্য বরণবিক হইতে আমার এক বন্ধু আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রে কুমারী কারোলাইনের রূপ-গুণের যথোচিত প্রশংসা আছে। তুমি বলিতেছ, কুমারী কারোলাইন আমার পত্নী হইবার যোগ্য নয়; কি কারণে যোগ্য নয়, বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বল।"

যুবরাজের মস্তকের কেশগুলিতে সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদ্যাধরীরূপিণী পিশাচী কপট সরলতামাখা বাক্যে বলিতে লাগিল, "কোন বিষয় চাপিয়া না রাখিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট কথা আমি বলি, ইহা যখন তোমার ইচ্ছা, তখন অবশ্যই আমি অকপটে সত্যকথা বলিব।"

আদর পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া যুবরাজ বলিলেন, "বল প্রিয়তমে, আমার ভাবী পত্নীর রূপ-গুণের কথা সরলভাবে স্পষ্ট করিয়া আমাকে বল।"

মনে যেন চাতুরী কিছুই নাই, এই ভাব দেখাইয়া লেডী জার্শী বলিলেন, "যতদূর আমি শুনিয়াছি, তাহাই বলিব ?"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ, ভাল লোকের মুখে তুমি যাহা যাহা শুনিয়াছ, তাহাই বলিয়া যাও ; আর আমাকে অধিকক্ষণ সংশয়ে রাখিও না।"

লেডী বলিলেন, "না জর্জ্জ, আমি তোমাকে সংশয়ে রাখিব না। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার সহিত আমার সহানুভূতি আছে, যাহা আমি বলিব, স্থির হইয়া শ্রবণ কর। মিষ্টার এষ্টন, লর্ড ক্লেয়ার মণ্ট আর আমি, এই তিন জনে তোমার আদেশ অনুসারে কুমারী কারোলাইনের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গত কল্য গ্রিণউইচে গিয়াছিলাম। কুমারী কল্য পৌঁছিতে পারেন নাই, অদ্য বেলা ১০ টার সময় গ্রিণউইচে উপস্থিত হন, জাহাজ হইতে নামিয়া হাসপাতালে প্রবেশ করেন, হাসপাতালের গবর্ণর আদর করিয়া তাঁহাকে জলযোগ করান। কুমারী যখন জলযোগ করেন, সেই সময় নিকটে থাকিয়া আমি তাঁহার চেহারাখানি ভাল করিয়া দেখিয়াছি। মুখখানি ভাল ; কিন্তু কোমলতা নাই, মুখ দেখিলে গর্ব্বিতা বলিয়া ধারণা হয় ; চক্ষু ভাল, কিন্তু চক্ষু দেখিলে বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয় না ; সম্মুখের দাঁতগুলি সুন্দর সুন্দর, কিন্তু পাশের দাঁতগুলি ক্ষয়া ক্ষয়া।"

চমকিয়া, বিরক্ত হইয়া যুবরাজ বলিলেন, "অগ্রে তুমি তাহা মনে কর নাই ?"

লেডী উত্তর করিলেন, "অগ্রে আমি দেখি নাই, জল খাইবার সময় রাজকুমারী আমোদ করিয়া দুই তিনবার হাসিয়াছিলেন, সেই সময় দেখিয়াছি। কেবল দেখা নয়, বরণবিক হইতে তাঁহার শয়নাগারের সহচরী মিসেস্ হার্কোর্ট সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার মুখেও শুনিলাম, ঠিক তাই। ইহাতেই আমি সাহস করিয়া ঐ কথা বলিয়াছি ; কিন্তু না—"

লেডী জার্শী ইতস্ততঃ করিতেছেন বুঝিয়া চঞ্চলভাবে রাজকুমার বলিলেন, "তোমার মনে কি ভাবের উদয়, এখনি আমি শুনিতে চাই। হাঁ, আমি তোমাকে হুকুম করিতেছি, কি বলিবার ইচ্ছা, শীঘ্র প্রকাশ কর।"

চতুরতা করিয়া লেডী বলিলেন, "না না, বিবি হার্কোর্ট গোপনে আমাকে ঐ কথা বলিয়াছে, প্রকাশ করিতে নিষেধ।"

রাজকুমার বলিলেন, "তুমিও আমাকে গোপনে সেই সব কথা বল, আমিও প্রকাশ করিব না।"

কপটে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুচক্রী রমণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি জোর করিয়া আমার মুখে তুমি সে কথা শুনিতে চাও, তবে কাজে কাজেই আমাকে বলিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, বিবি হার্কোর্ট বলিয়াছে, রাজকুমারীর কয়া দাঁতগুলা নড়ে, বেদনা হয়। বরণবিক হইতে আসিবার সময় অচ্নাব্রক বন্দরে যখন জাহাজ থামে, রাজকুমারী সেই সময় একটা দাঁত তুলাইয়া একখণ্ড কাগজে জড়াইয়া লর্ড মালমেচ্বারীর নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

ইংলণ্ডের যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধে ঘটকালী করিবার জন্য আর্ল - অব্ মেচ্বারীকে বরণবিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। তাঁহার লিখিত দিনপত্রিকা ও চিঠিপত্রাদির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিবরণ নিউবরের মিষ্টার বেণ্টলির দ্বারা পুস্তকাকারে চারি খণ্ডে প্রকাশিত।

অতিশয় উত্তেজিত হইয়া, সোফা হইতে উঠিয়া যুবরাজ বলিলেন, "ও পরমেশ্বর! সত্যই কি সে সকল কথা প্রকৃত?"

যেন কতই দুঃখ হইয়াছে, সেইরূপ ভাব দেখাইয়া সেইরূপ ক্ষুণ্ণ-স্বরে লেডী জার্সী বলিলেন, "জর্জ্জ! যেমন যেমন আমি শুনিয়াছি, ঠিক ঠিক সেইরূপ বৃত্তান্ত তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য হইলাম।"

চঞ্চল-পদে গৃহের ইতস্ততঃ পায়চারী করিতে করিতে যুবরাজ বলিতে লাগিলেন, "কি ঘৃণার কথা! যে রমণীকে নারী বলিয়া সোহাগ করিতে আমি আশা করিতেছিলাম, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে এত দূর শুনিবার, ততদূর শুনিলাম! যাহা হউক, আপাততঃ আমি মনোবেগ সংবরণ করিবার চেষ্টা করিব।"

আসন হইতে উঠিয়া, প্রিন্সের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, যুগল হস্তে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক লেডী জার্সী প্রবোধবাক্যে বলিলেন, "হাঁ, প্রিয়তম জর্জ্জ! তাহাই ভাল। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সাহস অবলম্বন কর।"

এই বলিয়া লেডী পুনর্ব্বার যুবরাজকে আনিয়া সোফায় বসাইয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি আরও কিছু বলিবার আছে? বল বল, সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল।"

ধূর্ত্ত-রমণী সারল্য দেখাইয়া বলিলেন, "আমি রাজকুমারীর চেহারা বর্ণন করিতেছিলাম। তাঁহার কেশ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, অথচ দেখিতে ভাল, কিন্তু সে চুল যদি আমাদের কোন দাসীর মাথায় থাকিত, তাহা হইলে লাল চুল বলিয়া ব্যঙ্গ করিতাম। রাজকুমারীর ভ্রূ পাতলা পাতলা, চুল নাই বলিলেই হয়; নাক মোটা, ঠোঁট পুরু, গঠন বেঁটে,—অত্যন্ত বেঁটে, আকার-প্রকার সামান্য লোকের মেয়েদের মত। দেখ জর্জ্জ! সকল কথা শুনিবার জন্য তুমি আমাকে জিদ্ করিতেছ, সেই জন্য এত কথা বলিলাম, ক্ষমা করিও।"

প্রিন্স বলিলেন, "প্রাণচিস্! বলিয়া যাও, বলিয়া যাও। প্রণয় ও বন্ধুত্বের নিদর্শন ঠিক হইতেছে। যতদূর মন্দ থাকে, আমি শুনিয়া রাখি। কারোলাইনের সঙ্গে যখন আমার মুখামুখি দেখা হইবে, চেহারা দেখিয়া তখন আমার বেশী ঘৃণা হইবে না। বলিয়া যাও।"

লেডী বলিলেন, কারোলাইনের স্তনদ্বয় পুরস্ত, বড় বড়, কিন্তু তুমি যে রকম পয়োধর পছন্দ কর, সেরূপ কোমল ও মাংসল নহে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কপটে একটু লজ্জা আনিয়া, গৌরবিণী নত-মস্তকে নিজের অর্দ্ধাবৃত সুন্দর পয়োধরের দিকে নেত্রপাত করিলেন।

তীব্র-স্বরে রাজকুমার বলিলেন, "কারোলাইনের চেহারা সম্বন্ধে তুমি ছাড়া সকলেই আমাকে প্রতারণা করিয়াছে, সকলেই মিথ্যাকথা বলিয়াছে। আমার নিজের সহোদর, আমার প্রেরিত একটি প্রিয় বন্ধু, কারোলাইনের চেহারা-চিত্রকর এবং খবরের কাগজওয়ালারা, সকলেই বলিয়াছে, কারোলাইন পরমা সুন্দরী।"

সুললিত মধুর-স্বরে জার্শী বলিলেন, "প্রিয়তম জর্জ্জ! আমি তোমাকে ভুল বুঝাইব, মুহূর্ত্তের জন্য এমনটা কি তুমি মনে করিতে পার? যদি মিথ্যা বলি, আমি নিজেই উপহাসাস্পদ হইব। দুই এক ঘণ্টামধ্যেই তুমি স্বচক্ষে কারোলাইনকে দেখিবে, নিজেই ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিবে।"

কুচক্রী রমণী বিলক্ষণ মোহ জন্মাইয়া দিল, কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমার বলিলেন, "হাঁ হাঁ, প্রিয়তমে! তোমার বাক্যে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। আর কি বলিতে চাও, বল, উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া থাকি।"

লেডী জার্শী বলিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক আর কি বলিব? বাস্তবিক রাজকন্যাদের যেমন কুমারীসুলভ লাবণ্য ও মর্য্যাদাসূচক ভঙ্গী থাকে, কারোলাইনে তাহার কিছুই নাই। রাজবংশের খাতিরে লোকে

কেবল খোসামোদ করিয়া রূপগুণ বাড়ায়। কি সাধারণ লোক, কি সমাচার-পত্রসম্পাদক কেহই সাহস করিয়া সত্যকথা বলে না।"

মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া গম্ভীরস্বরে প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর! সেই কুৎসিতা কন্যাই কি ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী হইবে? না না না, কখনই হইবে না, কখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব না। তাহাকে ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে লইয়া যাইতে আমার পিতা-মাতা ও মন্ত্রিবর্গ যদি পীড়াপীড়ি করেন, তাহাতেও আমি সম্মত হইব না। পরমেশ্বরের নামে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, রাজকুমারী কারোলাইন কিছুতেই ইংলণ্ডের ভাবী রাজ্ঞী হইবার যোগ্য হইবে না।"

এইরূপ শপথ করিয়া রাজকুমার পুনর্ব্বার আসন হইতে উঠিয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লেডী জার্শীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া যখন তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন, তখন লেডী জার্শীর সুন্দর বদনে ভয়ঙ্করী দানবীর বিজয়লক্ষণ লক্ষিত হইল।

পাইচারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া রাজকুমার আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই সোফায় বসিয়া লেডীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে! আর কিছু তোমার বলিবার আছে কি?"

বলিবার যেন আর ইচ্ছা নাই, কপটে এই ভাব জানাইয়া লেডী জার্শী বলিলেন, "রাজকন্যার চেহারার কথা বলিয়াছি, আর বেশী তোমাকে কি বলিব?"

ত্রস্তস্বরে রাজপুত্র বলিলেন, "কারোলাইনের ব্যবহার, চালচলন ও গুণের কথা তুমি কি কিছু শোনো নাই? বিবি হারকোর্ট তোমাকে কি সে সব কথা বলে নাই? লর্ড মালমেচ্‌বারী কি একেবারে নিস্তব্ধ ছিলেন? আমার বোধ হয়, তুমি আরো কিছু জানো।"

পুনর্ব্বার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া লেডী জার্শী বলিলেন, "সে সকল কথা তোমার কর্ণে প্রিয় বোধ হইবে না।"

চতুরা রমণী রাজপুত্রের কর্ণে যে বিষবর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি তাহা পান করিয়া অজ্ঞানের মত বলিয়া উঠিলেন, "যাহা সত্য, তাহা আমি অবশ্যই শুনিব।"

লেডী জার্শী বলিলেন,"যাহা তুমি শুনিতে চাহিতেছ,তাহা শুনিলে তোমার অন্তরে আঘাত লাগিবে; তথাপি যখন তুমি না শুনিয়া ছাড়িবে না, তখন কাজে কাজেই আমি বলিতে বাধ্য। জলযোগের পর কুমারী কারোলাইন একবার গৃহান্তরে গিয়াছিলেন, বিবি হারকোর্ট সেই অবসরে চুপি চুপি

আমাকে বলিয়াছে, রাজকুমারীর হস্তাক্ষর ভাল নয়, শুদ্ধ করিয়া লিখিতেও জানেন না।"

ধৈর্য্যহারা হইয়া রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! আমার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এই অদ্ভুত জানোয়ারকে আনয়ন করা হইয়াছে, ইহা আমার অপমান, রাজপরিবারের অপমান ও ব্রিটিসজাতির অপমান! লেখা-পড়া জানে না, এ কথাটা সত্য না কি? আচ্ছা আচ্ছা, বলিয়া যাও, আরও আমি শুনিব।"

লেডী জার্শী বলিলেন, "বিবি হারকোর্ট আমাকে আরও বলিয়াছে, কুমারী কারোলাইন এলোমেলো বকেন, ভাল মন্দ বিবেচনা করেন না, যাহা মনে আইসে, তাহাই বলেন; লোকে তাঁহাকে রসিকা ভাবিবেন রসিকতা শুনিয়া হাসিবে, ইহা মনে করিয়া তিনি ইতর কন্যাদের মত কুৎসিত ঠাট্টা-তামাসা ঝাড়েন। বিশেষতঃ রাজকুমারী অত্যন্ত নোঙ্‌রা; পরিচ্ছদের পারিপাট্য নাই,—শরীরের প্রতিও যত্ন নাই। লর্ড মালমেচ্‌বারী তজ্জন্য প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

লেডী জার্শী এইরূপে রাজকুমারী কারোলাইনের বিস্তর নিন্দা করিলেন। মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া, হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাজকুমার বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! এখন আমি করি কি? ঐ জর্ম্মন্ জন্তুকে বিবাহ করিতে যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে মন্ত্রিসভা আমার ঋণ পরিশোধ করিতে রাজী হইবেন না। আমার ঋণের পরিমাণ কম নয়,—অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছে;—ছয় লক্ষ পাউণ্ড!—উপায় কি?"

লেডী জার্শী কপট প্রবোধবাক্যে কুমারকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, কুমার তখন বলিলেন, "না, আমি নিতান্ত অবসন্ন হইব না, পিতা ও মন্ত্রিগণ যদি আমাকে ঐ জর্ম্মন্ জন্তুর পাণিগ্রহণে বাধ্য করেন, জোর করিয়া ভাল-বাসাইতে পারিবেন না।"

প্রেমানুরাগে রাজকুমারের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া লেডী জার্শী তাঁহার অধরে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন; তাহার পর সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া প্রেমিক নাগরকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার স্তনের উপর রাজকুমারের মস্তক রহিল। প্রেমগদগদস্বরে লেডী বলিলেন, "রসের সাগর প্রেমের নাগর! খানিকক্ষণ এইরূপে শুইয়া থাকো, এখনই কারোলাইনকে দেখিবার জন্য সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে তোমার ডাক পড়িবে। কিন্তু জর্জ্জ!—প্রাণের জর্জ্জ! আমি তোমাকে ছাড়িব না।"

আদর করিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "ভয় কি? আমি তোমারই থাকিব।

কারোলাইনকে যদি বিবাহ করিতেই হয়, হইলই বা, মন তাহাকে দিব না, মনে মন মিলিবে না। তুমি আমাদের শয্যাগৃহে সহচরী হইয়া থাকিবে। কারোলাইন যদি তোমার উপর রাগ করে কিংবা হিংসা দেখায়, তাহা হইলে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।"

কি যেন স্মরণ করিয়া কাউণ্টেস্ জার্শী শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, "ওহো! একটা কথা বলিতে আমি ভুলিয়াছি। তোমার আদেশ অনুসারে লর্ড ক্লেয়ারমণ্ট, মিসেস্ এণ্টন আর আমি, এই তিন জনে কুমারী কারোলাইনের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গ্রিনউইচে যাই। কেন জানি না, রাজকুমারী আমাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন, লর্ড মাল্‌মেচবারী আমার প্রতি ততটা ঔদার্য্য দেখান নাই, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজ হইতে নামিয়া রাজকুমারী প্রথমে হাসপাতালে প্রবেশ করেন, আমরাও সঙ্গে যাই; হাসপাতালের গবর্ণর রাজকন্যার জন্য জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন, রাজকন্যা যখন জল খাইতে বসেন, তখন আমি তাঁহার ঠিক পার্শ্বে বসিয়াছিলাম, রাজকুমারী আমার সহিত অনেক প্রকার গল্প করেন। জলযোগের পর তিনি একটা পাশের ঘরে চলিয়া যান। সেই অবসরে তাঁহার সখী বিবি হার্‌কোর্টের সহিত নির্জ্জনে আমার অনেক কথা হয়। তাহার মুখে যাহা যাহা শুনি, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। তাহার পর সেণ্টজেম্‌স প্রাসাদে আসিবার উদ্যোগ। দুইখানা গাড়ী আইসে; এক গাড়ীতে রাজকুমারী কারোলাইন, বিবি হার্‌কোর্ট আর আমি, দ্বিতীয় গাড়ীতে বিবি এষ্টন, লর্ড মালমেচ্‌বারী আর লর্ড ক্লেয়ার মণ্ট। শকটযাত্রা দেখিবার জন্য রাস্তায় অনেক লোক জমা হইয়াছিল। রাজকুমারী সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজা, রাণী, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা আদরপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার হাসিয়া লেডী জার্শী সকৌতুকে বলিলেন, "আমি সেখানে বেশীক্ষণ রহিলাম না, মিছামিছি অসুখ করিয়াছে বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম; বাড়ীতেও যাইলাম না, সেই সব কথা তোমাকে বলিবার জন্য এইখানেই ছুটিয়া আসিয়াছি।"

প্রিন্স এই সব কথার উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জার্ম্মেন্ প্রবেশ করিল। জার্ম্মেন্ ইতাগ্রে দুই এক মুহূর্ত্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যাপারখানা বুঝিতেছিল, ধীরে ধীরে দ্বারের কড়া নাড়িতেছিল, রাজকুমারকে সতর্ক করা তাহার অভিপ্রায়। রাজকুমার লেডী জার্শীর বুকের উপর শুইয়া ছিলেন, জার্ম্মেনের সঙ্কেতে অব-

সর পাইয়া সাবধান হইয়া বসিলেন, বিলাসিনী কামিনীর গাত্রবস্ত্র ও কেশ-পাশ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, জার্মেনের প্রবেশের অগ্রে তিনিও বেশ সামলাইয়া লইলেন।

নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া জার্মেন বলিল, "যুবরাজ! সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে রাজা ও রাজমহিষী আপনার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

রাজকুমার বলিলেন, "আমাকে কাপড় পরাইয়া দাও, বেশী দেরী হইবে না, অচিরেই আমি রাজাদেশ পালন করিতেছি।"

কাউণ্টেস্ জার্শী বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজকুমার ব্যস্তভাবে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া পছন্দমত বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন।

অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকা। ইংলণ্ডের যুবরাজ রাজকীয় শকটারোহণে সেণ্ট জেম্‌স প্রাসাদে চলিলেন, প্রাসাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধূর্ত্ত লেডী জার্শীর প্ররোচনায় বরণবিকের রাজকুমারীর প্রতি রাজকুমারের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, এইবার রাজকুমারীর ভাগ্যপরীক্ষা।—এই স্মরণীয় দিবসে রাজকুমারী কারোলাইনের সহিত ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের প্রথম সাক্ষাৎ হইবে।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।